মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা

[Money, Trade and Public Finance]

Economics : Paper I

অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ, (অর্থনীতি ও ইতিহাস)

অধ্যাপক, স্কটিশচার্চ কলেজ, কলিকাতা; ভূতপূর্ব অধ্যাপক,
হরগঙ্গা কলেজ (মুন্সীগঞ্জ); ভিক্টোরিয়া কলেজ
(কুচবিহার); ভিক্টোরিয়া ইনস্‌টিটিউশন
(কলিকাতা); উইমেন্‌স্‌ কলেজ,
(কলিকাতা) এবং সিটি কলেজ,
বাণিজ্য বিভাগ।

গ্রন্থকার : অর্থনৈতিক-তত্ত্ব, ভারতীয় অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভারতের সংবিধান, Introduction to International Relations, Constitution of India, উচ্চতর ভারত ইতিহাস, বিশ্বের ইতিহাস ইত্যাদি।

ডি লাইট বুক কোং

বিক্রয় কেন্দ্র : ১৭৩/৩, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

কার্যালয় : ২৪, অরবিন্দ সরণি, কলিকাতা-৫

প্রকাশক :
গোপাল চন্দ্র সাহা, এম্. কম্, এল্, এল্, বি,
ডি লাইট বুক কোঃ
১৭৩/৩, বিধান সরণি,
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
১৯৬৩

মুদ্রাকর :
ডি. সরকার
নিউ বাসন্তী প্রেস
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

INDEX

মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা

মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায়

মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব ও দামস্তর

Quantity Theory of Money and Pricelevel

Q. 1. Explain the quantity theory of money and point out its inadequacies.

Examine the relation between the quantity of money and the general pricelevel.

Ans. বিচ্ছিন্নভাবে কোনও একটি সামগ্রীর বা দুইচারিটি বিশেষ সামগ্রীর দাম উঠানামা করিলে এবং অপরাপর সকল বস্তুর দাম অপরিবর্তিত থাকিলে বুঝিতে হইবে যে ঐ সামগ্রীটির বা ঐ বিশেষ সামগ্রীগুলির নিজস্ব চাহিদা বা যোগানে কোনও তারতম্য ঘটিয়াছে। যে কারণে উহা বা উহাদের দামে তারতম্য ঘটিয়াছে সে কারণের সহিত অপরাপর বস্তুর কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু যদি কোন সময়ে দেখা যায় যে দেশের মধ্যেকার সকল বস্তুর দাম একই সঙ্গে বাড়িয়া গিয়াছে বা একই সঙ্গে কমিয়া গিয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঐ পরিবর্তনের কোনও অভিন্ন কারণ ঘটিয়াছে। অবশ্য বাড়িলে সব বস্তুর দাম যে একই ভাবে বাড়িবে অথবা কমিলে সব জিনিষের দাম যে একই ভাবে কমিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; বরং এরূপ না ঘটাই স্বাভাবিক। তবে বাড়িলে, কম-বেশী সকল বস্তুর দাম বাড়ে, কমিলে কম-বেশী সকল বস্তুর দাম কমে; অর্থাৎ গড় দাম বা দামস্তর বাড়ে বা কমে। এইরূপ ঘটিলে বুঝিতে হইবে উহার কোন অভিন্ন কারণ আছে।

বহু অর্থনীতিবিদ দেশের মোট মুদ্রার পরিমাণকেই (quantity of money) এই অভিন্ন কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে, মুদ্রার চাহিদা সাধারণতঃ অপরিবর্তিত থাকে; মুদ্রার যোগান অর্থাৎ মোট মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া গেলেই মুদ্রার দাম কমিয়া যায়, অর্থাৎ দামস্তর বাড়িয়া যায়। অপরপক্ষে মুদ্রার যোগান, অর্থাৎ মোট মুদ্রার পরিমাণ কমিয়া গেলেই, মুদ্রার দাম বাড়িয়া যায়—অর্থাৎ দামস্তর কমিয়া যায়।

মুদ্রার চাহিদা অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু মুদ্রার চাহিদা বলিতে কি বুঝায়? যদি দেশের মধ্যে সামগ্রী-বিনিময় বা বার্টার ব্যবস্থা থাকে (মুদ্রা সৃষ্টি হইবার পূর্বে যাহা সকল দেশেই ছিল),—কোনও মুদ্রার মাধ্যমে কোনও বস্তুরই বেচা কেনা না হয়,—তাহা হইলে দেশে মুদ্রার কোন প্রয়োজনই থাকে না। যদি সামগ্রী-বিনিময় না থাকে, মুদ্রার মাধ্যমেই সব কিছু কেনা-বেচা হয়, তবেই দেশে মুদ্রার প্রয়োজন হয় এবং মুদ্রার চাহিদা হয়। মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ যদি কম হয় তাহা হইলে মুদ্রার চাহিদা হইবে কম, এবং বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ যত বাড়িবে, মুদ্রার প্রয়োজন বা চাহিদা ততই বাড়িবে। বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ বলিতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণকে বুঝায় (volume of trade); বাণিজ্যের পরিমাণ যদি বাড়ে, অর্থাৎ দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে, তাহা হইলে মুদ্রার চাহিদা বাড়ে; বাণিজ্যের পরিমাণ কমিলে, মুদ্রার চাহিদা কমে।

বাণিজ্যের পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে দামস্তরের উঠানামা নির্ভর করে মুদ্রার যোগানের উপর। মুদ্রার যোগান বলিতে বুঝায়, দেশের মধ্যে বিহিত মুদ্রার (legal tender money) পরিমাণ। আমরা চলতি ভাষায় নগদ টাকা (cash or currency) বলিতে যাহা বুঝি তাহাই অর্থনীতির ভাষায় বিহিত মুদ্রা। এই বিহিত মুদ্রার মধ্যে প্রমাণ মুদ্রা (যথা আমাদের দেশে, rupee বা টাকা) এবং খুচরা মুদ্রা আছে, আবার ব্যাঙ্ক নোটও আছে। প্রমাণ মুদ্রা এবং খুচরা মুদ্রা সরকারের দ্বারা নির্মিত হইয়া বাজারে প্রচারিত হয় এবং ব্যাঙ্ক নোট সরকারের দ্বারা রচিত আইনের আওতার মধ্যে থাকিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রচার করে। যতমূল্যের প্রমাণ মুদ্রা, খুচরা মুদ্রা এবং ব্যাঙ্ক নোট দেশের মধ্যে ছাড়া হইয়াছে উহাকে মুদ্রার পরিমাণ বা মুদ্রার যোগান বলা যায়। ধরা যাক এইভাবে হিসাব করা মুদ্রার যোগান হইল ১০০ টাকা এবং মুদ্রার দ্বারা বিনিময়যোগ্য সামগ্রী, অর্থাৎ বাণিজ্যের পরিমাণ হইল ১০টি সামগ্রী, তাহা হইলে মুদ্রার পরিমাণকে বাণিজ্যের পরিমাণের দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল যাহা হইবে তাহাই হইল, গড়ে একটি সামগ্রীর দাম—অর্থাৎ দামস্তর (price level)। সুতরাং

$$\text{দামস্তর (P)} = \frac{\text{মুদ্রার পরিমাণ (M)}}{\text{বাণিজ্যের পরিমাণ (T)}}$$

এক্ষেত্রে বাণিজ্যের পরিমাণ যদি একই থাকে, মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে, ধরা যাক ১০০ টাকা হইতে ২০০ টাকা হইল, তাহা হইলে ঠিক ঐ অনুপাতে দামস্তর বাড়িয়া যাইবে—অর্থাৎ ১০ টাকা হইতে বাড়িয়া ২০ টাকা হইবে। বিপরীতক্ষেত্রে, বাণিজ্যের পরিমাণ যদি একই থাকে, মুদ্রার পরিমাণ কমে, ধরা যাক ১০০ টাকা হইতে ৫০ টাকা হইল, তাহা হইলে ঠিক ঐ অনুপাতে দামস্তর কমিয়া যাইবে—অর্থাৎ ১০ টাকা হইতে ৫ টাকা হইবে।

তবে দামস্তরের উপর মুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রতার গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল আছে। মুদ্রার আসল কাজ হইল বিনিময়ের বাহনরূপে (medium of exchange) ক্রিয়া করা। গড়ে একটি মুদ্রা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতবার হাত বদল করিতেছে—অর্থাৎ বিনিময়ের বাহনরূপে কাজ করিতেছে তাহাকেই বলা হয় প্রচলন ক্ষিপ্রতা (velocity of circulation)। একটি মুদ্রার যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একবার হাতবদল করা, অর্থাৎ বিনিময়কার্য্য সম্পন্ন করা স্বাভাবিক হয় তাহা হইলে, কোনও মুদ্রা যদি ২ বার হাত বদল করে, তাহা হইলে উহা ২টি মুদ্রার কাজ করিল, কোনও মুদ্রা যদি ৩ বার হাত বদল করে, তাহা হইলে তিনটি মুদ্রার কার্য্য করিল। সকল মুদ্রার হাত-বদল, বা বিনিময়কার্য্য দেখিয়া যদি বুঝা যায় গড়ে একটি মুদ্রা ৪ বার হাত বদল করিয়াছে তাহা হইলে প্রচলনক্ষিপ্রতা হইবে চার এবং গুণতিতে মুদ্রার পরিমাণ ১০০ টাকা হইলেও কাজের দিক হইতে মুদ্রার পরিমাণ ৪০০ টাকা (১০০ × ৪) আছে বলিয়া ধরা হইবে। সুতরাং

$$\text{দামস্তর (P)} = \frac{\text{মুদ্রার পরিমাণ (M)} \times \text{প্রচলনক্ষিপ্রতা (V)}}{\text{বাণিজ্যের পরিমাণ (T)}}$$

কিন্তু আধুনিক যুগ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার যুগ। সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উভয়ে মিলিয়া যে বিহিত মুদ্রা (legal tender) বাজারে ছাড়ে, আধুনিক যুগে ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উহার দ্বারাই বেচাকেনা চলে না। আমরা চেক-এর দ্বারা যে ব্যাঙ্কের আমানত হস্তান্তর করি উহার দ্বারাই সামগ্রীর বেচাকেনা বহু পরিমাণে হইয়া থাকে। ব্যাঙ্কের আমানত যদি বাড়িয়া যায় তাহা হইলে লোকের হাতে অর্থাগম হয় বেশী এবং লোকে বেশী করিয়া ব্যয় করিতে পারে অর্থাৎ সামগ্রী কিনিতে পারে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য হইল যে লোকে নগদ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিলে তবেই যে ব্যাঙ্কের আমানত হয় তাহাই নহে, ব্যাঙ্ক সামান্য কিছু নগদ টাকা রিজার্ভ রাখিয়া

উহার বহুগুণ বেশী আমানত সৃষ্টি করিয়া দেয় ; লোককে ধার দেবার সময়ে ব্যাঙ্ক এইরূপ নূতন আমানত সৃষ্টি করে। ১০ টাকা নগদ রিজার্ভ রাখিলে হয়তো ১০০ টাকার মত আমানত সৃষ্টি করিয়া দিল। ব্যাঙ্কের দ্বারা সৃষ্ট এই বাড়তি আমানত টাকার ন্যায় কাজ করে; ইহাকে ব্যাঙ্কমুদ্রা বলা হয়। বিহিত মুদ্রার ন্যায়, ব্যাঙ্কমুদ্রা বাড়িলেও মোট মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে। আবার বিহিত মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতার যেরূপ ফলাফল আছে, ব্যাঙ্কমুদ্রারও সেই প্রচলনক্ষিপ্রতার প্রতিক্রিয়া আছে। অতএব বিহিতমুদ্রা × প্রচলন ক্ষিপ্রতার সহিত ব্যাঙ্কমুদ্রা × প্রচলনক্ষিপ্রতা যোগ করিলে যাহা যোগফল হইবে তাহা হইবে মোট মুদ্রার পরিমাণ। এই মোট মুদ্রার পরিমাণকে, বাণিজ্যের পরিমাণের দ্বারা—বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণের দ্বারা—ভাগ করিলে দামস্তর পাওয়া যাইবে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ফিশার এই বিষয়টি নিম্নরূপ সমীকরণের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন :

$$P=\frac{MV+M'V'}{T}$$

এই সমীকরণটিতে

P = Pricelevel (দামস্তর)

M = Money (বিহিতমুদ্রার পরিমাণ)

V = Velocity of money (বিহিত মুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রতা)

M′ = Bank money (ব্যাঙ্ক কর্তৃক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ)

V′ = Velocity of Bank Money (ব্যাঙ্কমুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রতা)

T = Volume of Trade (বাণিজ্যের পরিমাণ)

এক্ষেত্রে M অর্থাৎ বিহিত মুদ্রার পরিমাণ হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যাঙ্কমুদ্রার একটি নির্দিষ্ট অনুপাত বিহিত মুদ্রার আকারে নগদ রিজার্ভ রাখিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং M বাড়িলে M′ বাড়ে এবং M কমিলে M′ কমে। মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব ইহাই বলিতে চাহে যে T, V এবং V′ যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে M, অর্থাৎ মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর বাড়ে এবং মুদ্রার পরিমাণ কমিলে দামস্তর কমে। শুধু তাহাই নহে, মুদ্রার পরিমাণ যে অনুপাতে পরিবর্তন হয়, দামস্তরও সেই অনুপাতেই পরিবর্তন হয়।

Q. 2. Discuss the theoretical and practical objections to the quantity theory of money.

Ans. দাম-এর হ্রাস বৃদ্ধির কারণরূপে মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব বহু বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে :

প্রথমতঃ, সমালোচকগণ বলেন যে এই তত্ত্ব পরিবর্তনশীল বিষয়গুলি বিবেচনা করে না—মুদ্রার পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় যেন কিছুই পরিবর্তন হইতেছে না। এইরূপই যেন এই তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হয়। উৎপাদনের পরিবর্তন অথবা সামগ্রার চাহিদার পরিবর্তন, এসব কিছুই ইহা বিবেচনা করে না; শুধু একটি গাণিতিক হিসাব করিয়া ইহা দেখাইয়া দেয় মুদ্রা বৃদ্ধির দ্বারা দামস্তর বৃদ্ধি পায়। গণিতের দিক দিয়া ইহা সত্য হইলেও ইহার কোন সার্থকতা নাই।

দ্বিতীয়তঃ, এই তত্ত্ব মুদ্রা বৃদ্ধির সহিত দামস্তর বৃদ্ধির কি কার্য্যকারণ সম্পর্ক আছে তাহা মোটেই ব্যখ্যা করিতে পারে না। মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে কেন দামস্তর বাড়ে এবং কিভাবে উহা বাড়ে সেই কারণ এবং সেই পদ্ধতির কিছুই এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না। মুদ্রাবৃদ্ধি করিলে দামস্তর বৃদ্ধি কি কারণে ঘটে তাহার যথাযথ ব্যাখ্যা না পাইলে এই তত্ত্বের কোন ব্যবহারিক গুরুত্ব নাই।

তৃতীয়তঃ, এই তত্ত্বে অনেকগুলি বিষয়কে অপরিবর্তনশীল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে—বাণিজ্যের পরিমাণ, মুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রতা, ব্যাঙ্কমুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা। এইগুলি পূর্ববৎই থাকিলে, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধিতে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে—এ কথাই মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব বলে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি অপরিবর্তনশীল বলিয়া ধরা উচিত নহে। এগুলি পরিবর্তনশীল তো বটেই বরং মুদ্রার পরিবর্তন হইলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহাতে এই বিষয়গুলিও পরিবর্তন হইতে থাকে। যথা মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে অথচ বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না বা মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা বাড়িবে না এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; বরং মুদ্রার পরিমাণে পরিবর্তন হইলে এই বিষয়গুলিতেও পরিবর্তন ঘটে। তখন দামস্তরের উপর মুদ্রার হ্রাস-বৃদ্ধি কতখানি ফলাফল ঘটাইল এবং অন্যান্য বিষয়গুলির হ্রাস-বৃদ্ধি কতখানি ফলাফল ঘটাইল তাহার সঠিক বিচার করা আর সম্ভব হইয়া উঠে না।

চতুর্থতঃ, এই তত্ত্ব পূর্ণ-নিয়োগের (full employment) অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রমিক সমেত সকল প্রকার উৎপাদক সঙ্গতির পূর্ণ নিয়োগ ঘটিলে, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি আর উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে না—তখন মুদ্রার বৃদ্ধি ঘটিলেই সীমাবদ্ধ সামগ্রীর উপরে ক্রমবর্ধমান মুদ্রা ব্যয়িত হইতে থাকিবে এবং মুদ্রা বৃদ্ধির অনুপাতে দামবৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে। কিন্তু পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থা যতদিন না আসে ততদিন মুদ্রার বৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক জীবনে কর্মচাঞ্চল্য বাড়িয়া ধনসম্পদ উৎপাদন বাড়িবে এবং মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা পূরিত হইবে, দামস্তর বৃদ্ধিতে উহার প্রতিক্রিয়া ঘটিবে না। অন্ততঃ আনুপাতিকভাবে নহে।

পঞ্চমতঃ, এই তত্ত্বে যেন মনে হয় যে দামস্তর বৃদ্ধির একমাত্র কারণ মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি। ইহা ঠিক নহে। বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ volume of trade, কমিয়া গেলেও দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে।

ষষ্ঠতঃ, মন্দার সময়ে যখন চতুর্দিকে নৈরাশ্য পরিব্যাপ্ত হয়, উৎপাদনকারীগণ উৎপাদন করিতে সাহস করে না এবং বেপারীগণ মাল মজুদ করিতে সাহস করে না, তখন মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলেই দামস্তর বাড়িতে পারে না। আসল বিষয় হইল লোকের আয় বৃদ্ধি এবং 'ফলপ্রদ চাহিদা' (effective demand) বৃদ্ধি—অর্থাৎ জনগণের পক্ষ হইতে বেশী করিয়া জিনিষপত্র কিনিবার প্রস্তুতি। মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব এই সকল বিষয়ের উপর কোনরূপ আলোকসম্পাত করে না।

Q. 3. Discuss in what sense are the formulae $P=\frac{M}{K}$ and $P=\frac{MV}{T}$ are interchangeable with each other.

Ans. মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব মুদ্রার মূল্য বিচার করে মুদ্রার যোগানের দিক হইতে। বাস্তবক্ষেত্রে মুদ্রার চাহিদার দিক হইতেও মুদ্রার মূল্য বিচার করা চলে। কেম্ব্রীজ অর্থনীতিবিদদিগের দ্বারা প্রদত্ত একটি সমীকরণ—ইহাকেই কেম্ব্রীজ সমীকরণ (Cambridge equation) বলা হয়—মুদ্রার চাহিদার উপর আলোকসম্পাত করে।

জনসাধারণ তাহাদের বাৎসরিক উপার্জনের একটি নির্দিষ্ট অংশ হাতে রাখিয়া দেয়। নিজেদের ঘরে নগদের আকারেই হউক, বা ব্যাঙ্কের নিকট আমানতের আকারেই হউক। ধরা যাউক তাহারা বাৎসরিক উৎপাদনের

যে নির্দিষ্ট অংশ ক্রয়ক্ষমতার আকারে ধরিয়া রাখিতে চাহে উহার নাম হইল K ; তাহা হইলে K হইবে সামগ্রী সমষ্টি—বিবিধপ্রকার সামগ্রীর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ।

P যদি সামগ্রীর গড় দাম হয়, তাহা হইলে PK হইবে K সামগ্রীর দাম অর্থাৎ মুদ্রার চাহিদা। যেহেতু মুদ্রার চাহিদা ও মুদ্রার যোগান সমান হইবে সেহেতু

$$PK = M$$

$$\text{অর্থাৎ } P = \frac{M}{K}$$

অর্থাৎ মুদ্রার যোগানকে মুদ্রার চাহিদার দ্বারা ভাগ করিলে যাহা ভাগফল হইবে তাহাই হইবে দামস্তর। কেম্ব্রীজ সমীকরণে বলা হয় যে মুদ্রার পরিমাণ যদি বাড়ে কিন্তু লোকে যদি পূর্বেকার সমানই যথার্থ ক্রয়-ক্ষমতা (real purchasing power) ধরিয়া রাখিতে চাহে, অর্থাৎ K যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে দামস্তর বাড়িবে। কিন্তু এই বর্ধিত দামস্তর ঐ একই পরিমাণ K সামগ্রী সমষ্টি কিনিতে বেশী খরচ পড়িবে। সুতরাং লোকে বাধ্য হইয়াই বেশী পরিমাণ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিবে ; মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া দামস্তর বাড়িবে, দামস্তর বাড়িবার দরুণ মুদ্রার চাহিদা বাড়িবে।

এক্ষণে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কেম্ব্রীজ সমীকরণের K হইল ধরিয়া রাখা মুদ্রা এবং ফিশার সমীকরণের V হইল ছাড়িয়া দেওয়া মুদ্রা। ছাড়িয়া দেওয়া এবং ধরিয়া রাখা পরস্পরের বিপরীত। যে টাকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল তাহা ধরিয়া রাখা হইল না এবং যে টাকা ধরিয়া রাখা হইল তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল না। সুতরাং K হইল V-এর বিপরীত। সুতরাং কেম্ব্রীজ সমীকরণের K এবং ফিশার সমীকরণের $\frac{T}{V}$ একই বস্তুকে বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করিতেছে ধরা যাক, লোকে গড়ে এক মাসের উপার্জনকে মুদ্রার আকারে ধরিরা রাখিতে চাহে। সেক্ষেত্রে T এবং V-কে পরিমাপ করিলে দেখা যাইবে যে T হইল জাতীয় উৎপাদন (National Output)-এর সমান এবং V হইল ১২। V ১২ হইবে কারণ আমাদের উপার্জন ব্যয়

করিবার সময়ে আমরা প্রতিটি টাকা গড়ে ১২ বার খরচা করিব। কিন্তু K হইল জাতীয় উৎপাদনের $\frac{১}{১২}$ অংশ।

$$K = \frac{T}{V}$$

অতএব বাণিজ্যের পরিমাণ অর্থাৎ T যতদিন অপরিবর্তিত থাকিবে, K এবং V উভয়কেই একই শক্তি চালিত করিবে। টাকার চাহিদা হইল টাকার প্রচলন ক্ষিপ্রতার অনুপাত। সুতরাং

$$P = \frac{M}{K} \text{ এবং}$$

$$P = \frac{MV}{T} \text{ একই বস্তু।}$$

Q. 4. Explain what is meant by demand for money ?

Or

Distinguish between the different motives for holding money. Which of these motives does give rise to the phenomenon of "hoarding" money ?

Ans. কীন্‌স্‌ প্রমুখ কেম্ব্রীজ অর্থনীতিবিদগণ মুদ্রার যে একটি নিজস্ব চাহিদা আছে, ইহার প্রতিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যদিও আমরা সরাসরি টাকা খাইতে পরিতে পারি না, তথাপি নানা কারণে আমরা সকলেই কিছু টাকা হাতের কাছে রাখিয়া দিতে ইচ্ছুক হই। সমাজে সকল ব্যক্তি যৌথভাবে যতটাকা নিজেদের হাতে রাখিয়া দেয়, তাহাই হইল, দেশের মধ্যে মোট টাকার চাহিদা। কিন্তু যে বস্তু সরাসরি ভোগ করিবার কোন উপায় নাই, যে বস্তু লোকে কেন কাছে রাখিয়া দিতে চাহে তাহার কতিপয় সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। এই কারণগুলিকে নগদ রাখিবার অভিপ্রায় রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রথমত ঃ, লোকে আয় ব্যয়ের ফাঁক পূরণের জন্য হাতে নগদ মুদ্রা রাখিবার পক্ষপাতী হয়। আমাদের আয়ের সময় এবং ব্যয়ের সময় যদি ঠিক মিলিয়া যাইত তাহা হইলে হাতের কাছে কম নগদ টাকা রাখিয়াই জীবন যাত্রা নির্বাহ করা যাইত। কিন্তু আসলে অধিকাংশ লোকের উপার্জন ঘটে একটি নির্দিষ্ট কাল অন্তর—সপ্তাহ, বা মাস বা বৎসর। মাসের প্রথমে যদি কোনও ব্যক্তি বেতন পায় তাহা হইলে তাহাকে সারামাসের খরচা

চালাইবার মতন কিছু টাকা সর্বদাই হাতে রাখিয়া দিতে হইবে। বেতন মাসের প্রথমে পাইলেও, খরচা প্রাত্যহিক, প্রতিদিনের খরচা যাহাতে চালানো যায় এবং পাওনাদার সৃষ্টি হইলেই যাহাতে তাহার পাওনা মিটানো যায়, সেই উদ্দেশ্যে লোকে নগদ টাকা রাখিয়া দেয়। আয় ও ব্যয়ের ফাঁক যত বেশী হইবে, লোকের পক্ষে ততই বেশী নগদ টাকা হাতে রাখিয়া দিবার প্রয়োজন হইবে। তবে এই ফাঁক এত বেশী যেন না হয় যাহাতে হাতের টাকা ইতিমধ্যে সুদে খাটাইয়া লওয়া যায়। যদি আমি আজ উপার্জনের অর্থ পাই এবং বুঝি যে একবৎসরের মধ্যে আমার কোন খরচ নাই, একবৎসর পরে আমার ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে ইতিমধ্যে আমি ঐ টাকাটি সুদে খাটাইয়া কিছু উপার্জন করিয়া লইতে পারি। সেক্ষেত্রে আর আমি নগদ মুদ্রা ধরিয়া রাখিলাম না. আমার নগদ মুদ্রার চাহিদা তিরোহিত হইবে। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু এইরূপ ঘটে না। আমরা সাধারণতঃ আয় করি একটি সময়ের বিন্দুতে, কিন্তু ব্যয় করি সময়ের ব্যাপ্তিতে। জীবন-যাত্রা নির্বাহের ক্ষেত্রে, এই আয়-ব্যয়ের ফাঁক পূরণার্থে নগদ মুদ্রার যে চাহিদা করা হয় উহার অভিপ্রায়কে বলা হয় "উপার্জন অভিপ্রায়" (income motive)।

কিন্তু সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ন্যায়, ব্যবসার ক্ষেত্রেও আয় ও ব্যয় ঠিক একই সময়ে ঘটে না। ব্যবসায়ীদের এক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পাওনা মিটাইবার প্রয়োজন হয় এবং উহার জন্য প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া হাতে নগদ জমাইয়া তুলিতে হয় যাহাতে যথাসময়ে পাওনাদারের পাওনা মিটানো যাইতে পারে। আবার কোন কোন ব্যবসায় ক্ষেত্রে, উপার্জন ঘটে বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে, বৎসরে একবার, কি দুইবার, কি পাঁচবার, কিন্তু ব্যবসায়ীকে হয়তো খরচ করিতে হয় প্রতি মাসেই, বা প্রতি সপ্তাহেই, এমন কি প্রতিদিনই। এরূপ ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ী যাহাতে তাহার নিয়মিত খরচা চালাইয়া যাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাহাকে সর্বদাই তাহার হাতের কাছে নগদ টাকা জমাইয়া রাখিতে হয়। ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের এই আয় ও ব্যয়-এর ফাঁক পূরণের জন্য যে নগদ টাকা হাতে রাখার অভিপ্রায় থাকে, তাহাকে বলা হয় "কারবার অভিপ্রায়" (Business motive)। উপার্জন অভিপ্রায় এবং কারবার অভিপ্রায়—এই দুইটিকে মিলিত ভাবে লেনদেন অভিপ্রায় (Transactions motive) বলা হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ, ভবিষ্যতে দামস্তর কমিতে পারে এই প্রত্যাশায় লোকে নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে চাহে। এই ধরণের অভিপ্রায়কে ফাটকা অভিপ্রায় (speculative motive) বলা হয়। লোকে যদি মনে করে যে দামস্তর বর্তমানে যাহা আছে ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষা কমিয়া যাইতে পারে তাহা হইলে তাহারা হাতের টাকা বর্তমানেই জিনিষ পত্র না কিনিয়া ভবিষ্যতে কিনিবার জন্য রাখিয়া দিবে। অবশ্য সকলেই যদি এইরূপ প্রত্যাশা করে এবং ভবিষ্যতে দাম হ্রাসের আশায় বর্তমানে টাকা চাপিয়া রাখে, তাহা হইলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের ব্যবধান শীঘ্রই তিরোহিত হইবে—অর্থাৎ অতিশীঘ্রই দামস্তর কমিয়া যাইবে। তখন যদি আর দাম হ্রাসের কোনও প্রত্যাশা না থাকে, তাহা হইলে যে অভিপ্রায়ে টাকা ধরিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা বিলুপ্ত হইবে। তবে কেহ কেহ যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম আরও কমিবে এবং কেহ কেহ যদি মনে করে যাহা কমিয়াছে তাহা অপেক্ষা আর কমিবে না—জনগণের মধ্যে যদি এইরূপ মতবিরোধ থাকে তাহা হইলে মুদ্রা ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা বলবৎ থাকিবে, কারণ একশ্রেণী মুদ্রা ধরিয়া রাখিবার জন্য অনিচ্ছুক হইলেও আর একশ্রেণী উহা ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হইবে। ইহা ছাড়াও, একশ্রেণীর লোক আছে যাহারা সম্পত্তির বেচাকেনা হইতে ফাল্‌তো লাভের আশায় হাতে কিছু টাকা সবসময়ে রাখিয়া দেয়। ইহা ফাট্‌কা অভিপ্রায়।

তৃতীয়ত ঃ, মানুষের সাংসারিক জীবনে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও অনিশ্চয়তার অংশ অনেকখানি। কখন কি বিপদ আপদ আসে এবং অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আবার কখন্ যে প্রত্যাশিত আয় ঠিক পাওয়া গেল না তাহারও কোনও স্থিরতা নাই, যাহা নিশ্চিত পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল তাহা অনেক সময়েই পাওয়া যায় না, হয়তো দেনাদার ঠিক সময়ে পাওনাদারের পাওনা আদায় দিতে পারিল না। এই প্রকার নানা অনিশ্চয়তা থাকিবার দরুন আমরা সর্বদাই হাতে কিছু টাকা রাখিয়া ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইতে চাহি।

হাতে নগদ ধরিয়া রাখিবার এই তিনটি মোটামুটি কারণের মধ্যে প্রথমোক্ত কারণটির দ্বারা, অর্থাৎ লেনদেন অভিপ্রায়-এর দ্বারা মুদ্রা মজুদ করা (hoarding) হয় না ; ঐ অভিপ্রায়ে যে মুদ্রা রাখিয়া দেওয়া হয়

তাহা নিয়মিতভাবে ধীরে ধীরে ব্যয় হইতে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অভিপ্রায়ের দরুণ যে মুদ্রা ধরিয়া রাখা হয় উহার দ্বারা মুদ্রা hoard করা বা মজুদ করা হয়। প্রথম অভিপ্রায়ে ধরিয়া রাখা মুদ্রা অল্পে অল্পে ঠিক নিয়মিতভাবে "বিনিময়-এর মাধ্যম" (medium of exchange) রূপে ক্রিয়া করিতে থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অভিপ্রায়ে যে মুদ্রা ধরিয়া রাখা হয়, তাহা "মূল্যের সঞ্চয়" (store of value) রূপে কার্য্য করে। এই পরিমাণ অর্থ সাময়িকভাবে অলস থাকে।

Q. 5. "The demand for money as measured in the quantity theory way is not the same as the demand for money measured in the liquidity preference way. There are, however, links between the two." Discuss the statement.

Ans. মুদ্রার চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাপ দুইভাবে করিতে পারা যায়। একটি হইল পরিমাণতত্ত্ব অনুসারে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রশ্ন তুলা যায় লোকে পূর্বাপেক্ষা বেশী যথার্থ ক্রয়ক্ষমতা—অর্থাৎ কেম্ব্রীজ সমীকরণের K-ধরিয়া রাখিতেছে কিনা। যদি লোকে যথার্থ·ক্রয়ক্ষমতা বেশী করিয়া ধরিয়া রাখিতেছে দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে দামস্তর কমিয়া গিয়াছে। যদি টাকার যোগান অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে একমাত্র দামস্তরের পতনের দ্বারাই, যথার্থ ক্রয়ক্ষমতার ধরিয়া রাখা বাড়িতে পারে ; অন্যথায় লোকে বেশী করিয়া ক্রয়ক্ষমতা ধরিয়া রাখিতে চাইলেই যে বেশী করিয়া টাকার যোগান হইবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই ; বরং এরূপ কোন সম্ভবনা নাই। সুতরাং লোকে বেশী করিয়া ক্রয়ক্ষমতা হাতে জমাইয়াছে—ইহার অর্থ হইল জিনিসপত্রের দাম কমিয়া গিয়াছে। $M=PK$—এই সমীকরণ হইতেই বুঝা যায় ; আমরা বাৎসরিক উৎপাদনের যে অংশ ধরিয়া রাখিতে চাই উহার সহিত উহাদের গড়দাম গুণ করিলে তাহাই মোট মুদ্রার পরিমাণ। সুতরাং মোট মুদ্রার পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে K বাড়িতে পারে একমাত্র P-এর পতনের দ্বারা।

দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রার চাহিদার পরিমাপ করা যায় নগদ আসক্তির (liquidity preference) দ্বারা। লোকে আয় ব্যয় এর ফাঁক মিটাইবার অভিপ্রায়ে, অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইবার জন্য সাবধানতা অবলম্বনের অভিপ্রায়ে, এবং ফাটকা কারবারে প্রবৃত্ত হইবার অভিপ্রায়ে কিছু টাকা সর্বদাই তরল আকারে,

অর্থাৎ নগদ, ধরিয়া রাখিতে চাহে। কত টাকা লোকে তরল আকারে ধরিয়া রাখিতে চাহে তাহার দ্বারাও মুদ্রার চাহিদা পরিমাপ করা যায়। যদি লোকে বেশী টাকা নিজেদের কাছে নগদ-এর আকারে ধরিয়া রাখিতে চাহে তাহার অর্থ হইবে লোকে বেশী করিয়া মুদ্রার চাহিদা করিতেছে। অপরপক্ষে লোকে যদি কম করিয়া নগদ টাকা নিজেদের আয়ত্তে রাখিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, উহার অর্থ হইবে সে দেশে মুদ্রার চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে। লোকে কত টাকা নিজেদের কাছে তরল আকারে রাখিবে নির্ভর করে সুদের হারের উপর। নগদ টাকা নিজের হাতে রাখিয়া দিবার অর্থই হইল ঐ টাকা সুদে খাটাইয়া যে আয় করা যাইত তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করা। সুদের হার যদি খুব কম হয় তাহা হইলে নগদ রাখিয়া নিজেকে বঞ্চিত করা হইবে খুবই কম, সেক্ষেত্রে নগদ পছন্দ বেশী হইবে। কিন্তু সুদের হার যদি বেশী হয় তাহা হইলে সুদে টাকা খাটাইয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করা সম্ভব, সেক্ষেত্রে নিজের কাছে নগদ টাকা আলস রাখিয়া দেওয়া লোকসান। নগদ পছন্দ তখন কমিয়া যাইবে, লোকে নগদ টাকা ধরিয়া না রাখিয়া সুদে খাটাইতে থাকিবে।

এই আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব অনুযায়ী টাকার চাহিদার যে পরিমাপ করা হয় এবং নগদ পছন্দের ভিত্তিতে টাকার চাহিদার যে পরিমাপ করা হয় ঐ দুইটি একই বস্তু নহে ; ঐ দুইভাবে পরিমাপ করা চাহিদা একই পরিমাণ দেখাইবে না। তবে ঐ দুইপ্রকার চাহিদার মধ্যে সংযোগ আছে। পরিমাণতত্ত্বের দিক হইতে মুদ্রার চাহিদার যে পরিমাপ করা হয়, উহা নগদ পছন্দের মধ্যে ধরা আছে, উহা মুদ্রা ধরিয়া রাখিবার কারবার অভিপ্রায় বলিয়া (transactions motive) বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাই। আবার যদি নগদ পছন্দ বাড়িয়া যায় এবং সেই কারণে সুদের হার বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে ব্যবসা বাণিজ্য বাধা পাইবে, জিনিসের দাম পড়িতে থাকিবে, এবং K অর্থাৎ ধরিয়া রাখা প্রকৃত ক্রয় ক্ষমতা বাড়িবে। এক্ষেত্রে মুদ্রার দুপ্রকার চাহিদারই একই দিকে গতি দেখা যাইবে।

Q. 6. Explain carefully the different reasons for which the general level of commodity prices my rise.

Ans. মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্বে, দামস্তরে পরিবর্ত্তনের জন্য একমাত্র মুদ্রার পরিমাণকেই দায়ী করা হয় ; মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর বাড়ে এবং

মুদ্রার পরিমাণ কমিলে দামস্তর কমে, ইহাই পরিমাণতত্ত্বের মূল বক্তব্য। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু মুদ্রার পরিমাণে পরিবর্ত্তন দামস্তর পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ নহে; অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে মুদ্রার পরিমাণের পরিবর্ত্তনকে দামস্তরের পরিবর্ত্তনের কোনরূপ কারণরূপেই বর্ণনা করা উচিত নহে। মূল যে সকল কারণে দামস্তর পরিবর্ত্তিত হয় সেগুলি মুদ্রার পরিমাণ-এর পরিবর্ত্তন হইতে উদ্ভূত নহে, বা মুদ্রার পরিমাণের উপর নিরর্ভরশীল নহে। আসলে যে সকল বিষয়ের দরুণ, সাধারণ দ্রব্যমূল বৃদ্ধি পায় সেগুলিকে নিম্নরূপে বর্ণনা করা চলে।

(১) উৎপাদনের পরিবর্ত্তন

উৎপাদনের পরিবর্ত্তনের দরুণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। কখনও কখনও উৎপাদন হ্রাস পাইলে, দ্রব্যমূল্য বাড়ে; আবার কখনও কখনও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও দ্রব্যমূল্য বাড়ে। নানাকারণেই সাধারণ উৎপাদনের স্তর হ্রাস পাইতে পারে। এই সকল কারণের মধ্যে হইল অর্থাভাব এবং কাঁচামালের অভাব। সাধারণ অর্থাভাব ঘটিতে পারে ব্যাঙ্কের টানে। ব্যাঙ্ক যদি টাকার বাজারে টান দেয়, সুদের হার বাড়ায় এবং খোলাবাজারে সরকারী সিকিউরিটি বিক্রয় করে, তাহা হইলে সাধারণ ভাবে অর্থাভাব ঘটিয়া (বিহিত মুদ্রা—legal tender money—সমান থাকিলেও এই অর্থাভাব ঘটিতে পারে)। উৎপাদনের পরিমাণ একই সঙ্গে নানা শিল্পেই কমিয়া যাইতে পারে। কখনও কখনও গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালেও টান পড়িতে পারে; বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ বিশেষ শিল্পের কাঁচামালে নানা কারণেই টান পড়িতে পারে। কিন্তু সমগ্রভাবে বা সাধারণভাবে দেশের অধিকাংশ শিল্পে বা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে কাঁচামালের অভাব ঘটিতে পারে দুইটি কারণে: প্রথমতঃ, কৃষিকার্য্যে কোনও কারণে বিপর্য্যয় ঘটিলে, কারণ কৃষিকার্য্য হইতে বহুবিধ শিল্পের কাঁচামাল যোগান দেওয়া হয়; দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ বিদ্রোহের দরুণ বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হইয়া গেলে। এইরূপ কোন সাধারণ কারণে,—অর্থাৎ যে কারণ দেশের প্রায় সকল শিল্পে, অন্ততঃ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শিল্পে অভিন্ন ভাবে ক্রিয়া করে,—উৎপাদনের স্তর কমিয়া গেলে সাধারণভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবে

(২) উৎপাদন খরচার পরিবর্ত্তন

আবার সাধারণভাবে উৎপাদনের স্তর বাড়িয়া গেলেও, দেশের দামস্তর বাড়িয়া যাইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস-এর নিয়ম ক্রিয়া করে এবং উৎপাদনের খরচা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, তখন জিনিষপত্রের দামও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। বিশেষ করিয়া যদি ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপে বেশী খাদ্যশস্য এবং শিল্পের কাঁচামাল ফসাইবার জন্য পুরাতন দেশে বহুবার চাষ করা একই জমিতে আত্যন্তিক চাষ করা হয় তাহা হইলে উৎপাদন খরচা দ্রুত বাড়িতে থাকিবে। খাদ্যবস্তু এবং কাঁচামালের দাম বাড়িলে দাম বৃদ্ধির প্রবণতা শুধু কৃষি সামগ্রীর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, উহা শিল্প সামগ্রীর ক্ষেত্রেও ছড়াইয়া পড়িবে। কৃষির উপর চাপ পড়িবার যে দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হইল, উহা ছাড়াও নানাবিধ কারণে সাধারণভাবে উৎপাদন খরচার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। শিল্পের নিজস্ব কারণেই প্রান্তিক উৎপাদন খরচার বাড়িতে পারে। দক্ষ শ্রমিকে টান পড়িয়া অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগের দরুণ, যন্ত্রপাতিতে টান পড়িয়া নিকৃষ্টযন্ত্রপাতি ব্যবহারের দরুণ প্রভৃতি নানা কারণে শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচা বাড়িয়া যাইতে পারে। এরূপ ঘটিলেই সাধারণ দামস্তর বাড়িবে।

(৩) একচেটিয়া কারবারের ক্ষমতা বৃদ্ধি

উৎপাদন কারীদের একচেটিয়ামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও উহার দ্বারা দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে। কোনও কারণে যদি উৎপাদনকারীরা একচেটিয়া কারবারের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে তাহা হইলে তাহারা জনসাধারণের নিকট হইতে বেশী দাম আদায় করিয়া লইতে পারিবে। তবে একই সঙ্গে বহুপ্রকার শিল্পে একচেটিয়াদারী ক্ষমতা বৃদ্ধি সচরাচর ঘটে না। আকস্মিক কারণে আমদানী বন্ধ হইলে, বা উৎপাদনের নির্দ্দিষ্ট অংশ কোনও বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত করাইয়া দিলে (যেমন যুদ্ধের সময়ে ঘটিতে পারে) একই সঙ্গে বহু শিল্পে একচেটিয়াদারীর সুযোগ উদ্ভূত হয়। আবার যদি দেশের মধ্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বৃহৎ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, অর্থাৎ একচেটিয়ামূলক সঙ্ঘবদ্ধতার (monopolistic combination) প্রবণতা সৃষ্টি হয়, তাহা হইলেও এইরূপ একচেটিয়া ক্ষমতার

ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োগ ঘটিতে পারে। উহাতে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর দাম ক্রমশঃই বাড়িতেছে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

(৪) কর্ম্মদক্ষতার তুলনায় মজুরী বৃদ্ধি

মজুরী বৃদ্ধি হইলে উৎপাদন খরচা বাড়িবে এবং উৎপাদনকারীরা পণ্যের বেশী দাম আদায় করিবে। শিল্প সমৃদ্ধির শেষ স্তরে এইরূপ মজুরী বৃদ্ধি ঘটিতে পারে, কারণ ঐ সময়েই সাধারণভাবে শ্রমিকের দুষ্প্রাপ্যতা ঘটে এবং শ্রমিকসঙ্ঘের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ে। উৎপাদনকারীরা এই সময়ে দুপয়সা উপার্জ্জন করে বলিয়া শ্রমিক সঙ্ঘের দাবী ঠেকাইবার জন্য ব্যগ্র থাকে না, ব্যগ্র থাকে ঝামেলা এড়াইয়া উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত রাখিতে। কিন্তু দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতার সহিত মজুরী বৃদ্ধি যোগ হইলে, দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতা আরও উগ্র হইয়া উঠে। কিন্তু দামস্তর যতই বাড়ে, মজুরী বৃদ্ধির দাবী ততই উগ্র হয় এবং ঐ দাবী মিটাইলে দামস্তর আরও বাড়ে।

(৫) ব্যয় বৃদ্ধি

সাধারণভাবে দেশের মধ্যে ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে জিনিষপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। সাধারণভাবে ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে উহার অনুপাতে জিনিষপত্রের যোগান বৃদ্ধি না পাইবার দরুণ, একই পরিমাণ সামগ্রী-সমষ্টির উপরে বেশী পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতার চাপ পড়িবে, তখন দামস্তর বাড়িবে। সমাজের মধ্যে যে মোট ব্যয় হয় উহার দুইপ্রকার বস্তুর উপর ঘটে, সাধারণ ভোগসামগ্রীর (consumers goods) এবং উৎপাদক বস্তু বা পুঁজি সামগ্রীর উপরে। ভোগসাগ্রীর উপর যে ব্যয় করা হয়, তাহা মোটামুটি স্থির হইয়া আকস্মিকভাবে বা যখন তখন পরিবর্ত্তন হইতেছে এরূপ দেখা যায় না, কারণ যে অভ্যাস, রুচি বা প্রয়োজনের বশে আমরা সাধারণ ভোগ সামগ্রী কিনি উহা মোটামুটি স্থির, উহাতে মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন ঘটে না। উপার্জ্জনের পরিবর্ত্তন ঘটিলে বা বিশেষ কোন কারণে ভোগস্পৃহার পরিবর্ত্তন ঘটিলে তবে এই ধরণের ব্যয়ে পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু অপর যে পর্য্যায়ের ব্যয় আছে—পুঁজিসামগ্রীর অর্থাৎ উৎপাদক বস্তুর উপর ব্যয় (কারখানা নির্ম্মাণের জন্য বা যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য বা গৃহনির্ম্মাণের জন্য ব্যয়)—উহা চিরচঞ্চল, উহা কখনও বাড়িয়া যায়, কখনও কমিয়া যায়, উহা সুপ্রতিষ্ঠিত অভ্যাসের

উপর নির্ভর করে না,. উহা নির্ভর করে ভবিষ্যতে উহা হইতে কি রূপ আয় হইতে পারে সে সম্পর্কে বর্ত্তমানের ধারণার উপর। এই ধারণা কিছুটা বাস্তবতথ্যের দ্বারা এবং কিছুটা ব্যবসায়ীদের মনস্তত্ত্বের দ্বারা গড়িয়া উঠে। বাস্তবতথ্য হইল, পুঁজিসামগ্রী বা মুলধনী ব্যয় হইতে বর্ত্তমানে কিরূপ উপার্জ্জন পাওয়া যায় এবং মনস্তত্ত্ব হইল, বর্ত্তমান উপার্জ্জনের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটু আশাবাদিতা সৃষ্টি হইলেই পুঁজিসামগ্রীর উপর ব্যয় বাড়িয়া যায়। উৎপাদনকারীদের ব্যয় বাড়িবার দারুণ শ্রমিকদের আয় বাড়িয়া যায়, তখন শ্রমিকরা বেশী করিয়া ব্যয় করে; এই ব্যয় অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে ছড়াইয়া পড়ে, এবং জিনিষপত্রের দাম বাড়িতে থাকে।

Q. 7. "The savings-investment theory can explain a number of things about the behaviour of money that the quantity theory cannot." Discuss

Or,

Give reasons for the view that savings and investment theory marks an improvement on the older formulation of the qnantity theory in explaining price changes,

Ans. মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি হইলে কি কারণে দামস্তরের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে ইহা মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে না। কখনও কখনও নুতন মুদ্রা সৃষ্টি করিলে দামস্তর বৃদ্ধি ঘটিয়া যায়, কখনও কখনও সমপরিমাণ মুদ্রাই সৃষ্টি হইলে দামস্তরের উপর উহার কোনই প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। এই: সব কারণে মুদ্রার পরিমাণকে ব্যবসা বাণিজ্যের নির্ধারক বিষয়রূপে দেখিবার পরিবর্তে সঞ্চয় ও বিনিয়োগকেই ঐ নির্ধারক, বিষয়রূপে গণ্য করা হইয়া থাকে। সঞ্চয়-বিনিয়োগের পরিবর্তনই আসল পরিবর্তন—মুদ্রার পরিমাণকে ঐ পরিবর্তনের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হয়।

প্রত্যেক বৎসরেই সমাজে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের সামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয়। ইহাদের মধ্যে কয়েক প্রকার সামগ্রী আছে যেগুলি অচিরেই ভোগ কার্য্যে প্রয়োগ করা এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই ইহাদের ভোগকার্য্য সমাধা হইয়া যায় অন্ততঃ সমাধা করিয়া লইতে হয়। ইহারা বেশীদিন টিকে না, যথা খাদ্যবস্তু, সাধারণ পরিধেয় ইত্যাদি;

ইহাদিগকে চলতি সামগ্রী (current goods) বলা যাক। আবার কয়েক প্রকারের সামগ্রী আছে যেগুলি দীর্ঘস্থায়ী, যেগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্যবহার করা যায়, যেমন কলকারখানা, বাড়ী, গহনা ইত্যাদি। এইগুলিকে স্থায়ী সামগ্রী বলা যাক এবং ধরা যাক যেগুলি বৎসরাধিক টিকে সেগুলি স্থায়ী সামগ্রী।

বৎসরে মোট যে উৎপাদন হইয়াছে তাহাকে যদি চলতি সামগ্রা ও স্থায়া সামগ্রীতে ভাগ করি তাহা হইলে লোকের মোট উপার্জনকে "চলতি সামগ্রী উৎপাদনের দ্বারা উপার্জন" এবং "স্থায়ী সামগ্রী উৎপাদন হইতে উপার্জন"—এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। কিন্তু জনসাধারণ এই উপার্জনকে কাজে লাগায় দুই প্রকারে—হয় ভোগসামগ্রী ক্রয় করিয়া, না-হয় সঞ্চয় করিয়া। লোকে কতখানি সঞ্চয় করিবে তাহা ভোগাগ্রহের উপর নির্ভরশীল,—সঞ্চয় হইল উপার্জনের সেই অংশ যাহা ভোগ-সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করা হয় না। সঞ্চয় অলস নগদ-এর আকারে ধরিয়া রাখা হয়, অথবা কর্জ দেওয়া হয়, অথবা শেয়ার সিকিউরিটি ক্রয় করা হয়, উহার দ্বারা স্থায়ী সামগ্রী ক্রয় করা হয় না।

স্থায়ী সামগ্রী যখনই ক্রয় করা হয় তখনই উহা বিনিয়োগ (Investment) এ রূপান্তরিত হইল। সমাজের মধ্যে যাহারা সঞ্চয়কারী এবং যাহারা স্থায়ী সামগ্রী ক্রয় করে বলিয়া বিনিয়োগকারী—ইহারা স্বতন্ত্র ব্যক্তি; যাহারা সঞ্চয় করে তাহারাই বিনিয়োগ করে না এবং যাহারা বিনিয়োগ করে তাহারা যে নিজেরা সঞ্চয় করিয়া তবে বিনিয়োগ করে তাহা নহে। সুতরাং সঞ্চয়ের পরিমাণ একদিকে এবং অপরদিকে স্থায়ী সামগ্রীর, অর্থাৎ বিনিয়োগের, মূল্য যে সমান হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং কখনও কখনও সঞ্চয় বিনিয়োগ অপেক্ষা বেশী হইয়া যাইতে পারে, আবার কখনও কখনও বিনিয়োগ সঞ্চয় অপেক্ষা বেশী হইয়া যাইতে পারে। যদি সঞ্চয় বিনিয়োগ অপেক্ষা বেশী হইয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে লোকে ব্যয় করিতেছে কম; ইহাতে ভোগসামগ্রা কম বিক্রয় হইবে। আবার ভোগসামগ্রী কম বিক্রয় হইলে, বিনিয়োগও কম হইবে। কারণ লাভের আশায় বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করে। এক্ষেত্রে মোট উৎপাদন কমিবে, কারণ মোট চাহিদা কমিয়াছে। চাহিদা কমিবার দরুণ লোকে বেকার হইবে, লোকের আয় কমিবে, ব্যয় কমিবে, দামস্তর কমিবে। ঠিক ঐ

ফলাফলই ঘটিবে যদি সঞ্চয় একই থাকে কিন্তু বিনিয়োগ কমিয়া যায়। বিনিয়োগ কমিলেই স্থায়ী সামগ্রীর (বিনিয়োগ সামগ্রীর) উৎপাদন কমিবে। স্থায়ী সামগ্রীর শিল্পে যাহারা উপার্জন করিত তাহারা বেকার হইয়া উপার্জনহীন হইবে। অর্থাভাবে তাহারা ভোগসামগ্রীতে ব্যয় করিতে পারিবে না। ইহাতে যাহারা চলতি সামগ্রী উৎপাদন করে তাহাদের উপার্জন কমিয়া যাইবে। ফলে সকল শিল্পেই বেকারত্ব বাড়িবে এবং উপার্জন কমিবে, দামস্তর হ্রাস পাইবে।

যদি সঞ্চয় ঠিকই থাকিয়া বিনিয়োগ বাড়ে বা বিনিয়োগ ঠিকই থাকিয়া সঞ্চয় কমে—অর্থাৎ সঞ্চয় অপেক্ষা বিনিয়োগ বেশী হয়—তাহা হইলে উহার বিপরীত ফলাফল ঘটিবে। প্রথমে স্থায়ী সামগ্রীর উৎপাদনকারীদের উপার্জন বাড়িবে, উহারা ঐ বাড়তি উপার্জন ব্যয় করিলে চলতি সামগ্রীর উৎপাদনকারীদের আয় বাড়িবে। সমগ্র ভাবে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িবে, দামস্তর বাড়িবে।

ইহাই হইল সঞ্চয়-বিনিয়োগের তত্ত্ব। মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব যে সকল বিষয়ের ব্যখ্যা করিতে পারে না, সঞ্চয় বিনিয়োগেব তত্ত্ব হইতে সেই সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, কেন মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা সমৃদ্ধি থামাইয়া দিতে পারে—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকায় টান পড়িলে সমৃদ্ধি শেষ হয়—কিন্তু মুদ্রার প্রাচুর্য্য মন্দা কাটাইতে পারে না, ইহা পরিমাণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারেনা। কিন্তু সঞ্চয়-বিনিয়োগ তত্ত্বে সহজেই এই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বিনিয়োগ করা হয় লাভের প্রত্যাশায়। যদি লাভের আশা না থাকে, ব্যাঙ্ক বেশী ধার দিতে প্রস্তুত থাকিলেই যে বিনিয়োগ বাড়িবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; বিনিয়োগ যদি না বাড়ে বা সঞ্চয় যদি না কমে, লোকের আয় বাড়িবে না, এবং মন্দা কাটিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, সঞ্চয়—বিনিয়োগ তত্ত্ব মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতার (velocity of circulation) উপর যথেষ্ট আলোক সম্পাত করিয়া থাকে। যখন সঞ্চয় বাড়ে, তখন লোকের সম্পদ টাকার আকার ধারণ করে,—অলস টাকা। যখন বিনিয়োগ বাড়ে, তখন সম্পদ স্থায়ী সামগ্রীর আকার ধারণ করে—টাকা সামগ্রীতে রূপান্তরিত হইবার জন্য ছুটে। সুতরাং সঞ্চয় বেশী হইলে, প্রচলন ক্ষিপ্রতা কমে। বিনিয়োগ বেশী হইলে প্রচলন ক্ষিপ্রতা বাড়ে।

তৃতীয়তঃ, মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে, মুদ্রার চাহিদা একই থাকিলে সুদের হ্রাস করে। সুদের হার কমিলে বি'নয়োগ বাড়ে, দেশের উপার্জন বাড়ে সুতরাং জিনিস-পত্রের চাহিদা বাড়ে, তখন দামস্তর বাড়ে। টাকার পরিমাণের সহিত দামস্তরের এই কার্য-কারণ সম্পর্ক "পরিমাণ তত্ত্ব"? দেখাইতে পারে না, সঞ্চয় বিনিয়োগ তত্ত্ব দেখায়।

Q. 8. Explain what is meant by the statement that savings are always equal to investment.

Ans. "সঞ্চয়" ও "বিনিয়োগ", একে অন্যকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে এবং ছাড়াইয়া গেলে অর্থ নৈ'তক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইবে এবং দামস্তরের উপর উহার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে—এই বিষয়টি কীন্স্ তাঁহার Treatise of Money শীর্ষক গ্রন্থে পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু পরে তিনি General Theory of Employment, Interest and Money নামক গ্রন্থে 'সঞ্চয়' ও 'বিনিয়োগ'-এর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নূতন ধারণার ব্যাখ্যা করেন। এই ধারণার মূলকথা হইল যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সর্বদাই পরস্পরেব সহিত সমান।

দেশের মধ্যে মোট উৎপাদন বলিতে বুঝাইবে ভোগসামগ্রার উৎপাদন এবং বিনিয়োগ সামগ্রীর উৎপাদন—অথাৎ যন্ত্রপাতিরূপ পুঁজি সামগ্রী। সুতরাং মোট উৎপাদিত বস্তুর মূল্য হইবে উৎপাদিত ভোগসাগ্রার মূল্য এবং উৎপাদিত পুঁজিসামগ্রীর মূল্য। যদি ধরা হয় যে—

I=বিনিয়োগ (Investment)

C=ভোগকার্য (Consumption)

O=মোট উৎপাদন (Output)

তাহা হইলে :

$$I+C=O$$

আবার 'O' অর্থাৎ মোট উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্যের-তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে উহা "মোট জাতীয় আয়"-এর সমান। দেশের মধ্যে মোট যত সামগ্রী ও কার্য্য উৎপাদিত হইয়াছে উহার মূল্যের সমান হইল দেশের সকল লোকের আয়। উৎপাদনক্ষম কার্যে থাকিয়া যাহারা উপার্জন করে তাহারা কোন না কোন উৎপাদক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং

দেশের মোট উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে উহার প্রত্যেক অংশই জনগণের কোন না কোন শ্রেণীর উপার্জন। অর্থাৎ উৎপাদিত বস্তুর মোট মূল্য হইল সমগ্র জনসমষ্টির আয় : জাতীয় উৎপাদন= জাতীয় আয়।

যদি Y=জনসমষ্টির মোট উপার্জন (Total income),

তাহা হইলে O=Y

যেহেতু I+C=O

এবং O=Y

সেহেতু I+C=O=Y

দেশের লোকে মোট যে উপার্জন করিবে উহা তাহারা হয় ভোগ করিবে না হয় সঞ্চয় করিবে, উপার্জনকে ভোগ এবং সঞ্চয় এই দুইটি কার্যেই ব্যবহার করা যায়। ভোগ করিলে ভোগসামগ্রী ক্রয় করা হইবে, সঞ্চয় করিলে ভোগসামগ্রা ক্রয় হইতে বিরত থাকা হইবে। বাস্তবক্ষেত্রে লোকে তাহাদের উপার্জনের কিছুটা ব্যয় করে এবং কিছুটা সঞ্চয় করে।

যদি ধরি S=সঞ্চয় (saving)

তাহা হইলে Y=C+S

যেহেতু I+C=O=Y

এবং Y=C+S

সেহেতু I+C=O=Y=C+S

অর্থাৎ I+C=Y=C+S

অর্থাৎ I+C=C+S

এ ক্ষেত্রে I+C এর মধ্যে C রহিয়াছে আবার C+S এর মধ্যেও ঠিক ঐ একই C রহিয়াছে। ইহা উভয়ের মধ্যে common factor বা অভিন্ন উপাদান। উহার দ্বারা উৎপাদিত ভোগসামগ্রীর মূল্য বুঝাইতেছে আবার ভোগসামগ্রীর উপর ব্যয় বুঝাইতেছে—উভয়ে একই, কারণ উৎপাদিত ভোগ সামগ্রীর মূল্য হইল ভোগসামগ্রীর উপর ব্যয়ের সমান। সুতরাং ডানদিকে C এবং বামদিকের C যদি কাটা হয় তাহা হইলে I=S, অর্থাৎ বিনিয়োগের মূল্য এবং সঞ্চয় সমান হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সূচক সংখ্যা (Index Numbers)

Q. 1. Explain how changes in the value of money can be measured and the nature of difficulties involved in such measurement.

Ans. মুদ্রার মূল্য বলিতে দামস্তরকে বুঝায়। যে সকল বিভিন্ন বস্তু আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকি, বিচ্ছিন্নভাবে তাহাদের কোনও একটি দুইটির দাম যদি উঠানামা করে তাহার দ্বারাই আমাদের হাতের টাকার দাম বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে বলা যাইবে না। কিন্তু সকল বস্তুর যদি গড় দাম বাহির করি এবং যদি দেখা যায় ঐ গড় দাম বাড়িয়া গিয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে টাকার দাম কমিয়া গিয়াছে, এক টাকা কম সামগ্রী কিনিতে পারিবে ; যদি দেখা যায় ঐ গড় দাম কমিয়া গিয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে টাকার দাম বাড়িয়া গিয়াছে। বিভিন্ন সময়ের গড় দাম পরস্পর সাজাইয়া উহাদের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা শতকরা হিসাবে পরিমাপ করিলে উহার দ্বারা সূচক সংখ্যা রচিত হয় ; পরপর সন্নিবিষ্ট একাধিক দামস্তরকে সূচক-সংখ্যা (index number) বলে।

সূচক সংখ্যা রচনা করিতে হইলে যে সকল বস্তুর উপর আমরা সাধারণতঃ অর্থব্যয় করিয়া থাকি সে সকল বস্তুর একটি তালিকা রচনা করিতে হইবে। তাহার পর একটি নির্দিষ্ট বৎসর ধরিতে হইবে, যে বৎসরের তুলনায় অন্যান্য বৎসরে দামস্তর কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা হিসাব করা হইবে। ঐ প্রাথমিক বৎসরকে বলা হয় ভিত্তি বৎসর (base year)। ঐ ভিত্তি বৎসরে কোন্ সামগ্রীর কিরূপ দাম ছিল তাহা ঐ সামগ্রীর পাশে বসাইতে হইবে এবং শতকরা হিসাবের সুবিধার জন্য প্রত্যেক সামগ্রীর দামকেই ১০০ সংখ্যার সমান ধরিতে হইবে। অতঃপর আর একটি বৎসর নির্বাচন করা হইবে—যে বৎসরে পূর্বেকার বৎসরের তুলনায় দামস্তর কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা হিসাব করা হইবে। এই দ্বিতীয় বৎসরে ঐ সামগ্রীগুলির কোন্‌টির কত দাম হইয়াছিল তাহা বসাইতে হইবে এবং প্রত্যেক সামগ্রীটির দাম ভিত্তি বৎসরের তুলনায় শতকরা হিসাবে কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বসাইতে হইবে। যথা, ১৯৫০ সালকে ভিত্তি বৎসর করিয়া ঐ সালে

চাউলের দাম মণ প্রতি ২০ টাকা ছিল যদি দেখি, তাহা হইলে উহাকে এইরূপে ব্যক্ত করা হইবে :

১৯৫০

চাউল (মণ প্রতি) ২০ টাকা = ১০০

যদি দেখা যায় ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে মণ প্রতি চাউলের দাম ৩০ টাকা হইয়াছিল তাহা হইলে বলিতে হইবে প্রথম বৎসরের তুলনায় দ্বিতীয় বৎসরে চাউলের দাম শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়াছিল—অর্থাৎ ২০ টাকা যদি ১০০ টাকা হয়, তাহা হইলে ৩০ টাকা হইবে ১৫০ টাকা।

১৯৫০	১৯৬০
চাউল (মণ প্রতি) ২০ টাকা = ১০০	চাউল (মণ প্রতি) ৩০ টাকা = ১৫০

এইভাবে, যদি দুইটি ভিন্ন বৎসরে সকল বস্তুর গড় দাম হিসাব করিয়া ঐ গড় দামের শতকরা পরিবর্তনের হিসাব করা হয় তাহা হইলেই ঐ দুই বৎসরের মধ্যে দামস্তর, সেহেতু টাকার দাম, কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে। নিম্নরূপ দৃষ্টান্ত অনুযায়ী শতকরা হিসাবে গড় দামের পরিবর্তন হিসাব করা যায় :

১৯৫০	১৯৬০
চাউল (মণ প্রতি) ২০ টাকা = ১০০	চাউল (মণ প্রতি) ৩০ টাকা = ১৫০
ডাইল (মণ প্রতি) ৩০ টাকা = ১০০	ডাইল (মণ প্রতি) ৬০ টাকা = ২০০
চিনি (মণ প্রতি) ৩০ টাকা = ১০০	চিনি (মণ প্রতি) ৪০ টাকা = ১২৫
তৈল (মণ প্রতি) ৮০ টাকা = ১০০	তৈল (মণ প্রতি) ১৬০ টাকা = ২০০
আটা (মণ প্রতি) ২০ টাকা = ১০০	আটা (মণ প্রতি) ৩০ টাকা = ১৫০
চা (পাউণ্ড প্রতি) ৪ টাকা = ১০০	চা (পাউণ্ড প্রতি) ৫ টাকা = ১২৫
ঘি (সের প্রতি) ৪ টাকা = ১০০	ঘি (সের প্রতি) ১০ টাকা = ২৫০
বাড়ী ভাড়া (ফ্ল্যাট পিছু) ১০০ টাকা = ১০০	বাড়ী ভাড়া (ফ্ল্যাট পিছু) ৪০০ টাকা = ৪০০
= ৮০০	= ১৬০০
অর্থাৎ গড়দাম = ৮০০ ÷ ৮ = ১০০	অর্থাৎ গড়দাম = ১৬০০ ÷ ৮ = ২০০

১৯৫০ সালে দৃষ্টান্তস্বরূপ ৮টি সামগ্রীর হিসাব করা হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকটি যথাযথ একক পিছু দামকে ১০০ সংখ্যার সমান ধরা হইয়াছে। সুতরাং উহাদের মোট মূল্যকে ৮০০ শত সংখ্যা ধরা হইয়াছে; অতএব ৮০০

মোট মূল্যকে ৮টি সামগ্রীর দ্বারা ভাগ করিলে গড় দাম ১০০ হইবে। ১৯৬০ সালে প্রতিটি সামগ্রীর দাম যে ভাবে পরিবর্তন হইয়াছে তাহার শতকরা হিসাব করিলে দেখা যাইবে মোট দাম হয় ১৬০০ সংখ্যা। ১৬০০ কে সামগ্রীর সংখ্যা অর্থাৎ ৮ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল হইবে ২০০। ইহার তাৎপর্য্য হইল যে ১৯৫০ সালে যেক্ষেত্রে গড় দাম ছিল ১০০, ১৯৬০ সালে সেক্ষেত্রে গড় দাম হইয়াছে ২০০ ; অর্থাৎ দামস্তর শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি অর্থাৎ দ্বিগুণ হইয়াছে।

Q. 2. Explain the difficulties involved in trying to measure changes in the general level of prices.

(Cal. Deg. 1963)

Ans. সময়ের ব্যবধানে টাকার মূল্য কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহার হিসাব করাই সূচক সংখ্যা রচনার উদ্দেশ্য। যথোচিত সূচক সংখ্যা রচিত না হইলে, দামস্তরের যথোচিত হিসাব, অর্থাৎ টাকার মূল্যের সঠিক তুলনা, সম্ভব হয় না। কিন্তু সঠিক সূচক সংখ্যা রচনার অনেক বাধা বিপত্তি আছে। এই সকল অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত না থাকিলে সূচক সংখ্যা নির্ভুল হইবে না, বা উহার দ্বারা কোন কাজ হইবে না।

জনসাধারণের জীবনধারণের ব্যয় সম্পর্কে সঠিক হদিস দিতে পারে এরূপ সূচক সংখ্যা রচনার সর্বপ্রধান অসুবিধা হইল যে কোনও একটি বস্তুর দামের পরিবর্তন সকল শ্রেণীকে বা সকল ব্যক্তিকে সমান ভাবে স্পর্শ করে না। যথা রুটির দাম বা চাউলের দাম বাড়িলে দরিদ্রদের জীবন যাত্রার ব্যয়-এ অনেকখানি পার্থক্য হয় কিন্তু ধনীদের টাকার দাম উহার দ্বারা এমন কিছু পরিবর্তিত হয় না ; আবার সন্দেশের দাম বা মোটর গাড়ীর দাম বাড়িলে ধনীশ্রেণী বা উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়-এ পরিবর্তন ঘটে কিন্তু দরিদ্র শ্রেণীর নিকট উহার দরুণ টাকার দামের কোন তারতম্য ঘটে না। সুতরাং কোন একটি অভিন্ন সূচক সংখ্যা সর্ব্বসাধারণের নিকট টাকার দাম কিরূপ পরিবর্তিত হইল তাহা দেখাইতে পারে না। উহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ ধরণের জীবন যাত্রার পদ্ধতি বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সূচক সংখ্যা রচনা করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত :, একই লোকের নিকট বা একই শ্রেণীর নিকট এক এক সামগ্রীর এক এক প্রকার গুরুত্ব। সুতরাং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর

গুড় দামের পরিবর্তনে একজন লোকের আর্থিক অবস্থায় কি তারতম্য ঘটিল তাহা সঠিক হিসাব করা সম্ভব হয় না। যথা চাউলের দামে পরিবর্তন এবং মরিচের দামে বা হলুদের দামে পরিবর্তন লোককে একই ভাবে স্পর্শ করে না। সুতরাং উহাদের সকলের একত্রিত পরিবর্তন আর্থিক অবস্থার সঠিক পরিবর্তনের হদিস দেয় না। অবশ্য সূচক সংখ্যার এই অসুবিধা "ভারসমন্বিত সূচক সংখ্যা" (weighted index number) রচনার দ্বারা দূর করিবার চেষ্টা করা হয়; অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুকে তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী ভার (weight) প্রদান করা হয়। ইহাতে অবশ্য কিছুটা অবাস্তবতা দূর হয় কিন্তু পরিপূর্ণভাবে নহে; কারণ তখনও সমস্যা থাকে যে একটি বস্তুকে আর একটি বস্তুর তুলনায় কতখানি ভার দেওয়া হইবে।

তৃতীয়তঃ, সূচক সংখ্যা রচনার সময়ে নূতন সামগ্রীর হিসাব করা একটি সমস্যা। সময়ের ব্যবধানে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়। মানুষের রুচির পরিবর্তন হয়, অভ্যাসের পরিবর্তন হয়, পুরাতন সামগ্রীর ব্যবহার কমিয়া আসে বা উঠিয়া যায়, নূতন সামগ্রী ব্যবহার শুরু হয়। কোনও সামগ্রী পূর্বেকার তুলনায় মহার্ঘ হইয়া যায়, আবার কোনও সামগ্রী পূর্বেকার তুলনায় সস্তা হইয়া যায়, লোকে তখন মহার্ঘ বস্তুটির ব্যবহার কমাইয়া এবং সস্তা সামগ্রীটির ব্যবহার বাড়াইয়া সামঞ্জস্য করিয়া লয়। সূচক সংখ্যার মধ্যে এই সকল বিষয়ের যথার্থ বিবেচনা করা দুরূহ।

চতুর্থতঃ, প্রথম বৎসরের তুলনায় দ্বিতীয় বৎসরটিতে যে সকল সামগ্রী ভোগ করা হয় সে সামগ্রীগুলির যথাযথ হিসাব করা কষ্টকর। ইহার প্রধান কারণ হইল যে অনেক সময়ে সামগ্রীটি ঠিক একই বস্তু থাকে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে যুদ্ধের পূর্বে লোকে ঘি বলিয়া যাহা ব্যবহার করিত এবং বর্তমানে লোকে ঘি বলিয়া যাহা ব্যবহার করে তাহা একই বস্তু নহে; সুতরাং কতটা দাম বাড়িয়াছে তাহা দেখিলেই চলিবে না, গুণের যে তারতম্য ঘটিয়াছে তাহারও একটি আর্থিক মূল্য হিসাব করিতে হইবে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একই সামগ্রী হরেক রকমের আছে এবং গুণভেদে সামগ্রীটির মূল্যভেদ হয় এবং একই সামগ্রীর যে গুণের দিক হইতে প্রকার ভেদ আছে সেই বিভিন্ন প্রকারের দাম একই ভাবে পরিবর্তন হয় না। যথা চাউলের প্রকার ভেদ; এমন কি মোটাচাউল মিহিচাউল বলিয়া ভাগ করিলে

সর্বপ্রকার চাউলের বর্ণনা করা হয় না। সর্বপ্রকার চাউলের দাম একই নহে এবং উহাদের দামও একই ভাবে পরিবর্ত্তন হয় না।

পঞ্চমত :, সরকারী ব্যয়ের দ্বারা যে জীবন ধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে এবং জীবন ধারণের ব্যয় কমিয়া যায়,—জিনিষ পত্রের দাম একই হইলেও জনসাধারণের একই উপার্জ্জন যে বেশী সুখ স্বচ্ছন্দ্য দিতে পারে, সুতরাং তাহাদের হাতে টাকার দাম বাড়ে—ইহা সূচক সংখ্যার মাধ্যমে দেখানো সম্ভব হয় না। সূচক সংখ্যায় জিনিসের দামে তারতম্য দেখানো হয় কিন্তু লোকের দ্বারা লভ্য মোট সুযোগ সুবিধা দেখানো যায় না। সরকার যদি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন করেন অথবা বিদ্যালয়ে বিনাপয়সায় ছাত্রদিগকে টিফিন দেন তাহা হইলে অভিভাবকদের পক্ষে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাবদ ব্যয় কমে। এই ভাবে রাস্তা ঘাট তৈয়ারী হইলে, বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ হইলে, কাছাকাছি হাট বাজার বসিলে নানাভাবে জীবন ধারণের ব্যয় কমিতে পারে। সূচক সংখ্যার মধ্য দিয়া ইহাদিগকে প্রতিফলিত করা দুরূহ।

ষষ্ঠত :, সূচক সংখ্যার উদ্দেশ্য হইল ভিত্তি বৎসরের তুলনায় অন্য কোন বৎসরে দামস্তরের পরিবর্ত্তনকে পরিমাপ করা। সুতরাং ভিত্তি বৎসরটি ঠিক মত বিবেচনা করিয়া নির্বাচন করিতে হইবে। এমন কোন বৎসরকে যদি আমরা ভিত্তি বৎসর বলিয়া নির্বাচন করি যে বৎসরে অস্বাভাবিক কিছু ঘটিবার দরুণ দামস্তরে অস্বাভাবিক কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা হইলে উহার তুলনায় অন্য কোনও বৎসরের দামস্তরের পরিবর্ত্তন হিসাব করিয়া কোন লাভ নাই। এমন একটি বৎসর ধরিবে হইবে যে বৎসরটি স্বাভাবিকতার দিক দিয়া বা অন্য কোন দিক দিয়া কোনও তাৎপর্য্য আছে। যথা ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৬ সালের দামস্তরের হিসাবের একটি সার্থকতা থাকে। আমাদের দেশে, পরিকল্পনার ঠিক প্রারম্ভে ১৯৫০ সালকে যদি ভিত্তি বৎসর ধরি এবং উহার সহিত তুলনায় ১ম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে বা ২য় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে বা ৩য় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে দামস্তরের পরিবর্ত্তন হিসাব করি, তাহা হইলে ঐ সূচক সংখ্যার একটি সার্থকতা থাকে।

Q. 3. What is an weighted index number? Explain the process of measuring changes in the value of money by such an index number.

Or

Distinguish between expenditure relatives and price relatives with suitable examples.

Ans. সাধারণ যে পদ্ধতিতে সূচক সংখ্যা রচনা করা হয় তাহাতে মুদ্রার মূল্যের যথার্থ পরিবর্তন হিসাব করা সম্ভব হয় না। এই সরল পদ্ধতিতে সকল প্রকার নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুর দামের শতকরা পরিবর্তনের হিসাব করা হয়; অতঃপর উহাকে বস্তুর সংখ্যার দ্বারা ভাগ করিয়া দামের শতকরা গড় পরিবর্তন হিসাব করা হয়। উহার ভিত্তিতে টাকার মূল্য বা বিপরীতভাবে জীবনধারণের ব্যয় কতখানি বাড়িল বা কমিল তাহা বিচার করা হয়।

এই পদ্ধতিতে যে সূচক সংখ্যা প্রণীত হয় তাহার দ্বারা জীবনযাত্রার ব্যয়-এ পরিবর্তন যে ঠিকমত পরিমাপ করা যায় না তাহা আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ সকলেই স্বীকার করেন। কারণ এই ধরণের সরল সূচক সংখ্যায় সকল বস্তুকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়; সুতরাং উহাদের দামের গড় পরিবর্তনের দ্বারা টাকার মূল্যের পরিবর্তন ধরা হয়। কিন্তু ইহা মোটেই যুক্তি সঙ্গত নহে। সূচক সংখ্যার মধ্যে আমরা যে সকল বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করি, আমাদের নিত্যকার জীবনে, অর্থাৎ আমাদের ক্রয়কার্য্যের মধ্যে, তাহাদের গুরুত্ব সমান নহে, বিভিন্ন সামগ্রার মধ্যে গুরুত্বের দিক হইতে অনেক পার্থক্য থাকিতে পারে। সূচক সংখ্যা রচনায় বিভিন্ন সামগ্রীর গুরুত্বের এই পার্থক্য যদি হিসাব করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে উহা হইতে দাম পরিবর্তনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সাধারণ সূচক সংখ্যা হইতে প্রাপ্ত ফলাফল হইতে পৃথক। পৃথক হইলেও উহা বাস্তবধর্মী হইবে। কারণ স্পষ্টই বুঝা যায় যে চাউলের দাম বাড়িলে জীবনযাত্রার ব্যয়ে যে পার্থক্য হইবে, ফলের দাম বাড়িলে বা ফিতার দাম বাড়িলে সে পার্থক্য হইতে পারে না।

বিভিন্ন সামগ্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব অনুযায়ী উহাদের প্রত্যেকের উপর যে "ভার" প্রদান করিয়া সূচক সংখ্যা রচনা করা হয় তাহাকে "ভার সমন্বিত সূচক সংখ্যা" (weighted index number) বলা হয়। ভার প্রদান করা হয় পারস্পরিক গুরুত্ব অনুযায়ী। গুরুত্ব বিচার করা হয় সামগ্রীটির নিজস্ব দামের দিক দিয়া বা উপযোগিতার দিক দিয়া নহে। স্বর্ণ খুবই দামী সামগ্র কিন্তু উহার দামের পরিবর্তনে সাধারণ লোকের

দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ব্যয়ে কিছু তারতম্য ঘটে না। আবার লবণ দামের দিক দিয়া খুব মহার্ঘ নহে কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে উহা অপরিহার্য্য বস্তু। তথাপি লবণের দাম এত কম এবং আমাদের মোট ব্যয়ের মধ্যে লবণ বাবদ ব্যয় এতই নগণ্য অংশ যে লবণের দামে একটু পরিবর্ত্তন হইলে জীবনযাত্রার ব্যয়-এ কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং ভারসমন্বিত সূচক সংখ্যা রচনায় প্রত্যেক সামগ্রীতে যে ভার বা weight প্রদান করা হয়, উহা মোট ব্যয়ের মধ্যে ঐ সামগ্রী বাবদ ব্যয় কতখানি অংশ তাহার ভিত্তিতে করা হয়। যথা, আমরা প্রতি মাসে 'চা'-এর উপর যত টাকা ব্যয় করি (মোট আয়ের যে অংশ ব্যয় করি) তাহার তুলনায় ধরা যাক ১০ গুণ টাকা চাউলের উপর ব্যয় করি। এক্ষেত্রে যদি চা-এর উপর ভার দেওয়া হয় ১, তাহা হইলে চাউলের উপর ভার দেওয়া হইবে ১০ ; অনুরূপ ভাবে চা-এর তুলনায় অন্যান্য সামগ্রীর উপর ভার দেওয়া হইবে। যথা,

চাউল	...	১০
ডাইল	...	৪
চিনি	...	২
তৈল	...	৩
আটা	...	৪
চা	...	১
ঘি	...	২
বাড়ীভাড়া	...	৪

এক্ষেত্রে চ-এর দামকে যদি ১০০ সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে উহার অনুপাতে অন্যান্য সামগ্রীর প্রচলিত দামকে নিম্নরূপে ব্যক্ত করিতে হইবে :

চাউল	...	(১০)	...	১০০০
ডাইল	...	(৪)	...	৪০০
চিনি	...	(২)	...	২০০
তৈল	...	(৩)	...	৩০০
আটা	...	(৪)	...	৪০০
চা	...	(১)	...	১০০
ঘি	...	(২)	...	২০০
ভাড়া	...	(৪)	...	৪০০
				৩,০০০

এক্ষণে এইরূপ ভারপ্রদত্ত দামের কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে, ধরা যাক, ১৯৫০ এবং ১৯৬০ সালের মধ্যে নিম্নরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল :

	১৯৫০			১৯৬০
চাউল	...	(১০)	... ১০০০	... ৪,৫০০
ডাইল	...	(৪)	... ৪০০	... ৮০০
চিনি	...	(২)	... ২০০	... ৪০০
তৈল	...	(৩)	... ৩০০	... ৬০০
আটা	...	(৪)	... ৪০০	... ৮০০
চা	...	(১)	... ১০০	... ২০০
ঘি	...	(২)	... ২০০	... ৫০০
ভাড়া	...	(৪)	... ৪০০	... ১,২০০
			৩,০০০	৯,০০০
			১০০	৩০০

১৯৬০ সালে দামে যে পরিবর্তন দেখা গেল উহা ভারসমন্বিত দামের পরিবর্তন। এক্ষেত্রে ১৯৫০ সালে বিভিন্ন সামগ্রীকে আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রদান করিয়া যে সংখ্যা ৩০০০ দাঁড়াইয়াছে উহা শতকরা হিসাবের সুবিধার জন্য ১০০ রূপে গণ্য করিলে, ১৯৬০ সালের পরিবর্তিত দামের ভিত্তিতে ৯০০০ সংখ্যাকে ৩০০ বলিয়া ধরিতে হইবে। এক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা (৩০০ – ১০০) = ২০০ ভাগ। এই ভার প্রদানের দ্বারা যে সূচক সংখ্যা রচনা করা হয় তাহাকে "ব্যয়-সম্বন্ধীয় হিসাব" (expenditure relatives) বলা হয় এবং ভার প্রদান না করিয়া সরাসরি দামের ভিত্তিতে সূচক সংখ্যা রচনা করিলে উহা দাম সম্বন্ধীয় হিসাব (price relatives) বলা হয়। "ব্যয় সম্বন্ধীয় হিসাব" বলিবার অর্থ হইল যে বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে যে আপেক্ষিক গুরুত্ব বণ্টন করা হয়, উহা করা হয় আমাদের মোট ব্যয়ের কত অংশ কোন্ সামগ্রীর উপর ব্যয়িত হয় তাহার ভিত্তিতে।

তৃতীয় অধ্যায়

মুদ্রামান (Monetary Standard).

Q. 1. Describe the essential features of bimetallism and state the arguments for and against the system.

Ans. যে মুদ্রাব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা উভয় প্রকার মুদ্রাই "অসীম বিহিত মুদ্রা" (unlimited legal tender) রূপে প্রচলিত থাকে এবং ঐ দুইপ্রকার মুদ্রার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট রেশিও বজায় রাখা হয় তাহাকে দ্বিধাতুমান বলা হয়। স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা উভয় প্রকার মুদ্রাই প্রমাণ মুদ্রা (standard money) রূপে সরকারের দ্বারা প্রচারিত, যে কোন লোক যে কোন পরিমাণের মূল্যপ্রদান করিতে হইলে রৌপ্যমুদ্রাতেও করিতে পারে এবং স্বর্ণমুদ্রাতেও করিতে পারে, এবং জনসাধারণের যে-কেহ সরকারের নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য ধাতু লইয়া গেলে সরকার উহা হইতে স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্য মুদ্রা নির্মাণ করিয়া দিবেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বহুদেশে এবং আমেরিকায় এইরূপে দ্বিধাতুমান গৃহীত হইয়াছিল।

দ্বিধাতুমানের যে সকল সুবিধা আছে বলিয়া দাবী করা হয় সেগুলি হইল নিম্নরূপ :

(১) দ্বিধাতুমানে মুদ্রার যোগান অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে। মুদ্রার যোগান স্থির থাকিবার দরুণ দামস্তরেও মুহুর্মুহু অথবা সহসা কোন বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। মুদ্রার যোগান অপেক্ষাকৃত স্থির থাকিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, একটি মাত্র ধাতুর দ্বারা মুদ্রা নির্মিত হইলে মুদ্রার পরিমাণ যতখানি হইত, দুইটি ধাতুর দ্বারা মুদ্রা নির্মিত হইবার দরুণ মুদ্রার যোগান তাহা অপেক্ষা বেশী থাকিবে। সুতরাং নূতন ধাতুর দ্বারা নূতন মুদ্রা সৃষ্টি হইলে উহা মোট মুদ্রার একটি সামান্য অনুপাত হইবে ; এই সামান্য অনুপাতের বৃদ্ধি দামস্তরের উপর বিশেষ তারতম্য ঘটাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, স্বর্ণ ও রৌপ্য দুইটি ধাতুর যোগান যে একই ভাবে একই দিকে পরিবর্ত্তিত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এরূপও হইতে পারে যে যখন স্বর্ণের যোগান বাড়িয়াছে তখন রৌপ্যের যোগান কমিয়াছে বা যখন রৌপ্যের যোগান বাড়িয়াছে তখন স্বর্ণের যোগান কমিয়াছে। এইরূপ যে

ঘটিবেই তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই কিন্তু ঘটিবার সম্ভাবনা আছে তাহাই বড় কথা।

(২) দেশের ব্যবসা বাণিজ্য যে অনুপাতে সম্প্রসারিত হইতে থাকে সে অনুপাতে যদি মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানো না যায় তাহা হইলে ঠিক টাকার অভাবেই ব্যবসা বাণিজ্য অচল হইয়া যাইবে। এইরূপ ঘটিতে দেওয়া সমাজের পক্ষে চরম নির্বুদ্ধিতা। শুধুমাত্র স্বর্ণমুদ্রা বা শুধুমাত্র রৌপ্যমুদ্রা থাকিলে অর্থ নৈতিক প্রয়োজন অনুযায়ী ধীরে ধীরে মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইতে পারা যায় না কিন্তু দুইপ্রকারের মুদ্রা থাকিলে ইহা কিছুটা সম্ভব হয়।

(৩) কাগজী মুদ্রা থাকিলে প্রয়োজন মত মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানো অতি সহজ; কিন্তু অতি সহজ হওয়াটাই উহার বিপদ। অতিরিক্ত কাগজী মুদ্রা ছাপিবার প্রলোভন সরকার সংযত করিতে পারে না, না পারিলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু রৌপ্য ও স্বর্ণ, উভয় প্রকার মুদ্রা থাকিলেও উভয় প্রকার ধাতুই দুষ্প্রাপ্য; সুতরাং মুদ্রার যোগান প্রয়োজন মত অল্প অল্প বাড়াইবার সুযোগ থাকিলেও, খেয়ালখুশীমত বাড়াইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না।

(৪) দুই প্রকার মুদ্রার প্রচলন থাকায় বৈদেশিক বাণিজ্যের লেন-দেন বিশেষ সুবিধা হয়। যদি একমাত্র স্বর্ণমুদ্রা থাকে তাহা হইলে সকল দেশেই যদি স্বর্ণমান থাকে তবেই উহাব সুফল পাওয়া যাইবে, অন্যথায় সুফল পাওয়া যাইবে না। কিন্তু যদি স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা দুটাই থাকে তাহা হইলে স্বর্ণ ব্যবহারকারী ও রৌপ্য ব্যবহারকারী দেশের সহিত দ্বিধাতুমান বিশিষ্ট দেশ সমান ভাবেই লেন-দেন করিতে পারে।

দ্বিধাতুমানের বিরোধীরা ইহার নিম্নরূপ অসুবিধা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন:

(১) একটি ধাতুর যোগান বাড়িলে কমিলে অপর ধাতুটির যোগান কমিয়া বাড়িয়া যে তাহার ফলাফল কাটাকুটি হইয়া যাইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। আর দুইটি ধাতুর যোগান যদি ঠিক একই দিকে পরিবর্তন হয় তাহা হইলে মুদ্রার যোগানে সুপরিস্ফুট পরিবর্তন হইবে, তখন আর দামস্তর স্থির থাকিবে না।

(২) ধাতু হিসাবে যোগান বা চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধির দরুণ স্বর্ণ বা রৌপ্যের বাজার দামে যে কোন সময়েই তারতম্য হইতে পারে। সেক্ষেত্রে বাজারে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে রেশিও পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। বাজারে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার মধ্যেকার রেশিও পরিবর্তন

হইলে দ্বিধাতুমান বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ধরা যাক, মুদ্রা ব্যবস্থায় ১৬টি রৌপ্যমুদ্রা একটি স্বর্ণমুদ্রার সমান ছিল কিন্তু বাজারে রৌপ্যের চাহিদা বাড়িয়া যাইবার দরুণ ১৫টি রৌপ্যমুদ্রা একটি স্বর্ণমুদ্রার সমান হইয়াছে; অর্থাৎ বাজারে রৌপ্যের তুলনায় স্বর্ণের দাম কমিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় মুদ্রাব্যবস্থায় স্বর্ণের দাম কৃত্রিম ভাবে চড়া। ফলে বাজার হইতে ১৫টি রৌপ্যমুদ্রা দিয়া লোকে একটি স্বর্ণমুদ্রা কিনিবে এবং মুদ্রাব্যবস্থায় উহা বিনিময় করিয়া ১৬টি রৌপ্যমুদ্রা পাইয়া একটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা লাভ করিতে থাকিবে। কিছুকাল পরেই রৌপ্যমুদ্রায় এত টান পড়িবে যে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ আর রৌপ্যমুদ্রা যোগান দিতে পারিবেন না; লোকেও রৌপ্যমুদ্রার দ্বারা কোন লেনদেন করিবে না, সবই কমদামী স্বর্ণমুদ্রার দ্বারা করিবে। ফলে, দ্বিধাতুমান ভাঙ্গিয়া যাইবে।

(৩) যদি সকল দেশ একই সঙ্গে দ্বিধাতুমান গ্রহণ করে তাহা হইলে মুদ্রামানরূপে দ্বিধাতুমান সফল হইতে পারে। কিন্তু সকল দেশকে দিয়া একই সঙ্গে দ্বিধাতুমান গ্রহণ করানো বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

Q. 2. What is gold standard? What are the different kinds of gold standard?

Ans. যে মুদ্রা ব্যবস্থায় একটি প্রমাণ মুদ্রার (Standard money) মূল্যের সহিত একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের মূল্যের সমতা বজায় রাখা হয় তাহাকে স্বর্ণমান (gold standard) বলা হয়। স্বর্ণ এবং মুদ্রা—ইহাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখিবার বিভিন্ন পদ্ধতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের স্বর্ণমান সৃষ্টি হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) স্বর্ণধাতুপিণ্ডমান (Gold Bullion standard)

এই ধরণের স্বর্ণমানে স্বর্ণমুদ্রা নির্ম্মিত হয় না এবং দৈনন্দিন বেচাকেনার কাজে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার হয় না। কাগজী মুদ্রা এবং সস্তাধাতুর দ্বারা নির্মিত খুচরা মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কাগজী মুদ্রা বা নোট থাকিলেও উহার সহিত মূল্যের দিক হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণধাতুর সমতা বজায় রাখা হয়। যথা ১ভরি স্বর্ণ এবং ১০০ টাকা সমান বলিয়া গণ্য করা হইতে পারে; এক্ষেত্রে মুদ্রা কর্তৃপক্ষ মুদ্রা ও স্বর্ণের মধ্যে এই নির্দিষ্ট হার বজায় রাখিবার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কেহ যদি তাঁহাদের নিকট নির্দিষ্ট গুণের স্বর্ণধাতু লইয়া আসে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ ভরি পিছু ১০০ টাকা দামে ঐ স্বর্ণ কিনিয়া

লইবেন। আবার কেহ যদি তাঁহাদের নিকট ১০০ টাকা লইয়া আসে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ ঐ টাকার বিনিময়ে ১ভরি স্বর্ণ তাহাকে দিবেন। অর্থাৎ মুদ্রা কর্তৃপক্ষ নির্দ্দিষ্ট দামে সর্বদাই স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। ইহাতে মুদ্রাব্যবস্থায় স্বর্ণের যে দাম বাঁধিয়া দেওয়া হয়—অর্থাৎ স্বর্ণ ও টাকার মধ্যে যে বিনিময় হার নিদিষ্ট থাকে—বাজারেও স্বর্ণের দাম উহা অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না, কমও হইতে পারেনা। ইহা ছাড়া, স্বর্ণের আমদানী ও রপ্তানী অবাধভাবে করিতে দেওয়া হয়। যে কেহ বিদেশে মাল বিক্রয় করিয়া তাহার পাওনা স্বর্ণে আদায় করিয়া স্বর্ণ আমদানী করিতে পারে, আবার যে কেহ বিদেশ হইতে মাল কিনিয়া স্বর্ণ রপ্তানী করিয়া উহার দাম পরিশোধ করিতে পারে।

(২) স্বর্ণ প্রচলন ব্যবস্থা (Gold circulation standard)

স্বর্ণ প্রচলন ব্যবস্থাই স্বর্ণমানের আদিরূপ; এই ব্যবস্থায় স্বর্ণ ও মুদ্রার মধ্যে যে বিনিময়হার স্থির করা থাকে তাহার ভিত্তিতে মুদ্রা কর্তৃপক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা নির্মাণ করিয়া বাজারে প্রচার করেন। যথা স্বর্ণ ও টাকার মধ্যে বিনিময়হার যদি ১ ভরি স্বর্ণ=১০০ টাকা বলিয়া ধার্য্য হয় তাহা হইলে মুদ্রা কর্তৃপক্ষ ১ ভরি স্বর্ণের দ্বারা একটি করিয়া মুদ্রা নির্মাণ করিবেন এবং প্রতিটি মুদ্রা ১০০ টাকার সমান বলিয়া ঘোষণা করিবেন। সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ে, অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের লেনদেন কার্য্যে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু যে কেহ মুদ্রা কর্তৃপক্ষের নিকট স্বর্ণ ধাতু লইয়া যাইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে তাহার ঐ স্বর্ণ হইতে স্বর্ণমুদ্রা নির্মাণ করিয়া দিবেন। যে কেহ স্বর্ণমুদ্রাকে গলাইয়া স্বর্ণধাতুতে রূপান্তরিত করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া বিদেশে স্বর্ণ পাঠাইতে বা বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানী করিতে কোনও বাধা থাকে না—যে কেহ বিদেশ হইতে মাল আমদানী করিলে স্বর্ণ পাঠাইয়া উহার দাম পরিশোধ করিতে পারে এবং যে কেহ বিদেশে মাল রপ্তানী করিলে উহার মূল্যস্বরূপ স্বর্ণ আমদানী করিতে পারে।

(৩) স্বর্ণ বিনিময় মান (Gold Exchange standard)

স্বর্ণ বিনিময় মান-এর ক্ষেত্রে দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার সহিত স্বর্ণের, একটি নির্দিষ্ট বিনিময় হারে, সংযোগ স্থাপন করা হয়; কিন্ত সরাসরি ভাবে নহে, অন্য কোনও বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে, যে বৈদেশিক মুদ্রার সহিত স্বর্ণের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত থাকে। সংশ্লিষ্ট বিদেশটিতে পাকাপাকি স্বর্ণমান

বজায় থাকে—স্বর্ণপ্রচলন মান অথবা স্বর্ণধাতুপিণ্ড মান; সুতরাং ঐ বিদেশে উহার মুদ্রা স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত অথবা স্বর্ণে পরিবর্তনীয়। দেশের টাকা একটি নির্দ্দিষ্ট বিনিময় হারে বিদেশী টাকায় রূপান্তরিত করিয়া দিবার এবং ঐ বিদেশী টাকাকে ঐ নির্দিষ্ট বিনিময়হারে দেশের টাকায় রূপান্তরিত করিবার দায়িত্ব মুদ্রা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন। যেহেতু ঐ বিদেশী টাকা স্বর্ণে বিনিময় যোগ্য, সেহেতু দেশের টাকা বিদেশী টাকার সহিত নির্দিষ্ট হারে বিনিময় করা গেলে, দেশের টাকার সহিত স্বর্ণেরই বিনিময় করা হয়। ভারতে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে কিছুকাল এইরূপ স্বর্ণ বিনিময় মান প্রচলিত ছিল, তখন ভারতের টাকাকে ষ্টার্লিং-এ এবং ষ্টার্লিংকে টাকায় (একটি নির্দিষ্ট হারে) পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইত; ষ্টার্লিং-এর সহিত স্বর্ণের একটি নির্দিষ্ট বিনিময় হার রক্ষিত ছিল।

Q. 3. What are the particular advantages of gold exchange standard as compared to gold circulation or gold bullion standard ?

Ans. স্বর্ণ বিনিময়মান প্রতিষ্ঠিত করিলে স্বর্ণমানের মূল সুবিধাগুলি পাওয়া যায় কিন্তু পুরাপুরি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত করিলে যে খরচা পড়িত সেদিক হইতে অনেক ব্যয় সাশ্রয় হয়। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রা বা বৈদেশিক সিকিউরিটি হাতে জমা রাখিতে হয়। স্বর্ণ ধাতু হাতে জমা রাখিতে হয় না। ইহাতে স্বর্ণের সাশ্রয় হয়—স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মুদ্রার রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন হয় না। "স্বর্ণ প্রচলন ব্যবস্থা"য় হাতে হাতে স্বর্ণ মুদ্রা ঘুরিলে স্বর্ণের যে ক্ষয় হইয়া অপচয় হয়, স্বর্ণ বিনিময় মান-এ সে অপচয় হয় না। অবশ্য এই ব্যবস্থাতেও নিজেদের মুদ্রার দ্বারা বিদেশী মুদ্রা কিনিয়া রিজার্ভ রাখিতে হয়; কিন্তু কাঁচা স্বর্ণ রিজার্ভ-এ রাখিলে উহা হইতে কোনও আয় হয় না। বিদেশী সিকিউরিটি কিনিলে উহা হইতে যত সামান্যই হউক কিছু না কিছু আয় হয়। প্রয়োজন হইলে উহাকে নগদ মুদ্রায় রূপান্তরিত করা যায়, আবার প্রয়োজন হইলে উহাকে আরও লাভজনক সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা যায়।

Q. 4. Give an idea of the automatic functioning of the gold standard. What are the rules of the gold standard game ?

Ans. স্বর্ণমান ঠিক নিয়ম অনুযায়ী বজায় রাখিলে আভ্যন্তরীণ অর্থ-

নীতির সহিত বৈদেশিক অর্থনীতির যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বৈদেশিব লেনদেনের অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হইলে স্বর্ণ আমদানী রপ্তানীর দ্বারা দামস্তরের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া বৈদেশিক মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এর সামঞ্জস্য এবং আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দামস্তরের সামঞ্জস্য ফিরিয়া আসে। ইহাকেই স্বর্ণমানের স্বয়ংক্রিয় কার্য্যকারিতা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহার কারণ স্বর্ণমান-এর মধ্যে দেশে যতখানি স্বর্ণ থাকে তাহার দ্বারাই মুদ্রার পরিমাণ নির্ধারিত হয় ; এবং কতখানি স্বর্ণ দেশে থাকিবে তাহা বৈদেশিক বাণিজ্যের গতির উপর, অর্থাৎ মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এর উপর নির্ভর করে।

যদি এরূপ ঘটে যে দেশের মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এ একটি নীট উদ্বৃত্ত হইয়াছে—দেশটি কম করিয়া আমদানী করিয়াছে এবং বেশী করিয়া রপ্তানী, করিয়াছে—তাহা হইলে বিদেশ হইতে ঐ দেশে স্বর্ণ আমদানী হইতে থাকিবে, দেনাদার দেশগুলি স্বর্ণ পাঠাইয়া তাহাদের দেনা পরিশোধ করিবে। এক্ষেত্রে দেনাদারদেশের লোকে আভ্যন্তরীন মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ স্বর্ণ পাওনাদার দেশে পাঠাইতে থাকিবে। দেনাদারদেশ হইতে এই-ভাবে স্বর্ণ চলিয়া যাওয়ায় সেখানে মুদ্রার পরিমাণ কমিয়া যাইবে (কারণ স্বর্ণমান-এর দেশে স্বর্ণের সহিত মুদ্রার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক) এবং মুদ্রার পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় দামস্তর কমিয়া যাইবে। পাওনাদার দেশে ঠিক ইহার বিপরীত ফলাফল দেখা দিবে। সেখানে বাড়তি স্বর্ণ আমদানী হইবে। যাহারা বৈদেশিক বাণিজ্য করিয়া উপার্জন করিল ঐ স্বর্ণ তাহাদের কাছে আসিবে ; তাহারা তখন ঐ স্বর্ণ মুদ্রায় পরিণত করিবে। করিলে পাওনাদার দেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর বাড়িয়া যাইবে।

দেনাদারদেশের স্বর্ণ চলিয়া যাইবার দরুণ দামস্তর কমিবে। উহাতে ঐ দেশের পণ্য বিদেশে সস্তা, সুতরাং জনপ্রিয় হইবে ; ঐ দেশের রপ্তানী বাড়িবে। যে কারণে রপ্তানী বাড়িবে সেই কারণে আমদানী কমিবে, কারণ সস্তার দেশে লোকে ক্রয় করিতে আসে, বিক্রয় করিতে আসে না। অপর-পক্ষে পাওনাদার দেশে স্বর্ণ আসিবার দরুণ দামস্তর বাড়িবে। উহাতে ঐ দেশের পণ্য বিদেশে মহার্ঘ হইবে ; ঐ দেশের রপ্তানী কমিবে। ঠিক যে কারণে রপ্তানী কমিবে, সেই কারণেই আমদানী বাড়িবে, কারণ আক্রার দেশে লোকে বিক্রয় করিতে আসে, ক্রয় করিতে আসে না। ইহার সম্মিলিত

লে দেনাদার দেশের দেনাপাওনা সমান হইয়া যাইবে, পাওনাদারদেশের ও নাপাওনা সমান হইয়া যাইবে। যদি বর্তমানের দেনাদারদেশ আমদানী পেক্ষা বেশী রপ্তানী করিয়া পাওনাদারদেশে পরিণত হইয়া যায় তাহা ইলে ঠিক বিপরীতভাবে স্বর্ণ চলাচলের দ্বারা দামস্তরের পরিবর্তন ঘটিবে এবং হার দেনাপাওনা পুনরায় সমান হইয়া যাইবে।

ইহাই হইল স্বর্ণমান-এর স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি। কিন্তু এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি াহাতে সত্য সত্যই বজায় থাকে তাহার জন্য স্বর্ণমান বিশিষ্ট দেশগুলিকে ২টি নিয়ম স্বেচ্ছায় পালন করিতে হয়; ইহা যেন স্বর্ণমানরূপ খেলার নিয়ম।

প্রথমতঃ, দেশ হইতে যদি স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া যায় বা বিদেশ হইতে যদি দশে স্বর্ণ আসে তাহা হইলে উহার যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইবার কথা াহা হইতে দিতে হইবে। স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইতে যদি বাধা দেওয়া য় অথবা স্বর্ণ দেশের মধ্যে আসিলে কৃত্রিমভাবে উহার ফলাফল যদি নাকচ রা হয় তাহা হইলে একই সঙ্গে বিভিন্ন দেশে স্বর্ণমান বজায় রাখা সম্ভব হয় া, স্বর্ণমান-এর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক দেশ তাহার রাজস্ব সংক্রান্ত এবং বাণিজ্য ংক্রান্ত নীতি এরূপ ভাবে গঠন ও প্রয়োগ করিবে যাহাতে মূল্যপ্রদান ্যালান্স-এ যথোচিত সমন্বয় সাধিত হইতে পারে এবং স্বর্ণ হস্তান্তরের দ্বারা াট দেনাপাওনা মিটানো যাইতে পারে।

Q 5. Discuss the merits and demerits of gold standard.

Ans. স্বর্ণধাতুর দ্বারা মুদ্রা নির্ম্মাণ করা, আভ্যন্তরীন ক্রয়-বিক্রয়ে উহা ্যবহার করা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্যপ্রদানের জন্য উহা আমদানী প্তানী করা—ইহা মুদ্রা ব্যবস্থার অতি প্রাচীন যুগ হইতেই দেখিতে পাওয়া গয়াছে। যে মূল কারণে প্রাচীন যুগে ইহা গৃহীত হইয়াছিল সেই কারণেই ধুনিক যুগেও ইহা জনপ্রিয় হইয়াছিল। অবশ্য আধুনিক যুগে উহার র্য্যকারিতা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। স্বর্ণমান হইতে প্রাপ্য াকার নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা যায়ঃ

প্রথমতঃ, স্বর্ণমান ব্যবস্থায় মুদ্রার উপর জনগণের আস্থা বজায় থাকে। কোন কারণেই হউক, স্বর্ণের প্রতি সাধারণ মানুষের একটি অদম্য আকর্ষণ াছে; সেই কারণে স্বর্ণ সহজেই ক্রয় বিক্রয় যোগ্য, উহা একই সঙ্গে ঞ্চয়কে স্থায়ী করিতে পারে এবং সঞ্চয়কে যে কোনও সময়ে তরল নগদ এ

পরিণত করিতে পারে। সুতরাং যে কোনও মূল্যপ্রদানের ক্ষেত্রে স্বর্ণগ্রহণ করিতে সকলেই প্রস্তুত থাকে। এই সকল কারণে, স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা নির্ম্মিত হইলে অথবা কাগজী মুদ্রাকে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ সর্বদাই স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন এ সম্পর্কে নিশ্চিত থাকিলে, সাধারণ লোকে মুদ্রা-ব্যবস্থার উপর খুব আস্থাবান হয়।

দ্বিতীয়তঃ, স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে না। খাঁটি মুদ্রাস্ফীতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এক ভয়াবহ পরিস্থিতি; ইহা ধনীকে আরও ধনী করিয়া দরিদ্রের সঞ্চয় উবাইয়া দেয়, শেষ পর্য্যন্ত ধনী নির্ধন সকলেই মুদ্রার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলে। কিন্তু স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলে মুদ্রাস্ফীতি হইতে পারে না, কারণ, স্বর্ণমানের ক্ষেত্রে বেশী স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে না পারিলে মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি করা যায় না। কিন্তু স্বর্ণ দামী বস্তু, উহা সহজলভ্য নহে; কাগজীমুদ্রা যেরূপ বহুল পরিমাণে ছাপিয়া প্রচার করা যায়, স্বর্ণমান-এর ক্ষেত্রে সেরূপ সম্ভব নহে। অবশ্য বাণিজ্য ব্যালান্স-এর উদ্বৃত্ত হইলে বাহির হইতে স্বর্ণআমদানী হইয়া দামস্তর বাড়িতে পারে, কিন্তু দামস্তরের এই বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণাতীত মুদ্রাস্ফীতিতে পরিণত হইতে পারে না, কারণ দামস্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই রপ্তানী কমিতে এবং আমদানী বাড়িতে থাকে, এবং স্বর্ণের বিপরীত দিকে গতি সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত :, স্বর্ণমান-এর নিজের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিই উহার একটি বিশিষ্ট গুণরূপে গণ্য হইতে পারে। যদি কোন কারণে দেশের মূল্যস্তর বাড়িয়া যায় তাহা হইলে কিছুকালের মধ্যেই রপ্তানী কমিয়া আমদানী বাড়িয়া স্ব বাহিরে চলিয়া যাইবে এবং স্বর্ণের ঘাটতিতে দামস্তর কমিবে। দামস্তর যতই কমিবে ততই দেশের রপ্তানী বাড়িবে ও আমদানী কমিবে, ফলে দেশের মধে পুনরায় স্বর্ণ আসিতে আরম্ভ করিবে। দেশের দামস্তরের সহিত বিদেশে দামস্তরের সমন্বয় সাধিত হইবে, এবং দেশের আমদানী রপ্তানী সমান হইয় বাণিজ্য ব্যালান্স সমতালাভ করিবে।

চতুর্থতঃ, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের স্বার্থে, বৈদেশিক বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন। দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার যা অস্থির হয়, কখনও বাড়ে কখনও কমে, তাহা হইলে বিদেশ হইতে সামগ্র আমদানী করিয়া দেশে বিক্রয় করিলে লাভ হইবে কি লোকসান হইবে তাহ বুঝিতে পারা যাইবে না। ইহাতে আন্তর্জ্জাতিক বণিজ্য ক্ষতিগ্র

হয়। কিন্তু স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলে বৈদেশিক বিনিময় হার অক্লেশেই নির্দ্ধারিত হয় এবং উহা স্থিতিশীল থাকে। একটি দেশের মুদ্রা যতখানি স্বর্ণের সমান এবং অপর একটি দেশে ততখানি স্বর্ণ কতগুলি মুদ্রার সমান তাহা হিসাব করিলেই দুইদেশের মুদ্রার বিনিময়হার পাওয়া যায়। এই বিনিময় হার খুব সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যেই উঠানামা করিতে পারে

স্বর্ণমানের অসুবিধা

স্বর্ণমানের বিরোধীরা স্বর্ণমানের নিম্নরূপ অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন :

প্রথমতঃ, স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলে যে দামস্তরের স্থিরতা বজায় থাকিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। স্বর্ণের খনি আবিষ্কারের সহিত স্বর্ণের যোগান বাড়িয়াছে এবং উহার দরুণ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হইয়াছে, ইতিহাসে এইরূপ নজির যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। আবার স্বর্ণের যোগান কমিয়া যাওয়ায় দেশে মুদ্রাসঙ্কোচ ঘটিয়াছে, টাকার অভাবে উপার্জন কমিয়াছে এবং বেকারের সংখ্যা বাড়িয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। ১৮৪৯ এবং ১৮৭৪ সালের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া এবং কালিফোর্নিয়ায় নূতন স্বর্ণখনি অবিষ্কারের দরুণ স্বর্ণের যোগান অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল এবং বহুদেশেই মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হইয়াছিল। আবার ১৮৭৪ সালের পর হইতে ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত স্বর্ণের উৎপাদন কমিয়া যাওয়ায়, দামস্তরের পতন ঘটিয়াছিল এবং স্বর্ণমান বজায় রাখা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। আবার ১৯২৮-৩০ সালে স্বর্ণের একান্ত দুষ্প্রাপ্যতা সকলেই আশঙ্কা করিতেছিল কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐ দুষ্প্রাপ্যতা আধিক্যে পরিণত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, অল্পকালের মধ্যে স্বর্ণের উৎপাদন যে বাড়ানো কমানো যায় না, উহা ক্ষতিকর হইতে পারে। দেশের যত শিল্পোন্নতি হইবে, কৃষির সম্প্রসারণ হইবে, ব্যবসা বাণিজ্য বাড়িবে, ততই মুদ্রারও প্রয়োজন বাড়িবে। স্বর্ণমান-এর ক্ষেত্রে সমাজের পক্ষে প্রয়োজন হইলেও মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানো যাইবে না ; এরূপ অবস্থায় কৃত্রিমভাবে সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখা হইবে।

তৃতীয়তঃ, স্বর্ণমান বজায় রাখিতে হইলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়িয়া তুলা, নিছক দেশের

অর্থনৈতিক স্বার্থে যে ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সম্ভব হয় না। 'স্বর্ণ যদি দেশের বাহিরে চলিয়া যায় তখন দেশের স্বার্থানুকূল হউক বা না হউক, দেশের দামস্তরের পতন ঘটিতে দিতে হইবে, উহাতে দেশের বেকারের সংখ্যা বাড়িলে, উপার্জন কমিলেও উহা প্রতিরোধ করা যাইবে না। আবার দেশের মধ্যে বাড়তি স্বর্ণ আসিলে দেশের প্রয়োজন হউক বা না হউক দামস্তর বাড়িতে দিতে হইবে। ইহাতে দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকে না।

Q. 6. "The gold standard is a jealous god. It will work provided it is given exclusive devotion." Discuss the statement.

Ans. বিভিন্ন দেশে একই সঙ্গে স্বর্ণমান গ্রহণ করিলে তবেই স্বর্ণমানের উপকারিতা পাওয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন দেশে একই সঙ্গে স্বর্ণমান গ্রহণ করিলে উহাকে আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান বলা হয়। ইহার সর্বপ্রধান উপকারিতা হইল যে ইহার দ্বারা বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা রক্ষিত হয়; বস্তুতঃপক্ষে বৈদেশিক বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করাই স্বর্ণমানের প্রধান যুক্তি ও উদ্দেশ্য। ইহার দ্বারা আন্তর্জাতিক ব্যাণিজ্যের ঝুঁকি পরিহার করা হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং অন্যান্য নানাপ্রকার আর্থিক লেনদেন সুনিশ্চিত হয়।

কিন্তু আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান বজায় রাখিতে গেলে দেশের মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য স্থিতিশীল আছে কিনা তাহা দেখিবার ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার কোন অবকাশ নাই। মুদ্রা কর্তৃপক্ষের নিকট মুদ্রার বহির্মূল্য স্থিতিশীল আছে কিনা তাহাই একমাত্র বিবেচ্য হইবে। বর্তমানে সকল অর্থনীতিবিদই মনে করেন যে দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তরের দিক হইতে দেশের টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য যেরূপ হইবে, উহার বহির্মূল্য তদনুপাতেই বজায় রাখা উচিত। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইলে টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য বা দামস্তর স্থিতিশীল আছে কিনা তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না। সর্বপ্রযত্নে টাকার বহির্মূল্য বজায় রাখিতে হইবে।

স্বর্ণমানের কার্য্যকারিতা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে যেরূপ হওয়া উচিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সেইরূপই হইতে দিতে হইবে—নিজের কার্য্যকলাপ ও মুদ্রানীতিকে উহার সহিতই খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে

দেশটির যদি পাওনা অপেক্ষা দেনা বেশী হয়, তাহা হইলে দেশ হইতে স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া যাইতে চাহিবে এবং উহার দরুণ মুদ্রা সঙ্কোচের পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ইহাকে বাধা দিতে চায় তাহা হইলে স্বর্ণমানের নিয়ম ভঙ্গ করা হইবে; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এর ইচ্ছা থাকুক বা নাই থাকুক, উহাতে বেকারের সংখ্যা বাড়িলেও এবং লোকের উপার্জনের স্তর কমিয়া গিয়া চতুর্দিকে দৈন্য ফুটিয়া উঠিলেও—অর্থাৎ ঐ মুদ্রাসঙ্কোচের নীতি দেশের পক্ষে হিতকর হউক বা অহিতকরই হউক—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে এইরূপ নীতি গ্রহণ হইতে বিরত থাকিতে হইবে যাহাতে স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় কোনরূপ বাধা সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সরাসরি মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করেন (যথা স্বর্ণধাতুপিণ্ডমানের ক্ষেত্রে, কাগজী মুদ্রার পিছনে রক্ষিত স্বর্ণমুদ্রার অনুপাত কমাইয়া দিয়া) তাহা হইলে ঐ চেষ্টা সফল নাও হইতে পারে। কারণ উহার দ্বারা দামস্তর বাড়াইয়া রাখা হইবে এবং যে কারণে দেশটি দেনাদার হইয়াছিল (আমদানী বেশী, রপ্তানী কম) সেই কারণই আরও উগ্র হইয়া উঠিবে। বাধ্য হইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে মুদ্রা সঙ্কোচের নীতি গ্রহণ করিতে হইবে, মুদ্রার পরিমাণ কমাইতে হইবে যাহাতে আমদানী কমে। আমদানী যখন যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যাইবে তখন মূল্যপ্রদান ব্যালান্স-এর ঘাটতি তিরোহিত হইবে, স্বর্ণ রপ্তানী কমিবে। কিন্তু উহা সময় সাপেক্ষ। যতদিন না এই দীর্ঘকালীন সমন্বয় সাধন ঘটে, ততদিন স্বর্ণ-রপ্তানী কারক দেশকে আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিসর্জন দিতে হইবে; প্রধান কর্তব্য হইবে দেশের টাকার বহির্মূল্য (অর্থাৎ বৈদেশিক বিনিময় হার) অক্ষত রাখা।

অপর পক্ষে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেশটির যদি দেনা অপেক্ষা পাওনা বেশী হয় তাহা হইলে দেশের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী হইবে, আভ্যন্তরীণ দামস্তর এবং উপার্জনের স্তর বাড়িয়া যাইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অনুরূপ নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। স্বর্ণ আমদানীর ফলাফল রোধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি টাকার পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করে, উহাতে দামস্তর কৃত্রিম ভাবে কমিলে সামগ্রী রপ্তানী আরও বাড়িয়া এবং আমদানী আরও কমিয়া দেশটি আরও পাওনাদার দেশে পরিণত হইবে, এবং আরও স্বর্ণের প্রবেশ ঘটিবে। স্বর্ণ প্রবেশের দরুণ মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া দামস্তর ও উপার্জনের স্তর বাড়িবে। স্বর্ণগ্রহণকারী দেশকে নিজের

স্বার্থানুকূল হউক বা নাই হউক, এই মুদ্রাস্ফীতির চাপ সহ্য করিয়া লইতে হইবে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ঐ চাপ লাঘবের জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহা হইলে স্বর্ণমানের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হইবে। স্বর্ণ গ্রহণকারী দেশকে অমোঘ অদৃষ্টরূপেই মুদ্রাস্ফীতি মানিয়া লইতে হইবে।

এই কারণে Crowther বলিয়াছেন যে স্বর্ণমানকে ভজনা করিতে হইলে আর সব কিছু বাদ দিয়া উহাকে একাগ্রচিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে। উহা যেন ঈর্ষাকাতর দেবতা, অন্য কোন দেবতার দিকে ঝুঁকিলে ইহার প্রসাদ পাওয়া যাইবে না। দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে, স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিতে পারিবে না, শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বিনিময় হারকে বজায় রাখিবার জন্য আর সব কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে।

Q 7. "The gold standard mechanism has inhereut bias towards deflation." Do you agree with the view? Give reasons for your answer.

Ans. স্বর্ণমানের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী ও রপ্তানী দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সঙ্কোচ উভয় ঘটনাই ঘটিতে পারে, কিন্তু কোন কোন অর্থনীতিকদের মতে, স্বর্ণমানের মধ্যে মুদ্রাসঙ্কোচের একটি সুনির্দিষ্ট প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ স্বরূপ যে যুক্তি দেওয়া হয় তাহা হইল নিম্নরূপ :

(১) যে দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইতেছে, উহাকে স্বর্ণের বহির্গমন ঠেকাইবার জন্য, অর্থাৎ ভারসাম্যাভাবের অবস্থা হইতে পরিত্রাণের জন্য, কর্জের পরিমাণ কমাইতে হইবে। দামস্তর কমাইতে হইবে। যে দেশের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী হইবে সে দেশের পক্ষে, স্বর্ণ আমদানী ঠেকাইবার জন্য কর্জের সম্প্রসারণ করিবার কোন তাড়াহুড়া নাই। কারণ স্বর্ণ আমদানী দ্বারা যে ভারসাম্যাভাব (disequilibrium) সৃষ্টি হয় উহা দীর্ঘকালীন দিক হইতে আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইলেও, আপাততঃ দেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। অধিকন্তু, বেশী স্বর্ণ হাতে আসিলে উহার দ্বারা স্বর্ণ রিজার্ভ গড়িয়া তুলা যায়। সুতরাং স্বর্ণগ্রহণকারী দেশের পক্ষে স্বর্ণমানের নিয়ম পালনের কোন তাড়াহুড়া নাই, কিন্তু স্বর্ণ প্রদানকারী দেশের পক্ষে তাড়াহুড়া আছে—দামস্তরের পতন ঘটিলে স্বর্ণ হারানো হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে।

(২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের যে পদ্ধতিগুলি আছে উহা দামস্তর বৃদ্ধি প্রতিরোধের কাজে যত দ্রুত কার্য্যকরী হয়, দামস্তর হ্রাস সংশোধনের কার্য্যে ততটা দ্রুত কার্য্যকরী হয় না। পুনর্বাট্টার হার বাড়াইয়া দিয়া, খোলাবাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া এবং নগদ রিজার্ভের পরিমাণ বাড়াইবার আদেশ দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অহেতুক কর্জ সম্প্রসারণের চাপ অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যেই লাঘব করিতে পারেন; কিন্তু ইহার বিপরীত নীতি গ্রহণ করিয়া—পুণর্বাট্টার হার কমাইয়া দিয়া, খোলাবাজারে সিকিউরিটি ক্রয় করিয়া এবং নগদ রিজার্ভ-এর পরিমাণ কমাইয়া দিয়া—কর্জ সঙ্কোচনের প্রবণতা ততটা সহজে দূর করিতে পারেন না। মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এ ঘাটতি হইয়া একবার মন্দা সৃষ্টি হইলে উহা দীর্ঘকাল চলিতে থাকে। নিছক মুদ্রাসংক্রান্ত নীতি প্রয়োগের দ্বারা উহা কাটাইয়া উঠা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ হয়।

Q 8. "The gold standard is in an important sense a managed form of curreney." Discuss.

Ans. যখন স্বর্ণ ধাতু দ্বারা আভ্যন্তরীণ মুদ্রা নির্মিত হইত, দেশের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় ও লেনদেনের কাজে স্বর্ণমুদ্রাই হাতে হাতে ঘুরিত, বাহিরে স্বর্ণ চালান হইয়া যাইবার অর্থ হইত স্বর্ণ-মুদ্রা চালান হইয়া যাওয়া এবং বাহির হইতে দেশের মধ্যে স্বর্ণ প্রবেশের অর্থ হইত স্বর্ণমুদ্রার প্রবেশ—তখন স্বর্ণমান আপনার ভারেই আপনি চলিত, উহার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের দামস্তরে পরিবর্তন হইয়া মূল্য-প্রদান ব্যালান্স-এ সমতা ফিরিয়া আসিত এবং দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার বজায় থাকিত।

কিন্তু স্বর্ণমান যদি স্বর্ণমুদ্রামানের আকারে না থাকে, স্বর্ণধাতু পিণ্ডমান (gold bullion standard) বা স্বর্ণ বিনিময়মান (gold exchange standard) প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে স্বর্ণমানের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালু থাকিতে পারে না। এক্ষেত্রে দেশের মুদ্রা বলিতে স্বর্ণমুদ্রা বুঝাইবে না, কাগজী মুদ্রা বুঝাইবে; মূল্য-প্রদান ব্যালান্স-এ ঘাটতি হইলে কাগজী মুদ্রা বাহিরে চালান যাইবে না। কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিবর্তন করা হইবে এবং ঐ স্বর্ণ বিদেশে পাঠানো হইবে। স্বর্ণমুদ্রার আকারে যদি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে পরিবর্তন (conversion)-এর কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ মুদ্রা স্বয়ংই স্বর্ণ। কিন্তু আভ্যন্তরীণ মুদ্রা হিসাবে যদি স্বর্ণমুদ্রা না

থাকে, কাগজীমুদ্রা থাকে, তাহা হইলে মুদ্রা স্বয়ং স্বর্ণ নহে। মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাগজীমুদ্রার পক্ষে স্বর্ণে রূপান্তরিত হওয়া আপনা আপনি ঘটে না। উহা ঘটাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে মুদ্রা কর্তৃপক্ষকে বিস্তারিত আয়োজন রাখিতে হয়।

ইহা অপেক্ষা আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, স্বর্ণ রিজার্ভ-এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা ; দেশে যখন স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে অথচ স্বর্ণমুদ্রা থাকে না কাগজী মুদ্রা থাকে, তখন স্পষ্টই বুঝা যায় যে স্বর্ণরূপ মূল্যবান ধাতুর সাশ্রয় করিয়া স্বর্ণমান-এর উপকার পাইবার জন্য উহা করা হয়। স্বর্ণ-ধাতুর সাশ্রয়ের দিকটি এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই সাশ্রয় করিবার উদ্দেশ্যে যত টাকার নোট দেশে ছাপিয়া ছাড়া হয়, ততটাকার অর্থাৎ সম-মূল্যের স্বর্ণ মুদ্রা-কর্তৃপক্ষ নিজেদের কাছে রাখিয়া দেন না, উহার একটি অংশ-মাত্র নোটের পিছনে রিজার্ভ রূপে রাখিয়া দেন। নোটের বদলে কতটাকার স্বর্ণ লোকের পক্ষে চাওয়া সম্ভব তাহার একটা অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া নোটের পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবার নিয়ম রচিত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের ভিত্তিতে এই অনুমান করা হয়। মূলতঃ, বৈদেশিক বাণিজ্যের দায় মিটাইবার জন্যই লোকে কাগজী নোটের বদলে স্বর্ণ চাহিয়া থাকে ; অন্য কারণেও চাহিতে পারে, তবে উহা খুব বেশী নহে। বিশেষ করিয়া প্রায় সকল দেশেই নিয়ম ছিল যে টাকার বদলে স্বর্ণ দেওয়া হইবে বটে তবে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কম স্বর্ণ এইভাবে বিক্রয় করা হইবে না। এই সব বিবেচনা করিয়া যত কোটি টাকার নোট ছাপা হয় তাহার একটি নির্দিষ্ট অংশ স্বর্ণ-রিজার্ভ রাখা হয়। সুতরাং স্বর্ণ যদি রিজার্ভ হইতে বাহির হইয়া যায় তাহা হইলে টাকার পরিমাণ আপনা-আপনি কমিয়া যায় না (স্বর্ণমুদ্রা থাকিলে যাহা হইত), উহা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কমাইতে হইবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ স্বর্ণ দেশের মধ্যে আসিলে, উহাকে স্বর্ণ রিজার্ভেযুক্ত করাইতে হইবে এবং উহার ভিত্তিতে নোটের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। এ সবই আপনা আপনি হইবে না, সুনির্দিষ্ট এবং সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা করাইতে হইবে। মুদ্রাকর্তৃপক্ষকে সক্রিয় ভাবে স্বর্ণমানের মূলনীতি প্রয়োগ করিতে হইবে।

কিন্তু ইহাও ততটা গুরুত্বপূর্ণ নহে। ইহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ হইল বর্তমানে সকল দেশেই ব্যাঙ্ক-মুদ্রার (bank money) প্রাধান্য। দেশের

সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহ প্রতিবৎসর ব্যবসা বাণিজ্যের জগতকে কোটি কোটি টাকার ঋণ দেয়। এই ঋণ তাহারা নগদ টাকার দ্বারা প্রদান করে না, ঋণ গ্রহীতাদের যেন ব্যাঙ্কের নিকট আমানত আছে খাতায় পত্রে এইরূপ দেখাইয়া দেয়। ঋণগ্রহীতা তাহার তথাকথিত আমানতের উপর চেক কাটিয়া তাহার প্রাপককে যে কোন বস্তুর মূল্য প্রদান করে। এই সকল চেক-এর প্রাপকগণ চেকগুলি নিজ নিজ ব্যাঙ্ক-এ যথার্থ উপার্জনরূপে জমা করিয়া দেয়। ইহাতে দেশের যথার্থ আমানত বাড়ে, লোকের হাতে টাকা বাড়ে। ব্যাঙ্ক-এর আমানত চেকরূপে টাকার কাজ করে। অথচ উহা ধাতু মুদ্রাও নহে, কাগজের মুদ্রাও নহে। ইহাকে ব্যাঙ্ক মুদ্রা বলে। তবে এই ব্যাঙ্কমুদ্রার পিছনে উহার মোট মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ যথার্থ মুদ্রার আকারে—কাগজের নোট—রিজার্ভ রাখিয়া দেওয়া হয়, ঠিক যেরূপ কাগজী নোটের পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ থাকে।

স্বর্ণের সহিত কাগজী নোটের মধ্য দিয়া ব্যাঙ্কমুদ্রার সংযোগ থাকিলেও এই সংযোগ প্রত্যক্ষ নহে; দেশের বাহিরে স্বর্ণ চলিয়া গেলেই যে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক-ঋণ কমিয়া যাইবে বা দেশের মধ্যে স্বর্ণ আসিলে যে অবিলম্বে ব্যাঙ্ক-ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। স্বর্ণ চলাচলের সহিত ব্যাঙ্ক-ঋণকে, অর্থাৎ দেশের মোট মুদ্রার পরিমাণকে, ইচ্ছাকৃতভাবে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। যখন দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইবে, তখন একমাত্র দামস্তর কমাইয়া উহার স্থায়ী প্রতিকার করা সম্ভব। উহার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সক্রিয়ভাবে মুদ্রানীতি প্রয়োগ করিয়া দেশের ব্যাঙ্ক মুদ্রা—ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত ঋণ—কমাইয়া দিতে হইবে। অপর পক্ষে, যখন বিদেশ হইতে দেশের মধ্যে স্বর্ণ আসিবে তখন একমাত্র দামস্তর বাড়াইয়া উহার স্থায়ী প্রতিকার সম্ভব; উহার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে বিপরীত মুদ্রানীতি প্রয়োগ করিয়া দেশের ব্যাঙ্কঋণ বাড়াইতে উৎসাহ দিতে হইবে।

আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। স্বর্ণমানের ক্ষেত্রে একদেশ হইতে অপরদেশে স্বর্ণ চলাচল করিবে এই ব্যবস্থা বজায় রাখিতে হয়। উহাতে অনুমতি দিতে হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দুইটি স্বর্ণমান বিশিষ্ট দেশের মধ্যে প্রত্যহ স্বর্ণ চলাচল করে না; একদেশ হইতে আর এক দেশে অর্থ পাঠাইতে হইলে নির্দিষ্ট বিনিময় হারে ব্যাঙ্ক-এর ড্রাফট কিনিয়া খাতক দেশ হইতে প্রাপক দেশে পাঠানো হয়। কিন্তু প্রাপক দেশের মুদ্রার চাহিদা যদি এত বেশী বাড়িয়া যায় যে নির্দিষ্ট বিনিময় হার আর বজায় রাখা

যাইতেছে না, তখন স্বর্ণ চালান দিয়া দেনা মিটাইয়া নির্দিষ্ট বিনিময়-হার বজায় রাখা হয়। কিন্তু স্বর্ণ কতদিন বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকিবে তাহা নির্ভর করে দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তর ও উৎপাদন খরচার উপর। উহা কমিলে তবেই স্বর্ণ রপ্তানী থামিবে। কিন্তু উহা কমা সময় সাপেক্ষ। ব্যাঙ্ক ঋণ কমাইবার নীতি প্রয়োগ করিলেও উহা ফলপ্রদ হওয়া সময় সাপেক্ষ। ইতিমধ্যে ক্রমাগত স্বর্ণ বাহির হইয়া গেলে দেশটি দেউলিয়া হইবার পথে দৌড়াইবে এবং যত সময় যাইবে এই দৌড়ানোর গতি তত বাড়িবে। সুতরাং আধুনিক জটিল অর্থনীতিতে, স্বর্ণমান-এর স্বার্থেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে বেশীদিন স্বর্ণ রপ্তানী না চলে। অর্থাৎ মুদ্রার পরিমাণ সম্পর্কেও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে আবার স্বর্ণ চলাচল সম্পর্কেও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আধুনিক অর্থনীতিতে সেই কারণে স্বর্ণমান সক্রিয় ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল।

Q 9. Discuss the causes that contributed to the downfall of the post-war gold standard.

Ans ১৯২৫ সালে গ্রেট ব্রিটেন স্বর্ণমান পুনরুদ্ধার করে কিন্তু ১৯৩১ সলেই উহা স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহার কিছুকাল পূর্বেই অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়াছিল এবং গ্রেট ব্রিটেন উহা পরিত্যাগ করিবার কিছুকাল পরেই জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, পর্তুগাল, গ্রীস, নরওয়ে, ও সুইডেন স্বর্ণমান হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়। অবশেষে ১৯৩৩ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ডলারকে স্বর্ণে পরিবর্তন করিবার ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হইলে স্বর্ণমানের চূড়ান্তভাবে অবসান ঘটে। ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল যাবৎ স্বর্ণমান বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে নির্দিষ্ট বিনিময়হার এবং বিভিন্ন দেশের দামস্তরের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখিয়াছিল; কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পুনরুদ্ধার হইয়া অত্যল্পকাল চালু থাকিবার পরেই উহা যে ভাঙ্গিয়া যায় তাহার কতিপয় কারণ সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং টাকার বাজারের দিক হইতে ইউরোপের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দেশ ছিল ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। ১৯২৫ সালে ইংলণ্ড যখন স্বর্ণমান পুনর্গ্রহণ করিল তখন উহা, আত্মম্ভরিতার জন্যই হউক বা মুদ্রাব্যবস্থার উপর একটি স্বাভাবিকতার ছাপ দিবার জন্যই হউক, যুদ্ধ-

পূর্বেকার বিনিময়হারেই স্বর্ণমান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিল। কিন্তু উহার আভ্যন্তরীণ দামস্তর যুদ্ধ পূর্বকালের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশী হইয়াছিল। অর্থাৎ ১ পাউণ্ড যখন ৪'৮৬⅔ ডলার বলিয়া ঘোষণা করা হইল তখন আসলে পাউণ্ডের দাম উহা অপেক্ষা ২০ শতাংশ কম। পাউণ্ডকে কৃত্রিম ভাবে যে বেশী-মূল্য আরোপ করিয়া রাখা—ইহাকে বলে অতিমূল্যায়ন (over valuation)—হইল উহাতে ইংলণ্ডের অর্থনীতিতে ভিতরে ভিতরে একটি অস্থিরতা জীয়াইয়া রাখা হইল; উহাতে রপ্তানী সামগ্রীর দাম কৃত্রিমভাবে চড়াইয়া রাখা হইল,—দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইবার কারণ সৃষ্টি করা হইল। ফ্রান্স করিল ঠিক ইহার বিপরীত। অবশ্য ফ্রান্স প্রাকযুদ্ধকালীন বিনিময়হারে ফিরিয়া গেল না, ইতিমধ্যে উহার দামস্তর ৫ গুণ বাড়িয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্স নূতন যে বিনিময়-হার গ্রহণ করিল উহাতে তাহার ফ্রাঙ্কের দাম আভ্যন্তরীণ ভিত্তিতে যাহা উচিত তাহা অপেক্ষা শতকরা ১০ ভাগ কম ধার্য্য করিল। ফ্রাঙ্ককে কৃত্রিম ভাবে কম মূল্য আরোপ করা—ইহাকে বলা হয় উণমূল্যায়ন (under valuation)—হইবার দরুণ ফ্রান্সের রপ্তানী বাণিজ্য কিছুটা কৃত্রিম ভাবেই উৎসাহিত থাকিল; ফ্রান্সে স্বর্ণ আমদানী হইবার একটা প্রবণতা থাকিল।

দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রাকর্তৃপক্ষ স্বর্ণমান-এর উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য একাগ্রচিত্তে তৎপর থাকিতে পারে নাই। তাহারা সকলেই বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা চাহিত কিন্তু এই স্থিতিশীলতা বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজন ছিল অন্যান্য সকল উদ্দেশ্যই বিসর্জন দিয়া শুধু উহার জন্যই চেষ্টিত থাকা। আরও প্রয়োজন ছিল যে সকল দেশই একই সঙ্গে তালে তালে চলিবে। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালের বিশৃঙ্খলার দরুণ অনেক দেশই জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থ বিসর্জন দিয়া পদে পদে আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে ঠিক প্রস্তুত হইতে পারিতেছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বৃটেনে আভ্যন্তরীন দামকেই সর্বপ্রচেষ্টায় স্থিতিশীল রাখা হউক, এই দাবী অর্থনীতিবিদ এবং শিল্পপতিদের মধ্যে বেশ ব্যাপকভাবেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আমেরিকাতেও প্রভাবশালী মহলে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে বিনিময় হারের স্থিতিশীলতার পরিবর্তে আভ্যন্তরাণ দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই মুদ্রাকর্তৃপক্ষের প্রধান কর্তব্য। এই দ্বিধাবিভক্ত জাতীয় মন এবং মুদ্রাকর্তৃপক্ষের তজ্জনিত দ্বিধাগ্রস্ততা স্বর্ণমানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের অন্তরায় ছিল।

তৃতীয়তঃ, স্বর্ণমানে আসল করণীয় হইল বিনিময়হারের স্থায়িত্ব বজায় রাখা। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালের জটিল পরিস্থিতিতে বিনিময়হার বজায় রাখিবার কাজ অনেক দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের দামস্তর ও উৎপাদন খরচার মধ্যে সমন্বয় সাধিত না হইলে, অর্থাৎ অল্পকালের মধ্যেই স্বর্ণ চলাচলের গতি ঘুরিয়া না গেলে, বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা কঠিন। স্বর্ণ চলাচলের গতি ঘুরাইবার জন্য দামস্তরের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন, কিন্তু ঐ সময়ে উহা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উহার একটি কারণ হইল যে দামস্তরের পার্থক্য ছিল খুব বেশী। ব্রিটেনের পাউণ্ডের অতিমূল্যায়ন এবং ফ্রান্সের ফ্রাঙ্কের উণমূল্যায়ন-এর মধ্যেই কত না ফাঁক ছিল। আর একটি কারণ হইল যে চেষ্টা করিয়াও এক দেশের দামস্তরকে আর এক দেশের দামস্তরের সহিত খাপ খাওয়ানো সম্ভব হইতেছিল না। উৎপাদন ব্যয় না কমাইলে পণ্যের দাম কমানো যায় না, শ্রমিক সম্মিলিত ভাবে মজুরী হ্রাস প্রতিরোধ করিলে উৎপাদন ব্যয় কমানো প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। ব্রিটেনে ১৯২৬ সালের সাধারণ ধর্মঘট এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

চতুর্থতঃ, বিজিত দেশসমুহের উপর বিজয়ী দেশগুলি ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়ায় এবং যুদ্ধের সময়ে যাহারা ঋণ লইয়াছিল তাহাদের উপর প্রাপক দেশগুলি ঋণ পরিশোধের চাপ দেওয়ায় সাধারণ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের বাহিরেও প্রচুর অর্থ ও সামগ্রীর লেনদেন সুরু হইয়াছিল। ইহাতে স্বর্ণমান বজায় রাখার স্বাভাবিক কার্য্য আরও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল।

পঞ্চমতঃ, প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রায় প্রত্যেক জাতিই সংরক্ষণমূলক আমদানী শুল্ক ধার্য্য করিতে শুরু করিয়াছিল। প্রত্যেকেই যদি শিল্প সংরক্ষণের জন্য চেষ্টিত হয় তাহা হইলে কোনও দেশই রপ্তানী বাড়াইয়া মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এর অসমতা দূর করিতে পারে না। যখন দেশ স্বর্ণ হারাইতেছে তখন ঐ দেশ দামস্তর কমাইয়া রপ্তানী বাড়াইবে ইহাই নিয়ম, কিন্তু অপরে নিজেদের আমদানী শুল্ক বাড়াইয়া আমদানীতে বাধা দিলে ঐ দেশ তাহার রপ্তানী বাড়াইতে পারিবে না।

ষষ্ঠতঃ, যাহারা স্বল্প মেয়াদী অর্থ বিনিয়োগ করে তাহারা যে-দেশে সুদ বেশী সেদেশে টাকা চালান দেয় এবং যে দেশে সুদ কম সে দেশ হইতে টাকা তুলিয়া লয়। সুতরাং একটুখানি সুদ বাড়াইলে বিদেশের টাকা দেশে

প্রবেশ করে বলিয়া বিনিময় হার শক্তিশালী হয়। কিন্তু আলোচ্য সময়ে এই অল্পকালীন বিনিয়োগযোগ্য টাকার উপর সুদের প্রভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। উহা ফাটকানীতি ও রাজনৈতিক আশঙ্কার দ্বারাই বেশী প্রভাবিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সপ্তমতঃ, শেষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বর্ণমানের মূল নিয়মগুলি পালন করিল না। যে দেশ স্বর্ণ হারাইতে লাগিল, সে স্বর্ণ রিজার্ভ কমাইল কিন্তু দামস্তরের উপর উহার ফলাফল ঘটিতে বাধা দিল, এবং যে দেশ স্বর্ণ পাইল সে স্বর্ণ রিজার্ভ বাড়াইল কিন্তু মুদ্রার পরিমাণে ও দামস্তরের উপর ফলাফল ঘটিতে দিলনা, যথা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স।

Q. 10. Distinguish between convertible and inconvertible paper notes. What are the broad principles for issuing paper money ?

Ans. আধুনিক যুগে সকল দেশেই কাগজের মুদ্রা প্রচারিত হয়। মানমুদ্রা (standard money)—অর্থাৎ যে মুদ্রার অনুপাতে অন্যসকল মুদ্রার মূল্য নির্দ্ধারিত থাকে—ধাতুর দ্বারা নির্মিত হয় কিন্তু মানমুদ্রার গুণক রূপে যে সকল মুদ্রা প্রচারিত হয় তাহা কাগজের দ্বারা নির্মিত নোট। আমাদের দেশে অবশ্য মানমুদ্রাও,—এক টাকা—কাগজের দ্বারা নির্মিত। মানমুদ্রা সরকারের দ্বারা প্রচারিত কিন্তু কাগজী মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রচারিত।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি ধরণের কাগজী মুদ্রা প্রচার করিবে তাহা সরকারের দ্বারা নির্দ্ধারিত থাকে। কখনও কখনও কাগজী মুদ্রার বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মানমুদ্রা প্রদান করিতে বাধ্য থাকে, এই বাধ্যবাধকতা নোটের উপরেই স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। যতমূল্যের কাগজী নোট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থাপিত করা হইবে, ততগুলি মানমুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহার বিনিময়ে প্রদান করিবে। কাগজের নোটকে মানমুদ্রায় পরিণত করিয়া দিবার বাধ্যবাধকতা যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা স্বীকৃত থাকে তখন ঐ কাগজী নোটকে "পরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা" (convertible paper money) বলা হয়। কখনও কখনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজের নোটকে মানমুদ্রায় রূপান্তরিত করিয়া দিবার কোন বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে না—এরূপ কোন দায়িত্বও তাহার উপর আইনের দ্বারা আরোপ করা হয় না। এই

ধরণের কাগজী মুদ্রাকে অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা" (inconvertible paper money) বলা হয়।

কাগজী মুদ্রা প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বর্ণ বা রৌপ্যরূপ মূল্যবান ধাতুর সাশ্রয় করা। সেই কারণে, কাগজী নোট প্রচার করিলেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে উহার দরুণ মূল্যবান ধাতু রিজার্ভে রাখিত হইত। বর্তমানে কাগজী নোট প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য যে মূল্যবান ধাতুর সাশ্রয় করা তাহাই নহে, প্রধান উদ্দেশ্য মুদ্রাব্যবস্থায় স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) এবং সুব্যবস্থাপনা সৃষ্টি। তাহা হইলেও, কাগজীমুদ্রার পিছনে রিজার্ভ রাখিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে—অবশ্য শুধু মূল্যবান ধাতুতেই নহে, মূল্যবান সিকিউরিটিতেও এখন রিজার্ভ রাখা হয়। কিন্তু রিজার্ভ রাখা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ দুইপ্রকারের নীতি প্রদান করিয়া থাকেন। একটি হইল "মুদ্রাপ্রচলন নীতি" (Currency principle), অপরটি হইল "ব্যাঙ্কব্যবসায়গত নীতি" (Banking principle)।

মুদ্রাপ্রচলন নীতিতে বলা হয় যে কাগজী নোট শুধু মাত্র স্বর্ণের সাশ্রয়ের জন্য প্রচার করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ কাগজের নোট স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তক (substitute) ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং কাগজী মুদ্রা ছাড়িলে. প্রতিটি কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন; অতএব যতমূল্যের কাগজী মুদ্রা ছাপা হইবে তত মূল্যের স্বর্ণ উহার জন্য রিজার্ভ-এ রাখিতে হইবে। স্বর্ণ যদি কম থাকে, নোটের পরিমাণও কম থাকিতে হইবে এবং স্বর্ণের ষ্টক বাড়াইতে পারিলে তবেই নোটের পরিমাণ বাড়ানো যাইবে।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়গত নীতিতে কিন্তু যতমূল্যের নোট ছাপা হয় ঠিক তত মূল্যের স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন নাই বলা হয়। কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণের পরিবর্তক রূপে গণ্য করিলেও যাহারাই কাগজী নোট পায় তাহারাই উহাকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় না। কাগজী নোটের বিনিময়ে বেচাকেনা করা সহজ, সকলেই উহা গ্রহণ করিলে কাহারও কাজ আটকায় না। কিন্তু কখনও কখনও কাহারও হয়তো স্বর্ণ লইবার প্রয়োজন হইতে পারে, সে তখন কাগজের নোটকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া লইবার জন্য আসিবে। ঐ উদ্দেশ্যে কিছু স্বর্ণ জমাইয়া রাখিলেই কাজ চলিয়া যাইবে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়গত নীতি অনুযায়ী, যত মূল্যের কাগজী

াট ছাপা হয় তাহার একটি অংশমাত্র স্বর্ণ-রিজার্ভ-এর-আকারে রাখিয়া লেই চলিবে।

মুদ্রাপ্রচলন নীতির সুবিধা হইল যে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ নিজেদের খেয়াল খুশীমত াটের পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে পারেন না; আর একটি সুবিধা হইল যে াগজী মুদ্রার উপর জন সাধারণের পরিপূর্ণ আস্থা বজায় থাকে। কিন্তু হার প্রধান অসুবিধা হইল যে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সহিত মুদ্রার রিমাণ বাড়াইবার প্রয়োজন হইলেও উহা করা যাইবে না। এই দিক ইতে বিবেচনা করিলে ব্যাঙ্কব্যবসায় গত নীতি অধিকতর সুবিধাজনক, স্বর্ণ । পাইলেও প্রয়োজনমত কিছুটা কাগজীমুদ্রা বেশী করিয়া প্রচার করা যায়। হাতে মুদ্রা ব্যবস্থাকে কিছু পরিমাণে সঙ্কোচ প্রচারক্ষম করা যায়। কিন্তু হার বিপদ হইলে, যে অসতর্কতাহেতু, বেশী নোট হয়তো ছাপা হইয়া াইতে পারে; দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজন ঠিক অনুধাবন করিতে না ারিলেই এরূপ ঘটিয়া যাইবে।

Q 11. Discuss the different methods for the regulation f note issue. Which of them do you prefer and why?

Ans. নোট ছাপাইয়া প্রচার করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যতম কার্য্য। কিন্তু াগজের নোট মূলতঃ একধরণের কর্জপত্র। ইহার পিছনে জনসাধারণের াস্থা একটি আবশ্যিক বিষয়। জনসাধারণ ইহাকে একটি মূল্যবান বস্তু লিয়া মনে করিলে বিনা দ্বিধায় ইহার আদান প্রদান করিবে। এই কারণে, াগজী নোট প্রচারের পিছনে, মূল্যবান বস্তু রিজার্ভ রাখিবার পদ্ধতি সৃষ্টি ইয়াছিল। বর্ত্তমানে ঠিক এই কারণেই রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন হয় না। ারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর প্রচারিত নোট এখন কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিশ্চয়তাপ্রদত্ত থাকে (guaranteed); ইহা ছাড়াও আইনের দ্বারা উহা বিহিত মুদ্রা" (legal tender) বলিয়া ঘোষিত হয়। তথাপি এখনও াটের পিছনে মূল্যবান বস্তু রিজার্ভ রাখিবার প্রথা চালু আছে। ক বস্তু কতখানি রিজার্ভ রাখা হইবে এ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভন্ন নিয়ম অনুসৃত হইয়া থাকে। রিজার্ভ সংক্রান্ত এই নিয়মগুলিকে াটপ্রচার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি বলা হইয়া থাকে। এই পদ্ধতিগুলি ম্নরূপ:

(১) **স্থির ফিডিউশিয়ারীপদ্ধতি**—(Fixed fiduciary system) প্রচারিত নোটের যে অংশের পিছনে স্বর্ণ-রিজার্ভ থাকে না, কিন্তু সিকিউরিটি রিজার্ভ থাকে উহাকে নোটের ফিডিউশিয়ারী অংশ বলে। স্থির ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতিতে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বর্ণ রিজার্ভ না রাখিয়া কতখানি নোট প্রচার করিতে পারে তাহা আইনের দ্বারা স্থির করিয়া দেওয়া হয়। এই নির্দ্ধারিত মূল্যের নোটের পিছনে স্বর্ণ রাখিবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু পূরাপূরি অর্থাৎ সমমুল্যের সিকিউরিটি রিজার্ভ রাখা হয়। সরকারী ঋণপত্র হইল এইরূপ সিকিউরিটি। কিন্তু এইরূপ সিকিউরিটি হাতে রাখিয়া যত মূল্যের নোট ছাপিবার অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে, উহার বেশীও নোট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছাপিতে পারে, কিন্তু এই বাড়তি নোটের পিছনে ঠিক সমপরিমাণ স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে স্বর্ণের একটি নির্দ্দিষ্ট মূল্য স্থির করিয়া দেওয়া হয়। ইংলণ্ড এ এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল ১৮৪৪ সালে ; পরে আইনের সংশোধন করিয়া ফিডিউশিয়ারী অংশ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল।

এই পদ্ধতিতে একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলেই, সমমূল্যের স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে হয় বলিয়া ইহাতে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা কম। কিন্তু ইহার অসুবিধা হইল যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী, মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইতে পারা যায় না ; স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে পারিলে, তবেই মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানো যায়। সুতরাং সম্প্রসারণশীল ব্যবসা বাণিজ্যের সময়ে টাকায় টান পড়িতে পারে।

(২) **উদ্ধ‍র্তম ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতি** (Maximum Fiduciary system)—এই পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যত মূল্যের নোট প্রচার করিতে পারে তাহার উর্ধতম সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই নোটের পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ না রাখিয়া সিকিউরিটি রিজার্ভ রাখা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলেই এই উর্ধতম সীমা ছাড়াইয়া নোট প্রচার করিতে পারিবে না,—স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিয়াও নহে। তবে প্রয়োজনবোধে সরকার আইনের সংশোধন করিয়া এই উর্ধতম সীমা বাড়াইয়া দিতে পারেন। ১৯২৮ সাল অবধি ফ্রান্সে নোট প্রচারের এই পদ্ধতি অনুসৃত ছিল।

এই পদ্ধতিতে ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে যতটা প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা একটু বেশী করিয়া উর্ধতম সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই সীমা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোটের পরিমাণ বাড়াইতে পারে, কতখানি বাড়াইবে সে সম্পর্কে

নিজের বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করিতে পারে। ইহাতে নিষ্প্রয়োজনে ামী স্বর্ণ আটকাইয়া থাকিবে না। তবে উধ্বতম ফিডিউশিয়ারীর পরিমাণ ক হওয়া উচিত এবং কখন আইনের সংশোধন করিয়া ঐ সীমা আরও াড়াইয়া দেওয়া উচিত, এই সিদ্ধান্ত করিতে ভুল হইলে ক্ষতি হইবে।

(৩) আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতি (Proportional Reserve System)—এই পদ্ধতিতে স্বর্ণের সহিত মোট প্রচারিত কাগজী নোটের ূল্যের একটি আনুপাতিক সম্পর্ক নির্ধারিত থাকে। অর্থাৎ যত মূল্যের নোট াপা হয়, তাহার একটি নির্দিষ্ট অংশ স্বর্ণের আকারে রিজার্ভ রাখিয়া দেওয়া হয়। সাধারণতঃ, এই অংশ হয়, ২৫ হইতে ৪০ শতাংশ।

এই পদ্ধতির সুবিধা হইল যে যতই নোট ছাপা হউক না কেন উহার একটি নির্দিষ্ট অংশ স্বর্ণের আকারে রিজার্ভ রাখিতে হয় বলিয়া খুশীমত নোট াপাইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটানো সম্ভব হয় না। অথচ প্রয়োজনের সময়ে মুদ্রার ারিমাণ কিছুটা বাড়ানো যায়, ঠিক যতখানি স্বর্ণ পাওয়া যাইবে, ততখানিই নাট ছাপানো যাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে উহার অসুবিধা হইল যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ঠিক আইনমাফিক রিজার্ভই রাখে তাহা হইলে কখনও কখনও রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজনই ব্যর্থ হয়। যেমন, **রবার্টসন** দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে কোন পৌরকর্তৃপক্ষ যদি নির্দেশ দেয় যে ষ্টেশনে অন্ততঃ একটি ঘোড়ার গাড়ী সব সময়ে থাকিতেই হইবে, তাহা হইলে যে উদ্দেশ্যে এই নিয়ম করা হইবে তাহা ব্যর্থ হইবে। তাহা ছাড়া, আর একটি অসুবিধা হইল, যে রিজার্ভ ক্ষয়ের অনুপাতে মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে অনেক বেশী; যথা, ১০০ টাকার স্বর্ণ রিজার্ভ হইতে বাহির হইয়া গেলে হয়তো ৪০০ টাকার কাগজী নোট বাতিল করিতে হইবে (যদি আনুপাতিক রিজার্ভ এর নিয়ম হয় ২৫ শতাংশ)

(৪) বিনিময় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Exchange Management System)—এই পদ্ধতি আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতির একটি সংশোধিত রূপ। এই ব্যবস্থায় মোট নোটের মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ বৈদেশিক মুদ্রার আকারে রিজার্ভ রাখা হয়। স্বর্ণের বিকল্প বা উপরি বা উভয়রূপেই (যেমন ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থায়) বৈদেশিক মুদ্রাকে রিজার্ভ হিসাবে রাখিবার ব্যবস্থা থাকিতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রা বা বৈদেশিক সিকিউরিটি রাখিয়া দেওয়া হয়।

এই ব্যবস্থার সুবিধা হইল যে ইহা স্বর্ণের দিক হইতে ব্যয় সঙ্কোচমূলক—স্বর্ণের পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রা বা সিকিউরিটি রাখা হয়। আর একটি সুবিধা হইল যে আজকাল আন্তর্জাতিক দেনাপাওনা মিটাইবার জন্য স্বর্ণ না পাঠাইয়া সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরিত হয়। সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ-এ থাকিলে উহা যুগোপযুগী ও বাস্তবধর্মী হয়। কিন্তু অসুবিধা হইল, বিদেশী মুদ্রার উপর নির্ভর করিতে হয়। দেখিতেও, দেশের মুদ্রা ব্যবস্থাকে বিদেশী মুদ্রার লেজুড় বলিয়া মনে হয়।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে রিজার্ভ রাখা সম্পর্কে সাধারণ যে সকল পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে এগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে একাধিক দোষ ও গুণের সমন্বয় আছে। প্রধান বিবেচ্য হইল নোটের পিছনে রিজার্ভ রাখিবার উদ্দেশ্য এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিচার বিবেচনা প্রয়োগের অবকাশ।

নোটের পিছনে রিজার্ভ রাখিবার উদ্দেশ্য, এক সময় ছিল, জনগণের আস্থা বজায় রাখা। এখন নোট ব্যবহার অভ্যাস ও আইনের প্রশ্ন, আস্থার প্রশ্ন এখন আর নাই। নোটের পরিবর্তে মূল্যবান ধাতু পাওয়া যাইবে কিনা, না পাওয়া যাইলে উহা গ্রহণ করা উচিত হইবে কিনা, এ জাতীয় প্রশ্ন এখন আর জনসাধারণের মনে উত্থিত হয় না।

তবে আর এক অর্থে, মুদ্রার উপর জনসাধারণের আস্থা বজায় রাখা প্রয়োজন। জিনিষ পত্রের দাম যদি খুব বাড়িয়া যায়, মুদ্রার দাম তখন কমিতে থাকে এবং মুদ্রার উপর লোকে আস্থা হারাইয়া ফেলে। সুতরাং চরম মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে নোট প্রচারের একটি সীমা নির্দিষ্ট থাকা উচিত। অথচ এই সীমার মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে যথেষ্ট বিচার বিবেচনা প্রয়োগের অবকাশ দিতে হইবে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে, "ঊর্ধতম ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতিই" সর্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে স্বর্ণ ব্যতিরেকে কতটা নোট ছাড়া যায় তাহার সর্বোচ্চ সীমা আইনে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই সীমার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের বিচারবিবেচনা প্রয়োগ করিতে পারে।

Q. 12. Should paper money be backed by (i) Gold reserve or (ii) Foreign exchange rsserve ?

Ans. স্বর্ণ রিজার্ভ-এর প্রয়োজনীয়তা—কাগজী মুদ্রার পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ রাখা প্রয়োজন কিনা সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ নূতন করিয়া

চিন্তা করিতে সুরু করিয়াছেন। কাগজী নোট যখন প্রথম প্রচার হইতে সুরু হইয়াছিল তখন ইহা ছিল নগদ মুদ্রার প্রতিভূ স্বরূপ। নগদ মুদ্রা বলিতে মূল্যবান ধাতুমুদ্রা বুঝাইত। কাগজের নোট ব্যবহার করা হইত শুধুমাত্র ব্যবহারের সুবিধার জন্য, যথা অল্প কয়েকখানি কাগজে অনেকখানি মূল্য পরিশোধ করিতে পারা যাইত, দূরবর্তী স্থানে লইয়া যাইতে হইলে সহজেই লইয়া যাওয়া যাইত। তখন কাগজের নোট ব্যাঙ্কের ধাপ্পাবাজীমাত্র কিনা, উহা সত্য সত্যই নগদ মুদ্রার প্রতিভূ কিনা, তাহা যাচাই করা প্রয়োজন হইত। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নোট প্রচারক কর্তৃপক্ষকে মূল্যবান ধাতু অর্থাৎ স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে হইত। যখন স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন একটি নির্দ্দিষ্ট হারে, নোটকে স্বর্ণে পরিণত করিতে এবং স্বর্ণকে নোটে পরিণত করিতে হয়। এক্ষেত্রেও নোটের পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন থাকে। কারণ হাতে স্বর্ণ না থাকিলে, স্বর্ণের আকারে নোটের মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব পালন করা যাইবে না। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোটের পরিবর্তে স্বর্ণ দিবার বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্ত। আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন নাই। সুতরাং নোটের পরিবর্তে কেহ স্বর্ণমুদ্রা চাহিতে পারে না। কাগজের নোট সরকারের দ্বারা নিশ্চয়তা প্রদত্ত এবং আইনের দ্বারা সকলেই ইহা গ্রহণে বাধ্য থাকে। সুতরাং যে মূল কারণে স্বর্ণ-রিজার্ভ রাখা হয় তাহা তিরোহিত হইয়াছে। ইহার একমাত্র যৌক্তিকতা হইল যে স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে বাধ্য হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খেয়ালখুশীমত বেশী করিয়া নোট ছাপাইতে পারিবে না। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং নোট প্রচার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, ইহার বুদ্ধি বিবেচনাকে বাঁধিয়া দিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বিদেশীদিগকে অর্থপ্রদানের জন্য স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণের প্রয়োজন আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন, কারণ একদেশের মুদ্রা অন্যদেশের লোকে গ্রহণ করে না, স্বর্ণ গ্রহণ করে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিদেশে প্রেরণের জন্য নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে প্রস্তুত থাকিবে এইরূপ ধারণা করা হয়। সেই উদ্দেশ্যে নোটের পিছনে কিছু স্বর্ণ রিজার্ভ থাকা উচিত বলিয়া যুক্তি দেওয়া হয়। এই যুক্তি যুদ্ধোত্তরযুগে তেমন আর জোরালো নহে। কারণ এখন সকল দেশেই বৈদেশিক মূল্য প্রদান করা হয়

বিনিময় ব্যাঙ্কের মারফৎ বৈদেশিক মুদ্রা প্রদানের দ্বারা—স্বর্ণ প্রদানের দ্বারা নহে।

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ—বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা আন্তর্জাতিক লেনদেন করা হয় বলিয়া বৈদেশিক মুদ্রাকে মূল্যবান সঙ্গতিরূপে বিবেচনা করা হয়, বিশেষ করিয়া অপরাপর শিল্পোন্নত দেশের মুদ্রা। সেইজন্য কোনও কোনও দেশে কাগজী নোটের রিজার্ভ হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা রাখিবার ব্যবস্থা আছে। বৈদেশিক মুদ্রা বলিতে বৈদেশিক সিকিউরিটিও বুঝায়—সহজেই যে সিকিউরিটিকে সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রায় পরিণত করিতে পারা যাইবে ভারতের কাগজী নোটের ক্ষেত্রে এইরূপ বৈদেশিক মুদ্রা রাখিবার ব্যবস্থা আছে।

কাগজী নোটের পিছনে বৈদেশিক মুদ্রা বা বৈদেশিক সিকিউরিটি জমা রাখিবার স্বপক্ষে বেশ কিছু যুক্তি আছে। যে দেশের মুদ্রা সহজলভ্য নহে, বেশ দামী বস্তু বলিয়াই গণ্য, সে দেশের মুদ্রা রিজার্ভ রাখিলে, স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবারই কাজ হয়। ইচ্ছামত মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয় না, মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা প্রতিরোধ করা যায়। এক বিষয়ে ইহা স্বর্ণ রিজার্ভ অপেক্ষাও শ্রেয়; রিজার্ভ-এ যে স্বর্ণ আটকাইয়া রাখা হয় তাহা হইতে কোন উপার্জন হয় না, কিন্তু বৈদেশিক সিকিউরিটি কিনিয়া রাখিলে উহা হইতে উপার্জন হইতে পারে, আবার প্রয়োজন হইলেই উহা বিক্রয় করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

তবে অনেকেই মনে করেন যে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেনা মিটাইবার জন্যই বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। যে কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেনা সৃষ্টি হয় তাহার সহিত নোটের পিছনে রিজার্ভ রাখা হয় যে কারণে তাহার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। বরং বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা বিদেশ হইতে শিল্পোন্নতির উপকরণ আনাইয়া অর্থনৈতিক উন্নতির দৃঢ় প্রচেষ্টা করিলে বৈদেশিক মুদ্রার যথার্থ ব্যবহার করা হয়; নোটের রিজার্ভ রাখিয়া উহাকে অকেজো করিয়া রাখা নিরর্থক।

উপসংহারে বলা চলে যে, নোটের পিছনে কোনও মূল্যবান বস্তু যদি রিজার্ভ রাখিতেই হয় (এ বিষয়েও অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন) তাহা হইলে কিছুটা স্বর্ণ, কিছুটা বৈদেশিক বিনিময় এবং কিছুটা নিজদেশের সরকারী সিকিউরিটি প্রভৃতিতে রাখাই বিধেয়।

Q. 13. Discuss the main features of the International Monetary Fund and indicate how far its provisions represent an improvement on the operation of the gold standard.

Or,

"The International Monetary Fund is an ingenious attempt to meet the requirements for an international currency system". Discuss.

Ans. বিভিন্ন দেশগুলি যাহাতে স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত না হইয়াও স্বর্ণমান-এর সুবিধা লাভ করিতে পারে এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনের ব্যাপারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখিয়াও আভ্যন্তরীণ কর্জ ও মুদ্রা ব্যবস্থায় স্বাধীনতা রাখিতে পারে—স্বর্ণমান-এর অমোঘ দুর্নিবার নিয়মের সহিত তাল রাখিতে বাধ্য না হয়, সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে, "আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার" (International Monetary Fund) নামে একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হইল, আন্তর্জাতিক মুদ্রাগত সহযোগিতা সৃষ্টিকরা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও সুসমঞ্জস্য বৃদ্ধি সম্ভব করা, বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করা, সুশৃঙ্খল বিনিময় ব্যবস্থা বজায় রাখা, এবং প্রতিযোগিতামূলক বিনিময়হার হ্রাস (Competitive exchange depreciation) পরিহার করা।

এই সংস্থায় যোগদানকারী প্রত্যেক সদস্যের জন্য একটি চাঁদার পরিমাণ বা quota নির্ধারণ করা আছে। প্রত্যেক দেশ তাহার এই 'কোটা'র শতকরা ২৫ ভাগ অথবা সে যতখানি স্বর্ণ এবং ডলার-এর মলিক তাহার শতকরা ১০ ভাগ (দুটির মধ্যে যেটি কম হইবে) স্বর্ণে প্রদান করিবে এবং অবশিষ্টাংশ নিজের মুদ্রায় প্রদান করিবে। প্রথম যে ৪৪টি দেশ এই সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয় অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের মোট কোটা ৮৮০ কোটি ডলার হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৭০ এবং মোট কোটার পরিমাণ প্রায় ১৪০০ কোটি ডলার। এই সংস্থা পরিচালনার উর্ধতম কর্তৃপক্ষ হইলেন "বোর্ড অফ গভর্ণর্স"; প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের দ্বারা মনোনীত একজন করিয়া সদস্য এই বোর্ডে থাকেন। সাধারণ নীতি নির্ধারণের এবং দৈনন্দিন শাসন পরিচালনার দায়িত্ব "বোর্ড অফ এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টারস্"-এর উপর ন্যস্ত। ইহার একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছেন।

এই সংস্থায় যোগদানকারী প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকে তাহার নিজের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার ঘোষণা করিতে হয়। ইহা করা হয় স্বর্ণের অনুপাতে বা ডলার-এর অনুপাতে। যেহেতু ডলারের সহিত স্বর্ণের সমতা রক্ষিত হয় সেহেতু ডলার-এর অনুপাতে বিনিময়হার ঘোষণা করা এবং স্বর্ণের অনুপাতে বিনিময়হার ঘোষণা করা একই। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকেই অঙ্গীকার দিতে হয় যে এই ঘোষিত বিনিময় হার হইতে নিজের মুদ্রাকে সে শতকরা ১ ভাগের বেশী বিচ্যুত হইতে দিবে না। ভারত যখন এই সংস্থায় যোগদান করিয়াছিল তখন তাহাকে ৪০ কোটি টাকা চাঁদা দিতে হইয়াছিল এবং ভারতের ৩·০৮৫১৯৪ টাকা = ১ ডলার, অর্থাৎ ১ টাকা = '২৬৮৬০১ গ্রেণ স্বর্ণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। তবে যে কোন সদস্য তাহার মুদ্রার বিনিময়-হার মুদ্রাভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া পরিবর্তন করিতে পারে, যদি এই ধরণের পরিবর্তন তাহার মূল্য-প্রদান ব্যালান্স-এর মৌলিক অসামঞ্জস্য (fundamental disequilibrium in the balance of payments) শুধরাইবার জন্য প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ যদি অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনও মূলগত কারণে ক্রমাগতই তাহার বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি হইতে থাকে। কোনও দেশ তাহার প্রারম্ভিক বিনিময় হার শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত পরিবর্তনের প্রস্তাব করিলে, মুদ্রাভাণ্ডার উহাতে কোন আপত্তি উত্থাপন করিবে না। তবে উহারও বেশী পরিবর্তন করিতে হইলে মুদ্রা-ভাণ্ডার-এর অনুমোদন প্রয়োজন। তবে মুদ্রাভাণ্ডার যদি বুঝে যে মৌলিক অসামঞ্জস্য দূর করিবার জন্যই উহার প্রয়োজন, তাহা হইলে মুদ্রাভাণ্ডার ঐ অনুমোদন দিতে বাধ্য ; বিশেষ করিয়া, কোনও সদস্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সামাজিক বা রাজনৈতিক নীতির দরুণ এই সম্মতি দিতে অস্বীকার করা চলিবে না।

প্রথম পাঁচ বৎসরের জন্য সদস্যরাষ্ট্রদিগকে তাহাদের চলতি আন্তর্জাতিক লেনদেন হইতে উদ্ভূত অর্থের আদান-প্রদানের উপর প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে, অর্থাৎ বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে, অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল ; উহার পরে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে পারা যায় তবে অর্থভাণ্ডারের অনুমোদন অনুযায়ী। (কিন্তু চলতি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যে সকল অর্থের আদান প্রদান হয় না, নিছক ফাটকা কারবারের অভিপ্রায়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে অর্থ চলাচল ঘটে, তাহার উপর—বিভিন্ন

দেশের মধ্যে স্বল্প মেয়াদী ঋণের টাকার চলাচলের উপর—সদস্যরাষ্ট্রগুলি সর্বদাই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া রাখিতে পারে)। তবে যখনই কোন সদস্য-রাষ্ট্র নিজের মূল্যপ্রদান ব্যালান্স-এর ঘাটতি নিজের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারাই মিটাইতে সক্ষম হইবে তখনই তাহাকে আন্তর্জাতিক বিনিময়-এর উপর তাহার বাধা নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ সরাইয়া লইতে হইবে। অর্থভাণ্ডারের নিয়মাবলীর অষ্টম নিবন্ধ অনুযায়ী, কোনও সদস্য, অর্থভাণ্ডারের অনুমোদন ছাড়া, চলতি আন্তর্জাতিক লেনদেন হইতে উদ্ভূত মূল্যপ্রদান ও অর্থ চলাচলের উপর বাধানিষেধ আরোপ করিবে না।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার যে শুধু তাহার সদস্যদিগকে বৈদেশিক বিনিময় সম্পর্কে তাহারা কি করিতে পারিবে না সেই সম্পর্কে নিয়মকানুনের বেড়াজালে বাঁধিয়াছে তাহা নহে, উহা সদস্যদিগকে সক্রিয়ভাবে সাহায্যও করিয়া থাকে। আন্তর্জাতিক মূল্য প্রদানের সাময়িক ঘাটতি মিটাইবার জন্য এই সহায়তা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা দেওয়া হয় ঋণের আকারে। মূল্যপ্রদান ব্যালান্স-এ ঘাটতি মিটাইবার জন্য কোনও সদস্য নিজের মুদ্রার বিনিময়ে অর্থভাণ্ডার-এর নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রা নির্দিষ্ট হারে কিনিতে পারে—কিন্তু এক বৎসরে নিজের চাঁদা বা কোটার একচতুর্থাংশের বেশী বৈদেশিক মুদ্রা তাহাকে দেওয়া হইবে না। এইভাবে উহার ঋণ জমিয়া জমিয়া উহার কোটা'র দ্বিগুণের সমান হইলেই আর তাহাকে ঐরূপ বৈদেশিক মুদ্রার ঋণ দেওয়া হইবে না। ইহাকে ঋণ বলা হইতেছে এই কারণে যে সংশ্লিষ্ট দেশকে তাহার নিজের মুদ্রা অর্থভাণ্ডার-এর নিকট হইতে পুনরায় স্বর্ণের বিনিময়ে বা বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কিনিয়া লইতে হইবে।

যদি কোন দেশ দীর্ঘকাল ধরিয়া, আন্তর্জাতিক মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এ উদ্বৃত্ত হইবার দরুণ, ক্রমাগতঃ প্রাপক দেশ হইতে থাকে, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক মুদ্রার বাজারে, উহার মুদ্রার চাহিদা খুব বাড়িয়া যাইবে। খাতক দেশগুলি উহার মুদ্রা তীব্রভাবে চাহিদা করিবে। এক্ষেত্রে অর্থভাণ্ডারের হাতেই ঐ মুদ্রার ষ্টক ফুরাইয়া আসিতে পারে। তখন অর্থভাণ্ডার ঐ মুদ্রাকে "দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা" (scarce currency) বলিয়া ঘোষণা করিবেন। এক্ষেত্রে অর্থভাণ্ডার ঐ মুদ্রার রেশনিং ব্যবস্থা করিবেন; এবং ঐ মুদ্রার আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সদস্যগণ বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবার অধিকারী হইবে।

Improvement upon gold standard

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যাহাতে একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রার সুবিধা লাভ করিতে পারে, স্থিতিশীল বিনিময়হারের মধ্য দিয়া অব্যাহত ভাবে যাহাতে ব্যবসা বাণিজ্য চলিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা কোন আন্তর্জাতিক মুদ্রারপ্রচলন করে নাই, কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রার সুফল যাহাতে পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে। এ ব্যবস্থা একদিন স্বর্ণমানও করিয়াছিল। কিন্তু স্বর্ণমানের তুলনায় আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার একাধিক বিষয়ে উৎকৃষ্টতর।

(ক) স্বর্ণমানের মধ্যে পুঁজি-ঋণের, বিশেষ করিয়া স্বল্প মেয়াদে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের, চলাচল-এ বাধা দিবার কোন নিয়ম ছিল না। যে কোন অর্থ কোন দেশের ভিতরে আসিতে এবং দেশ হইতে বাহিরে চলিয়া যাইতে পারিত। ফাটকা অভিপ্রায়ে চলাচলকারী এই অর্থ দেশের আভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার গুরুতর অন্তরায় ছিল। I. M. F.-এর নিয়মে, মূলধনী অর্থের চলাচলে বাধা আরোপের ক্ষমতা প্রত্যেক দেশকে দেওয়া হইয়াছে।

(খ) স্বর্ণমানের ক্ষেত্রে, বৈদেশিক বিনিময় হার একেবারে নির্দিষ্ট—যেন স্বাভাবিকভাবেই নির্দিষ্ট থাকে , ঐ নির্দিষ্ট বিনিময়হার বজায় রাখাই প্রত্যেক দেশের প্রধান কর্ত্তব্য। I. M. F.-এর আওতায় নির্দিষ্ট বিনিময়হার থাকিবে, কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোর দিক হইতে প্রয়োজন হইলে, ঐ বিনিময়হারের পরিবর্তন করা যাইবে।

(গ) স্বর্ণমান-এর নিয়ম ঠিকমত পালন করিলে. আভ্যন্তরীণ দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব নহে; এবং পালন না করিলে স্বর্ণমানকে বজায় রাখা সম্ভব নহে। I. M. F.-এর দ্বারা সৃষ্ট ব্যবস্থায়, আভ্যন্তরীণ মুদ্রানীতি বা কর্জনীতির উপরে বাহিরের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই, দামস্তর স্থিতিশীল রাখিবার অধিকার প্রত্যেক দেশের আছে।

(ঘ) স্বর্ণমান-এর মধ্যে একটি দেশকে তাহার নিজের চেষ্টায় স্বর্ণ, অর্থাৎ আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা, উপার্জ্জন করিয়া তবেই বৈদেশিক দায় মিটাইতে হইত। কিন্তু I. M. F.-এর নিকট হইতে ঋণ করিয়া একটি দেশ তাহার বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি বেশ কিছুকালের জন্য মিটাইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসঙ্কোচ ঃ মুদ্রাসংক্রান্ত নীতি

(Inflation & Deflation : Monetary Policy)

Q. 1. How do you define inflation ? Distinguish between

(a) Pure inflation and partial inflation, and

(b) Open inflation and suppressed inflation,

Ans. ইংরাজি Inflation শব্দটিকে বাংলায় মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া ব্যক্ত করা হয়। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, মুদ্রাস্ফীতি বলিতে বুঝায় মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটিবার দরুণ দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটা। তবে মুদ্রাস্ফীতির যত বিভিন্ন সংজ্ঞা অর্থনীতিবিদগণ দিয়াছেন এত বিভিন্ন সংজ্ঞা বোধ হয় অর্থনীতিতে আর কোনও বিষয় সম্পর্কেই পাওয়া যায় না। যথা, মুদ্রাস্ফীতি হইল :

(১) মুদ্রার পরিমাণে কোনও বৃদ্ধি (Any increase in the quantity of money) ;

(২) সাধারণ দামসমূহে কোনও বৃদ্ধি (Any increase in general prices) ;

(৩) দাম সমূহের এরূপ বৃদ্ধি যাহা ভোগকারীর পক্ষে সামগ্রীর অধিকতর পছন্দের দ্বারা অথবা বস্তুর যথার্থ যোগান হ্রাসের দ্বারা ঘটানো হয় নাই (Any increase in prices not caused by increased consumer preference for the goods or by a decreased physical supply) ;

(৪) সরকারের ঋণের এরূপ কোন বৃদ্ধি যাহা দামসমূহকে স্পর্শ করে (Any increase in government debt which may affect prices) ;

(৫) মুদ্রার ফলপ্রদ পরিমাণে কোন বৃদ্ধি (Any increase in the effective quantity of money) ;

(৬) মুদ্রার ফলপ্রদ পরিমাণে এরূপ কোন বৃদ্ধি যাহা মুদ্রার দ্বারা করণীয় কার্য্যের বৃদ্ধি অপেক্ষা বেশী (Any increase in the effective quantity

of money which is greater than the increase in the money work to be done) ;

(৭) মুদ্রার পরিমাণে এবং দামে এরূপ কোন বৃদ্ধি যাহার দ্বারা সামগ্রীর বাড়তি উৎপাদন ঘটে না (Any increase in money and prices which does not result in increased output of goods) ;

(৮) দামস্তরের এরূপ বৃদ্ধি যাহা পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছাইবার পর ঘটে (Any increase in prices which occurs after full employment has been attained) ;

(৯) যখন খরচ কমিয়া যাইতেছে তখন অপরিবর্ত্তিত দামস্তর বজায় রাখা (Maintenance of a constant pricelevel when costs are falling) ;

(১০) মূলধনী ব্যয়ের এরূপ কোন বৃদ্ধি যাহা মুদ্রার পরিমাণে ক্রমাগত বৃদ্ধি ব্যতীত চালাইয়া যাওয়া যাইবে না (Any increase in capital investment which cannot be continued without a continuous increase in the quantity of money)

(১১) এরূপ এক পরিস্থিতি যেখানে জনসাধারণ মুদ্রার নিজের মূল্য বজায় রাখিবার ক্ষমতার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলে এবং উৎকৃষ্টতর মূল্যের সঞ্চয় হইতে পারে এরূপ সামগ্রী ও সিকিউরিটি টাকার দ্বারা বিনিময় করিয়া লইবার জন্য ছুটে (A situation in which the public loses faith in the ability of money to keep its value and rushes to get rid of money in exchange for commodities or securites which promise to be a better store of value)

অধ্যাপক পিগু মুদ্রাস্ফীতির এই বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে উপার্জন প্রসূ কার্য্যকলাপের তুলনায় যখন মুদ্রাহিসাবী উপার্জন বাড়িয়া যায় তখন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে (Inflation exists when money-income is expanding more than in proportion to income earning activity)। ইহার তাৎপর্য্য হইল যে অর্থনৈতিক জীবনে যদি এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন জিনিসপত্র উৎপাদনের তুলনায় লোকের মুদ্রা উপার্জন বেশী হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে ঐ পরিস্থিতি হইবে মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতি।

খাঁটি মুদ্রাস্ফীতি ও আংশিক মুদ্রাস্ফীতি (Pure and Partial Inflation) পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে পৌঁছাইবার পরেও যদি মুদ্রার পরিমাণ বাড়িতে থাকে তাহা হইলে জিনিসপত্রের উৎপাদন বাড়িবে খুব কম

কিন্তু লোকের হাতে টাকা বাড়িবে বেশী ; ইহার ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে এবং দামস্তর যতই বাড়ে, শ্রমিকদের পক্ষ হইতে ততই মজুরী বৃদ্ধির দাবী উঠে। এই দাবী মিটাইলে লোকের হাতে আরও অর্থাগম হয় ; তখন জিনিসের দাম আরও বৃদ্ধি পায়। এই ভাবে দামস্তর ও মজুরীর হার ক্রমাগত পরস্পরকে তাড়া করিতে থাকে। ইহাই খাঁটি মুদ্রাস্ফীতির (Pure inflation) লক্ষণ।

কিন্তু কখনও কখনও পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছাইবার পূর্বেই কোনও বিশেষ উৎপাদক সঙ্গতিতে টান পড়িয়া যায়। উৎপাদন বাড়াইতে গেলে অন্যান্য উৎপাদক সঙ্গতি বেশী করিয়া সংগ্রহ করা সম্ভব হইলেও ঐ বিশেষ একটি দুইটি বা কয়েকটি উৎপাদক সঙ্গতি বেশী করিয়া সংগ্রহ করা এবং কাজে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। ফলে যে সকল সামগ্রীর উৎপাদনে ঐ বিশেষ উৎপাদক সঙ্গতি নিয়োজন করা প্রয়োজন, সেই সকল সামগ্রীর উৎপাদন বেশী বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। অথচ, অন্য সকল বস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধির আয়োজন ঘটাতে যে বাড়তি উপার্জন সৃষ্টি হয় সেই বাড়তি উপার্জন হইতে লোকে বাড়তি ব্যয় করে এবং ঐ দুষ্প্রাপ্য উৎপাদক সঙ্গতির দ্বারা যে সামগ্রী উৎপাদিত হয় উহার দাম অন্যান্য বস্তুর তুলনায় অত্যধিক বাড়িয়া যায়। এই বস্তুগুলি যদি অর্থনৈতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হয় তাহা হইলে উহাদের দামবৃদ্ধি ক্রমশঃ অন্যান্য বস্তুতেও সংক্রমিত হইতে থাকিবে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে পৌঁছাইবার পূর্বেই ইহা ঘটিবে। এই পরিস্থিতিকে বলা হয় আংশিক মুদ্রাস্ফীতি (Partial inflation)।

(২) খোলাখুলি মুদ্রাস্ফীতি এবং অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি (Open inflation and Suppressed inflation)

লোকের হাতে বাড়তি অর্থাগম হইলে সামগ্রীর দামের উপর উহার ফলাফল একদিন না একদিন ঘটিবেই। প্রথম প্রথম বাড়তি উৎপাদনের দ্বারা বাড়তি অর্থাগম পূরিত হয় ; লোকের যেরূপ উপার্জন বাড়িয়া হাতে পয়সা হয়, উৎপাদনকারীরা সেইরূপ উৎপাদন বাড়াইবার আপ্রাণ চেষ্টা করে, উৎপাদন বাড়াইয়া তাহারা উৎপাদন ব্যয়কে সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। ফলে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ; বর্দ্ধিত উৎপাদনের উপর বর্দ্ধিত উপার্জন পড়িয়া লোকের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু উপার্জন বৃদ্ধির অনুপাতে দামস্তর বৃদ্ধি পায় না। তবে ইহা সাময়িক। ক্রমাগত

উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উপার্জন বৃদ্ধি ঘটিতে ঘটিতে এরূপ অবস্থা আসিয়া যায় যখন উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় উপার্জন বৃদ্ধি হয় বেশী। তখন জিনিস পত্রের দাম ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং প্রভৃতি ব্যবস্থার দ্বারা যদি মূল্য বৃদ্ধিকে প্রশমিত করিবার কোন ব্যবস্থা করা না হয় তাহা হইলে উপার্জন বৃদ্ধির সহিত মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাই খোলাখুলি মুদ্রাস্ফীতি (open inflation)।

কিন্তু এই খোলাখুলি মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে দিলে অর্থনৈতিক জীবনে বহু জটিলতার স্বষ্টি হয়। দামও যত বাড়ে, মজুরীও তত বাড়ে ; ইহাদের যেন শেষ নাই—এক চরম বিপর্য্যয় ছাড়া। বিশেষভাবে, পরিকল্পিত অর্থনীতির ক্ষেত্রে, ক্রমাগত দাম বৃদ্ধি ঘটিতে ও মজুরী বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিলে পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যায়। যত টাকা ব্যয় করিয়া জাতীয় আয় যতখানি বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা করা হয়, ক্রমাগত দাম বৃদ্ধি হইতে থাকিলে ততখানি জাতীয় আয় বাড়াইতে গেলে টাকার হিসাবে বিনিয়োগ বাড়াইতে হয় অনেক বেশী, অথচ প্রকৃত সঙ্গতি সৃষ্টি হয় অনেক কম। সেই কারণে নানা-প্রকার কৃত্রিম ব্যবস্থার দ্বারা বিনিয়োগ বৃদ্ধির পূর্ণ ফলাফল সামগ্রীর দামে যাহাতে ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটাইতে না পারে তাহার চেষ্টা করা হয়।

জিনিষ পত্রের দাম যদি পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহা হইলে বাজারে কিছুটা চাহিদা অতৃপ্ত থাকিয়া গেলেও নির্দিষ্ট দামের মধ্যেই উৎপাদনকারীরা পণ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। রেশনিং, শিল্প-বরাদ্দ (allocation) বা লাইসেন্স ব্যবস্থার দ্বারা বাজারের চাহিদার একাংশ অবদমনের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে (Control) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ অন্ন বস্ত্ররূপ নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুর চাহিদা সীমায়িত রাখিবার জন্য রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় ; অপেক্ষাকৃত কম দামে প্রত্যেকে যাহাতে সীমাবদ্ধ সামগ্রীর যথোচিত অংশ লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে বরাদ্দ ব্যবস্থা (allocation) এবং লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় উপকরণের, বিশেষ করিয়া কাঁচা মালের, ক্ষেত্রে ঐ উদ্দেশ্য সাধন করে। এই সকল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা, ক্রয়যোগ্য সামগ্রী এবং জনসাধারণের ব্যয়যোগ্য ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে যে পূর্ণভারসাম্য সৃষ্টি হয় তাহা নহে। নির্দিষ্ট সামগ্রীর ক্ষেত্রে চাহিদাকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত মিটাইতে দেওয়া হয়—অর্থ থাকিলেও উহার উপরে চাহিদাকে মিটাইতে

দেওয়া হয় না। উদ্বৃত্ত ক্রয়ক্ষমতা তখন নিয়ন্ত্রিত সামগ্রীতে বাধা পাইয়া অনিয়ন্ত্রিত সামগ্রীর উপর গিয়া পড়ে। অপেক্ষাকৃত ধনীরা কমদামী সামগ্রী দরিদ্রের সহিত ন্যায়সঙ্গত অনুপাতে ভাগাভাগি করিয়া লইতে বাধ্য হয়; ইহার পর যদি ধনীদের অতৃপ্ত চাহিদা থাকিয়া যায়, তাহারা উহা বেশী দামী সামগ্রীর দিকে চালাইয়া দেয়। দরিদ্ররা এমনিতেই বেশী দামী সামগ্রীর দিকে আগাইত না, সুতরাং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা তাহাদের জীবনধারণের ব্যয় কমাইয়া রাখা যায়।

তবে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জিনিষ পত্রের দুষ্প্রাপ্যতাকে বেশী দিন গোপন রাখিতে পারে না। দোকানে দোকানে ঘাটতি হইবার পূর্বে কিছুকালের মত টানিবার মত বেশ কিছু ষ্টক থাকে। ঐ কিছু কাল পরে কিন্তু দোকানে জিনিসের ঘাটতি প্রকটিত হইবে। লোকে তখন বাধ্য হইয়া কিছু আজে-বাজে খরচা করিবে, তবে অধিকাংশ লোকেই সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইবে। যাহারা যেন তেন প্রকারেণ খরচা করিবেই তাহাদের জন্য মদ, সিগ্রেট, দামী সুট, ঘড়ি, ক্যামেরা প্রভৃতি সামগ্রার উপর বেশী হারে কর বসাইয়া বাড়তি ক্রয় ক্ষমতা টানিয়া লওয়া যায়। অপরদিকে মজুরী নিয়ন্ত্রণের দ্বারা উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিলেও মুদ্রাস্ফীতি দাবাইয়া রাখা যায়। এইরূপ নানা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এবং কর আরোপের ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির পূর্ণ প্রকোপ যখন দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয়, তখন ঐ পরিস্থিতিকে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি (suppressed inflation) রূপে বর্ণনা করা হয়।

Q 2. Examine the relation between changes in the quantity of money and the general pricelevel under (a) full employment and (b) less than full empoloyment. (B A. Deg. 1964)

How would you explain the development of an inflationary situation in the country ?

Ans. মুদ্রাস্ফীতির প্রথম স্তরে প্রত্যাশিত ব্যয় ও প্রচলিত দামে পাওয়া যাইবে এরূপ সামগ্রার মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি হয়। লোকে অদূর ভবিষ্যতে কত ব্যয় করিতে পারে, অর্থাৎ দেশের মধ্যে মোট কত ব্যয় প্রত্যাশা করা যায় তাহা একদিকে ভোগ ও সঞ্চয়ের মধ্যে উপার্জন বণ্টন এবং অপর দিকে সরকারের দ্বারা আদায়-যোগ্য করের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। লোকে যদি কম করিয়া সঞ্চয় করে তাহা হইলে বেশী করিয়া ভোগকার্যের জন্য ব্যয়

করিবে। আবার যদি বেশী করিয়া সঞ্চয় করে তাহা হইলে কম করিয়া ভোগ সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করিবে। সুতরাং ভোগ সঞ্চয়ের অনুপাত অনুমান করিলে প্রত্যাশিত ব্যয় বুঝা যাইবে। তবে পুরাপুরি বুঝা যাইবে না। সরকারের কর ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিলে তবেই উহা পুরাপুরি বুঝা যাইবে। সরকার যদি অধিক কর ধার্য্যের দ্বারা লোকের হাতের অর্থ নিজেদের হাতে বেশী করিয়া টানিয়া লন, তাহা হইলে লোকে কম করিয়া সঞ্চয় করিলেও বেশী করিয়া ব্যয় করিতে পারিবে না। বিপরীত ক্ষেত্রে, সরকার যদি কম করিয়া কর ধার্য্য করিয়া লোকের হাতেই বেশী করিয়া টাকা ছাড়িয়া রাখেন তাহা হইলে সঞ্চয় না কমাইয়াও লোকে বেশী ব্যয় করিতে পারে। এই হিসাব অনুযায়ী কেনাকাটা করিবার যোগ্য যে অর্থ লোকের হাতে থাকে তাহার অনুপাতে কেনাকাটার যোগ্য সামগ্রী যখন কম হয়—অর্থাৎ ক্রয় যোগ্য সামগ্রীর তুলনায় ব্যয়যোগ্য অর্থ যখন বেশী—তখন যে মুদ্রাগত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় উহাকে "মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক" (inflationary gap) বলা হইয়া থাকে।

প্রধানতঃ, কোন না কোন কারণে সরকার যখন অতিরিক্ত ব্যয় করেন তখন এইরূপ মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক সৃষ্টি হয়। বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের একযোগে অতিরিক্ত ব্যয়ের দ্বারাও এইরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। উহাতে সকল উৎপাদক উপাদানেরই চাহিদা বাড়িয়া যায়, কারণ বেশী করিয়া ভোগসামগ্রী উৎপাদনের হিড়িক পড়ে। যদি ভোগসামগ্রীর জন্য বাড়তি চাহিদার (যাহা বাড়তি মুদ্রার দ্বারা সমর্থিত) অনুপাতে ভোগ সামগ্রীর উৎপাদন সমানভাবে বাড়ানো যাইত, তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক কমিয়া যাইত, এমন কি পূরণ হইয়াও যাইতে পারিত। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে বাড়তি অর্থের যোগান ঘটে, যথা যুদ্ধের সময়ে অথবা ঠিক যুদ্ধোত্তর কালে, সেই পরিস্থিতিতে বাড়তি উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হয় না। কারণ ঐরূপ সময়ে খুব শীঘ্রই "পূর্ণ কর্ম্মসংস্থানের" (Full employment) অবস্থা আসিয়া যায়। পূর্ণকর্ম্মসংস্থানের পরিস্থিতি মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টির পক্ষে খুবই অনুকূল। অবশ্য দীর্ঘসময় বিবেচনা করিলে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা তিরোহিত হয়, কারণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সামগ্রীর চাহিদা বর্দ্ধিত হইয়া থাকিলে, সামগ্রীর উৎপাদনও অবশ্যই বাড়িবে। কিন্তু সমস্যা হইল আপাততঃ অর্থাৎ স্বল্পকালীন ভিত্তিতে।

এই স্বল্পকালীন ভিত্তিতে দেখা যায় যে একবার পূর্ণ কর্ম্মসংস্থানের অবস্থায়

পৌঁছাইলে, উহার পর ভোগসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে, উৎপাদক উপাদানের দাম,—যথা শ্রমিকের মজুরী, ভূমির খাজনা—বাড়িয়া যাইবে। কারণ উৎপাদকগুলিকে বেশী পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি দিয়া মূলধনী সামগ্রীর (যন্ত্রপাতি) উৎপাদন হইতে ভোগসামগ্রীর উৎপাদনে টানিয়া আনিতে হইবে ; ফলে তৈয়ারী ভোগসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িবার অনেক পূর্বেই উৎপাদক উপাদানের মালিকদের (জনসাধারণের) উপার্জন বাড়িয়া যাইবে। ইহার দরুণ ভোগবস্তুর মোট চাহিদা আরও বাড়িবে ; এই বাড়তি চাহিদা সৃষ্টিকারী অর্থ তখন অনর্থ বাধাইবে—মোট উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বাড়াইবার পরিবর্তে সাধারণ দ্রব্যমূল্যস্তরই উহা ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকিবে। সেই কারণে মুদ্রাস্ফীতিকে অনেকেই একটি বিশেষভাবে স্বল্পকালীন ঘটনা বলিয়াই গণ্য করেন ; ইহা একটি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকা পূর্ণকর্মসংস্থান বিশিষ্ট আর্থিক কাঠামোর ক্ষেত্রেই বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য ("typically a short run phenomenon peculiar to a stationary, full-employment economy")।

কিন্তু পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থায় যতক্ষণ না অর্থনৈতিক কাঠামো উপনীত হয় (পূর্ণ কর্ম্মসংস্থানের পূর্ব্বকার অবস্থায়) ততক্ষণ ক্রমাগত মুদ্রার যোগান বাড়াইতে থাকিলে দেখা যাইবে যে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানও যত বাড়ে, দামস্তরও ততই বাড়ে। কীন্‌স্ ইহার কারণগুলি নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(১) বাড়তি উপার্জিত মুদ্রা বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। বাড়তি আর্থিক সঙ্গতি কিছুটা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে, কিছুটা উৎপাদনের খরচা বৃদ্ধিতে, কিছুটা উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বিভক্ত হইয়া যায়। কোন্ খাতে কতখানি প্রবাহিত হইবে তাহা নির্ভর করে, জনগণ ঐ আর্থিক সঙ্গতি কতখানি ভোগকার্য্য ও সঞ্চয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেছে, কতখানি তরল সঙ্গতিতে বা কতখানি বিষয়সম্পত্তি ক্রয়ে ভাগ করিয়া দিতেছে, উহা সুদের হার, প্রত্যাশিত মুনাফার হার প্রভৃতি বিষয়ের উপরেও নির্ভর করিবে। বাড়তি আর্থিক সঙ্গতি এইরূপে ভাগাভাগি হইবার অর্থই হইল যে বাড়তি মুদ্রা পরিপূর্ণভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিয়োজিত হয় না বা সম্পূর্ণতঃ উৎপাদন ব্যয়-এর বৃদ্ধিতেই প্রকটিত হয় না ; সুতরাং মুদ্রার যোগান বাড়িলে, কোনও কোনও সামগ্রী ও কার্য্যের কার্য্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া অপরিহার্য্য।

এই বর্ধিত কার্য্যকরী চাহিদার কিছু অংশ যদি সিকিউরিটি ক্রয়ের দিবে ধাবিত হয় তাহা হইলে, সিকিউরিটির বাজার স্ফীত হইবে।

(২) উৎপাদক সঙ্গতির বিভিন্ন একক (unit) দক্ষতার দিক হইতে ঠিব একইরূপ নহে। যথা একই কাজ করে এইরূপ সকল শ্রমিক দক্ষতার দিব হইতে সমান নহে। সুতরাং বাড়তি মুদ্রার যোগান হইলে যদি উৎপাদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক—তাহা হইলে দক্ষ শ্রমিকগণ নিযুক্ত হইয়া যাইবার পরে, ক্রমশঃ কম দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করিতে উৎপাদনকারীরা বাধ্য হইবে। ইহাতে সমপরিমাণ খরচায় কম উৎপাদ পাওয়া যাইবে (ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন) অর্থাৎ সমপরিমাণ উৎপন্ন দ্রব পাইতে হইলে, গড় উৎপাদন খরচা বেশী হইবে (ক্রমবর্ধমান উৎপাদ খরচা)। কম দক্ষ শ্রমিকের ন্যায় কম দক্ষ যন্ত্রপাতিও ব্যবহার সুরু হইবে ক্রমশঃ কম দক্ষ একক ব্যবহারে উৎপাদন খরচা বাড়িলে, জিনিষপত্রে যোগান দাম বাড়িতে থাকিবে। ফলে, দামস্তর বাড়িবে।

(৩) কোনও কোনও উৎপাদক সঙ্গতির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপব (inelastic) হইতে পারে। অন্যান্য উৎপাদক সঙ্গতি যখন বাড়ানো যা তখন এই বিশেষ ধরণের উৎপাদক সঙ্গতি বাড়াইতে পারা যায় না দেখ যায়। ফলে ঐ বিশেষ উৎপাদক সঙ্গতিতে টান পড়ে। উহার দ্বারা যে যে সকল বস্তু নির্মিত হয় সে সকল বস্তু প্রথমে খুব দুর্মূল্য হয়, পরে একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে। এই সকল বস্তু যদি আবার অন্য কোন বস্তু নির্মাণে প্রয়োজনীয় হয় তাহা হইলে সে সকল বস্তুও দুর্মূল্য হয়। অর্থনৈতিব কাঠামোর একটি দিক মুখ আটক পরিস্থিতির (bottle neck) দৃষ্টান্ত হইয় দাঁড়ায়।

(৪) মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে ফলপ্রদ 'চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হইবেই। কিন্তু উৎপাদন যত বৃদ্ধি পাইবে এবং অর্থনৈতিক জীবন সমৃদ্ধির দিকে আগাইবে—পূর্ণ কর্মসংস্থানের দিকে—শিল্পে শিল্পে এবং কারখানায় কারখানায় শ্রমিক গোষ্ঠি তত উচ্চতর মজুরীর দাবী করিতে থাকিবে। উৎপাদনকারীদের লাভের আশা তখন খুব বেশী, আশাবাদিতায় দেশ তখন ভরপুর, সুতরাং তাহারা শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী বেশী দিন প্রতিরোধ করিবে না, কিন্তু ঐ বাড়তি খরচা ভোগকারীদের উপর চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিবে; ইহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত দাম বৃদ্ধি পাইবে।

(৫) প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় বাড়িবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হইবে।. শ্রমিক ছাড়াও অন্যান্য উপাদান থাকিতে পারে যাহাদের যোগানের সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা (elasticity of supply) ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। যাহাদের যত বেশী যোগান-এ সঙ্কোচ প্রসার বিহীনতা থাকিবে, তাহাদের দরুণ উৎপাদন খরচা তত বাড়িবে—অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন খরচা। সুতরাং সামগ্রীরও দাম বাড়িবে।

Q. 3. "Inflation is unjust and deflation is harmful ; of the two, deflation is worse." Do you agree with this statement ? Give reasons for your answer. (B.A. Deg. 1962).

Discuss the economic effects of inflation. Of the two—inflation and deflation—which do you prefer and why?

Ans. মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা জিনিষপত্রের দাম বাড়ে কিন্তু সর্বসাধারণের উপর এই দাম বৃদ্ধির ফলাফল একইরূপ হয় না। জনসাধারণকে যদি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দিক হইতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয় তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতির ফল বিভিন্ন দলের উপর বিভিন্ন বলিয়া দেখা যাইবে। অবশ্য জনগণকে এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার অর্থ এই নহে যে একজন লোক কোনও একটি মাত্র শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত হইবে, অন্যশ্রেণীর মধ্যে তাহাকে ধরা যাইবে না। তবে মোটামুটি বিভিন্ন শ্রেণীর উপর মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা সুবিধাজনক।

দেনাদার, পাওনাদার

মুদ্রাস্ফীতির সময়ে দেনাদারগণ একটি অপ্রত্যাশিত উপকার পাইয়া যায়। সাধারণত: ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লোকে দেনা করিয়া কাজ কারবার করে। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে ব্যবসায়ী-দেনাদারদের উপার্জন বাড়ে, উহাতে দেনা পরিশোধ করা সহজ হয় ; তবে উহা অপেক্ষা বড় কথা হইল যে দেনা পরিশোধ করা হয় কমদামী বস্তু অর্থাৎ মুদ্রার দ্বারা। মুদ্রাস্ফীতিতে সাধারণ বস্তু বেশী দামী এবং মুদ্রাই কমদামী হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং একই পরিমাণ টাকা পরিশোধের জন্য কম পরিমাণ সামগ্রী ত্যাগ করিতে হয়। ধরা যাক একজন ব্যবসায়ী কাপড়ের ব্যবসায় করিবার জন্য ১০০০ টাকা ধার করিয়াছিল—যখন নাকি গড়ে একখানি কাপড়ের দাম ছিল ৫ টাকা।

ঐ দামস্তরেই যদি তাহাকে দেনা পরিশোধ করিতে হইত তাহা হইলে তাহাকে ২০০ খানি কাপড় বেচিয়া তবেই তাহাকে দেনা শোধ করিতে হইত। কিন্তু ধরা যাক, মুদ্রাস্ফীতির দরুণ ৫ টাকার কাপড়খানি ২০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে, এক্ষেত্রে ঐ ব্যবসায়ী-দেনাদার ঐ একই ঋণের টাকা মিটাইবে মাত্র ৫০ খানি কাপড় বেচিয়া। মুদ্রাস্ফীতিতে ঋণের আসল বোঝা অনেক লাঘব হয়। সুতরাং দেনাদারগণ লাভবান হয়।

কিন্তু পাওনাদারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কম দামস্তরের অবস্থায় যাহারা ধার দিয়াছিল তাহারা সামগ্রীর হিসাবে অনেক বেশী মূল্য ধার দিয়াছিল। কিন্তু দাম বৃদ্ধির অবস্থায় যখন তাহারা সেই ধারের টাকা ফিরাইয়া পায় তখন ঐ টাকার মূল্য অনেক কম। ঐ টাকাকে যদি তাহারা কোনও বস্তুতে রূপান্তরিত করিতে যায় তাহা হইলে অনেক কম বস্তুই তাহারা কিনিতে পারিবে। যদি কোনও সম্পত্তি কিনিবার আশায় টাকা জমাইয়া থাকে এবং ঐ টাকা ইতি-মধ্যে ধার দিয়া থাকে তাহা হইলে ফিরৎ পাইবার পর ঐ ধারের টাকায় সম্পত্তি কিনিতে যাইলে, সম্পত্তির বৃহদংশই তাহার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে দেখিতে পাইবে। অধিকন্তু মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সুদের হার কমিয়া যায়। অতএব পাওনাদার তাহার ধার দেওয়া টাকা ফিরৎ পাইয়া যখন উহাকে পুনরায় সুদে খাটাইতে যাইবে তখন তাহার উপার্জন কমিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইবে। অবশ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করিলে চড়া হারে ডিভিডেণ্ড্ পাইয়া বিনিয়োগকারী উপকৃত হইবে, কিন্তু যে শেয়ারে ভালো ডিভিডেণ্ড্ পাওয়া যায়, মুদ্রাস্ফীতির বাজারে সে শেয়ারের দামও খুব চড়া হয়।

উৎপাদনকারী

মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতিতে উৎপাদনকারীগণ প্রথমদিকে খুবই লাভবান হয়, পরে উৎপাদন বাড়াইয়া ঐ লাভের বেশ কিছুটা অংশ বজায় রাখিতে পারে। প্রথমেই যখন একশ্রেণীর লোকের হাতে বেশী অর্থাগম হইবার দরুণ বেশী করিয়া তাহারা অর্থব্যয় করিতে সুরু করে তখন সাধারণ ভোগ সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধির দরুণ দাম বাড়িয়া যায়। কিন্তু দাম বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদন খরচা বাড়ে না, বাড়িলেও দাম বাড়িবার সহিত সমান অনুপাতে বাড়ে না। ইহার কারণ, যে সকল ব্যয় উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত,

সগুলি চুক্তির দ্বারা অথবা প্রথার দ্বারা বেশ কিছুকালের জন্য নির্দিষ্ট থাকে : উৎপাদনকারী যে বাড়ী ভাড়া লইয়া প্রতিবৎসর বা প্রতিমাসে ভাড়া দিয়া থাকে উহা মৌখিক বা লিখিত চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত ; সাধারণ সামগ্রীর দাম বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর মালিকের পক্ষে বাড়ীভাড়া বৃদ্ধিকরা সম্ভব নহে। উৎপাদনকারী যদি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার করিয়া ব্যবসা করিয়া থাকে, তাহা হইলে সুদের হার লিখিত চুক্তির দ্বারা স্থির হইয়া গিয়াছে এবং ঋণের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে ব্যাঙ্কের পক্ষে বেশী সুদের হার দাবী করা সম্ভব নহে। বরং দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িলে সুদের হার কমিয়া যায় ; ব্যবসায়ী যদি কম সুদে নূতন ঋণ করিয়া পুরাতন বেশী সুদের ঋণ শোধ করিয়া দেয় তাহা হইলে সুদ বাবদ তাহার যে উৎপাদন খরচা তাহা কমিয়াই যাইবে। আবার শ্রমিকদের কত পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে তাহা মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে লিখিত বা মৌখিক চুক্তির দ্বারা স্থির থাকে। শ্রমিকরা সেই কারণে জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে সুরু করিলেই মালিকের উপর চাপ দিয়া মজুরী বাড়াইয়া লইতে পারে না, বিশেষ করিয়া মুদ্রাস্ফীতির প্রথম দিকে যখন নাকি বেকারের সংখ্যা দেশের মধ্যে যথেষ্ট থাকে। এই সকল কারণে, মুদ্রাস্ফীতির প্রথমে, উৎপাদনকারীদের উৎপাদন খরচা বাড়ে না, বাড়িলেও কম বাড়ে ; কিন্তু পণ্য বিক্রয়ের দরুণ উপার্জ্জন বেশ বাড়ে। বাড়তি মুনাফার দরুণ উৎপাদনকারীরা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির আয়োজন করিলে অন্যান্য উৎপাদক উপাদান বেশী করিয়া কাজে লাগাইতে হয় ; উহাতে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের মালিকদের উপার্জন বাড়ে। জনসাধারণের এই বর্দ্ধিত উপার্জ্জন ভোগ সামগ্রীর উপর ব্যয়িত হইলে উহার দরুণ জিনিস পত্রের দাম আরও বাড়ে। উহাতে উৎপাদন-কারীদের আরও লাভ হয়। উহাতে উৎপাদনকারীরা আরও উৎপাদন বাড়াইতে উৎসাহিত হয়।

মজুরী ও বেতন উপার্জনকারীগণ

যাহারা নির্দিষ্ট বেতন ও মজুরী উপার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে মুদ্রাস্ফীতি তাহাদিগকে চরম আঘাত হানে। জিনিস পত্রের দাম যতই বাড়ে ততই তাহাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়া যায়, সুতরাং জীবনযাত্রার মান তাহারা কমাইয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। আফিসে যাহারা নির্দিষ্ট বেতন পায়,

—বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরূপে, এমন কি সরকারের কর্মচারীরূপে,— তাহারা ক্রমশঃই এইভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। বিশেষ করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেতনভোগী কর্মচারীগণ নিজেদের মধ্যে সংগঠিত নহে, সুতরাং সঙ্ঘবদ্ধভাবে বেতন বৃদ্ধির জন্য সেরূপ চাপ দিতে পারে না। কলকারখানার শ্রমিক সাধারণের অবস্থাও অনুরূপ হয়। জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে থাকিলে তাহাদের মজুরী বৃদ্ধি হয় না, সংসার খরচা অনেক বাড়িয়া যায় এবং তাহারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তবে দাম বৃদ্ধি চলিতে থাকিলে শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মালিকদের উপর চাপ দেয় এবং মালিকরা চাপে পড়িয়া মজুরীর হার বৃদ্ধি করে। কিন্তু মজুরীর হার বাড়িলেও, দামস্তর যে অনুপাতে বাড়ে সে অনুপাতে বাড়ে না। যাহারা নির্দিষ্ট বেতন বা মজুরীতে কাজ করে না, যেমন ডাক্তার, উকিল, ঠিকাদার ইত্যাদি, তাহারা বেশী করিয়া পারিশ্রমিক দাবী করিয়া, অথবা তাহাদের কার্য্যের ক্রেতার সংখ্যা বাড়ে বলিয়া, বেশী করিয়া উপার্জন করিতে পারে।

কৃষকগণ

মুদ্রাস্ফীতির সময়ে কৃষকগণ বিশেষ ভাবেই লাভবান হয়। খাদ্যবস্তু বিশেষ ভাবেই মুদ্রাস্ফীতিতে সাড়া দেয়; মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলেই খাদ্যবস্তুর দাম বাড়িতে থাকে। অধিকন্তু শিল্পোৎপাদন বাড়াইবার জন্য কাঁচামালের চাহিদা বাড়িলেই কৃষিজাত বস্তুর দাম বাড়িতে থাকে। চাষীরা তখন বাড়তি উপার্জন করিতে পারে। এই বাড়তি উপার্জনের কিছুটা অংশ বাড়তি ব্যয় করিতে হইলেও, কিছুটা তাহারা নিজেদের সামগ্রী নিজেরাই ধরিয়া রাখিবার কার্য্যে প্রয়োগ করে। চাষীদের ঘরে যখন পয়সা থাকে না তখন ফসল উঠিলেই উহা তাহারা বিক্রয় করে কিন্তু হাতে পয়সা হইলে ফসল উঠা মাত্রই বিক্রয় না করিয়া আরও ভালো দামের আশায় মজুদ করিয়া রাখে। ইহাতে কৃষিসামগ্রীর দাম বাড়িয়া যায়। সুতরাং কৃষকদের ব্যয় বাড়িলেও, আয় বাড়ে তাহা অপেক্ষা বেশী।

[Q. 4. What do you mean by deflation ? Examine the effects of deflation.]

মুদ্রাসঙ্কোচ (deflation) বলিতে বুঝায় মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস করা। মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস করিলে কাহারও না কাহারও হাতে টাকার

পরিমাণ কমিয়া যাইবে। টাকার পরিমাণ কমিলে দেশের মধ্যে মোট ব্যয় হইবে কম। ইহাতে জিনিষপত্রের কাটতি কমিয়া দাম কমিয়া যাইবে।

দাম কমিয়া যাইলে মজুদকারী এবং উৎপাদনকারীদের উপর উহার প্রথম ধাক্কা পড়িবে। যে সকল বেপারী মাল মজুত করিয়া রাখে মুদ্রাসঙ্কোচ ঘটিলেই তাহাদের মূলধনের একাংশ উবিয়া যায়। তাহারা লোকসানের সম্মুখীন হইলে উৎপাদনকারীদের নিকট মালের বরাত (order) কম দিবে, উৎপাদনকারীরা নিজেরাও মাল বিক্রয় করিয়া উঠিতে পারিবে না। অথচ সঙ্গে সঙ্গেই সেই অনুপাতে তাহাদের খরচ কমাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। চুক্তিমত যে সকল উৎপাদক উৎপাদনকে নিয়োগ করা হইয়াছে তাহাদের পারিশ্রমিক কমাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। ভালো লোক ছাড়াইয়া দিয়া আবার পাওয়া যাইবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকে, কারবারের আয়তন কমাইয়া ফেলিতে আত্মসম্মানেও বাধে। স্থিতিখরচা (supplementary or overhead cost) সম্পূর্ণতঃ উঠাইতে না পারিলেও শুধুমাত্র চলতি খরচা (prime cost or variable cost) উঠাইলে বা উহার উপর স্থিতিখরচার একাংশ উঠাইলে, উৎপাদনকারী তাহার কারবার চালাইয়া যায়,—দীর্ঘকাল ধরিয়া অবশ্য নহে, তবে বেশ কিছুকাল ; কারণ কারবার একবার বন্ধ করিয়া দিলে আবার যখন ভাল সময় আসিবে তখন পুনরায় উহা খুলিয়া বসা অনেক অসুবিধাজনক। মুদ্রাসঙ্কোচ ঘটিলে উৎপাদনকারীদের প্রথম লোকসান সহ্য করিতে হয়।

হয়তো যাহারা দেনাদার তাহারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যখন তাহারা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল তখন মূল্যস্তর হয়তো বেশী ছিল, সুতরাং কম সামগ্রী বেচিয়াই ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া যাইত। কিন্তু দামস্তর কমিয়া গেলে অনেক বেশী সামগ্রী বেচিয়া তবেই ঋণের অর্থ পরিশোধ করা হয়। এই সময়ে সুদের হারও বেশী হয়। কম সুদে টাকা ধার করিয়া পুরাতন ঋণ শোধ করিবার কোন উপায় থাকে না।

মুদ্রাসঙ্কোচ ঘটিলে কৃষককুলও খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিল্পের উৎপাদন কমিয়া যাওয়ায় কৃষিজাত ফসলের চাহিদা হ্রাস পায়। লোকে অর্থাভাবে দুঃখ কষ্ট পাইলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য কিনিতে পারিবে না। অর্থের দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ চাষের মূলধন পাওয়াও কষ্টকর হইবে—মূলধন পাওয়া যাইলেও সুদের হার বৃদ্ধির দরুণ উহার খরচা বাড়িবে।

যাহাদের আয় বাঁধাবাঁধি নহে, যাহারা কার্য্য বিক্রয় করে এবং কার্য্যের

খরিদ্দার যেরূপ পাইবে সেইরূপ উপার্জ্জন করিবে যথা, ডাক্তার, উকিল ইত্যাদি, মুদ্রাসঙ্কোচের সময়ে তাহারাও ক্ষতিগ্রস্থ হইবে কারণ লোকের হাতে পয়সা না থাকিলে তাহারা প্রয়োজন হইলেও ইঁহাদের কাজ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

লাভবান হয় পাওনাদার শ্রেণী এবং যাহাদের বাঁধা আয় তাহারা। পাওনাদার শ্রেণী যে সময়ে ধার দিয়াছিল সে সময়ে হয়তো জিনিষপত্রের দাম বেশী ছিল এবং টাকাও সহজ লভ্য ছিল, অর্থাৎ টাকার দাম বেশী ছিল না। কিন্তু মুদ্রাসঙ্কোচের সময়ে জিনিস পত্রের দাম অনেক কমিয়া টাকার দাম অনেক বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং পাওনাদারেরা যখন তাহাদের ঋণের টাকা ফিরাইয়া পাইবে তখন তাহারা সুলভ সামগ্রীর পরিবর্ত্তে দুর্লভ সামগ্রী পাইবে। আর যাহাদের আয় বাঁধা অর্থাৎ মাস হিসাবে বা বৎসর হিসাবে অথবা যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময় হিসাবে নির্দিষ্ট বেতন বা মজুরী যাহারা পায়, তাহারা লাভবান হইবে। কারণ তাহারা একই আয় করিবে কিন্তু দাম অনেক কমিয়া যাইবার দরুণ তাহাদের খরচ অনেক কমিয়া যাইবে।

কিন্তু পাওনাদার ও বেতমভুক শ্রেণীর এই লাভ কোনও সামাজিক লাভরূপে বিবেচ্য নহে। তাহাদের এই লাভ দীর্ঘস্থায়ীও নহে, সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণেরও পরিচায়ক নহে। কারণ, সমগ্র জনসমষ্টিরই উপার্জন হয় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষি শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য হইতে। শিল্প (কৃষি সমেত) ও বাণিজ্যে যদি লোকসান হইতে থাকে তাহা হইলে অনেক দেনাদারই দেউলিয়া হইয়া যাইবে এবং পাওনাদারের ন্যায্য পাওনা আদায় করা অনেক কষ্টকর হয়। পাওনাদারেরা টাকা ফিরৎ পাইলেও অলস সঞ্চয় রূপে রাখিয়া দিতে হয়, উহা বিনিয়োগের অবকাশ থাকেনা। যাহারা পাওনাদার শ্রেণীভুক্ত তাহারা একই সময়ে অন্য কোনও শ্রেণীভুক্তও হইতে পারে ; সেক্ষেত্রে পাওনাদার শ্রেণীরূপে যেটুকু লাভ করিবে, অন্য শ্রেণীভুক্ত হইলে তাহার বেশী লোকসান খাইবে। বাঁধা আয়ের লোকেরাও সকলে সুখে থাকিবে না—তাহাদের সন্তান সন্ততিরা চাকুরীক্ষম হইলেও চাকুরী পাইবে না—কারণ মুদ্রাসঙ্কোচের সময়ে চতুর্দিকে বেকারত্ব সৃষ্টি হইতে থাকে। সংসারে একজন চাকুরীজীবি লোক রোজগার করিলে আর পাঁচজন তাহার রোজগারের উপর বসিয়া খাইবে বা তাহার সাহায্যপ্রার্থী হইবে। ব্যবসা বাণিজ্যের পতনে সরকার যথেষ্ট পরিমাণ কর সংগ্রহ

করিতে পারিবে না; সুতরাং সরকার ব্যয়সংকোচ করিবে—ইহাতে বহুলোকের আয় কমিয়া যাইবে এবং সরকারী কর্মচারীরাও ছাঁটাই হইবে। মোট কথা, মুদ্রাসঙ্কোচ হইলে চতুর্দিকে বেকারের সংখ্যা বাড়িবে কর্মক্ষম লোকে কাজ পাইবে না, উপার্জ্জন পাইবে না। জিনিসের দাম কমিলেও, কিনিবার মত অর্থ থাকিবে খুব কম লোকেরই। এমন কি ফসল ফলিলেও দুর্ভিক্ষ হইবে, ফসলের অভাবে নহে, অর্থাভাবে। মুদ্রাসঙ্কোচ জিনিসের দাম কমায়, মানুষের দাম আরও কমায়, সুতরাং সমাজের দৈন্য বাড়ায়।

কিন্তু মুদ্রাস্ফীতিতে যখন দাম বাড়ে তখন লোকে কষ্ট পাইলেও, কিছুকাল পরে উপার্জ্জনের বৃদ্ধি সর্বস্তরেই ছড়াইয়া পড়ে, তবে কম-বেশী। লোকে চাকুরী পায় অনেক বেশী, বেকারের সংখ্যা ক্রমশই কমিতে থাকে। তবে সমাজের উঁচু স্তরে উপার্জ্জন যত বাড়ে, নিচুস্তরে তত বাড়ে না, ধনবণ্টনের বৈষম্য বাড়ে। তথাপি মুদ্রাসঙ্কোচের দৈন্যের অপেক্ষা মুদ্রাস্ফীতির অকুলান অনেকেই অধিকতর শ্রেয় বলিয়া মনে করেন। মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে একটা কর্মচাঞ্চল্য এবং আশাবাদিতা থাকে, দামস্তর বাড়িলেও উপার্জ্জনের আশা থাকে, কর্মসংস্থানও বাড়ে। নির্দিষ্ট আয়ের লোকেদের পক্ষে মুদ্রস্ফীতি অসুবিধাজনক। তথাপি বেকারত্ব জর্জ্জরিত অর্থনীতিতে ইহা সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করিয়া দেয়। সরকারের আয় ব্যয় ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা ধনবণ্টনের বৈষম্য যদি কিছুটা প্রতিরোধ করা যায় এবং চরম মুদ্রাস্ফীতির (hyper inflation) পরিস্থিতি যদি পরিহার করা যায় তাহা হইলে মুদ্রাসঙ্কোচ অপেক্ষা মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতি অধিকতর কাম্য।

Q. 5. Discuss the measures which can be adopted for controlling inflation.

Discuss the efficacy of monetary and fiscal measures for controlling inflation.

Ans. মন্দার ভয় থাকিলে অল্প পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইলে উহা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির বিপদ হইল যে একবার উহা সৃষ্টি হইলে উহা ক্রমাগতই চলিতে থাকে এবং বাড়িতে থাকে। ঠিক সময়ে ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে ছোটখাটো মুদ্রাস্ফীতিই বৃহৎ বিপর্যয়ে পরিণত হইতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি সেই কারণে কাম্যস্তর অতিক্রম করিলে

বা অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা দেখা দিলে, মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী ব্যবস্থা অবিলম্বিত হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থাগুলি মোটামুটি তিনপ্রকার: মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যবস্থা (monetary measures) ; রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থা (fiscal measures) : এবং অমুদ্রাগত ব্যবস্থা (non-mcnetary measures)।

মুদ্রাসংক্রান্ত ব্যবস্থা (Monetary measures)

মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যবস্থার একটি হইল হুণ্ডি পুনর্বাট্টা করিবার হার (rate of rediscount) বৃদ্ধি করা। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসায়ীদের হুণ্ডি বাট্টা করিয়া দিয়া প্রাপকদের নগদ টাকা উঠাইতে সাহায্য করে। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলির নিজেদের নগদ টাকার প্রয়োজন হইলে তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় এবং তাহাদের নিজেদের বাট্টা করা হুণ্ডিগুলি তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট পুনর্বাট্টা করিয়া লয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিছু সুদ কাটিয়া রাখিয়া ঐ হুণ্ডির টাকা মিটাইয়া দেয়। যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদ কাটিয়া রাখে তাহাই ব্যাঙ্করেট বা পুনর্বাট্টাকরণের হার বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই ব্যাঙ্করেট বাড়াইলে, সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি দেখিবে যে তাহারা যে সুদের হারে হুণ্ডি বাট্টা করিয়া দিতেছে তাহাতে তাহাদের লোকসান হইতেছে ; সুতরাং ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সুদের হার বাড়াইবে। ফলে ব্যবসায়ীরা বেশী ধার করিতে পারিবেনা এবং বিনিয়োগ কমাইতে বাধ্য হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভরেশিওর পরিবর্তন করিলেও অনুরূপ ফলাফল ঘটিবে। ব্যাঙ্কগুলি ঋণ প্রদান করিয়া আমানত সৃষ্টি করে ; এই আমানত ক্রয়শক্তি রূপে কাজ করে, নগদ টাকার ন্যায় চেক-এর দ্বারাও বেচা কেনা হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের মোট আমানতের পিছনে উহার একটি নির্দিষ্ট অনুপাত নগদ টাকার আকারে রাখিয়া দিতে বাধ্য হয়। ইহাকে রিজার্ভ রেশিও বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি নগদ রিজার্ভ-রেশিও বাড়াইবার আদেশ দেয় (যে আদেশ দিবার ক্ষমতা অনেক দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আছে) তাহা হইলে তাহারা আমানত বাড়াইতে পারিবে না, কমাইতে বাধ্য হইবে। ব্যাঙ্কগুলি আমানত কমাইলে অর্থাৎ ঋণ কম দিলে, বিনিয়োগ কম হইবে।

তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিলেও ব্যাঙ্কের হাতে এবং জনসাধারণের হাতে নগদ টাকা কমিবে। সরকারী সিকিউরিটি

বিনিয়োগকারীদের নিকট একটি আকর্ষনীয় বস্তু। একটু কম দামে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি বাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে অনেকেই উহা কিনিবে। ব্যাঙ্কগুলিও কিনিতে পারে; ব্যাঙ্কগুলি কিনিলে তাহাদের হাতের নগদ টাকা সরাসরি কমিয়া যাইবে। জনসাধারণ যদি কিনে, তাহারা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নগদ টাকা তুলিয়া লইবে, উহাতে ব্যাঙ্ক-এর হাতে নগদ কমিবে। তখন তাহারা ধার দেওয়া কমাইয়া দিবে।

চতুর্থতঃ, ভোগকারীর কর্জ নিয়ন্ত্রণও (consumer credit regulation) অন্যতম মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী ব্যবস্থা। ভোগকারীদের পক্ষে স্থায়ী সামগ্রীর চাহিদা অত্যন্ত অস্থির; এই অস্থিরতা জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে একান্ত বিপজ্জনক। দেশে স্থায়ী ভোগসামগ্রীর ষ্টক যত বাড়ে, দেশের অর্থনীতিতে অস্থিরতার উপাদান সৃষ্টি হয় ততই বেশী। সুতরাং ভোগকারীদিগকে প্রদত্ত কর্জ্জ নিয়ন্ত্রণ করা মুদ্রাস্ফীতির সময়ে প্রয়োজন হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল যে ভোগকারীদের স্থায়ী সামগ্রীতে অত্যধিক ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য ঐ উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে কর্জ্জদান স্থগিত রাখা এবং কিস্তিবন্দীতে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে যে পণ্য ক্রয় বিক্রয় হয় তাহা নিয়ন্ত্রণ করা।

রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি (Fiscal measures)

সরকার নিজেদের ব্যয়ের দ্বারা, কর সংগ্রহের পদ্ধতি দ্বারা এবং নিজেদের ঋণ সংগ্রহের পদ্ধতির দ্বারা নিজেদের আয় ব্যয়ে, সুতরাং জনগনের আয় ব্যয়ে, তারতম্য ঘটাইতে পারেন। কোনও বৃহৎ রাজনৈতিক বা সামরিক কারণ না থাকিলে, সরকারী ব্যয়-কে একটি পরিবর্তনশীল পরিমাণ বলিয়া ধরা যায়। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার নিজেদের ব্যয় ইচ্ছাকৃত-ভাবে বাড়াইতে কমাইতে পারেন। যখন জনসাধারণের অনিয়ন্ত্রিত ব্যয়-এর দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হয়, তখন সরকার নিজেদের ব্যয় কমাইয়া ঐ চাপ যথাসম্ভব লাঘব করিতে পারেন। যে পরিমাণে সরকার নিজেদের ব্যয় কমাইয়া দেন সেই অনুপাতে জনসাধারণের আয় কমিয়া যায়, সুতরাং ব্যয় করিবার ক্ষমতাও কমে। উহা দ্বারা সেই কারণে, সীমাবদ্ধ সামগ্রীর উপরে জনসাধারণের যে চাহিদার চাপ থাকে উহা কমিয়া যায়। তবে সরকারের ব্যয় হ্রাস মুদ্রাস্ফীতির সকল অবস্থাতেই সকল সময়েই যে ফলপ্রদ হইবে, অন্ততঃ আশানুরূপ ফল দিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। সেই কারণে

সরকারের করণীয় হল নিজেদের ব্যয় হ্রাসের সহিত, জনগণের উপর বেশী করিয়া কর আরোপ করা ; বেশী করিয়া কর আরোপ করিলেই জনগণের হাতের বাড়তি অর্থ সরকার টানিয়া লইতে পারিবেন। নূতন কর বসাইয়া এবং পুরাতন করের হার বাড়াইয়া ইহা করা যাইতে পারে। তবে কর বাড়াইবার সময়ে আমদানী বাড়ানো উচিত হইবে না ; আমদানী বাধা পাইলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়িবে। উহার সহিত সরকারের কর্তব্য হইবে জনসাধারণের নিকট হইতে বেশী করিয়া কর্জ্জ লওয়া। প্রচারকার্য্যের দ্বারা বা বেশী সুদের লোভ দেখাইয়া, সম্ভব হইলে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া, সরকার জনগণকে সঞ্চয়ে প্রণোদিত করিতে পারেন এবং ঐ সঞ্চয় ধার লইতে পারেন। ইহাতে বাড়তি ক্রয় শক্তি আটক হইয়া যাইবে।

অমুদ্রাগত ব্যবস্থা (Non monetary measures)

মুদ্রা ব্যবস্থার বাহিরে যে সকল শাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থার দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির চাপ লাঘবের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহার মধ্যে একটি হইল উৎপাদনের সমন্বয় সাধন (output adjustment)। উৎপাদনের বৃদ্ধিই মুদ্রাস্ফীতির সব থেকে ফলপ্রদ প্রতিকার। পূর্ণ কর্মসংস্থান আসিয়া গেলে উৎপাদন বৃদ্ধি কষ্টকর, কিন্তু অসম্ভব নহে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের মধ্যেও বিশেষ ধরণের বস্তুর উৎপাদন বাড়ানো এবং মোট উৎপাদন যাহাতে হ্রাস না পায় তাহার ব্যবস্থা করা সম্ভব। আর একটি অমুদ্রাগত পদ্ধতি হইল মজুরীর হার নিয়ন্ত্রণ করা। মজুরীর হার যদি বল্গা ছাড়া হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে মজুরী ও দামস্তর ক্রমাগতই পরস্পরকে তাড়া করিয়া চলিবে এবং মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা ক্রমশই বাড়িবে। সরকার ও শ্রমিক সংঘ উভয়কেই মজুরীর হার সম্পর্কে বাস্তবধর্মী সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের আর একটি ব্যবস্থা হইল দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং। যে সকল সামগ্রী ব্যক্তির জীবনে একান্ত প্রয়োজন এবং সেই কারণে মুদ্রাস্ফীতির চাপ যাহাদের উপর সব-থেকে বেশী পড়ে সে সকল বস্তুর যদি দাম নিয়ন্ত্রণ করিতে পারা যায় তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতির উগ্রতা প্রশমিত হয়। জনবহুল শহরে ও গ্রামে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করিলে দাম নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয় ; ইহাতে নির্দিষ্ট দামে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঠিক তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। ইহাতে জীবনধারণের ব্যয় কমাইয়া রাখা যায় এবং শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী প্রতিরোধ করা যায়।

Q. 6. Should price stability or exchange stability be the objective of monetary policy in a country ?

Ans. আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির রাখা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যদি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে উহাদের মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময়হার, কোন্ মুদ্রা কতখানি স্বর্ণের সমান তাহার দ্বারাই আপনাআপনি নির্ধারিত হইয়া যাইবে। ইহাকে বলা হয় স্বর্ণ সমতার হার। একটি দেশ হইতে অপর দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার এবং অপর দেশে হইতে ঐ দেশে স্বর্ণ আনিবার খরচা যথাক্রমে ঐ স্বর্ণ সমতার হার-এর সহিত যোগ দিলে বা উহা হইতে বিয়োগ করিলে যে দুইটি বিনিময় হার পাওয়া যায়, উহারা দুইটি স্বর্ণবিন্দু (gold or specie points)। আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান-এ, বৈদেশিক বিনিময় হার ঠিক ঐ স্বর্ণসমতার বিন্দুতে (Mint part of exchange) না থাকিলেও ঐ দুইটি স্বর্ণবিন্দুর মধ্যেই অবস্থিত থাকে। সুতরাং মোটামুটি বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা থাকে।

বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা নানাদিক হইতেই দেশের অর্থনৈতিক জীবনে উপকার আনে। ইহা দ্বারা বিদেশ হইতে পণ্য আমদানী কারলে উহার দরুণ দেশের টাকা কত দিতে হইবে, তাহা ঠিকভাবে বুঝা যাইবে ; সুতরাং পণ্য আমদানী করা লাভজনক হইবে না লোকসান হইবে তাহা অনুমান করা সম্ভব হইবে। আমদানী পণ্য কি দামে বিক্রয় করা হইবে তাহাও স্থির করা সহজ হয়। অপর দিকে বিদেশের টাকার হিসাবে কত মূল্যে পণ্য রপ্তানী করিলে দেশের টাকা কত পাওয়া যাইবে, ঐ দামে বিদেশে পণ্য রপ্তানী করা পোষায় কিনা তাহাও বৈদেশিক বিনিময়হার স্থিতিশীল থাকিলে সহজেই বিচার করা যায়। ইহা ছাড়া যে সকল দেশ বিদেশী মুলধনের উপর নির্ভরশীল তাহাদের ক্ষেত্রেও স্থিতিশীল বিনিময়হার যথেষ্ট উপকার দেয় ; কারণ বিনিময় হার অস্থিতিশীল হইলে, বারংবার পরিবর্তিত হইতে থাকিলে, এক দেশের পুঁজিপতি অন্যদেশে পুঁজিধার দিতে সাহস করে না। কম বিনিময়হারে যতটাকা বিদেশে ধার দেওয়া হইবে বিনিময়হার চড়িয়া গেলে তাহা অপেক্ষা অনেক কম টাকা ফিরৎ পাওয়া যাইবে ; বিপরীত ক্ষেত্রে বেশী টাকা ফিরৎ পাওয়া যাইবে। সুতরাং অস্থিতিশীল বিনিময়হারের ক্ষেত্রে, এক দেশের মূলধন অপর দেশে যথার্থ বিনিয়োগের কাজে প্রয়োগ না হইয়া ফাট্‌কা কারবারে নিয়োগ করা হয়। ইহাতে দেশের মধ্যেকার শিল্পবাণিজ্যে

অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং বিনিময়হারের অস্থিরতা আরও বাড়ে। সুতরাং বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করাই মুদ্রানীতির প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়াই দীর্ঘকাল যাবৎ বিবেচিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান যে দীর্ঘকাল যাবৎ জনপ্রিয়তা ভোগ করিয়াছে তাহাও এই কারণেই।

কিন্তু বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করিতে গেলে আভ্যন্তরীণ দাম স্তরকে ছাড়িয়া রাখিতে হয়, স্বর্ণমান থাকিলেও এবং স্বর্ণমান না থাকিলেও। স্বর্ণমান থাকিলে স্বর্ণ চলাচলের দ্বারা আভ্যন্তরীণ দামস্তর উঠানামা করিবে। স্বর্ণমান যদি না থাকে তাহা হইলে বিবিধ কৃত্রিম পদ্ধতিতে আমদানী রপ্তানীর সমতা বিধানের দ্বারা বিনিময়হারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখিতে হয়; উহাতে আভ্যন্তরীণ দামস্তরে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আভ্যন্তরীণ দামস্তরের এই পরিবর্তন কিন্তু খুব সুখকর নহে। উহা কখনও ব্যবসায়ীদিগকে অপ্রত্যাশিত লাভ আনিয়া দেয়, কখনও বা অভাবিত লোকসানের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। লাভ হইলে সুখ, লোকসান হইলে দুঃখ; অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন অস্থায়ী সুখের চেয়ে, স্বস্তিই ভালো। ইহা শুধু ব্যবসায়ীদিগের ক্ষেত্রেই নহে। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও। ব্যবসায়ীদের ঘন ঘন লাভ লোকসানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ধনসম্পদ উৎপাদনেরও পরিবর্তন ঘটে; ইহাতে লোকের কর্মসংস্থানের (employment) এবং উপার্জনের (income) দ্রুত পরিবর্তন হয়। কখনও লোকে বেশী চাকুরী পায় এবং দুপয়সা উপার্জন করে। কখনও বা বেকার হইয়া পড়ে এবং অর্থাভাবে মরিলেও জীবনধারণের উপকরণ কিনিতে পারে না। তাহা ছাড়া, দেশের বৈদেশিক বিনিময়হার স্থিতিশীল থাকিলে, বিদেশে শিল্প বাণিজ্যে মন্দা (depression) উপস্থিত হইলে উহা সহজেই দেশের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়া যায়; বিনিময় হারকে পরিবর্তন করিলে বিদেশের মন্দার দেশের মধ্যে প্রবেশ কিছুটা প্রতিহত করা যায়। এই সকলকারণে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ আভ্যন্তরীণ দামস্তরকে স্থিতিশীল রাখিবার পক্ষপাতী। অবশ্য যদি বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা ও টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্যের স্থিতিশীলতা একই সঙ্গে বজায় রাখা যায়, তাহা হইলে উহাই কাম্য হয়। কিন্তু সচরাচর উহা সম্ভব হয় না। তবে আভ্যন্তরীণ দামস্তরকে দেশের কর্মসংস্থান ও উপার্জনের স্তরের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করিয়াও যাহাতে বিনিময় হারের কিছুটা স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায়, সেই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাঙ্কব্যবসায় ও কর্জ (Banking & Credit)

Q. 1. What is a bank ? What are its services for which you consider it useful ?

Ans. ব্যাঙ্ককে নানারূপে বর্ণনা করা যায় ; ইহার কাজও বিভিন্ন প্রকারের। তবে মূলতঃ ইহার কার্য হইল কর্জের লেনদেন। গচ্ছিত রাখিতে ইচ্ছুক লোকেদের নিকট হইতে ইহা টাকা গ্রহণ করে এবং ধার লইতে ইচ্ছুক লোককে ইহা কর্জ প্রদান করে। সুতরাং ইহাকে "কর্জের ব্যাপারী" (dealer in credit) বলা যাইতে পারে। তবে আধুনিক যুগে ব্যাঙ্কের উপর জনগণের আস্থা প্রভুত পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়াতে এবং ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া কাজ কারবার পরিচালনার অভ্যাস বিশেষ প্রসার লাভ করাতে, ব্যাঙ্কসমূহ কর্জ সৃষ্টি করিবারও অবকাশ পাইয়াছে। সুতরাং ব্যাঙ্ককে কর্জ যোগানকারী এবং মুদ্রা সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান রূপে বর্ণনা করা যায়।

ব্যাঙ্কের বিভিন্ন কার্য্যকলাপ নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা চলে :

প্রথমতঃ, ব্যাঙ্ক জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ গচ্ছিত রাখে। ইহা আমানত রূপে পরিচিত। আমানতকারীরা ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সঞ্চয় জমা রাখে। আমানতের টাকা উঠাইয়া লইবার পদ্ধতি বা মেয়াদ অনুযায়ী আমানতকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—মেয়াদী আমানত (time deposit) ও দাবী আমানত। শেষোক্তটি কখনও কখনও দুই পর্যায়ে বিভক্ত : চলতি হিসাব ও সঞ্চয় হিসাব। আমানতকে এইভাবে নানা পর্যায়ে বিভক্ত করিয়া ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট হইতে তাহাদের অভিরুচি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। এই অর্থ ব্যাঙ্কের নিকট নিরাপদে গচ্ছিত থাকে, অধিকন্তু ইহাতে সুদ পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যাঙ্ক কর্তৃক আমানত গ্রহণের কার্যে জনসাধারণ সঞ্চয়ে উৎসাহিত হয়। সঞ্চয়ের অভ্যাস ও পরিমাণ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কেই উপকৃত করে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক এই আমানতের অর্থ কর্জ লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণরূপে প্রদান করে। আমানতের যেরূপ মেয়াদ আছে, কর্জেরও সেইরূপ বিভিন্ন মেয়াদ আছে। ব্যাঙ্ক অত্যল্প কালের জন্য ঋণ

প্রদান করে, আবার কিছু বেশী সময়ের জন্যও ঋণ প্রদান করে প্রথম ক্ষেত্রে সুদের হার খুব কম হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সুদের হার অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। তবে সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে আমানত পায় না, সুতরাং খুব বেশী দিনের জন্য কর্জ দিতে পারে না। না পারিলেও দেশের পুঁজি গঠনে ইহার উপকারিতা সুস্পষ্ট। ব্যাঙ্কমাত্রই পরের ধনে পোদ্দারী করে কিন্তু উহাতে বিন্দুর দ্বারা সিন্ধু রচিত হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নিকট হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া ব্যাঙ্ক উহাকে উৎপাদনে বিনিয়োগের উপযোগী পরিমাণে পরিণত করে, ঋণের আবেদনকারীদের মধ্য হইতে যোগ্য কারবারীদের বাছাই করিয়া লয় এবং উহাদিগকে ঋণ দিয়া সমাজের অলস সঞ্চয়কে উৎপাদক পুঁজিতে রূপান্তরিত করিয়া দেয়।

তৃতীয়তঃ, ঋণ প্রদানের যে পদ্ধতিগুলি আছে উহাদের মধ্যে একটি হইল হুণ্ডি বাট্টা করা (discounting the bill of exchange)। হুণ্ডি বাট্টা করা ব্যাঙ্কের ধার দিবার একটি বিশেষ পদ্ধতি হইলেও, এক অর্থে ইহাকে ব্যাঙ্কের বিনিয়োগরূপেও বিবেচনা করা চলে। যে ভাবেই উহাকে বিবেচনা করা হউক, ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে হুণ্ডির, বিশেষ করিয়া উহা বাট্টা করিয়া দিবার আয়োজনের, অশেষ উপকারিতা। যখন উৎপাদনকারী বা বড় ব্যবসায়ী, অর্থাৎ পাইকার, দোকানদারদিগকে বা খুচরা ব্যবসায়ী-দিগকে অল্পকালের জন্য ধারে মাল দেয় (সাধারণত ৯০ দিন) তখন যোগানদার দোকানদারের উপর হুণ্ডি কাটে। দোকানদার এবং তাহার পক্ষ হইতে কোন ব্যাঙ্ক সেই হুণ্ডি স্বীকার করিয়া লয়—নির্দিষ্ট সময়ের শেষে টাকা পরিশোধ করা হইবে বলিয়া স্বীকৃত থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি ধারে মাল যোগান দিয়াছে সে নগদ অর্থের প্রয়োজন হইলে তাহার ব্যাঙ্কের নিকট ঐ হুণ্ডি লইয়া গেলে, ব্যাঙ্ক উপযুক্ত মনে করিলে কিছু কমিশন কাটিয়া রাখিয়া (বাট্টার হার) হুণ্ডিতে উল্লিখিত অর্থ অগ্রিম দিয়া দেয় (ইহাকেই হুণ্ডি বাট্টা করা বলে); মেয়াদ পূর্ণ হইলে ব্যাঙ্ক কর্জগ্রহণকারীর নিকট হইতে পুরা টাকা আদায় করিয়া নেয়। ইহাতে খুচরা ব্যবসায়ীগণ প্রভৃতি উপকৃত হয় ধারে মাল পাইয়া, উৎপাদনকারীগণ উপকৃত হয় ধারে মাল দিয়া (কারণ ধার দিলে তাহাদের মালের কাট্তি হয়) অথচ উৎপাদনকারীদের পুঁজি দ্রুত ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় উৎপাদনের কাজে প্রযুক্ত হয়।

চতুর্থতঃ আধুনিক যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য যে ভাবে বাড়িয়াছে তাহাতে ক-এর সঞ্চয় খ-কে পুঁজিরূপে দিলেই ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট পুঁজি প্রবাহিত হয় না। আবার ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ হইল সামগ্রীর লেনদেন বা বিনিময়। আধুনিক যুগে টাকার মাধ্যমে বিনিময় সম্পন্ন হয়। কিন্তু সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে পরিমাণে টাকা ছাড়ে, দেশের দ্রুত সম্প্রসারণশীল ব্যবসা বাণিজ্যের তুলনায় তাহা যথেষ্ট হয় না। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইল ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্কট। ব্যাঙ্ক আমানত সৃষ্টি করিয়া এবং উহার দ্বারা টাকা সৃষ্টি করিয়া অন্যথায় যাহা স্থায়ী সঙ্কট হইত তাহা হইতে দেশকে রক্ষা করে। এই ঋণ ও আমানত সৃষ্টির দ্বারা উৎপাদনের পুঁজি সৃষ্টি হয়, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিময়ের বাহন সৃষ্টি হয়।

পঞ্চমতঃ, ব্যাঙ্ক জনসাধারণকে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অংশপত্র (share) ক্রয় বিক্রয়ে সাহায্য করে, ইহাতে শিল্পে বিনিয়োগে সাহায্য হয়; জনসাধারণের মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদে রক্ষা করে, ইহাতে বহু লোক বহুরূপে উপকৃত হয়। বড় বড় ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের পক্ষ হইতে কর (tax) সংক্রান্ত জটিল দায়িত্ব ও পালন করে।

Q. 2. What are credit instruments? Discuss their utility.

Ans. কর্জ বলিতে বুঝায় ভবিষ্যৎ সম্পদের মালিকানার বিনিময়ে বর্তমান সম্পদের মালিকানা প্রদান। কিছুকাল পরে দাম পাওয়া যাইবে এরূপ বন্দোবস্তে যদি সামগ্রী বিক্রয় করা হয় অথবা ভবিষ্যতে পরিশোধ করা হইবে এইরূপ সর্তে যদি কাহাকেও অর্থপ্রদান করা হয় তাহা হইলে উহাকে কর্জ লেনদেন বলা হইবে। ভবিষ্যতে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে এই প্রতিশ্রুতিতে বর্তমানের সম্পদ প্রদানই হইল কর্জ। সেই জন্য কর্জ শব্দটির সহিত বিশ্বাসের প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা এবং ঋণের পরিমাণ ও সর্তাদি যে দলিল বহন করে তাহাকে কর্জপত্র বা credit instruments বলা হয়। সাধারণতঃ যে সকল কর্জপত্র বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় সেইগুলি হইল নিম্নরূপ:

১। **হুণ্ডি (Bill of Exchange)**—একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হউক এই মর্মে মাল ক্রয়-

কারীর উপর মাল বিক্রয়কারীর নির্দেশ দেওয়া থাকে যে দলিলে (এবং ঐ দায়িত্ব মাল ক্রয়কারীর দ্বারা স্বীকৃত হয়), তাহাকে হুণ্ডি বলা হয়। সাধারণতঃ তিনমাসের মেয়াদে এইরূপ ধার দেওয়া নেওয়া হইয়া থাকে। কর্জদাতা এবং কর্জগ্রহীতা একই দেশের অধিবাসী হইলে, হুণ্ডিটি হইবে অন্তর্দেশীয় হুণ্ডি (inland bill), উহারা ভিন্ন দেশের অধিবাসী হইলে হুণ্ডিটি হইবে বৈদেশিক হুণ্ডি। নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পর, মালবিক্রেতা বা তাহার পক্ষ হইতে অপর কেহ মালক্রয়কারীর নিকট হুণ্ডিটি উপস্থাপিত করিলে, মালক্রয়কারী উহাতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করিয়া দিবে। ইতিমধ্যে মাল বিক্রেতার যদি নগদ অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সে হুণ্ডিটি ব্যাঙ্কের নিকট প্রদান করিয়া এবং ব্যাঙ্ককে কিছু কমিশন দিয়া উহার বিনিময়ে নগদ সংগ্রহ করিতে পারে ; মেয়াদ পূর্ণ হইলে ব্যাঙ্ক ঋণ-গ্রহীতার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া লইবে। ইহাকে বলা হয়, হুণ্ডি বাট্টা করা ; যে হারে (rate) ব্যাঙ্ক কমিশন লয় অর্থাৎ সুদ লয়, উহা হইল বাট্টার হার (rate of discount)। হুণ্ডির উপকারিতা হইল যে ইহা ধারে কারবার সম্ভব করে অথচ উৎপাদনকারীর পুঁজি দীর্ঘকালের জন্য আটকাইয়া দেয় না—পুঁজির তরলতা বজায় রাখিতে সাহায্য করে।

২। **চেক** (Cheque)—আমানতকারী ব্যাঙ্কে টাকা রাখিলে উহা যদি দাবী আমানত (demand deposit) হয় তাহা হইলে চেক কাটিয়া উহা তুলিতে পারে। চাহিবামাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিবার জন্য আমানতকারী কর্তৃক ব্যাঙ্ককে প্রদত্ত নির্দেশ হইল চেক। ইহার দ্বারা আমানতকারী নিজের প্রয়োজনে মুদ্রা উঠাইতে পারে অথবা অপর কাহাকেও মুদ্রা প্রদান করিতে পারে। চেক হইল কর্জপত্র কারণ উহা আমানতকারীর নিকট ব্যাঙ্কের ঋণগ্রস্ততার প্রতীক ; ইহা ব্যাঙ্ক কর্তৃক মুদ্রা প্রদানের বাধ্য-বাধকতা সূচনা করে। চেক-এর উপকারিতা হইল ইহা নগদ অর্থ লেন-দেনকে অপ্রয়োজনীয় করিয়া তুলে, নগদমুদ্রা ব্যবহারে সাশ্রয় ঘটায়। ইহা অপেক্ষাও বড় কথা হইল, ইহা ব্যাঙ্ক আমানত সৃষ্টি সম্ভব করে।

৩। **প্রতিশ্রুতিপত্র** (Promissory Note)—ঋণগ্রহীতা ঋণ-প্রদাতাকে ঋণের স্বীকৃতি স্বরূপ যে পত্র দেয় উহাকে প্রতিশ্রুতি পত্র বা promissory note বলা হয়। ইহাতে ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, ঋণের মেয়াদ প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করা থাকে। তবে সাধারণতঃ চাহিবামাত্র

র্জের টাকা পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতি থাকে। প্রতিশ্রুতিপত্রের প্রচলনে দেশের ধারের কারবার বৃদ্ধি পায়।

৪। **ব্যাঙ্ক নোট** (Bank Note)—যে দলিলের বিনিময়ে কোন ব্যাঙ্ক আইনচালু মুদ্রার (legal tender) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত থাকে (এবং ঐ প্রতিশ্রুতি ঐ দলিলেই দেওয়া থাকে) উহাকে ব্যাঙ্ক নোট বলা হয়। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রথম যুগে বহু ব্যাঙ্ক এইরূপ ব্যাঙ্ক নোট ছাপাইয়া প্রচার করিত। ব্যাঙ্কের উপর জনগণের আস্থা থাকায় জনগণ ঐ ব্যাঙ্কনোট গ্রহণ করিত। এই সুবিধার অনেক অপপ্রয়োগ ঘটাতে প্রায় সকল দেশেই ব্যাঙ্কনোট প্রচারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছে; বর্তমানে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই একমাত্র ব্যাঙ্কনোট প্রচারের অধিকারী এবং তাহার অধিকার ও দায়িত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত। ব্যাঙ্কনোটের উপকারিতা অপরিসীম। ইহার দ্বারাই বর্তমান দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুপাতে মুদ্রা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

৫। **ব্যাঙ্ক ড্রাফট** (Banker's Draft)—একটি ব্যাঙ্ক অপর একটি ব্যাঙ্ককে মুদ্রা প্রদানের অনুরোধ জানাইয়া যে দলিল রচনা ও প্রেরণ করে উহাকে ব্যাঙ্ক ড্রাফট বলে। ইহার দ্বারা একটি ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করে—ইহা প্রথম ব্যাঙ্কের নিকট দ্বিতীয় ব্যাঙ্কের অর্থ প্রদানের দায়িত্ব সূচনা করে। ব্যাঙ্ক ড্রাফট ব্যবহারে একস্থান হইতে অপর এক স্থানে মুদ্রা প্রেরণ সম্ভব হয়।

Q. 3. Point out the utility of credit. Distinguish between bank credit and commercial credit.

Ans. দেশের মধ্যে কর্জের যে লেনদেন হয়, বিশেষ করিয়া ব্যাঙ্কের মারফৎ, তাহার সামাজিক উপকারিতা প্রভূত। এই উপকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে।

১। **উৎপাদনের ক্ষেত্রে**—কর্জের লেনদেন উৎপাদনের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে। সমাজে একশ্রেণীর লোক আছে যাহাদের সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা আছে ও ইচ্ছাও আছে কিন্তু ঐ সঞ্চয়কে ব্যবসা বাণিজ্যে খাটাইবার যোগ্যতা বা সাহস নাই। উহাদের এই সঞ্চয় উহাদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা দেয়। কিন্তু উহার উপরে আর সামাজিক উপকারিতা কিছু প্রদান করে না। বরং মুদ্রার প্রচলন হইতে (circula-

tion of money) কিছু অংশ সরিয়া যাওয়াতে উপার্জনের প্রবাহ (income flow) এবং ক্রয়শক্তির পরিমাণ কমিয়া যায়। কিন্তু ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য কর্জ প্রতিষ্ঠানগুলি (যথা বীমাকোম্পানী) এই অলস সঞ্চয়কে সংগ্রহ করিয়া যাহারা ব্যবসাবাণিজ্য করিতে ইচ্ছুক এবং উহাতে পারদর্শী তাহাদিগকে কর্জ দিয়া থাকে। ইহাতে অলস অর্থ উৎপাদক অর্থে পরিণত হয়, সমাজে ধনসম্পদ উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পায়, ইহাতে জাতীয় আয় বাড়ে।

২। **বিক্রয়ের ক্ষেত্রে**—উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঋণ যেরূপ উপকারিতা প্রদান করে, বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও সেইরূপ উহা উপকারিতা দিয়া থাকে। বস্তুতঃ পক্ষে, উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের সম্ভাবনা না থাকিলে এবং বাস্তবক্ষেত্রে বিক্রীত না হইলে উৎপাদনের কোন সার্থকতা নাই। উৎপাদনকারীদের লোকসান হইলে তাহারা উৎপাদন করিবে না। উৎপাদনকারী যদি খুচরা ব্যবসায়ীকে ধারে মাল সরবরাহ করে, ভবিষ্যতে দাম পরিশোধ করা হইবে এই প্রতিশ্রুতিতে বর্তমানে মাল যোগান দেয়, তাহা হইলে খুচরা ব্যবসায়ীরা উৎপাদিত পণ্য বেশী করিয়া কাটাইবার চেষ্টা করে। ইহাতে উৎপাদনকারীরা লাভবান হয়, খুচরা ব্যবসায়ীরাও লাভবান হয়। বাস্তবক্ষেত্রে উৎপাদনকারীদের পিছনে বা বড় পাইকারদের পিছনে ব্যাঙ্কের সমর্থন থাকে বলিয়াই তাহারা ধারে মাল সরবরাহ করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক হয়। হুণ্ডির মারফৎ এই ধার দেওয়া নেওয়া হইলে ব্যাঙ্ক ঐ হুণ্ডি বাট্টা (discount) করিয়া দিবার সুযোগ দেয়; ইহাতে উৎপাদনকারী বা পাইকারগণ ধারে মাল দেওয়া সত্ত্বেও তাহাদের অর্থের তরলতা বজায় রাখিতে পারে।

ব্যাঙ্কঋণ ও বাণিজ্যমূলক ঋণের পার্থক্য

সোজাসুজি দাদন দিয়া (advances) অথবা বাড়তি মুদ্রা উঠাইবার অনুমতি দিয়া (overdraft) অথবা হুণ্ডি বাট্টা করিয়া (discounting bills of exchange) ব্যাঙ্ক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে অথবা একক কোন ব্যক্তিকে যে ঋণ দিয়া থাকে উহাকে ব্যাঙ্ক ঋণ (Bank credit) বলা হইয়া থাকে। ব্যাঙ্ক যে শুধু অপরের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থই ঋণ প্রদান করে তাহা নহে, ব্যাঙ্ক নিজের নগদ রিজার্ভ-এর ভিত্তিতে ইচ্ছাপূর্বক বাড়তি আমানত সৃষ্টি করিয়াও ঋণ সৃষ্টি করিয়া দিতে পারে। ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত এইরূপ সকল প্রকার ঋণকেই ব্যাঙ্কঋণ বলা হয়।

অপরপক্ষে, ব্যবসাদারগণ নিজেদের মধ্যে যে ধারের লেনদেন করে তাহাকে বাণিজ্য ঋণ বা **commercial credit** বলে। ব্যবসাদারদের নিজেদের মধ্যে এইরূপ ধারের লেনদেন অবিরতই চলে। উৎপাদনকারী পাইকারকে ধার দেয়, পাইকার খুচরা ব্যাবসায়ীকে ধার দেয়।

Q. 4. What is a cheque? Is cheque money?

Ans. [What is a cheque? ২নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য]

আজকাল চেক-এর প্রচলন খুব বাড়িয়াছে। অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর দেশগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেক-এর দ্বারাই আর্থিক বাধ্যবাধকতা মিটানো হইয়া থাকে; ছোট খাটো নিত্যকার খরচার জন্য মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। সেই কারণে চেক-কেই মুদ্রারূপে গণ্য করা উচিত কিনা এই প্রশ্ন উঠে। অর্থনীতিবিদগণ চেক এবং মুদ্রার মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য প্রদর্শন করেন:

প্রথমতঃ, জনসাধারণ চেক-এর দ্বারা পরস্পরের মধ্যে বাধ্যবাধকতা মিটাইলেও,—ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রথা অনুযায়ী উহার প্রচলন হইলেও,—চেক্-কে বিহিত মুদ্রা (legal tender) বা আইন চালু মুদ্রা বলিয়া কোন দেশেই ঘোষণা করা হয় নাই। যথার্থ মুদ্রারূপে যাহাকে গণ্য করা হয়, উহা সরকার কর্তৃক বিহিত মুদ্রা রূপে ঘোষিত, সুতরাং প্রত্যেকেই উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু চেক গ্রহণ করা বা না করা চেক গ্রহণকারীর ইচ্ছাধীন।

দ্বিতীয়তঃ, পরস্পরের মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যেই চেক-এর আদান প্রদান হইতে পারে। চেক হইল চেকপ্রদানকারীর নিকট ব্যাঙ্কের ঋণগ্রস্ততার সাক্ষ্য—ব্যাঙ্কের নিকট সে যে আমানত রাখিয়াছে তাহার প্রমাণ। কিন্তু যত টাকার চেক কাটা হইয়াছে তত টাকা যে ব্যাঙ্কে জমা আছে ইহা চেকপ্রদাতার পক্ষে সব সময়ে চেক গ্রহীতাকে বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং চেক প্রদাতার উপর চেকগ্রহীতার যদি আস্থা থাকে তবেই সে চেক গ্রহণ করিবে। মুদ্রার লেনদেনের ক্ষেত্রে এইরূপ আস্থা অনস্থার প্রশ্ন উঠে না।

তৃতীয়তঃ, মুদ্রা ব্যবহারের দ্বারা লেনদেন কার্য্যটি সম্পূর্ণ হয়; 'ক' যখন 'খ'-এর নিকট হইতে কোনও সামগ্রী কিনিয়া, অথবা অন্য কোনরূপ আর্থিক বাধ্যবাধকতা মিটাইবার জন্য নগদ মুদ্রা প্রদান করে, তখন ঐ লেনদেন কার্যটি সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু চেক প্রদানের দ্বারা লেনদেন সম্পূর্ণ হয় না।

চেক আসল মুদ্রার বিকল্পরূপেই ব্যবহৃত হয়। শেষ পর্যন্ত মুদ্রার হস্তান্তরের দ্বারা চেক-এর দ্বারা সম্পাদিত লেনদেন কার্যটি সম্পূর্ণ হয়। 'খ', 'ক'-এর নিকট হইতে চেক লইয়া ব্যাঙ্কে জমা দিলে ব্যাঙ্ক উহার বিনিময়ে মুদ্রা পাইয়াছে বলিয়া মনে করিলে, তবেই কার্যটি সম্পূর্ণ হইল।

বস্তুতঃ পক্ষে চেক-কে মুদ্রারূপে গণ্য করা হইবে কিনা তাহা নির্ভর করে মুদ্রার সংজ্ঞার উপর, মুদ্রা বলিতে কি বুঝায় তাহার উপর। মুদ্রার যদি সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া হয়, অর্থাৎ এরূপ একটি বিনিময়ের বাহন যাহা লোকে গ্রহণ করিতে বাধ্য, তাহা হইলে চেক-কে মুদ্রারূপে গণ্য করা যায় না। অপরপক্ষে মুদ্রার যদি এরূপ ব্যাপক সংজ্ঞা দেওয়া হয় যে উহার দ্বারা সাধারণ ভাবে গৃহীত বিনিময়ের বাহনকে বুঝাইবে, তাহা হইলে চেক-কে মুদ্রারূপে গণ্য করিতে পারা যায়। বাস্তব ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে ব্যাঙ্ক আমানত মুদ্রারূপে কার্য করে ; ব্যাঙ্ক আমানত বৃদ্ধি পাইলে ক্রয়শক্তির পরিমাণ বাড়ে। চেক-এর দ্বারা এই ক্রয়শক্তি ব্যবহার করা হয়, আদানপ্রদান করা হয়। আমানতের দ্বারা যদি ক্রয়শক্তি বাড়ে এবং চেক যদি এই আমানত হস্তান্তর করণের উপকরণ হয়, তাহা হইলে মুদ্রার কার্য বিবেচনা করিলে, চেককেও মুদ্রারূপে গণ্য করিতে পারা যায়।

Q 5. "Bankers can only lend what the depositors have entrusted to them." Examine this view of the origin of bank loans.

"Every new loan by a bank creates equivalent deposit" Discuss the statement.

"Loans create deposit"—Explain the statement.

Do banks manufacture the deposits they hold ? Discuss your answer with proper illustrations. (B. A. Deg. 1962)

Ans. ব্যাঙ্ক একশ্রেণীর লোকের নিকট হইতে টাকা জমা লয় এবং অপর এক শ্রেণীর লোককে টাকা ধার দেয়। লোকে টাকা জমা দিতে আসিলে ব্যাঙ্ক তাহার নামে আমানত বা হিসাব খোলে, ব্যাঙ্কের কার্য বাহির হইতে নিছক এইরূপই মনে হয়। মনে হয়, যেন ব্যাঙ্কের নিকট জনগণের কত আমানত থাকিবে সে সম্পর্কে ব্যাঙ্কের করনীয় কিছুই নাই

জনগণ যেরূপ উপার্জন করিবে, সঞ্চয় করিবে এবং ব্যাঙ্কে জমা রাখিবে, ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত আমানত যেন সেইরূপই হইবে।

আসলে কিন্তু তাহা নহে। ব্যাঙ্ক শুধুই যে নিষ্ক্রিয় আমানত (passive deposit) এর হিসাব খোলে তাহাই নহে, ব্যাঙ্ক ইচ্ছাপূর্বক সক্রিয় অমানতের হিসাব খুলিয়া নিতে পারে, ইহাকে active deposit বলা হয়। একজন ব্যক্তি যখন তাহার উপার্জিত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা দিতে আসে তখন উহা হইল ব্যাঙ্কের "নিষ্ক্রিয় আমানত", ব্যাঙ্কের নিজের কিছুই করনীয় নাই, ব্যাঙ্ক শুধু উহা জমা করিয়া লয়। কিন্তু কোনও ব্যক্তি নগদ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে না আসা সত্ত্বেও যদি ব্যাঙ্ক তাহার নামে নিজের কাছে আমানত আছে বলিয়া একটি হিসাব খুলিয়া দেয়—তাহা হইলে উহা হইবে সক্রিয় আমানত; এই আমানত খোলায় ব্যাঙ্কই অগ্রণী হইয়াছে বা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

প্রশ্ন হইল, ব্যাঙ্ক এইরূপ করিবে কেন? এবং যাহার নামে ব্যাঙ্ক এইরূপ অমানত খুলিয়া দিবে সে লোকই বা কে? ইহার উত্তর হইল যে ঋণ দিবার সময়ে ব্যাঙ্ক এইরূপ করে এবং যাহাকে ঋণ দেয় তাহার নামে ব্যাঙ্ক নিজের কাছে একটি আমানত লিখিয়া লয়। ধরা যাক, ক তাহার পরিচিত ব্যাঙ্কের নিকট গিয়া ১০,০০০ টাকা ধার চাহিল। ব্যাঙ্ক যদি ক-কে ধার দিবার সাব্যস্ত করে তাহা হইলে ক-এর নামে একটি account খুলিয়া দেয়। ঐ account এ দেখানো হয় যেন ক ঐ ব্যাঙ্কের নিকট ১০,০০০ টাকা জমা রাখিয়াছে—অর্থাৎ ব্যাঙ্কের নিকট ক-এর ১০,০০০ টাকার আমানত আছে। ব্যাঙ্ক ক-কে চেক বই দেয়—চেক কাটিয়া ক ঐ অমানত হইতে যখন যেরূপ প্রয়োজন টাকা তুলিতে পারিবে। ব্যাঙ্কের খাতায়পত্রে ব্যাঙ্ক একদিকে ক-কে ১০,০০০ টাকা ধার দিয়াছে বলিয়া দেখাইবে, অপর দিকে ক তাহার নিকট ১০,০০০ টাকা "আমানত" রাখিয়াছে বলিয়া দেখাইবে।

কিন্তু এই ১০,০০০ টাকার আমানত বৃদ্ধি তো ভাঁওতা! ইহা তো আসলে ক আমানত রাখে নাই, ক ধার করিয়াছে। সত্য সত্য ১০,০০০ টাকার আমানত বৃদ্ধি হইবে কি ভাবে? ইহার উত্তর হইল যে ব্যাঙ্ক যে সক্রিয় আমানত বা মিথ্যা আমানত সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অচিরেই "নিষ্ক্রিয় অমানত" অর্থাৎ সত্য আমানত-এ পরিণত হয়। ইহা ঘটে ক কর্তৃক চেক কাটিয়া মূল্য প্রদানের দ্বারা। ধরা যাক, দেশের মধ্যে একটিই মাত্র ব্যাঙ্ক আছে এবং

সকল ব্যক্তিই ঐ একটিমাত্র ব্যাঙ্কে তাহাদের টাকা জমা রাখে। আরও ধরা যাক, যাহা কিছু টাকার আদান প্রদান হয় তাহা চেক-এই হয়। এরূপ অবস্থায় ক যাহাদিগকে টাকা দিবার জন্য চেক দিবে (ক খরচা করিবার জন্যই ধার করিয়াছে) তাহারা ঐ চেকগুলি এই ব্যাঙ্কেই জমা দিবে। এই জমা তাহাদের উপার্জন—উহা নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ সত্যকার আমানত। ধরা যাক ক ১০,০০০ টাকা দিয়া খ-এর নিকট হইতে একটি বাড়ী কিনিয়াছে এবং খ-কে ঐ টাকার একটি চেক দিয়াছে। খ ঐ চেক ঐ ব্যাঙ্কে জমা দিল। ইহাতে ক-এর নামে যে মিথ্যা অমানত ছিল, তাহা উঠিয়া গেল কিন্তু খ-এর নামে সত্য আমানত বাড়িল—খ নিজের উপার্জনের টাকা আমানত করিয়াছে। কিন্তু খ-এর এই অমানত বৃদ্ধি সম্ভব হইত না, যদি ব্যাঙ্ক ক-কে ধার দিয়া তাহার নামে অমানত সৃষ্টি করিয়া না দিত। ব্যাঙ্ক ঋণ দিলে আমানত বাড়ে —যথার্থ সত্যকার আমানত। ব্যাঙ্ক যত বেশী ঋণ দেয়, ততই ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত আমানত বাড়ে।

আমানত বাড়িবার অর্থ হইল, লোকের হাতে টাকা পয়সা বাড়ে। যে ব্যক্তি ব্যাঙ্কে তাহার টাকা জমা রাখে, তাহার আমানতের পরিমাণ অনুযায়ীই সে তাহার টাকার হিসাব করে। আমানতের উপর চেক কাটিয়া সে অপরকে অর্থ প্রদান করিতে পারে, যে কোন জিনিষ কিনিতে পারে। লোকে যদি চেক-এর মাধ্যমে আদান প্রদানে অভ্যস্ত হয় (অগ্রসর সকল দেশেই লোকে এরূপ অভ্যস্ত) তাহা হইলে 'আমানত' মানেই মুদ্রা, 'আমানত' বৃদ্ধির অর্থই হইল দেশের মধ্যে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি। ইহাকে "ব্যাঙ্ক-মুদ্রা" (bank money) বলা হয়। বিহিত মুদ্রা (legal tender money)—সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা যাহা নির্মিত হয়—যেরূপ বিনিময়ের বাহন হিসাবে কাজ করে, ব্যাঙ্ক মুদ্রাও ঠিক অনুরূপ কাজই করে। সুতরাং দেশের ব্যঙ্কগুলি যদি আমানত বাড়াইতে পারে, উহার অর্থ হইল যে তাহারা দেশের মধ্যে মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইতে পারে। উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়া বাড়তি আমানত সৃষ্টি করে এবং বাড়তি আমানত সৃষ্টি করিলে দেশে বাড়তি ক্রয়শক্তি (purchasing power) বা মুদ্রা সৃষ্টি হয়।

উপরের আলোচনায় অনুমান করা হইয়াছে যে দেশের মধ্যে একটি মাত্র ব্যাঙ্ক আছে এবং সকলেই ঐ একটি মাত্র ব্যাঙ্কের আমানতকারী। এই অনুমান যদি এক্ষণে সরাইয়া লওয়া হয় এবং বাস্তবে যাহা সত্য—অর্থাৎ

দেশে অনেক ব্যাঙ্ক আছে—তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও উপরের আলোচনার মূল বক্তব্য ঠিকই থাকে। ইহার কারণ, একাধিক ব্যাঙ্ক থাকিলেও, প্রত্যেক ব্যাঙ্কই ধার দেয় এবং ধার দিয়া "সক্রিয় আমানত" সৃষ্টি করে। ঋণগ্রহীতা যখন তাহার পাওনাদারদিগকে ইহার উপর চেক কাটিয়া দাম প্রদান করে তখন তাহারা (পাওনাদারগণ) নিজ নিজ ব্যাঙ্কে এই চেকগুলি জমা করিয়া দেয়। প্রত্যেক ব্যাঙ্ক ধার দিয়া আমানত সৃষ্টি করিতেছে, প্রত্যেক ব্যাঙ্কই চেক অপরাপর ব্যাঙ্কে জমা পড়িতেছে, সুতরাং প্রত্যেক ব্যাঙ্কের অপর ব্যাঙ্কই পাওনাদার ও দেনাদার। কোনরূপ নগদ অর্থের আদান না করিয়াই "ক্লীয়ারিং হাউস" (Clearing house) নামক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া কাগজে কলমে ব্যাঙ্কগুলি দেনাপাওনা পরস্পরের মধ্যে কাটাকুটি করিয়া লয়। এই ভাবে একাধিক ব্যাঙ্ক থাকিলেও উহারা সকলে মিলিয়া ধার দিয়া আমানত সৃষ্টি করে।

Q 6. Discuss the limits to the power of banks of manufacturing credit or money.

Explain the statement that bank deposits are created by banks only and point out its limitations.

Ans. ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণ প্রদানের দ্বারা আমানত সৃষ্টি সম্ভব হইলেও উহা যত খুশী করিতে পারা যায় না। একটি ব্যাঙ্ক কত ঋণ দিতে পারে এবং উহার দ্বারা কত আমানত সৃষ্টি করিতে পারে তাহার সীমা আছে। এই সীমা যে বিষয়গুলির দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় তাহার প্রথমটি হইল নগদ রিজার্ভ (cash reserve) রাখিবার প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক যখন কাহাকেও ঋণ দেয় তখন তাহার নামে একটি কাল্পনিক আমানত আছে বলিয়া দেখাইয়া দেয় বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও হাতে রাখিয়া দেয়। হাতে রাখিয়া দেওয়া নগদ টাকাকে cash reserve বলা হয়। সকল লোকেই চেক-এর দ্বারা সকল প্রকার কাজ কারবার চালায় না; কিছু খুচরা নগদ টাকা তাহাদের অবশ্যই প্রয়োজন হয়। সেই কারণে যাহাদের নামে আমানত সৃষ্টি করা হয় তাহারা তাহাদের আমানতের উপর চেক কাটিয়া কিছু নগদ টাকা তুলে। আবার, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক প্রতিদিন তাহাদের নিকট যে চেক জমা পড়িতেছে তাহা পরস্পরের মধ্যে কাটা-কুটি করিয়া লইতেছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যাঙ্কের অপরাপর ব্যাঙ্কের সহিত দেনাপাওনা ঠিক টায়-টোয়ে মিলিয়া

যাইতে পারে না। দিনের শেষে, হিসাব করিয়া যে অমিল দেখা যায়, উহা দেনাদার ব্যাঙ্কটি পাওনাদার ব্যাঙ্কগুলিকে নগদে মিটাইয়া দেয়। এই উভয় কারণেই প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে কিছু নগদ টাকা হাতে রাখিয়া দিতে হয়। যে পরিমাণে ব্যাঙ্ক নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে পারে সেই অনুপাতে উহা আমানত সৃষ্টি করিতে পারে। তার অর্থ অবশ্য এই নহে, যে ব্যাঙ্ক যত টাকার আমানত তৈয়ারী করিয়াছে ঠিক তত টাকারই নগদ রিজার্ভ রাখিয়াছে; মোট আমানতের একটি অংশমাত্র ব্যাঙ্ক নগদ রিজার্ভ রাখিয়া দেয়। এই অংশ কত হইবে, কোনও দেশে তাহা আইনের দ্বারা-নির্ধারিত কোনও দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের রীতিনীতির দ্বারা নির্ধারিত।

দ্বিতীয়তঃ, এককভাবে একটি ব্যাঙ্কের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা অন্যান্য ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপের দ্বারাও নিধারিত। দেশের মধ্যে অপরাপর ব্যাঙ্ক যে পরিমাণে ঋণ দিতেছে তাহা তৎক্ষণাৎ জানা সম্ভব না হইলেও প্রত্যেক দক্ষ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ঐ সম্পর্কে একটি ধারণা লাভের চেষ্টা করে। কোনও একটি ব্যাঙ্ক যদি সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের গড়পড়তা ঋণপ্রদান অপেক্ষাও বেশী ঋণ দিতে থাকে, তাহা হইলে অপরাপর ব্যাঙ্ক ক্রমাগতই ঐ ব্যাঙ্কের পাওনাদার হইতে থাকিবে। তখন ঐ ব্যাঙ্কের নগদ টাকা অন্য ব্যাঙ্কে চলিয়া যাইবে এবং ব্যাঙ্ক ফেল করিবে।

তৃতীয়তঃ, সাধারণ ব্যাঙ্কের আমানত সৃষ্টির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপও অন্যতম নিয়ন্ত্রণ। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কারেন্সী নোট চালু করে এই নোট হইল নগদ টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোটের পরিমাণ কমাইলেই সকল ব্যাঙ্কের হাতেই নগদ টাকার টান পড়িবে। ইহা ছাড়াও ভালো জাতের সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলির নগদ রিজার্ভের পরিমাণ কমাইতে বাড়াইতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর দেশের দামস্তর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পিত থাকে বলিয়া এবং সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহের দ্বারা সৃষ্ট আমানতের উপর দামস্তর বহুলাংশে নির্ভর করে বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহার ক্ষমতা প্রায়ই প্রয়োগ করে। এই ক্ষমতা প্রয়োগের আর একটি পদ্ধতি হইল ব্যাঙ্ক-রেট বৃদ্ধি। উহাতে সুদের হার বৃদ্ধি পায় এবং লোকে বেশী ঋণ লইতে অনিচ্ছুক হয়।

চতুর্থতঃ, ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থাও ব্যাঙ্ক কর্তৃক আমানত সৃষ্টির উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। ব্যবসা-জগতে মন্দা উপস্থিত হইলে, ব্যবসায়ে

লাভের সম্ভাবনা কমিয়া গেলে, ব্যবসায়ীগণ ধারের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট আসিবে না এবং ব্যাঙ্কও আমানত সৃষ্টির দ্বারা উপার্জন করিতে পারিবে না।

Q 7. Examine the influence of credit on prices.

Ans. দেশের মধ্যেকার ব্যাঙ্কগুলি যদি তাহাদের দ্বারা প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ বাড়ায় তাহা হইলে জিনিষপত্রের দামের উপর উহার কোনও প্রতি-ক্রিয়া আছে কিনা, থাকিলে কিরূপ প্রতিক্রিয়া, এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ আলোচনা করিয়া থাকেন। কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ অভিমত দেন যে ঋণ প্রদানের দ্বারা এক শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে অপর এক শ্রেণীর লোকের নিকট অর্থ হস্তান্তর করা হয়। টাকার এইরূপ নিছক হস্তান্তরের দ্বারা টাকার পরিমাণ কিছু বাড়ে না। ব্যাঙ্ক সঞ্চয়কারীদের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে এবং এই আমানত ঋণ গ্রহণকারীর নিকট হস্তান্তরিত করে। এই হস্তান্তরকরণের দ্বারা মোট মুদ্রার পরিমাণে কোন তারতম্য ঘটে না। দামস্তর যেহেতু মোট মুদ্রার পরিমাণের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু কর্জের আদান প্রদানে দামস্তরের উপর কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে না।

আর এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ আছেন যাঁহাদের ধারণা, ঋণের দ্বারা দামস্তর বর্দ্ধিত হয়। ইঁহাদের মতে, দামস্তরের বৃদ্ধি নিছক বিহিত মুদ্রার উপরেই নির্ভর করে না, অর্থাৎ নিছক টাকা বলিতে যাহা বুঝি তাহার উপরেই নির্ভর করে না; উহা নির্ভর করে ক্রয় বিক্রয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেয় এরূপ সকল প্রকার বিনিময় বাহনের মোট মূল্যের উপর। ব্যাঙ্কের আমানত (যাহা চেক-এর মাধ্যমে একজনের দ্বারা আর একজনের নিকট হস্তান্তরিত করা যায়) ঠিক টাকার ন্যায়ই ক্রয়শক্তিরূপে কাজ করে। ব্যাঙ্ক যখন ধার দেয় তখন ব্যাঙ্কের আমানত বাড়ে। ব্যাঙ্ক কাহাকেও ধার দিবার সময়ে নগদ টাকা ধরিয়া দেয় না, তাহার নামে নিজের কাছে একটি হিসাব খোলে, অর্থাৎ আমানত সৃষ্টি করে। এই কৃত্রিম ভাবে সৃষ্ট আমানত মূল্যপ্রদানের দ্বারা কিছুকাল পরেই আসল আমানত-এ পরিণত হয়। অথাৎ ঋণগ্রহণকারী এই আমানতের টাকা চেক-এর দ্বারা যাহাদিগকে প্রদান করিবে তাহারা ঐ চেক নিজেদের নামে নিজেদের ব্যাঙ্কে জমা করিবে। ইহাতে যথার্থ আমানত বাড়িবে। এই আমানত ব্যয়যোগ্য, ইহার দ্বারা সম্পত্তি বা সামগ্রী কিনিতে পারা যায়। সুতরাং আমানতের বৃদ্ধি হইলে—

অর্থাৎ ব্যাঙ্কসমূহ কর্জপ্রদান বাড়াইলে—বাড়তি ক্রয়শক্তির চাপে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যায়।

এই দুইটি বিরোধী মতের মধ্যে প্রথম মতটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নহে। দামস্তরের উপর কর্জের কোনই প্রভাব নাই, একথা বর্ত্তমান যুগে আর চলে না। আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সৃষ্টি ও প্রসারের পূর্বে উহা সত্য ছিল, কারণ তখন কর্জ দিবার অর্থই ছিল একজনের টাকা আর একজনের নিকট হস্তান্তরিত করা, ইহার বেশী আর কিছুই নহে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে কর্জ দেওয়া হয় আমানত সৃষ্টির দ্বারা। ইহাতে সমাজের মধ্যে বেশী করিয়া ক্রয়শক্তি সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই কারণেই যদি মনে করা হয় যে যতখানি ঋণ দেওয়া হয়, ঠিক সেই পরিমাণেই ক্রয়শক্তি বাড়িয়া ঠিক সেই অনুপাতেই দামস্তর বাড়ে, তাহা হইলেও আবার ভুল হইবে। কারণ ব্যাঙ্ক যত আমানত তৈয়ারী করিয়া দেয় তাহার সহিত হিসাব করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে তাহাকে নগদ মুদ্রা মজুদ করিয়া (অর্থাৎ cash reserve) রাখিতে হয়। দেশের নগদ টাকা হইতে এই cash reserve সরাইয়া রাখিতে হয়। সুতরাং ১০০ টাকার আমানত বাড়িলে দামস্তরের উপর ঠিক ১০০ টাকার মতন প্রতিক্রিয়া ঘটিবে না—যে নগদ টাকা প্রচলন (circulation) হইতে সরাইয়া লওয়া হইল উহার প্রতিক্রিয়া মোট প্রতিক্রিয়া হইতে বাদ যাইবে। ঋণ দেওয়া বাড়াইলে দামস্তর বাড়ে কিন্তু ঠিক যে অনুপাতে ঋণ দেওয়া বাড়িয়াছে সেই অনুপাতে নহে।

Q 8. Discuss the principle of commercial banking. Illustrate it by an imaginary balance sheet of a commercial bank.

Ans. দেশের মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গুরুত্ব সমধিক। ব্যাঙ্ক লোকের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে, সুতরাং সঞ্চয়ে সাহায্য করে; আবার ব্যবসায়ীদিগকে ঋণ দিয়া, উৎপাদন ও বিক্রয়ের কার্য্যে—অর্থাৎ দেশের শিল্পোন্নতিতে ও বাণিজ্যে,—প্রভূত সাহায্য দেয়। তথাপি ব্যাঙ্ক হইল মূলতঃ একটি মুনাফা সন্ধানী কারবার; ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল মুনাফা অর্জন করা। অথচ মুনাফা অর্জনের জন্য তাহাকে এরূপ কোনও কাজ করিলে চলিবে না, যাহাতে লোকে আস্থা হারাইয়া ফেলে। লোকের আস্থা হারাইয়া ফেলিলে ব্যাঙ্কের ধ্বংস অনিবার্য্য।

লোকের আস্থা বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইল যে ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট যে দায়িত্ব গ্রহণ বা স্বীকার করিয়াছে তাহা পুরাপুরি পালন করিবে। লোকের নিকট হইতে উহা যে আমানত গ্রহণ করিয়াছে অথবা ঋণ দিবার সময়ে খাতকের (debtor) নামে উহা যে আমানত সৃষ্টি করিয়াছে—উহা আমানতকারী যে কোন সময়েই চেক মারফৎ উঠাইতে পারে। আমানতকারী সরাসরি চেক কাটিয়া টাকা তুলিতে পারে অথবা তাহার চেক অপর কাহারও এ্যাকাউণ্ট-এ জমা হইয়া অপর কোন ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া ভাঙ্গানোর জন্য উপস্থাপিত হইতে পারে। চেক যখনই আসিবে তখনই উহার প্রাপ্য টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য ব্যাঙ্ককে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অবশ্য প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কিছু কিছু আমানত আছে যাহা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে স্থায়ীভাবে গচ্ছিত থাকে ; ইহাদের টাকা চেক-এর দ্বারা যে কোন সময়ে উঠানো সম্ভব নহে। কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট মেয়াদ যখনই শেষ হইবে, তখনই ঐ টাকা পরিশোধ করিয়া দিবার জন্য ব্যাঙ্ককে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যে ব্যাঙ্ক তাহার দায় মিটাইতে দ্বিধা করিবে, যখনই দিবার কথা তখনই টাকা দিতে সক্ষম হইবে না, সে ব্যাঙ্ক-এর হাতে যতই মূল্যবান ধনরত্ন বিষয় সম্পত্তি থাকুক না কেন, উহা অচিরেই ধ্বংস পাইবে।

মূল্যবান ধনরত্ন বিষয় সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও কেহ কি আর্থিক ভাবে ধ্বংস হইতে পারে ? ইহার উত্তর হইল, অন্য কেহ না পারিলেও ব্যাঙ্ক পারে। যত বড় ব্যাঙ্কই হউক না কেন, ব্যাঙ্কের হাতে নিজের বিষয় সম্পত্তির তুলনায় পরের টাকা থাকে বেশী। এই টাকা তাহার দায়। ইহার উপরেও কর্জ দিবার সময় আমানত সৃষ্টি করিয়া ব্যাঙ্ক নিজের দায় আরও বাড়াইয়া তুলে। এই দায় তাহাকে নগদ টাকায় মিটাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে ; সোনাদানা হীরে জহরৎ, বাড়ী জমি আসবাব তাহার যাহাই থাকুক না কেন, লোকে চেক ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা চাহিবে, অন্য কোন সামগ্রী লইবেনা। সুতরাং ব্যাঙ্ককে সর্বদাই নিজের সম্পত্তির তরলতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। ব্যাঙ্ক তাহার টাকা দাদন দেয় অথবা অন্য নানাভাবে লগ্নী করে কিন্তু সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হয় কত দ্রুত এবং সহজে তাহার দাদন ও লগ্নীকে তরল সঙ্গতিতে (liquid resource) রূপান্তরিত করা যায়।

সর্বাপেক্ষা তরল সঙ্গতি হইল নগদ টাকা। সুতরাং ব্যাঙ্ক নিজের কাছে যত নগদ টাকা রাখিয়া দিতে পারিবে ততই উহা নিরাপদ ; যে যখন

আসিবে তখনই তাহার প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু নগদ টাকা হইল অলস সঙ্গতি ; উহাতে ব্যাঙ্কের কোন আয় হয় না। ব্যাঙ্ককে উপার্জন করিতে হইবে—উপার্জন করিতে না পারিলে ব্যাঙ্ক নিজের কাজ কারবারের ব্যয়ও উঠাইতে পারিবে না। আবার শুধুমাত্র যদি নিজের কারবারের খরচা উসুল করিতে পারে কিন্তু শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ না দিতে পারে, তাহা হইলেও ব্যাঙ্ক-এর কারবার চালাইবার সার্থকতা কি ?

সুতরাং ব্যাঙ্ককে উপার্জন করিতে হইবে। উপার্জন করিতে গেলে, সঙ্গতিকে উপার্জনপ্রসূ কাজে লাগাইতে হইবে। কিন্তু উপার্জনপ্রসূ কাজে লাগাইতে গেলে টাকাকে তরল আকারে রাখিয়া দেওয়া যাইবে না—উহাকে ধার দিয়া দিতে হইবে বা লগ্নী করিতে হইবে। ধার দিলে যত কম সময়ের জন্য ধার দেওয়া হইবে ততই কম সুদ পাওয়া যাইবে, যত বেশী সময়ের জন্য ধার দেওয়া হইবে তত বেশী সুদ পাওয়া যাইবে। সুতরাং ব্যাঙ্ক এমন-ভাবে ধার দেয় যাহাতে সময় মত কিছু টাকা ফিরৎ পাওয়া যায় অথচ মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন মেয়াদে ধার দেওয়া হয়, খুব কম সময়ের জন্যও ধার দেওয়া হয় যাহাতে খুব দ্রুত নগদ ফিরিয়া পাওয়া যায়, আবার অপেক্ষাকৃত বেশী সময়ের জন্য ধার দেওয়া হয় যাহাতে একটু বেশী উপার্জন সম্ভব হয়। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে ব্যাঙ্কের কারবারে হুণ্ডি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক হুণ্ডি বাট্টা করিয়া দিয়া হুণ্ডিতে টাকা খাটায় ; হুণ্ডি নির্দিষ্ট মেয়াদে পাকিয়া যায় এবং উহার টাকা পাওনা হইয়া যায়। যতদিন না পাওনা হইতেছে ততদিন উহার দরুণ সুদ প্রাপ্য হয়। সুতরাং এমন ভাবে হুণ্ডি কিনিয়া রাখা যায় যাহাতে প্রতিদিনই কিছু না কিছু হুণ্ডির মেয়াদ শেষ হইতেছে। আবার ঋণ ছাড়াও যে অর্থ ব্যাঙ্ক বিনিয়োগ করে উহাও উপার্জন ও তরলতার মধ্যে ভাগ করা হয়। ব্যাঙ্ক নিজে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে উহা বিনিয়োগ ; এই বিনিয়োগ উপার্জনপ্রসূ কিন্তু তরল নহে। কিন্তু উহা যদি সরকারী সিকিউরিটি অথবা নাম-করা বৃহৎ কোম্পানীর শেয়ার কিনে, তাহা হইলে উহা বিনিয়োগ কিন্তু তরল ; বাজারে ঐ শেয়ার সিকিউরিটির যথেষ্ট চাহিদা থাকায় উহা শীঘ্রই বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা উঠাইতে পারা যায়।

এই আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে ব্যাঙ্ক পরিচালনার কলাকৌশলের মূলকথা হইল, ব্যাঙ্কের সঙ্গতির তরলতা (liquidity) এবং লাভযোগ্যতার

profitability) মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা। ব্যাঙ্কগুলি ইহা কিভাবে রিবার চেষ্টা করে তাহা একটি ব্যাঙ্কের ব্যালন্সশীটের বিভিন্ন দফার াহায্যে বুঝিতে পারা যায়।

দায় (Liabilities)	সম্পত্তি (Assets)
আদায়ী মূলধন	নিজের হাতে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত নগদ।
রিজার্ভ ফাণ্ড্	চাহিবামাত্রই প্রাপ্য ও অত্যল্প মেয়াদী ঋণ।
অবণ্টিত মুনাফা	বাট্টাকৃত হুণ্ডি।
হুণ্ডি স্বীকৃতি	দাদন, ঋণ।
আমানত	সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ।
	বণ্ড্, ষ্টক প্রভৃতিতে বিনিয়োগ।
	হুণ্ডি স্বীকৃতি পরিপূরক।
	গৃহাদি এবং বিবিধ।

ব্যাঙ্ক যে সম্পত্তি সৃষ্টি করে, অর্থাৎ যে সকল সম্পত্তিতে টাকা খাটায় হা এরূপ যাহাতে কিছু তরল সঙ্গতি হাতে থাকিয়া যায় বা অচিরেই াওয়া যায়। কিন্তু কোনও কোনও সঙ্গতি ততটা তরল নহে কিন্তু বেশী পার্জন দেয়। উপরে প্রদত্ত সম্পত্তি গুলি এরূপভাবে সাজানো, যাহাতে মশঃ তরলতা কমিতেছে কিন্তু লাভযোগ্যতা বাড়িতেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নকট আমানত ও নিজের হাতে নগদ টাকা একেবারে তরল কিন্তু উহাতে কান উপার্জন হয় না। চাহিবামাত্রই প্রাপ্য এবং অল্পমেয়াদে দেওয়া ঋণ ঠিক নজেদের হাতে থাকে না, সুতরাং একেবারে তরল নহে, তবে কিছু সুদ মানিয়া দেয়। বাট্টাকৃত হুণ্ডি আরও কম তরল, কারণ উহার নির্দিষ্ট মেয়াদ াকে, যদিও ঐ মেয়াদ খুব দীর্ঘকালের নহে, তবে আর একটু বেশী সুদ াওয়া যায়। দাদন বা ঋণের সুদ উহা অপেক্ষাও বেশী কিন্তু উহার টাকাও অপেক্ষাকৃত বেশী দিনের জন্য আটকাইয়া থাকে। বিনিয়োগ, গৃহ প্রভৃতি হইতে উপার্জন আরও বেশী হয় কিন্তু ঐ অর্থ নগদে পরিণত কর সময় সাপেক্ষ।

Q. 9. Indicate the importance of Clearing House system to modern banking.

Ans. দেশের মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কর্মপরিচালনায় ক্লীয়ারিং হাউস-এর সমধিক গুরুত্ব। চেক-এর দ্বারা মূল্যপ্রদানের রীতি ও অভ্যাস যত বাড়িয়াছে, ততই ব্যাঙ্কের হিসাব নিকাশের জটিলতা বাড়িয়াছে। কাহাকেও টাকা দিবার প্রয়োজন হইলে একজন ব্যক্তি তাহার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আমানতের উপর চেক্ কাটিয়া উহা প্রাপককে প্রদান করে এবং প্রাপক ঐ চেক তাহার নিজ ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দেয়। যে চেক দিল এবং যে চেক পাইল উভয়েরই যদি একই ব্যাঙ্কে হিসাব থাকে, তাহা হইলে বিশেষ কিছু জটিলতা থাকে না। ব্যাঙ্কটি প্রথম ব্যক্তির আমানত কমাইয়া দিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির আমানত বাড়াইয়া দেয়।

বাস্তবক্ষেত্রে দেশের মধ্যে ব্যাঙ্ক অনেক। সকল ব্যক্তিই একই ব্যাঙ্কে হিসাব খোলে না। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাঙ্কে আমানত রাখে। সুতরাং একজন ব্যক্তি যখন নিজের ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটিয়া অপর এক ব্যক্তিকে প্রদান করে তখন প্রাপক ঐ চেক একটি স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক-এ জমা করে। এই দ্বিতীয় ব্যাঙ্কটি প্রথম ব্যাঙ্কটির নিকট হইতে ঐ চেক-এর টাকা আদায় করিয়া লইবে। কিন্তু শুধুমাত্র দ্বিতীয় ব্যাঙ্কটিই যে প্রথম ব্যাঙ্ক-এর নিকট টাকা পাইবে এরূপ নহে। এরূপ অনেক লোক আছে যাহারা দ্বিতীয় ব্যাঙ্কের উপর কাটা চেক্ প্রথম ব্যাঙ্কে জমা করিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যাঙ্কটি যেরূপ প্রথম ব্যাঙ্কটির পাওনাদার, প্রথম ব্যাঙ্কটিও সেইরূপ দ্বিতীয় ব্যাঙ্কটির পাওনাদার। দেশের মধ্যে যদি দুইটিমাত্র ব্যাঙ্কই থাকে তাহা হইলে তাহারা অক্লেশে নিজেদের মধ্যে দেনাপাওনা কাটাকুটি করিয়া লইতে পারে এবং শুধুই নীট পাওনার টাকা একটি ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কটিকে দিয়া দিতে পারে।

বাস্তবে দেশের মধ্যে একটিমাত্র ব্যাঙ্ক নাই, দুইটি মাত্র ব্যাঙ্কও নাই। দেশে বহু ব্যাঙ্ক আছে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের বহু আমানতকারী, এবং প্রতিদিন বহু টাকার বহু সংখ্যক চেক প্রত্যেক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অপরাপর ব্যাঙ্কে যাইতেছে। অর্থাৎ বহুসংখ্যক ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রত্যেক ব্যাঙ্কই অপরাপর ব্যাঙ্কের নিকট দেনাদার আবার অপরাপর ব্যাঙ্কের পাওনাদার। সুতরাং প্রত্যেক ব্যাঙ্কই অপরাপর বহু ব্যাঙ্কের নিকট

টাকা আদায় করিতে ছুটিবে ; প্রত্যেক ব্যাঙ্ক কর্তৃক অপর ব্যাঙ্কে নগদ টাকা চালান দিবার প্রয়োজন হইবে। ইহাতে নগদ টাকার ব্যবহার খুব বাড়ে, প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কাজ, হয়রানি এবং ব্যয়ও বাড়ে।

এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ক্লিয়ারিং হাউস নামে বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ক্লীয়ারিং হাউস-এর কাজ হইল, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের পরস্পরের মধ্যে দাবী দাওয়া খাতায় পত্রে কাটাকুটি করিয়া লওয়া এবং কোন্ ব্যাঙ্ক অপর কোন্ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নীট কতটাকা পাইবে তাহার হিসাব করা। এই নীট দেনা একটি ব্যাঙ্ক অপরাপর ব্যাঙ্কগুলিকে প্রদান করে। ইহা প্রদান করা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত টাকার উপর চেক কাটিয়া। সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট কিছু টাকা আমানত রাখে ; একটি ব্যাঙ্ক কর্তৃক অপর ব্যাঙ্ককে অর্থপ্রদানের প্রয়োজন হইলে এই আমানতের উপর চেক কাটিয়া তাহা প্রদান করে। যাহাই হউক, ক্লীয়ারিং হাউস বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রত্যেকের নীট দেনা বা পাওনার দ্রুত হিসাব করিয়া দেয় ; উহাতে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের প্রভূত উপকার সাধিত হয়, নগদ টাকা হস্তান্তরের প্রয়োজন থাকে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank)

Q. 1. Describe the functions of Central Banks.

Ans. প্রায় সকল দেশেই একটি করিয়া বিশেষ ব্যাঙ্ক আছে তাহাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলা হয়। কোনও দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মালিক হইল সরকার, কোথাও বা বেসরকারী শেয়ারহোল্ডারগণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মালিক। তবে সর্বত্রই সরকারের সহিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান। আবার সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এবং বর্জ্জ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিবিধপ্রকার কার্যকলাপ নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করিতে পারা যায় :

(১) নোট প্রচার (Note issue)—ব্যাঙ্ক ব্যাবসায়ের প্রথম উদ্ভব এবং প্রসারের যুগে সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি নোট প্রচার করিত।

ব্যাঙ্কএর উপর যাহাদের আস্থা থাকিত তাহারা এই নোট গ্রহণ করিত। কিন্তু এই সুবিধার অনেক অপপ্রয়োগ ঘটাতে আইনের দ্বারা সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির এই ক্ষমতা হরণ করা হইয়াছে। এখন সকল দেশেই নোট প্রচারের ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর হাতেই প্রদত্ত আছে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি ভাবে এই নোট প্রচার করিবে, প্রচারিত নোটের জন্য রিজার্ভ রাখিবে কিনা, কতমূল্যের নোট প্রচার করিলে উহার নিমিত্ত কতমূল্যের রিজার্ভ রাখিবে, বা সর্ব্বোচ্চ পরিমাণে কত মূল্যের নোট উহা ছাড়িতে পারে—এই সকল বিষয় আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত থাকে।

(২) **সরকারের ব্যাঙ্করূপে কার্য** (Government's Banker) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করিয়া থাকে। সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া এই করলব্ধ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এ জমা রাখে। অবশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই জমা টাকার উপর সুদ প্রদান করে না। সরকারের প্রয়োজন হইলেই সরকার এই টাকা তুলিতে পারে। কোনও কোনও সময়ে সরকারের যে রাজস্ব সংগৃহীত হয় উহার দ্বারা তখনকার ব্যয় সংকুলান হয় না; তখন সরকার অত্যল্প কালের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দাদন লয়। ইহাকে 'ways and means advances' বলা হয়। রাজস্ব আদায় হইয়া আসিলেই এই ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা ছাড়াও, সরকার আরও কিছু দীর্ঘতর কালের জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত কার্য্য সরকারের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্পাদন করিয়া দেয়। ইহাই জনগণকে সরকারী ঋণ গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করে, ঋণের টাকা গ্রহণ করিয়া ঋণপত্র বিক্রয় করে, উহার দরুণ সুদ প্রদান করে এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে ঋণ পরিশোধ করে। সরকারী ঋণের এই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আর্থিক বাজারের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া এবং যথাযথ বিবেচনা প্রয়োগ করিয়াই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে কার্য্য করিতে হয়।

(৩) **অন্যান্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য্য** (Bankers' Bank)—

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অন্যান্য বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলির উপরে থাকিয়া উহাদের ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করে। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি জনগণের নিকট হইতে যে আমানত গ্রহণ করে সেই আমানতের একাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট

জমা রাখে। কোনও কোনও দেশে, ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের আমানতের কতখানি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিবে তাহা আইনের দ্বারা স্থির করিয়া দেওয়া হয়; কোথাও বা উহা প্রচলিত রীতিনীতির দ্বারাই স্থির হয়। আইনের দ্বারা যদি ন্যূনতম পরিমাণ নির্দ্ধারিত থাকে তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের সুবিধার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক উহার উপর কিছু বেশী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখে। কারণ চেক আদান প্রদানের দ্বারা ব্যাঙ্কগুলির নিজেদের মধ্যে যে দেনাপাওনা সৃষ্টি হয় তাহা উাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত আমানত হস্তান্তর করিয়া মিটাইয়া লয়।

(৪) স্বর্ণমান পরিচালনা (Managing the gold standard)—যে দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে সেখানে একটি নির্দ্দিষ্ট হারে আভ্যন্তরীণ মুদ্রার সহিত স্বর্ণের বিনিময় করা প্রয়োজন হয়। এরূপ ক্ষেত্রে স্বর্ণের পরিবর্ত্তে মুদ্রা দিবার এবং মুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ দিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর উপরেই অর্পিত থাকে। অধিকন্তু দেশের বাহিরে স্বর্ণ চলিয়া গেলে বা দেশের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী হইলে মুদ্রার পরিমাণে এবং দামস্তরে উহার যে ফলাফল ঘটা উচিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এরূপ মুদ্রানীতি ও কর্জ্জনীতি গ্রহণ করিবে যাহাতে ঐ ফলাফল ঘটে।

(৫) দামস্তর (কর্জপ্রদান) নিয়ন্ত্রণ (Regulating price level and credit)—সকল দেশেই দামস্তর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত থাকে। দামস্তর নিয়ন্ত্রনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একদিকে নোট প্রচার নিয়ন্ত্রন করে অপরদিকে সাধারণ বানিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি কর্ত্তৃক ঋণপ্রদান নিয়ন্ত্রণ করে। নোট প্রচারের উপর ইহার একচ্ছত্র অধিকার থাকায় নোটপ্রচার নিয়ন্ত্রণ ইহার পক্ষে কঠিন কিছু নহে—তবে এ সম্পর্কে কিছুটা আইনের দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষমতা সীমায়িত। যে সকল উপায়ে সাধারণ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক কর্জদান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রন করিয়া থাকে সেগুলি হইল ব্যাঙ্ক রেট পরিবর্ত্তন, খোলাবাজারে সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়, রিজার্ভ-রেশিওর পরিবর্ত্তন, নৈতিক উপরোধ ইত্যাদি।

(৬) বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (Regulating foreign exchange)—এক দেশের মুদ্রার সহিত অপরাপর দেশের মুদ্রার বিনিময় হার উহাদের পারস্পরিক চাহিদা ও যোগানের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়।

ইহাই স্বাভাবিক সময়ে ঘটিত। কিন্তু যুদ্ধোত্তরযুগে প্রায় সকল দেশেই বৈদেশিক বাণিজ্য এবং জাতীয় অর্থনীতি সংরক্ষণের স্বার্থে বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর (ইহার সহিত সরকারের ও বাণিজ্য ও অর্থদপ্তরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকে) এই দায়িত্ব অর্পিত থাকে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের উপরেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধিকার দেওয়া হয়।

(৭) শেষ উপায়ের কর্জদাতা (Lender of last resort)— সহসা যাহাতে ঋণের বাজারে আর্থিক বিপর্য্যয় না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে, বাট্টা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও হুণ্ডির দালালদিগকে ধার দিয়া থাকে। জনসাধারণের মধ্যে যদি নগদ উঠাইয়া লইবার হিড়িক পড়ে, ব্যাঙ্ক হইতে যদি তাহারা বেশী করিয়া টাকা তুলিয়া লয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলিও হুণ্ডির দালাল ও বাট্টা প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে ধার দিয়াছে তাহা ফিরৎ চাহিবে। ইহাতে চতুর্দিকেই নগদ টাকায় ও ধারে টান পড়িয়া আর্থিক বিপর্য্যয় ঘনাইয়া আসে। তখন ব্যাঙ্ক, বিলদালাল ও বাট্টা প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট দৌড়ায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার করিয়া ঋণের বাজারের টান এবং সম্ভাব্য আর্থিক বিপর্য্যয় কাটাইয়া উঠে সর্বদাই যে এরূপ বিপর্য্যয় ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা নহে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ভাল হুণ্ডি ও সিকিউরিটি লইয়া গেলে ধার পাওয়া যাইবে— এই আশ্বাস ঋণের বাজারের একটি প্রধান সহায়। তবে শেষ অবলম্বন রূপে থাকিলেও, কি ধরনের সিকিউরিটি এবং বিলে ইহা ধার দিবে এব কত সুদের হারে ধার দিবে তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থির করিবে এবং তাহা সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

Q 2. Do you think it proper for a Central Bank to Act a the Government's banker ?

Ans. সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সরকারের ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করে সরকার জনগণের নিকট হইতে যে কর আদায় করেন এবং অন্যান্য সূ হইতে যে আয় করেন তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট আমানত রাখা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটিয়া এই টাকা তুলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এ আমানতের উপর সুদ দেয় না বটে, কিন্তু সরকার এই আমানত হইতে

যখন খুশী টাকা উঠাইতে পারেন। এরূপ অবস্থায় কোন কোন অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী মনে করেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করিলে উহা তাহার যথাযথ কর্তব্য সম্পাদনের বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়—বিশেষ করিয়া আর্থিক বাজারে স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়।

ইহার কারণ স্বরূপ তাঁহারা যে যুক্তি দেন তাহা হইল এইরূপ। ব্যাঙ্কের আমানত হইল উহার দায়-দায়িত্ব; সেইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট যে আমানত থাকে তাহা হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়দায়িত্ব (liabilities)। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর দায়দায়িত্বের একটি বিশেষত্ব আছে; বিশেষত্ব হইল, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়দায়িত্ব (আমানত) নগদ টাকার সমান। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে নোট প্রচার করে তাহা উহার দায়দায়িত্বের মধ্যে দেখায়। আবার উহার নিকট যে আমানত থাকে (সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির আমানত, বা সরকারের আমানত, বা স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির আমানত) উহাও তাহার দায়দায়িত্বের মধ্যে দেখায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আমানতের উপর চেক কাটিয়া একজন যদি আর একজনকে প্রদান করে, চেক গ্রহীতা উহা নগদ টাকারূপেই গণ্য করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর আমানত যদি নগদ টাকার সমান হয়, তাহা হইলে উহার সহিত সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার কর্জের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নগদ টাকার উপর ভিত্তি করিয়াই যে কর্জ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে ইহা সুবিদিত। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত মোট আমানতের মধ্যে সরকারের আমানত বৃহদংশ, এবং যেহেতু সরকার যখন খুশী এই বৃহদংশ উঠাইয়া লইতে পারেন সেহেতু এই বৃহদংশ অত্যন্ত চঞ্চল। ইহার দরুণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের দায়-দায়িত্ব (liabilities) নিজেই পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না; তদনুপাতে কর্জ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টকর হয়। সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থার অস্থিরতা ঋণের বাজারে অস্থিরতা আনিয়া দেয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহা ঠিক সামলাইয়া উঠিতে পারে না।

এই যুক্তির যথেষ্ট সারবত্তা আছে কিন্তু উহাই এ সম্পর্কে শেষ কথা নহে। অনেক অর্থনীতিবিদ, যথা সেয়ার্স (Sayers) মনে করেন যে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে সরকারের ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করা ক্ষতিকর হয় না। আসল সমস্যা হইল সরকারী ব্যালান্স-এর অস্থিরতা। যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা এই অস্থিরতা দূর করা যায় বলিয়া তাঁহারা

মনে করেন। সারা বৎসর ধরিয়া সরকারের আয় ও ব্যয়ের সমতা বজায় রাখা যায় না; কিন্তু ট্রেজারী বিল-এর মেয়াদ এবং নূতন প্রচার এরূপভাবে যদি সাজানো হয় যাহাতে সরকারের আয় ও ব্যয়ের ফাঁকের সহিত উহা সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে, তাহা হইলে সরকারের ব্যালান্স মোটামুটি স্থির থাকিবে। এ সম্পর্কে **সেয়ার্স** বলিয়াছেন: "মেয়াদপূর্তি এবং নূতন প্রচারের মধ্যে ফাঁককে, চলতি রাজস্ব সংগ্রহ ও চলতি ব্যয়-এর মধ্যেকার ফাঁকের সহিত সমান এবং বিপরীতমুখী হইতে দিয়া সরকারী অর্থবিভাগ ইহার ব্যালান্স মোটামুটি স্থির রাখিতে পারে।" ("By arranging the gap between maturity and new issue to equal and be in the opposite direction to any discrepancy between current revenue and current expenditure, the Treasury can arrange to keep its balance approximately stable." Sayers, Modern Banking).

Q. 3. Explain the various ways in which a Central Bank attempts to control

nks

Ans. দেশের সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহের দ্বারা যে পরিমাণে ঋণ প্রদত্ত হয়, জিনিসপত্রের দামের উপর উহার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে। দামস্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য সেই কারণে ব্যাঙ্কসমূহের দ্বারা প্রদত্ত ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হয়। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর উপর এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া থাকে। যে সকল ব্যবস্থা প্রয়োগে ও পদ্ধতি অবলম্বনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই দায়িত্ব পালন করে সেগুলি হইল, ব্যাঙ্করেট, খোলাবাজার ক্রিয়াকলাপ, রিজার্ভ রেশিওর পরিবর্তন, বাছাই ঋণ ও নৈতিক উপরোধ।

(১) **ব্যাঙ্করেট** (Manipulating the Bank rate): যে সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অত্যুৎকৃষ্ট হুণ্ডি পুনর্বাট্টা করিয়া দেয় তাহাকে ব্যাঙ্করেট বলে। ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের খরিদ্দারদের যে হুণ্ডি বাট্টা করিয়া দেয়, প্রয়োজন হইলেই (প্রায়ই এইরূপ প্রয়োজন হয়) উহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর নিকট হইতে পুনর্বাট্টা করিয়া লয়। সুতরাং কি হারে ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর নিকট হইতে ধার পাইবে উহা তাহাদের বিশেষভাবেই বিবেচনা করিতে হয়।

ব্যাঙ্করেট বাড়িলে কমিলে, সাধারণ সুদের হারেও তারতম্য ঘটিবে। ব্যাঙ্করেট বাড়িলে, বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি ও বাট্টা প্রতিষ্ঠানগুলি (discount houses) বাট্টার হার ও সুদের হার বাড়াইয়া দিবে; বিপরীত ক্ষেত্রে তাহারা সুদের হার কমাইয়া দিবে। সুদের হার বাড়িয়া গেলে, উৎপাদনকারীদের উৎপাদন খরচা বাড়িবে এবং যাহারা ব্যাঙ্ক-এর নিকট হইতে ধার করা টাকায় মাল ষ্টক করে, তাহারা মাল মজুদ করা কমাইয়া দিবে। মাল মজুদ করা কমাইয়া দিলে, উহাতেও উৎপাদনকারীগণ উৎপাদন হ্রাস করিতে প্রণোদিত হইবে। উৎপাদন কমিলে, লোকের আয় কমিবে, বেকার-এর সংখ্যা বাড়িবে। অর্থাভাবে লোকে ব্যয় কমাইতে বাধ্য হইবে, তখন জিনিষপত্রের দাম কমিবে। বিপরীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যাঙ্করেট কমিলে সুদের হার কমিবে; মাল মজুদকারীরা বেশী করিয়া মাল মজুদ করিবে। উৎপাদনকারীরা (সস্তায় ধার পাইবার দরুণ এবং মজুদদারদের চাহিদা বৃদ্ধির দরুণ) বেশী উৎপাদন করিবে। ইহাতে লোকে চাকুরী পাইবে বেশী, জনসাধারণের আয় বাড়িবে। অর্থাগমের দরুণ লোকে ব্যয় বাড়াইবে, উহাতে দামস্তর বাড়িবে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দামস্তর কমাইতে হইলে ব্যাঙ্করেট বাড়াইবে, দামস্তর বাড়াইতে হইলে ব্যাঙ্করেট কমাইবে।

(২) **খোলাবাজার কারবার** (Open market operations)—খোলাবাজার কারবার বলিতে বুঝায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়। সিকিউরিটি বলিতে এখানে সরকারী সিকিউরিটি বা ঋণপত্র বুঝায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটু কম দামে সিকিউরিটি বিক্রয় করিতে চাহিলে, অনেকেই উহা কিনিতে চাহিবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটু বেশী দাম দিলে অনেকেই উহা বিক্রয় করিতে চাহিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা প্রদত্ত কর্জের পরিমাণ কমাইয়া দিতে চাহে তাহা হইলে উহা সিকিউরিটি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে; বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি যদি উহা কিনে, তাহা হইলে অবিলম্বে তাহাদের নগদ টাকা কমিয়া যাইবে। এবং জনসাধারণ যদি উহা কিনে, তাহা হইলেও তাহারা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নগদ টাকা উঠাইয়া লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে মূল্যপ্রদান করিবে। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা কমিয়া গেলেই তাহারা কর্জ প্রদান কমাইতে

বাধ্য হইবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা প্রদত্ত কর্জের পরিমাণ বাড়াইতে চাহে তাহা হইলে উহা সিকিউরিটি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে যদি উহা ক্রয় করে তাহা হইলে উহার দরুণ মূল্য প্রদান করিলেই ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকা বাড়িয়া যাইবে; যদি জনসাধারণের নিকট হইতে উহা ক্রয় করে তাহা হইলে জনসাধারণ নগদ টাকা পাইবে এবং ব্যাঙ্কে রাখিবে। উহাতেও ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা বাড়িবে। তখন সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের কর্জের পরিমাণ বাড়াইবে।

(৩) **নগদ রেশিও'র পরিবর্তন (Variation of the cash ratio) :** কোথাও প্রথা অনুযায়ী, কোথাও বা আইন অনুযায়ী, সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের মোট আমানতের (নিষ্ক্রিয় আমানত এবং সক্রিয় আমানত উভয়ই) একটি নির্দিষ্ট অনুপাত নগদ টাকার আকারে নিজেদের নিকট রাখিয়া দিতে বাধ্য থাকে। যেখানে আইনের দ্বারা এই নির্দিষ্ট অনুপাত রাখিতে বাধ্য করা হয়, সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঐ অনুপাতের পরিবর্তন করিবার জন্য সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে যদি নির্দেশ প্রদান করে, তাহা হইলে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের কর্জ প্রদান কমাইতে-বাড়াইতে বাধ্য হইবে। ধরা যাক, আইন অনুসারে নগদ রেশিও হইল শতকরা ১৫ ভাগ এবং উহা কমাইবার বাড়াইবার নির্দেশ দিবার অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে। এক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে শতকরা ২০ ভাগ নগদ রাখিবার নির্দেশ দেয় তাহা হইলে বেশী করিয়া নগদ টাকা হাতে রাখিয়া দিতে হইবে এবং কর্জ-প্রদান কমাইতে হইবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক শতকরা ১০ ভাগ নগদ রাখিবার নির্দেশ (অর্থাৎ অনুমতি) দেয়, তাহা হইলে কম করিয়া নগদ টাকা হাতে রাখিলেই চলিবে এবং বেশী করিয়া ধার দেওয়া সম্ভব হইবে।

(৪) **বাছাই ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Selective credit control) :** কোনও কোনও দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে উহা বিশেষ ব্যক্তিকে বা বিশেষ উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া নিষেধ করিতে পারে। যে সকল বস্তুর বন্ধকীতে বা বস্তু ক্রয় বিক্রয়ের কার্যে ঋণ প্রদান করিলে সাধারণ দাম-স্তরের উপর চাপ পড়ে (যথা খাদ্যবস্তু) সে সকল বস্তুর উপর কতখানি ঋণ

দেওয়া উচিত এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দেশ জারী করিলে, ব্যাঙ্কগুলি তদনুযায়ী কার্য্য করিবে।

(৫) নৈতিক উপরোধ (Moral persuation): কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট ক্ষমতা যাহাই হউক না কেন, উহার সহিত সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহের ঘনিষ্ঠ সংযোগ অবশ্যম্ভাবী। সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে প্রয়োজনের সময়ে অর্থসাহায্যের প্রত্যাশী। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ-ভাবে অনুরোধ জানাইলে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি উহা পালনের জন্য চেষ্টা করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণ-হ্রাস বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানাইলে উহা অনেক সময়েই ফলপ্রদ হয়।

Q 4. What is meant by bank rate ? Show how a change in the bank rate may influence the purchasing power of money (Degree 1962). Discuss the efficacy of bank rate as an instrument of monetary policy

Ans. মালের ক্রেতা মালবিক্রেতার (সাধারণতঃ উৎপাদনকারী) নিকট হইতে ধারে মাল ক্রয় করিয়া হুণ্ডি কাটিয়া দেয়। এই হুণ্ডির দ্বারা মাল ক্রয়কারী মাল বিক্রয়কারীকে (অথবা তাহার পক্ষ হইতে হুণ্ডিটির বাহককে) তিনমাস পরে উহাতে উল্লেখিত অর্থ প্রদান করিবে বলিয়া স্বীকৃত থাকে। কিন্তু পাওনাদার যদি তিনমাস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই টাকার প্রয়োজন বোধ করে, তাহা হইলে কোনও বানিজ্যমূলক ব্যাঙ্কের (Commercial bank) অথবা বাট্টা প্রতিষ্ঠানের (Discount house) নিকট হইতে ঐ হুণ্ডিটি ভাঙ্গাইয়া লইতে পারে; ইহাকে হুণ্ডি বাট্টা (discount) করা বলা হয়; বিনিময়ে, ব্যাঙ্ক বা বাট্টা প্রতিষ্ঠান কিছু কমিশন বা সুদ লয়। কিন্তু ইহারা আবার নগদ টাকার যদি প্রয়োজন বোধ করে,—যে কোন সময়েই করিতে পারে—তাহা হইলে ইহারা ঐ হুণ্ডি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ভাঙ্গাইতে পারে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঐ বাট্টাকরা হুণ্ডিটিকে পুনরায় বাট্টা করিয়া দিল। যে কোন হুণ্ডিকেই এইভাবে পুনর্বাট্টা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক করিয়া দেয় না—শুধুমাত্র সেই হুণ্ডিকেই ইহা পুনর্বাট্টা করে যেগুলি, ইহার মতে, সর্বোৎকৃষ্ট। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সুদের হারে সর্বোৎকৃষ্ট হুণ্ডি পুনর্বাট্টা করে তাহাকে "ব্যাঙ্করেট" (Bank rate) বলা হইয়া থাকে।

অসুবিধায় পড়িলে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট দৌড়াইতে হয় বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে হারে ব্যাঙ্করেট আদায় করে, সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে উহার সহিত খাপ খাওয়াইয়া নিজেদের সুদের হার স্থির করিতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া দেয় তাহা হইলে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিও নিজেদের সুদের হার—নিজেরা যে হারে টাকা দেয়—বাড়াইয়া দেয়; বিপরীত ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সুদের হার কমাইয়া দেয় তাহা হইলে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি সুদের হার কমাইয়া বেশী ধার দিতে অগ্রসর হয়, কারণ নিজের সম্পত্তির নিরাপত্তা বজায় রাখিয়া ব্যাঙ্ক যত বেশী ধার দিতে পারে, ততই তাহার কারবারের লাভযোগ্যতা বাড়ে। ব্যাঙ্কের ধার দিবার উপর যেহেতু দামস্তর নির্ভর করে এবং ব্যাঙ্ককর্তৃক ঋণ প্রদান যেহেতু ব্যাঙ্করেট এর দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেহেতু দামস্তরের উপর ব্যাঙ্ক-রেট-এর যথেষ্ট প্রভাব থাকে।

যাহারা ব্যাঙ্ক-এর নিকট হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিমিত্ত টাকা ধার করে তাহারা হয় মালমজুদকারী (stockist) অথবা উৎপাদনকারী (producer) ব্যাঙ্করেট কমিলে, সুদের হার কমে; উহাতে মাল মজুতদারদের মাল মজুত করিবার খরচা কমে। তখন তাহারা উৎপাদনকারীদের নিকট বেশী করিয়া মালের বরাত (order) দেয়। উৎপাদনকারীরা তখন বেশী করিয়া মাল উৎপাদন করিতে থাকে। আবার উৎপাদনকারীরা নিজেরাই যে টাকা ধার করিয়া উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করে উহাও তাহারা এক্ষণে কম সুদে পায়, অর্থাৎ উৎপাদনকারীদের উৎপাদন-খরচা কমিয়া যায়। ইহাতে তাহাদের লাভ বাড়ে এবং উহার দরুণও তাহারা উৎপাদন বাড়াইতে প্রলুব্ধ হয়। উৎপাদনকারীরা উৎপাদন বাড়াইলে বেশী করিয়া অন্যান্য উৎপাদন উপাদান নিয়োগ করে। লোকের কর্মসংস্থান (employment) বাড়ে এবং উপার্জন বাড়ে। উপার্জন বাড়িলে ব্যয় বাড়ে। একজনের ব্যয় অপরের আয়। এই ভাবে সকলেরই আয় ও ব্যয় বাড়ে। তখন দামস্তর বাড়িতে থাকে।

বিপরীতভাবে দেখিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া দেয় তাহা হইলে দামস্তরের পতন ঘটিবে দেখা যাইবে। ব্যাঙ্করেট বাড়িলে সাধারণ ব্যাঙ্ক সমূহ বাধ্য হইয়া তাহাদের সুদের হার বাড়াইয়া দিবে

উহাতে মাল মজুতদারদের মাল মজুত করিবার খরচা বাড়িয়া যাইবে ; তাহারা উৎপাদনকারীদের নিকট মালের বরাত (order) কমাইয়া দিবে। উৎপাদনকারীদের বিক্রয় কমিবে। আবার উৎপাদনকারীরা নিজেরাও যে টাকা ধার করিয়া ব্যবসায়ে খাটাইতেছে তাহার জন্যও বেশী সুদ দিতে হইবে অর্থাৎ উৎপাদন খরচা বাড়িয়া যাইবে। ইহাতে মুনাফা (profit) কমিয়া যাইবে। উৎপাদনকারীরা তখন উৎপাদন কমাইবে। সেক্ষেত্রে অন্যান্য উৎপাদক উপাদান কম করিয়া প্রয়োজন হইবে, লোকের চাকুরী যাইবে এবং সাধারণ উপার্জনের স্তর কমিয়া যাইবে। আয় কমিলে লোকে ব্যয় কমাইতে বাধ্য হইবে। জিনিসপত্র বিক্রয় হইবে না এবং দাম কমিতে থাকিবে।

এই কারণে দামস্তর বাড়াইবার প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট কমাইয়া দেয়, এবং দামস্তর কমাইবার প্রয়োজন হইলে উহা ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু ব্যাঙ্করেট এর এই হ্রাস বৃদ্ধি দামস্তরের উপর কতখানি এবং কত দ্রুত প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে সে সম্পর্কে সব সময়ে নিশ্চয়তা না থাকিতেও পারে। ইহার কারণ প্রধানতঃ তিনটি। প্রথমতঃ, ব্যাঙ্করেট-এর যে প্রতিক্রিয়া উপরে আলোচনা করা হইল উহা নির্ভর করে ব্যাঙ্করেট-এর সহিত অন্যান্য সুদের হারের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ তাহার উপর। যদি টাকার বাজার সেরূপ সুসংগঠিত না হয়, টাকার বাজারের বিভিন্ন অংশে যদি বিভিন্ন সুদের হার চালু থাকে, তাহা হইলে ব্যাঙ্করেট এর হ্রাস বৃদ্ধি আনুপাতিকভাবে দামস্তরের হ্রাস বৃদ্ধি না ঘটাইতেও পারে। ব্যবসা বাণিজ্যের কোন কোন অংশে উহা সত্বর প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে, কোন কোন অংশে উহা অনেক বিলম্বে প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে, কোনও কোনও অংশে উহা নিষ্ফল হইবে। দ্বিতীয়তঃ, দামস্তরের উপর ব্যাঙ্ক রেট-এর পরিবর্তন কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে উহা নির্ভর করে মোট উৎপাদন খরচার মধ্যে সুদের দরুণ খরচা কতখানি অংশ দখল করিয়া আছে তাহার উপর। মোট খরচার মধ্যে সুদ যদি নগণ্য অংশ হয়, মালিকের নিজের মূলধনের তুলনায় ধার করা মূলধন যদি কম হয়, তাহা হইলে সুদের বৃদ্ধি উৎপাদন খরচা এমন কিছু বাড়াইবে না। তৃতীয়তঃ, সুসংগঠিত টাকার বাজারে ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধি যদিই বা দামস্তরের হ্রাস ঘটায়, ব্যাঙ্করেট-এর হ্রাস যে দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটাইবেই, এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

কারণ, মূলতঃ ব্যবসা বাণিজ্যের সম্ভাবনা অনুযায়ীই উৎপাদনকারীরা টাক খাটায়। বাণিজ্য জগতে যদি লাভযোগ্যতার আশা না থাকে, তাহা হইলে ব্যাঙ্করেট-এর একটু হ্রাসের দ্বারা ব্যবসায়ীদিগকে বেশী করিয়া বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করা সম্ভব হয় না।

সপ্তম অধ্যায়

জাতীয় আয়
National Income

Q. 1. 'Most of the major problems of Economics involv the conception of national income and an understanding of th factors governing it."

Ans. অর্থনীতি যতই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তত জাতীয় আয় সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হইয়াছে এবং অর্থনৈতিক জীবনে, সেহে অর্থনীতির আলোচনায়, জাতীয় আয়-এর যে প্রভূত গুরুত্ব রহিয়াছে তা উপলব্ধি করা হইয়াছে। এই কারণে বিভিন্ন দেশে জাতীয় আয়ের পরিম নির্ধারণের চেষ্টা করা হয় এবং বিভিন্ন সময়ে উহার কিরূপ পরিবর্তন হইতেে তাহাও বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়।

মানুষ তাহার দৈহিক এবং মানসিক শ্রম প্রয়োগের দ্বারা এবং প্রাকৃতি সম্পত্তি ব্যবহার দ্বারা বিভিন্ন প্রকার সম্পদ উৎপাদন করিয়া থাকে; প্রকৃ মানুষকে যাহা দিয়াছে তাহার উপর বুদ্ধি ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া মানুষ সম্প সৃষ্টি করে। আবার এই সম্পদ কাজে প্রয়োগ করিয়া, অর্থাৎ ভোগ করিয় মানুষ তাহার নানাবিধ অভাবের তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকে। সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পত্তি হইতে সম্পদ সৃষ্টি হইতেছে এবং যে জনসমষ্টি ঐ সম্প ভোগ করিতেছে উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জাতীয় আয়ের দ্বারা বুঝি পারা যায়। জাতীয় আয় যদি কম হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মা তাহার কর্মক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহ করিতে পারিতেছে না; অথবা দেশবাসীর কর্মক্ষমতার অনুপাতে প্রাকৃতি সম্পত্তি নিতান্ত অপ্রচুর বলিয়া প্রয়োজন অনুরূপ বা আশানুরূপ সম্পদ সৃ

ম্ভব হইতেছে না। যদি এরূপ দেখা যায় যে জাতীয় আয় আগে বেশী ছিল কন্তু পরে কমিয়া গিয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আগেকার তুলনায় ানুষের কর্মক্ষমতার অনুপাতে প্রাকৃতিক সম্পদে টান পড়িয়াছে; অথবা ্রাকৃতিক সম্পদের অনুপাতে মানুষের কর্মক্ষমতায় টান পড়িয়াছে। এই টান" কে অতিক্রম করিবার জন্য মানুষ ক্রমাগত চেষ্টা করে। ইহার াফল্যের উপর অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল। অতএব জাতীয় আয়-এর দ্ধি ঘটিলে বুঝিতে হইবে যে প্রাকৃতিক সঙ্গতি ব্যবহারের চেষ্টায় মানুষের ারিশ্রম, ও উদ্ভাবনী ও সংগঠনী ক্ষমতা ক্রমশঃ বেশী করিয়া সাফল্য লাভ করিতেছে; বিভিন্ন উন্নত প্রক্রিয়া অবলম্বনে মানুষের সাধনার সহিত বিজ্ঞানের আরাধনা যোগ করিয়া ক্রমশঃই বেশী পরিমাণে এবং বেশী মূল্যের সামগ্রী (ও কার্য্য) সৃষ্টি হইতেছে। অপর পক্ষে, যদি কিছুকাল যাবৎ জাতীয় আয় অপরিবর্তিত আছে দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানুষের সৃজনী শক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা অপরিবর্তিত আছে।

জনসমষ্টির ভোগের অবকাশ কতখানি তাহা জাতীয় আয় দেখাইয়া দেয়। আমরা বিবিধ প্রকার সম্পদ ও কার্য্য উৎপাদন করিয়া ভোগ করি। কত পরিমাণ সম্পদ আমরা উৎপাদন করিয়া কি পরিমাণে ভোগের অবকাশ সৃষ্টি করিয়াছি জাতীয় আয়ের হিসাব হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহার অর্থ হইল যে জনসমষ্টি কতখানি অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অর্জন করিতে পারিয়াছে—জনগণ পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ কতখানি ভোগ করিতে পারে, সে সম্পর্কে জাতীয় আয়ের হিসাব হইতেই ধারণা করিতে পারা যায়। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে ভোগের অবকাশ বৃদ্ধি পাইয়া সমাজের কল্যাণের অবকাশ বৃদ্ধি পায়; জাতীয় আয় হ্রাস পাইলে ভোগের অবকাশ কমিয়া গিয়া পার্থিব কল্যাণের অবকাশ কমিয়া যায়। সাধারণ একজন লোক যেরূপ আয় বৃদ্ধির জন্য আগ্রহান্বিত, জনসমষ্টিও সেইরূপ সমষ্টিগত আয় বৃদ্ধির জন্য আগ্রহান্বিত। দুইটির একই কারণ। ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধির দ্বারা ব্যক্তি তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করে, জাতীয় আয় বৃদ্ধির দ্বারা জাতি তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করে। ব্যক্তি তাহার বর্তমান আয় বাড়াইতে পারে অত্যধিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া; এক্ষেত্রে তাহার আয় বৃদ্ধির দ্বারা যথার্থ কল্যাণ বৃদ্ধি হয় না। সেইরূপ

ভাবে, একটি দেশেও শ্রমিক সমাজকে শোষণ করিয়া বর্তমানে জাতীয় আয় বাড়ানো যাইতে পারে ; এক্ষেত্রে জনসমষ্টির একটি বিরাট অংশের ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতার ক্ষতি হওয়াতে জাতীয় কল্যাণ ব্যাহত হয়। আবার একজন ব্যক্তি যেরূপ তাহার ভবিষ্যতের আয় বর্তমানে টানিয়া লইয়া বর্তমানেই অধিক আয় দেখাইতে পারে কিন্তু উহা যথার্থ আয় বৃদ্ধি নহে, সেইরূপ একটি জাতিও ভবিষ্যতে যথেষ্ট আয় দিতে পারে এইরূপ সম্পত্তি বর্তমানে বিকাইয়া দিয়া বর্তমানে বেশী আয় দেখাইতে পারে। কিন্তু উহা যথার্থ আয় বা কল্যাণ বৃদ্ধি নহে।

জাতীয় আয়ের নিছক পরিমাণই নহে, উহার স্থায়িত্বও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মোটামুটিভাবে জাতীয় আয় বর্ধিত হইলেও, কখনও উহা খুব কমিয়া যাইতে পারে, কখনও বা খুব বাড়িয়া যাইতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধির সময়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং মন্দার সময়ে হ্রাস পায়। সমৃদ্ধি ও মন্দার মধ্যে জাতীয় আয়ের এই উঠা-নামা যদি খুব বেশী হয় তাহা হইলে জাতি বর্ধিত জাতীয় আয়ের পরিপূর্ণ সুযোগ লইতে পারিবে না, জাতীয় আয়ের স্থিরতা না থাকায় উহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের কোন দীর্ঘকালীন পরিকল্পন করা সম্ভব নহে। সুতরাং জাতীয় আয় কতখানি কল্যাণের সহায়ক তাহা উহার স্থিরতার উপরও নির্ভর করে। সেইজন্য উপার্জন, কর্মসংস্থান দামস্তরের স্থায়িত্ব-বিধান লইয়া অর্থনীতি বিশেষ আলোচনা করে।

জাতীয় আয়ের বণ্টনের উপরেও সমগ্রভাবে সমাজের কল্যাণ নির্ভর করে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও যদি দেখা যায় যে জনসমষ্টির একাংশ অধিকতর ধনী হইতেছে এবং অপরাংশ দরিদ্রই থাকিয়া যাইতেছে তাহা হইলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির দ্বারা আনুপাতিক কল্যাণ সাধিত হইবে না জাতীয় আয় কল্যাণের সূচনা করে, কিন্তু উহার বণ্টনে যদি ঘোরতর বৈষম্য থাকে তাহা হইলে উহা হইতে যতখানি কল্যাণ লাভ সম্ভব ততখানি কল্যাণ লাভ করা যায় না। সুতরাং জাতীয় আয়ের সুসম বণ্টন আধুনিক সকল দেশেরই সমাজনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে জাতীয় আয় বলিতে আমরা যাহা বুঝি উহা ব্যক্তি ও সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। তবে উহার প্রকৃতি ও তাৎপর্য্য অনুধাবন

।রিতে হইলে নিছক উহার পরিমাণ বিবেচনা করিলেই চলিবে না। উহার ।হিত বিবেচনা করিতে হইবে: (১) ঐ পরিমাণ জাতীয় আয় উপার্জন করিতে গিয়া সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে কি প্রতিক্রিয়া ঘটিতেছে (অর্থাৎ কত-খানি লাভবান হইবার জন্য সমাজ অন্যান্য বিষয়ে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে); (২) ভবিষ্যতের আয় বৃদ্ধির পথ নষ্ট করিয়া বর্তমানের আয় করা হইতেছে কি না; (৩) বিভিন্ন সময়ের মধ্যে জাতীয় আয়ের উঠা-নামা কতখানি; (৪) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উহার সুষম বণ্টন হইতেছে কি না। সুতরাং জাতীয় আয় সম্পর্কে বিবেচনা সমগ্র অর্থ-নীতি শাস্ত্রের মধ্যেই ছড়াইয়া আছে।

Q 2. Examine the significance of national income estimates and explain the different methods that may be adopted for measuring the national income of a country.

How do you define and measure the National Income of a country ?

Ans. জাতীয় আয় বলিতে যাহা বুঝায় **মার্শাল** উহাকে জাতীয় ধনভাণ্ডার (National Dividend) রূপে অভিহিত করিয়াছেন। জাতীয় ধনভাণ্ডারের সংজ্ঞা প্রদানে মার্শাল বলিয়াছেন, 'দেশের প্রাকৃতিক সম্পত্তির উপর শ্রম ও পুঁজি ক্রিয়া করিয়া প্রতি বৎসর বস্তু সামগ্রী এবং সকল প্রকার কার্য্য সমেত অবস্তু সামগ্রীর একটি নির্দিষ্ট নীট পরিমাণ উৎপাদন করে। ইহাই হইল দেশের খাঁটি নীট বাৎসরিক আয়, অর্থাৎ জাতীয় ধনভাণ্ডার।' ["The labour and capital of the country, acting on its national resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including servies of all kinds. This is true net annual income of the country or national dividend." Marshall.] মার্শাল-এর মতে বৎসরের মধ্যে নব-নির্মিত সকল সামগ্রী ও নবসম্পাদিত সকল কার্য্যের মূল্য হইতে পুরাতন পুঁজির ক্ষয়ক্ষতি জনিত ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই হইবে জাতীয় ধনভাণ্ডার বা জাতীয় আয়। অধ্যাপক আরভিং ফিশার কিন্তু জাতীয় আয়কে "নীট ভোগ্য আয়" (net consumable income) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার তাৎপর্য্য হইল যে স্থায়ী ভোগ সামগ্রী যদি উৎপাদিত হয় তাহা হইলে যে বৎসরে উহা উৎপাদিত হইল সে বৎসরে উহার মূল্য জাতীয় আয়-এর মধ্যে ধরা হইবে না, কারণ তখনও উহা কাজে লাগানো হয় নাই, উহা হইতে তখনও উপার্জন করা হয় নাই। কিন্তু পরবৎসর হইতে ঐ পুঁজি সামগ্রী হইতে যে উপার্জন হইবে তাহা প্রতি বৎসরই জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হইবে। মার্শাল-এর মতে এই ধরণের সামগ্রীর মূল্য জাতীয় আয়ে শুধু একবারই ধরা হইবে—যে বৎসরে উহা উৎপাদিত হইয়াছে সেই বৎসর; ফিশারের মতে উহার থোক্ মূল্য উৎপাদনের বৎসরে জাতীয় আয়ে ধরা হইবে না। উহার পর বৎসর হইতে বাৎসরিক মূল্য ধরা হইবে। ফিশারের সংজ্ঞা যুক্তির দিক দিয়া সঠিক কিন্তু মার্শালের সংজ্ঞা হিসাবের দিক হইতে এবং ধারণার দিক হইতে সরল। লর্ড ষ্ট্যাম্প এবং আরও কয়েকজন অর্থনীতিবিদ জাতীয় আয় সম্পর্কে আরও সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা দিবার পক্ষপাতী; তাঁহাদের মতে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা উচিত "জনসমষ্টির বাস্তব আয়ের সেই অংশ যাহা মুদ্রার অনুপাতে পরিমাপ করা যায়"। ("That part of the objective income of the community which is measured in terms of money.")

স্যামুয়েলসন "জাতীয় আয়"-কে নীট জাতীয় উৎপাদন ("Net National Product) রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। দেশের মধ্যে মোট যা পরিমাণ সামগ্রী ও কার্য্য ভোগ করা হইয়াছে উহার সহিত নীট বিনিয়োগ যোগ করিলে যাহা দাঁড়াইবে তাহাকেই তিনি "নীট জাতীয় উৎপাদন" বলিয়াছেন। (Net national product is the sum of consumption goods and services, and of net investment.) নীট বিনিয়োগ বলিতে বুঝায় নীট পুঁজি সামগ্রী সৃষ্টি (net capital formation) এবং উহার মধ্যে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে : (১) ঘরবাড়ী (২) যন্ত্রপাতি এবং (৩) অর্দ্ধসমাপ্ত বা নির্মীয়মান সামগ্রী ও মজুদ মাল (inventories) যে দেশে নূতন পুঁজি সামগ্রী গঠন ঘটে না, নূতন পুঁজি সামগ্রী সৃষ্টি হয় না, সেখানে ভোগকার্য্য ঠিক "নীট জাতীয় উৎপাদনের" সমান কিন্তু যেখানে নূতন পুঁজি সামগ্রী সৃষ্টি হইতেছে, সেখানে যে পরিমাণে নীট বিনিয়োগ হইতেছে, ঠিক সেই পরিমাণেই "নীট জাতীয় উৎপাদন" ভোগ

কার্য অপেক্ষা বেশী; বিপরীত ক্ষেত্রে, পুঁজিসামগ্রীর পরিমাণ হ্রাস পাইলে ভোগ কার্য "নীট জাতীয় উৎপাদন" অপেক্ষা বেশী হইবে, অর্থাৎ দেশের য় সম্পত্তি পুঁজি সামগ্রীকে পুনর্স্থাপন (replace) করিত তাহা ভোগ-সামগ্রীর উৎপাদনে নিয়োজিত হইয়া যায়।

তবে নীট জাতীয় উৎপাদন হিসাব করিতে গেলে, ভোগ্য পণ্য ও কার্য এবং নীট বিনিয়োগ এর সহিত সরকারী ব্যয়ও যোগ করিতে হইবে। সরকার বিভিন্ন বস্তু ও কার্য ক্রয় করিবার জন্য প্রতিবৎসর প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন; অন্যান্য যে ব্যয় করেন—যেগুলি নিছক হস্তান্তর ব্যয় (যেমন পেন্সন) —যেগুলির দ্বারা বর্তমানে কোন বস্তু বা কার্য ক্রয় করা হইতেছে না,— সেগুলি এক্ষেত্রে ধরা হইবে না। সুতরাং নীট জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয় বলিতে বুঝায় ভোগকার্য্য, নীট বিনিয়োগ এবং সরকারের ব্যয় (NNP is the sum of Consumption, Investment and Government Expenditure—Samuelson); অর্থাৎ NNP = C + I + G.

Measuring National Income

জাতীয় আয় হিসাবের মোটামুটি দুইটি পদ্ধতি আছে: একটি হইল উপার্জনের হিসাব (Earnings or Income approach), আর একটি হইল উৎপাদিত সামগ্রী ও কার্য্যের হিসাব (flow of product approach)।

(১) উপার্জন হিসাবের পদ্ধতি হইল জনসমষ্টির বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন সূত্রে কত উপার্জন করিয়াছে তাহার হিসাব রচনা করা। সাধারণতঃ যে সকল বিভিন্ন সূত্র হইতে জনসাধারণ উপার্জন করিয়া থাকে সেই সকল বিভিন্ন সূত্র হইল, খাজনা, সুদ, মজুরী, মুনাফা। দেশের শিল্পবাণিজ্য জনসাধারণকে এই চার প্রকারে উপার্জন প্রদান করিয়া থাকে, শিল্পবাণিজ্যে যাহা কিছু উৎপাদন হয় এই চার প্রকার খরচা মিলিয়াই হইল তাহার উৎপাদন খরচ, অবশ্য মুনাফার একটু বৈশিষ্ট আছে। শিল্পের এই চার প্রকার খরচা জনসাধারণের উপার্জন। ইহাদের সবগুলিকে যোগ করিলে ঐ যোগফল হইবে মোট জাতীয় উপার্জন। যেহেতু পুঁজিসামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিয়াই মুনাফার হিসাব করা হয়, সেহেতু এই যোগফলই যথার্থ জাতীয় আয়রূপে গণ্য হইতে পারে। এই পদ্ধতি

অনুসরণে দেশের আয়কর বিভাগের সাহায্য লওয়া হয়; আয়করের পরিসংখ্যা হইতে জনগণের বৃহদংশের আয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যাইবে। ইহার সহিত আয়কর প্রদান করে না এইরূপ অন্যান্য শ্রমিকদিগেরও গড় আয় যোগ করা হইবে। শ্রমিকদিগের এই আয় মালিকদিগের দ্বারা প্রদত্ত বেতনের হিসাব হইতেই পাওয়া যাইবে। মুনাফা বলিতে যাহা বুঝায়, উহা ব্যক্তিগত ব্যবসায় ও সঙ্ঘবদ্ধ বা যৌথপুঁজি কারবার উভয়ের ক্ষেত্রেই উপার্জিত মুনাফা বুঝাইবে। যৌথপুঁজি কারবারের মুনাফা যখন ডিভিডেণ্ড্ রূপে প্রদত্ত হয় তখন উহা ব্যক্তির আয় রূপে দেখা যায় কিন্তু অনেক সময়ে যৌথপুঁজি কারবারগুলি নিজেদের অর্জিত মুনাফার কিছুটা অংশ অবন্টিতভাবে নিজেদের কাছে রাখিয়া দেয়। জাতীয় আয়ের হিসাবে এই অংশও ধরিতে হইবে। সরকার পরোক্ষ ভাবে কারবারের উপর যে কর আরোপ করেন তাহাও উপার্জনের মধ্যে ধরিতে হইবে, কিন্তু প্রত্যক্ষ কর (আয়কর ও ব্যবসায় মুনাফা কর) ধরা হইবে না, কারণ উহা মুনাফা ও মজুরী হইতে প্রদান করা হয় এবং উহার মধ্যেই ধরা আছে। সুতরাং উপার্জনের মাধ্যমে নীট জাতীয় উৎপাদনের হিসাব করিতে গেলে, নিম্নপ্রদত্ত বিষয়গুলি ঐ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়:

মজুরী এবং মজুরীর অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা ;
নীট সুদ ;
ব্যক্তির খাজনা ও বাড়ীভাড়া বাবদ আয় ;
ব্যবসাবাণিজ্যের উপর পরোক্ষ কর ;
ব্যক্তিগত বা অংশীদারী কারবারের আয় ;
যৌথপুঁজি কারবারের আয় ;

এইগুলি যোগ করিলে "নীট জাতীয় উৎপাদন" পাওয়া যাইবে। উহার সহিত পুঁজিসামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতিজনিত খরচ যোগ করিলে "সাকুল্য জাতীয় উৎপাদন" (Gross National Product) পাওয়া যাইবে।

(২) "জাতীয় আয়" বা "নীট জাতীয় উৎপাদন"-এর হিসাব রচনার আর একটি পদ্ধতি হইল (ক) বৎসরের মধ্যে ভোগসামগ্রী ও কার্য যাহা কিছু লোকে ক্রয় করে তাহার মূল্য হিসাব করা, (খ) বৎসরের মধ্যে যে নীট বিনিয়োগ হইতেছে তাহা উহার সহিত যোগ করা এবং (গ) সরকার ঐ

বৎসরের মধ্যে যে সামগ্রী ও কার্য্য ক্রয় করিয়াছেন তাহার মূল্যও যোগ করা। সাধারণ লোকে এবং সরকার বাজার দামে কত সামগ্রী ও কার্য্য ভোগ করিয়াছে তাহার হিসাব করা হয়; এইগুলি যদি ভোগ করা হইয়া থাকে, উহাদের উপর যদি অর্থব্যয় করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহারা উৎপাদিতও হইয়াছে। ইহার সহিত যোগ করা হইবে সংশ্লিষ্ট বৎসরে নীট বিনিয়োগের বৃদ্ধি। দেশের মধ্যে যেমন বিনিয়োগের বৃদ্ধি হয়, দেশের বাহিরেও সেইরূপ দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে; সামগ্রী ও কার্য্যের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী হইলে, এইরূপ বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটে। আজকাল অনেক দেশে সরকারও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিয়া থাকে, সুতরাং সরকারের কার্যেও নীট বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। এইরূপ ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয় (সরকারের ব্যয় সমেত) এবং নীট বিনিয়োগের ব্যয় হিসাব করিলে "নীট জাতীয় উৎপাদন" পাওয়া যায়। ইহা জাতীয় উৎপাদনের সংজ্ঞার মধ্যেই (NNP=C+I+G) নিহিত রহিয়াছে। এই পদ্ধতিতে যে বিষয়গুলি হিসাব করা হয় সেগুলি এইভাবে সাজানো যাইতে পারে:

ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ব্যয় (স্থায়ী সামগ্রী, চলতি সামগ্রী, ও কার্য্য);
সরকার কর্তৃক সামগ্রী ও কার্য ক্রয়;
নীট বৈদেশিক বিনিয়োগ;
নীট বেসরকারী বিনিয়োগ;
নীট সরকারী বিনিয়োগ।

জাতীয় আয়-এর পরিমাণ যাহাতে সঠিক হয় তাহার জন্য কতিপয় ভ্রান্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, পুঁজির ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় চলতি উপার্জন হইতে বাদ দিতে হইবে। পুঁজি ব্যবহার করিয়া উপার্জন করা হয় কিন্তু এই পুঁজি-সামগ্রী ক্রমাগত ব্যবহারের দ্বারা প্রতি বৎসরই উহাদের ক্ষয় ক্ষতি হইতেছে; উহার ব্যবহারের দ্বারা যে উপার্জন ঘটে তাহার মধ্যে এই ক্ষয়ক্ষতি থাকিয়া যায়। উহা পুরণের জন্য যে ব্যয় আবশ্যক উহা মোট উৎপাদনের মূল্য হইতে বাদ দিয়া নীট উৎপাদনের হিসাব করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, সরকার জনগণের নিকট কর সংগ্রহ করিয়া উহার একাং এরূপভাবে ব্যয় করিতে পারেন যাহার দ্বারা কোন ভোগ্যপণ্য ব কার্য ক্রয় করা হইল না ; নিছক একজনের টাকা আর একজনের নিক দেওয়া হইল কিন্তু উহার দ্বারা কোন ক্রয়-বিক্রয় কার্য্য সম্পন্ন হইল না সরকার এক শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া আর এ শ্রেণীকে পেন্সন প্রদান করেন। সরকারের এই ধরণের ব্যয় জাতীয় আ এর মধ্যে ধরা হইবে না, উহা নিছক হস্তান্তর ব্যয় (transfer expense)।

তৃতীয়তঃ, যখন উপার্জনের (ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়গত) হিসাব করি নীট জাতীয় উৎপাদনের হিসাব করা হইবে তখন উহাতে প্রত্যক্ষ কর ধ হইবে না, কিন্তু পরোক্ষ কর ধরা হইবে। কারণ পণ্যের উৎপাদন খরচা সহিত পরোক্ষ কর যোগ করিয়া যাহা হয় সেই দামে পণ্য বিক্রয় হয় ; কি যখন উৎপাদিত সামগ্রী ও কার্য্যের ভিত্তিতে (flow of product approac জাতীয় আয় হিসাব করা হয় তখন সরকারের দ্বারা সংগৃহীত কোনর করেরই, প্রত্যক্ষই হউক বা পরোক্ষই হউক, হিসাব করা হইবে না—সরক যেখান হইতেই টাকা পাইয়া থাকুন না কেন, শুধু তাঁহাদের ক্রীত পণ্যের হিসাব করা হইবে।

চতুর্থতঃ, একই বস্তু যেন দুইবার গণনা করা হইয়া না যায় তা দেখিতে হইবে ; উহার জন্য প্রয়োজন হইবে শুধু মাত্র তৈয়ারী সামগ্রী হিসাবের মধ্যে ধরা—মধ্যবর্তী সামগ্রী হিসাবে ধরা হইবে না। যং কাপড়ের মূল্য যদি ধরি আবার উহাতে যে তুলা লাগিয়াছে তাহার মূল্য যদি ধরি তাহা হইলে একই বস্তু (তুলা) দুইবার গণনা করা হইবে সুতরাং কাঁচামালের হিসাব ধরা হইবে না।

Q. 3. "The two approaches—the lower loop earnin approach and the upper loop product approach—are reall one." Discuss with reference to the methods of measurin national income.

Ans আমরা "জাতীয় আয়" বলিতে যাহা বুঝি তাহা "জাতীয় ব্য এবং "জাতীয় উৎপাদন"-এর সমান। শিল্প-বাণিজ্য দেশের জনসাধারণে সামগ্রী ও কার্য উৎপাদন করিয়া দিতেছে এবং জনসাধারণ এই সক সামগ্রী ও কার্যের উপরে তাহাদের অর্থ ব্যয় করিতেছে।

সুতরাং যদি দেখা যায় দেশের মধ্যে এক বৎসরে কত সামগ্রী ও কার্য জনসাধারণ ক্রয় করিয়া ভোগ করিয়াছে, তাহা হইলে ঐ সামগ্রী ও কার্যের সমষ্টি যে উৎপাদিত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এক বৎসরে এইভাবে দেশের শিল্প বাণিজ্য হইতে বাহির হইয়া জনসাধারণের ভোগকার্যে যত মূল্যের চূড়ান্ত ভোগ্যবস্তু প্রবেশ করিয়া থাকে, উহাকে "উৎপাদনের প্রবাহ" (flow of product) বলা হয়। "উৎপাদনের প্রবাহ"-এর মূল্য হিসাব করা হয়, অর্থাৎ বৎসরে যত সামগ্রী ও কার্য্য উৎপাদিত হইয়াছে উহার বিনিময়ে লোকে কত মুদ্রা দিয়াছে; মূল্য বলিতেই বুঝায় একটি সামগ্রী (বা কার্য) কতগুলি টাকার বিনিময়ে আদানপ্রদান করা হইয়াছে।

কিন্তু জনসাধারণ যে শুধুই উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে উৎপাদিত সামগ্রী লইয়া উহাদের উপর অর্থব্যয় করে, এইরূপ নহে। তাহারা যে অর্থ উপার্জন করে উহা দেশের শিল্প বাণিজ্য হইতেই উপার্জন করে; দেশের শিল্প বাণিজ্যের নিকট হইতেই (এখানে শিল্প বাণিজ্য বলিতে বুঝাইতেছে সকল প্রকার উৎপাদন প্রচেষ্টা) কেহ খাজনা বা ভাড়া (rent) পায়; কেহ মজুরী (wages) পায়, কেহ বা সুদ (interest) পায় এবং আত্রেপনা পায় মুনাফা (profit)। জনগণের উপার্জন এই চার পর্য্যায়ে বিভক্ত আর ঠিক এইগুলিই হইল শিল্প-বাণিজ্যের ব্যয়। শিল্প বাণিজ্যের নিকট হইতে এই অর্থ জনসাধারণের নিকট চলিয়া যায়। পরিবর্তে জনসাধারণ শিল্প বাণিজ্যকে উৎপাদনক্ষম কার্য প্রদান করে।

উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি ও কার্য প্রদানের বিনিময়ে লোকে দেশের শিল্প বাণিজ্য হইতে যে খাজনা, মজুরী, সুদ ও মুনাফা উপার্জন করে উহার একত্রিত সংখ্যা বা যোগফলই (sum total) হইল জাতীয় আয়। এইভাবে যে জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয় তাহা "উৎপাদনের হিসাব" (Earnings or income approach) বলা হয়। ইহাকে "উৎপাদন খরচার প্রবাহ"ও (flow of cost) বলা হয়। একদিকে উৎপাদনের প্রবাহ (flow of product) অপরদিকে উপার্জনের বা উৎপাদন খরচার প্রবাহ, ইহারা দুইটি সমান হইতে বাধ্য। তবে এই দুইটির সমতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুনাফা অত্যন্ত কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ করে। মজুরী, খাজনা ও সুদ-এর সহিত মুনাফাও উপার্জনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মুনাফা বলিতে বুঝায়,

অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলির পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া দিবার পর পণ্যে বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতে উৎপাদনকারীর যাহা অবশিষ্ট থাকে। এই মুনাফা মধ্য দিয়া "উৎপাদন প্রবাহ" এবং "উপার্জন প্রবাহ" পরস্পরের সহিত সমা হয়। মুনাফা হইল যেন "আঘাত হজমী" (shock absorber)। সেইজ স্যামুয়েলসন বলিয়াছেন ; "মুনাফার যথোচিত সংজ্ঞা দিলে প্রত্যে হিসাবই ঠিক একই নীট জাতীয় উৎপাদন দেখাইবে।" ["With the proper definition of profit, each approach must yield exactly the same NNP"] মুনাফার এই যথোচিত সংজ্ঞা দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন : "উপাদান বাবদ অন্যান্য খরচা মিটাইবার পর আপনার পণ্য বিক্রয় হইতে আপনার নিকট যাহা থাকিয়া গিয়াছে তাহাই মুনাফা সুতরাং উপার্জনের মধ্য দিয়া নিম্নতর শাখার হিসাব এবং সামগ্রী-প্রবাহে মধ্য দিয়া উচ্চতর শাখার হিসাব—এই দুইটি ঠিক সমান হইবার জন্য মুনাফার যেরূপ আয়তন হওয়া উচিত মুনাফা ঠিক সেইরূপ আয়তন ধারণ করে' ["Profit is what you have left over from the sale of product after you have paid off the other factor-costs. So profit automatically is the residual that takes on the size needed to make the lower loop approach via earnings exactly match the upper loop approach via flow of goods"—Samuelson .]

Q. 4. Discuss whether really there is exact identity between national income and national product.

or,

"We cannot increase the national income without simultaneously increasing the national product." Discus the statement.

Ans. জাতীয় আয়কে তিনপ্রকারে দেখিতে পারা যায়। (১) দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির আয় যোগ করিলে যে যোগফল দাঁড়াইবে উহাকে জাতীয় আয় বলা হইবে ; (২) দেশের প্রত্যেক লোক স্বতন্ত্রভাবে অথবা অন্যান্য লোকের সহিত সহযোগিতা করিয়া যে সামগ্রী ও কার্য উৎপাদন করে তাহাদের মূল্য যোগ করিলে যে যোগফল দাঁড়াইবে উহা জাতীয় উৎপাদন ; (৩) দেশের সকল লোকে যে সামগ্রী ও কার্য্য ক্রয় করে ঐগুলির মূল্য যোগ

করিলে যাহা দাঁড়াইবে তাহা "জাতীয় ব্যয়" রূপে গণ্য। এই "জাতীয় ব্যয়" জাতীয় আয় ও জাতীয় উৎপাদনের সমান।

বস্তুতঃপক্ষে আমরা প্রত্যেকে যাহা আয় করি, তাহা অপর কেহ ব্যয় করিল এবং আমরা প্রত্যেকে যে ব্যয় করি তাহা অপর কেহ আয় করিল। একজনের আয় অপরের ব্যয় এবং একজনের ব্যয় অপরের আয়। যদি ধরা যায় যে কোনও একটি বৎসরে সমাজে কেহ সঞ্চয় করিল না বা পূর্বেকার সঞ্চয় ভাঙ্গিল না, তাহা হইলে যাহা কিছু উপার্জিত হয় সবই ব্যয়িত হয় এবং যাহা উৎপাদিত হয় তাহার মূল্যই হইল উপার্জন। আয়, ব্যয়, উৎপাদন—পরস্পরের সমান। আয় ও ব্যয়ের দ্বারা সূচিত হইতেছে ভোগকৃত সামগ্রী ও কার্য, উৎপাদনের দ্বারা সূচিত হইতেছে উৎপাদিত সামগ্রী ও কার্য।

যদি দেখা যায় যে সমাজে কেহ কেহ সঞ্চয় করিতেছে তাহা হইলে "জাতীয় আয়" এবং "জাতীয় উৎপাদন" যে সমান হইবে না, তাহা নহে; শুধুমাত্র "উৎপাদনের প্রবাহ" (flow of output) এবং "ব্যয়ের প্রবাহ" (flow of expenditure)—ইহাদের প্রত্যেকেই দ্বিখণ্ডিত হইবে কিন্তু একদিকের একটি খণ্ড অপরদিকের আর একটি খণ্ডের সহিত সমান হইবে। জাতীয় আয়—অর্থাৎ জাতীয় ব্যয়—একদিকে ভোগসামগ্রীর উপর ব্যয় এবং অপর দিকে সঞ্চয়, এই দুইটির মধ্যে ভাগাভাগি হইবে:

জাতীয় আয় (জাতীয় ব্যয়)

ভোগসামগ্রীর উপর ব্যয় | সঞ্চয়

অপর পক্ষে "জাতীয় উৎপাদন" একদিকে "ভোগসামগ্রীর-উৎপাদন" ও অপরদিকে "পুঁজি সামগ্রী" বা "বিনিয়োগ সামগ্রীর" উৎপাদন—এই দুইটির মধ্যে ভাগাভাগি হইবে।

জাতীয় উৎপাদন

ভোগসামগ্রীর উৎপাদন | পুঁজি সামগ্রীর উৎপাদন

ইহার অর্থ হইতেছে যে আমরা যে আয় করি তাহার কিছু অংশ ব্যয় করি এবং কিছু অংশ সঞ্চয় করি। যে অর্থ ব্যয় করি তাহা ভোগসামগ্রীর ক্রয়ে

ব্যয়িত হয়, সুতরাং উহা হইল উৎপাদিত ভোগসামগ্রীর মূল্যের সমান অপরপক্ষে, আয়ের যে অংশ সঞ্চয় করি উহার দ্বারা পুঁজি সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়। কোন কারণে সমাজে সঞ্চয় বাড়িলে ভোগসামগ্রীর চাহিদা কমিয়া যায় বটে, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে সুসংগঠিত আধুনিক সমাজে লোকে যাহা সঞ্চয় করে, তাহা ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি অর্থ-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রদত্ত ঋণের মাধ্যমে এবং সরকারের মাধ্যমে (সরকারও লোকের সঞ্চয় সংগ্রহ করেন) পুঁজি-সামগ্রীতে রূপান্তরিত হয়।

"উৎপাদন" হইল পুঁজি-সামগ্রী ও ভোগসামগ্রীর উৎপাদনের যোগফল এবং "আয়" হইল সঞ্চয় ও ব্যয়-এর যোগফল। যেহেতু "ব্যয়' হইল উৎপাদিত ভোগসামগ্রীর মূল্যের সমান এবং সঞ্চয় হইল উৎপাদিত পুঁজি-সামগ্রীর মূল্যের সমান, সেহেতু জাতির আয় ও জাতির উৎপাদন সমান। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইলে আয়ের বৃদ্ধি সম্ভব নহে। জাতির যথার্থ আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে, উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। দেশের মধ্যে যদি শুধুমাত্র বেশী করিয়া মুদ্রা (money) সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে টাকার অঙ্কে লোকের আয় বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু উহা যথার্থ "জাতীয় আয়"—এর বৃদ্ধি নহে। মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে, লোকের আয় বৃদ্ধির দরুণ লোকে যদি বেশী করিয়া ব্যয় করে এবং ঐ ব্যয়ের দরুণ জিনিষ পত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদনের প্রচেষ্টা যদি বৃদ্ধি পায়, কেবলমাত্র তাহা হইলেই জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু এক বৎসরের তুলনায় অপর এক বৎসরে জাতীয় আয় যথার্থ কতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা হিসাব করিতে গেলে, মুদ্রাস্ফীতির দরুণ দাম স্তরের যে বৃদ্ধি ঘটে তাহা খতাইয়া দেখিতে হইবে এবং যথার্থ হিসাবের দ্বারা উহা বাদ দিতে হইবে।

Q. 5. "The mere fact that national income is increasing is no proof that the country is better off." Elucidate.

or, Does an increase of natinal income always show economic progress ?

Ans. ব্যক্তি-জীবনে যেরূপ আয় বৃদ্ধির দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নতি সূচিত হয়, সমষ্টিগত জীবনেও সেইরূপ জাতীয় আয়-এর বৃদ্ধির দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই কারণে আধুনিক সকল সভ

দেশই জাতীয় আয় সম্পর্কে খুব সচেতন এবং রাষ্ট্র অর্থনৈতিক জীবনে কার্য্যকরী সহায়তা প্রদান করিয়া জাতীয় আয় যাহাতে বাড়ে তাহার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি কি পরিমাণে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিচয় দেয় তাহা বিচার করিবার সময়ে যথেষ্ট সাবধনতা অবলম্বন প্রয়োজন। পূর্বেকার তুলনায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি দেখিলেই, তদনুপাতে দেশের আর্থিক উন্নতি ঘটিয়াছে এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। ইহার একাধিক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয় টাকার অঙ্কে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে যথার্থ ধনসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা আবার কোনরূপ ধন-সম্পদ বৃদ্ধি না ঘটিয়া নিছক টাকার অঙ্কে দামস্তর বৃদ্ধির দ্বারা। সুতরাং দামস্তর যদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহা হইলে জাতীয় আয়ে যথার্থ বৃদ্ধি না ঘটিলেও টাকার অঙ্কে বৃদ্ধি দেখা যাইবে, কিন্তু উহা আসলে কোনই বৃদ্ধি নহে।

(২) পূর্বে যদি দেশের জনসংখ্যা কম ছিল এরূপ হয় কিন্তু পরে লোক সংখ্যা বাড়িয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে জাতীয় আয় বাড়িলেও উহার অনুপাতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সূচিত হইবে না। লোকসংখ্যা বাড়িলে বুঝিতে হইবে যে অনেক বেশী লোকে শ্রম দিয়াছে। জাতির সম্পদ উৎপাদনে অনেক বেশী লোক নিযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং বর্ধিত জাতীয় আয় বর্ধিত জনসংখ্যার মধ্যে বণ্টিত হইতে হইবে, ঐ 'জাতীয় আয়'-এর দ্বারা আগের তুলনায় বেশী লোকের ভরণ পোষণ সম্ভব করিতে হইবে। অতএব মোট জাতীয় আয় বাড়িলেও, গড় মাথা পছু আয় (per capita income) বাড়িবে না, সুতরাং গড়ে এক একজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অবকাশ বাড়িবে না।

(৩) পূর্বে যে সকল কাজ লোকেরা নিজেরা ঘরেই করিয়া লইতে পারে সেই সকল কাজ বেচা-কেনা হইতে পারে। ইহাতে নূতন বাণিজ্য সৃষ্টি হইল, কিন্তু নূতন সামগ্রী উৎপাদন সূচিত হইল না। কোন বাড়তি ধনসম্পদ সৃষ্টি না হওয়ায়, যথার্থ আয়-এর বৃদ্ধি ঘটিল না। যথা, এরূপ যদি হয় যে আগেকার তুলনায় এখন বহু হোটেল স্থাপিত হইয়াছে এবং বহু লোকে ঘরের রন্ধন না খাইয়া হোটেল হইতে আহার্য্য কিনিয়া খাইতেছে, তাহা হইলে হোটেল

মালিকদের ও কর্মচারীদের আয় জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি দেখাইবে, কিন্তু তদনুপাতে বাড়তি সামগ্রী ও কার্য্য সৃষ্টি হইয়াছে বলা যাইবে না।

(৫) যুদ্ধের মধ্যে জাতীয় প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাইয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু জাতীয় আয়ের এই বৃদ্ধি করিতে গিয়া সমাজ নানাভাবে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে,—যথা অবকাশ বিসর্জন দিয়া, স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া বা যন্ত্রপাতির নিয়মিত পুনর্স্থাপন (replacement) স্থগিত রাখিয়া। ইহাতে জাতির ভবিষ্যতের উৎপাদন ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়। জাতীয় আয় তখন জাতির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ এর সঠিক পরিমাপ করিতে পারেনা।

Q 6. Write a brief explanatory note on social accounting.

Ans. ফেয়ার্ক্রেশ একটি বিশেষ ধরণের ব্যাপক হিসাব—অর্থাৎ সামাজিক হিসাব নিকাশ (social accounting) এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উপাদানের উপর ভিত্তি করিয়া এবং জাতীয় আয়ের গতি প্রবণতা দেখাইবার জন্য নানারূপ হিসাব নিকাশ একত্রিত করিয়া সামাজিক হিসাব নিকাশ (social accounting) রচনা করা চলে। সমগ্র দেশের (বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যের) বিভিন্ন প্রকার হিসাব একত্রিত করিলে উহা হইবে সামাজিক হিসাব নিকাশ। এই বিভিন্ন প্রকার হিসাবের মধ্যে তুলনা করিলে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ঘটনা বা কার্যের মধ্যে কতখানি মিল হইতেছে বা গরমিল হইতেছে তাহা বুঝা যাইবে। ধরা যাক্ সকল লোকের ব্যক্তিগত আয়ের (খাজনা, সুদ, মজুরী প্রভৃতি বিষয় হইতে যে ব্যক্তিগত আয় হইয়াথাকে) যদি একটি হিসাব রচনা করি এবং সকল লোকের ব্যয় ও সঞ্চয়েরও হিসাব রচনা করি তাহা হইলে উহাদের মধ্যে মিল হইল কিনা তাহা দেখিয়া বুঝা যাইবে জাতীয় আয়ের হিসাব ঠিক হইয়াছে কিনা। আবার সমাজের সমগ্র সঞ্চয়ের যদি হিসাব করি এবং সমাজের যত পুঁজি-সামগ্রী (capital g ods) সৃষ্টি হইতেছে তাহার হিসাব করি, তাহা হইলে দেশের মধ্যে পুঁজি সামগ্রীর জন্য ব্যয় দেশের সঞ্চয়ের দ্বারা কুলাইতেছে কিনা তাহা বুঝা যাইবে। এই ভাবে, আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, পুঁজি-সামগ্রী সৃষ্টি, আমদানী, রপ্তানী আন্তর্জাতিক লেনদেন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের স্বতন্ত্র হিসাব রচনা করা হইলে, উহাদের মধ্যে তুলনা করিয়া

কোন্ হিসাবটি কতখানি ঠিক তাহা বুঝা যাইবে এবং উহাদের পারস্পরিক সম্পর্কও বুঝা যাইবে।

সামাজিক হিসাব নিকাশের অন্যান্য গুরুত্বও রহিয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে কি কি প্রধান পরিবর্তন ঘটিতেছে, কোন্ কোন্ প্রধান ক্ষেত্রে কি ধরণের এবং কি পরিমাণে অগ্রগতি সাধিত হইতেছে, তাহার মোটামুটি পরিচয় সামাজিক হিসাব নিকাশ হইতে পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কোন্খানে বেশ সামঞ্জস্য বিধান হইয়াছে এবং কোন্খানে সামঞ্জস্য হয় নাই—অসামঞ্জস্য ঘটিলে উহা কতখানি, তাহা এই হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। লোকেদের ব্যয়ের যদি হিসাব নিকাশ করা হয়, তাহা হইলে ক্রেতাদের পছন্দ কোন্ দিকে কিরূপ পরিবর্তন হইতেছে, তাহাদের দ্বারা ক্রীত সামগ্রীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর—যথা দীর্ঘস্থায়ী সামগ্রীর, বিদেশ হইতে আমদানী করা সামগ্রীর বা অধিক কর-আরোপিত সামগ্রীর অনুপাত কতখানি তাহা বুঝা যাইবে। সঞ্চয় ও পুঁজি ব্যয়ের হিসাবের উপকারিতা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

তবে একমাত্র এইরূপ সামাজিক হিসাব নিকাশ হইতেই অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলি বুঝিতে পারা যাইবে উহার জন্য অন্য কোন সূত্র নাই, এরূপ ধারণা করিলে ভুল হইবে। বাস্তবক্ষেত্রে আধুনিক সকল দেশেই উহা বুঝিবার নানারূপ পদ্ধতি আছে। তবে সামাজিক হিসাব নিকাশ রূপে যাহা বলা হইল ঐ ধরণের হিসাব হইতে জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনের একটি সামগ্রিক এবং সুসমঞ্জস রূপ আমরা দেখিতে পাই। অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তনগুলি সামাজিক হিসাব নিকাশের সাহায্যে পূর্ব-জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করা সম্ভব হয়। বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক জীবনে অতীতে কি ঘটিয়াছে এবং বর্তমানে কি ঘটিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলে ভবিষ্যতে কি ঘটানো উচিত এবং কিভাবে উহা ঘটানো যাইতে পারে তাহার ধারণা লাভ করা যায়; অর্থাৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনায় অনেক সাহায্য হয়।

Q. 7. Discuss briefly the effects upon the National Income of a country of the following :

(a) An increase in private investment expenditure ;

(b) A rise in the desire to save ;

(c) **An increase in taxes levied by the Government.**

Ans. Increase in private investment expenditure : উপার্জনকারীরা তাহাদের উপার্জনের একাংশ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করে। সরাসরি ভোগ্যবস্তুতে ব্যয় না করিয়া তাহারা স্থায়ী উৎপাদক সঙ্গতি সৃষ্টি করিতে পারে। এইরূপ উৎপাদক সঙ্গতি যদি লোকে সৃষ্টি করিতে চাহে, তাহা হইলে উহা "নীট জাতীয় উৎপাদনের" (Net National product) —এর অন্তর্ভুক্ত হইবে। সেই কারণেই, নীট জাতীয় উৎপাদন বলিতে যাহা বুঝায়, অর্থাৎ জাতীয় আয়, উহা শুধুমাত্র ভোগ্যবস্তু ও কার্যের সমষ্টি নহে, উহার সহিত নীট বিনিয়োগ যুক্ত করিতে হয়। এই নীট বিনিয়োগ, অর্থাৎ পুঁজি-সামগ্রী, সৃষ্টির মধ্যে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয় : (১) ঘড়বাড়ীর সংখ্যায় নীট যোগসাধন ; (২) যন্ত্রপাতির পরিমাণে নীট যোগসাধন এবং (৩) মজুদ মালে নীট যোগসাধন (inventories)। দেশের অর্থনীতি যদি উন্নতি লাভ না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে দেশের পুঁজি-সামগ্রীর পরিমাণ একই থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু সমাজ যদি নিজের পুঁজি-সামগ্রীতে যোগসাধন করে, যে পরিমাণে উহার ক্ষয় ক্ষতি হইতেছে তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে উহাতে যোগ করা হইতেছে এরূপ হয়, তাহা হইলে নীট জাতীয় উৎপাদন চলতি ভোগকার্য্য অপেক্ষা বেশী হইবে। ("NNP exceeds consumption by positive net investment".) সুতরাং নীট বিনিয়োগ যত বাড়িবে, নীট জাতীয় উৎপাদন অথাৎ জাতীয় আয় ততই বাড়িবে।

কিন্তু "ততই বাড়িবে" বলিতে ঠিক সমান সমান বাড়িবে এইরূপ বুঝানো হইতেছে না। "নীট বিনিয়োগ" অর্থনীতির উপর উহার "গুণক ফলাফল" (multiplier effect) ঘটায়। যতটাকার নীট বিনিয়োগ হয়, জনসাধারণের উপার্জনের বৃদ্ধি হয় তাহা অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশী। একশত টাকা বিনিয়োগ বাড়িবার দরুণ জনসাধারণের উপার্জন যত পরিমাণে বাড়ে তাহা হইল বিনিয়োগের গুণক ফলাফল ; যদি ধরা যায় যে ১০০ টাকা নূতন বিনিয়োগ করিলে, অর্থাৎ বিনিয়োগ-বস্তু সৃষ্টিতে খরচা করিলে, শেষ পর্য্যন্ত জনসাধারণের উপার্জন ৩০০ টাকা বাড়িল

তাহা হইলে গুণক হইল ৩। নীট বিনিয়োগ বাড়িলে জনসমষ্টির মোট আয়, জাতীয় আয়, ঠিক যে পরিমাণে বিনিয়োগ বাড়িয়াছে নিছক সেই পরিমাণেই বাড়িবে না, উহার কয়েকগুণ বাড়িবে।

A rise in the desire to save : সাধারণত: আমাদের ধারণা যে লোকে যত সঞ্চয় করিবে, ততই ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণ। কিন্তু অর্থনৈতিক কার্যকারণ ঠিকমত বিশ্লেষণ করিলে, ইহা ভ্রান্ত বলিয়া মনে হইবে —বিশেষ করিয়া যখন পূর্ণ নিয়োগ (full employment)-এর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় নাই। বিনিয়োগের সহিত যেরূপ উপার্জনের গুণক (multiplier) সম্পর্ক আছে,—১০০ টাকার বিনিয়োগ বাড়িলে যেমন ৩০০ টাকার উপার্জন বাড়িতে পারে,—সেরূপ সঞ্চয় (saving)-এর সহিতও উপার্জনের গুণক সম্পর্ক আছে। সঞ্চয় হইল ভোগকার্য্য, অর্থাৎ ব্যয়-এর বিপরীত ; ভোগ-এর জন্য ব্যয় বাড়াইলে সঞ্চয় কমে এবং ভোগের জন্য ব্যয় কমাইলে সঞ্চয় বাড়ে। বিনিয়োগ যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে সঞ্চয় বাড়িলে লোকে কম করিয়া ভোগ সামগ্রী ক্রয় করে ; ইহাতে ভোগ সামগ্রীর বিক্রয় কমিয়া যায়, উৎপাদনকারীদের লোকসান হয়। উৎপাদনকারীরা উহাতে উৎপাদন কমাইয়া দেয়। উহাতে লোকে বেকার হয় এবং উপার্জন কমিয়া যায়। উহাতে লোকে আরও খরচ বাঁচাইবার চেষ্টা করে ; কিন্তু উৎপাদনকারীরা তাহার ফলে আরও উৎপাদন কমাইয়া দেয় এবং জনসাধারণের উপার্জন আরও কমিয়া যায়। উপার্জনের উপর সঞ্চয় বৃদ্ধির এই ফল গুণক-সম্মত ; ১০০ টাকার বেশী সঞ্চয় করিলে শেষপর্য্যন্ত হয়তো দেখা যাইবে জনসাধারণের উপার্জন ৩০০ টাকা কমিয়া গিয়াছে। যতক্ষণ না "সঞ্চয়" পুনরায় বিনিয়োগ এর সহিত সমান হয়, ততক্ষণ সঞ্চয় বৃদ্ধি উপার্জনকে কমাইতে থাকিবে ; অর্থাৎ লোকের উপার্জন যখন এত কমিয়া যাইবে যে তাহারা অতিরিক্ত দারিদ্র্য প্রপীড়িত হইয়া আর সঞ্চয় করিতে পারিবে না—এবং উৎপাদনকারীরা যতখানি বিনিয়োগ করিতে চাহিবে উহা অপেক্ষা তাহারা বেশী সঞ্চয় করিবে না—তখন উপার্জনের হ্রাস থামিবে।

ইহাকেই বলা হয় "মিতব্যয়িতার বিপরীতধর্মী ফল" (paradox of thrift)। মিতব্যয়িতা ব্যক্তিগত গুণরূপে গ্রাহ্য, কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে যাহা গুণ, সমষ্টির পক্ষে তাহা ক্ষতিকর হইতে পারে, বিশেষ করিয়া দেশের

আর্থিক কাঠামো যখন পূর্ণ-নিয়োগের (full employment) স্তরে থাকে না, পূর্ণ নিয়োগের নিচে থাকে। পূর্ণ-নিয়োগের স্তরে, লোকে বেশী করিয়া ভোগ করিতে থাকিলে পুঁজি সামগ্রী উৎপাদনে টান পড়িবে; তখন ভোগকার্য্য (consumption) একটু কমাইয়া সঞ্চয় একটু বাড়াইলে দেশের ভাল হইবে। কিন্তু এইরূপ পূর্ণ নিয়োগের পরিস্থিতি সচরাচর ঘটে না। অপূর্ণ নিয়োগের স্তরে (less than full employment) বেশী করিয়া সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিলে, শেষপর্যন্ত সঞ্চয় কমিয়াই যাইবে। সেইজন্যই স্যামুয়েলসন বলিয়াছেন, "Under conditions of unemployment the attempt to save may result in less, not more, of saving." একজন বেশী সঞ্চয় করিলে সে অপরকে কম অর্থ প্রদান করিবে। সুতরাং অপর কাহারও উপার্জন উহাতে কমিয়া গেল। যে ঐ পরিমাণ অর্থ হইতে বঞ্চিত হইল, তাহার ক্রয় ক্ষমতা কমিয়া গেল। সকলেই এক সঙ্গে বেশী করিয়া সঞ্চয়ের চেষ্টা করিলে সকলেই উহাতে সফল হইতে পারে না। তবে তাহাদের এই সম্মিলিত চেষ্টায় "মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা"(velocity of money) কমিয়া যাইবে—আর, অনিবার্য্যভাবে কমিবে "জাতীয় আয়"।

An increase in taxes levied by the Government : সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এর সমতার দ্বারা যেখানে উপার্জনের স্তর নির্ধারিত হয় সরকারের কর-নীতি বা ব্যয়-নীতি পরিবর্তন করিলে, উপার্জনের স্তর আর ঐখানে থাকিতে পারে না। সর্বসাধারণে মোট যে উপার্জন করে তাহা সম্পূর্ণটাই "ব্যবহার যোগ্য উপার্জন" (disposable income) নহে "নীট জাতীয় উৎপাদন" (Net National Product) বলিতে যাহা বুঝায় তাহা পুরাপুরি কখনই লোকেদের হস্তগত হয় না। মুনাফা, মজুরী সুদ ও খাজনা ইহাদের উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপিত থাকে ; ইহা ছাড়া বিক্রয় কর, আমদানী রপ্তানী শুল্ক প্রভৃতি পরোক্ষ করও আছে। কর বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয়। সুতরাং নীট উৎপাদন বা আয় হইতে কর এর অর্থ বাদ দিতে হইবে। আর একটি জিনিস উহা হইতে বাদ দিতে হইবে,—কোম্পানীসমূহের অবণ্টিত মুনাফা (undistributed corporate profit)। নীট উৎপাদন হইতে এই দুইটি বিষয় বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা হইল "ব্যবহারযোগ্য উপার্জন।"

আমরা ভোগকার্যের জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিব তাহা এই "ব্যবহারযোগ্য উপার্জন" (disposable income)-এর ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়। সুতরাং সরকার যদি নিজের ব্যয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া (সরকারের ব্যয় হইতে সাধারণের উপার্জন ঘটে) করের পরিমাণ বাড়াইয়া দেন, তাহা হইলে আসল "ব্যবহার যোগ্য উপার্জন" কমিয়া যাইবে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল, লোকে আগের মত আর ব্যয় করিতে, অর্থাৎ ভোগ্য পণ্য কিনিতে, পারিবে না। একজন যাহা কিনিতেছে না, অপর একজন তাহা বেচিতে পারিতেছে না ; সুতরাং সকলেরই আয় কমিয়া যাইবে এবং সাধারণভাবে কর্মসংস্থানের স্তর নামিয়া যাইবে ; "নীট জাতীয় উৎপাদন" বা "জাতীয় আয়" কমিয়া যাইবে।

অষ্টম অধ্যায়

বাণিজ্যচক্র ও বেকারতত্ত্ব
(Trade Cycle and Unemployment)

Q. 1. What are "business cycles" ? Describe briefly the course of a typical business cycle

What is meant by a "trade cycle" ? Describe carefully the different phases of a trade cycle

Ans. ব্যবসা বাণিজ্য সব সময়ে একই ভাবে চলে না। কখনও দেখা যায় ব্যবসায়ীদের বেশ লাভ হইতেছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জগৎ বেশ সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে। কখনও দেখা যায় ব্যবসায়ীদের লাভ কমিয়া যাইতেছে, এমন কি লোকসানের উদ্ভব হইতেছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জগৎ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িতেছে। ইহা কোনও একটি দুইটি বিচ্ছিন্ন শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই ঘটিতেছে না। ইহা সকল ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই সাধারণ ভাবে ঘটিতেছে। অর্থনীতিবিদ্‌গণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এই উঠতি এবং পড়তি সর্বদাই চক্রাকারে ঘুরিতেছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর—মোটামুটি ১০ বৎসর—এই চক্র একবার পুরাপুরি ঘুরিয়া যায়। ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্পের জগতে, সমৃদ্ধি ও মন্দার এই চক্রাকারে প্রঘূর্ণনকে

বাণিজ্যচক্র (trade cycle or business cycle) বলা হয়। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল যে শিল্প বাণিজ্যের যখন সমৃদ্ধি ঘটে তখন উহার মধ্যেই ঐ সমৃদ্ধি ধ্বংসের বীজ উপ্ত থাকে এবং উহা ক্রমশঃ কার্যকরী হইয়া মন্দা সৃষ্টি করে; অপর পক্ষে যখন মন্দা পূর্ণমাত্রায় আসিয়া যায় তখন উহার মধ্যেই ক্রমশঃ মন্দা অতিক্রম করিবার শক্তি সৃষ্টি হয় এবং মন্দা চরমে পৌঁছাইলে এই শক্তি কার্য্য করিতে থাকে। ফলে শিল্প বাণিজ্য ক্রমশঃ মন্দা কাটাইয়া উঠে। কীন্‌স্ বাণিজ্য চক্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "বাণিজ-চক্র ক্রমবর্দ্ধমান দামস্তর এবং অল্প বেকারত্ব অনুপাতের দ্বারা চিহ্নিত ভালো ব্যবসা বাণিজ্যের সময় লইয়া গঠিত যাহা হ্রাসমান দামস্তর ও উচ্চ বেকারত্ব অনুপাতের দ্বারা চিহ্নিত ব্যবসাবাণিজ্যের দুঃসময়ের সহিত পালা করিয়া পরিবর্তিত হয়"। ("A trade cycle is composed of periods of good trade characterised by rising prices and low unemployment percentages alternating with periods of bad trade characterised by falling prices and high unemployment percentages"—Keynes)

বাণিজ্যচক্রের গতি পর্যবেক্ষণ করিলে উহার মধ্যে চারিটি পর্য্যায় বা স্তর দেখিতে পাওয়া যায়: উঠতি (revival), সমৃদ্ধি (prosperity), সঙ্কট ও পড়তি (crisis and recession) এবং মন্দা (depression)। ইহার মধ্যে সর্বোচ্চ শিখর হইল সমৃদ্ধি এবং সর্বনিম্ন গহ্বর হইল মন্দা।

মন্দা হইতে যদি সুরু করা হয় তাহা হইলে পরবর্ত্তী ধাপ হইবে উঠতি: মন্দার সময়ে যে ব্যবসায়বাণিজ্যের জগতে চরম হতাশা সৃষ্টি হয়, উঠতির সময় তাহা ক্রমশঃ কাটাইয়া উঠিতে দেখা যায়। ব্যবসায়ে ক্রমশঃ আস্থা ফিরিয়া আসে, বেপারীগণ বেশী করিয়া মাল মজুদ করিবার জন্য উৎপাদনকারীদের নিকট বেশী করিয়া মালের বরাত দেয়। ইহাতে উৎপাদনকারীরা বেশী করিয়া যন্ত্রপাতি কিনিবার উদ্যোগ করে। যন্ত্রপাতির উৎপাদনকারী এবং ভোগসামগ্রীর উৎপাদনকারী, উভয়ই বেশী করিয়া কাঁচামাল ক্রয় করে এবং শ্রমিক নিয়োগ করে। ইহাতে জনসাধারণের পক্ষে বেশী করিয়া চাকুরী সংগ্রহ এবং উপার্জন করা সম্ভব হয়। আয় বেশী হইলে, ব্যয় বাড়ে। উহাতে উৎপাদনকারীদের এবং সাধারণ ভাবে ব্যবসায়ীদের লাভ বাড়ে। তাহারা আরও উৎপাদনের আয়োজন করিতে উৎসাহিত হয়; ইহাতে আবার

কর্মসংস্থান এবং উপার্জন বাড়ে ; লোকে বেশী আয় করিয়া বেশী ব্যয় করে এবং ব্যবসায়ীদের লাভ বাড়াইয়া দেয়।

কর্মসংস্থান এবং উপার্জনের বৃদ্ধি এবং উহার দরুণ ব্যবসায়ীদের ও শিল্পমালিকদের লাভ বৃদ্ধি, উহার দরুণ পুনরায় কর্মসংস্থান ও উপার্জন বৃদ্ধি—ক্রমশঃই ইহারা ত্বরান্বিত হইতে থাকে। এইভাবে উঠতি ত্বরান্বিত হইয়া উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়। ইহাই হইল **সমৃদ্ধি**। এই সময়ে পরিপূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার সীমা আসে, দাম ক্রমশঃ বাড়ে কিন্তু লোকের হাতে যথেষ্ট পয়সা থাকায় আশাবাদিতার আবহাওয়া সৃষ্টি হয় খুব বেশী, ভোগসামগ্রীর দ্রুত উৎপাদন বাড়ে, বেকারের সংখ্যা ন্যূনতম হয় এবং চতুর্দিকে সুখ সমৃদ্ধি ছড়াইয়া পড়ে।

সমৃদ্ধি একবার সৃষ্টি হইলে আপনার ঝোঁকে আপনি উহা নিজেকে টানিয়া লইয়া চলে। কিন্তু ঐ সময়েই উহার মধ্যে ক্রমশঃ এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যাহা ভিতর হইতে সমৃদ্ধিকে ধ্বংস করিতে থাকে। উৎপাদন বাড়িতে বাড়িতে শেষ পর্য্যন্ত উৎপাদক উপাদানে (factors of production) টান পড়ে। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগানে টান পড়ে ; ইহাদের যোগান অপেক্ষাকৃত সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন : কোনও কোনও কাঁচামালের যোগান, একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রান্ত হইবার পরে, সম্পূর্ণরূপেই সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন হইয়া পড়ে। দক্ষ শ্রমিকেরও টান পড়ে। অক্ষম অযোগ্য শ্রমিককেই বেশী পয়সা দিয়া নিয়োগ করিতে শিল্পপতিরা বাধ্য হয়। ইহাদের সংযুক্ত ফলে উৎপাদনের খরচা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। অপরদিকে উৎপাদনের ঝোঁকে ক্রমান্বয়ে বেশী উৎপাদনের দরুণ দামস্তর কমিতে থাকে। পূর্বের দাম বজায় রাখা ক্রমশঃই দুরূহ হয়। পূর্বেকার লাভের আশা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির উন্মাদনা ক্রমশঃ স্তিমিত হইতে থাকে। অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ এবং অত্যুৎসাহী কারবারীদের প্রথমে পতন ঘটে ; ইহাতে বেকারের সংখ্যা বাড়ে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে ত্রাসের সঞ্চার হয়। সকলেই তখন লোকসান পরিহারের জন্য সাবধান হইয়া যায় এবং উৎপাদন কমাইতে থাকে। ইহাতে লোকের উপার্জন কমিয়া যায় বলিয়া লোকসানের সম্ভাবনা বাস্তব রূপ ধারণ করে। ব্যবসায় জগতে **সঙ্কট** ঘনাইয়া আসে। প্রত্যেকে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য

এবং লোকসান পরিহারের জন্য যথাসম্ভব উৎপাদন কমাইতে ব্যগ্র হয়—ইহাতে উৎপাদনও কমে, উপার্জনও কমে। ইহা বাণিজ্য জগতের **পড়তি**।

পড়তির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইল মন্দা। ব্যবসাদারদের লোকসান হয়, তাহারা লোকসান এড়াইতে গিয়া আরও লোকসান খায়। লোকের আয় কমিয়া যায়, তাহারা জিনিসপত্র কিনিতে পারে না; গুদামে মাল জমিয়া উঠে, বিক্রয় হয় না। দামস্তর অতিরিক্ত কমিয়া যায় কিন্তু অধিকাংশ লোকেই বেকার হইয়া পড়ে বলিয়া সামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা লোকের থাকে না। কারবার একে একে ফেল পড়িতে থাকে, চতুর্দিকে হাহাকার উঠিতে থাকে। লোকের যেন আর দিন চলে না। **ইহাই মন্দা** (depression)।

কিন্তু মন্দাও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। মন্দা যতই চলিতে থাকিবে ততই উহার ভিতর হইতে মন্দা কাটাইয়া উঠিবার শক্তি সৃষ্টি হইবে। মজুদ মাল ফুরাইয়া গেলে সামগ্রীতে টান পড়িবে; উৎপাদন খুব কমিয়া যাইবার দরুণ দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিবে। ক্রমশঃই আশাবাদিতা ফুটিয়া উঠিবে এবং উঠ্তির উপাদান সৃষ্টি হইবে।

Q. 2. Discuss tha theory of trade cycle that you consider proper

Ans. বাণিজ্য চক্র কেন ঘটে তাহার কারণ বিশ্লেষণে অনেক অর্থনীতিবিদ অনেক অভিমত বা তথ্য প্রদান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কীন্‌স প্রদত্ত "পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার" তত্ত্ব অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কীন্‌স এবং (তাঁহার অনুসরণে) অন্যান্য আধুনিক অর্থনীতিবিদদিগের মতে, বিনিয়োগসামগ্রার (investment goods) পরিবর্তনের দরুণ বাণিজ্যচক্র সৃষ্টি হইয়া থাকে। দেশের মধ্যে বিনিয়োগের উপকরণ বা পুঁজিসামগ্রী কতখানি সৃষ্টি হয় তাহা নির্ভর করে পুঁজিসামগ্রীর প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার (marginal efficiency of capital) উপর। পুঁজির (অর্থাৎ পুঁজিসামগ্রীর) প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা বাড়িলে দেশের মধ্যে পুঁজিসামগ্রী বেশী করিয়া সৃষ্টি হইবে এবং অর্থনৈতিক জীবন তখন সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইবে। বিপরীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ পুঁজিসামগ্রার প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস পাইলে, দেশের মধ্যে পুঁজি-সামগ্রীর কম করিয়া সৃষ্টি

ৃবে, অর্থাৎ বিনিয়োগ হইবে কম, এবং অর্থনৈতিক জীবন তখন মন্দার কে ধাবিত হইবে।

এক একক (unit) পুঁজিসামগ্রী বেশী করিয়া কাজে প্রয়োগ করিলে হার দরুণ যে নীট বাড়তি উৎপাদন পাওয়া যায় উহা হইল সংশ্লিষ্ট পুঁজি-মগ্রীটির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা। ইহার মধ্যে "নীট" শব্দটি লক্ষণীয়। হার তাৎপর্য্য হইল যে পুঁজি সামগ্রীটি নির্মাণের জন্য বা ক্রয়ের জন্য যে য় নির্বাহ করিতে হইয়াছে উহার উপরেও যে বাড়তি উৎপাদন বা লাভ নিয়োগকারী ঐ পুঁজিসামগ্রী হইতে পায় বা প্রত্যাশা করে তাহাই প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা"। সুতরাং একদিকে পুঁজিসামগ্রীর উৎপাদন য় এবং অপরদিকে উহা হইতে প্রত্যাশিত আয়, এই দুইটি হিসাব করিলে ুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা পাওয়া যায়; সংশ্লিষ্ট পুঁজি সামগ্রীটি সৃষ্টি করিলে, হাতে অর্থ বিনিয়োগ করিলে, উহা কতখানি লাভজনক হইবে তাহা ঝতে পারা যাইবে।

পুঁজিসামগ্রী হইতে প্রত্যাশিত আয় দুইটি বিষয়ের সহিত বিশেষ ভাবে ড়িত: একটি হইল সুদের হার, অপরটি হইল ব্যবসায়ীদের মনস্তত্ত্ব। দের হার পরিবর্তন হইলে পুঁজি সামগ্রীর উৎপাদন খরচার হ্রাস বৃদ্ধি ইয়া থাকে। আবার ব্যবসায়ীরা কতখানি আশাবাদিতার দ্বারা উৎসাহিত ইতেছে বা নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হইতেছে উহার দ্বারাও পুঁজির প্রান্তিক ৎপাদনক্ষমতা স্থির হয়। কারণ, ব্যবসায়ীরা যখন প্রফুল্ল চিত্তে আশাবাদিতায় ৎসাহিত হয়, তখন পুঁজিসামগ্রীর জন্য ব্যয় একটু বেশী হইলেও, উহারা ।নিয়োগ বাড়ায়; বিনিয়োগের দ্বারা উপার্জনের স্তর বাড়ে বলিয়া এই াশাবাদিতাই তাহাদিগকে পুরস্কৃত করে। বিপরীত ক্ষেত্রে, ভবিষ্যতের লাভ ম্বন্ধে যদি তাহারা সন্দিহান হয় তাহা হইলে তাহাদের এই নৈরাশ্যই াহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

মন্দার নিম্নতম স্তরে, ব্যবসা বাণিজ্যের চতুর্দিকেই নৈরাশ্য বিরাজ করে। ৎপাদনকারী বা বিনিয়োগকারীগণ পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা ম্পর্কে তখন অত্যন্ত নৈরাশ্যবাদী হয়। কিন্তু ক্রমশঃ পুঁজির উৎপাদনক্ষমতা াড়িবার মতন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, অথবা সুদের হারের পতন ঘটে, াথবা উভয় ঘটনাই ঘটে। উৎপাদন অত্যন্ত কমিয়া যাইবার দরুণ পূর্বেকার

মজুদ মাল ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া আসে এবং উৎপাদনকারীরা অনুভব কা যে সামগ্রী উৎপাদন বাড়াইবার সময় আসিয়াছে। নূতন উৎপাদ সঙ্গতির আবিষ্কার হইতে পারে বা নূতন উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার হইে পারে, উহাতেও নূতন বিনিয়োগ হইতে নীট লাভ প্রত্যাশা করা যাইে পারে। অপরদিকে মন্দার সময়ে ব্যাঙ্ক-এর হাতে অলস টাকা পড়িয়া থাকে এই টাকা হইতে ব্যাঙ্ক-এর কোন লাভ হয় না; বিনিয়োগের সুযোগ থাে না বলিয়া লোকের হাতেও তরল সঙ্গতি অনিচ্ছাকৃতভাবেও জমিয়া উঠে সুতরাং সুদের হার কমিয়া যায়। এই সকল কারণে মন্দা ক্রমশঃ কাটাই উঠা হয় এবং উঠ্‌তি (revival) সৃষ্টি হয়।

বিনিয়োগ বাড়িলেই গুণক ফলাফলের দরুণ (multiplier effect) এ দ্রুতগতিমূলক ফলাফলের (accelerator effect) দরুণ কর্মসংস্থান এ উপার্জন অনেক বাড়িতে থাকে। ইহার অর্থ হইল, ১০ টাকার ভোগ্যপ উৎপাদনের জন্য হয়তো প্রথমেই বিনিয়োগ পুঁজি উৎপাদন করিতে ৫০টা ব্যয় প্রয়োজন হয়। আবার ৫০টাকা বিনিয়োগ বাড়িলে, উপার্জন বা হয়তো ১৫০ টাকা। সুতরাং ভোগপণ্য উৎপাদনের যত প্রয়োজন বাড়ি এবং উহার দরুণ বিনিয়োগ বাড়িবে, ততই উপার্জন অনেক বাড়ি থাকিবে। উপার্জন বাড়িলে ব্যয় বাড়িবে এবং পুঁজিসামগ্রীর প্রান্তি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িবে, সুতরাং পুনরায় বিনিয়োগ হইবে। এইভা ক্রমশঃ সমৃদ্ধি আসিবে এবং ব্যবসা বাণিজ্য সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছাইবে

কিন্তু ক্রমশঃ যতই বিনিয়োগের অবকাশকে কাজে লাগানো হই থাকিবে, ততই নূতন পুঁজি সামগ্রীর প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা সীমা হইতে থাকিবে। ক্রমশঃই বিনিয়োগ সামগ্রীর উৎপাদন ঘটিতে ঘটি উৎপাদক উপাদানে টান পড়িবে। বিনিয়োগ সামগ্রী উৎপাদনের খর বাড়িবে। অপরদিকে সমৃদ্ধির সময়ে অর্থ বিনিয়োগের প্রচুর অবকাশ বা বলিয়া সুদের হারও বাড়িতে থাকে। ফলে বিনিয়োগকারীে আশাবাদিতা কমিতে থাকে, একে একে দুই একজন করিয়া বিনিয়োগক বিনিয়োগে অনিচ্ছুক হয়। শেষে নৈরাশ্য দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া পে শিল্পপতিরা যথাসম্ভব বিনিয়োগ কমাইয়া দেয় এবং জনগণের উপার্জন কর্মসংস্থান দ্রুতগতিতে নামিয়া যায়; তখন সঙ্কট ও মন্দা আে

পুঁজিসামগ্রীর কার্য্যকারিতার (efficiency) দ্বারা বিনিয়োগ নির্ধারিত হয় এবং বিনিয়োগের অস্থিরতা বাণিজ্যচক্র সৃষ্টি করে।

Q. 3. Discuss the different theories of trade cycle. Which of them do you prefer ?

Ans. বাণিজ্যচক্রের কারণ নির্ণয় করিয়া বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ নানারূপ মত বা তত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন। এইগুলি হইল—আবহাওয়া সংক্রান্ত তত্ত্ব, ভোগস্বল্পতার তত্ত্ব, অতিবিনিয়োগ তত্ত্ব, মুদ্রাগত তত্ত্ব এবং পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব।

(১) **আবহাওয়া সংক্রান্ত তত্ত্ব** (Climatic theory)-হার্শেল এবং জেভন্স এই মতবাদের প্রচারক। ইঁহাদের মতে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের শেষে, সাধারণতঃ দশ বৎসর অন্তর, সূর্য্যের মধ্যে কলঙ্ক-রেখা দেখা যায়। ঐ সময়ে সূর্য্য হইতে উত্তাপ বিকীরণ হয় কম এবং তাহার দরুণ কৃষিকার্য্যে ফসল উৎপাদন কম হইয়া কৃষকদের হাতে অর্থাভাব সৃষ্টি হয়। ইহাতে শিল্পজাত দ্রব্যেরও কাটতি কমে। বিনিয়োগের পতন হয়, বেকার সমস্যা উগ্র হয় এবং সর্বসাধারণের উপার্জন পড়িয়া যায়। ঐ প্রাকৃতিক কারণ দূরীভূত হইলে মন্দা কাটিয়া যায় এবং ব্যবসা বাণিজ্য সমৃদ্ধির দিকে চলিতে থাকে। এই মতবাদ কিন্তু বর্তমানে খুব বেশী অর্থনীতিবিদ গ্রহণ করেন না। কারণ সমৃদ্ধির সময়ে বিনিযোগ সামগ্রীর উৎপাদন কেন দ্রুতগতিতে বাড়ে এবং বিনিয়োগের সহিত বাণিজ্য চক্রের কি সম্পর্ক তাহা এই মতবাদ ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

(২) **ভোগস্বল্পতার তত্ত্ব** (Theory of under consumption or over-saving)—হবসন এই তত্ত্বের প্রচারক। তাঁহার মতে, মধ্যে মধ্যেই সঞ্চয়ের আধিক্য ঘটে, এবং উহার দরুণ লোকে জিনিষপত্র কম করিয়া কিনে। সঞ্চয়ের এই আধিক্য ঘটে সমাজে ধনসম্পদ বণ্টনে অসাম্যের দরুণ। যাহারা ধনী তাহারা খাইয়া পরিয়া অর্থব্যয় করিয়া উঠিতে পারে না, অপরদিকে যাহারা দরিদ্র তাহারা খাইবার পরিবার মত অর্থ ব্যয় করিতে পারে না। ধনী ইচ্ছা না করিলেও তাহার ঘরে টাকা জমিয়া উঠে, এই টাকা বিনিয়োগ করিলে উৎপাদন বাড়ে ; কিন্তু দরিদ্ররা ইচ্ছা করিলেও প্রয়োজনীয় বস্তু কিনিতে পারে না, সুতরাং উৎপাদিত বস্তু বিক্রয় হয় না। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মন্দা।

এই তত্ত্বের ত্রুটি সহজেই ধরা পড়ে। ধনীর সঞ্চয় যে বিনিয়োগ হইবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, আবার অলস সঞ্চয় যে পড়িয়া থাকে তাহারও স্থিরতা নাই, উহা বিলাসদ্রব্যেও ব্যয়িত হয় এবং বিলাস দ্রব্যে অর্থব্যয় করিলেও উহাতে পুঁজিসামগ্রীর ও শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে। অধিকন্তু এই তত্ত্ব যদি সত্যও হয় তাহা হইলে উহা "মন্দা"-কে ব্যাখ্যা করে, কিসে সমৃদ্ধি আসে তাহা, অর্থাৎ পরিপূর্ণ বাণিজ্য চক্রকে, ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

(৩) অতিবিনিয়োগ বা অত্যুৎপাদনের তত্ত্বঃ (Over investment or over-production theory)—কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ অভিমত দিয়াছেন যে অতিরিক্ত বিনিয়োগের দরুণ যে মধ্যে মধ্যে অতিরিক্ত উৎপাদন হইয়া যায় উহার দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দা সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ মুদ্রার দিক হইতে অতিবিনিয়োগ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেহ বা নিছক বস্তু উৎপাদনের দিক হইতে উহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা **স্পিটোফ এবং ক্যাসেল**। মুদ্রাগত ব্যাখ্যা যাঁহারা দেন তাঁহারা বলেন যে টাকার বাজারে একটি স্বাভাবিক সুদের হার থাকে (natural rate of interest)—যে হারে সঞ্চয়ের চাহিদা এবং যোগান সমান হয়। ব্যাঙ্ক সমূহ যদি বাজার হার (market rate of interest) স্বাভাবিক হার অপেক্ষা কম ধার্য করে তাহা হইলে ঋণের চাহিদা বাড়িবে এবং ব্যাঙ্কঋণ সৃষ্টির দ্বারা ঐ চাহিদা মিটানো হইবে। ইহাতে বাণিজ্য জগতে সম্প্রসারণ ঘটিবে। শুধু তাহাই নহে, মুদ্রাগত পরিস্থিতির উপর অর্থনৈতিক সঙ্গতির বণ্টন নির্ভর করে। ঋণের সম্প্রসারণ ঘটিলে, উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি ভোগসামগ্রীর উৎপাদন হইতে বেশী করিয়া পুঁজিসামগ্রীর উৎপাদনে চলিয়া যায়।

অধ্যাপক স্পিটোফ ও ক্যাসেল ব্যাণিজ্য চক্র বলিতে পুঁজিসামগ্রীর উৎপাদনে পরিবর্তন বুঝাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন, নূতন নূতন বাজারের উদ্ভব প্রভৃতি বিষয়ের দ্বারা বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং উহার দ্বারা অতিরিক্ত উৎপাদন ঘটে।

এই তত্ত্বের সমালোচনায় বলা যায় যে বিনিয়োগ যখন খুব বাড়িয়া যায় তখন লোকের আয়ও বাড়িয়া যায়। লোকের যদি আয় থাকে এবং অভাব

থাকে, (অভাব থাকিবেই) তাহা হইলে সাধারণ ভাবে সামগ্রী অবিক্রীত থাকিতে পারে না, কোনও কোনও বিশেষ ধরণের সামগ্রী অবিক্রীত থাকিতে পারে। ঐ বিশেষ শিল্পের মন্দা সমগ্র শিল্প বাণিজ্য জগতে ছড়াইয়া পড়িবে কি না তাহা বহু অনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে।' তাহা ছাড়া, এই মতবাদ সমৃদ্ধি কি ভাবে আসে এবং বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন স্তরগুলি (phases) কিভাবে সৃষ্টি হয় তাহা ব্যখ্যা করিতে পারে না।

[Q. Discuss the monetary theory of trade cycle (Cal.

৪। মুদ্রা তত্ত্ব (Monetary theory)—হট্রে (Hawtrey বাণিজ্য-চক্রকে একটি মুদ্রাগত ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বাট্টার হার (rate of discount) পরিবর্তনের দ্বারা মুদ্রার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটানো হয়। বেপারীগণ ঋণ করিয়া মাল মজুদ করে। সুদের হার কমিলে তাহারা বেশী করিয়া পণ্যের বরাত (order) দেয়। উহাতে উৎপাদনকারীরা বেশী করিয়া উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। উহাতে জনসমষ্টির উপার্জন বাড়ে, দামস্তর বাড়ে। কিন্তু উপার্জন ও দামস্তরের এই বৃদ্ধি ক্রমাগত চলিতে থাকিলে সুদের হারের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। তখন বেপারীগণ মালের অর্ডার দিবে কম, উৎপাদনকারীরা উৎপাদন করিবে কম, উপার্জনকারীরা উপার্জন করিবে কম এবং দামস্তর কমিতে থাকিবে।

এই তত্ত্বের ত্রুটি হইল : প্রথমতঃ. সুদের হার কেন অবশ্যম্ভাবী রূপে কমিবে বাড়িবে তাহা ব্যাখ্যা করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, সুদের হার বাড়াইয়া বিনিয়োগ সংযত করা যায় (কিন্তু তৎক্ষণাৎ নহে), কিন্তু বাণিজ্যে চরম মন্দা উপস্থিত হইলে সুদের হার কমাইলেই, উৎপাদনকারীরা উৎপাদন বাড়াইতে ছুটিয়া যায় না।

(৫) কীনসের তত্ত্ব (Keynesian theory) [Which theory do you prefer and why ? উপরে ২নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।]

Q. 4. Discuss the different methods that have been suggested for combating trade cycle.

Ans. বাণিজ্য চক্রের উঠ্তি পড়তিতে দেশের মধ্যে কখনও উৎপাদন, মুনাফা ও সাধারণ উপার্জনের স্তর খুব বাড়িয়া যায়, কখনও বা উহারা এতই

কমিয়া যায় যে জনসাধারণের পক্ষে জীবন যাত্রা নির্বাহ করা দুরূহ হইয়া উঠে। অর্থনীতিবিদগণ সেই কারণে বাণিজ্য-চক্রের আতিশয্যের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী; কখনও ভূপতি ও কখনও ভিখারী না হইয়া কি করিয়া মাঝামাঝি স্বচ্ছল জীবন যাত্রা নির্বাহ করা যায় তাহার উপায় সন্ধানের জন্য তাঁহারা আগ্রহশীল। সেই কারণে তাঁহারা বাণিজ্যচক্রের চরম পরিস্থিতি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারা যায় সে সম্পর্কে বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করিয়াছেন।

মুদ্রাগত পদ্ধতি—একধরণের পদ্ধতিকে বলা হয় মুদ্রাগত পদ্ধতি (monetary policy)। যাঁহারা বাণিজ্যচক্রের মুদ্রাগত কারণের উপর জোর দেন অর্থাৎ যাঁহাদের অভিমতে মুদ্রা সংক্রান্ত ঘটনার দরুণই বাণিজ্য-চক্র সৃষ্টি হয়, তাঁহারা প্রস্তাব করেন যে বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণের জন্য মুদ্রা-সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক বেশী করিয়া ঋণ দিলে মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে এবং বিনিয়োগ ও দামস্তর বাড়িতে থাকে; ব্যাঙ্ক কম করিয়া ঋণ দিলে মুদ্রার পরিমাণ কমে, তখন বিনিয়োগ ও দামস্তর কমিতে বাধ্য হয়। ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণের হ্রাস করণ ও বৃদ্ধি সাধন সুদের হারের বৃদ্ধি বা হ্রাসের দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু দেশের সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি সুদের হার কমাইয়া বেশী ধার দিবে কিনা, অথবা সুদের হার বাড়াইয়া ধার দেওয়া কমাইয়া দিবে কি না তাহা নির্ভর করে তাহাদের হাতে নগদ রিজার্ভ এর পরিমাণের উপর। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির উপর সুদের হার কমাইবার উৎসাহ বা বাড়াইবার জন্য চাপ দেয় এবং উহার সহিতই সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির হাতে যে নগদ রিজার্ভ থাকে তাহা প্রয়োজন মত বাড়াইবার বা কমাইবার ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের ঋণ দেওয়া বাড়াইতে উৎসাহিত হইবে বা কমাইতে বাধ্য হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক "ব্যাঙ্ক রেট" পরিবর্তন করিলে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সুদের হার পরিবর্তন করিবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক "খোলাবাজার কারবারে" (open market operations) নামিলে ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ রিজার্ভে পরিবর্তন ঘটিবে। সুতরাং বাণিজ্যচক্রের আবর্তনে দেশ যখন দ্রুতগতিতে সমৃদ্ধির দিকে যায় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত হইবে ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধি করিয়া এবং সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া চরম অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্বেই অসংযতভাবে বিনিয়োগ

বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা। আবার মন্দার চরম অবস্থা আসিবার পূর্বেই যাহাতে বিনিয়োগকারীরা নৈরাশ্য কাটাইয়া উঠিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত ব্যাঙ্করেট কমাইয়া দেওয়া এবং সিকিউরিটি ক্রয় করিয়া সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ রিজার্ভ বাড়াইয়া দেওয়া।

বাণিজ্যচক্রের উগ্রতা প্রশমনের জন্য এই মুদ্রানীতির প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রেই কিন্তু সফল হইবে এরূপ নিশ্চয়তা নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য যখন সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয় তখন শিল্পপতিদের হাতে নিজস্ব মূলধন জমিয়া উঠে, জনসাধারণের হাতে অর্থাগম হয় বলিয়া তাহারাও শেয়ার সিকিউরিটি কিনিয়া শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের জন্য ঝুঁকিয়া পড়ে। দেশের শিল্পবাণিজ্য তখন ব্যাঙ্কের ঋণের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল থাকে না। ব্যাঙ্ক-মুদ্রা হ্রাসের দ্বারা ঈপ্সিত ফল পাইতে অনেক বাধা সৃষ্টি হয়। আবার চরম মন্দার সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে যখন ত্রাসের সৃষ্টি হয় তখন ব্যাঙ্কগুলি কম সুদে বেশী টাকা ধার দিতে আগ্রহশীল হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগের স্পৃহা ফিরিয়া আসিবে, এরূপ না হইতে পারে। কিন্তু মুদ্রা নীতির প্রয়োগ যে একেবারে বিফল হইতে বাধ্য, তাহা মনে করা ভুল। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সুনির্দিষ্টভাবে এবং বেশ কিছু কাল একটি মুদ্রানীতি অনুসরণ করিতে থাকে তাহা হইলে উহা একদিন না একদিন ফলপ্রসূ হইবেই। তবে কত দ্রুত উহা ফলপ্রসূ হইবে তাহা নির্ভর করে মুদ্রানীতির সহিত অন্যান্য নীতির প্রয়োগের উপর।

এই অন্যান্য নীতির মধ্যে একটি হইল সরকারী নির্মাণ কার্যের নীতি এবং আর একটি হইল সরকারী আয় ব্যয় সংক্রান্ত নীতি।

সরকারী নির্মাণ কার্যের নীতি (Public Works Policy): সরকার তাঁহাদের নিয়মিত কর্তব্যের অঙ্গরূপেই প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া নানাবিধ সামাজিক সম্পদের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। দেশের সাধারণ উন্নতি ও জনকল্যাণের স্বার্থেই ইহা করা হইয়া থাকে ; যথা, পথ নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, সেচকার্য নির্মাণ, বিদ্যালয় ভবন ও হাসপাতাল নির্মাণ, রেলপথ নির্মাণ ইত্যাদি। এই সকল নির্মাণকার্য কখন আরম্ভ করা হইবে তাহা সরকার যদি বাণিজ্যচক্রের গতি ও প্রবণতা অনুযায়ী নির্ধারণ করেন, তাহা হইলে একদিকে মন্দা ও অপরদিকে সমৃদ্ধির উগ্রতা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাণিজ্যচক্রের স্বাভাবিক আবর্তনে যখন খুব মন্দা আসে তখন চতুর্দিকে

কোনও সরকারী উদ্যোগ বা শিল্প সৃষ্টি হয় না, সুতরাং বে-সরকারী ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে নূতন কোন সরকারী ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, সরকার এই পন্থা অবলম্বন করিলে কাহাকেও দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিয়া অর্থসাহায্য করিতেছে না। সুতরাং কেহ সরকারের নিকট হইতে অর্থসাহায্য লইয়া নিজেকে ছোট করে না। নাগরিকের আত্মসম্মান বজায় থাকে। তৃতীয়তঃ, করভার কমাইয়া দিয়া জনগণকে পরিত্রাণ দিবার জন্য সরকারকে কোন বাড়তি ব্যয় করিতে হয় না। চতুর্থতঃ, করভার হ্রাসের যে ফলাফল (অর্থাৎ লোকের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিয়া যাওয়া এবং উহা ব্যয় করা) তাহা খুব দ্রুত ঘটে। পঞ্চমতঃ, এই নূতন ব্যয়ের চাপে, জনগণ ঠিক যে ধরণের সামগ্রী ভোগ করিতে ইচ্ছা করে ঠিক সেই ধরণের সামগ্রীই উৎপাদিত হয়। তবে করভার হ্রাস পদ্ধতির অসুবিধাও আছে—বিশেষ করিয়া ইহাতে যাহারা পূর্বেই উপার্জন করিতেছে তাহাদের ক্রয়শক্তি বাড়ানো হয়; যাহারা উপার্জনের সুযোগ পায় নাই তাহাদের তৎক্ষণাৎ কোন উপকার হয় না। তাহা ছাড়া, উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের করভার কমিলে উহার বেশ কিছুটা সঞ্চয়ে চলিয়া যাইতে পারে, উহাতে করভার হ্রাসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে না, ইহা নিশ্চিত।

সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি

সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির দ্বারা জনসাধারণের হাতে সরকারী অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটানো যায়। নানা পদ্ধতিতে এবং নানা উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করানো যায় এবং বাস্তবে করানো হইয়া থাকে। নিছক সরকারী দাক্ষিণ্য স্বরূপ উহা জনগণের একশ্রেণীর হাতে অর্পণ করা যায়। ইহাতে সরকার কোন বস্তু ক্রয় করেন না, শুধু ব্যয় করিবার জন্য লোকের হাতে অর্থের যোগান দেন। অপর দিকে সরকার বড় বড় সরকারী সম্পত্তি নির্মাণের জন্য, যথা নদী উপত্যকা পরিকল্পনা, বা বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, ব্যয় করিতে পারেন। সরকার যদি সরাসরি ত্রাণমূলক সাহায্য প্রদান করেন তাহা হইলে ফলাফল ঘটে খুব দ্রুত। নির্মাণ কার্যের ফলাফল পাইতে অনেক বিলম্ব হয়। অধিকন্তু সরাসরি ত্রাণকার্যের দ্বারা কোন্ নির্মাণ কার্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত (বেসরকারী

পরিবর্তন সাধন যাহাতে বাণিজ্যচক্রের স্বাভাবিক গতির বিপরীতধর্মী শক্তি সৃষ্টি হয়। সরকার বাজেটে এরূপ অদল বদল করিতে পারেন যাহাতে মন্দার সময়ে জিনিষপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং লোকে বেশী করিয়া চাকুরী পাইতে পারে, এবং সমৃদ্ধির সময়ে যাহাতে বিনিয়োগকারীরা অযথা বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া উৎপাদনের তুলনায় লোকের হাতে অর্থাগম বেশী ঘটাইয়া না দেয়।

একটি মন্দার পরে মোট ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিলে তবেই উঠতি (recovery) শুরু হইতে পারে—হয় ভোগের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া অথবা বিনিয়োগের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া অথবা সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া। মজুদ মাল ফুরাইয়া গেলে বা যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িলে বা ভোগের ইচ্ছা বাড়িলে, ব্যয় বৃদ্ধি আপনা-আপনিই ঘটে। সুদের হার কমাইবার মুদ্রানীতি গ্রহণ করিলে এই ব্যয় বৃদ্ধিতে আরও উৎসাহ দেওয়া হয়। কিন্তু দারুণ মন্দার (severe depression) সময়ে ইহাতে ঠিক কাজ হয় না। আপনা-আপনি উঠ্‌তি ঘটাইয়া দিতে পারে এরূপ উপাদান অনেক ধীরে ধীরে কার্যকরী হয়। সুতরাং মন্দা যখন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন সরকার রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি প্রয়োগ করেন। এই নীতি দুইদিক হইতে কার্যকরী করা হয়। প্রথমতঃ জনসাধারণের উপর এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উপর করভার হ্রাস করিয়া, দ্বিতীয়তঃ, সরকার কর্তৃক বেশী পরিমাণে ব্যয় নির্বাহ করিয়া।

করভার হ্রাস

মন্দার সময়ে সরকার যদি করের হার হ্রাস করিয়া দেন তাহা হইলে লোকের হাতে টাকা বাঁচিয়া যাইবে এবং বাঁচিয়া যাওয়া টাকা তাহারা খরচ করিবে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর করভার হ্রাস করিলে তাহাদের হাতে বিনিয়োগ করিবার মতন বেশী টাকা থাকিয়া যাইবে; ইহাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বেশী খরচা হইবে। করের হার হ্রাস করিয়া দিয়া ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া নানাদিক হইতেই সুবিধাজনক। প্রথমতঃ, কর কমাইয়া দিলেই সরকার সন্তুষ্ট এবং নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে; উহার জন্য সরকারকে সক্রিয়ভাবে কোনও নূতন কাজে নামিতে হয় না। উহাতে নূতন করিয়া

কোনও সরকারী উদ্যোগ বা শিল্প সৃষ্টি হয় না, সুতরাং বে-সরকারী ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে নূতন কোন সরকারী ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, সরকার এই পন্থা অবলম্বন করিলে কাহাকেও দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিয়া অর্থসাহায্য করিতেছে না। সুতরাং কেহ সরকারের নিকট হইতে অর্থসাহায্য লইয়া নিজেকে ছোট করে না। নাগরিকের আত্মসম্মান বজায় থাকে। তৃতীয়তঃ, করভার কমাইয়া দিয়া জনগণকে পরিত্রাণ দিবার জন্য সরকারকে কোন বাড়তি ব্যয় করিতে হয় না। চতুর্থতঃ, করভার হ্রাসের যে ফলাফল (অর্থাৎ লোকের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিয়া যাওয়া এবং উহা ব্যয় করা) তাহা খুব দ্রুত ঘটে। পঞ্চমতঃ, এই নূতন ব্যয়ের চাপে, জনগণ ঠিক যে ধরণের সামগ্রী ভোগ করিতে ইচ্ছা করে ঠিক সেই ধরণের সামগ্রীই উৎপাদিত হয়। তবে করভার হ্রাস পদ্ধতির অসুবিধাও আছে—বিশেষ করিয়া ইহাতে যাহারা পূর্বেই উপার্জন করিতেছে তাহাদের ক্রয়শক্তি বাড়ানো হয়; যাহারা উপার্জনের সুযোগ পায় নাই তাহাদের তৎক্ষণাৎ কোন উপকার হয় না। তাহা ছাড়া, উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের করভার কমিলে উহার বেশ কিছুটা সঞ্চয়ে চলিয়া যাইতে পারে, উহাতে করভার হ্রাসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে না, ইহা নিশ্চিত।

সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি

সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির দ্বারা জনসাধারণের হাতে সরকারী অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটানো যায়। নানা পদ্ধতিতে এবং নানা উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করানো যায় এবং বাস্তবে করানো হইয়া থাকে। নিছক সরকারী দাক্ষিণ্য স্বরূপ উহা জনগণের একশ্রেণীর হাতে অর্পণ করা যায়। ইহাতে সরকার কোন বস্তু ক্রয় করেন না, শুধু ব্যয় করিবার জন্য লোকের হাতে অর্থের যোগান দেন। অপর দিকে সরকার বড় বড় সরকারী সম্পত্তি নির্মাণের জন্য, যথা নদী উপত্যকা পরিকল্পনা, বা বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, ব্যয় করিতে পারেন। সরকার যদি সরাসরি ত্রাণমূলক সাহায্য প্রদান করেন তাহা হইলে ফলাফল ঘটে খুব দ্রুত। নির্মাণ কার্যের ফলাফল পাইতে অনেক বিলম্ব হয়। অধিকন্তু সরাসরি ত্রাণকার্যের দ্বারা কোন্ নির্মাণ কার্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত (বেসরকারী

শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে না, অথচ সমাজের উপকারে আসিবে) তাহা বাছাই করিবার দায়িত্ব পরিহার করা যাইবে। তাহা ছাড়া সরাসরি ত্রাণ দেওয়া হয় দরিদ্রতমকে ; দরিদ্রতমরাই "ক্ষুধিততম", অর্থ পাইলেই তাহারা ব্যয় করিবে ; কিন্তু নির্মাণ কার্যের ব্যয় প্রথমে অধিকতর ভাগ্যবান-দের হাতে যায়, যথা ঠিকাদার, এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি, ইহার মোটা অংশ সেই কারণে সঞ্চিত হইয়া যাইতে পারে। তবে ত্রাণ কার্যের দ্বারা দাক্ষিণ্য সৃষ্টি হয়, উহাতে একটি অনুকম্পার ভাব থাকে। জনগণের একটি বৃহৎ অংশ কিন্তু দীর্ঘকাল অনুকম্পার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। নির্মাণ কার্যের জন্য ব্যয় করিলে এই অনুকম্পার ভাব, সুতরাং মানুষের আত্মঅভি-মানে আঘাত এড়ানো যায় ; আবার কিছু বস্তু-পুঁজিও সৃষ্টি হয়। বেকার উৎপাদক উপাদানকে কাজে লাগাইয়া দেশের শ্রম-শক্তির অপচয় নিরোধ করা যায়।

রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি কার্যকরী করিতে গেলে সরকারকে উহার জন্য বাড়তি অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। এই বাড়তি অর্থ সরকারী ঋণ সৃষ্টি করিয়া সংগ্রহ করা যায় অথবা নূতন মুদ্রা সৃষ্টি করিয়াও সংগ্রহ করা যায়।

Q 5. What are the "built in stabilizers" operating automatically in a modern economy? What the are limitations of such stabilizers?

Ans. উচ্চস্তরে কর্মসংস্থান বজায় রখিবার জন্য সরকার কর ধার্য এবং অর্থব্যয়ে তারতম্য ঘটাইয়া থাকেন। বাণিজ্য চক্রের উত্থান পতন নিরোধ করিয়া স্থিতিশীলতা বজায় রাখিবার জন্য (অবশ্য উচ্চ কর্মসংস্থানের স্তরে) রাজস্ব নীতির তারতম্য করা হইয়া থাকে। ইহার জন্য অর্থনৈতিক জীবনের প্রবণতার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হয়, ভবিষ্যতের প্রবণতাকে যথাসম্ভব সঠিক অনুমান করিয়া লইতে হয়, এবং ঠিক যথোচিত সময়ে প্রয়োজনীয় যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামো যে সম্পূর্ণরূপেই রাজস্বনীতির সামঞ্জস্য বিধানের উপরেই নির্ভর করে, পরিবর্তিত অবস্থার সংশোধনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের নিজস্ব কোনই ক্ষমতা নাই, এরূপ মনে করাও ভুল হইবে। আধুনিক যুগে সকল প্রগতিশীল দেশেরই রাজস্ব কাঠামোতে আপনা-আপনিই স্থিতিশীলতা আনিয়া দেয় এরূপ কতিপয় বিষয়-

ক্রিয়া করিতে থাকে; এইগুলি অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে গড়িয়া উঠা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, যাহা পরিবর্তিত অবস্থাকে সংশোধন করিয়া অর্থনৈতিক জীবনে স্থিতিশীলতা ফিরাইয়া আনে। এই উপাদান বা ব্যবস্থাগুলিকে স্যামুয়েলসন built in stabilizers আখ্যা দিয়াছেন। এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ স্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী উপাদানগুলি হইল নিম্নরূপ:

(১) **করলব্ধ রাজস্বের আপন-আপনি পরিবর্তন:** ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়-এর উপর সকল দেশেই ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর আরোপিত আছে। সুতরাং যখনই ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে পড়তি সৃষ্টি হয়, লোকের উপার্জন কমে, ব্যবসায়ের লাভ কমে, তখনই কর-এর হার কোনরূপ পরিবর্তন না করিলেও করসংগ্রহ আপনা-আপনিই কমিয়া যায়। আবার ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে যদি লাভ বাড়ে, উপার্জন বাড়িতে থাকে, মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে উহার যে বিপরীত অর্থাৎ সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তাহা আপনি আসিয়া যায়—করের হার না বাড়াইয়াও কর-সংগ্রহ বাড়ে। পড়তির সময়ে যে কর কমাইয়া দিতে হয় এবং উঠতির সময়ে যে কর বেশী করিয়া আদায় করিতে হয় (বাণিজ্যচক্র বিরোধী ব্যবস্থা রূপে)—ইহা কিছুটা আপনা-আপনি হইয়া যায়।

(২) **বেকারভাতা প্রদান ও অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যয়:** প্রায় সকল প্রগতিশীল দেশেই বেকারভাতা এবং অন্যান্য সাহায্যমূলক অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা বলবৎ আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য জগতে মন্দা সুরু হইলে বেকার ও আর্তের সংখ্যা বাড়ে; সুতরাং সরকারকে এমনিতেই বেকারভাতা ও অন্যান্য অর্থ সাহায্য বাড়াইতে হয়—নিয়মিত ব্যবস্থারূপেই, রাজস্বনীতির প্রয়োগরূপে নহে। সমৃদ্ধি সুরু হইলে এই বাবদ খরচা আপনি কমিয়া যায়।

(৩) **চাষী-সাহায্যের কর্মসূচী:** কৃষি সামগ্রীর দামের তারতম্য ঘটিলে চাষীকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা অনেক দেশেই আছে। লোকের অর্থব্যয় কমিবার দরুণ যখন কৃষি ফসলের দাম কমে, সরকার তখন নির্দিষ্ট মূল্যে উদ্বৃত্ত কিনিয়া লন, চাষী আর্থিক সাহায্য পায়। যখন কৃষি সামগ্রীর দাম বাড়িতে থাকে, সরকার তখন গুদাম খালি করেন, বাজারে মাল ছাড়িয়া টাকা টানিয়া লন।

(৪) যৌথ সঞ্চয় ও পারিবারিক সঞ্চয়ঃ সরকারী ব্যবস্থার বাহিরেও স্থিতিশীলতা বিধায়ী উপাদান সৃষ্টি হইয়াছে। যৌথপুঁজি কারবারের সঞ্চয় এইরূপ উপাদানরূপে কার্য করে। সমৃদ্ধির সময়ে সমস্ত লাভ ডিভিডেণ্ডরূপে বণ্টন করিয়া না দিয়া কিছুটা সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। মন্দার সময়ে এই পূর্বেকার সঞ্চয় হইতে অর্থ টানিয়া ডিভিডেণ্ড্ অপরিবর্তিতই রাখা হয়। পরিবারগুলিও তাহাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিতে চেষ্টা করে; আয় বাড়িলেই যদি তাহারা সঞ্চয় বাড়ায়, খরচা বাড়াইয়া জীবন যাত্রার মান উন্নীত করিবার চেষ্টা না করে, উহাও স্থিতিশীলতার উপাদান।

এই স্বয়ংক্রিয় স্থিতিশীলতা-বিধায়ী উপাদানগুলির কার্যক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা আছে তাহাও উপলব্ধি করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, এইগুলি পরিপূর্ণ স্থিতিশীলতা আনিয়া দিবে এই বলিয়া ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না। মন্দা ও সমৃদ্ধির মধ্যে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, তাহা এই বিষয়গুলি কিছুটা প্রশমিত করিলেও সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ইচ্ছাপূর্বক যে রাজস্বনীতি নির্দ্ধারণ ও প্রয়োগ করা হয় তাহার মধ্যে যে নমনীয়তা থাকে, পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার যে ক্ষমতা থাকে, তাহা এই স্বয়ংক্রিয় উপাদানগুলির মধ্যে থাকে না।

Q 6. Describe the factors that determine the level of employment in a country. (Degree 1963).

Ans. যে সকল ক্ষেত্রে কাজকর্ম করিয়া মানুষ উপার্জনের সুযোগ পায় সেই সকল ক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত তাহার উপরেই দেশের মধ্যে কর্মসংস্থানের স্তর নির্ভর করে বলিয়াই আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয়। কতগুলি, কত বিভিন্ন প্রকারের এবং কিরূপ আয়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, দেশের মধ্যে কতখানি জমি চাষ করা হইতেছে, কত বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসা বাণিজ্য দেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে—এই সকল বিষয় কর্মসংস্থানের স্তর নির্দ্ধারণ করে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য এবং সম্পদ উৎপাদনকারী অন্যান্য প্রয়াস লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ দিলেও, উহারা আসলে কর্মসংস্থানের (employment) স্রষ্টা নহে। উহারা যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে

তাহাদিগকেই আসলে কর্মসংস্থানের নির্দ্ধারকরূপে গণ্য করিতে পারা যায়। এই বিষয়গুলি হইল প্রধানতঃ দুইটি : ভোগকার্য্য (consumption) এবং বিনিয়োগ (investment)।

জিনিসপত্রের চাহিদা না থাকিলে জিনিষপত্র বিক্রয় হইতে পারে না। যথেষ্ট চাহিদা থাকিলে তবে উহা বিক্রয় হইবে। বিক্রয় হইলে বা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তবেই উহার উৎপাদন হইবে। ইহা যেমন বিচ্ছিন্নভাবে একটি দুইটি নির্দিষ্ট সামগ্রীর সম্পর্কে বলা যায়, সেইরূপ সামগ্রিকভাবে সকল প্রকার সামগ্রীর ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। দেশের লোকে যদি জিনিসপত্র চাহিদা করে খুব বেশী এবং ঐ চাহিদা মিটাইবার জন্য অর্থব্যয় করিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে উৎপাদনকারীরা নিজের নিজের পণ্য আরও বেশী করিয়া উৎপাদনের আয়োজন করিবে। জনসাধারণের পক্ষ হইতে জিনিষপত্রের চাহিদা যদি আরও বাড়ে তাহা হইলে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপিত হইবে। পুরাতন শিল্পের সম্প্রসারণের দরুণ এবং নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবার দরুণ, মালিকশ্রেণী বেশী করিয়া উৎপাদক উপাদন নিয়োগ করিবে। ইহাতে লোকে চাকুরী পাইবে বেশী, বেকারের সংখ্যা কমিবে। সুতরাং লোকের ফলপ্রদ চাহিদার উপর, অর্থাৎ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য অর্থব্যয়ের উপর দেশের কর্মসংস্থান নির্ভর করে।

কিন্তু লোকে অর্থব্যয় করে কিসের উপর, তাহাই প্রধানতঃ বিবেচ্য। লোকের অভাব অনেক, অর্থের অভাবেই এই সকল অভাব মিটে না। অর্থাগম হইলে লোকে অনন্ত অভাবের চাপে অর্থব্যয় করে এবং অভাব মোচনের চেষ্টা করে। কিন্তু লোকে অর্থব্যয় করে কিসের উপর? উত্তর হইল প্রথমতঃ ভোগকার্যের উপর, দ্বিতীয়তঃ বিনিয়োগের উপর। লোকে যখন সরাসরি ভোগের জন্য সাধারণ ব্যবহার্য সামগ্রা বা আরামের বা বিলাসের সামগ্রী ক্রয় করে তখন ভোগ্যপণ্যের উপরেই তাহারা ব্যয় করিতেছে বলা হয় এবং তাহাদের ঐ কার্যকে বলা হয় ভোগকার্য (consumption)। সর্বসাধারণে যেমন ভোগকার্যে ব্যয় করে, তেমনি তাহাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক আছে যাহারা ভোগকার্য ছাড়া আরও এক পর্যায়ের কার্যে ব্যয় করে; তাহা হইল বিনিয়োগকার্য (investment)। উৎপাদক বস্তু সৃষ্টির জন্য যে অর্থব্যয় করা হয় সংক্ষেপে তাহাকেই

বিনিয়োগ বলা যাইতে পারে। বিনিয়োগ সাধারণ ব্যক্তিও করিতে পারে, সরকারও করিতে পারে। উভয়ক্ষেত্রেই শ্রমিক সমেত বাড়তি উৎপাদক-উপাদানের চাহিদা বাড়ে, কর্মসংস্থান বাড়ে। আবার ইহার দরুণই লোকের হাতে বাড়তি অর্থাগম হওয়ায়, ঐ বাড়তি ক্রয়শক্তি ব্যয় করিলে ভোগকার্য বাড়ে। উভয় প্রকার ব্যয় তখন "কার্যকরী চাহিদাকে" (effective demand) বাড়াইয়া দিয়া নানাপ্রকার সামগ্রীর কাটতি বাড়ায় এবং নিয়োগ বাড়ায়।

দেশের মধ্যে মোট যত অর্থব্যয় করা হয় তাহার মধ্যে নিঃসন্দেহে ভোগকার্যের জন্য অর্থব্যয় সর্বাপেক্ষা বেশী। ভোগকার্যের জন্য লোকে কত অর্থব্যয় করিবে তাহা নির্ভর করে, কীন্‌স্ যাহাকে propensity to consume বলিয়াছেন—অর্থাৎ ভোগের স্পৃহা—তাহার উপর। একজন ব্যক্তির উপার্জন বাড়িলে, এই বাড়তি উপার্জনের যতখানি অংশ সে ভোগকার্যে ব্যয় করে—অর্থাৎ ভোগ এবং উপার্জনের মধ্যে যে অনুপাত—তাহাকেই ভোগস্পৃহা বলা হয়। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে এই ভোগস্পৃহা নির্ভর করে **প্রথমতঃ**, সমাজের ধনসম্পদ বণ্টনের ধাঁচের উপর। ইহার কারণ অপেক্ষাকৃত দরিদ্রশ্রেণীর ভোগের স্পৃহা বেশী; একজন দরিদ্র লোকের ১০ টাকা আয় বাড়িলে সে হয়তো ৯ টাকাই খরচা করিয়া দিবে কিন্তু একজন ধনীর ১০০০ টাকা আয় বাড়িলে সে সাধারণ ভোগকার্যের জন্য হয়তো ১০০ টাকা ব্যয় বাড়াইবে, অবশিষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিবে। সুতরাং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যত ধনসম্পদের সুসম বণ্টন হয় ততই ভোগস্পৃহা বাড়ে। **দ্বিতীয়তঃ**, ভোগস্পৃহা নির্ভর করে মিতব্যয়িতার দিকে ঝোঁকের উপর। **তৃতীয়তঃ**, দামের পরিবর্তন প্রবণতা বা দামস্তর পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনার উপরেও ভোগস্পৃহা নির্ভর করে। **চতুর্থতঃ**, কর-ব্যবস্থার উপরেও ভোগস্পৃহা নির্ভরশীল। উচ্চহারে কর আরোপ করিলে ব্যয়যোগ্য আয় কমিয়া যায়; আবার কয়েক প্রকারের কর আছে যাহা দরিদ্রের ক্রয়যোগ্য সামগ্রীর উপর চাপিয়া উহার দাম বাড়াইয়া দেয় (যথা বিক্রয় কর, উৎপাদন শুল্ক) এবং দরিদ্রের ক্রয়শক্তি কমাইয়া দিয়া ভোগস্পৃহা কমাইয়া দেয়।

ভোগস্পৃহা মোটামুটি খুব পরিবর্তনশীল নহে, কিন্তু বিনিয়োগ—অর্থাৎ নিয়োগ করিবার প্রবণতা—বিশেষভাবেই পরিবর্তনশীল। সেই কারণে

কর্মসংস্থানের স্তর বেশীরভাগ বিনিয়োগের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। বলাই বাহুল্য যে বিনিয়োগ নির্ভর করে বিনিয়োগের লাভযোগ্যতার উপরে; একটি বিনিয়োগ কার্য্য কি উপার্জন আনিয়া দিবে এবং উহার জন্য কি খরচা করিতে হইবে, ইহাদের সম্পর্কই হইল "লাভযোগ্যতা"। খরচার উপরে যে বাড়তি উপার্জন, উহাকে বলা হয় পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা (marginal efficiency of capital)। যে খরচার ভিত্তিতে প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বিচার করা হয় উহার মধ্যে সুদের হার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুদের হার যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত কম খরচে একটি পুঁজি সামগ্রী উৎপাদন করা যায় এবং উহার লাভযোগ্যতা অনেক বাড়িয়া যায়। সুদ ছাড়াও যে সকল বিষয়ের উপর পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা নির্ভর করে উহা হইল, ভবিষ্যতের প্রত্যাশিত চাহিদা, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, নূতন আবিষ্কার, কলাকৌশলগত উন্নয়ন (technological improvements) ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ, এক ধরণের শ্রমিক আছে যাহারা বৎসরের একটি নির্দিষ্ট ায়ে কাজ পায় কিন্তু অন্যসময়ে বেকার থাকিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ ইহারা রূপ সমাগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত হয়, যাহা প্রাকৃতিক বা আবহাওয়াগত কারণে ৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত হয়, অন্য সময়ে উৎপাদনের সুবিধা কে না বা প্রয়োজন হয় না। যথা ছাতি তৈয়ারীর কার্যে যাহারা নিযুক্ত য়, শীতকালে তাহাদের কার্য থাকে না। চাষের কাজও বারোমাস কে না। ইহাদের যে বেকারত্ব তাহাকে "ঋতুগত বেকারত্ব" (seasonal nemployment) বলা হয়। "ঋতুগত বেকারত্ব" হইল অনিচ্ছাকৃত কারত্বের একটি রূপ।

তৃতীয়তঃ, আর এক ধরণের বেকারত্ব আছে যাহাকে "ঘর্ষণমূলক কারত্ব" বলা হয়। কেহ কেহ ঋতুগত বেকারত্বকেও ঘর্ষণমূলক বেকারত্বের কটি রূপ বলিয়া মনে করেন। তবে ঋতুগত বেকারত্ব ছাড়াও ঘর্ষণমূলক বকারত্বের (frictional unemployment) নানারূপ আকার দেখিতে াওয়া যায়। চাহিদা ঘন ঘন পরিবর্তনের জন্য যে বেকারত্ব সৃষ্টি হয়, যথা অনেক জাহাজ একসঙ্গে ভিড়িয়াছে বলিয়া ডক শ্রমিক খুব ব্যস্ত থাকে কন্তু তারপর জাহাজ না থাকিলে বেকার হইয়া বসিয়া থাকে) তাহা র্ষণমূলক বেকারত্বের দৃষ্টান্ত। যাহারা নির্দিষ্ট সামগ্রী সারাই-এর (repair) াজে নিযুক্ত থাকে বা চলতি ফ্যাশানের দ্বারা প্রভাবিত সামগ্রী নির্মাণে নযুক্ত থাকে তাহারা মধ্যে মধ্যে বেকার হইয়া পড়ে। আকস্মিক কোন র্ঘটনা, (যথা খনি দুর্ঘটনা) বা প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহে বাধার সৃষ্টি যথা সিমেণ্ট না পাওয়ার দরুণ মিস্ত্রিদের বেকারত্ব) অথবা কারবারের ংগঠনে গুরুতর ত্রুটি (যথা একটি বিভাগ ঠিক সময়ে তাহার কাজ সম্পন্ন করিতে পারে নাই বলিয়া অন্য বিভাগের শ্রমিকরা বেকার হইয়া পড়ে)— এই সকল কারণে প্রায়ই বেকারত্ব সৃষ্টি হয়; ইহারা ঘর্ষণমূলক বেকারত্বের র্যায়ে পড়ে।

চতুর্থতঃ, আর এক ধরণের বেকারত্ব আছে যাহাকে "কাঠামো রিবর্তনগত বেকারত্ব" (structural unemployment) বলা হয়। ইহার র্থ হইল যে সময়ের পরিবর্তনে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর গঠনগত রিবর্তন ঘটে। এই গঠনগত পরিবর্তনের দরুণ পুরাতন শিল্পের অবনতি

ঘটে, নূতন শিল্পের অভ্যুত্থান ঘটে,-যথা জুড়িগাড়ীর পরিবর্তে মটর গাড়ী প্রচলন। পুরাতন কোন শিল্পের জন্য বিখ্যাত কোন স্থানের গৌরবের দি শেষ হয়, নূতন স্থানে স্থানিকতা (localisation) সৃষ্টি হয়। নানাভাবে এইরূপ গঠনগত পরিবর্তন সৃষ্টি হতে পারে—ইহার দ্বারা যে বেকারত্ব সৃষ্টি হ তাহা যে মধ্যে মধ্যে ঘটে এবং মধ্যে মধ্যে বিলুপ্ত হয় তাহা নহে; এ বেকারত্ব কর্মসংস্থান সুযোগের স্থায়ী পরিবর্তন হইতে সৃষ্ট। একদল শ্রমি অভ্যস্ত চাকুরী হইতে বা পরিচিত বসবাসের এলাকা হইতে বঞ্চি বা স্থানচ্যুত হয়। যাহাদের নূতন কর্ম জীবন গ্রহণের মতন বয়স থাকে ও মানসিক ক্ষমতা থাকে তাহাদের বেকারত্ব স্থায়ী হয় না; অন্যান্যদের বেকার স্থায়ী হইয়া যায়।

পঞ্চমতঃ, মজুরী বিকৃতি জনিত বেকারত্ব সৃষ্টি হইতে পারে (unempoly ment due to wage-distortion)। যদি একটি শিল্পের শ্রমিকগণ এরূ মজুরী আদায় করিতে সক্ষম হয় যাহা অন্যান্য শিল্পের তুলনায় বেশী, তাহ হইলে এই অধিক মজুরী বিশিষ্ঠ শিল্পে প্রস্তুত পণ্য অন্যান্য শ্রমিকগ কিনিতে পারিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে যে শিল্পে মজুরী অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে পৌঁছাইয়াছে সে শিল্পে শীঘ্রই বেকারত্ব সৃষ্টি হইবে এবং অন্যান্য শিল্পের মজু যদি এই স্তরে উন্নীত না হয় তাহা হইলে ঐ উচ্চ মজুরী বিশিষ্ট শিল্পে বেকার দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে।

ষষ্ঠতঃ, উদ্যোগের ঘাটতি জনিত বেকারত্ব সৃষ্টি হইতে পা (deficiency of enterprise unemployment)। সঞ্চয়ের তুলনায় যা বিনিয়োগ কম হয়, তাহা হইলে জাতীয় আয় হ্রাস পায় এবং বেকারত্ব বৃ পায়। আধুনিক অর্থনীতিবিদদিগের মতে, বিনিয়োগের অস্থিরতা ও ঘাটতি বেকারত্বের প্রধান কারণ; সুতরাং বিনিয়োগের ঘাটতি জনিত বেকার দেশের মোট বেকারত্বের একটি অতি বৃহদংশ।

ানও একটি দুইটি সরল পদ্ধতি অবলম্বন যথেষ্ট হয় না। ইহার বিভিন্ন ারণ অনুসন্ধানের দ্বারা বিভিন্ন ধরণের কর্মপদ্ধতি একই সঙ্গে অবলম্বন করা য়োজন হয়। তবেই দেশের মধ্যে সামগ্রিকভাবে বেকার সমস্যার সমাধান ইতে পারে।

একটি পদ্ধতি হইল, ঋতুগত বেকারত্ব প্রতিকারের জন্য পার্শ্বজীবিকা y-occupation) যাহাতে সৃষ্টি হয় তাহার চেষ্টা করা যাইতে পারে। ঋতু-রিবর্তনের জন্য যে সময়ে একদল শ্রমিক বেকার থাকে সেই সময়ে তাহারা ন্য একপ্রকার কাজকর্ম করিয়া, অর্থাৎ পার্শ্বজীবিকার উপর নির্ভর করিয়া, ন্ন সংস্থান করিতে পারে। যখন মৌশুমী কাজ-কর্ম বাড়িয়া যায় এবং উহা ইতে তাহারা ভালো উপার্জন পাইতে পারে তখনও পার্শ্বজীবিকার সহিত াহারা কিছুটা সম্পর্ক বজায় রাখিতে পারে। যেমন আমাদের দেশে চাষীরা রোমাস কাজ-পায় না। তাহারা নানা প্রকার হস্তশিল্প (handicrafts) াখিলে, বাধ্যতামূলক বেকারত্বের সময়ে এই সব হাতের কাজ হইতে বেশ কছুটা উপার্জন করিতে পারে। সরকার নানাপ্রকার হস্তশিল্প প্রসারের ষ্টা করিলে এবং ঋতুগত বেকারদিগের মধ্যে এইগুলির উপকারিতা খাইতে পারিলে সুফল পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে যাহাদের কাজের প্রয়োজন হয় াবার কিছুকাল পরেই কাজের ঘাটতির দরুণ যাহাদের পক্ষে কাজ পাওয়া ম্ভব হয় না ইহাদের জন্য "আকস্মিকতা প্রতিশেধক ব্যবস্থা" অর্থাৎ, ecasualisation ফলপ্রদ-হয়। আকস্মিক কারণে বা সহসা চাহিদার রিবর্তনে যে বেকারত্ব উদ্ভূত হয় তাহারও এইরূপ decasualisation এর ারা কিছুটা প্রতিকার করা যায়। এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক "কর্মবিনিময় কন্দ্র" (Employment exchange) স্থাপন ফলপ্রদ হইতে পারে। যাহারা ধ্যে মধ্যে বেকার হইয়া পড়ে তাহারা কর্মবিনিময় কেন্দ্রে তাহাদের নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া রাখিবে এবং যাহাদের মধ্যে মধ্যে লোক প্রয়োজন তাহারা ই কর্মবিনিময় কেন্দ্রে সংবাদ দিয়া উহার দ্বারা প্রেরিত লোক নিয়োগ রিবে। সরকার বাধ্যতামূলক ভাবে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে উহাতে ালো ফল পাওয়া যাইবে।

তৃতীয়তঃ, লোকের রুচি বা ফ্যাশানের পরিবর্তনের দরুণ প্রাচীন

শিল্পের পতন ঘটিয়া নূতন শিল্পের অভ্যুত্থানের দরুণ—অর্থাৎ অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য—যে বেকারত্ব সৃষ্টি হয় যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা উহার উগ্রতা প্রশমিত করা কিছুটা সম্ভব। প্রাচীন শিল্পকে নূতন রুচির সহিত খাপ খাওয়াইবার প্রচেষ্টা করা যাইতে পারে—ইহার জন্য সরকার যথোচিত গবেষণার জন্য এবং গবেষণা লব্ধ ফল বাস্তব প্রয়োগের জন্য কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করিবেন। ইহা বেসরকারী প্রচেষ্টাকেও এইদিকে উৎসাহিত করিতে পারিবে।

চতুর্থতঃ, এক ধরণের বিনিয়োগ আছে যাহার দ্বারা পুঁজি-সামগ্রীতে বেশী করিয়া ব্যয় হয় এবং শ্রমিকের সাশ্রয় হয়। অর্থাৎ যন্ত্রপাতি বসানো হয় বেশী এবং শ্রমিক লাগে কম। আর এক ধরণের বিনিয়োগ আছে যাহার ক্ষেত্রে ঠিক ইহার বিপরীত ঘটে, অর্থাৎ যন্ত্রপাতি কম লাগাইয়া শ্রমিক নিয়োগ করা হয় বেশী। অনুন্নত দেশ যখন উন্নয়নের দিকে ধাবিত হয় তখন নূতন আধুনিক যন্ত্রপাতির শ্রমসাশ্রয়মূলক ফলাফল প্রতিরোধের প্রয়োজন হয়। ইহার জন্য সরকারের কর্ত্তব্য হয়, একদিকে বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা শ্রম সাশ্রয় মূলক শিল্প নিয়ন্ত্রণ করা ও শ্রমিক বেশী প্রয়োজন হয় এরূপ শিল্প-স্থাপনে প্রয়োজনমত শিল্পপতিদিগকে উৎসাহ দেওয়া, এবং অপর দিকে গ্রামে গ্রামে কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের আয়োজন করা।

পঞ্চমতঃ, সমগ্রভাবে বিনিয়োগ যাহাতে বাড়ানো যায় তাহার জন্য চেষ্টা করা বেকার সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্টতম পন্থা। বিনিয়োগ বাড়িলে লোকের আয় বাড়ে এবং আয় বাড়িলে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর ফলপ্রদ চাহিদা (effective demand) বাড়ে। ইহাতে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ে এবং উৎপাদনকারীদের উৎসাহ বাড়ে। বিনিয়োগ নানাকারণেই অস্থির; ইহার স্থায়িত্ব বিধান করিতে পারিলে এবং সুনিশ্চিতভাবে ইহার বৃদ্ধি ঘটাইতে পারিলে, বেকার সমস্যার হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। ব্যবসা বাণিজ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হইলে বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা যখন বিনিয়োগ কমাইয়া দেয় তখন একদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার কমাইয়া দেয় ও বাজারে সিকিউরিটি ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা বাড়াইয়া দেয়; অপরদিকে সরকার নানাবিধ নির্মাণ কার্য্য সুরু করিয়া লোকের হাতে অর্থাগমের সুযোগ দেন। ইহাকেই public works policy বলা হয়। আবার এই "নির্মাণ কার্য্যের নীতিকে"

ব্যাপকতর "রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির" (Fiscal policy) অংশরূপেও প্রয়োগ করা যায়। কর্মসংস্থান বাড়াইবার উদ্দেশ্যে এই নীতি প্রয়োগ করিলে সরকার একদিকে করের হার কমাইয়া দেন, যাহাতে লোকের হাতে বাড়তি ক্রয়শক্তি এবং বিনিয়োগকারীদের হাতে বাড়তি বিনিয়োগশক্তি থাকিয়া যায় ; অপরদিকে নিজেদের ব্যয় বাড়াইয়া দেন, যাহাতে লোকের হাতে বাড়তি অর্থাগম ঘটে।

Q. 9. What is full employment ? Discuss the measures that may be adopted by the Government for creating a full employment economy ?

Ans. পূর্ণ নিয়োগ (Full employment) বলিতে কি বুঝায় এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদিগের মধ্যে বেশ কিছুটা মতদ্বৈধ আছে। পূর্ণ নিয়োগের অর্থ মোটামুটি দুই দিক হইতে ব্যাখ্যা করা হয়। এক অর্থে, পূর্ণ নিয়োগ বলিতে এরূপ পরিস্থিতিকে বুঝানো যায় যাহাতে, প্রচলিত পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে যে সকল উৎপাদক উপাদানকে উহাদের মালিকগণ নিয়োগ করিতে রাজী থাকে, উহারা সকলেই নিয়োগের সুযোগ লাভ করে ; এক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব বলিয়া কিছুই থাকে না। অবশ্য শ্রমিকের বেকারত্বের উপরেই জোর দেওয়া হয়, কারণ এই বেকারত্বই সব থেকে বড় সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে। অপরপক্ষে, পূর্ণ নিয়োগ বলিতে কেহ কেহ এরূপ পরিস্থিতিকে বুঝাইয়া থাকেন যেখানে প্রচলিত মজুরীর হারে শ্রমিকের চাহিদা সর্বদাই শ্রমিকের যোগান অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে ; এক্ষেত্রে একজন লোক একটি চাকুরী হারাইলে অবিলম্বে আর একটি চাকুরী পাইয়া থাকে এবং সাধারণভাবে শ্রমিকের বাছাই করিয়া চাকুরী লইবার অধিকার থাকে।

পূর্ণ নিয়োগ সম্পর্কে এই দুইটি সংজ্ঞার মধ্যে প্রথম সংজ্ঞাটিই সাধারণভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। তবে যাঁহারা এই সংজ্ঞাকেই সঠিক অর্থব্যঞ্জক বলিয়া মনে করেন তাঁহারাও স্বীকার করেন যে বাস্তবক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়োগ বলিতে এরূপ পরিস্থিতি বুঝাইতে পারে না যেখানে একটি লোকও অনিচ্ছাকৃত বেকার নাই। নিয়ত পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে যে কোন সময়ে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কিছু লোককে বেকার থাকিতে দেখা যাইবে—যে সকল লোক চাকুরী খোয়াইয়াছে কিন্তু নুতন চাকুরী পায় নাই। কোনও কোনও অর্থ-

নীতিবিদের মতে, কর্মক্ষম ব্যক্তিদের শতকরা ৩ ভাগ পর্য্যন্ত বেকার থাকিলেও উহা পূর্ণ-নিয়োগের অবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। লর্ড **বেভারিজ** এইরূপ মত দিয়াছেন। তবে বেকারের কিছু অংশ থাকিলেও, পূর্ণ নিয়োগের পরিস্থিতিতে শ্রমের বাজার ক্রেতার বাজার হইতে বিক্রেতার বাজারে পরিণত হয়।

সর্বসাধারণের চাকুরী পাইলে চতুর্দিকে স্বাচ্ছল্য সৃষ্টি হয়। সেই কারণে সকল দেশেই পূর্ণ নিয়োগ সৃষ্টি করিবার জন্য সরকার সচেষ্ট হইয়া থাকেন। পূর্ণ নিয়োগ সৃষ্টির জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করা যায় এবং অবলম্বিত হইয়া থাকে সেগুলি নিম্নরূপ :

(১) লোকের অর্থাভাব থাকিলে তাহারা ব্যবহার্য্য সামগ্রীর যথেষ্ট চাহিদা করিতে পারে না এবং চাহিদা না থাকিবার দরুণ জিনিসের কাটতি হয় না বলিয়া উৎপাদন হয় না। সামগ্রীর উৎপাদনের আয়োজন না থাকিলে লোকে চাকুরী পায় না। সেই কারণে পূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইলে লোকেরা যাহাতে বেশী করিয়া জিনিসপত্রের চাহিদা করে সেই উদ্দেশে ভোগের স্পৃহা (propensity to consume) বাড়াইতে হয়। ইহার জন্য ধন সম্পদ বা উপার্জনের সুসম বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। ধনীর প্রাচুর্য কমিয়া যদি দরিদ্রের দারিদ্র্য কমে, উহাতে সমগ্রভাবে জনসমষ্টির ভোগের ইচ্ছা বাড়ে, কারণ ধনীর অভাবের তাড়না নাই, দরিদ্রের আছে। কিন্তু পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় ছাড়া, এই উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে খুব সাবধানে।

(২) রাজস্বনীতি (Fiscal policy) অবলম্বনের দ্বারা পূর্ণনিয়োগ আনয়নের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। ইহা মোটামুটি তিনভাবে হইয়া থাকে। এক উপায় হইল যে সরকার তাঁহাদের ব্যয় যেরূপ করিতেছিলেন সেইরূপ করিতে থাকিবেন কিন্তু কর আদায় কমাইয়া দিবেন। কর কমাইয়া দিলে লোকে ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারে আয়ের এরূপ অংশ বাড়িয়া যাইবে। লোকেদের এই বাড়তি ব্যয় বেকারের সংখ্যা কমাইতে থাকিবে। অবশ্য করভার লাঘবের দরুণ জনসাধারণের হাতে যে বাড়তি সঙ্গতি সৃষ্টি হইবে তাহার কিছুটা তাহারা সঞ্চয় করিবে। অতএব সরকারকে সুফল পাইতে হইলে, যে-অনুপাতে লোকে বাড়তি ব্যয় করুক বলিয়া তাঁহারা ইচ্ছা

:রিবেন তাহা অপেক্ষা বেশী অনুপাতে নিজেদের আয়-ব্যয়ের ঘাঁটতি সৃষ্টি :রিবেন। আর এক উপায় হইল সরকার কর-এর হার (tax rate) ।পরিবর্তিত রাখিবেন্ কিন্তু নিজেদের ব্যয় বাড়াইয়া দিবেন। সরকারী ব্যয় দ্ধি পাইবার দরুণ জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের ব্যয় বৃদ্ধি াইবে—অর্থাৎ সরকারের বাড়তি ব্যয়ের সহিত জনসাধারণের বাড়তি ব্যয় যাগ হইবে। কিন্তু প্রথম পদ্ধতি অপেক্ষা দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সরকারের ঘাটতি ্যয়ের পরিমাণ কম হইতে পারে। কারণ সরকারের ব্যয় বাড়াইলেও কর ্র হার অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া, জনগণের বাড়তি উপার্জন হইতে ারকারের বাড়তি কর সংগ্রহ সম্ভব হয়। তৃতীয় পদ্ধতি হইল, সরকারের ্যয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া এবং উহার সহিত কর-এর হার এরূপ াবে বাড়াইয়া দেওয়া যাহাতে বাড়তি ব্যয়ের সমান বাড়তি কর সংগৃহীত ়য়। ইহাতে বাজেটে ঘাটতি হয় না, কিন্তু সরকারের ব্যয় প্রচুর পরিমাণে াড়াইতে হয়, কারণ বাড়তি যে কর সংগৃহীত হয় উহা যে টাকা অন্যথায় বিনিয়োগ করা হইত বা ভোগের জন্য ব্যয় করা হইত উহা হইতেই আসে। াড়তি করের যে অংশ অন্যথায় সঞ্চয়ে আটকাইয়া যাইত কিন্তু সরকার আদায় করিয়া খরচা করিয়া দেন তাহাই দেশের মধ্যে বাড়তি চাহিদারূপে প্রকাশ পায়।

(৩) পূর্ণ নিয়োগ সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হইল বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ (control ot investment)। বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে :

(ক) **মুদ্রানীতি প্রয়োগ** (monetary policy): ইহার অর্থ হইল সুদের হার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা। তবে মন্দার সময়ে বিনিয়োগ বাড়াইবার জন্য স্বল্পমেয়াদী সুদের হার হ্রাস হয়। "ব্যাঙ্করেট" পরিবর্তনের দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী সুদের হার কিছুটা পরিবর্তন করা যায় কিন্তু সম্পূর্ণতঃ নহে। সেই কারণে আরও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়—যথা সরকারী সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়।

(খ) **সরকারী নির্মাণ কার্য্য** (public works policy)

[উপরে ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য]

(গ) **প্রত্যক্ষভাবে বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ** (direct control of

investment): দেশের মধ্যে যত নূতন বিনিয়োগ করা হইবে—যত নূতন মূলধন খাটানো হইবে—সে সকলের উপরেই সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন। সরকার অনুমতি দিলে তবেই নূতন শিল্পস্থাপন বা ব্যবসা করা সম্ভব হইবে, বা পুরাতন ব্যবসায়ে কোনও নূতন সম্প্রসারণ ঘটানো যাইবে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্বার্থে কোন্ বিনিয়োগ প্রয়োজনীয় এবং কোন্ বিনিয়োগ অপ্রয়োজনীয় উহা বিবেচনা করিয়া সরকার অনুমতি দিবেন।

Q. 10. "Fiscal and monetary authority should be in one agency or at least co-ordinated. Otherwise they may work at cross purposes, one undoing what the other is trying to accomplish." Elucidate (

Q. 11. Write a short note on the propensity to consume and the multiplier.

Ans. [Propensity to consume : ৬নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য]

Multiplier : দেশের মধ্যে বিনিয়োগ বাড়াইলে, জনসাধারণের উপার্জন বাড়ে ; সেই কারণেই উপার্জনের স্তর বাড়াইবার জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিনিয়োগ যে পরিমাণে বাঁড়ে, তজ্জনিত উপার্জন বৃদ্ধি ঠিক সেই অনুপাতেই যে ঘটে তাহা নহে, উহা অপেক্ষা বেশী অনুপাতে ঘটে। অর্থাৎ যে অনুপাতে বিনিয়োগ বাড়ে, জাতীয় আয় বাড়ে তাহা অপেক্ষা বেশী অনুপাতে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ বাড়িলে উহার দরুণ জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি ঘটে যে হারে, তাহাকেই অর্থনীতির ভাষায় বলা হয়, "গুণক" ; সুতরাং বিনিয়োগের পরিবর্তন হইলে জাতীয় আয় যে হার-এ পরিবর্তন হয় তাহাকে বলা হয় "গুণক"; ঐ হারে পরিবর্তিত হইয়া জাতীয় আয় যে পরিণতি পায়, তাহা হইল "গুণক ফলাফল" (multiplier effect)। হয়তো ১০০০ টাকা বিনিয়োগের দ্বারা জাতীয় উপার্জন বৃদ্ধি হইল ৩০০০ টাকা। তাহা হইলে গুণক হইল তিন এবং গুণক ফলাফল হইল জাতীয় আয়ে ৩০০০ টাকা বৃদ্ধি।

বিনিয়োগ বৃদ্ধির গুণক ফলাফল কেন ঘটে, তাহার উত্তর হইল যে একটি নির্দিষ্ট শিল্পে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিলে উহার দ্বারা গু

যে ঐ শিল্পেই ঐ কর্মসংস্থান বাড়ে তাহা নহে, উহার দরুণ অপরাপর শিল্পেও কর্মসংস্থান বাড়ে। অপরাপর শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়িলে উহার দরুণই অন্যান্য আরও নূতন ব্যবসা বাণিজ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। "ক" শিল্পে ১ হাজার টাকা বিনিয়োগ বাড়াইলে, "ক" শিল্পের কর্মসংস্থান বাড়ে। ঐ শিল্পের উপার্জনকারীরা ঐ ১ হাজার টাকা প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয়ে ব্যয় করিলে (কত ব্যয় করিবে উহা তাহাদের propensity to consume বা ভোগস্পৃহার উপর নির্ভর করিতেছে) খ, গ, ঘ শিল্পগুলি ফাঁপিয়া উঠিবে, তাহাদের পণ্যের কাটতি বাড়িবে এবং তাহারা বেশী লোক নিয়োগ করিবে। তখন খ, গ, ঘ শিল্পে যাহারা চাকুরী পাইল, উপার্জনের সুযোগ পাইল, তাহারা উহা ব্যয় করিবে—উহাতে আরও অন্যান্য শিল্পের কর্মসংস্থান বাড়িবে। এইভাবে ১ হাজার টাকার প্রাথমিক বিনিয়োগ শেষ পর্যন্ত ৩ হাজার টাকার উপার্জনে পরিণত হইতে পারে।

Q. 12. What do you understand by the multiplier and acceleration principles ?

Ans. [Multiplier : ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।]

প্রাথমিক এক একক বিনিয়োগ বাড়াইলে তাহার তুলনায় জনসাধারণের উপার্জন যতগুণ বাড়ে তাহাকেই বিনিয়োগের গুণক ফলাফল বলা হয়। ত্বরণ হইল ইহার বিপরীত। একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় উপার্জন বাড়িবার দরুণ বিনিয়োগের বৃদ্ধি যে অনুপাতে ঘটে তাহাকে ত্বরণ বা accelerator বলা হয়।

বাড়তি বিনিয়োগের দরুণ যখন উপার্জন বাড়ে তখন উহার কিছুটা অংশ সঞ্চিত হইয়া যায় কিন্তু মোট অংশই ভোগকার্য্যের জন্য ব্যয়িত হয়। উপার্জনের কতটা অংশ ভোগকার্যের জন্য ব্যয়িত হইবে তাহা অবশ্য "প্রান্তিক ভোগস্পৃহা"র (marginal propensity to consume) উপর নির্ভর করে। কিন্তু যখনই ভোগকার্যের জন্য অর্থব্যয় করা হইবে তখনই ভোগসামগ্রীর চাহিদা বাড়িবে। ভোগসামগ্রীর চাহিদা বাড়িলে বেপারীগণ মালপত্র বেশী করিয়া মজুদ করিবে এবং উৎপাদনকারীগণ বেশী করিয়া উৎপাদন করিবে। উৎপাদন বাড়াইতে গেলেই বিনিয়োগ বাড়াইতে হয়। কিন্তু যতমূল্যের ভোগসামগ্রী উৎপাদন করা হয়, উহার জ

প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের মূল্য হয়, উহা অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং উপার্জন বাড়িলে ভোগকার্য বাড়ে, কিন্তু ভোগকার্য যে পরিমাণে বাড়ে, বিনিয়োগ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বাড়ে। উপার্জনের বৃদ্ধির সহিত বিনিয়োগ যে অনুপাতে ত্বরান্বিত হয়, তাহাকে উপার্জন বৃদ্ধির ত্বরণ ফলাফল (acceleration effect) বলা হয়।

১০০ টাকার ভোগসামগ্রী উৎপাদন করিতে হইলে ১০০ টাকার মতন পুঁজি সামগ্রীতে বিনিয়োগ করিলেই হইবে না, পুঁজি সামগ্রীর বৃদ্ধি কয়েকগুণ বেশী হইতে হইবে। ১০০ টাকার ভোগ সামগ্রী উৎপাদন করিতে হইলে হয়তো ১০০০ টাকার পুঁজি সামগ্রী কিনিতে হয়। সুতরাং যদি দেশে উপার্জন বাড়ে ১০০ কোটি টাকা, উহার মধ্যে ২০ কোটি টাকা সঞ্চয় হইয়া ৮০ কোটি টাকা ব্যয় হয়, অর্থাৎ marginal propensity to consume, বা প্রান্তিক ভোগস্পৃহা, হয় বাড়তি উপার্জনের চার-পঞ্চমাংশ, তাহা হইলে ঐ ৮০ কোটি টাকার ভোগবস্তু উৎপাদনের জন্য ৮০০ কোটি টাকার নূতন বিনিয়োগ সৃষ্টি হইবে। ইহা ছাড়া, প্রতিবৎসরই পুরাতন পুঁজিসামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতির দরুণ যে নূতন পুঁজিসামগ্রীর প্রয়োজন হয় সে প্রয়োজনও থাকিবে। বরং এ প্রয়োজনও বাড়িতে থাকিবে, যতই নূতন পুঁজিসামগ্রী সৃষ্টি হইবে ততই নবীকরণেরও (renewals) প্রয়োজন বাড়িবে। শুধু তাহাই নহে, পুঁজিসামগ্রীতে বেশী করিয়া বিনিয়োগ করিলে যে কলকারখানায় পুঁজিসামগ্রী উৎপাদন হয়, সে কলকারখানাও বাড়াইতে হইবে, অর্থাৎ পুঁজি-সামগ্রী উৎপাদিত হয় যে শিল্পে সে শিল্পেও বিনিয়োগ বাড়াইবার প্রয়োজন হয়। পুঁজিসামগ্রীর উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ না বাড়াইলে, পুঁজিসামগ্রীতে বিনিয়োগ বাড়িতে পারে না ; পুঁজিসামগ্রীতে বিনিয়োগ না বাড়াইলে ভোগসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িতে পারে না। কিন্তু পরের তুলনায় আগেরটির দরুণ ব্যয় (বিনিয়োগ ব্যয়) অনেক বেশী।

নবম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade)

Q. 1. How far would you agree with the view that the factors governing international trade are the same as those governing domestic trade ?

or

Discuss the view that difference between home trade and foreign trade are differences of degree rather than of kind.

or

In what respects does international trade differ from domestic trade ?

Ans. আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে খুব যে মৌলিক কোনও পার্থক্য আছে তাহা মনে করিলে ভুল হইবে। একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যখন বাণিজ্য হয় তখন বিশেষত্বশীলতার কারণই উহা সম্ভব হয়। যথা বাঙ্গালা ও আসামের পার্বত্য অঞ্চলে চা জন্মে, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে গম জন্মে ; এক্ষেত্রে একস্থানে উৎপন্ন চা অন্যান্য অঞ্চলে যায় এবং অপর স্থানে উৎপাদিত গম এই স্থানে আসে। বিভিন্ন ব্যক্তি যখন বিভিন্ন কাজ বা বস্তু সৃষ্টি করে এবং নিজেদের মধ্যে উহা বিনিময় করিয়া লয়—সমাজের মধ্যে যাহা সর্বদাই চলিতেছে এবং যাহার উপর ভিত্তি করিয়া আধুনিক সকল সমাজই গঠিত—তখন তাহাদের এই আদান প্রদান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিজ নিজ বিশেষত্বশীলতার উপর ভিত্তিশীল। যিনি ওকালতি করেন তিনি ডাক্তারকে প্রয়োজন হইলে আইন সংক্রান্ত সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারেন, আবার ডাক্তার তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত চিকিৎসার পরামর্শ দিতে পারেন। সুতরাং সমাজের মধ্যে প্রত্যেকেই যে পেশার জন্য নিজেকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া গণ্য করে সেই পেশায় ব্যাপৃত থাকিয়া উহাতেই বিশেষত্বশীলতা অর্জনের চেষ্টা করে এবং ঐ বিশেষত্বশীলতা বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। একই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বা শ্রেণীর ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও (যেমন উপরে বলা

হইল) সে কথাই প্রযোজ্য। একই দেশের ভিতরে শিল্পাঞ্চল ও কৃষি অঞ্চলের মধ্যে যে ভেদ তাহা বিশেষত্বশীলতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং এই উভয় অঞ্চলের আদান প্রদানের দ্বারাই প্রত্যেকের প্রয়োজন মিটে।

এই সকল অঞ্চল যদি একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন জিলা বা প্রদেশ না হইয়া রাষ্ট্রীয় সীমানার দ্বারা বিভক্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশ হয়, তাহা হইলেও বাণিজ্যের যুক্তি এবং ভিত্তি একই থাকিয়া যায়। এক একটি দেশ প্রাকৃতিক কারণে বা শ্রমিকের ও সংগঠনকারীর দক্ষতার কারণে এক এক প্রকার সামগ্রী বা সামগ্রী-সমষ্টির উৎপাদনে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে ; যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট গুণের সামগ্রী যথাসম্ভব কম খরচে উৎপন্ন করে এবং তখন ঐগুলি পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করিয়া লয় এবং উভয়েই লাভবান হয়। ভারত ও পাকিস্থান যখন একই দেশ ছিল তখন ভারতের বর্তমান অঞ্চল হইতে পাকিস্থানে লৌহ, কয়লা প্রভৃতি সামগ্রী চালান যাইত এবং পাকিস্থানের বর্তমান অঞ্চল হইতে ভারতে গম, তুলা, পাট প্রভৃতি বস্তু আমদানী হইত। এখনও উভয়দেশের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য থাকিলে ঠিক ঐ বস্তুগুলিই ঠিক ঐ ভাবেই আমদানী রপ্তানী হইবে। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে ঠিক মূল নীতির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে মূলসূত্র প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই মূলসূত্রই প্রযোজ্য।

কিন্তু অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে মৌলিক বিষয়ে মিল থাকিলেও বাস্তব জগতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য হইতে কিছুটা পৃথক রূপ ধারণ করে, সুতরাং পৃথক সমস্যা সৃষ্টি করে। যখন একই দেশের মধ্যে বাণিজ্য হয়, তখন যে স্থানে উৎপাদক উপাদানগুলি বেশী উপার্জন করে, অন্যান্য স্থান হইতে উৎপাদক উপাদানের কালক্রমে সেই স্থানে চলিয়া যাইবার প্রবণতা সৃষ্টি হইবে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদক উপাদানের এই সচলতা থাকিতে পারে না। একই দেশের মধ্যে এক অঞ্চল হইতে আর এক অঞ্চলে যত সহজে মূলধন বা শ্রমিক চলিয়া যায়, এক রাষ্ট্র হইতে ভিন্ন রাষ্ট্রে তত সহজে শ্রমিক বা মূলধন বা সংগঠনকারীর স্থানান্তরাগমন সম্ভব হয় না। সুতরাং উৎপাদক উপাদানের পরিশ্রমিকের সমতা বিধান ঘটিতে পারে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর, বিশেষ করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রেষারেষিতে, ইহার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এক একটি রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে এক এক প্রকার সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তুলা হয়, অথবা আপনা হইতে গড়িয়া উঠা ামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমর্থন করা হয়—অসংশোধিত আকারে থবা কিছুটা সংশোধন করিয়া। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেও এই কাঠামোর । নীতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং একটি দেশ তাহার বদেশিক বাণিজ্য কেন এক বিশেষ ধাঁচে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে তাহার ৌক্তিকতা সম্পর্কে অন্যদেশ প্রশ্ন তুলিতে পারে না। অন্য দেশের পক্ষে উহা ানিয়া লইয়াই তাহার নিজের বৈদেশিক বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া ত্যন্তর থাকে না।

তৃতীয়তঃ কোন নীতি বা আদর্শের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ না করিলেও সকল াষ্ট্র নিজেদের উপার্জন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির স্বার্থে মূলধন বিনিয়োগ বা ামিক নিয়োগ নানাভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং আন্ত- র্জাতিক বাণিজ্যের গতি বা ধাঁচ ঠিক অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের গতি ও ধাঁচের ামান হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ, অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অভিন্ন শক্তি বা শক্তিসমূহের দ্বারা নির্ধারিত (সে শক্তি যাহাই হউক না কেন, মুদ্রার পরিমাণ বা বিনিয়োগও ঞ্চয়ের পরিমাণ) দামে সামগ্রী বিনিময় হইয়া থাকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক াণিজ্যের ক্ষেত্রে এক দেশের সামগ্রীর দাম অন্যদেশের মুদ্রার দ্বারা প্রদান করা যায় না ; এক দেশের মুদ্রা অন্যদেশের মুদ্রায় পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়। ইহার দরুণ বিনিময় হারের (rate of foreign exchange) উদ্ভব হয় ; অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের উপর যেক্ষেত্রে "দাম"-এর প্রভাব, আন্তর্জাতিক াণিজ্যের উপর সেক্ষেত্রে "দাম" এবং "বৈদেশিক বিনিময় হার" উভয়েরই প্রভাব বর্তমান। এমন কি "বিনিময়-হারের" গুরুত্ব দামের গুরুত্ব অপেক্ষাও বেশী হইতে পারে। দাম পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও, শুধু বিনিময় হারের পরিবর্তনেই বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইতে পারে।

between two highly industrialised countries.
Explain carefully the theory of comparative costs.

Ans. উৎপাদনের বিশেষত্বশীলতাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি। এক এক দেশের এক এক প্রকার সামগ্রী উৎপাদনে পারদর্শিতা থাকে। তবে একটি দেশের কোন বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনে পারদর্শিতা থাকিলেই যে অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনে অক্ষমতা থাকে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। এক্ষেত্রে উৎপাদনের পারদর্শিতা বিচার করা হয় উৎপাদন খরচার ভিত্তিতে। একটি দেশ বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারিলেও উহার মধ্যে কোন কোনটি সে কম খরচায় উৎপাদন করিতে পারে এবং কোন কোনটি উৎপাদন করিতে তাহার বেশী খরচা পড়িয়া যায়। যে দেশ যে সামগ্রীটি উৎপাদন করিতে গেলে বেশী উৎপাদন খরচার সম্মুখীন হয় সে দেশ সে সামগ্রীটি কম খরচার দেশ হইতে আমদানী করিয়া লয়। উৎপাদন খরচার পার্থক্য না থাকিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে পারে না—বৈদেশিক বাণিজ্যের ভিত্তি হইল উৎপাদন খরচার পার্থক্য।

উৎপাদন খরচার এই পার্থক্য যে সব সময়ে চূড়ান্ত হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। উৎপাদন খরচার যদি চূড়ান্ত পার্থক্য (absolute difference of cost) থাকে তাহা হইলে দুইটি দেশই পরস্পরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলি বিনিময় করিয়া প্রচুর লাভবান হইবে। ধরা যাক পাকিস্থান যে খরচায় ৩০ মণ চা উৎপাদন করে সেই খরচায় ৬০ মণ চাউল উৎপাদন করে, অর্থাৎ পাকিস্থানে ১ মণ চা = ২ মণ চাউল; কিন্তু ভারত যে খরচায় ৩০ মণ চাউল উৎপাদন করে সেই খরচায় ১৫ মণ চাউল উৎপাদন করে মাত্র অর্থাৎ ১ মণ চা = ½ মণ চাউল। এক্ষেত্রে চাউল-এর উৎপাদন খরচায় ব্যবধান এত বেশী যে ভারত পাকিস্থানের নিকট হইতে চাউল আমদানী করিবে এবং পাকিস্থান ভারতের নিকট হইতে চা আমদানী করিবে এবং উভয়েই প্রচুর লাভবান হইবে।

উৎপাদন খরচায় এই ধরণের চূড়ান্ত পার্থক্য খুব বেশী সামগ্রীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না; সাধারণতঃ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাহা দেখা যায় তাহা হইল উৎপাদন খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য (comparative difference

in cost)। ভিন্ন ভিন্ন দেশে উৎপাদনদক্ষতা ভিন্ন ভিন্ন স্তরের। কোনও দেশ হয়তো অনেক বস্তুই কম খরচে উৎপাদন করিতে পারে, আবার কোন দেশের পক্ষে প্রায় সকল বস্তুতেই উৎপাদন খরচা বেশী। একটি দেশ হয়তো শিল্পের ক্ষেত্রে খুব উন্নত, অপর দেশ হয়তো ততটা উন্নত নহে, বরং উহাকে অনগ্রসররূপে গণ্য করা যায়। তথাপি এইরূপ উন্নত এবং অনুন্নত দেশের মধ্যেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—পারস্পরিক আদান-প্রদান—চলিতে পারে; শুধুই যে অনুন্নত দেশ উন্নত দেশের নিকট হইতেই মালপত্র আমদানী করিবে তাহাই নহে, উন্নত দেশও অনুন্নত দেশের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানী করিবে। আবার, দুইটি দেশ উভয়ই যদি শিল্পোন্নত দেশ হয় তাহা হইলেও উহাদের পরস্পরের মধ্যে আমদানী রপ্তানী থাকিতে পারে। আপেক্ষিক খরচার পার্থক্যই (difference in comparative cost) ইহার মূল কারণ। ইহার তাৎপর্য্য হইল যে একটি দেশ অপর কোন একটি দেশ অপেক্ষা দুইটি সামগ্রীই সস্তায় উৎপাদন করিতে পারে কিন্তু ঐ দুইটি সামগ্রীর কোনও একটি হয়তো উহা অপেক্ষাকৃত বেশী সস্তায় উৎপাদন করিতে পারে; অর্থাৎ দেশটি উভয় সামগ্রী উৎপাদনেই বেশী পারদর্শী, কিন্তু উহাদের মধ্যে একটির উৎপাদনে উহা অপেক্ষাকৃত আরও পারদর্শী। তখন অপেক্ষাকৃত যে সামগ্রীতে উহা পারদর্শী সেই সামগ্রী উৎপাদনেই উহা সকল সঙ্গতি নিয়োগ করে। ইহাতে উৎপাদক সঙ্গতির সব থেকে সদ্ব্যবহার হয়। অন্য সামগ্রী উৎপাদনে উহা পারদর্শী হইলেও উহা উৎপাদনের জন্য উৎপাদক সঙ্গতি নিয়োগ করিলে উৎপাদক সঙ্গতির প্রকৃষ্টতম ব্যবহার হয় না। সেক্ষেত্রে জাতীয় আয় যতখানি হইতে পারিত তাহা অপেক্ষা কম হইয়া যাইবে। সেইজন্য একটি দেশ নানা সামগ্রীর উৎপাদনে খুব পারদর্শী হইলেও উহাদের মধ্যে যে সামগ্রী উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত বেশী পারদর্শী সেই সামগ্রীটি নিজে উৎপাদন করিবে এবং উহা বিদেশে পাঠাইয়া বিদেশ হইতে অন্যান্য সামগ্রী আনিয়া লইবে।

ধরা যাক:

পাকিস্থানে ৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা = ৬০ মণ গম এবং ৬০ মণ চাউল } উৎপাদিত হয়

এবং

ভারতে ৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা = ২০ মণ গম এবং ৩০ মণ চাউল } উৎপাদিত হয়

শ্রমের ভিত্তিতে খরচার হিসাব করা হইতেছে এবং দুইটি দেশের প্রত্যেক টিতে প্রাকৃতিক সঙ্গতির উপর একই পরিমাণ শ্রম প্রয়োগ করিলে বিভি প্রকারের উৎপাদন পাওয়া যায়, উপরের দৃষ্টান্তে ইহাই দেখানো হইতেছে এই দৃষ্টান্তে দেখা যাইতেছে যে পাকিস্থানে ১মণ গম = ১ মণ চাউল কি ভারতে ১ মণ গম = ১½ মণ চাউল। এক্ষেত্রে পাকিস্থান ভারতে গ পাঠাইয়া ভারত হইতে চাউল কিনিবে, যতক্ষণ সে ১ মণ গমের বিনিময়ে মণের বেশী চাউল পাইবে। অপর পক্ষে ভারত পাকিস্থানে চাউল পাঠাই পাকিস্থান হইতে গম লইবে, যতক্ষণ সে ১½ মণের কম চাউল দিয়া ১ মণ গ পাইবে। এক্ষেত্রে পাকিস্থান হইতে ভারতে গম চালান যাইবে এবং ভারত হইতে পাকিস্থানে চাউল চালান যাইবে। গম ও চাউল কি হারে বিনিম হইবে তাহা ১ মণ গম = ১ মণ চাউল এবং ১ মণ গম = ১½ মণ চাউল, ইহা মধ্যে কোথাও নির্ধারিত হইবে এবং উহাতে উভয় দেশই লাভবান হইবে

Q. 3 Examine the theory of International values (B. A 1938).

Ans. আপেক্ষিক খরচার তত্ত্ব দুইটি দেশের মধ্যে সামগ্রী বিনিময় বি হারে হইতে পারে তাহার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সীমা দেখাইয়া দেয়। ঠি কোন্ সঠিক বিনিময় হারে দুইটি দেশ তাহাদের নিজ নিজ পণ্য আমদানী রপ্তানী করিবে তাহা আপেক্ষিক খরচার তত্ত্ব দেখাইয়া দেয় না। উহ নির্ধারণের জন্য সাধারণ মূল্যতত্ত্ব প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়।

উপরে প্রদত্ত আপেক্ষিক খরচার দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে যে যতক্ষ পাকিস্থান ভারতে ১ মণ গম পাঠাইয়া ১ মণের বেশী চাউল পাইবে ততক্ষ পাকিস্থান ভারতে গম পাঠাইয়া ভারত হইতে চাউল গ্রহণে সম্মত হইবে। অপর দিকে ভারতও যতক্ষণ ১½ মণের কম চাউল দিয়া ১ মণ গম আনিতে পারিবে ততক্ষণ সে পাকিস্থানে চাউল পাঠাইবে এবং পাকিস্থান হইতে গম আমদানী করিবে।

প্রশ্ন হইল, চাউল এবং গমের মধ্যে ঠিক কোন্ বিনিময় হারে উভয় বস্তুর

্য আমদানী রপ্তানী হইবে ? উহা নির্দ্ধারিত হইবে, একটি দেশের পক্ষে ়র দেশের সামগ্রীর চাহিদার উগ্রতার দ্বারা। অর্থাৎ চাহিদার সঙ্কোচ-াির ক্ষমতার (elasticity of demand) দ্বারা। একটি দেশ অপরদেশের মগ্রী কতখানি ব্যগ্রভাবে চাহিদা করে এবং অপর দেশটি এই দেশের মগ্রী কতখানিব্যগ্রভাবে চাহিদা করে এই উভয় প্রকার ব্যগ্রতার পারস্পরিক ারের দ্বারা আমদানী রপ্তানীর বিনিময় হার স্থির হয়। যে দেশ দেখিবে তাহার নিকট অপর দেশের সামগ্রীর চাহিদা খুব বেশী—অর্থাৎ বিদেশ-ত সামগ্রীর চাহিদা সঙ্কোচপ্রসার বিহীন (inelastic) কিন্তু অপর েশর নিকট তাহার সামগ্রীর চাহিদা বেশী নহে,—অর্থাৎ বিদেশে তাহার মগ্রীর চাহিদা সঙ্কোচ প্রসারক্ষম (elastic), সে দেশ নিজের মাল বেশী রমাণে দিয়া পরিবর্তে অপর দেশের মাল কম পরিমাণে লইতে বাধ্য বে।

উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে, যদি এইরূপ হয় যে ভারতে উৎপন্ন চাউলের চাহিদা কিস্থানের অত্যন্ত বেশী, কিন্তু পাকিস্থানে উৎপন্ন গমের চাহিদা ভারতে তত শী নহে, অর্থাৎ পাকিস্থানে ভারতীয় চাউলের চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার-হীন বা অস্থিতিস্থাপক (inelastic), কিন্তু ভারতে পাকিস্থানী গমের হিদা সঙ্কোচ প্রসারক্ষম বা স্থিতিস্থাপক (elastic) তাহা হইলে পাকি-নকে নির্দিষ্ট পরিমাণ গমের বিনিময়ে কম পরিমাণ চাউল লইয়াই সন্তুষ্ট কিতে হইবে। কিন্তু এরূপ যদি হয় যে পাকিস্থানী গমের চাহিদা ভারতে ঙ্কাচ প্রসার বিহীন (inelastic) কিন্তু ভারতীয় চাউলের চাহিদা পাকিস্থানে ঙ্কাচ প্রসার ক্ষম (elastic), তাহা হইলে ভারতকে নির্দিষ্ট পরিনাণ কিস্থানী গমের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ চাউল দিতে হইবে। থম ক্ষেত্রে ১ মণ গমের বিনিময় মূল্য হইবে ১½ মণ চাউলের অনেক কম কিন্তু ১ মন চাউলের বেশী); দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ১ মণ গমের বিনিমূল্য হইবে ½ মণ চাউলের কাছাকাছি। যে হারে গম ও চাউলের মধ্যে আন্তর্জাতিক নিময় হইবে উহাকে বলা হয় "বাণিজ্য-হার" (term of trade)।

Q. 4. How do you estimate the gains a country derives om international trade? (B.A. 1954)

Ans. বিভিন্ন দেশের উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি থাকে বিভিন্ন প্রকারের;

সকল দেশ সব হইতে সমান হইবে এরূপ উৎপাদক সঙ্গতির অধিকারী নহে। বিভিন্ন দেশের উৎপাদনক্ষম সঙ্গতির প্রকৃতিতে বা বৈশিষ্টে নানা রূপ পার্থক্য থাকিতে পারে। আবার শুধুই যে প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে পার্থক্য থাকে তাহাই নহে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে একই উৎপাদক সঙ্গতির পরিমাণেও পার্থক্য থাকে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে এক এক প্রকার উৎপাদক সঙ্গতির আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা (relative scarcity) থাকে।

প্রত্যেক দেশ তাহার বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা অপর দেশের উৎপাদক সঙ্গতির বৈশিষ্ট্য এবং আপেক্ষিক প্রাচুর্য্যের সুযোগ গ্রহণ করে। বৈদেশিক বাণিজ্যে কোন দেশ যদি লিপ্ত হইতে না চাহে তাহার অর্থ হইবে যে ঐ দেশ নিজের যে উৎপাদক সঙ্গতি নাই বা খুব সীমাবদ্ধ পরিমাণে আছে অকারণে উহার দ্বারা উৎপন্ন বস্তু হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছে। ইহা শুধু প্রাকৃতিক সঙ্গতি বা কাঁচামালের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে, শ্রম ও মূলধনের ক্ষেত্রেও উহা প্রযোজ্য।

অধিকন্তু, বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভূমি বা প্রাকৃতিক সঙ্গতির, মূলধনের এবং শ্রমের আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতার ক্ষেত্রেই যে শুধু পার্থক্য থাকে তাহাই নহে, বিভিন্ন ধরণের (types) ভূমিতে, বিভিন্ন ধরণের মূলধনে এবং বিভিন্ন ধরণের শ্রমের ও আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতার দিক হইতে অনেক পার্থক্য আছে এইভাবে এক একটি উৎপাদক উপাদানের পৃথক পৃথক পর্য্যায় থাকিবার দরুণ, এবং এক একটি পর্য্যায়ের আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা থাকিবার দরুণ বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে লিপ্ত হইলে প্রত্যেক দেশ লাভবান হয়। যেখানেই কোন উৎপাদক উপাদান বা উহার একটি নির্দিষ্ট পর্য্যায় অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে আছে, সেখানেই উহা অপেক্ষাকৃত সস্তা হয়। ইহার দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রী তুলনামূলক ভাবে সস্তা হইবে। একটি দেশ, তাহার উৎপাদক সঙ্গতির প্রকৃতি এবং প্রাচুর্য্যের ভিত্তিতে যে বস্তু সস্তায় উৎপাদন করিতে পারিবে না, সে দেশ অপর দেশ হইতে উহা আমদানী করিবে। ইহাতে সকল দেশই লাভবান হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের এই লাভের পরিমাপ কি, এ সম্পর্কে কেয়ার্ণক্রস বলিয়াছেন: It (the advantage of foreign trade) can be measured in terms of the loss which the country would

suffer, if it had to exist exclusivly on home produced goods—that is, by the loss inflicted through the diversion of productive resources from the manufacture of exports to the manufacture of substitutes for imports. For most countries this loss would be very considerable and the gain which they derive from trade is correspondingly great, so great, one may safely conclude, that it will be rare for a section of the community not to participate in it." ইহার তাৎপর্য হইল যে যদি কোন দেশ শুধু নিজের দ্বারা উৎপাদিত বস্তুর উপরেই নির্ভর করিয়া চালায় তাহা হইলে তাহাকে যে লোকসান সহ্য করিতে হইত, সেই লোকসানের বিপরীতটাই হইল বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে তাহার পাওয়া লাভ। বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত না হইলে দেশের রপ্তানী হয় না, আবার আমদানীও হয় না। সুতরাং রপ্তানী সামগ্রী উৎপাদনে যে উৎপাদক সঙ্গতি নিয়োগ করা হয় উহা আমদানী সামগ্রীর পরিবর্তক সামগ্রা উৎপাদনে প্রয়োগ করিতে হইবে। উহা করিলে তাহার যে আর্থিক ক্ষতি হইবে (অর্থাৎ সস্তায় যে সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে তাহা উৎপাদনে না করিয়া, যে সামগ্রী উৎপাদন করিতে বেশী দাম পড়িয়া যায় সেই সামগ্রী উৎপাদন করিলে) তাহাই দেখাইয়া দেয়, বৈদেশিক বাণিজ্য করিলে (আপেক্ষিক খরচার সুবিধা গ্রহণ করিলে) কি লাভ পাওয়া যায়। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই লাভ সমাজের সর্ব স্তরেই ছড়াইয়া পড়ে ; উৎপাদনকারী, পুঁজি ও কাঁচা মালের সরবরাহকারী, এবং শ্রমিক—আবার ভোগকারীরূপে সর্বসাধারণেই —প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের লাভে অংশ গ্রহণ করে।

"জাতীয় আয়" (national income)-এর হিসেবে, বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে প্রাপ্য উপার্জন, আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যেকার উদ্বৃত্তের দ্বারাই পরিমাপ করা হয়। নীট উদ্বৃত্তের যে আর্থিক মূল্য তাহাই, জাতীয় উপার্জনের মধ্যে যোগ করা হয়। ঠিক উহাকেই কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের লাভ, ব্যাপক অর্থে সুফল, বলিয়া গণ্য করা যায় না। বৈদেশিক বাণিজ্যের সুফল বা লাভ বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের অপেক্ষাও অনেক বেশী।

Q 5. Discuss in brief the hindrances to international specialisation.

Ans. আপেক্ষিক খরচার পার্থক্যের দরুণ এক একটি দেশ এক এক প্রকার সামগ্রী বা কতিপয় নির্দিষ্ট সামগ্রী উৎপাদনে বিশেষত্বশীলতা অর্জন করে। কিন্তু বিনা বাধায় যতখানি বিশেষত্বশীলতা অর্জন করা যাইত, বাস্তব-ক্ষেত্রে ততখানি বিশেষত্বশীলতা অর্জন করা সকল সময়ে সম্ভব হয় না।

প্রথমতঃ, উৎপাদনের ক্ষেত্রে যদি ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের (law of diminishing returms) নিয়ম ক্রিয়া করে তাহা হইলে একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রান্ত হইবার পর উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত উৎপাদনের খরচাও বাড়িতে থাকিবে। উৎপাদনের খরচা বৃদ্ধি হইতে থাকিলে আপেক্ষিক সুবিধা ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে। উহার তুলনায় যে বস্তুতে সুবিধা কম ছিল, সেই বস্তুতে আপেক্ষিক সুবিধা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ, পরিবহন খরচা বিশেষত্বশীলতার আর একটি প্রতিবন্ধক পরিবহন খরচা বেশী হইলে, একটি সামগ্রীর উৎপাদনে উৎপাদক সঙ্গতি নিয়োগ করিয়া যে বিশেষত্বশীলতা অর্জন করা যাইত তাহা তিরোহিত হইবে।

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনে যদি দেশের মধ্যেই বিভিন্ন সামগ্রীর চাহিদার পরিবর্তন সৃষ্টি হয় তাহা হইলে উহা কালক্রমে বিশেষত্বশীলতার বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। ধরা যাক, পাকিস্থান গম উৎপাদনে এবং ভারত চাউল উৎপাদনে বিশেষত্বশীলতা অর্জন করিয়াছে এবং পাকিস্থান ভারতকে গম দিয়া এবং ভারত পাকিস্থানকে চাউল দিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালায়। কিন্তু ভারতের মধ্যে যদি চাউলের চাহিদা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে ভারত আর পাকিস্থানকে চাউল সরবরাহ করিতে পারিবে না পাকিস্থান তখন নিজের চাউল উৎপাদন করিতে বাধ্য হইবে এবং সকল উৎপাদক সঙ্গতি গম উৎপাদনে নিয়োগ করিয়া বিশেষত্বশীলতা অর্জন করিতে পারিবে না।

চতুর্থতঃ, কোনও দেশের কোন একটি সামগ্রীর বিশেষ ধরণের গুণ থাকিলে অন্য দেশ উহা সস্তায় উৎপাদন করিতে পারিলেও ঐ দেশ উহার উৎপাদন পরিত্যাগ করিবে না। অর্থাৎ, উহাতে আপেক্ষিক সুবিধা না থাকিলেও উহা উৎপাদন করিবে।

Q. 6. Distinguish between Free Trade and Protection.

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মালের আদান প্রদানের দ্বারা যে বৈদেশিক বাণিজ্য লিতে থাকে, উহাতে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করিতে ারে। অর্থাৎ দেশের মধ্যে আমদানী এবং দেশের বাহিরে রপ্তানীতে াষ্ট্র কোনরূপ বাধা সৃষ্টি না করিতে পারে। যে দেশ যে সামগ্রী ভালো ৎপাদন করিবে সে দেশ সেই সামগ্রী উৎপাদন করিয়া বিদেশে রপ্তানী রিবে এবং যাহা সস্তায় উৎপাদন করিতে পারিবে না তাহা বিদেশ হইতে ামদানী করিয়া লইবে। এক্ষেত্রে ঠিক আন্তর্জাতিক বিশেষত্বশীলতার ভিত্তিতেই সামগ্রী উৎপাদিত হইবে এবং পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইবে। য দেশের সরকার এইরূপ নীতি গ্রহণ করেন সে দেশের বাণিজ্যকে "অবাধ াণিজ্য" (Free trade) বলা হয়। অবশ্য সরকার নিছক রাজস্বের প্রয়োজনে আমদানী রপ্তানীর উপর যদি কর আরোপ করেন, তাহা হইলে কছুটা বাধা সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু খুব বেশী নহে, উহার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে র সংগ্রহ, অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করা য় না। এক্ষেত্রেও বৈদেশিক বাণিজ্যকে "অবাধ বাণিজ্য" বলা হয়।

কিন্তু দেশের সরকার যদি রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্য ছাড়াও অন্য কোনও উদ্দেশ্যে আমদানীর উপর শুল্ক আরোপ করেন, তাহা হইলে ঐ সামগ্রী যে ামে উহার উৎপাদন কেন্দ্রে বিক্রয় হয় সে দামে আমদানীকারী দেশে বিক্রয় ইতে পারে না। যে পরিমাণে আমদানী সামগ্রীর উপরে শুল্ক বসানো হয়, সই পরিমাণে ঐ সামগ্রীর দাম বাড়িয়া যায়। অনেক দেশের সরকার এইরূপ করিয়া থাকেন। অবশ্য সকল প্রকার আমদানী সামগ্রীর উপরে এইরূপে শুল্ক আরোপ করা হয় না। বাছিয়া বাছিয়া কতিপয় নির্দিষ্ট আমদানী সামগ্রীর ক্ষেত্রেই ইহা করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল, দেশের শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী যাহাতে বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া াড়াইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। অনুন্নত দেশে দেশীয় শিল্পে প্রথম দিকে যাহা উৎপাদিত হয় উহার উৎপাদন খরচা (শিল্পে অনগ্রসরতার ারণ) শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় বেশীই পড়ে ; সেক্ষেত্রে শিল্পোন্নত দেশের াণ্য অবাধ আমদানী হইলে অনুন্নত দেশের শিল্প নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য

কোন কোন দেশ বিদেশী পণ্যের দাম বাড়াইবার উদ্দেশ্যে উহার উপর আমদানী শুল্ক চাপাইয়া দেয়। দেশীয় শিল্পকে বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐ বিদেশী পণ্যের আমদানীর উপর শুল্ক আরোপ করিলে উহাকে সংরক্ষণ (protection) বলা হয়।

Q. 7. Examine carefully the arguments in favour of free trade. Can backward countries follow a free trade policy for their economic development ?

Ans. অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি হইল যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে উদ্দেশ্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকে, অবাধ বাণিজ্য থাকিলে তবেই সে উদ্দেশ্য যথার্থ পূরণ হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্য হইল আঞ্চলিক বিশেষত্বশীলতার সুবিধা গ্রহণ করা। ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে পারদর্শী; ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক কারণে, ও শ্রমিকদের নৈপুণ্যের পার্থক্যের কারণে এক একটি দেশ এক একটি সামগ্রী উৎকৃষ্ট গুণের এবং অপেক্ষাকৃত কম খরচে উৎপাদন করিতে পারে। এই বিশেষত্বশীলতার সুযোগ গ্রহণের জন্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সৃষ্টি। যে দেশ যে বস্তু বা বস্তুগুলির উৎপাদনে পারদর্শী সে দেশ সেই বস্তু বা সেই বস্তুগুলিই উৎপাদনে সকল সম্পতি নিয়োগ করে। উহার বিনিময়ে সে অপরের উৎপাদিত সামগ্রী সংগ্রহ করে। ইহাতে সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশী হয় এবং প্রত্যেক দেশের লোকেই তাহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী অপেক্ষাকৃত কম দামে সংগ্রহ ও ভোগ করিতে পারে, কিন্তু ইহা সম্ভব হয় অবাধ বাণিজ্য থাকিলে তবেই। অবাধে যদি আমদানী রপ্তানী করিতে দেওয়া না হয়, কৃত্রিমভাবে যদি আমদানী সামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দেওয়া হয় (দেশাভ্যন্তরস্থ শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার জন্য) তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বিশেষত্বশীলতার সুবিধাকে ইচ্ছা করিয়া বাধা দেওয়া হয়। সমগ্রভাবে পৃথিবীর উৎপাদন ক্ষমতা ইহাতে কমিয়া যায়। ইহার কারণ বর্ণনায় Kindleberger বলিয়াছেন: "An increase in price in a single protected commodity draws resources into the production of that commodity where they are less efficiently employed than they were before. Prior to the imposition of the

tariff, in equilibrium, each factor of production……was earning equal return. A shift of resources out of, shall we say, truck gardening in Texas into oil production, assuming an increase in the tariff on petroleum products and crude oil, will lower real output. It will reduce output in farming by more in value terms than it will increase the value of oil production." (International Economics, P 184). সহজ ভাষায় ইহার তাৎপর্য্য হইল যে অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যকার উৎপাদক উৎপাদনগুলি সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপাদনক্ষম কার্যেই নিযুক্ত থাকে ; সংরক্ষণের দ্বারা কোনও একটি বিশেষ বস্তুর দাম কৃত্রিমভাবে বাড়াইয়া দিলে উৎপাদক সঙ্গতি অন্যান্য উৎপাদনের ক্ষেত্র হইতে ঐ বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনেই চলিয়া আসে, কিন্তু ইহাতে উৎপাদক সঙ্গতির সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ হইল না, বেশী উৎপাদন ক্ষমতার ক্ষেত্র হইতে কম উৎপাদন ক্ষমতার ক্ষেত্রে সরিয়া আসিল। ইহা দ্বারা উৎপাদক সঙ্গতির অপচয় করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ব্যাহত করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, অবাধ বাণিজ্য থাকিলে দেশের শিল্পপতিকে দেশের মধ্যেই বিদেশের শিল্পপতিদের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। দেশের শিল্পমালিকগণ সর্বদাই উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট থাকে। কিভাবে উৎকৃষ্ট বস্তু কম খরচায় উৎপাদন করিয়া খরিদ্দারদিগকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারা যায় দেশীয় শিল্পমালিকগণ যদি উহার জন্য নিয়তই চেষ্টা করিতে থাকে তাহা হইলে দেশের দ্রুত শিল্পোন্নয়ন হইতে পারে। কলাকৌশলগত উন্নতির দ্বারা শিল্প-দক্ষতা বৃদ্ধির অবিরত চেষ্টা চলিবে। শুধু শিল্প মালিকদিগের ক্ষেত্রেই নহে, শিল্প শ্রমিকদিগের পক্ষেও উৎপাদন দক্ষতা দেখাইয়া তবেই মজুরী বৃদ্ধির দাবী জোরালো করা যাইবে। কৃত্রিম সংরক্ষণের আড়ালে থাকিলে শিল্পমালিকগণ ও শ্রমিকগণ সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর নিকট হইতে দক্ষতা না দেখাইয়াই অর্থ আদায় করিয়া লইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, অবাধ বাণিজ্য থাকিলে আমদানী শুল্কের রেষারেষি পরিহার করা যায়। একটি দেশ যদি সংরক্ষণ দিয়া, অন্য দেশের সামগ্রী আমদানীতে বাধা দেয় তাহা হইলে ঐ অন্য দেশও প্রথম দেশের সামগ্রী তাহার দেশে যাহাতে অবাধে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ

পারস্পরিক বাধা সৃষ্টির একটি প্রতিযোগিতা সুরু হইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। ইহাতে কেহই লাভবান হইবে না, অথচ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিধি সঙ্কুচিত হইবে।

চতুর্থতঃ, কোনও সামগ্রী যখন একদেশে উৎপাদিত হইয়া অপর দেশে আমদানী হয় তখন উৎপাদন খরচার সহিত পরিবহন খরচা (cost of transport) যোগ হইয়া তবেই যে দেশে আমদানী হইল সে দেশে বিক্রয় হইতে পারে। এই পরিবহন খরচা যোগ হইবার দরুণ নিজ দেশের মধ্যে যে দামে বিক্রয় হয়, বিদেশে সে দামে বিক্রয় হইতে পারে না, তাহা অপেক্ষা বেশী দামে বিক্রয় হয়। ইহা স্বাভাবিক ভাবেই পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিশেষত্বশীলতার একটি অন্তরায়; ইহার উপরে নিয়মিত রাজস্ব ব্যবস্থার অঙ্গরূপে, সংরক্ষণের কোন বাসনা না থাকিলেও, রপ্তানী ও আমদানী উভয়ের উপরই কিছু কিছু শুল্ক ধার্য করা থাকে। ইহাতেও দেশের শিল্প বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার কিছু সুযোগ পায়।

পঞ্চমতঃ, অবাধ বাণিজ্যে সমাজের উপর কোন বোঝা আরোপ করা হয় না; বরং ক্রেতা সাধারণ সস্তায় সামগ্রী কিনিয়া ভোগোদ্বৃত্ত (consumers' surplus) লাভ করে। ইহাতে তাহারা বিবিধ প্রকার সামগ্রী কিনিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে পারে। ইহাতে দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সংরক্ষণ শুল্ক আরোপ করিয়া অবাধ বাণিজ্যে বাধা দিলে সংশ্লিষ্ট শিল্পে সামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দেওয়া হয়, লোকে ঐ সামগ্রী বেশী দামে কিনিতে বাধ্য হয়। একটি সামগ্রী বেশী দামে কিনিতে বাধ্য হইলে অপরাপর সামগ্রী বেশী কিনিবার ক্ষমতা থাকে না। ইহাতে অন্যান্য শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ষষ্ঠতঃ, অন্যান্য শিল্পের ক্ষতি আরও একদিক হইতে বিচার করা যায়। যে শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হয় উহার উৎপাদিত সামগ্রী অন্য শিল্পের যদি প্রয়োজনীয় উপকরণ হয় তাহা হইলে ঐ শিল্পটির সংরক্ষণের দ্বারা অন্য শিল্পের উৎপাদন খরচা বাড়ে।

কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের এই সকল সুবিধা অনগ্রসর দেশের পক্ষে সকল সময়ে পাওয়া সম্ভব হয় না। অনগ্রসর দেশে কর্মসংস্থান এবং উপার্জনের স্তর খুব নিচু থাকে। অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত দেশের প্রতিযোগিতায় অনুন্নত

দেশগুলি কর্মসংস্থান ও উপার্জন বাড়াইবার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে না।

[নিচের প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য ; বিশেষ করিয়া Employment Argument এবং Infant Industries Argument]

Q. 8. Discuss the grounds on which it may be considered desirable to impose restriction on the freedom of international trade (Cal. Deg. 1962) Examine the main arguments in favour of protection. Do you find any one of them valid for your own country ?

Ans. বিদেশী পণ্যের আমদানীর উপরে শুল্ক আরোপ করিবার পক্ষে অনেকগুলি যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই যুক্তিগুলিকে নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে :

(১) **মজুরি সম্পর্কিত যুক্তি**—সংরক্ষণের অনুকূলে একটি যুক্তি হইল যে বৈদেশিক পণ্যের তীব্র প্রতিযোগিতায় দেশীয় পণ্যের যদি কাটতি না হয় তাহা হইলে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের শ্রমিকের ভাল মজুরী দিতে পারিবে না। সংরক্ষণের দ্বারা দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলে দেশের শিল্পজাত বস্তুর কাটতি বাড়িবে ; কারণ, বিদেশী প্রতিযোগী সামগ্রীর দাম বাড়িবে। আবার প্রতিযোগী সামগ্রীর দাম যে স্তরে বাড়িবে দেশীয় সামগ্রীর দামও সেই স্তরে বাড়ানো যাইবে। সুতরাং দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বেশী করিয়া মজুরী দিতে পারে।

এই যুক্তির আর একটি বক্তব্য হইল যে যে-সকল দেশে শ্রমিকের মজুরীর হার কম, সে সকল দেশের উৎপাদিত সামগ্রী চড়া-মজুরী-বিশিষ্ট দেশের উৎপাদিত সামগ্রীকে প্রতিযোগিতায় সহজেই হারাইয়া দিয়া বাজার দখল করিয়া লইতে পারে। সেক্ষেত্রে চড়া মজুরী বিশিষ্ট দেশে মজুরীর হারের পতন ঘটে। সংরক্ষণ ইহা প্রতিরোধ করে।

সংরক্ষণের পক্ষে এই যুক্তির সারবত্তা সকলে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, মজুরীর হার শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং উহা বজায় রাখিবার জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না।

(২) **কর্মসংস্থান সৃষ্টি**—সকল দেশেই বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে কর্মসংস্থান (employment) এর সুযোগ বৃদ্ধি একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। কর্মসংস্থান বাড়িলে লোকের উপার্জন বাড়ে, এবং উপার্জন বাড়িলে বাড়তি ব্যয়ের দরুণ শিল্পোন্নতি ও কৃষি-উন্নতি সম্ভব হয়। সংরক্ষণ দেশের শিল্পকে রক্ষা করিয়া বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সাহায্য করিয়া, শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটায় এবং কর্মসংস্থানের অবকাশ বৃদ্ধি পায়।

এই যুক্তিটি সম্পূর্ণ অসঙ্গত নহে, তবে পরিপূর্ণরূপেও গ্রহণীয় নহে। একটি দেশ সংরক্ষণ দিতে পারে কিনা এবং উহার দ্বারা কর্মসংস্থান বাড়াইতে পারে কিনা তাহা নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে—প্রধানতঃ, অপর দেশগুলিও সংরক্ষণের দ্বারা এই দেশের রপ্তানী বাণিজ্যে বাধা দিবে কিনা তাহার উপর।

(৩) **"দেশের টাকা দেশেই রাখ" যুক্তি**—কেহ কেহ বলেন যে আমরা যখন বিদেশজাত সামগ্রী কিনি তখন আমরা সামগ্রীগুলি পাই এবং বিদেশীরা আমাদের টাকাগুলি পায়; কিন্তু যখন আমরা দেশের জিনিসই কিনি তখন আমরা সামগ্রীও পাই, টাকাও পাই। সংরক্ষণের দ্বারা বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা বন্ধ করিলে দেশের টাকা দেশেই থাকে।

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিলে কিন্তু এই নীতি সঠিক অর্থনৈতিক যুক্তির বিরোধী। কারণ প্রথমতঃ, আমরা আমদানী করিয়া টাকা দিয়া দেই কিন্তু রপ্তানী করিয়া টাকা উপার্জন করি ; দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক দেশ যদি এই নীতি অনুসরণ করে তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইবে।

(৪) **দেশীয় বাজার রক্ষার যুক্তি**ঃ—সংরক্ষণের পক্ষে আর একটি যুক্তি হইল যে দেশীয় পণ্যের বৈদেশিক বাজার অনিশ্চিত, সুতরাং দেশের বাজারটি অন্ততঃ নিশ্চিত করিয়া রাখা উচিত।

এই যুক্তিটি আপাত দৃষ্টিতে সঙ্গত হইলেও, উহার বিরুদ্ধে এই সমালোচনা করা যায় যে প্রত্যেক দেশ তাহার নিজস্ব বাজার সংরক্ষণ করিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলিয়া কিছুই থাকিবে না।

সংরক্ষণের পক্ষে উপরোক্ত যুক্তিগুলির প্রত্যেকটি বিরোধী যুক্তির সম্মুখীন হয়। কিন্তু সংরক্ষণের পক্ষে আরও কতকগুলি যুক্তি আছে যাহা অত্যন্ত জোরালো এবং সাধারণ প্রতিযুক্তির দ্বারা যাহা খণ্ডন করা যায় না। অর্থাৎ

কতিপয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সংরক্ষণের অসুবিধা থাকিলেও, অন্য উচ্চতর প্রয়োজনে সংরক্ষণের নীতি অনুসরণ করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এই প্রয়োজনগুলি হইল নিম্নরূপ :

প্রথমতঃ, একটি দেশ যদি দুই একটি শিল্পের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ নির্দিষ্ট শিল্পে বা শিল্পগুলিতে যদি মন্দা আসে (রপ্তানী হ্রাস পাইবার কারণেও এই মন্দা সৃষ্টি হইতে পারে) তাহা হইলে সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনেই মন্দা ছড়াইয়া পড়িবে, চতুর্দিকেই তখন লোকে বেকার হইতে থাকিবে এবং জাতীয় আয় অতি দ্রুত কমিয়া যাইবে। সেই কারণে, পূর্ব হইতেই শিল্পের বৈচিত্র্যবিধান (diversification of industries) প্রয়োজন। সংরক্ষণের নীতি অবলম্বনের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শিল্প গড়িয়া তুলিলে, দু-একটি শিল্পে দুর্দিন আসিলে অন্যান্য শিল্পের অগ্রগতিতে উহার কুফল দূরীভূত হইতে পারে। তবে কোন্ কোন্ শিল্পে সংরক্ষণ দিয়া শিল্পের বৈচিত্র্য-বিধান করা হইবে তাহা যথেষ্ট বিচার বিবেচনা সহকারে স্থির করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল শিল্প দেশ রক্ষার প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং উপকরণ নির্মাণ করে বা ঐ সকল উপকরণ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে সে সকল শিল্পের ক্ষেত্রে পূর্ব হইতেই সংরক্ষণ দিয়া উহাদিগকে বড় করিয়া তুলা প্রয়োজন। দেশরক্ষা অপেক্ষা বড় কথা আর কিছু নাই, এবং দেশ রক্ষার উপকরণের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকা নির্বুদ্ধিতা। তবে দেশ রক্ষার উপকরণ নির্মাণে দেশ কত দ্রুত আত্মপর্য্যাপ্ত হইবে তাহা নানা বিষয় বিচার বিবেচনা করিয়া স্থির করা প্রয়োজন।

Q. 9. State and examine the infant industries argument for protection.

তৃতীয়তঃ, শিশু শিল্পকে গড়িয়া তুলার জন্য সংরক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া অনেক অর্থনীতিবিদ অভিমত দেন। প্রত্যেক দেশে এরূপ অনেক শিল্প আছে বলিয়া দেখা যায় যেগুলি প্রথম অবস্থায় একান্ত অসহায়, সামান্য বিরোধিতা বা প্রতিযোগিতা পাইলেই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয় কিন্তু প্রথম দিকে উহাদিগকে প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিলে কালক্রমে উহা অতি বৃহৎ শিল্পে পরিণত হইতে পারে। তখন উহা দেশের কর্মসংস্থান ও উপার্জন

বৃদ্ধিতে অতি মূল্যবান অবদান বহন করিবে। সংরক্ষণের পক্ষে সকল যুক্তিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এই যুক্তির সারবত্তা সব থেকে বেশী। নবজাত শিশু যেমন প্রমাণ লোকের সহিত লড়িতে পারে না, নবজাত শিল্পও সেইরূপ উন্নত দেশের শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। একটি দেশ যখন প্রথম শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর হয় তখন তাহাকে অনেক বাধা বিপত্তি সহ্য করিতে হয়। তখন সেই শিল্পে উৎপাদনের খরচা থাকে অনেক বেশী। উন্নত দেশে ঐ শিল্প তখন পূর্ব হইতেই সুসংগঠিত, আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৃহৎ পরিধির উৎপাদনে ব্যাপৃত হইয়া উহা অপেক্ষাকৃত কম খরচে ভালো জিনিস উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং উন্নত দেশে গড়িয়া উঠা শিল্পে উৎপন্ন সামগ্রী অনুন্নত দেশে নবজাত শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিলে নবজাত শিল্পের পক্ষে টিকিয়া থাকা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না। সরকারকে ঐ ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আছে বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে এবং উহা যাহাতে কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় সেই উদ্দেশ্যে নবজাত শিল্পকে বর্তমানের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে। যে সকল শিল্পের ভবিষ্যতে বড় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই—অর্থাৎ যাহাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, বা শ্রমিক বা দেশের মধ্যেই বাজার নাই, সে সকল শিল্পকে সংরক্ষণ দিলে উহা ক্ষতিকর এবং অপব্যয় হইবে। উহাদিগকে যতদিন সংরক্ষণ দেওয়া থাকিবে ততদিনই উহারা টিকিয়া থাকিবে, সংরক্ষণ সরাইয়া লইলেই উহাদের পতন ঘটিবে। কোন ব্যক্তিকে শৈশবে যে সংরক্ষণ দেওয়া হয় তাহা চিরকাল দিবার প্রয়োজন হইলে যেমন বুঝিতে হইবে ঐ ব্যক্তি অক্ষম এবং সমাজের উপর একটি বোঝা স্বরূপ, সেইরূপ কোন শিল্পকে চিরকাল সংরক্ষণ দিতে হইলে উহা সমাজের বোঝা বলিয়া বিবেচ্য। নবজাত শিল্পকে লালন ও শুশ্রূষা করিতে হইবে, আর একটু বড় শিশুকে রক্ষণা-বেক্ষণ দিতে হইবে, এবং প্রাপ্ত বয়স্ককে ছাড়িয়া দিতে হইবে ("Nurse the baby, protect the child and free the adult")—ইহা যেমন মানব জীবনের নিয়ম, দেশের শিল্প জীবনেও সেইরূপ শিশুশিল্পকে রক্ষা করিতে হইবে কিন্তু ঐ রক্ষার উদ্দেশ্যই হইবে যাহাতে উহা ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হইয়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে এবং আপনার শক্তিতেই আপনি চলিতে পারে। সুতরাং শিশু শিল্পের যুক্তি

যে সংরক্ষণের নীতি সমর্থন করে, সে সংরক্ষণ একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য, উহা সাময়িক স্থায়ী নহে।

পৃথিবীর প্রায় সকল শিল্পোন্নত দেশ, গ্রেটব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানী, জাপান তাহাদের শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে শিশুশিল্পকে গড়িয়া তুলার জন্য সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে ফিসক্যাল কমিশন গঠিত হইয়াছিল উহা শিশুশিল্পের যুক্তিতেই নির্দিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শর্তে সংরক্ষণ দিবার পক্ষে অভিমত দিয়াছিলেন।

দশম অধ্যায়

বৈদেশিক বিনিময় (**Foreign Exchange**)

Q. 1. Discuss how the rate of exchange is determined between two countries on gold standard.

Explain what is meant by mint par of exchange. What do you understand by specie points ? How are they arrived at ?

Ans. দুইটি দেশে যখন স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে। তখন উহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই স্বর্ণের সহিত মুদ্রার একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত থাকে। দেশের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার মধ্যে সমতা রক্ষা করা হয়। ইহার অর্থই হইল, স্বর্ণের একটি নির্দিষ্ট দাম বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং ঐ দাম বাস্তবে বজায় রাখা হয়। এরূপভাবে নানা পদ্ধতিতে ঐ দাম বাঁধিয়া রাখা হয় যে স্বর্ণের বাজারে স্বর্ণের দাম সরকারের দ্বারা নির্ধারিত ঐ দাম হইতে সরিয়া যাইতে পারে না।

ইহার অর্থই হইল যে প্রত্যেক দেশে, একদিকে স্বর্ণ, আর একদিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা—ইহাদের মধ্যে একটি বিনিময় হার নির্দিষ্ট থাকে। উভয় দেশেই যদি ইহা থাকে তাহা হইলে স্বর্ণের মধ্য দিয়া উভয় দেশের মুদ্রার বিনিময় হারও নির্ধারিত হইয়া যায়। কারণ,

যদি ক = খ হয়

এবং গ = খ হয়

তাহা হইলে ক = গ হইতে বাধ্য।

ধরা যাক, 'ক' দেশের মধ্যে একভরি স্বর্ণের দাম ৫ টাকা এবং 'গ' দেশের মধ্যে একভরি স্বর্ণের দাম ২৫ টাকা। তাহা হইলে ৫ ক টাকা

২৫ গ·টাকা ; ক দেশের ৫ টাকা গ দেশের ২৫ টাকার সমান ; অর্থাৎ ১ ক= ৫ গ। একটি দেশের মুদ্রা অপর দেশের কতগুলি মুদ্রার সমান তাহা হিসাব করা হইল প্রত্যেক দেশের মুদ্রা কতখানি স্বর্ণের সমান তাহার ভিত্তিতে। এইভাবে স্বর্ণমান বিশিষ্ট দুইটি দেশের মধ্যে স্বর্ণসমতার রেশিওর দ্বারা বিনিময়হার নির্ধারিত হয়। এই বিনিময়হারকে "ধাতুগত বিনিময় সমতা" (Mint par of exchange) বলা হয়।

কিন্তু প্রকৃত বিনিময় হার (the actual rate of exchange) যে ধাতুগত বিনিময় সমতার বিন্দুতেই সর্বদা অবস্থিত থাকে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। দুইটি দেশে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্রে উহাদের মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় হার ধাতুগত সমতার হার হইতে সরিয়া যাইতে পারে। একটি দেশের বাণিজ্য যদি অপর দেশটির বাণিজ্যের সহিত সমমূল্যের হয়, অর্থাৎ প্রত্যেকের আমদানী রপ্তানী যদি সমমূল্যের হয় তাহা হইলে উহাদের বিনিময় হার ধাতুগত বিনিময় সমতার সহিত সমান হইবে কিন্তু আমদানী রপ্তানী যদি অসমান হয় তাহা হইলে প্রকৃত বিনিময়হার ধাতুগত সমতার বিন্দু হইতে সরিয়া যাইবে। কিন্তু কতখানি সরিয়া যাইবে তাহার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে, একটি উচ্চতম সীমা একটি নিম্নতম সীমা। এই সীমা দুইটিকে বলা হয় "ধাতু-বিন্দু" (specie points) এই "ধাতুবিন্দু" দুইটি "ধাতুগত বিনিময় সমতা" হইতে বেশী বা কম হইবে কিন্তু কতখানি বেশী বা কম হইবে তাহা নির্ভর করে এক দেশ হইতে আর একদেশে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচের উপর। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে যে-দেশে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে সে দেশে স্বর্ণ মানেই মুদ্রা—সে দেশে স্বর্ণ পাঠাইয়াই ঐ স্থান হইতে ক্রীত সামগ্রীর মূল্য প্রদান করিয়া দেওয়া যায়।

ধরা যাক, ক দেশ হইতে ৩০০ কোটি টাকার মাল গ-দেশে রপ্তানী হয় এবং গ-দেশ হইতে ৩০০ কোটি টাকার মাল ক-দেশে রপ্তানী হয়। এক্ষেত্রে ক-দেশের আমদানী ও রপ্তানী উভয়ই ৩০০ কোটি টাকার। আবার গ-দেশেরও আমদানী রপ্তানী ৩০০ কোটি টাকার। সুতরাং 'ক'-দেশের "গ"-দেশের নিকট হইতে পাওনাও ৩০০ কোটি টাকা, গ-দেশের নিকট দেনাও ৩০০ কোটি টাকা। অপর পক্ষে, "গ" দেশেরও ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতি। উহারও আমদানী রপ্তানী সমান, অর্থাৎ দেনাপাওনা সমান

উভয়ের বাণিজ্য ব্যালান্স সমান। সুতরাং পরস্পরের সামগ্রীর জন্য যে দাম দেওয়া নেওয়া হইবে উহা "ধাতুগত বিনিময় সমতার" (Mint par of exchange) হার-এই করা হইবে।

কিন্তু যদি এরূপ ঘটে যে "ক" গ-দেশে ৩০০ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছে কিন্তু গ-দেশ হইতে ২০০ কোটি টাকার মাল আমদানী করিয়াছে তাহা হইলে 'ক' দেশ গ-এর নিকট হইতে ৩০০ কোটি টাকা পাইবে কিন্তু গ-দেশ ক-এর নিকট হইতে ২০০ কোটি টাকা পাইবে। অর্থাৎ ক গ-এর মুদ্রা যে পরিমাণে চাহিদা করিতেছে গ ক-এর মুদ্রা তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে চাহিদা করিতেছে। ফলে, ক-এর মুদার দাম, গ-এর মুদ্রার অনুপাতে বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু কতখানি বাড়িবে তাহা নির্ধারিত হইবে গ-দেশ হইতে ক-দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচার দ্বারা। ধরা যাক ঐ খরচা ১ টাকা। তাহা হইলে ক দেশ-এর টাকার দাম পূর্বে যেখানে ছিল ১ ক=৫ গ, এক্ষণে সেক্ষেত্রে উহা বড় জোর ১ ক=৬ গ হইতে পারে। ইহা হইল ক দেশের "উচ্চতর স্বর্ণবিন্দু" (upper specie point); "ধাতুগত বিনিময় সমতার" সহিত স্বর্ণ পাঠাইবার খরচা যোগ করিয়া এই বিন্দু পাওয়া গেল।

ইহার বিপরীত যদি ঘটে, অর্থাৎ 'ক' গ-দেশে ২০০ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছে কিন্তু গ-দেশ হইতে ৩০০ কোটি টাকার মাল আমদানী করিয়াছে, তাহা হইলে ক দেশ গ-এর নিকট হইতে ২০০ কোটি টাকা পাইবে কিন্তু গ-দেশ ক-এর নিকট হইতে ৩০০ কোটি টাকা পাইবে। অর্থাৎ গ ক-এর টাকা যে পরিমাণে চাহিদা করিতেছে ক, গ-এর টাকা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে চাহিদা করিতেছে। ফলে, ক-এর মুদ্রার দাম গ-এর মুদ্রার অনুপাতে কমিতে থাকিবে। কিন্তু কতখানি কমিবে তাহা নির্ধারিত হইবে ক দেশ হইতে গ দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচার দ্বারা। ধরা যাক, ঐ খরচা ১ টাকা। তাহা হইলে ক দেশের টাকার দাম পূর্বে যেখানে ছিল ১ ক=৫গ, এক্ষণে সেক্ষেত্রে উহা কম হইলেও অন্ততঃ ১ ক=৪গ হইতে পারে। ইহা হইল ক দেশের "নিম্নতর স্বর্ণবিন্দু" (lower specie point); "ধাতুগত বিনিময় সমতার" সহিত স্বর্ণ পাঠাইবার খরচা বাদ দিয়া এই বিন্দু পাওয়া গেল।

Q. 2. Show how the rate of exchange between two currencies is determined under a system of inconvertible paper standard.

Describe the purchasing power parity theory. Does it provide an adequate explanation of the factors determining the rate of exchange between two currencies ? (Deg. 1963) Explain the Purchasing Power Parity Theory of Exchange and state its defects. Is it a useful concept ?

Ans. [Rate of exchange determined under gold standard: ১নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য]

How exchange rate is determined under inconvertible paper standard.

অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা যদি দুইটি দেশের মধ্যে থাকে তাহা হইলে উহাদের মুদ্রার বিনিময় হার কিসের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, তাহা স্থির করিবার উদ্দেশ্যে "মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব" (purchasing power parity theory) নামে একটি তত্ত্ব কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ প্রদান করিয়াছেন।

দুইটি দেশের প্রত্যেকটিতে স্বর্ণমান থাকিলে উহাদের মুদ্রার সহিত একটি অভিন্ন বস্তুর অর্থাৎ স্বর্ণের বিনিময় হার নির্ধারিত থাকে। সুতরাং ঐ দুইটি মুদ্রার মধ্যেও বিনিময়হার আপনা-আপনি নির্ধারিত হইয়া যায়। কিন্তু দুইটি দেশের মধ্যে যখন স্বর্ণমান না থাকে, কাগজী মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, তখন স্বর্ণের মধ্য দিয়া বিনিময় হার নির্ধারিত হইতে পারে না। তখন বিনিময় হারের পরিবর্তনের কোন নির্দিষ্ট সীমা থাকিতে পারে না, যেমন স্বর্ণমানের ক্ষেত্রে থাকে স্বর্ণবিন্দু (gold points or specie points)। ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব বলে যে এক্ষেত্রে দুইটি দেশের দামস্তরের পারস্পরিক অনুপাতের (ratio) দ্বারা উহাদের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হইবে। মুদ্রার দাম বলিতে বুঝায় উহার ক্রয় ক্ষমতা—অর্থাৎ একটি টাকা যত পরিমাণে অন্যান্য বস্তু ক্রয় করিতে পারিবে তদনুপাতে উহার দাম নির্ধারিত হইবে। সুতরাং যে দেশে দামস্তর কম সে দেশে টাকার দাম বেশী। অতএব যদি দেখা যায় যে একটি দেশে দামস্তর কম, জিনিস পত্রের দাম বেশ সস্তা এবং আর একটি দেশে দামস্তর বেশী, জিনিসপত্রের দাম বেশী তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রথম দেশের টাকা দ্বিতীয় দেশের টাকার

অপেক্ষা দামী। দ্বিতীয় দেশের টাকার তুলনায় প্রথম দেশের টাকা কতখানি দামী তাহা নির্ভর করিবে উভয় দেশের দামস্তরের পারস্পরিক অনুপাতের উপর। যদি দেখা যায় যে প্রথম দেশটির দাম স্তরের তুলনায় দ্বিতীয় দেশটির দামস্তর দ্বিগুণ, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রথম দেশটির টাকার দাম দ্বিতীয় দেশের টাকার দামের দ্বিগুণ; অর্থাৎ প্রথম দেশের ১ টাকা দ্বিতীয় দেশের ২ টাকার সমান। দুই দেশের দামস্তর যেমন যেমন পরিবর্তন হইবে, উহাদের টাকার দামও সেইরূপ পরিবর্তন হইবে এবং বিনিময় হারও সেইরূপ পরিবর্তন হইবে। দুইটি দেশের টাকার ক্রয়ক্ষমতার পারস্পরিক অনুপাতের দ্বারা উহাদের বিনিময় হার পরিবর্তন হইবে।

ধরা যাউক, আমেরিকায় ৪ ডলার ব্যয় করিয়া আমরা ঠিক সেই পরিমাণ সামগ্রী সমষ্টি ক্রয় করিতে পারি, যাহা ইংলণ্ডে ১ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া ক্রয় করিতে পারি; তাহা হইলে একটি পাউণ্ডের ক্রয় ক্ষমতা ৪টি ডলারের ক্রয় ক্ষমতার সমান। এই পারস্পরিক ক্রয় ক্ষমতা তুলনা করিয়া বলিতে পারা যায় যে পাউণ্ড ও ডলারের মধ্যে বৈদেশিক বিনিময় হার হইবে ১ পাউণ্ড= ৪ ডলার। কিন্তু যদি এরূপ হয় যে ইংলণ্ডে জিনিসপত্রের দাম খুব বাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু আমেরিকায় দামস্তর অপরিবর্তিত আছে, ধরা যাক আমেরিকায় ৪ ডলার দিয়া যে বস্তু সমষ্টি কিনিতে পারা যায়, ইংলণ্ডে ঠিক ঐ বস্তু সমষ্টি ২ পাউণ্ড লাগিবে, তাহা হইলে এক্ষণে বিনিময় হার হইবে ২ পাউণ্ড= ৪ ডলার, অর্থাৎ ১ পাউণ্ড=২ ডলার। এক্ষণে পাউণ্ডের বিনিময় হার কমিয়া যাইবে। অপর পক্ষে যদি ধরা যায় ইংলণ্ডে ১ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া যে সামগ্রী সমষ্টি কিনিতে পাওয়া যায় তাহা আমেরিকায় কিনিতে গেলে ৮ ডলার ব্যয় করিতে হইবে, তাহা হইলে ডলারের দাম অর্থাৎ বিনিময় হার কমিয়া যাইবে এবং ১ পাউণ্ড=৮ ডলার হইবে। "ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ত্বে" ইহা বক্তব্য।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সুইডেনের অর্থনীতিবিদ ক্যাসেল এই তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং তিনিই ইহার নাম দিয়াছিলেন, ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব। দুইটি ভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে ভারসাম্য বিনিময়হার (equilibrium rate of exchange) হইল সেই বিনিময় হার যাহা দুইটি

দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতাকে সমান করিয়া দেয়। যদি ৪ ডলারে সেই সামগ্রী সমষ্টি ক্রয় করা যায় যাহা এক পাউণ্ডে ক্রয় করা যায় তাহা হইলে উহাই হইবে ভারসাম্যের বিনিময়হার। কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন, ক্রয় ক্ষমতার-ভিত্তিতে যে বিনিময়হার নির্ধারিত হয় উহা একটি স্থির ও স্থায়ী বিন্দু নহে। দুইটি দেশের মধ্যে দামস্তর যে অনুপাতে পরিবর্তন হয়, সেই অনুপাতে উহাও পরিবর্তন হয়।

ক্রয়-ক্ষমতার ভিত্তিতে দুইটি দেশের মধ্যে যে বিনিময়হার নির্ধারিত হয় উহা সকলে স্বীকার করেন না। কীন্‌স্ প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত অর্থনীতি-বিদ এই তত্ত্বের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা নিম্নরূপ:

প্রথমতঃ, যদি শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যে সামগ্রীগুলিকে লইয়া হয় সেই সামগ্রীগুলির দামের ভিত্তিতে এক একটি দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা হিসাব করা হয় তাহা হইলে এই তত্ত্ব অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই তত্ত্বের মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই, উহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু একটি দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার হিসাবের জন্য যদি সাধারণ সর্বপ্রকার সামগ্রীকে লইয়াই সূচক-সংখ্যা (index number) প্রণীত হয়, তাহা হইলে ঐ সূচক সংখ্যার ভিত্তিতে যে ক্রয় ক্ষমতার রেশিও পাওয়া যাইবে উহার ভিত্তিতে বাস্তবে বিনিময়হার নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। কারণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পণ্যের দাম এবং সাধারণ ব্যবহার্য পণ্যের দাম একই ভাবে একই দিকে পরিবর্তন হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, ক্যাসেলের তত্ত্ব এই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে যে শুধুমাত্র বাণিজ্যের কারণেই বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইহা সত্য নহে। বাণিজ্যের কারণ ছাড়াও, বহুবিধ কারণে বৈদেশিক মুদ্রা চাহিদা করা হয়। মুদ্রার সকল প্রকার চাহিদাই—বাণিজ্যগত ও অ-বাণিজ্যগত—প্রকৃত বিনিময়হার নির্ধারণ করে।

বাস্তবক্ষেত্রে, যেখানে স্বর্ণমান না থাকে, অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা থাকে, সেখানে মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার বৈদেশিকহুণ্ডির (foreign bills) চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। বৈদেশিক হুণ্ডির চাহিদা ও যোগানের তারতম্য হইলেই, বিনিময়হারের পরিবর্তন হইবে। তবে

ক্যাসেলের তত্ত্বের মধ্যে এই সত্য নিহিত রহিয়াছে যে দুইটি দেশের মধ্যে বিনিময়হার যদি পুনর্নির্ধারিত করিয়া একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থায়ীভাবে বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে যে সকল বিষয় বিচার বিবেচনা করা হইবে তাহার মধ্যে উভয় দেশের দামস্তর একটি প্রধান বিবেচ্য।

Q. 3. Enumerate the influences that bring about fluctuations in the rate of foreign exchange।

Ans. দুইটি দেশের মধ্যে মুদ্রার বিনিময়হার স্বর্ণমান থাকিলে স্বর্ণ সমতার দ্বারা এবং স্বর্ণমান না থাকিলে আভ্যন্তরীণ দামস্তরের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু কিসের দ্বারা বিনিময়হার মূলতঃ নির্ধারিত হয় ইহার বাস্তবক্ষেত্রে সেরূপ কোনও গুরুত্ব নাই। আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, কিসের দ্বারা একটি দেশের মুদ্রার বিনিময়হারের উত্থানপতন নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বিনিময়হারের উত্থান পতন টাকার বাজারে বৈদেশিক হুণ্ডির যোগান ও চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হয়। বৈদেশিক হুণ্ডির যোগান চাহিদার পরিবর্তন হইলেই দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হারে পরিবর্তন ঘটিবে। বৈদেশিক হুণ্ডির যোগান চাহিদা যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে সেগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমতঃ, মালপত্র এবং নানাপ্রকার কার্য ক্রয় বিক্রয়ের মূল্যের দ্বারা বিনিময়হার-এর পরিবর্তন নির্ধারিত হইবে। একটি দেশ যখন পণ্য বিক্রয় করে এবং নানাপ্রকার কার্য বা সেবা বিক্রয় করে তখন উহা পাওনাদার দেশে পরিণত হয়। অপর পক্ষে, যদি উহা অপরাপর দেশের পণ্য ক্রয় করে এবং বিভিন্ন প্রকারের কার্য বা সেবা ক্রয় করে তাহা হইলে উহা দেনাদার দেশে পরিণত হয়। দেশ যখন পাওনাদার হয়, তখন উহার মুদ্রা অপরাপর দেশ চাহিদা করে, আবার উহা যখন দেনাদার হয় তখন অপরাপর দেশের মুদ্রা উহা চাহিদা করে। যদি দেশটির মোট দেনাপাওনা খতাইয়া দেখিয়া উহা নীট পাওনাদার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে বিনিময় বাজারে উহার মুদ্রার চাহিদা হইবে বেশী, এবং উহার বিনিময়হার বাড়িতে থাকিবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ দেশের পাওনা অপেক্ষা দেনা যদি বেশী হয় তাহা হইলে উহার মুদ্রার বৈদেশিক চাহিদা কমিয়া যাইবে এবং ঐ দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার কমিয়া যাইবে। সুতরাং একটি দেশের সামগ্রী রপ্তানী

ও আমদানী এবং উহার সেবা বা কার্য ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা উহার মুদ্রার বিনিময়হারের উঠা নামা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, শুধুমাত্র মালের আমদানী রপ্তানী ও কার্য ক্রয় বিক্রয় ছাড়া, আরও বহুবিধ কারণেও দেশের মুদ্রার বৈদেশিক চাহিদা কখনও বাড়ে, কখনও কমে। ইহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল পুঁজির গমনাগমন। যদি একটি দেশ অপর কোনও দেশে মূলধন পাঠায়, হয়তো অপর দেশের শিল্পে টাকা খাটাইবার জন্য মূলধন পাঠায়, তখন সে উহার নিজস্ব মুদ্রাকে অপর দেশের মুদ্রায় পরিবর্তন করিবে। এ ক্ষেত্রে তাহার মুদ্রার যোগান বাড়িবে কিন্তু অপর দেশের মুদ্রার চাহিদা বাড়িবে। তখন অপর দেশটির মুদ্রার বিনিময় হার বাড়িবে এবং তাহার মুদ্রার বিনিময়হার কমিবে। যদি শিল্পে ধার দিবার জন্য নাও হয়, নিছক সুদে টাকা খাটাইবার জন্যই যদি একটি দেশ অপর দেশে টাকা পাঠায়, তাহা হইলেও অপর দেশের টাকার বিনিময়হার বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং একটি দেশে যদি সুদের হার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে ঐ দেশে অন্যান্য দেশ হইতে টাকা আসিতে থাকিবে, উহাতে ঐ দেশে টাকার বিনিময়হার বাড়িয়া যাইবে। আবার দেনাদার দেশ যখন পাওনাদার দেশে ঐ টাকার দরুণ সুদ পাঠাইতে থাকিবে, বা উহার আসল পরিশোধ করিতে থাকিবে, তখন বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে পাওনাদার দেশের টাকার চাহিদা বাড়িয়া বিনিময় হার বাড়িয়া যাইবে এবং দেনাদার দেশের টাকার যোগান বাড়িয়া উহার বিনিময়হার কমিয়া যাইবে।

তৃতীয়তঃ, ভিন্ন ভিন্ন দেশে মুদ্রানীতি এবং রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির দ্বারা টাকার ক্রয় ক্ষমতা যদি প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে অপরাপর দেশের মুদ্রার তুলনায় উহার মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হইবে। যদি একটি দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে বা সাধারণভাবে বিনিয়োগ বাড়াইবার জন্য, টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হয়, এবং উহার দরুণ মুদ্রাস্ফীতি শুরু হয়, কিন্তু অন্যান্য দেশে মুদ্রাস্ফীতি না হয়, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের তুলনায় উহার বিনিময় হার কমিয়া যাইবে। মুদ্রাস্ফীতি যতই বাড়িতে থাকে ততই উহার বিনিময় হার কমিতে থাকে।

চতুর্থতঃ, কখনও কখনও রাজনৈতিক কারণেও বিনিময় হারে পরিবর্তন

ঘটিতে পারে। সুশাসিত এবং শান্তিপূর্ণ দেশে বিনিময়হার অন্যান্য অর্থনৈতিক কারণে যে স্তরে নির্ধারিত থাকে, উহা ঐ স্তরে মোটামুটি স্থায়ী হয়। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির যদি এরূপ পরিবর্তন হয় যাহাতে ঐ দেশের টাকার উপর বিদেশীদের, এমন কি দেশের পুঁজিপতিদের, আস্থা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বিদেশীরা ঐ দেশ হইতে টাকা সরাইয়া লইবে, দেশের লোকেও যতটা সম্ভব বিদেশে টাকা সরাইতে থাকিবে ; বিনিময় হারের পতন ইহার আবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

Q. 4. What is balance of trade ? Enumerate the principal items in the balance of payments. (B. A. 1962) What is meant by an adverse balance (a) of trade and (b) of payments ?

Ans. একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, সাধারণতঃ এক বৎসরে, একটি দেশ মোট যতমূল্যের সামগ্রী বিদেশ হইতে আমদানী করে এবং মোট যতমূল্যের সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করে, উহাদের তুলনামূলক হিসাবকে বাণিজ্য ব্যালান্স (balance of trade) বলা হয়।

একদিকে রপ্তানী পণ্য ও অপরদিকে আমদানী পণ্যের মূল্য—ইহাদের হিসাব হইতে একটি দেশের দেনাপাওনার হিসাব বুঝিতে পারা যায় বলিয়া মনে হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে—যথা একটি বৎসর—রপ্তানী পণ্যের মূল্য এবং আমদানী পণ্যের মূল্য যদি ঠিক সমান হইয়া যায়, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে, দেশটি দেনাদারও নহে, পাওনাদারও নহে। এক্ষেত্রে বাণিজ্য-ব্যালান্সে ঠিক ভারসাম্য উপস্থিত হইয়াছে দেখা যায়—অর্থাৎ বাণিজ্য-ব্যালান্সটি হইল ভারসাম্যযুক্ত (Even balance of trade)।

কিন্তু দেশের রপ্তানী পণ্যের মূল্য আমদানী পণ্যের মূল্য অপেক্ষা যখন বেশী হয়, তখন বিদেশের নিকট উহার যা দেনা হয় বিদেশের নিকট হইতে তাহার পাওনা হয় উহা অপেক্ষা বেশী ; উহা তখন নীট পাওনাদার হইয়া দাঁড়ায়। ধরা যাক, একটি দেশ এক বৎসরে ৩০০ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করিয়াছে কিন্তু ঐ সময়ে বিদেশ হইতে ২০০ কোটি টাকার পণ্য আমদানী করিয়াছে ; তাহা হইলে উহা ১০০ কোটি টাকার মতন নীট পাওনাদার

দেশে. পরিণত হইবে। এক্ষেত্রে বাণিজ্য-ব্যালান্স হইবে উহার অনুকূল; ইহাকে বলা হয় "অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্স" (Favourable balance of trade)। ইহার ঠিক বিপরীত পরিস্থিতি সৃষ্টি হইলে বাণিজ্য ব্যালান্স হইবে প্রতিকূল। দেশের আমদানী পণ্যের মূল্য, রপ্তানী পণ্যের মূল্য অপেক্ষা যদি বেশী হয় তাহা হইলে বিদেশের নিকট হইতে উহার যা পাওনা তাহা অপেক্ষা বিদেশের নিকট দেনা হয় বেশী। ধরা যাক, দেশটি এক বৎসরে ২০০ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছে কিন্তু ৩০০ কোটি টাকার মাল আমদানী করিয়াছে; এক্ষেত্রে দেশটির নীট দেনা হইবে ১০০ কোটি টাকার মতন। বাণিজ্য ব্যালান্সের এই অবস্থাকে বলে প্রতিকূল ব্যালান্স (unfavourable or adverse balance of trade)।

Q. What is meant by Balance of Payments

আগেকার দিনে, যথা মধ্যযুগে, একই দেশের ভিতরে কার্য বা সেবা ক্রয় বিক্রয় হইলেও (যথা ভৃত্যের বেতন দিলে, উহার অর্থ হইল ভৃত্যের কার্য ক্রয় করা), বিভিন্ন দেশের মধ্যে শুধু সামগ্রীই ক্রয় বিক্রয় হইত, অর্থাৎ শুধু পণ্যেরই আমদানী রপ্তানী হইত; অর্থাৎ আন্তর্জাতিক লেনদেনে দেনাপাওনা যাহা হইত তাহা সামগ্রীর আমদানী রপ্তানীর জন্যই। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কত টাকার সামগ্রী আমদানী হইয়াছে এবং কত টাকার রপ্তানী হইয়াছে তাহা দেখিলেই, অর্থাৎ দেশটির বাণিজ্য ব্যালান্সের অবস্থা দেখিলেই, উহা নীট দেনাদার কি পাওনাদার তাহা বুঝা যাইত।

কিন্তু আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শুধু যে সামগ্রীই বেচাকেনা হয় তাহা নহে, নানা প্রকার সেবা বা কার্যেরও (service) বেচাকেনা হইয়া থাকে। পণ্য আমদানী রপ্তানী হইতে যেরূপ দেনা পাওনা সৃষ্টি হয়, সেইরূপ কার্য্য বা সেবা আদান প্রদানের দ্বারাও দেনাপাওনা সৃষ্টি হয়। বাণিজ্য ব্যালান্সের মধ্যে এই সকল সেবা বা কার্য্যের ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব ধরা হয় না; বাণিজ্য ব্যালান্সের মধ্যে শুধু দৃষ্ট আমদানী রপ্তানী অন্তর্ভুক্ত থাকে, কিন্তু এই সকল সেবা বা কার্য্য অদৃশ্য আমদানী রপ্তানী (invisible imports and exports)। সেই কারণে, আধুনিক যুগে নিছক বাণিজ্য ব্যালান্সের হিসাব দেখিলেই সত্য সত্যই দেশটি দেনাদার না পাওনাদার

তাহা বুঝিতে পারা যায় না। উহার জন্য প্রয়োজন হইল একটি পরিপূর্ণ হিসাব রচনা করা—যাহার মধ্যে মালের আমদানী রপ্তানীর মূল্য দেখানো হইবে, আবার এরূপ সকল বস্তুর বা কার্যের ক্রয় বিক্রয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে যাহার জন্য দেনাপাওনা হয় অথচ যাহা সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই মোট হিসাবকে বলা হয়, মূল্য প্রদান ব্যালান্স (Balance of payments) অথবা হিসাব ব্যালান্স (Balance of Accounts)। মূল্যপ্রদান ব্যালান্স-এর মধ্যে নিম্নরূপ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হইবে :

(ক) যে সকল সামগ্রী আমদানী ও রপ্তানী হয়,

(খ) এক দেশের লোকেদের স্বত্বাধীন ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, জাহাজী কোম্পানী অন্য দেশের লোকের নিকট যে কার্য প্রদান করে ;

(গ) একটি দেশ বিদেশ হইতে আগত ভ্রমনকারীদের যে সকল সেবা ও সামগ্রী প্রদান করে ; এই সামগ্রী দেশের মধ্যেই ব্যবহৃত হয় এবং রপ্তানীর হিসাবে প্রদর্শিত থাকে না।

(ঘ) একটি দেশে অপর দেশে যে ঋণ প্রদান করে বা অপর দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে যে অর্থ বিনিয়োগ করে ;

(ঙ) একটি দেশ অপর দেশে প্রদত্ত ঋণ বা বিনিয়োগ হইতে যে সুদ ও ডিভিডেণ্ড পায়।

(চ) যুদ্ধের জন্য প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ

(ছ) এক দেশ কর্তৃক অপর দেশকে কোনও অর্থদান।

উপরোক্ত সকল বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করিয়া যে মূল্য প্রদান ব্যালান্স হিসাব করা হয় উহা বাণিজ্য ব্যালান্স-এর ন্যায় সমান হইতে পারে (even balance of payments), অনুকূল হইতে পারে (favourable balance of payments) বা প্রতিকূল (unfavourable) হইতে পারে। যে বিষয়ের উপরেই বিভিন্নদেশের মধ্যেই অর্থের আদান প্রদান হইতে পারে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া যদি দেখা যায় যে একটি দেশ নীট দেনাদার হইয়াছে তাহা হইলে উহার মূল্য প্রদান ব্যালান্স প্রতিকূল (unfavourable or adverse balance of payments)। বিপরীত ক্ষেত্রে, মূল্যপ্রদান ব্যালান্স অনুকূল।

Q. 5. By what measures can an adverse balance of payments be corrected?

Ans. প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স উদ্ভূত হইলে সংশ্লিষ্ট দেশের স্বর্ণ-রিজার্ভ ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে অথবা বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গতি ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অবশ্য পুরাপুরি স্বর্ণমান যদি প্রতিষ্ঠিত থাকে, শুধু মাত্র একটি দেশেই নহে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে, তাহা হইলে মূলপ্রদান ব্যালান্স-এর অসমতা স্বর্ণ চলাচলের দ্বারা আপনাআপনি শুধরাইয়া যাইবার কথা। মূল্যপ্রদানের ব্যালান্স প্রতিকূল হইলে দেশটি নীট দেনাদার; স্বর্ণমানের ক্ষেত্রে দেনাদার দেশ স্বর্ণ পাঠাইয়া পাওনাদার দেশকে মূল্যপ্রদান করিবে। ইহাতে দেনাদার দেশে মুদ্রার পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং দামস্তর কমিয়া যাইবে, পাওনাদার দেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে এবং দামস্তর বাড়িয়া যাইবে। তখন দেনাদার দেশের রপ্তানী বাড়িয়া আমদানী কমিবে এবং পাওনাদার দেশে আমদানী বাড়িয়া রপ্তানী কমিবে। ইহাতে দেনাদার দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স-এ যে অসমতা ছিল তাহা দূরীভূত হইবে।

কিন্তু স্বর্ণমান যখন না থাকে, তখন পাওনাদার দেনাদার দেশের মধ্যে স্বর্ণের আমদানী রপ্তানীর দ্বারা ব্যালান্সের অসমতা শুধরাইয়া যায় না। তবে নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই অসমতা দূর করিতে হয়।

প্রথমতঃ, যাহাতে রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করাই এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। যে সকল শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে বেশী করিয়া রপ্তানী হয়, সে সকল শিল্পকে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের দিক্‌ উৎপাদন শুল্ক (excise duty) হইতে রেহাই দেওয়া যাইতে পারে। রপ্তানী পণ্যের উপর রপ্তানীশুল্ক কমাইয়া দিলে বা সম্ভব হইলে একেবারে উঠাইয় দিলে, বিদেশে ঐ সামগ্রীর প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়ে। উহার বিক্রয় বাড়িলে রপ্তানা বাড়ে। আবার যদি এরূপ করা হয় যে যে-সকল শিল্পে রপ্তানী পণ্য উৎপাদন করা হয় উহাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপর অথব অন্য উপকরণের উপর কর উঠাইয়া লওয়া হইবে, উহার প্রয়োজনীয় কাঁচামা যদি বাহির হইতে আমদানী করা হয় তাহা হইলে ঐ আমদানীর উপর হইতে

আমদানীশুল্ক উঠাইয়া লওয়া হইবে, তাহা হইলে ঐ শিল্পের উৎপাদন খরচা কমিবে এবং ঐ শিল্প নিজ পণ্যের দাম কমাইয়া দিয়া বাহিরের বাজারে নিজের কাটতি বাড়াইতে পারিবে এবং দেশের রপ্তানী বাড়িবে। বিদেশে প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া এবং বিদেশে প্রচারকার্য চালাইয়া দেশের পণ্য বিদেশে জনপ্রিয় করিলেও রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা হয়। যে যে কার্যের দ্বারা রপ্তানীতে সহায়তা করা হইবে উহার দ্বারা হিসাব ব্যালান্স-এর অসমতা দূরীকরণে সহায়তা করা হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া যথাসাধ্য কমাইতে পারিলেও ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। যে সকল বস্তু সহজেই দেশের মধ্যে পাওয়া যায় (সামান্য গুণের তারতম্য থাকিতে পারে) সে সকল বস্তুর আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়। যে সকল বস্তু আমদানী না করিলে অসুবিধা হইতে পারে সেই সকল বস্তু আমদানী করিতে দিলেও ঐ আমদানী যথাসাধ্য কমাইয়া দিতে হইবে। যে সকল সামগ্রীর আমদানী অপরিহার্য শুধুমাত্র সেই সকল সামগ্রীই আমদানী করিতে দিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, বিদেশ হইতে যদি ঋণ সংগ্রহ করা যায় বা বিদেশীরা যাহাতে সংশ্লিষ্ট দেশে বেশী করিয়া অর্থ বিনিয়োগ করে সেইরূপ ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে বিদেশী অর্থ যখন এদেশে আসিবে তখন দেশের মূল্য প্রদান ব্যালান্সের অসমতা কমিয়া যাইবে।

চতুর্থতঃ, দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার হ্রাস করিলে (exchange depreciation) বা মুদ্রামান হ্রাস করিলে (devaluation) কম বিনিময়-হারের দ্বারা রপ্তানী বৃদ্ধি এবং আমদানী হ্রাস করানো যায়।

Q. 6. Discuss the effects of a fall in the exchange rate of a country upon its balance of payments

—

Explain the effects of the devaluation of the currency of a country upon its balance of payments

Ans. দেশের মুদ্রার বিনিময়হার বাণিজ্যের গতি অনুসারে উঠা নামা করিতে পারে। বৈদেশিক বিনিময় বাজার অনিয়ন্ত্রিত হইলে, কখনও বিনিময়হার চড়া হয়, কখনও বিনিময়হার কমিয়া যায়। এক টাকার

বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রা যদি বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় তাহা হইলে টাকার বিনিময়হার বাড়িয়াছে বলা হইবে; এবং একটাকার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রা যদি কম পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা হইলে টাকার বিনিময়-হার কমিয়াছে বলা হইবে—অর্থাৎ সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রা পাইতে হইলে, বেশী পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা দিতে হইবে। বিনিময়হারের পতনকে টাকার বৈদেশিক মূল্যাপকর্ষ (exchange depreciation) বলা হয়। দুইটি দেশের মধ্যে যদি কাগজী মুদ্রা থাকে তাহা হইলে টাকার এই মূল্যাপকর্ষকে সরাসরি হিসাব করা হয়; কিন্তু যদি স্বর্ণমান থাকে তাহা হইলে টাকার মূল্যাপকর্ষকে স্বর্ণের মাধ্যমে হিসাব করা হয়। যদি দেখা যায়, পূর্বে একভরি স্বর্ণ ১০০ টাকার সমান ছিল কিন্তু পরে একভরি স্বর্ণ ২০০ টাকার সমান হইয়াছে তাহা হইলে স্বর্ণের অনুপাতে যে-দেশের মুদ্রা অপরিবর্তিত রেশিও বজায় রাখিয়াছে সে দেশের মুদ্রার সহিত প্রথম দেশের মুদ্রার বিনিময়হারে পতন হইবে। ইহাকে বলা হয় স্বর্ণের হিসাবে মুদ্রামূল্য হ্রাস (devaluation)।

কোনও দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স-এ বা মূল্যপ্রদান ব্যালান্স-এ যদি অসমতা বা ঘাটতি সৃষ্টি হয় তাহা হইলে মুদ্রার বিনিময়হার হ্রাসের দ্বারা ঐ ঘাটতি বেশ কিছুটা দূর করিতে পারা যায়। মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার হ্রাস পাইলে একদিকে দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে উহার আমদানী হ্রাস পায়।

ধরা যাক, ক-দেশের এক টাকা খ-দেশের ১ টাকার সমান ছিল; কিন্তু যে কোন কারণেই হউক ক দেশের টাকার বিনিময়হার কমিয়া গিয়াছে। "ক" দেশের দুইটাকা "খ" দেশের ১ টাকার সমান হইয়াছে। বিনিময়হারের এইরূপ পরিবর্তন হইলেই "ক" দেশে উৎপাদিত পণ্য খ দেশে সস্তা হইয়া যাইবে। ধরা যাক, "ক" দেশে কলম উৎপাদিত হয় এবং একটি কলমের দাম ১০ টাকা (ক দেশের টাকার হিসাবে)। বিনিময়হার যখন ক ১=খ ১ ছিল তখন ঐ কলম খ দেশে চালান যাইলে খ দেশের লোক উহা কিনিয়া ১০টি খ টাকা দিতে বাধ্য হইত। ক দেশের ঐ কলমের দাম 'খ'-দেশে ছিল ১০ টাকা। কিন্তু ক দেশের টাকার বিনিময়হার কমিয়া গিয়া যখন ২ক=১খ হইল, তখন ১০ টাকা দামের (ক দেশের

টাকায় হিসাবে) একটি কলম খ দেশে চালান যাইলে খ দেশের লোকের নিকট উহার দাম খুব সস্তা হইয়া যাইবে। কারণ 'খ' দেশের লোকে তাহাদের ৫ টি টাকা দিয়া ক দেশের ১০ টি টাকা পাইবে, এবং উহার দ্বারা কলমের দাম পরিশোধ করিবে। এইভাবে 'ক' দেশের পণ্য খ দেশের বাজারে খুব সস্তা হইয়া যাইবে। সস্তা হইলেই উহা খুব জনপ্রিয় হইবে। ফলে ক-দেশের মাল খ দেশে খুব রপ্তানী বাড়িবে। এইভাবে টাকার বিনিময়হার হ্রাস পাইলে দেশের পণ্য বিদেশে সস্তা হইয়া রপ্তানী খুব বাড়ে।

অপর দিকে, বিনিময়হার হ্রাসের দ্বারা বিদেশের সামগ্রী দেশের বাজারে দুর্মূল্য হইয়া উঠে। বিনিময়হার হ্রাস পাইলে একই পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা পাইতে গেলে, বেশী পরিমাণ দেশী মুদ্রা দিতে হয়। উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে যখন ১ক=১খ ছিল তখন খ দেশে উৎপাদিত একটি ১০ টাকা দামের সামগ্রী কিনিলে ক দেশের লোকে ১০ (ক) টাকা প্রদান করিত। কিন্তু বিনিময়হার যদি ২ক=১খ হয়, তাহা হইলে ঐ একই সামগ্রীর জন্য ক দেশের লোককে এক্ষণে ২০ টাকা দিতে হইবে, কারণ এক্ষণে খ দেশের ১০ টাকা পাইতে হইলে ক দেশের লোককে ২০ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। ইহার ফলে, 'ক' দেশের নিকট বিদেশী পণ্য যে অনুপাতে বিনিময় হার কমিয়া গিয়াছে সেই অনুপাতে মহার্ঘ হইয়া যাইবে। ক দেশে বিদেশী পণ্যের বেচাকেনা কমিয়া যাইবে, অর্থাৎ বিদেশী পণ্যের আমদানী কমিয়া যাইবে।

এই কারণে দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার কমিয়া গেলে যুগপৎ রপ্তানী বাড়িয়া যায় এবং আমদানী কমিয়া যায়। দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স যদি প্রতিকূল হয় তাহা হইলে বিনিময়হার হ্রাসের দ্বারা ঘাটতি পরিহার করা যায়। সাধারণতঃ, বাণিজ্য ব্যালান্স বা মূল্যপ্রদান ব্যালান্সে দু এক বৎসর ঘাটতি হইলেই কোনও দেশ বৈদেশিক বিনিময়হার কমাইতে অগ্রসর হয় না। অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়া বা আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া মূল্য প্রদান ব্যালান্স এ সমতা আনিবার চেষ্টা করে। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের অসমতা যদি বেশ কিছু কাল ধরিয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে উহার হাতে যে বৈদিশিক মুদ্রা বা স্বর্ণ থাকে তাহা নিঃশেষ হইয়া যায় এবং বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় মাল আমদানী করিবার মত

কোনও সঙ্গতি তাহার হাতে আর থাকে না। এরূপ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট দেশ ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার কমাইতে বাধ্য হয়। অনেক সময়ে একাধিক দেশ যুক্তভাবে ইহা করিতে অগ্রসর হয়। ১৯৪৯ সালে এইরূপ এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ব্রিটেন এবং ষ্টার্লিং অঞ্চলের সহিত যুক্ত বহু দেশ একই সঙ্গে ডলারের অনুপাতে নিজেদের মুদ্রার বিনিময়হার কমাইয়াছিল।

Q. 7. Describe the mechanism of adjustment in the balance of payments of a country.

Ans. বর্তমানে সকল দেশেরই মুদ্রার বিনিময়হার নিয়ন্ত্রিত। বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গতি যাহাতে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার এবং অপচয় না হইতে পারে তাহার জন্য বহু দেশ নাগরিকদিগকে বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্গতি যেরূপভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করিবার অবাধ স্বাধীনতা দেয় না। এ ক্ষেত্রে মূল্যপ্রদান ব্যালান্স-এ অসমতা সৃষ্টি হইলে, উহা দূর করিবার জন্য দেশের সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

কিন্তু যেক্ষেত্রে এরূপ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয় না, ব্যবসায়ীগণ ব্যবসায়ের সুবিধা অনুযায়ী আমদানী ও রপ্তানী করিতে পারে এবং লোকেও তাহাদের ইচ্ছামত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করিতে পারে সেক্ষেত্রে আমদানী রপ্তানীর সমতা (দৃষ্ট বস্তুর এবং অদৃশ্য সেবার) এবং বিনিময়হারের সংযোজন আপনা আপনি সৃষ্টি হয়।

যদি একটি দেশের মূল্য প্রদান ব্যালান্স অনুকূল হয়, তাহা হইলে উহার বিনিময়হার বাড়িয়া যাইবে কারণ ঐ দেশটি পাওনাদার হইয়া যাওয়ায় অপরাপর দেশগুলি উহার মুদ্রা বেশী করিয়া চাহিদা করিবে। এই দেশের মুদ্রা অপরাপর দেশ বেশী করিয়া চাহিদা করিলে উহার বিনিময়হার বাড়িবে এবং অন্যান্য দেশের বিনিময়হার কমিবে। ইহাতে পাওনাদার দেশটির মাল অপরাপর দেশে মহার্ঘ হইবে এবং অপরাপর দেশের মাল পাওনাদার দেশটিতে সস্তা হইয়া যাইবে। সুতরাং পাওনাদার দেশটির মাল বিদেশীরা ক্রয় করিবে কম কিন্তু বিদেশগুলির মাল পাওনাদার দেশটিতে বেশী করিয়া বিক্রয় হইবে। অতএব কিছুকাল পরেই দেখা যাইবে পাওনাদার দেশটির রপ্তানী কমিয়া গিয়াছে কিন্তু আমদানী বাড়িয়া গিয়াছে। কিছুকাল এই

অবস্থা চলিবার পর দেখা যাইবে যে পাওনাদার দেশটি আর পাওনাদার দেশ নাই। এবং আরও কিছুকাল পরে দেখা যাইবে যে উহা দেনাদার দেশে পরিণত হইয়াছে; অর্থাৎ উহার রপ্তানী কমিয়াছে এবং আমদানী রপ্তানী অপেক্ষা বেশী হইয়াছে।

এইভাবে দেশটি যদি দেনাদারদেশে পরিণত হয় তাহা হইলে বিনিময়-হারের উপর উহার প্রতিক্রিয়া হইবে। দেনাদারদেশের মুদ্রা অপরাপর দেশ বেশী করিয়া চাহিদা করিবে না, বরং অপরাপর দেশের মুদ্রা দেনাদার-দেশটি বেশী করিয়া চাহিদা করিবে। ইহাতে দেনাদারদেশটির টাকার বৈদেশিক মূল্য, অর্থাৎ বিনিময়হার, কমিয়া যাইবে। বিনিময়হার কমিয়া গেলে উহার পণ্য বিদেশে সস্তা হইয়া যাইবে এবং বিদেশী পণ্য উহার বাজারে মহার্ঘ হইয়া উঠিবে। স্বীয় পণ্য বিদেশে সস্তা হইবার দরুণ উহার রপ্তানী ক্রমশঃই বাড়িতে থাকিবে এবং অপরের পণ্য উহার বাজারে মহার্ঘ হইবার দরুণ উহার আমদানী ক্রমশঃই কমিতে থাকিবে। ইহাতে দেশটির দেনাদার অবস্থা ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকিবে—আমদানী রপ্তানীর মধ্যে যে অসমতা ছিল তাহা দূরীভূত হইয়া আমদানী রপ্তানী সমান হইয়া যাইবে।

মুদ্রাব্যবস্থা যেক্ষেত্রে অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা লইয়া গঠিত সেক্ষেত্রে বিনিময়হারের পরিবর্তনের দ্বারা আমদানী রপ্তানীর সমতা সৃষ্টি হয়। আবার সমতা সৃষ্টি করিতে গিয়া যদি আমদানী-রপ্তানীর সম্পর্কে বিপরীত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাহা হইলে উহার দ্বারাই বিনিময়হার পরিবর্তিত হইবে। এই বিনিময়হারের পরিবর্তন পুনরায় আমদানী রপ্তানীর সমতা সৃষ্টি করিবে।

কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে যদি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে স্বর্ণ চলাচলের দ্বারা এবং আভ্যন্তরীণ দামস্তরের উপর উহার দ্বারা সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার দ্বারা। একটি দেশের যদি রপ্তানী বেশী হয় এবং আমদানী কম হয় তাহা হইলে উহার বিনিময়হার বাড়িয়া যাইবে এবং স্বর্ণ আমদানীর বিন্দু ছাড়াইয়া যাইবে। উহাতে বিদেশ হইতে স্বর্ণ এদেশে চলিয়া আসিবে। যে দেশ হইতে স্বর্ণ চলিয়া আসিল সেদেশে মুদ্রাসঙ্কোচন ঘটিয়া দামস্তর কমিয়া যাইবে এবং যে দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিল সেদেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া দামস্তর বাড়িবে। পাওনাদার দেশে দামস্তর বাড়িলে

উহার সামগ্রীর বৈদেশিক বাজারে বিক্রয়, অর্থাৎ রপ্তানী, কমিবে কিন্তু বিদেশী সামগ্রী সস্তা হইয়া যাওয়ায় উহার আমদানী বাড়িবে। মোট ফল দাঁড়াইবে যে পাওনাদার দেশের মূল্যপ্রদান ব্যালান্সে যে উদ্বৃত্ত ছিল উহা ধীরে ধীরে লুপ্ত হইবে। কিন্তু বেশ কিছুকাল ধরিয়া ঐ প্রক্রিয়া চলিবার পর (অর্থাৎ রপ্তানী হ্রাস এবং আমদানী বৃদ্ধি) ঐ দেশের মূল্যপ্রদান ব্যালান্সে ঘাটতি সৃষ্টি হইবে; ইহাতে দেশটি দেনাদার দেশ হইবে। উহা বিদেশের অর্থ বেশী চাহিদা করিবে এবং বিদেশগুলি উহার অর্থ কম চাহিদা করিবে; ফলে উহার বিনিময়হার পড়িতে থাকিবে এবং ক্রমশঃ "স্বর্ণ রপ্তানী বিন্দু" ছাড়াইয়া যাইবে। তখন উহার স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া যাইবে; ফলে উহার মুদ্রা সঙ্কোচন ঘটিয়া দামস্তর কমিয়া যাইবে এবং বিদেশে মুদ্রা সম্প্রসারণ ঘটিয়া দামস্তর বাড়িতে থাকিবে। ইহাতে ঐ দেশের বিদেশে রপ্তানী বাড়িবে এবং বিদেশ হইতে আমদানী কমিবে। রপ্তানী বাড়িয়া ও আমদানী কমিয়া আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে পুনরায় সমতা সৃষ্টি হইবে।

Q. 8. "Our imports are paid for by our exports"—

Ans. একটি দেশ যত মূল্যের আমদানী করে উহার দরুণ মূল্যপ্রদান করে নিজস্ব রপ্তানীর দ্বারা। ইহার অর্থ হইল যে প্রত্যেক দেশের আমদানী ও রপ্তানী শেষ পর্য্যন্ত সমান হয়। একটি দেশ যতখানি রপ্তানী করিতে পারে ততখানি আমদানী করিতে পারে এবং যতখানি আমদানী করে ততখানি তাহাকে রপ্তানী করিতে হইবে। এখানে অবশ্য আমদানী রপ্তানী বলিতে শুধুমাত্র সামগ্রীর আমদানী রপ্তানী বুঝাইতেছে না, একদিকে সামগ্রী ও সেবাকার্যের রপ্তানী ও অপরদিকে সামগ্রী ও সেবাকার্য্যের আমদানী, এইরূপ বুঝাইবে। ইহাকে যথাক্রমে মোট রপ্তানী এবং মোট আমদানী; এইরূপ বলা যাউক। এই অর্থে মোট আমদানী ও মোট রপ্তানী সমান হইলে বুঝিতে হইবে দেশটির মোট পাওনা এবং মোট দেনা সমান হইবে।

দেশের আমদানী ও রপ্তানীর অপরিহার্য সমতা দুই দিক হইতে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমতঃ একটি দেশের আন্তর্জাতিক ক্রয়ক্ষমতার দিক হইতে দেশের মধ্যে লোকেদের আয় ব্যয় যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল আন্তর্জাতির বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ একটি দেশের ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষমত

পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ধরা যাক ক হইল একটি দেশ এবং খ হইল ঐ দেশটি বাদে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশ। এক্ষেত্রে খ যদি ক-এর নিকট হইতে কম করিয়া মাল ক্রয় করে তাহা হইলে ক-এর হাতে বৈদেশিক মুদ্রা আসিবে কম, ফলে খ-এর নিকট হইতে ক-এর মাল কিনিবারও ক্ষমতা হইবে কম। খ যদি ক-এর মাল বেশী করিয়া ক্রয় করে তাহা হইলেই ক-এর হাতে খ-এর টাকা জমিবে এবং ক, খ-এর মাল বেশী করিয়া কিনিতে পারিবে। আবার এইরূপ যদি হয় ক-এর হাতে খ-এর টাকা জমিয়া উঠিয়াছে কিন্তু উহার দ্বারা ক, খ-এর মাল কিনিতেছে না (অর্থাৎ ক খ-এর টাকার বিনিময়ে নিজের টাকা ছাড়িতে প্রস্তুত নহে), তাহা হইলে ক-এর মাল কিনিবার মতন আর্থিক ক্ষমতা খ-এর হাতে থাকিবে না। ক-যে অনুপাতে বিদেশী মাল কেনা কমাইয়া দিবে, খ-ও সেই অনুপাতে ক-এর মাল কেনা কমাইয়া দিবে। এই আমদানী রপ্তানীর ক্ষমতা শুধু মালের দিক হইতেই দেখা হইবে না, উহা সমগ্রভাবে মাল এবং সেবাকার্যের দিক হইতে দেখা হইবে। একটি দেশ হয়তো অপরাপর বিদেশগুলিতে মাল রপ্তানী করে কম, এবং উহাদের নিকট হইতে মাল আমদানী করে বেশী, কিন্তু অদৃশ্য সেবাকার্য্যের রপ্তানীর দ্বারা তাহাকে ঐ ঘাটতি পোষাইয়া দিতে হয়।

কিন্তু ইহার দ্বারা ইহাই বুঝায় না, যে মাল এবং সেবাকার্য্যের আমদানী রপ্তানী প্রত্যেক বৎসরের শেষে সমান হইবেই; কোন কোনও ক্ষেত্রে, বরং অনেক ক্ষেত্রে, প্রত্যেক বৎসরের হিসাবে ইহারা সমান হইয়াছে বলিয়া নাও দেখা যাইতে পারে। মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এ সাময়িকভাবে উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি হইতে পারে; উদ্বৃত্ত হইলে, উহা বিদেশে ধার বা বিনিয়োগ হিসাবে রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বিদেশকে উহা একদিন না একদিন পরিশোধ করিতেই হইবে। ঘাটতি হইলে, দেশ উহা বিদেশের নিকট হইতে ঋণ বা বিনিয়োগ হিসাবে গ্রহণ করিবে, কিন্তু একদিন না একদিন তাহাকে উহা পরিশোধ করিতে হইবে।

স্বর্ণ আমদানী রপ্তানীতে যদি বাধা থাকে বা বৈদেশিক বিনিময়হার যদি কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকে তাহা হইলে আমদানী রপ্তানীর সমতা আসিতে বেশ দীর্ঘকাল লাগে। কিন্তু তাহা যদি না থাকে, তাহা হইলে স্বর্ণমান থাকিলে স্বর্ণের আমদানী রপ্তানীর দ্বারা, এবং স্বর্ণমান না থাকিলে

বিনিময়হারের পরিবর্ত্তনের দ্বারা, আমদানী রপ্তানীর অসমতা শীঘ্রই দূরীভূত হয়। দেশের রপ্তানী যদি আমদানী অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে বিদেশ হইতে স্বর্ণ আসিবে এবং দেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া দামস্তর বাড়িবে। দামস্তর বাড়িলে আমদানী বাড়িবে এবং রপ্তানী কমিবে এবং উভয়ে সমান হইবে। অপর পক্ষে দেশের আমদানী যদি রপ্তানী অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া যাইবে; ইহাতে ঐ দেশের মধ্যে স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়া মুদ্রার পরিমাণ কমিবে এবং দামস্তর কমিবে। দামস্তর কমিলে উহার আমদানী কমিয়া যাইবে এবং রপ্তানী বাড়িবে এবং শেষ পর্য্যন্ত উভয়ে সমান হইবে। যদি স্বর্ণের আমদানী রপ্তানী সম্ভব না হয় তাহা হইলে বৈদেশিক বিনিময়হারের পরিবর্তনের দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। যদি কোন দেশের রপ্তানী বেশী হয় এবং আমদানী কম হয় তাহা হইলে উহার টাকার বিনিময়-হার বাড়িয়া যাইবে, তখন উহার পণ্যের দাম বিদেশে বাড়িয়া যাইবে এবং বিদেশী পণ্যের দাম উহার বাজারে কমিয়া যাইবে। ইহাতে রপ্তানী কমিয়া আমদানী বাড়িয়া উভয় সমান হইবে। অপর পক্ষে, আমদানী যদি রপ্তানী অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে টাকার বিনিময়হার কমিয়া যাইবে; উহাতে দেশের পণ্য বিদেশে সস্তা হইবে কিন্তু বিদেশী পণ্য দেশে মহার্ঘ হইবে তখন আমদানী কমিয়া রপ্তানী বাড়ে।

Q. 9. Write a brief explanatory note on the objects and methods of exchange control

Ans. বিনিময় নিয়ন্ত্রণের অর্থ হইল খোলাবাজারে যে কেহ ইচ্ছামত বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেনা করিতে পারিবে না। বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেনা করিতে পারিবে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা, অথবা সরকারের দ্বারা, অনুমোদিত ব্যাঙ্ক। বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী বিনিময়হার উঠানামা করিতে দেওয়া হয় না। দেশীয় মুদ্রা এবং বৈদেশিক মুদ্রার মধ্যে বিনিময়হার সরকারের দ্বারা নির্দ্ধারিত করা থাকে; বৈদেশিক মুদ্রার যাহা কিছু ক্রয় বিক্রয় ঐ নির্দিষ্ট হারেই হইয়া থাকে। আবার এই নির্দিষ্ট হারে যে যতখুশী বৈদেশিক মুদ্রা কিনিতেও পারিবে না। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রা কিনিতে পারা যাইবে এবং একটি উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তি কতখানি বৈদেশিক মুদ্রা কিনিতে পারিবে সে সম্পর্কে

রকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুমতি প্রয়োজন হয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী লস্বরূপ, দেশের আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যও নিয়ন্ত্রণ করা হয়, কারণ ামদানী রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ না করিলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা রা এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার যথোচিত ব্যবহারের ব্যবস্থা করা সম্ভব :হ।

বৈদেশিক বিনিময়' নিয়ন্ত্রণের জন্য, আইনের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া, ন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রার বেপারী (dealer) নিয়োগ করে। বাণিজ্য- লক ব্যাঙ্কগুলির মধ্য হইতেই এই বেপারী নিয়োগ করা হয় এবং উহাদিগকে ই উদ্দেশ্যে অনুমতিপত্র বা লাইসেন্স প্রদান করা হয়। দেশের ব্যবসায়ীরা দেশে মাল বিক্রয় করিয়া যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে উহা তাহারা ই ব্যাঙ্কগুলিকে বিক্রয় করিয়া উহার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রা সংগ্রহ করে। াঙ্কগুলি এইভাবে তাহাদের হাতে কত বৈদেশিক মুদ্রা জমিল তাহার :সাব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট দিবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুমতি ব্যতীত ্দেশিক মুদ্রা অপর কাহারও নিকট হস্তান্তর করিবে না। দেশের :বসায়ীদের মধ্যে যাহারা বিদেশ হইতে পণ্য আমদানীর জন্য বৈদেশিক দ্রার প্রয়োজন বোধ করিবে তাহারা কি পণ্য বাবদ কত বৈদেশিক মুদ্রা হে তাহার হিসাব দাখিল করিয়া পূর্ব হইতেই তাহাদের ব্যাঙ্কের মারফৎ ন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুমতি লইবে। এই অনুমতি পাইলে তবেই আমদানী রা যাইবে এবং উহার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান করা যাইবে। কিন্তু নিময়হার নিয়ন্ত্রণের জন্য, শুধুমাত্র বৈদেশিক মুদ্রার বণ্টনের উপরই নিয়ন্ত্রণ য়োগ করিলে যথেষ্ট হয় না, ব্যাপকভাবে যে সকল লেনদেনের দ্বারা দেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা এবং দেশীয় মুদ্রার চাহিদা মিয়া যাইবার সম্ভাবনা সে সকলই নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

যে প্রধান উদ্দেশ্যে বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাহা ইল বৈদেশিক মুদ্রা যথাসম্ভব উপার্জন করা এবং উপার্জিত বৈদেশিক দ্রার যথাসম্ভব সাশ্রয় করা। এই মূল উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করিয়াই অপরাপর দ্দেশ্য অবস্থিত। মোটামুটিভাবে উদ্দেশ্যগুলিকে নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা ল।

প্রথমতঃ, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ধার করিবার জন্য বা একত্রিতভাবে

সরকার যখন করের দ্বারা বা ঋণের দ্বারা অর্থসংগ্রহ করেন এবং উহা দেশের নানা প্রয়োজনে ব্যয় করেন। ইহাতে দেশের মধ্যে অর্থ হস্তান্তর করা হয়; একশ্রেণীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আর এক শ্রেণীর নিকট উহা প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের ক্ষতি হইবে, না মঙ্গল হইবে তাহা নির্ভর করে সরকার কোন্ শ্রেণীর নিকট হইতে অর্থ লইয়া কোন্ শ্রেণীর নিকট হস্তান্তরিত করিয়াছেন তাহার উপর। যথা, যাহাদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিলে উহা অলস সঞ্চয়রূপেই পড়িয়া থাকে, দেশের উৎপাদনক্ষম সম্পত্তিরূপে কাজ দেয় না, তাহাদের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া সরকার যদি এরূপ শ্রেণীর নিকট উহা হস্তান্তরিত করেন যাহারা ঐ অর্থ শিল্প বাণিজ্যে নিয়োগ করিয়া দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিবে তাহা হইলে সরকারের এই অর্থসংগ্রহ ও ব্যয় সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। সরকার নিজেও ঐ অর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে বা বাণিজ্যে বিনিয়োগ করিলে সমাজের পক্ষে উহা মঙ্গলজনক হইবে। আবার এরূপও হইতে পারে যে সরকার ধনীর নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া দরিদ্রের নিকট উহা হস্তান্তরিত করেন, এরূপ সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যাহাতে দরিদ্রের অর্থাগম হয়, কিন্তু করব্যবস্থা এমনভাবে বিন্যাস করেন যাহাতে ধনীর স্কন্ধেই করবোঝা চাপে বেশী। এইরূপে সরকারের আয় ব্যয় এমনভাবে করা যাইতে পারে এবং করা উচিত যাহাতে উহার দ্বারা সমাজের সর্বাধিক মঙ্গল হয়।

Q. 2. How do you define a tax? Discuss the canons of taxation.

Ans. জনসাধারণ রাষ্ট্রের নিকট হইতে সুনির্দিষ্টভাবে কি বস্তু বা সেবাকার্য পাইল তাহা বিবেচনা না করিয়াই রাষ্ট্রকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থপ্রদান করে তাহাকেই কর (tax) বলা হয়। সুতরাং করের মধ্যে দুইটি মূল বৈশিষ্ট আছে: প্রথমতঃ, সরকার ইহা বাধ্যতামূলকভাবে জনসাধারণের নিকট হইতে আদায় করিয়া থাকেন; কর প্রদান করা বা না করা লোকের ইচ্ছাধীন নহে। সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া যাহার উপর যেরূপ কর আরোপ করিবেন তাহার পক্ষে সেইরূপ কর প্রদান করা বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয়তঃ সমাজের, সাধারণ মঙ্গলজনক কার্যের জন্য, অর্থাৎ সর্বসাধারণের হিতার্থেই এই করের অর্থ ব্যয় হয়, কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থে নহে। সুতরাং রাষ্ট্র

যখন আদায় করে তখন কাহারও সহিত রাষ্ট্র সুনির্দিষ্ট চুক্তি করিয়া তাঁহাকে কি বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিবে এরূপ কোন অঙ্গীকার প্রদান করে না। এই জন্য টাউজিগ বলিয়াছেন যে সরকারের অন্যান্য প্রাপ্যের সহিত তুলনায় করের মূল বৈশিষ্ট্য হইল যে উহার ক্ষেত্রে করদাতা এবং সরকারের মধ্যে কোন সরাসরি কি দিয়া কি পাইলাম এরূপ বুঝাপড়া থাকে না। ("The essence of a tax as distinguished from other charges of Government is the absence of any direct *quid pro quo* between the tax payer and the public authority." Taussig)

কর ধার্য্যের মূল সূত্র

যদিও জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রকে কর দিয়া থাকে তথাপি রাষ্ট্র করধার্য্য করে নিজের ব্যয় নির্বাহের জন্য—কর ধার্য্যের উদ্দেশ্য জনগণকে শাস্তি প্রদান বা হয়রানি করা নহে। সুতরাং কর আরোপ এবং সংগ্রহের মধ্যে কতিপয় নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ কিভাবে রাষ্ট্রের পক্ষে কর আদায় করা উচিত সে সম্পর্কে কতিপয় মূল সূত্র প্রদান করিয়াছেন। এগুলিকে নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা চলে :

(১) **সমতার সূত্র** (Canon of equality): কর ধার্য্য সম্পর্কে এডাম স্মিথ-এর সর্বপ্রথম সূত্র হইল যে রাষ্ট্র সকলের প্রতি সমান আচরণ করিবে। কর আদায়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে করপ্রদাতাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা উচিত। প্রত্যেক লোক যখন নিজের সামর্থ্য (ability) অনুযায়ী কর প্রদান করিবে—তখনই বাস্তবে এইরূপ সমতা উপলব্ধি করা সম্ভব। "সামর্থ্য" বলিতে কি বুঝায় তাহার ব্যাখ্যা প্রদানে এ্যাডাম স্মিথ বলিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার উপার্জন অনুযায়ী কর প্রদান করিলে "সামর্থ্য" অনুযায়ী কর প্রদান করা হইবে। যাহার অধিক উপার্জন সে অধিক কর প্রদান করিবে এবং যাহার অল্প উপার্জন সে অল্প কর প্রদান করিবে।

(২) **নিশ্চয়তার সূত্র** (Canon of Convenience): অযথা করদাতার অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রের কোনই লাভ নাই। কর সংগ্রহের উদ্দেশ্য হইল নিছক কর সংগ্রহ, শাস্তি প্রদান নহে। করদাতার যথাসম্ভব সুবিধার জন্য, কোন্ সময়ে কর দিতে হইবে, কাহার নিকট কোথায় গিয়া

উহা দিতে হইবে, ঠিক কত পরিমাণ কর দিতে হইবে—এ সম্বন্ধে সঠিক নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন। কর ব্যবস্থার মধ্যে যতই অনিশ্চয়তা থাকিবে, করদাতার ততই অসুবিধা হইবে এবং কর আদায় করাও সেই অনুপাতে কষ্টকর হইতে পারে।

(৩) **সুবিধার সূত্র** (Canon of convenience)—রাষ্ট্র যে কর সংগ্রহ করিবে উহা সংগ্রহ করিবার সময় ও পদ্ধতি এরূপ ভাবে নির্দ্ধারণ করা উচিত যাহাতে নির্দিষ্ট কর প্রদান করা করদাতার পক্ষে যথাসম্ভব সুবিধাজনক হয়। জনসাধারণের আয়ের সময়ে কর সংগ্রহ না করিয়া যদি তাহাদের ব্যয়ের সময়ে কর আদায় করা হয়, তাহা হইলে কর দাতাদের পক্ষে উহা যথেষ্ট অসুবিধাজনক হইবে।

(৪) **ব্যয় সঙ্কোচের সূত্র** (Canon of economy)—কর আদায় করিবার খরচাই যদি অত্যধিক হয় তাহা হইলে নীট আদায়ের পরিমাণ হইবে অল্প; করদাতাদিগের নিকট হইতে যে পরিমাণ কর আদায় করা হইবে তাহার একটি মোটা অংশ শেষ পর্য্যন্ত সরকারের হাতে আসিয়া পৌঁছাইবে না। সুতরাং যথাসম্ভব ব্যয় সংকোচের সহিত কর আদায়ের ব্যবস্থা করা উচিত।

এ্যাডাম স্মিথের এই সূত্রগুলির সহিত আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ আরও দুইটি সূত্র যোগ করিয়া থাকেন। **প্রথমতঃ** সামান্য পরিমাণই রাজস্ব সংগ্রহ করে এরূপ বহু সংখ্যক কর স্থাপন করা সঙ্গত নহে, উহাতে অর্থনৈতিক জীবনে প্রচুর বিঘ্ন সৃষ্টি হয় অথচ রাজস্ব বেশী আদায় হয় না। সুতরাং অধিক রাজস্ব উৎপাদন করিতে সক্ষম এরূপ কতিপয় কর স্থাপন করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ অধিক সঙ্কোচ প্রসারক্ষম কর ধার্য্য করা উচিত। এরূপ কর আরোপ করাই বিধেয় যাহার হার (rate) বৃদ্ধির দ্বারাই প্রয়োজনের সময়ে অধিক অর্থ আদায় হয়—নূতন নূতন কর বসানো প্রয়োজন হইবে না। আবার উহার হার হ্রাসের দ্বারাই করভার লাঘব করা যাইতে পারে।

Q. 3. Discuss the main principles of taxation.

Ans. সমষ্টিগত স্বার্থ উপলব্ধির জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। কর ধার্য্যের ক্ষেত্রে সেই কারণে রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ অপক্ষপাতমূলক ব্যবহার করা। এই অপক্ষপাতমূলক ব্যবহারের মূলকথা হইল ন্যায়-বিচার

(equity)। সকল অধিবাসীদের মধ্যে এবং সকল শ্রেণীর মধ্যে ন্যায় ব্যবহার প্রয়োজন। কিন্তু আসল প্রশ্ন হইল, বাস্তবক্ষেত্রে কি নীতি অনুসরণ করিলে রাষ্ট্রের পক্ষে এইরূপ ন্যায় ব্যবহার করা সম্ভব হইবে। এ সম্পর্কে তিনটি নীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় : (ক) কার্য প্রদানের খরচার নীতি ; (খ) ব্যক্তিগত কর প্রদাতার উপকারের নীতি এবং (গ) কর প্রদানের ক্ষমতার নীতি।

(ক) কার্য প্রদানের খরচার নীতি (Cost of service principle)

এই নীতির মূল কথা হইল, যে জনসাধারণকে বিবিধ কার্য প্রদানের নিমিত্তই রাষ্ট্র কর সংগ্রহ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিকট হইতে যেরূপ কার্য গ্রহণ করে তাহার নিকট হইতে সেইরূপ কার্য প্রদানের খরচা সংগ্রহ করাই ন্যায় সঙ্গত।

একটু চিন্তা করিলেই কিন্তু দেখা যাইবে যে রাষ্ট্রের এই নীতি অনুযায়ী কার্যকর করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব নহে ; রাষ্ট্রের কতিপয় দপ্তর আছে যেখান হইতে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে কার্য গ্রহণ করিতে পারে এবং তদনুযায়ী তাহাদের নিকট হইতে মূল্য আদায় করা যাইতে পারে—যথা ডাক ও তার বিভাগ, রেলপথ ইত্যাদি : কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র যে কার্য প্রদান করে তাহা সমষ্টিগত, ব্যক্তি বিশেষকে ঐ কার্য প্রদান করিতে রাষ্ট্রের কত খরচা পড়িয়াছে তাহা হিসাব করা সম্ভব নহে।

(খ) কার্যপ্রদানের উপকারের নীতি (Benefit of service principle)

রাষ্ট্রের কার্য হইতে যে ব্যক্তি যেরূপ উপকার ও সুবিধা ভোগ করিতেছে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে সেই অনুপাতে কর আদায় করা উচিত—ইহাই এই নীতি ব্যাখ্যা করে। রাষ্ট্রের বিবিধ কার্য হইতে সকল ব্যক্তিই কিছু না কিছু সুবিধা ভোগ করে অর্থাৎ উপকার লাভ করে। এই উপকার লাভ অনুযায়ী প্রত্যেকের নিকট হইতে কর সংগৃহীত হওয়া উচিত।

কিন্তু এই নীতিকেও বাস্তব রূপ দান করা সম্ভব নহে। দরিদ্রগণই রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিক উপকারের প্রত্যাশী—সঙ্গতিশালী ব্যক্তিরা নিজেদের উপকার নিজেরাই করিতে অধিকাংশেই সক্ষম। সুতরাং এই নীতি অনুযায়ী কার্য করিতে গেলে, ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার তো দূরের কথা বরং অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহারই হইবে।

(গ) কর প্রদানের ক্ষমতার নীতি (Ability to pay principle)

Q. 4. Explain the canon of ability in taxation. Do equal incomes represent equal ability to pay taxes ?

or

Comment on the different senses in which the term "ability to pay taxes" has been interpreted.

Ans. আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ কার্য প্রদানের খরচা অনুযায়ী কর আদায় করিবার নীতি সমর্থন করেন না। আধুনিক অর্থনীতিবিদদিগের অভিমতে, কর ব্যবস্থায় নাগরিকদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ স্থায়-সঙ্গত ব্যবহার করা চলে, যদি প্রত্যেককে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করিতে বলা হয়। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করিবার দায়িত্ব সকল নাগরিকের এবং এই দায়িত্ব সকলেই পালন করিবে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী। সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদানের নীতির কোন বিরোধিতা নাই। বিরোধিতা না থাকিলেও উহার বাস্তব রূপ প্রদানে জটিলতা রহিয়াছে। কারণ, ব্যক্তিগত সামর্থ্য কিসের দ্বারা বিচার করা হইবে? অর্থাৎ ব্যক্তির কোন্ বিষয় হইতে বুঝা যাইবে তাহার সামর্থ্য বেশী না কম।

কেহ কেহ বলেন, "সম্পত্তি"কে ব্যক্তিগত সামর্থ্যের মান রূপে বিচার করা উচিত। সম্পত্তিশালী ব্যক্তির সামর্থ্য অধিক এবং সম্পত্তিবিহীন ব্যক্তির সামর্থ্য কম; সুতরাং যাহার অধিক সম্পত্তি আছে সে অধিক কর প্রদান করিবার সামর্থ্য রাখে, এবং যাহার সম্পত্তি আছে অল্প সে অল্প কর প্রদান করিবার সামর্থ্য রাখে। সম্পত্তিবিহীন ব্যক্তির কোনও কর প্রদানের সামর্থ্য নাই, সুতরাং তাহার নিকট হইতে কর আদায় করা অসঙ্গত।

আপাত দৃষ্টিতে সঙ্গত মনে হইলেও কিন্তু, সম্পত্তির ভিত্তিতে কর আদায় করিলেও ঠিক সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা হইবে না। বহু ব্যক্তি আছে যাহাদের সম্পত্তি খুব অল্প কিন্তু তাহারা যথেষ্ট উপার্জন করে এবং যথেষ্ট আরাম ও বিলাসের মধ্যে জীবন যাপন করে। সম্পত্তি নাই বলিয়া ইহাদের কর প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই বলা অবাস্তব।

কেহ কেহ অভিমত দিলেন যে লোকের ব্যয় অনুযায়ী সামর্থ্য বিচার করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি অধিক ব্যয় করিতেছে, বুঝা উচিত যে তাহার

অধিক ব্যয় করিবার সামর্থ্য আছে এবং সেহেতু অধিক কর প্রদানের সামর্থ্য আছে। যাহার ব্যয় কম তাহার ব্যয় করিবার সামর্থ্য কম বলিয়াই ধরিতে হইবে এবং সেহেতু তাহার কর প্রদানের ক্ষমতাও কম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যয়কে যে কর প্রদান ক্ষমতার পরিচায়ক রূপে গণ্য করা উচিত নহে তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। একজন ব্যক্তি যে অপর এক ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতেছে তাহার কারণ হইতে পারে যে তাহার অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পোষ্যবর্গ পালন করিতে হয়। যাহাকে অধিক সংখ্যক পোষ্য প্রতিপালন করিতে হয় সংসার যাত্রা নির্বাহে সে অধিক বিব্রত—তাহার কর প্রদানের ক্ষমতা যে অধিক হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

ঐ সকল কারণেই সম্পত্তি বা ব্যয়কে করপ্রদান ক্ষমতার পরিচায়ক-রূপে গণ্য না করিয়া ব্যক্তির উপার্জন অনুযায়ী করপ্রদান ক্ষমতা বিচার করা উচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। উপার্জন বলিতে এখানে মুদ্রাগত উপার্জনকে (money income) বুঝায়।

অবশ্য উপার্জনের উপর কর বসাইবার পূর্বে যথাযোগ্য বিবেচনার দ্বারা উপার্জনকে সঠিক এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে দাঁড় করাইতে হইবে। এই সকল বিবেচনা মোটামুটি নিম্নরূপ :

প্রথমতঃ, সংশ্লিষ্ট উপার্জনটি যে সময়ের মধ্যে করা হইয়াছে সেই সময়ের ব্যাপ্তি।

দ্বিতীয়তঃ কলকারখানা হইতে বা ব্যবসা বাণিজ্য হইতে যাহাদের উপার্জন হয় তাহাদের উপার্জন হইতে পুঁজির ক্ষয়ক্ষতিজনিত খরচা বাদ দেওয়া উচিত।

তৃতীয়তঃ, উপার্জনটি সম্পত্তি হইতে না ব্যক্তিগত পরিশ্রমের দ্বারা করা হইয়াছে তাহা বিচার করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, কর প্রদাতার পরিবারের মধ্যে পোষ্যসংখ্যা বিচার করা উচিত।

পঞ্চমতঃ, আয়ের মধ্যে কতখানি উদ্বৃত্ত আছে তাহা বিচার করিতে হইবে।

উপার্জনের উপর কর ধার্য্য করিলে অর্থাৎ উপার্জন অনুসারে কর

সংগ্রহ করিলে এবং উহার জন্য উপার্জনকে যথাযথ বিবেচনার দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণে পরিণত করিলে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা সম্ভব। তথাপি প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে কাহার উপার্জনের কতখানি অংশ রাষ্ট্র কর্তৃক কররূপে গৃহীত হইলে সকলের নিকট হইতে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা হইবে এবং সকলের প্রতি সুবিচার করা হইবে।

সকল ব্যক্তির নিকট হইতে সমপরিমাণ অর্থ আদায় করিলে যে সকলের প্রতি সমান আচরণ করা হইল না, সকলের প্রতি সুবিচার করা হইল না, এ বিষয়ে সকল অর্থনীতিবিদ প্রথমাবধি একমত। যাহার বেশী আয় সে বেশী কর দিবে, যাহার কম আয় সে কম কর দিবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিলে তবেই সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা সম্ভব। ইহা দুইভাবে করা যায়। (১) আনুপাতিক কর ধার্য্যের দ্বারা (২) ক্রমবর্ধমান কর ধার্য্যের দ্বারা। আনুপাতিক কর ধার্য্যের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট হার (rate) স্থির করা হয় এবং সকলের উপার্জন হইতে ঐ একই হারে কর আদায় করা হয়। একই হারে কর আদায় করিলেও অর্থের পরিমাণের দিক হইতে, যাহার কম আয় সে কম কর দেয় এবং যাহার বেশী আয় সে বেশী কর দেয়। যথা, যদি বলা হয় যে প্রত্যেকে তাহার নীট উপার্জনের ১০ শতাংশ কর দিবে তাহা হইলে যাহার ১০০ টাকা আয় সে ১০ টাকা কর দিবে এবং যাহার ১০০০ টাকা আয় সে ১০০ টাকা কর দিবে। একই হারে কর আদায় হইলে আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণে তারতম্য হইবে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান কর ধার্য্যের ক্ষেত্রে, কর আদায়ের হার (rate)-এই তারতম্য করা হইবে—সকলের নিকট হইতে একই হারে কর ধার্য্য করা হইবে না। যাহার যত বেশী আয়, তাহাকে তত বেশী হারে কর দিতে হইবে। যথা, এরূপ যদি ব্যবস্থা করা হয় যে যাহার ১০০ টাকা আয় সে আয়ের ১০ শতাংশ, যাহার ১০০০ টাকা সে আয়ের ১১ শতাংশ, যাহার আয় ২০০০ টাকা সে তাহার আয়ের ১২ শতাংশ দিবে, তাহা হইলে ক্রমবর্ধমান হারে কর আদায় করা সম্ভব হয়। ইহাকেই বলা হয় ক্রমবর্ধমান কর (progressive taxation)।

Q.5. On what grounds would you justify the principle of progressive taxation? What are its limitations?

Ans. যখন উপার্জনের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃই বর্ধিত হারে উপার্জনের উপর কর ধার্য্য করা হয়। তখন উহা ক্রমবর্ধমান কর ধার্য্য (progressive tax) রূপে গণ্য। এক্ষেত্রে উপার্জনের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত শুধু যে করের পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটে তাহাই নহে, যে হারে (rate) কর প্রদান করা হয় তাহারও বৃদ্ধি ঘটে ; ক্রমশঃই বর্ধিত হারে ধার্য্য হয় বলিয়া করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এক্ষেত্রে কম আয়ের লোকে তাহার আয়ের কম অনুপাতে কর দেয় এবং বেশী আয়ের লোকে তাহার আয়ের বেশী অনুপাতে কর দেয়, অর্থাৎ যাহাদের আয় বেশী তাহাদিগকে আয়ের অনেক বেশী অংশ কর দিতে হয়।

ক্রমবর্ধমান কর ধার্য্যের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদত্ত হইয়া থাকে :

(১) কর প্রদানের সামর্থ্য অনুযায়ী যদি কর সংগ্রহ করিতে হয় তাহা হইলে ক্রমবর্ধমান হারে কর সংগ্রহের দ্বারাই উহা সম্ভব হইবে। অর্থনীতিবিদগণ বলেন, করদাতার নিকট হইতে কর চাহিবার অর্থ হইল তাহাকে কিছু ত্যাগ করিতে বলা—করের দাবী মাত্রই কিছু ত্যাগের দাবী। প্রত্যেককে কিন্তু সমান ত্যাগ স্বীকার করিতে আহ্বান করিতে হইবে। এই সমান ত্যাগ স্বীকার করাইতে পারা যায়, ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য্য করিয়া, কারণ যে ব্যক্তির যত অধিক উপার্জন, মুদ্রার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা (marginal utility of money) তাহার নিকট তত কম। যাহার ১০০০ টাকা আয়, তাহার নিকট ১ টাকার যে দাম, তাহা অপেক্ষা যাহার ১০০ টাকা আয় তাহার নিকট ১ টাকার দাম অনেক বেশী। আবার তাহা অপেক্ষাও যাহারআয় ১৯ টাকা তাহার ১ টাকার দাম বেশী। টাকার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা যত কমিয়া যায়, করের হার তত বাড়াইলে তবেই সকল করদাতাকে সমান ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য করা যায়।

(২) চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সমাজের সর্বাঙ্গীন হিতের জন্য জনসাধারণের মধ্যে সম্পদ বণ্টনের যথাসম্ভব সমতা (equality in the distribution of wealth) আনয়নের পক্ষপাতী। সম্পদ বণ্টনের সমতার মধ্যে উপার্জনের সমতা সৃষ্টিও অঙ্গীভূত। ক্রমবর্ধমান হারে যদি সম্পত্তি ও উপার্জনের উপর

কর ধার্য্য করা হয়, তাহা হইলে ধনীর নিকট হইতে কর আদায় করিয়া সাধারণের হিতার্থে ব্যয় করিলে ধনবণ্টনে সমতা আনা সহজ ও সম্ভব হইবে।

(৩) উপার্জনের পরিমাণ যত অধিক হয়, তাহার মধ্যে উদ্বৃত্তের অংশ তত বেশী থাকে। যাহার উপার্জন কম, তাহার উপার্জনের অধিকাংশই ব্যয় হয় জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর। যাহার উপার্জন অধিক তাহার উপার্জনের কম অংশই নিছক জীবনধারণের জন্য ব্যয়িত হয়। সুতরাং উপার্জনের পরিমাণ অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান হারে কর আদায় করিলে ক্রমাগত অধিক উদ্বৃত্ত হইতেই সরকারের কর সংগৃহীত হইবে। ইহাতে সমাজের ক্ষতি হইবে সব থেকে কম।

ক্রমবর্ধমান কর ব্যবস্থার অসুবিধা (Limitations of Progressive Taxation)—ক্রমবর্ধমান হারে কর সংগ্রহ ব্যবস্থার কতকগুলি অসুবিধাও আছে :

(১) অত্যধিক হারে কর প্রদান করিতে হইলে ধনী লোকেরা কর প্রদানের দায়িত্ব পরিহারের জন্য অসৎ উপায় অবলম্বনে অধিক প্রণোদিত হয়। ইহাতে সরকারের কর সংগ্রহ আশানুরূপ হয় না।

(২) অধিকতর সম্পদ উৎপাদনের জন্য অধিকতর বিনিয়োগ প্রয়োজন। যাহাদের উপার্জনের মধ্যে উদ্বৃত্ত থাকে তাহারাই বিনিয়োগ করে। সুতরাং ক্রমবর্ধমান হারে কর সংগ্রহ করিলে পুঁজির সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাধা পায়।

(৩) উপার্জনের বৃদ্ধির সহিত মুদ্রার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়—ইহা যদি স্বীকার করাও যায় তাহা হইলেও উপার্জনের কোন্ স্তরে উহার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা কি পরিমাণে হ্রাস পাইল তাহার কোন সঠিক মাপকাঠি নাই। সুতরাং উপার্জনের কোন্ স্তরে করের হার ঠিক কিরূপ হওয়া উচিত, ইহার সঠিক নির্ধারণ হইতে পারে না।

Discuss the factors that determine the incidence of taxation.

Ans. সরকার যখন কোনও ব্যক্তিকে কর প্রদানের জন্য আদেশ করেন তখন কর প্রদানের চাপ তাহার উপরেই পড়িল বলিয়া বিবেচনা করা হইয়া থাকে। এই কর প্রদানের চাপকে বলা হয় আপাত বোঝা (impact); সরকার যাহার নিকট হইতে এই করের টাকা আদায় করিবেন, সেই ব্যক্তির উপর এই আপাত বোঝা আরোপিত হইল। কিন্তু যে ব্যক্তি এই আপাত বোঝা আপাততঃ বহন করিল তাহার পক্ষে উহা অপর কাহারও উপরে চাপাইয়া দিবার স্বাভাবিক প্রলোভন আসিবে। যে টাকা সে সরকারকে প্রদান করিতে বাধ্য হইল সে টাকা সে অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারে কিনা তাহা দেখিবার জন্য সচেষ্ট হইবে। অপরের নিকট বোঝা সরাইয়া দিবার এই কার্যকে বলা হয়, কর-এর বোঝা হস্তান্তরকরণ (shifting the burden of tax)।

ধরা যাক, সরকার প্রতিমণ তামাক পাতার উপর ২ টাকা হারে কর ধার্য্য করিলেন; তামাকের চাষী ২ টাকা হারে কর দিতে বাধ্য হইয়া করের আপাত বোঝা (impact) বহন করিল। কিন্তু সে তামাকের পাতা বিক্রয় করিবার সময় ক্রেতার নিকট হইতে ২ টাকা বেশী দাম আদায় করিয়া লইল। এক্ষেত্রে চাষী প্রথমে করের চাপ বহন করিল কিন্তু উহা ক্রেতার উপর সরাইয়া দিল। ধরা যাক, এই ক্রেতা একজন বড় বেপারী। এই বেপারী যখন উহা আড়তদারের নিকট বিক্রয় করিল তখন মন প্রতি ২ টাকা বেশী আড়তদারের নিকট হইতে আদায় করিল ; এক্ষেত্রে বেপারী তাহার করের বোঝা আড়তদারের উপর সরাইয়া দিল। এই ভাবে করের বোঝা একজন আর একজনের উপর সরাইয়া দিতে থাকে ; প্রথমে নিজে উহা প্রদান করে বটে কিন্তু নিজের পণ্যের বা কার্য্যের দাম বাড়াইয়া দিয়া অপরের নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লইল।

কিন্তু এইভাবে নিজের বোঝা অপরের নিকট সরাইয়া দেওয়া ক্রমাগতই সম্ভব হইবে না। ক্রমাগত হস্তান্তর হইতে হইতে একজায়গায় আসিয়া উহা বাধা পাইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি শেষবার করের টাকা দিয়াছিল তাহার পক্ষে অন্য কাহারও নিকট উহা সরাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। যে ব্যক্তি

এইভাবে নিজ করের সমান টাকা আর কাহাকেও দিল কিন্তু ঐ বোঝা অন্য কাহারও নিকট সরাইয়া দিতে পারিল না, করের প্রকৃত বোঝা (incidence of the tax) তাহাকেই বহন করিতে হইল। এক্ষেত্রে আপাত বোঝা পড়িল একজনের উপর কিন্তু প্রকৃত বোঝা পড়িল আর একজনের উপর। উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে ধরা যাক, আড়তদার ঐ তামাক বিক্রয় করিল তামাক জোগানের ঠিকাদারকে এবং আড়তদার ঠিকাদারের নিকট হইতে ২ টাকা বেশী দাম আদায় করিয়া লইল। ঠিকাদার ঐ তামাক যোগান দিল সিগ্রেট কোম্পানীকে এবং কোম্পানীর নিকট হইতে ২ টাকা বেশী দাম আদায় করিয়া লইল। কোম্পানী উহা হইতে সিগ্রেট তৈয়ারী করিয়া ধূমপায়ীদিগের নিকট বিক্রয় করিল এবং সিগ্রেটের দামের সহিত ঐ ২ টাকা যোগ করিল। ধূমপায়ী সিগ্রেট কিনিয়া ঐ ২ টাকা অতিরিক্ত দিতে বাধ্য হইল কিন্তু নিজে ধূমপান করিবার পর ঐ বোঝা আর অপর কাহারও নিকট সরাইয়া দিতে পারিল না। সুতরাং ঐ করের শেষ বোঝা পড়িল ধূমপায়ীর উপর ; প্রকৃতপক্ষে ধূমপায়ীই ঐ কর সরকারকে প্রদান করিল।

উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে দেখানো হইতেছে যে করের প্রাথমিক চাপ (impact) পড়িতেছে তামাকের চাষীর উপর। অতঃপর ঐ বোঝা একজন অপরজনের উপর সরাইতে লাগিল, উহা হইল বোঝা হস্তান্তরকরণ (Shifting)। অবশেষে এমন একজন ঐ করের টাকা দিল যে আর অপরের নিকট উহা সরাইতে পারিল না। ঐ শেষ ব্যক্তিই ঐ করের প্রকৃত বোঝা বা incidence বহন করিল। সুতরাং করের আরম্ভ হইল প্রাথমিক চাপ বা বোঝা বহন, এবং শেষ হইল প্রকৃত বোঝা বহন এবং এই দুই-এর মধ্যে রহিয়াছে হস্তান্তরকরণ (Shifting)।

মূল্য বৃদ্ধি পায়। পণ্যের দাম যদি বাড়ানো সম্ভব হয় তাহা হইলে আপাত কর বোঝা যে বহন করিল সে প্রকৃত কর বোঝা অপরের নিকট অর্থাৎ ক্রেতার নিকট সরাইয়া দিতে পারে। অর্থাৎ ক্রেতার নিকট হইতে যদি অধিক দাম আদায় করিতে পারা যায় তবেই ক্রেতার নিকট হইতে বিক্রেতা করের টাকা উশুল করিতে পারিবে। অন্যথায় বিক্রেতা সরকারকে যে কর প্রদান করিবে তাহা নিজের পকেট হইতেই দিতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু সকল জিনিসেরই যে দাম বাড়াইতে পারা যাইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। অনেক জিনিস থাকিতে পারে যাহাদের দাম বাড়িলে বিক্রয় অত্যন্ত কমিয়া যাইবে; সেক্ষেত্রে বিক্রেতা দেখিতে পাইবে যে করের বোঝা অন্যের উপর চাপাইতে গিয়া অন্যভাবে লোকসান খাইয়া গেল। এরূপ ক্ষেত্রে বিক্রেতা করের বোঝা নিজেই বহন করিবে, অন্যের উপর চাপাইবে না। কিন্তু এরূপ কোন বস্তুর উপর যদি কর আরোপ করা হয়, যাহার দাম একটু বাড়িলেও খরিদ্দারেরা কিনিতে ছাড়িবে না, তাহা হইলে বিক্রেতা ক্রেতাদের উপর করের বোঝা চাপাইয়া দিতে পারিবে।

সুতরাং কোনও সামগ্রীর প্রকৃত কর বোঝা অপরের উপর সরানো যাইবে, কি যাইবে না, উহা সামগ্রীটির চাহিদার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সামগ্রীটির চাহিদা যদি সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হয়, তাহা হইলে দাম বাড়িলে চাহিদা খুব কমিয়া যাইতে পারে; এক্ষেত্রে করের প্রকৃত বোঝা বিক্রেতাকেই বহন করিতে হইবে। যথা, বেতার যন্ত্রের চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারক্ষম। উহার দাম বাড়িলে লোকে অক্লেশেই উহার চাহিদা কমাইয়া দিতে পারে, উহার উপর কর চাপিলে উহা বিক্রেতাকে বহন করিতে হইবে। অপরপক্ষে, যে সামগ্রীর চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারবিহীন (inelastic) উহার দাম বাড়াইলেও ক্রেতা উহার চাহিদা কমাইয়া দিতে পারিবে না, যথা চাউল, লবণ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এই ধরণের সামগ্রীর উপর কর বসিলে, বিক্রেতা ক্রেতার উপর কর বোঝা সরাইয়া দিতে পারে।

কিন্তু শুধু চাহিদার প্রকৃতির উপরেই উহা নির্ভর করে না, উহা যোগান-এর প্রকৃতির উপরেও নির্ভর করে। যদি যোগান সঙ্কোচপ্রসারক্ষম (elastic) হয় তাহা হইলে সামগ্রীটির বিক্রেতা যোগান কমাইয়া দিয়া খরিদ্দারদিগকে বেশী দাম দিতে (দাম এবং কর) বাধ্য করিতে পারে।

কিন্তু যোগান যদি সঙ্কোচপ্রসারবিহীন হয় (inelastic supply), তাহা হইলে বিক্রেতা সামগ্রীটির যোগান বাড়াইতে কমাইতে পারিবে না। সুতরাং যোগান কমাইয়া দাম বাড়ানো তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। প্রথম ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যোগান যখন সঙ্কোচপ্রসারক্ষম তখন কর বোঝা সরানো যাইবে; কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যোগান যখন সঙ্কোচপ্রসারবিহীন তখন উহা সরানো যাইবে না।

কিন্তু যোগান সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হইলে যে অবশ্যই কর বোঝা সরানো যাইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। ক্রেতার যদি কিনিবার গরজ না থাকে তাহা হইলে বিক্রেতা যোগান কমাইয়া বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবে না। যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা এবং চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার বিহীনতা— এই দুইটি যদি একসঙ্গে থাকে, তবেই প্রকৃত কর বোঝা বিক্রেতার উপর হইতে ক্রেতার উপর সরানো সম্ভব হইবে। এই দুইটির পারস্পরিক অনুপাতের উপর সব কিছু নির্ভর করিতেছে। এরূপও হইতে পারে যে যাহার উপর প্রাথমিক কর বোঝা চাপিল সে প্রকৃত কর বোঝা কিছুটা অপরের উপর চাপাইয়া দিতে পারিল এবং কিছুটা নিজেই বহন করিতে বাধ্য হইল। এইরূপ আংশিক ভাগাভাগি হইলে, কতটা বিক্রেতা অপরের উপর চাপাইতে পারিয়াছে এবং কতটা নিজে বহন করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহা নির্ভর করিবে ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক গরজের অনুপাতের উপর—অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতার পারস্পরিক অনুপাতের উপরে। যাহার গরজ বেশী সে বেশী অংশ বহন করিবে, যাহার গরজ কম সে কম অংশ বহন করিবে।

আয় করের বোঝা কিন্তু হস্তান্তর করা যায় না। কারণ যে বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে সেই বৎসরের খরচা বাদে যে নীট আয় হিসাব করা হয় তাহার উপরেই আয় কর চাপানো হয়। কোনও ব্যক্তি যদি বর্তমান আয় করের উপর ভিত্তি করিয়া তাহার ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করে—অর্থ উপার্জনের জন্য যে ব্যয় করা হয় সেই ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করে—তাহা হইলেও আয় করের বোঝা হস্তান্তর হইবে না। বরং ঐ ব্যয় কমিবার জন্য আয়ের উদ্বৃত্ত হইবে বেশী এবং বেশী আয় কর দিতে হইবে।

Q. ৪. Distinguish between direct and indirect taxes a

make a comparative study of their respective merits and demerits. Under what circumstances is it justifiable to impose indirect taxes ?

Ans. প্রত্যক্ষ কর হইল সেই কর যাহার ক্ষেত্রে কর প্রদানকারী এবং করভার বহনকারী একই ব্যক্তি। এরূপ ক্ষেত্রে যাহার উপর কর ধার্য্য করা হইল সে উহা অপরের উপর চাপাইয়া দিতে পারে না। সরকার যদি কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে কোনও বস্তুর দরুণ একটি কর আদায় করে বা তাহার উপার্জনের একটি অংশ কর হিসাবে প্রদানে বাধ্য করে কিন্তু ঐ ব্যক্তি অপর কাহারও নিকট হইতে কোন উপায়ে উহা আদায় করিয়া লইতে না পারে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি শুধু আপাতদৃষ্টিতেই করের প্রদাতা নহে, প্রকৃতপক্ষেও সে ঐ করের প্রদাতা। এই ধরণের কর হইল প্রত্যক্ষ কর (direct taxes)। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে-ব্যক্তির নিকট হইতে রাষ্ট্র কর আদায় করিল সে প্রথমে উহা নিজের সঙ্গতি হইতে রাষ্ট্রকে দিয়াছিল বটে কিন্তু কোনও সুযোগে অপর কাহারও নিকট হইতে সে উহা আদায় করিয়া লইল। এক্ষেত্রে কর প্রদান করিল এক ব্যক্তি কিন্তু প্রকৃত করভার বহন করিল ভিন্ন ব্যক্তি। প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তি কর প্রদান করিল, তবে সরাসরি নহে, প্রথম ব্যক্তির মাধ্যমে। এইরূপ কর হইল পরোক্ষ কর।

প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতা ঠিক কত পরিমাণ কর দিতেছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত বা সচেতন থাকে। কর হ্রাস বৃদ্ধির দরুণ সুবিধা অসুবিধা তাহারা সহজেই অনুধাবন করিতে পারে। ইহার দ্বারা নিজেদের কর বোঝা সম্পর্কে এবং রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় সম্পর্কে নাগরিকগণ অবহিত ও সচেতন হয়; নাগরিকদের মধ্যে পৌর চেতনা জাগরূক হয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ করের দ্বারা বিভিন্ন আর্থিক সঙ্গতির লোকেদের মধ্যে তাহাদের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করা চলে। ইহার মাধ্যমে যাহাদের উপার্জন অল্প, তাহাদের নিকট হইতে অল্প কর আদায় করা সম্ভব এবং যাহাদের উপার্জন অধিক, তাহাদের নিকট হইতে অধিক কর আদায় করা সম্ভব। ক্রমবর্ধমান কর ধার্য্য যদি করপ্রদাতাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায়ের পদ্ধতি হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষ করের দ্বারাই ঐ পদ্ধতি অনুসরণ বাস্তব-ক্ষেত্রে সম্ভব।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ করের দ্বারা অপেক্ষাকৃত বেশী কর আদায় করা সম্ভব হয়। সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী রাজস্বের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটানো প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে অধিকতর সুবিধাজনক।

কিন্তু এতগুলি সুবিধা থাকিলেও প্রত্যক্ষ করের যে অনেকগুলি অসুবিধা আছে তাহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, সাধারণ লোকে তাহাদের উপার্জন এবং ব্যয় হইতে—আর্থিক সুবিধা অসুবিধা হইতে—তাহাদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের ধারণা করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষভাবে কর প্রদানে বাধ্য হইলে, করদাতা রাষ্ট্রকে তাহার অর্থের একাংশ দিয়া দিতেছে এ সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন থাকে এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সরকার যখনই করদাতাকে অধিক কর দিতে আহ্বান করিবে, তখনই সরকারের বিরুদ্ধে করদাতার অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ কর থাকিলে দেশের সকল ব্যক্তির নিকট হইতে কর আদায় করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। প্রত্যেকের নিকট হইতে সরাসরি কর আদায় করিতে গেলে, কর আদায় করিবার খরচ এরূপ অত্যধিক হইবে যে, ঐ ভাবে কর আদায় করা রাষ্ট্রের পক্ষে পোষাইবে না। অথচ রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দ্বারা উপকৃত হয় এবং সকলেরই দেশ শাসনের ব্যয় বহনে কিছু কিছু সাহায্য করা কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে, করদাতাকে নানাবিধ বাড়তি কার্য করিতে হইবে এবং ঝঞ্ঝাট বহন করিতে হইবে; যথা, বিস্তারিত হিসাব রচনা, হিসাব দাখিল ইত্যাদি। উপরন্তু এরূপ ক্ষেত্রে অসাধুতা অবলম্বনের অবকাশ থাকে বেশী। আবার এই অসাধুতা প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গেলে, সরকারী কর্মচারীদিগের খেয়াল খুশীমত কার্য করিবার অবকাশ ঘটে বেশী।

প্রত্যক্ষ করের দোষের তুলনায়, পরোক্ষ করের নিম্নরূপ সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, সমাজ কল্যাণকর কার্য করা আধুনিক যুগে প্রত্যেক সরকারেরই কর্তব্য। পরোক্ষ করের সাহায্যে জনসাধারণের শারীরিক ও নৈতিক অবনতি প্রতিরোধ করিয়া জনকল্যাণকর কার্য করা সরকারের পক্ষে সম্ভব। যে সকল সামগ্রীর ব্যবহার হইতে জনসাধা-

রণের অপকার ঘটে সেই সকল সামগ্রীর উপর কর ধার্য্য করিলে উহার দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার ব্যবহার হ্রাস পাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ হইতে উপকার পায়। সুতরাং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ যাহাতে যথাযথ সম্পাদিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু কিছু কর প্রদান করা কর্তব্য। দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট হইতে পরোক্ষ করের দ্বারাই যথেষ্ট পরিমাণ কর আদায় করা সম্ভব হয়। নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রীর উপর কর স্থাপন করিলে তবেই সর্বসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় সম্ভব।

তৃতীয়তঃ, পরোক্ষভাবে কর প্রদান করিলে, করপ্রদান করা হইতেছে এ সম্পর্কে কর প্রদানকারী সকল সময়ে সচেতন থাকে না। সামগ্রীর উপর পরোক্ষ কর স্থাপিত হইলে দামের মধ্যে ধরিয়া লইয়া ক্রেতার নিকট হইতে উহা আদায় করা হয়।

কিন্তু প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ করের অনেকগুলি দোষ সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে জনসাধারণ যে সকল সময়ে কর সম্পর্কে সচেতন থাকে না, উহাই একটি ত্রুটি। এ অবস্থায় কর ধার্য্য সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করিবার অবকাশ নাগরিকদের ঘটে না। ইহা নাগরিকদের সঠিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালনের অন্তরায়।

দ্বিতীয়তঃ, যে যাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করিবে, ইহাই যদি কর ধার্য্যের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের মূলসূত্র হয়, তাহা হইলে পরোক্ষ করের মাধ্যমে এই ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার উপলব্ধি করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। ক্রয় বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীর উপর কর ধার্য্য করিয়া পরোক্ষভাবে কর আদায় করিলে, যে ব্যক্তি অধিক সামগ্রী দায়ে পড়িয়া ক্রয় করিতে বাধ্য তাহাকেই অধিক কর প্রদান করিতে হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি অধিক সামগ্রী ক্রয় করে, তাহারই যে অধিক কর প্রদানের সামর্থ্য আছে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই।

তৃতীয়তঃ, অনেকক্ষেত্রে সামগ্রীর উপর কর ধার্য্যের দ্বারা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যে অসুবিধা এবং জটিলতার সৃষ্টি হয় তাহাতে জনসমষ্টির কর প্রদান ক্ষমতা ব্যাহত হয়।

Q. 9. What is meant by taxable capacity ? Examine the factors upon which taxable capacity depends.

Ans. জনগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতে গিয়া সরকার এরূপ অধিক কর আদায়ের জন্য চেষ্টিত হইয়া পড়িতে পারেন যাহাতে ঐ পরিমাণ কর প্রদান করিতে গিয়া সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। এরূপ ঘটা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। লোকের নিকট হইতে অত্যধিক কর আদায় করিলে উহার দরুণ যদি তাহারা অত্যধিক ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হয় এবং সঞ্চয় করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাদের শ্রমশক্তি কমিয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতে পুঁজি বিনিয়োগ ঘটিবে না। সুতরাং সম্পদ উৎপাদন ব্যাহত হইবে, সমাজ দরিদ্র হইয়া পড়িবে, তখন আর সরকারের পক্ষে কর আদায় করা সম্ভব হইবে না। অপর পক্ষে, সরকার যদি খুব কম কর আদায় করেন, তাহা হইলেও দেশের লোকে যে খুব লাভবান হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই ; কারণ, লোকের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া সকলের হিতার্থে ব্যয় করিলে, সর্ব সাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মান উন্নত হইতে পারে। সুতরাং জনগণের নিকট হইতে ন্যূনতম কর আদায় না করিয়া তদপেক্ষা বেশী কর আদায় করা উচিত, কিন্তু এত বেশী কর আদায় করা উচিত নহে, যাহাতে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ইহার অর্থ হইল যে জনসমষ্টির নিকট হইতে কর সংগ্রহের একটি সীমা আছে ; ইহাকে জনসমষ্টির কর বহন ক্ষমতারূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

অর্থনীতিবিদগণ সেই কারণে কর বহন সামর্থ্যের কথা বলিয়া থাকেন। শুধু ব্যক্তিগতভাবে করদাতাদের নিকট হইতে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করিলেই চলিবে—না, সমষ্টিগতভাবে সমগ্র দেশের মধ্য হইতে সমগ্র জনসমষ্টির "কর বহন ক্ষমতা" (taxable capacity) হিসাব করিয়া কর সংগ্রহ করা উচিত। তবে সমাজের "কর বহন ক্ষমতা" বলিতে কি বুঝায়, "কর বহন ক্ষমতা"র কি সংজ্ঞা হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন মত প্রদান করিয়া থাকেন।

ষ্ট্যাম্প অভিমত দিয়াছেন যে জাতির মোট উৎপাদন হইতে নিছক বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জনসংখ্যার যে ব্যয় প্রয়োজন তাহা বাদ দিলে, অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই হইল জনসমষ্টির কর বহন সামর্থ্য। ষ্ট্যাম্পের

দ্বারা প্রদত্ত কর বহন সামর্থ্যের এই ব্যাখ্যা বেশ সন্তোষজনক নহে, কারণ করবহন সামর্থ্য বলিতে যে সীমা অবধি কর আদায় করিতে পারা যায় তাহাকে বুঝায়। কিন্তু জনসমষ্টিকে নিছক জীবনধারণের স্তরে রাখিয়া বাকী অংশ কররূপে আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারে এইরূপ ধারণা করা সঙ্গত নহে। "কর বহন সামর্থ্য" এবং সঞ্চয় করিবার সামর্থ্য এই দুইটি একই বস্তু নহে। ষ্ট্যাম্প যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহার দ্বারা সঞ্চয় করিবার সামর্থ্যই বুঝাইতেছে।

আর একজন অর্থনীতিবিদ সিলভারম্যান বলেন যে ভবিষ্যতে জনসমষ্টির উপার্জন বজায় থাকে এরূপ ব্যবস্থা করিয়া উহার উপার্জন হইতে যে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ বাদ দেওয়া যাইতে পারে সেই পরিমাণকে কর বহন সামর্থ্য বলা যাইতে পারে ("the maximum amount that can be deducted from a community's income consistent with the maintenance of that income in the years to come".) সিলভারম্যান-এর দ্বারা প্রদত্ত এই সংজ্ঞা খুব সুস্পষ্ট নহে ; ভবিষ্যতে উপার্জনের ক্ষমতা না কমাইয়া কত সর্বোচ্চ পরিমাণ বর্তমানে টানিয়া লওয়া যায় তাহার কোন সঠিক মাপকাঠি পাওয়া সম্ভব হয় না। তাহা ছাড়া ভবিষ্যতের উপার্জন শুধু বজায় রাখিলেই চলিবে না, উহা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উৎপাদন এবং উপার্জনের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উহার দ্বারা করপ্রদান সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায়।

ফিণ্ড্‌লে সিরাজ করবহন সামর্থ্যের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন যে ইহা হইল "একটি নির্দিষ্ট স্তরের উৎপাদনের জন্য যে ন্যূনতম ভোগকার্য প্রয়োজন সেই ন্যূনতম ভোগকার্যের উপরে উৎপাদনের যে বাড়তি অংশটুকু থাকে তাহাই, —অবশ্য জীবনযাত্রার মান অপরিবর্তিত রাখিয়া।" ("Total surplus of production over the minimum consumption required to produce that volume of production, the standard of living remaining unchanged")। এই সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও অসুবিধা রহিয়াছে। প্রধান অসুবিধা হইল যে ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান্-এর উপর সব কিছুই কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইতে পারেনা। অধিকন্তু, জাতির সঙ্কটকালে জাতীয় প্রয়োজনের সময়ে জীবন যাত্রার মান কমাইয়াও কর বহন সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে হয়।

কর বহন সামর্থ্যের বিভিন্ন সংজ্ঞার বিভিন্ন অসুবিধা থাকিলেও কর প্রদান সামর্থ্যের মোটামুটি তাৎপর্য্য বুঝিতে অসুবিধা হয় না। সরকার যদি কর প্রদানের সামর্থ্য সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা করিতে পারেন তাহা হইলে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে, সরকার ও জনসমষ্টি উভয়েরই সুবিধা হয়। অধিকন্তু, কর বহন সামর্থ্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদিগের মধ্যে একমত না থাকিলেও যে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে উহা নির্ভর করে তাহা বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। কর বহনের সামর্থ্য নিম্ন প্রদত্ত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে :

(১) জীবনযাত্রার মান :

জীবন যাত্রার মান যদি উঁচু হয় তাহা হইলে জনসমষ্টির দক্ষতা উচ্চস্তরে বজায় রাখিবার জন্য মোট উৎপাদন হইতে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ বাদ দিয়া রাখিতে হইবে। অধিকন্তু জীবন যাত্রার মান উঁচু হইলে শ্রমদক্ষতা (efficiency of labour) বেশী হয় ; সুতরাং উহার দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং কর বহনের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

(২) দেশের শিল্পের অবস্থা :

শিল্পের কাঠামো এবং অবস্থা অনুযায়ীও করবহন সামর্থ্য নির্ধারিত হয়। ইহার দ্বারা বুঝা যাইবে শিল্পের উন্নতির জন্য কতখানি পুঁজি প্রয়োজন—অর্থাৎ মোট জাতীয় আয়ের কতখানি অংশ শিল্পের জন্য পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

(৩) প্রচলিত কর ব্যবস্থার ধাঁচ

বর্তমানে যে ধরণের কর আরোপিত আছে, উহাও ভবিষ্যতের কর প্রদানের সামর্থ্য নির্ধারণ করে। জীবন ধারণের জন্য এবং কর্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য যে সমস্ত দ্রব্য একান্ত প্রয়োজন উহাদের উপর যদি অধিক হারে কর আরোপিত থাকে তাহা হইলে উহার দ্বারা জনসমষ্টির ভবিষ্যতের সম্পদ উৎপাদনের ক্ষমতা কমিয়া যাইবে, সুতরাং কর বহনের সামর্থ্য কমিয়া যাইবে।

(৪) জাতীয় আয়ের বণ্টন পদ্ধতি :

একজন ব্যক্তির উপার্জন যত বৃদ্ধি পায় তত তাহার কর প্রদান করিবার ক্ষমতা আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বেশী উপার্জন করে এরূপ লোকের সংখ্যা যতই বেশী হইবে, ততই সমাজের কর প্রদানের সামর্থ্য হইবে বেশী। ধরা যাক, একজন ব্যক্তি মাসে ৩০০০ টাকা আয় করে এবং ১০ জন ব্যক্তির প্রত্যেকে মাসে ৩০০ টাকা করিয়া আয় করে। এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কর প্রদানের ক্ষমতা শেষোক্ত দশজনের একত্রিত ক্ষমতা অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং একটি দেশের মধ্যে ধনী দারিদ্র পার্থক্য যত উগ্র হইবে—অর্থাৎ ধনবণ্টনের বৈষম্য যত অধিক হইবে—ততই সরকারের পক্ষে বেশী কর আদায় করা সম্ভব হইবে। তবে উহা আপাতঃ মাত্র। ধনী দরিদ্রের উগ্র পার্থক্য থাকিলে জাতির উৎপাদন ক্ষমতা বা কর্মশক্তি কমিয়া যায়। সুতরাং ভবিষ্যতে কর বহন সামর্থ্যও কমিয়া যায়।

(৫) লোক সংখ্যা :

সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনার তুলনায় বা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় যদি লোকসংখ্যা বেশী হইয়া থাকে, তাহা হইলে মাথাপিছু আয় কম হইবে—সেক্ষেত্রে করপ্রদানের সামর্থ্যও কমিয়া যাইবে।

(৬) সরকারী ব্যয়ের প্রকৃতি :

সরকারী ব্যয়ের ধাঁচও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সরকার যদি গঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক কার্যে অধিক পরিমাণে ব্যয় করেন তাহা হইলে সমৃদ্ধিশালী অর্থনৈতিক জীবনের বনিয়াদ গড়িয়া উঠে। উহার দ্বারা লোকের আয় বৃদ্ধি পায়, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং উত্তরোত্তর আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইহার দ্বারা কর বহনের সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।

(৭) জনগণের মনোভাব :

জনসাধারণের মনস্তত্ত্বও কর বহন সামর্থ্যের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মনের এক অবস্থায় আমরা কিছুই দিতে পারি না, কিন্তু আর এক অবস্থায় হয়তো অনেক কিছুই দিতে পারি। সুতরাং জনগণ যদি প্রয়োজন উপলব্ধি করে, অথবা কোন কিছুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলে তাহারা স্বেচ্ছায় অনেক অর্থ সরকারকে দিতে পারে।

Q. 11. Examine the effects of public expenditure on production and distribution.

উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল

Ans. উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল পর্য্যালোচনায় তিনটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন : (১) শ্রম ও সঞ্চয়-এর ক্ষমতার উপর প্রতিক্রিয়া, (২) শ্রম ও সঞ্চয়-এর ইচ্ছার উপর প্রতিক্রিয়া (৩) অর্থনৈতিক সঙ্গতির বিভিন্ন নিয়োগের মধ্যে পবিবর্তনের ও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রতিক্রিয়া। যে সকল সরকারী ব্যয়ের দ্বারা জনসাধারণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় সেইগুলি লোকের শ্রম করিবার ও সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা বর্ধিত করে। সরকার যখন শিক্ষার জন্য বা স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করে বা শ্রমিকদিগের সস্তা ও উৎকৃষ্ট বাসস্থানের জন্য ব্যয় করে তখন উহার জন্য জনসাধারণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য শ্রম ও সঞ্চয়-এর ইচ্ছার উপর সরকারী ব্যয় যে এইরূপ অনুকূল প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যদি কেহ বৃদ্ধ বয়সে সরকারের নিকট হইতে বার্দ্ধক্য ভাতা পাইবে বলিয়া নিশ্চিত থাকে তাহা হইলে তাহার সঞ্চয়ের স্পৃহা হ্রাস পাইবে, আর্ত ত্রাণের ব্যাপক ব্যবস্থা থাকিলে অনেক কর্মক্ষম ব্যক্তিও আর্ত সাজিয়া ত্রাণের জন্য আর্তনাদ করিবে। অবশ্য আর্থিক সাহায্যের যদি কোনও শর্ত থাকে, তাহা হইলে এইরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া নাও ঘটিতে পারে ; যথা যদি বলা হয় যে, কেহ অসুস্থ হইলে তাহাকে সাহায্য করা হইবে তাহা হইলে ঐ ব্যয় বর্তমানের কার্যের ইচ্ছা হ্রাস করে না।

অর্থনৈতিক সঙ্গতি বা উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি যদি এক ধরণের নিয়োগ হইতে ভিন্ন ধরণের নিয়োগে পরিবর্তিত হইয়া যায় বা এক স্থান হইতে ভিন্ন স্থানে চলিয়া যায় তাহা হইলে উৎপাদনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া ঘটিতে পারে। সরকারী ব্যয়ের দ্বারা অর্থনৈতিক সঙ্গতির এইরূপ পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। সরকারী ব্যয়ের দ্বারা যদি কোন বিশেষ শিল্পকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় তাহা হইলে বিশেষ ধরণের সামগ্রী উৎপাদনে সহায়তা করা যাইতে পারে। নূতন কোনও অঞ্চলে যদি সরকারী ব্যয়ের দ্বারা পরিবহন ব্যবস্থা নির্মাণ করা যায় বা বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা যায় তাহা হইলে ঐ সকল অঞ্চলে শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে।

বণ্টনের উপর ফলাফল

সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ধনবণ্টনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রতিক্রিয়া থাকিতে পারে। ধনবণ্টনের অসাম্য বিদূরিত করা রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়ের অন্যতম লক্ষ্যরূপে বিবেচনা করা কর্তব্য। অবশ্য অনেক সরকারী ব্যয় আছে যাহা হইতে লভ্য উপকার হইবে সমষ্টিগত—কোনও বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ উপকার হইবে না। আবার কতিপয় ব্যয় আছে যাহার উপকার ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা লাভ করা যায়। যদি ক্রমবর্ধমান হারে কর আদায় করিয়া দরিদ্রদিগের হিতার্থে ব্যয় করা হয় তাহা হইলে উহার দ্বারা ধনবণ্টনের অসাম্য কিছু পরিমাণে দূরীভূত করা সম্ভব। তবে ধনীর অর্থ সরাসরি দরিদ্রকে প্রদান করা হয় না। সাধারণতঃ দরিদ্রদিগের হিতার্থে—যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি—সরকার ব্যয় করিতে পারেন। ইহার দ্বারা দরিদ্র-শ্রেণী ধনীদের অর্থে লাভবান হয়।

Q. 11. Write a short note on deficit finance.

Ans. অনেক সময়ে সরকার কর আদায় করিয়া এবং ঋণ সংগ্রহ করিয়াও যত টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন তত টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন না। সুতরাং নিয়মিত আয় না থাকিলেও খরচা করিতে হয়—ইহা চলতি ব্যয় (current expenditure)-এর ক্ষেত্রেও হইতে পারে, মূলধনী ব্যয় (capital expenditure)-এর ক্ষেত্রেও হইতে পারে।

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ঘাটতি ব্যয় বলিতে কি বুঝায় তাহা এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

The term deficit financing is used to denote direct addition to gross national expenditure through budget deficits whether the deficits are on revenue or capital account. The essence of such a policy lies, therefore, in government spending in excess of the revenue it receives in the shape of taxes, earnings of state enterprises, loans from the public, deposits and funds and other miscellaneous sources."

অর্থাৎ, ঘাটতি ব্যয় বলিতে বুঝায় বাজেটে ঘাটতি সৃষ্টির দ্বারা ব্যয় করিয়া মোট জাতীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে যোগসাধন করা—সে

ঘাটতি ব্যয় চলতি হিসাবেই হউক বা মূলধনী হিসাবেই হউক। এই নীতির মূল কথা হইল যে সরকার কর, সরকারী শিল্প হইতে আয়, জনগণের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ, আমানত, জমাতহবিল এবং অন্যান্য বিবিধ সূত্র হইতে যে মোট রাজস্ব সংগ্রহ করিবেন তাহারও অতিরিক্ত ব্যয় করিবেন।

সরকার এই অতিরিক্ত ব্যয় দুই প্রকারে করিতে পারেন। প্রথমতঃ, সরকারের পূর্বেকারের সঞ্চিত নগদ ব্যালান্স-এর পরিমাণ কমাইয়া দিয়া; দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার নিকট হইতে, প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে, ঋণ করিয়া। সরকার যদি পূর্বেকার সঞ্চিত নগদের পরিমাণ কমাইয়া দেন—অর্থাৎ পূর্বেকার সঞ্চয় হইতে ব্যয় করিয়া আপাততঃ ঘাটতি পূরণ করেন, তাহা হইলে উহার দ্বারা বাজারে মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পাইবে, ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। আবার সরকার যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিয়া ঘাটতি পূরণ করেন, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের ছাপা ব্যাঙ্কনোট প্রদান করিয়া সরকারকে ঋণ দিবে—অথবা তাহার নিকট রক্ষিত সরকারের আমানত কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি করিয়া। এ ক্ষেত্রেও দেশের মধ্যে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং ঘাটতি ব্যয়ে অগ্রসর হইবার সময়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

Q. 12. Classify public debt. What are the methods of reducing the burdens of public debt ?

Ans. অর্থনীতিবিদগণ সরকারী ঋণের নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ঋণ (Internal and External debt)—রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিকট হইতেই যে ঋণ গ্রহণ করা হইয়া থাকে তাহাই হইল সরকারের আভ্যন্তরীণ ঋণ। এক্ষেত্রে সুদ প্রদানের দ্বারা বা আসল পরিশোধের দ্বারা একই দেশের মধ্যে একশ্রেণীর লোকের নিকট হইতে অপর শ্রেণীর লোকের নিকট অর্থ হস্তান্তরিত হয়। অপরপক্ষে, সরকার যে ঋণ অপর কোন দেশের অধিবাসীদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করেন তাহাই বাহ্যিক ঋণ। বাহ্যিক ঋণের দরুণ সুদ প্রদান কালে বা আসল পরিশোধ কালে দেশের সম্পদ অপর দেশে হস্তান্তরিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনক্ষম ও মৃতভার ঋণ (Productive and

dead weight debt) : উৎপাদনক্ষম ঋণ হইল সেই ঋণ যাহার দরুণ পুরাপুরি সম্পত্তি থাকিয়া যায়—এই সম্পত্তির আয় হইতে উহার সুদ প্রদান করা হয়। কিন্তু যে ঋণের অর্থ এরূপ কার্যে ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহার দরুণ কোন সম্পত্তি সৃষ্টি হয় নাই, তাহাকে মৃতভার ঋণরূপে অভিহিত করা যায়। ইহার সুদ প্রদান করিতে হয় সরকারের চলতি রাজস্ব হইতে।

তৃতীয়তঃ, অল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (Unfunded and Funded debt) : সরকারী ঋণকে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী এই দুই পর্য্যায়ও বিভক্ত করিতে পারা যায়। স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে এই শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে ঋণের সহিত সংশ্লিষ্ট সময়ের উপর। দীর্ঘকাল পরে পরিশোধ করা হইবে এইরূপ বন্দোবস্তে যে সকল ঋণ গৃহীত হয় সেইগুলি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ। অপরপক্ষে, যে সকল ঋণ অল্পকাল পরেই পরিশোধ করা হইবে বলিয়া গৃহীত হয়, সেগুলি স্বল্প মেয়াদী ঋণ (unfunded debt)। মুস্কিল হইল, অল্পকাল এবং দীর্ঘকালের ব্যবধান নির্ণয় করা। সাধারণতঃ, ধরা হয় যে একই রাজস্ব বৎসরের মধ্যে যে ঋণ পরিশোধ তাহা স্বল্পমেয়াদী এবং অন্যান্য ঋণ দীর্ঘমেয়াদী।

প্রথমতঃ, সরকারী ঋণের বোঝা লাঘবের একটি উপায় হইল অস্বীকৃতি (repudiation)। অস্বীকৃতির দ্বারা সরকার ঋণের ভার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন—অর্থাৎ সরকার ঘোষণা করিতে পারেন যে তাঁহাদের দ্বারা গৃহীত কোন বিশেষ ঋণ তাঁহারা পরিশোধ করিবেন না এবং উহার দরুণ সুদ প্রদানও বন্ধ করিয়া দিবেন। অবশ্য ঋণ পরিশোধ করিতে অস্বীকারের দ্বারা ঋণভার লাঘব করিবার প্রচেষ্টা লাভজনক হয় না। উহাতে জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হইয়া যায় এবং সরকারের পক্ষে ভবিষ্যতে ঋণ গ্রহণ করা অসুবিধাজনক হয়।

দ্বিতীয়তঃ, পরিশোধ তহবিল (sinking fund) স্থাপন। প্রতিবৎসর রাজস্ব হইতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পৃথক করিয়া রাখিয়া একটি তহবিল গঠন করিতে পারা যায়। এই তহবিল-এ যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইলে উহার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে পারা যায়। এই পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ বটে তবে দৃঢ়। অধিকতর কর আরোপ করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব ঋণভার লাঘব করা যাইতে পারে বটে কিন্তু উহার দরুণ যে গুরুতর কর প্রয়োজন

হইবে তাহাতে সমগ্র ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে অচল অবস্থার, অন্তত: ত্রাসের, উদ্ভব ঘটে।

তৃতীয়তঃ, ভিন্ন সুদবাহী ঋণে পরিবর্তন (conversion)। উচ্চ সুদের হার বিশিষ্ট ঋণকে অল্প সুদের হার বিশিষ্ট ঋণে পরিবর্তন করিয়া ঋণের ভার লাঘব করা যাইতে পারা যায়। ইহা অবশ্য পরিশোধ নহে, এক পর্য্যায়ের ঋণকে অপর এক পর্য্যায়ে পরিবর্তন মাত্র। তবে ইহার দ্বারা সুদ প্রদানের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং তদনুপাতে সরকারের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে বাজারে সুদের হার কোন কারণে হ্রাস পাইলে তবেই এই ধরণের ঋণ পরিবর্তন সম্ভবপর হয়।

চতুর্থতঃ, সম্পত্তি কর (Capital levy)। বিশেষ ধরণের সম্পত্তি কর ধার্য্য করিয়াও ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারা যায়। ইহা পুঁজি বা সম্পত্তির উপর কর, নিছক উপার্জনের উপর নহে। ইহার দ্বারা একসাথে অধিক পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় এবং অতিক্রান্ত ঋণ পরিশোধ করিতে পারা যায়। অনুৎপাদক বা মৃতভার ঋণ যেক্ষেত্রে অধিক, সেক্ষেত্রে এইরূপ সম্পত্তিকর প্রয়োগ করা অনেকেই অনুমোদন করেন। তবে এই পদ্ধতির কার্য্যকারিতা নির্ভর করে ইহার প্রয়োগের বিরলতার উপরেই।

Q. 13. When is borrowing by the Government justified ? (Cal B. A. Deg. 1962.) When is a Government justified in borrowing from the public to defray its expenses ?

Ans. সরকার তাঁহাদের বহুবিধ প্রয়োজনীয় ব্যয় কর ধার্য্যের দ্বারা বা ঋণগ্রহণের দ্বারা নির্বাহ করিতে পারেন। কর ধার্য্যের নানারূপ প্রতিক্রিয়া আছে বটে কিন্তু ঋণ গ্রহণ করিলে সরকারের পক্ষে দুইপ্রকার বাধ্যবাধকতা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ, সরকার ঋণের অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত থাকেন; দ্বিতীয়তঃ, ঋণ প্রদানকারীকে বাৎসরিক সুদ প্রদান করিতেও তাঁহারা বাধ্য থাকেন। সরকারকে ঋণের এই বোঝা বহন করিতে হয় বলিয়া সরকারের পক্ষে কখন ঋণগ্রহণ করা সঙ্গত এবং কখন অসঙ্গত এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ আলোচনা করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ, সাময়িক ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত ঋণগ্রহণ সমর্থণযোগ্য

বলিয়াই অর্থনীতিবিদগণ অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন। বৎসরের বারোমাস ধরিয়া সরকারের সমান আয় হয় না। উপার্জনের বিশেষ বিশেষ সূত্র হইতে সরকারের বিশেষ বিশেষ সময়ে আয় হইয়া থাকে ; সুতরাং সরকারের যখন ব্যয় করিবার সময় হইবে ঠিক তখনই যে তাহাদের উপার্জন হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু উপার্জন যে হইবে তাহা নিশ্চিত। ইহা সাময়িক ঘাটতি মাত্র। এই সাময়িক ঘাটতি পূরণের জন্য ঋণগ্রহণ সমর্থনযোগ্য, কারণ ঋণ গ্রহণ করিলে উহা পরিশোধের জন্য সরকারকে চিন্তিত হইতে হইবে না। অথচ ঋণ গ্রহণ না করিলে সাময়িকভাবে সরকারকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, সরকার বাজেট রচনার সময়ে তাঁহাদের উপার্জনের যে আনুমানিক হিসাব করেন ঐ অনুমান মিথ্যা হইতে, এবং সেহেতু প্রকৃত উপার্জন অপেক্ষা কম হইতে পারে ; অপর পক্ষে বিভিন্ন অদৃষ্টপূর্ব কারণে সরকারী ব্যয় পূর্ব অনুমান অতিক্রম করিতে পারে। এইরূপ ব্যয়ের আধিক্য সহসা কর বৃদ্ধির দ্বারা পূরণ করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণ অন্যায় হইবে না। তবে এই ধরণের ঋণ স্বল্প মেয়াদী হওয়া বিধেয় এবং পরবর্তী বাজেটেই ইহার পরিশোধের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সাধারণ চল্‌তি খরচা যদি ঋণের দ্বারা মিটাইবার ক্রমিক প্রবণতা আসিয়া যায় তাহা হইলে ঋণের দরুণ সরকারের বাৎসরিক বাধ্যবাধকতা কর আদায়ের ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে, এমন কি ঋণের সুদ প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতাও ইহা হারাইয়া ফেলিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, বাণিজ্য চক্রের উঠতি-পড়তির প্রতিশোধকরূপে সরকারের দ্বারা ঋণগ্রহণ সুফলপ্রসূ হইতে পারে। বাণিজ্য জগতে মন্দা উপস্থিত হইলে সরকারের কর্তব্য হইল করভার হ্রাস করিয়া সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করা। ইহার জন্য ঋণ গ্রহণ করা বিধেয়।

চতুর্থতঃ, যে সকল সরকারী ব্যয় উৎপাদনশীল ব্যয়রূপে গণ্য—যথা রেলপথ নির্ম্মাণ, নদী উপত্যকা পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি—সেগুলি নির্বাহের জন্য কর ব্যবহার না করিয়া ঋণ গ্রহণ করা সমর্থনযোগ্য। যে সকল বিষয়ের উপর এইরূপ ব্যয় করা হইবে সেইগুলি হইতে কিছুকাল পরে আয় হইবে এবং ঐ আয় হইতে সংশ্লিষ্ট ঋণের সুদ প্রদান এবং আসল পরিশোধ সম্ভব

হইবে। শুধু উৎপাদনশীল হইবার কারণেই যে মূলধনী খরচার জন্য ঋণ গ্রহণ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া ধরা হয়, তাহা নহে, উহার অন্য কারণও আছে। (ক) যে রাষ্ট্র এইরূপ মূলধনী ব্যয় করিতে অগ্রসর হইবে না তাহার পক্ষে জাতীয় উন্নয়নের পথ রুদ্ধ থাকিবে; (খ) এইরূপ মূলধনী খরচার সুফল ভোগ করিবে ভবিষ্যতের লোকে, সুতরাং উহার বোঝা বহনের দায়িত্ব, ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে, ভবিষ্যৎ বংশের উপর অর্পিত থাকা উচিত। অবশ্য কোন কোন অর্থনীতিবিদ বলেন, যে মূলধনী ব্যয়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে ঋণ গ্রহণ সঙ্গত নহে। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে শাসকবর্গ অবাস্তব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে প্রণোদিত হইবেন, এবং ন্যায়সঙ্গত কর ধার্য্য না করিয়া নিরাপত্তার সীমা লঙ্ঘন করিবেন। বিশেষভাবে, মুদ্রাস্ফীতির সময়ে এই ধরণের কার্য্য—অর্থাৎ ঋণগ্রহণের দ্বারা পুঁজি ব্যয় নির্বাহ—মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিবে। মোটামুটি বলা চলে, যে জনসমষ্টির পক্ষে নিছক ঋণ গ্রহণের দ্বারা পুঁজি ব্যয় নির্বাহকরা কেবলমাত্র মন্দার সময়েই বিধেয়; যে সকল জনসমষ্টি অনুন্নত (যাহাদের মধ্য হইতে যথেষ্ট কর সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না) অথচ যাহাদের সম্মুখে উন্নয়নের সম্ভাবনা প্রচুর তাহাদের পক্ষে উহা যুক্তিসঙ্গত।

পঞ্চমতঃ, কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলি সাধারণত উৎপাদনশীল বলিয়া গণ্য করা হয় না, কারণ ঐগুলি হইতে শীঘ্রই আয়ের সম্ভাবনা থাকে না অথচ যেগুলি জাতির জীবনের মান উন্নীত করিয়া জনসমষ্টির সম্পদ উৎপাদন এবং ভোগের ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে বর্দ্ধিত করে, যথা শিক্ষা বিস্তারের জন্য বা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যয়। এক্ষেত্রে ঐ ধরণের ব্যয় ঋণ গ্রহণের দ্বারাই নির্বাহ করা উচিত, তবে পুনরায় ঐ ধরণের ব্যয়-এর প্রয়োজন হইবার পূর্বেই ঐ ঋণের অর্থ করলব্ধ অর্থের দ্বারা পরিশোধ করিয়া দেওয়া উচিত। অন্যথায় ঋণ ক্রমশঃই জমিতে থাকিবে এবং ক্রমাগতই বেশী করিয়া করের প্রয়োজন হইবে।

Q. 14. Comment on the statement that an internal public debt imposes no burden on the community.

Ans. সরকার যখন বিদেশীদের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ করেন,

তখন ঐ ঋণের দরুণ সুদ প্রদানের এবং আসল পরিশোধের দায়িত্ব দেশের উপর একটি প্রকাণ্ড বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। ঐ সুদ প্রদানের জন্য দেশের লোককে আরও বেশী পরিশ্রম করিয়া এবং বিনিয়োগ করিয়া মূল্যবান সামগ্রী উৎপাদন করিতে হইবে, ঐ সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করিয়া বিদেশের টাকা উপার্জন করিতে হইবে, ঐ টাকার দ্বারা বিদেশের নিকট দায় মিটাইতে হইবে। বিদেশ হইতে ঋণগ্রহণ করিলেই প্রতি বৎসর জাতীয় আয়ের একটি বৃহদংশ, অর্থাৎ জাতীয় উৎপাদনে একটি বৃহদংশ, দেশের বাহিরে পাঠাইয়া দিতে হয়। সেই অনুপাতে দেশের লোককে খাটিতে হইবে বেশী কিন্তু ভোগকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

ইহার তুলনায় দেশের আভ্যন্তরীণ ঋণের বোঝা অনেক হাল্কা। সরকার যখন দেশের লোকের নিকট হইতেই ঋণ গ্রহণ করেন, তখন জাতীয় সম্পদ যাহা কিছু উৎপাদিত হয় তাহা জাতিই ভোগ করিতে পারে। নিজেদের নাগরিকদের নিকট হইতেই কর আদায় করিয়া সরকার নাগরিকদিগকেই সুদ প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতে দেশের মধ্যে কষ্টে উৎপাদিত সামগ্রী বিদেশে চলিয়া যায় না। কর আদায় করিয়া যখন উহার দ্বারা সুদ প্রদান করা হয় তখন ব্যয়যোগ্য উপার্জন কমিয়া যায় না, একের অর্থ অন্যের নিকট হস্তান্তরিত হয় মাত্র।

কিন্তু ইহাতে যদি মনে করা হয় যে আভ্যন্তরীণ ঋণ জনগণের উপর কোনও বোঝা আরোপ করে না, তাহা হইলে ভুল করা হইবে। আভ্যন্তরীণ ঋণেরও সামাজিক বোঝা আছে। আভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ প্রদানের জন্য বাড়তি কর আরোপ করা হয়। এই বাড়তি করের টাকা যাহাদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদিগকে সরকার প্রদান করেন। ইহাতে যথেষ্ট পরোক্ষ বোঝা সমাজের উপর চাপিয়া যায়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেই সরকারকে ধার দিয়া থাকে; বিশেষ করিয়া স্বল্প সঞ্চয়ের প্রকল্প চালু হইলে অল্প আয়ের লোকেও সঞ্চয় করিয়া সরকারকে ঋণ দেয়। ইহা সত্ত্বেও দেখা যায় যে সরকারের প্রাপকদের মধ্যে অধিকাংশই হইল অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সরকার যে কর সংগ্রহ করেন তাহার অধিকাংশই পরোক্ষ করের দ্বারা সংগৃহীত হয়—অর্থাৎ সর্বসাধারণের নিকট হইতে। সুতরাং সরকারী ঋণের জন্য যখন সুদ প্রদান করা হয়

তখন অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের অর্থ অপেক্ষাকৃত ধনীর নিকট হস্তান্তরিত হয়। অভাবগ্রস্ত লোকের টাকা অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী লোকের হাতে যাওয়ায় ধনবণ্টনের বৈষম্য, কমিবার পরিবর্তে, আরও বাড়িয়া যায়। দরিদ্রের হাতের অর্থ একান্ত প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইবার কাজে প্রযুক্ত হইতে পারিত, উহা অপেক্ষাকৃত বিত্তশালীদের হাতে চলিয়া যাওয়ায় সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ কমিয়া গেল; বিত্তশালী লোকে অভাব অনটনের জন্য দুঃখ কষ্ট পায় না, তাহাদের বাড়তি উপার্জনের বৃহদংশই অলসভাবে পড়িয়া থাকে।

যদি এরূপও হইত যে যাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করা হইতেছে তাহাদের নিকটেই সুদ-এর টাকা পৌঁছাইতেছে (অর্থাৎ সুদ প্রদানের দরুণ বিত্তহীনের অর্থ বিত্তশালীর নিকট যাইতেছে না সুতরাং ধনবণ্টনের বৈষম্য বাড়িতেছে না) তাহা হইলেও আভ্যন্তরীণ ঋণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেশকে ভোগ করিতে হয়। বাড়তি কর চাপিলেই তাহার কোন না কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। লোকের আয়ের উপর যদি বেশী করিয়া কর আরোপ করা হয় তাহা হইলে ঐ করের টাকা তাহার নিকট সুদরূপে ফিরিয়া আসিবে এই চিন্তা করিয়া সে আশ্বস্ত থাকিতে পারে না। বাড়তি কর চাপিলে, একই জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে আরও বেশী পরিশ্রম করিয়া বেশী উপার্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। উহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে পারে, অবকাশ ভোগ কমিতে পারে, যাহারা অবকাশকে কাজে লাগাইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির চেষ্টা করিতেছিল তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি বেশী হইবে, উহার জন্য ব্যয় বাড়িবে। অধিকন্তু একই লোকের উপার্জনের টাকা লইয়া যখন উহাকেই সরকার সুদ প্রদান করিবেন তখন ঐ সুদকে তাহার বাড়তি আয় ধরিয়া উহার উপরে আয়কর আদায় করা হইবে। তাহারই টাকা তাহার কাছে গেলেও উহার আয়কর বাড়িবে এবং তাহাকে আরও পরিশ্রম করিয়া উহা পোষাইয়া লইতে হইবে। অধিকন্তু সরকারী ঋণের জন্য সুদ প্রদানের প্রয়োজনে বিত্তশালী লোকেদের উপর বেশী করিয়া কর চাপাইলে উহাতে শিল্পে ও বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগ কমিয়া যাইবে। ইহার কুফল সহজেই অনুমেয়; ইহাতে কর্মসংস্থান এবং উপার্জনের স্তর কমিয়া যাইবে।

ইহা ছাড়া, আভ্যন্তরীণ ঋণ হইলেও ঋণের যে মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া

আছে তাহাও বিবেচ্য। দেশের লোকের নিকটেই হউক বা বাহিরের লোকের নিকটেই হউক, সরকারী ঋণ জমিয়া উঠিতে থাকিলেই লোকের মনে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহাতে যদি বিনিয়োগ-কারীরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, নিয়মিতভাবে তাহারা যে বিনিয়োগ করে সে বিনিয়োগ করিতে তাহারা যদি নিরুৎসাহিত হয়, তাহা হইলে বিনিয়োগের ঐ ঘাটতির ফলাফল আভ্যন্তরীণ ঋণের পরোক্ষ বোঝা হইয়া দাঁড়াইবে।

Ans. সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপাদনব্যবস্থার মোটামুটি সব কিছুই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু যে সকল দেশে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই সে সকল দেশে বেসরকারী শিল্পপতিরাই শিল্পের মালিক ও পরিচালক। তবে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গ্রহণ না করিলেও অনেক দেশেই সরকার ক্রমিক শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণের নীতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই নীতির স্বপক্ষে নিম্নরূপ যুক্তি প্রদান করা যাইতে পারে:

(১) বেসরকারী শিল্পপতির হাতে শিল্পের মালিকানা ও পরিচালনার ভার থাকিলে সামাবদ্ধ উৎপাদক সঙ্গতির সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয় না। শিল্পপতিরা সেই সকল সামগ্রীতেই মূলধন নিয়োগ করে এবং অন্যান্য উৎপাদক সঙ্গতি নিয়োজিত করে যাহার উৎপাদন হইতে তাহারা সর্বাপেক্ষা বেশী মুনাফা পাইবে—ইহাতে সাধারণের প্রয়োজনীয় জনকল্যাণকর সামগ্রীর উৎপাদন যে বেশী হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। রাষ্ট্র যদি শিল্পের মালিক হয়, তাহা হইলে জনকল্যাণের ভিত্তিতে উৎপাদনের আয়োজন করিতে পারে।

(২) শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে সকল মুনাফা হয় উহা বেসরকারী শিল্পপতিদেরই ঘরে যায়; উহার দ্বারা শিল্পপতিরাই ক্রমাগত ধনী হইতে থাকে, কিন্তু জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা তদনুপাতে উন্নত হয় না। শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ঘটিলে শিল্পের মুনাফা রাষ্ট্রের নিকট যায় এবং রাষ্ট্রের দ্বারা উহা জনকল্যাণের জন্য ব্যয়িত হয়।

(৩) নিজেদের লাভের অঙ্ক বাড়াইবার জন্য শিল্পপতিরা ক্রেতা সাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য করে না। রাষ্ট্র যদি শিল্পের মালিক হয় তাহা হইলে উহাকে জনমতের চাপ অনুভব করিতে হইবে, যে চাপ বেসরকারী শিল্পপতিদের উপর পড়ে না। সুতরাং রাষ্ট্র ক্রেতাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা বিবেচনা করিতে বাধ্য হইবে।

(৪) সাধারণ শিল্প মালিকের নিকট শ্রমিক একজন উৎপাদক উপাদান ছাড়া আর কিছুই নহে; উৎপাদক উপদানগুলিকে যতই কম পারিশ্রমিক দেওয়া যায় ততই উৎপাদনকারীর বেশী মুনাফা। সুতরাং বে-সরকারী শিল্পে শ্রমিক নিষ্পেষণ বেশী, ইহাতে শ্রমিক মালিক সংঘর্ষে উৎপাদন ব্যাহত হয় বেশী। কিন্তু সরকারের নিকট শ্রমিক নিছক উৎপাদক উপাদানই নহে, উহারা রাষ্ট্রের নাগরিক, জনগণেরই অংশ। সুতরাং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে রাষ্ট্র শ্রমিক কল্যাণে অধিকতর তৎপর থাকে। শ্রমিকদিগকেও ব্যক্তিগত মালিকের পরিবর্তে দেশের জন্য অনুপ্রাণিত করা অধিকতর সহজ।

(৫) বহু শিল্প আছে যেগুলির ক্ষেত্রে কলাকৌশলগত উন্নতি (technical improvement) সাধনের এবং যথোচিত পরিমাণে মূলধন সংগ্রহের ক্ষমতা বেসরকারী মালিকদিগের থাকে না। ফলে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন হয় না। কোনক্রমে উহা টিকিয়া থাকে, দেশের উপকারে আসে না। সরকার এইরূপ শিল্পের মালিক হইলে সরকার ঐ শিল্প সম্পর্কে বিশিষ্ট জ্ঞান আছে এরূপ লোক দেশের মধ্য হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারেন বা বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন। বিদেশের সহিত সরকারের দূতাবাস মারফৎ সম্পর্ক থাকে বলিয়া এবং বাণিজ্য প্রতিনিধি থাকে বলিয়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিরূপ পুঁজিসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনা সরকারের পক্ষে সহজসাধ্য। শিল্প সংগঠন ও সম্প্রসারণের জন্য এককালীন প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করাও সরকারের পক্ষে সম্ভব।

(৬) লোকসানের সম্ভাবনা আছে জানিয়াও দেশের প্রয়োজনে,—অর্থাৎ কর্মসংস্থান বজায় রাখিবার জন্য বা দুষ্প্রাপ্যতা নিবারণের জন্য—উৎপাদন ব্যবস্থা চালাইয়া যাওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব, বেসরকারী শিল্পপতির পক্ষে সম্ভব নহে। ইহাতে মন্দার চাপ কাটাইয়া উঠা সহজেই সম্ভব হয়।

(৭) যত অধিক সংখ্যক শিল্প সরকারের মালিকানধীন হইবে অর্থনৈতিক কাঠামো পরিকল্পিত ভাবে গড়িয়া তুলা সরকারের পক্ষে ততই সহজ হইবে। ইহার কারণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় দেশের মোট সম্পত্তির সুসমঞ্জস বিনিয়োগ প্রয়োজন।

কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পক্ষে এই সকল যুক্তি থাকিলেও উহার বিপক্ষে যে কিছু বলিবার নাই তাহা নহে। রাষ্ট্রায়ত্তকরণ নীতির পরিপূর্ণ প্রয়োগের বিরুদ্ধবাদীরা নিম্নরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন :

(১) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে রাজনৈতিক দলাদলির অনুপ্রবেশ ঘটে। দলাদলির ভিত্তিতেই সরকার গঠিত হয়, সুতরাং সরকার-বিরোধী দলগুলি শ্রমিকদের মধ্যে সরকার বিরোধী প্রচারকার্য্য চালায়, সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদিগকে উস্কানি দেয়। সরকারী শিল্পে অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রমিকরাও ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য—সরকার গঠনকারী দলকে যাহারা পছন্দ করে না, তাহারা যথোচিত আনুগত্য দেয় না।

(২) সরকার শিল্পের মালিক হইলেই যে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক মধুর হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বেসরকারী মালিক অর্থের দ্বারা শ্রমিককে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, সরকার আইনের দ্বারা শ্রমিককে হুমকি দিতে পারেন এবং দেশপ্রেমের নামে ফাঁকা বুলি শুনাইতে পারেন।

(৩) বেসরকারী শিল্প মালিকরা শিল্প পরিচালনায় যে কর্মদক্ষতা দেখাইবেন বহুক্ষেত্রেই সরকারী কর্মচারীরা সে কর্মদক্ষতা দেখাইতে পারেন না। মনস্তাত্বিক পার্থক্যই ইহার কারণ। শিল্পের মালিক সব সময়েই জানেন যে শিল্পের লাভ লোকসানের উপর তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। সুতরাং তিনি তাঁহার নিজের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সাফল্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। ইহার জন্য সর্বদাই তাঁহাকে কম ব্যয়ে ভাল সামগ্রী উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। খরিদ্দারদের সুবিধা

অসুবিধার দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদিগের বাঁধা বেতন, নির্দিষ্ট বেতন-বৃদ্ধি, সুনিশ্চিত পেনসন, চাকুরীর দৈর্ঘ্য অনুসারে পদোন্নতি এবং শাসনতন্ত্রের দ্বারা বা আইনের দ্বারা চাকুরীর স্থায়িত্ব গ্যারাণ্টি-প্রদত্ত। সুতরাং শিল্পের সহিত তাঁহাদের চাকুরীর সম্পর্ক, ভাগ্যের সম্পর্ক নহে। ফলে, সরকারী কর্ম্মচারীর ব্যবস্থাপনা বেসরকারী কর্মচারীদের ন্যায় দক্ষ হয় না।

(৪) বে-সরকারী শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়তই নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতেছে। কে কত কম ব্যয়ে ভালো জিনিস উৎপাদন করিতে পারে এবং খরিদ্দারকে সন্তুষ্ট করিতে পারে তাহার জন্য সকলেই চেষ্টিত থাকে।

(৫) রাষ্ট্রের হাতে জনকল্যাণকর কার্য্য করিবার অনেক দায়িত্ব আছে। ইহার উপর আর শিল্প পরিচালনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ সঙ্গত নহে; বিশেষ করিয়া রাষ্ট্র যখন বিভিন্ন পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উপায়ে শিল্প সংগঠন, শিল্প পরিচালনা, মূলধন বিনিয়োগ এমন কি মুনাফা ও মজুরীর হার এবং পণ্যের দামও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন, তখন রাষ্ট্রায়ত্ত না করিয়াও উহার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

Q. 2. Attempt a comparison between a private enterprise economy and a planned economy from the standpoint of productive efficiency.

Explain the salient features of a Planned Economy and a Private Enterprise Economy

Ans. যে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই ধনসম্পদ উৎপাদিত ও বণ্টিত হয় তাহাকে ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন অর্থনীতি বলা হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন অর্থনীতির মোটামুটি বৈশিষ্টগুলি নিম্নরূপ :

(১) যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও উৎপাদক উপকরণের মালিক হইতে পারে এবং সে ঐ উৎপাদক উপকরণ কোন্ কার্যে প্রয়োগ করিবে তাহা স্থির করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাহার আছে।

(২) মালিক তাহার কারবার সম্প্রসারণ করিবে, কি সঙ্কুচিত করিবে

তাহা সে নিজেই স্থির করিবে, এ সম্পর্কে সরকার তাহাকে কোনও নির্দেশ প্রদান করিবে না।

(৩) মালিক তাহার কারবার বাড়াইবে কি কমাইবে তাহা মুনাফার উপর নির্ভর করে। যে কারবারে লাভ বেশী সেই কারবারে উৎপাদক সঙ্গতি বেশী নিয়োগ করা হইবে, যে কারবারে লাভ কম সেই কারবারে উৎপাদক সঙ্গতি কম নিয়োগ করা হইবে। সুতরাং উৎপাদক সঙ্গতি বিভিন্ন কারবারের মধ্যে বন্টিত হইবে উৎপাদানকারীদের বিভিন্ন স্বার্থে, সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থে নহে।

(৪) পণ্য বিক্রয়ের বা ক্রয়কার্য্যের উপর কোন বাধা নিষেধ থাকে না। পণ্যের বা কাঁচামালের বা অন্য কোন উৎপাদক উপাদানের দুষ্প্রাপ্যতা ঘটিলে উহা দামের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে। অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্যতা ঘটিলে দাম বাড়িয়া যাইবে এবং বাড়তি দামই উহার চাহিদাকে সঙ্কুচিত করিয়া দিবে। সুতরাং দুষ্প্রাপ্য বস্তু লোকে আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ীই কিনিতে সক্ষম বা অক্ষম হইবে।

(৫) দেশের ব্যবসায়ীরা সর্বপ্রকার সামগ্রী আমদানী রপ্তানী করিতে পারে। তবে আমদানী রপ্তানীর উপর নিয়মমত শুল্ক ধার্য্য থাকিতে পারে, এমন কি শিল্প সংরক্ষণের স্বার্থে আমদানী সামগ্রীর উপর অতিরিক্ত শুল্কও আরোপিত থাকিতে পারে।

(৬) শ্রম ক্রয়-বিক্রয়ে কোন বাধা নিষেধ থাকে না। শ্রমিক তাহার শ্রম যে কোনও মালিককে বিক্রয় করিতে পারে এবং মালিক যে দামে তাহার পোষায় সেই দামে এবং যতখানি তাহার প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই শ্রম ক্রয় করিতে পারে। শ্রমের দাম, অর্থাৎ মজুরী, শ্রমের যোগান চাহিদার উপরেই নির্ভর করে। তবে সরকার শ্রমিকদিগকে অযথা নিষ্পেষণের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য শ্রমিক রক্ষা বা শ্রমিক কল্যাণ আইন রচনা করিতে পারেন।

(৭) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল যে উৎপাদন চাহিদার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। পুঁজিপতিরা আসলে যাহা ইচ্ছা তাহা উৎপাদন করিতে পারে না। তাহাদের স্বার্থই তাহাদিগকে সেই সামগ্রী উৎপাদন করিতে বলে যাহা বিক্রয় করা সম্ভব, এবং বিক্রয় করা কি সম্ভব এবং কতখানি

সম্ভব তাহা বাজারের চাহিদার দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। বাজারের অদৃশ্য হস্তের দ্বারা লাভের উৎপাদন কাজের উৎপাদনে পরিণত হয়। ঐ অদৃশ্য হস্তের দ্বারা উপার্জনের বণ্টনও নিয়ন্ত্রিত হয়।

যে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগের দ্বারা ধন সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয় না, উহা নিয়ন্ত্রিত হয় কোনও কেন্দ্রীয় শক্তির দ্বারা,—হয় সরকার, না-হয় সরকারের দ্বারা গঠিত ও ক্ষমতাপ্রদত্ত কোনও সংস্থা—তাহাকেই মোটামুটিভাবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামো বলা চলে। পরিকল্পিত অর্থনীতির কতিপয় প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) যে কোন ব্যক্তি উৎপাদক উপাদান সংগ্রহ করিয়া উহা যে কোন উৎপাদনের কার্যে প্রয়োগ করিতে পারে না। মালিক তাহার দ্বারা সংগৃহীত উৎপাদক উপাদানকে কোন্ কাজে লাগাইবে, উহার দ্বারা কি ধরণের বস্তু কতখানি উৎপাদন করিবে তাহা নিজেই সকল সময়ে স্থির করিবার অধিকারী নহে ; উহা কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়া দিবে।

(২) কোন্ কারবার কতখানি করা হইবে তাহা ব্যক্তিগত মুনাফার উপর নির্ভর করিবে না, উহা নির্ভর করিবে সমাজের প্রয়োজনের উপর ; সমাজের প্রয়োজন বিচার করা হইবে জনকল্যাণের ভিত্তিতে।

(৩) পরিকল্পনা সংস্থার দ্বারা, দেশের বিভিন্ন কারবারের মধ্যে উৎপাদক সঙ্গতির বণ্টন সাধিত হয়। ইহা এরূপভাবে করা হয় যাহাতে দেশের মোট উৎপাদক সঙ্গতির সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয়।

(৪) দেশের মধ্যেকার বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্ সামগ্রী বেশী প্রয়োজন এবং কোন্ সামগ্রী কম প্রয়োজন তাহার একটি অগ্রাধিকার বিন্যাস (Priority) করা হয়। যে সামগ্রী বেশী প্রয়োজন তাহার উৎপাদন যাহাতে অগ্রে হয় সেই উদ্দেশ্যে সরকার নানারূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য দিয়া থাকেন। বিভিন্ন বস্তুর উৎপাদনের তাগ্ (target of production) নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয় এবং এই তাগ্ অনুযায়ী যাহাতে সকল প্রকার বস্তুর উৎপাদন সম্ভব হয় তাহার জন্য সাহায্যদান ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয়।

(৫) ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের মধ্যে অগ্রাধিকার বিন্যাস অনুযায়ী এবং

উৎপাদনের ভাগ, অনুযায়ী কোন্ ধরণের শ্রমিক বেশী প্রয়োজন তাহা অনুমান করিয়া লওয়া হয় এবং বিশেষ শিক্ষণ ব্যবস্থা ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের দ্বারা সেই প্রকার শ্রমিক গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়।

(৬) আমদানী রপ্তানীর উপর রাষ্ট্রের সুপরিকল্পিত নীতি প্রয়োগ করা হয়—সমাজের আশু ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন অনুযায়ী উহারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৭) লোকেরা তাহাদের ইচ্ছামত যে কোনও বস্তু যে কোনও পরিমাণে কিনিতে পারে না, লোকের ক্রয় কার্যের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্ত হইতে পারে।

(৮) সরকার অর্থনৈতিক জীবনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ এবং নিজেই শিল্প স্থাপন এবং ব্যবসায় পরিচালনায় অগ্রসর হন।

Q. 3. Discuss the benefits of economic planning. Is planning possible under capitalistic economy ?

Ans. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কেন করা হয়, উহার উদ্দেশ্য কি, উহাতে কি সুফল পাওয়া যায়, অর্থনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন প্রায়ই উত্থিত হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সুফল হইল নিম্নরূপ :

(১) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা অবাধ প্রতিযোগিতার কুফল দূরীভূত করা যায় ; সব থেকে বড় কুফল হইল, বৃহৎ শিল্পপতিদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার সৃষ্টি এবং একচেটিয়া কারবার স্থাপন। বিক্ষিপ্তভাবে আইন রচনা করিয়া ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া উহার যথোচিত প্রতিকার করা সম্ভব হয় না। বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় উহার কুফল দূরীভূত করা যায়।

(২) জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা ইচ্ছাপূর্বক উন্নীত করিতে হইলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অপরিহার্য্য। কারণ, পূর্ব হইতে চিন্তা করিয়া এবং ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিয়া যদি অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাইতে হয় তাহা হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যের মধ্যে অগ্রাধিকার বিন্যাস—কিসের উন্নয়ন আগে করা হইবে এবং কিসের উন্নয়ন পরে করা হইবে, আগে যে শিল্পের উন্নয়ন করা হইবে উহার জন্য অপর কোন্ শিল্পের উন্নয়ন আগে প্রয়োজন, এই সকল বিষয় স্থির করিতে হয়। অর্থ-নৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত সম্পর্কহীন যে বেসরকারী উদ্যোগ ক্রিয়া করে, উহারা একত্রিত হইয়া সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক জীবনের এইরূপ অগ্রাধিকার বিন্যাস করিতে পারে না।

(৩) প্রায় সকল দেশেই ব্যাপক বেকারত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে প্রাকৃতিক সম্পত্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না, অপরদিকে মানবিক সম্পত্তি অকেজো থাকে। দেশে বেকারত্বের অর্থই হইল, উপায় থাকিতেও দারিদ্র্য বরণ এবং দেশের সম্পত্তির অপচয়। বিভিন্ন প্রকার শিল্প, কৃষি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুসমঞ্জস উন্নয়নের দ্বারাই ইহার প্রতিকার করা সম্ভব।

(৪) ঠিকমত পরিকল্পনা রচনা করিলে এবং ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিলে, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক ক্লেশ দূরীকরণে সরকারকে সহযোগিতা দিতে জনগণ প্রেরণা বোধ করে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং উৎসাহকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োগ করা যায়।

(৫) ধনবণ্টনের অসাম্য পুঁজিবাদী সমাজের একটি অভিশাপ—ইহাতে মানুষে মানুষে অহেতুক ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়, পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ভোগের সুযোগে প্রভূত পার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবনের মান কৃত্রিমভাবে অবনত থাকে। একমাত্র ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণ ও উন্নীত করিয়াই যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ধনবণ্টনের সঞ্চিত বৈষম্য দূরীভূত করা যায়। উহার বিকল্প হইল বিপ্লব।

(৬) প্রত্যেক দেশেই সরকারের সাধারণ ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য এবং সাধারণভাবে অর্থনৈতিক জীবন প্রভূতভাবে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবান্বিত হয়। সরকারের করনীতি, ব্যয়নীতি, মুদ্রানীতি, বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ, প্রভৃতি স্বাভাবিক কাজকর্মের দ্বারা শিল্পমালিক ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবন সরকারী নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসিয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত এই সকল নিয়ন্ত্রণ একান্তই খাপছাড়া; যে ক্ষেত্রে যেরূপ বিচ্ছিন্ন সমস্যা দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে তখনকার মত বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়; ইহাতে ঠিক উপকার হয় না। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকে সুসমন্বিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অনেক বেশী উপকার হয়।

(৭) দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য যখন বেসরকারী মালিকদের হাতে থাকে, উহার উপর যখন কোনও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় থাকে না,

তখন ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে একটি চিরন্তন অস্থিরতা থাকিয়া যায়। বাণিজ্যচক্র (Trade cycle) এই অস্থিরতার রূপ। বাণিজ্যচক্রের পরিবর্তনে, কখনও পরম সমৃদ্ধি কখনও চরম মন্দা সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা এই অস্থিরতা দূর করা যায় এবং উচ্চহারে উপার্জন এবং কর্মসংস্থানকে স্থিতিশীল করা যায়।

(৮) বেসরকারী শিল্পোদ্যোগের মধ্যে যে প্রতিযোগিতামূলক অপচয় হয়, সরকারী কর্তৃত্বাধীনে সুসমঞ্জস পরিকল্পনা রচনা ও কার্য্যকরী করিলে সেই অপচয় নিরোধ করা যায়। সকল উৎপাদক সঙ্গতি উন্নয়ন কার্য্যেই নিয়োগ করা যায়।

Planning in Capitalistic Economy

কেহ কেহ অভিমত দেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজে কোনও সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা ও উহার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নহে। ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদক সঙ্গতির ব্যক্তিগত মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধু তাহাই নহে, এখানে অবাধে প্রতিযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সামঞ্জস্য বিধান স্বীকৃত। উদার গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে নাগরিকদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাধীনতা সমেত সর্বপ্রকার ব্যক্তিস্বাধীনতা শাসনতন্ত্রের দ্বারা স্বীকৃত। এরূপ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করা সম্ভব নহে, কারণ পরিকল্পনা সার্থক করিবার জন্য উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ প্রয়োজন। দেশের সমগ্র উৎপাদক সঙ্গতির একত্রীকরণ এবং সেই উৎপাদক সঙ্গতিকে বিভিন্ন উৎপাদন প্রচেষ্টার মধ্যে সুসমঞ্জসভাবে বণ্টন—ইহাই পরিকল্পনার মূলকথা এবং ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় ইহা করা প্রায় অসম্ভব; সুতরাং, ইঁহাদের মতে, ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা সম্ভব নহে।

কিন্তু এই মত সম্পূর্ণতঃ গ্রহণ করা যায় না। ধনতান্ত্রিক সমাজেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা এবং পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা যে সম্ভব তাহা যুদ্ধের পূর্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং যুদ্ধের পরে ভারত, পাকিস্থান, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। বরং ব্যক্তি মালিকানার সমাজে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

আরও বেশী করিয়া প্রয়োজন। সম্পত্তির মালিকানা যখন সমাজের বা রাষ্ট্রের হাতে থাকে, তখন সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে কিছু না কিছু নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার অর্থনীতিতে, অবাধ বাজারের শক্তি না পারে প্রয়োজনীয় উৎপাদন সৃষ্টি করিতে, না পারে সুসম বণ্টন আনিতে; এক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব নহে, কাম্যও নহে। ইহার কারণ, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজেও ব্যক্তিগত ধনসম্পদ প্রয়োজন বোধে সমাজের হিতার্থে নিয়োজিত হইবে এবং গণতন্ত্রের আদর্শ যে নিছক নাগরিকের ভোটাধিকারই নহে, সাধারণ মানুষের কল্যাণ, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক দেশেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর সরকার নানাভাবেই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সকল দেশেই এই নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্মের ক্রমাগত সম্প্রসারণ এই নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল ক্রমশঃই বাড়াইয়া দিতেছে। সুতরাং ধনতান্ত্রিক কাঠামো বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যথেষ্ট সম্ভব। তবে ফ্যাসিবাদী বা সাম্যবাদী দেশের ন্যায় ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দ্রুত ফল দিতে পারে না।

Q. 4. Write a brief explanatory note on mixed economy.

Ans. দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সরকারী উদ্যোগ এবং বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি অবস্থান করিলে উহাকে মিশ্র অর্থনীতি বলা হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদক সম্পত্তির সবাকছুই রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় না; শিল্প প্রতিষ্ঠা করা এবং শিল্প সম্প্রসারণের দায়িত্ব দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদিগের উপরেই ছাড়িয়া রাখা হয়। বেসরকারী অংশের এই সকল শিল্প বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্র যে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে না তাহা নহে; লাইসেন্স, পারমিট, বাধ্যতামূলক বিক্রয়, দাম নিয়ন্ত্রণ, পুঁজি সংগ্রহে অনুমোদন, উৎপাদিত পণ্যের গুণ অনুমোদন, কারবারের গঠনপ্রণালী অনুমোদন, হিসাব পরীক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে ও উপায়ে সরকার বেসরকারী শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। শুধু নিয়ন্ত্রণই নহে, বেসরকারী শিল্পকে সরকার নানাভাবে উৎসাহ এবং সাহায্যও দিয়া থাকেন। বিশেষ করিয়া

অনুন্নত দেশে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের প্রধান সমস্যা হইল যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করা; এই সমস্যার সমাধানে সরকার নানাভাবে সহায়তা দিয়া থাকেন।

কিন্তু মিশ্র অর্থনীতিতে সরকার শিল্প স্থাপনা ও ব্যবসায় পরিচালনায় ক্রমবর্ধমান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সকল শিল্পে প্রভূত পরিমাণ পুঁজি প্রয়োজন হয় অথচ প্রথমদিকে উহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে মুনাফা অর্জন ঘটে না, কারণ ঐ শিল্প যে উপকার দেয় তাহা পরোক্ষ সামাজিক ও সমষ্টিগত উপকার (যথা রেলপথ, টেলিফোন ইত্যাদি), সেই সকল শিল্পে সরকারী উদ্যোগ সক্রিয় হয়। আবার ঠিক ইহার বিপরীতও ঘটে; অর্থাৎ অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতির দরুণ যে সকল শিল্পে বা ব্যবসায়ে সহজেই মুনাফা অর্জিত হয় সেই সকল শিল্প বা ব্যবসায় সরকার ক্রমশঃই স্থাপন করিতে অগ্রসর হন। ইহার কারণ, সহজে অর্জিত এই মুনাফা ধনীকে আরও ধনী করিবার কাজে নিয়োজিত না হইয়া দরিদ্রের দারিদ্র্য লাঘবের কাজে নিয়োজিত হইতে পারে। আবার যে সকল শিল্প মূল বা ভিত্তিমূলক শিল্প (যথা রাসায়নিক শিল্প বা লৌহ বা কয়লা), যেগুলির যথোচিত সম্প্রসারণ না ঘটিলে সমগ্রভাবে দেশের শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হয়, যাহাদের উন্নয়নের উপর অন্যান্য বিবিধ শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন নির্ভরশীল, সরকারী উদ্যোগে সেই সকল শিল্প স্থাপিত ও পরিচালিত হওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

তবে মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারী শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত বেসরকারী শিল্পবাণিজ্যের যথাযথ সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। এই সামঞ্জস্য বিধানের সাফল্যের উপর মিশ্র-অর্থনীতির সাফল্য নির্ভর করে।

Q. 5. What is economic planning ? Discuss the objectives of economic planning.

Ans. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝায় এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের আলোচনায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। পরিকল্পনার মূল কথা হইল, সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের যাহাতে উন্নতি ঘটে, জন-সমষ্টির সকল শ্রেণী ও লোকে যাহাতে সাধ্যমত অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করিতে পাবে সেইরূপ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা। 'একটি নির্দিষ্ট

কর্তৃপক্ষের দ্বারা এই পরিকল্পনা করা হয়; দেশের সম্পদ কিভাবে কোন্ কাজে ব্যবহার করা হইবে তাহার আদেশ নির্দেশ দানের ক্ষমতা এই কর্তৃপক্ষের আছে। "সমাজতন্ত্রবাদের অর্থনীতি" শীর্ষক গ্রন্থে ডিকিনসন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন: "Economic planning is the making of major economic decisions—what and how much is to be produced and to whom it is to be allocated—by the conscious decision of a determinate authority, on the basis of a comprehensive survey of the economic system as a whole." অর্থাৎ "অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হইল প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, কোন্ বস্তু কি পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে এবং কাহাকে উহার দায়িত্ব দেওয়া হইবে। ইহা করা হইবে, কোনও সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের দ্বারা এবং সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপক সমীক্ষার ভিত্তিতে।"

কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্যই পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনার উদ্দেশ্যকে সাধারণ বা ব্যাপক উদ্দেশ্য এবং নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য—এই ভাবে ভাগ করিতে পারা যায়।

স্থায়ী ভিত্তিতে উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন এবং প্রয়োজন বোধে ঐ উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন—ইহাকেই মোটামুটি পরিকল্পনার ব্যাপক বা সাধারণ উদ্দেশ্য বলা চলে। এই উদ্দেশ্যকে কিছুটা চরমপন্থী (radical) বলা চলে, অর্থাৎ যখন অর্থনৈতিক কাঠামোর কোন না কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করা হয়, যথা কৃষিগত অর্থনীতিকে শিল্পগত অর্থনীতিতে রূপায়ণ। সাধারণ বা ব্যাপক উদ্দেশ্য রচনায় ভোগ-সামগ্রী উৎপাদনের উপর গুরুত্ব অপেক্ষা উৎপাদক সামগ্রী উৎপাদনের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ইহা ছাড়াও, সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে ধনবণ্টনের বৈষম্য দূর করিবার উদ্দেশ্যও অন্তর্ভুক্ত থাকে; সকল সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় ধনবণ্টনের বৈষম্য দূর করা আদর্শরূপে বা ব্যাপক উদ্দেশ্যরূপে গণ্য করা হয়।

নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য হইল অর্থনৈতিক জীবনের কোনও আশু প্রয়োজন মিটানো। অর্থনৈতিক জীবনের কোনও ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের

জন্য বা বিশেষ ধরণের জাতীয় আকাঙ্খা মিটাইবার জন্য কোনও পরিকল্পনা করা হইলে উহার উদ্দেশ্য হইবে সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট। বাণিজ্যচক্রের মন্দার প্রতিকার বা কুটির শিল্পের প্রসার বা সামরিক শক্তি অর্জন—এই ধরণের উদ্দেশ্যকে সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নয়া ব্যবস্থার পিছনে বা জার্মানীর চারসালা পরিকল্পনার পিছনে এইরূপ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অর্থনৈতিক কাঠামো (Economic Systems)

Q. 1. What is wrong with capitalism? How would you propose to remove its defects?

Ans. ধনতন্ত্রের মূলকথা হইল, জমি ও পুঁজি এই দুইটি প্রধান উৎপাদক উপাদানের ব্যক্তিগত মালিকানা। যে কোনও ব্যক্তি জমির মালিক বা পুঁজিসামগ্রীর মালিক হইতে পারে এবং উহার ভিত্তিতে যে কোন সামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে বা ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাপৃত হইতে পারে। আপনার চাতুর্য্য ও কর্মক্ষমতার দ্বারা অধিক উপার্জন করিয়া যে কোন ব্যক্তি পুঁজি সংগ্রহ করিয়া পুঁজিপতি হইতে পারে। কাহারা পুঁজিপতি হইবে এবং কাহারা নিছক শ্রমিক হইবে তাহা জনসমষ্টির মধ্যে অবাধ প্রতিয়োগিতার দ্বারাই নির্ধারিত হইবে।

শ্রমিক ও মালিকের অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারা শ্রমিকের মজুরী নির্ধারিত হয়। ধনতন্ত্র মনে করে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজস্বার্থের দ্বারাই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত হইলে সমগ্র সমাজের স্বার্থ রক্ষিত হয় এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি সৃষ্টি হয়। ইহার যুক্তি হইল, সকলেই নিজেদের স্বার্থে যথাসম্ভব অধিক উপার্জনের জন্য চেষ্টিত, সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেই তাহার উৎপাদক উপাদান সেই উৎপাদন প্রক্রিয়াতেই নিয়োগ করে যেখানে উহা সর্বাপেক্ষা উৎপাদনক্ষম হইবে। উৎপাদনকারীদের মধ্যেও অবাধ প্রতিযোগিতা, আবার উৎপাদনকারী ও ভোগকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

'ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো পৃথিবীর সকল দেশেই দীর্ঘকাল যাবৎ বলবৎ ছিল এবং এখনও অনেক দেশেই আছে। যে সকল দেশে আছে সে সকল দেশে উহার আদিমরূপ কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। তথাপি ধনতান্ত্রিক কাঠামোর কতিপয় গুরুতর কুফল দেখিতে পাওয়া যায়।'

প্রথমতঃ, ধনবন্টনের প্রভূত বৈষম্য ধনতন্ত্রের অন্যতম কুফল; বস্তুতঃপক্ষে ইহাই ধনতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কুফল। ইহার দরুণ সমাজের একশ্রেণী অগাধ ধনৈশ্বর্য্য এবং আর এক (ও বৃহত্তর শ্রেণী) চরম দৈন্য ভোগ করে। ধনী ও দীনের মধ্যে প্রতিযোগিতায় ধনী আরও ধনী হয়, দীন দীনতর হয়। সমগ্রভাবে মানুষের দুঃখ বাড়ে। শুধু তাহাই নহে, দরিদ্রশ্রেণী যে অর্থাভাবে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনিতে পারে না, তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হয়। লোকের আয় না থাকিলে, ব্যয় ক্ষমতা থাকে না এবং লোকে ব্যয় করিতে না পারিলে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের আয়োজন করিয়া লাভ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাধীনতা থাকিবার দরুণ পুঁজিপতিগণ সেই সকল সামগ্রী উৎপাদনেই পুঁজি নিয়োগ করে যে সামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয় হইতে তাহাদের ব্যক্তিগত মুনাফা হইবে সর্বাধিক। সুতরাং প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা থাকিলেও, বিলাস সামগ্রী অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য হইতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক গঠনের মধ্যে ভারসাম্য থাকে না।

তৃতীয়তঃ, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকদের স্থান হয় নিচে; ব্যক্তিগত মুনাফাসন্ধানী পুঁজিপতিরা শ্রমিকদিগকে যতটা সম্ভব কম পারিশ্রমিক দিবার চেষ্টা করে। বেকার থাকা অপেক্ষা কম মজুরীতে কাজ করা শ্রেয় বলিয়া শ্রমিকরা কম মজুরীতেই কাজ লইতে বাধ্য হয়।

চতুর্থতঃ, দেশে বেকারের সংখ্যা থাকে প্রচুর। কখনও এই সংখ্যা কিছুটা কমে কখনও খুব বাড়ে। বস্তুতঃপক্ষে দেশে বেশ কিছু সংখ্যক লোকের বেকার থাকাই পুঁজিপতিদের স্বার্থানুকূল; উহাতে মজুরীর হার কম থাকে, আবার প্রয়োজন হইলেই দেশের মধ্যে বেশী করিয়া শ্রমিক পাওয়া যায়।

পঞ্চমতঃ, পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোয়, বাণিজ্যচক্রের উঠতি

পড়তি সর্বদাই চলিতে থাকে। ইহার কারণ হইল যে, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগকার্য্য (investment) নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত, সমষ্টিগত স্বার্থে কোনও অভিন্ন কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে।

ষষ্ঠতঃ, পুঁজিপতিরা যেরূপ পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতে পারে সেইরূপ পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়া করিয়া একচেটিয়া কারবার স্থাপন করিতেও পারে। প্রতিযোগিতা করিলে বহু সামাজিক অপচয় হয় আবার একচেটিয়া কারবার স্থাপন করিলে সমাজকে শোষণ করা হয়।

ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার এই সকল অসুবিধা বর্তমানে সকল ধনতান্ত্রিক দেশেই অনুভূত হইয়াছে; ভোটাধিকারের মাধ্যমে সর্বসাধারণের হাতে ক্ষমতা আসায়, ধনতান্ত্রিক দেশের সরকারকে ধনতন্ত্রের কুফল দূর করিয়া ব্যক্তিগত উদ্যোগের সুফল যাহাতে লাভ করা যায় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে সাধারণ যে সকল পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে সেগুলি হইল নিম্নরূপ :

প্রথমতঃ, ধনবন্টনের বৈষম্য দূর করিবার জন্য একদিকে করধার্য্য এবং অন্যদিকে অর্থসাহায্য এই দুই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। কর প্রদানের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকে কর প্রদান করিবে এই নীতি অনুযায়ী আধুনিক যুগে ক্রমবর্ধমান হারে করধার্য্য করা হইয়া থাকে; উচ্চতর আয়ের উপর চড়া হারে করধার্য্য করিয়া নিম্নতর আয়ের লোকেদের কর হইতে যথাসম্ভব অব্যাহতি দিলে এবং ঐ করলব্ধ অর্থ দরিদ্রদের যাহাতে উপকার হয় সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় করিলে (যথা অবৈতনিক শিক্ষা, নিম্নতর আয়ের লোকেদের জন্য বিনা পয়সায় চিকিৎসা) ধনবন্টনের বৈষম্য কিছুটা কমানো যায়। ইহাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করিলেও, বাস্তবক্ষেত্রে সকল ধনতান্ত্রিক দেশেই এই ধরণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক সমাজে যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়,—অর্থাৎ দরিদ্রের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কম, ধনীর বিলাস সামগ্রী বেশী—উহা বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কিছুটা সংশোধন করা যায়। অনেক দেশেই এই পদ্ধতি বাস্তবে অবলম্বিত হইয়াছে। যে সকল বস্তু সমাজের সামগ্রিক হিতার্থে বেশী বা আশু প্রয়োজন নহে সে সকল বস্তু উৎপাদনের জন্য অর্থ বিনিয়োগে সরকার অনুমতি দেন না; জনসাধারণের

স্বার্থে যে সকল বস্তুর বেশী প্রয়োজন সেই সকল বস্তুর উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগে সরকার অনুমতি দেন, এমন কি আর্থিক সাহায্য দিয়া উহাতে উৎসাহও দিতে পারেন।

তৃতীয়তঃ, শ্রমিক রক্ষা আইন রচনা করিয়া শ্রমিকদিগকে অত্যধিক পরিশ্রম এবং শোষণের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়, অপরদিকে শ্রমিককল্যাণ আইন চালু করিয়া শ্রমিকদিগকে নানাবিধ সুখ সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে। ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করিয়া এবং মুনাফা বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াও শ্রমিকদিগের ন্যায্য প্রাপ্য যাহাতে তাহারা পায় তাহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

চতুর্থতঃ, অযথা শ্রমিক ছাঁটাই প্রতিরোধ করিয়া ও শ্রমিক নিয়োগ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বেকারের সংখ্যা কমানো যাইতে পারে। অপরদিকে সরকার মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি প্রয়োগ এবং নিজেদের নির্মাণ কার্যের কর্মসূচী ঠিকমত সাজাইয়া দেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারেন।

পঞ্চমতঃ, উপরোক্ত পদ্ধতিতে, অর্থাৎ মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি এবং সরকারী নির্মাণ কার্যের নীতি যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা, বাণিজ্যচক্রের দ্বারা সৃষ্ট অস্থিরতা দূরীভূত করিলে এবং কর্মসংস্থানকে উচ্চস্তরে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল কিছুটা দূরীভূত করা যায়।

ষষ্ঠতঃ, জনসাধারণের স্বার্থে একচেটিয়া কারবার গঠনে যথোচিত পদ্ধতিতে বাধা দিলে এবং পুঁজিপতি উৎপাদনকারীরা যাহাতে এক জোট হইয়া ক্রেতাসাধারণকে শোষণ করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার দাম-চুক্তি নিষেধ করিয়া দিলে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপকার কিছু দূর হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক ধনতান্ত্রিক দেশেই এই ধরণের কোন না কোন ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

অনেকেই কিন্তু মনে করেন যে ধনতন্ত্রের নানাবিধ কুফল বিবিধ বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থার দ্বারা সংযত করিবার চেষ্টা করিলেও উহার যথার্থ সার্থকতা নাই। একমাত্র জমি ও পুঁজির পরিপূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারাই—অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারাই, ধনতন্ত্রের কুফল দূরীভূত করা সম্ভব।

Q. 2. What is socialism ? Briefly discuss its aims and objectives (... ----, Describe the chief economic advantages of a socialistic economic system and discuss the economic problems faced by it.

Ans. সমাজতন্ত্রবাদ কাহাকে বলে এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ ও চিন্তানায়কদের মধ্যে অনেক মতের পার্থক্য আছে। তবে সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথা হইল যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজের সকল উৎপাদক-সঙ্গতি সমগ্র সমাজের হিতার্থে নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেশের মধ্যেকার মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণী দেশের সমগ্র উৎপাদক সঙ্গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই ব্যবস্থার রহিত করাই সমাজতন্ত্রবাদের মূল আদর্শ। মালিকশ্রেণী উৎপাদক সঙ্গতির মালিক বলিয়া শ্রমিকগণ নিজেদের সঙ্গতির দ্বারা নিজেরা উৎপাদন করিতে পারে না, তাহারা মালিকদিগের নিকটেই নিজেদের শ্রম বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু অকেজো কাঁচামালকে যে তৈয়ারী সামগ্রীতে রূপান্তরিত করিয়া মূল্যবান পণ্যে পরিণত করা হয়, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করা হয়, তাহার সমগ্র কৃতিত্ব মেহনতী শ্রমিক শ্রেণীর, ইহাই সমাজতন্ত্রবাদীদের মত। মালিকশ্রেণী নিছক পরান্নভোজী, শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদিত "উদ্বৃত্ত মূল্য" ইহারা গ্রাস করিয়া বিত্তবান হয়। দেশে অসংখ্য শ্রমিক, কিন্তু বিনিয়োগের ক্ষমতা একমাত্র পুঁজিপতিদের হাতেই থাকায়, দেশের কর্মসংস্থানের কতখানি অবকাশ থাকিবে তাহা পুঁজিপতিদের দ্বারা নির্ধারিত। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণী বাধ্য হইয়া অত্যল্প মজুরীতেই কার্য গ্রহণ করে। ইহাই পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ। শোষিত শ্রমিকশ্রেণী চির দরিদ্র থাকে। সমাজের ধনীশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ধনবণ্টনের বৈষম্য হয় প্রভূত। ইহার দরুণ সমাজে যতটা ধনসম্পদ উৎপাদন হইতে পারে ততটা হয় না, সাধারণ মানুষ যতটা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিত ততটা পারে না এবং পরিশ্রমী মানুষের সমাজে এবং রাজনীতিতে যে প্রতিষ্ঠা ন্যায্য প্রাপ্য তাহাও তাহারা পায় না।

সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য হইল পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করিয়া উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করণ প্রতিরোধ। ইহা নানা উপায়ে করা যাইতে পারে এবং সমাজতন্ত্রবাদীগণ যে নানারূপ পদ্ধতি প্রদান করিয়াছেন উহার

দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদও ভিন্ন ভিন্ন আকার গ্রহণ করিয়াছে। তবে বর্তমানকালে রাষ্ট্রকেই সমাজতন্ত্র রূপায়ণের দায়িত্ব দিবার নীতিই গৃহীত হইয়াছে। সমাজের সংগঠিত শক্তিরূপে রাষ্ট্র পুঁজিপতিদের নিকট হইতে জমি কল-কারখানা প্রভৃতি উৎপাদক সম্পত্তির মালিকানা নিজের হাতে গ্রহণ করিবে। সুতরাং উৎপাদনের স্বার্থে উৎপাদক সম্পত্তির প্রয়োগ একমাত্র রাষ্ট্রই করিবে। এক্ষেত্রে পুঁজিপতি শ্রেণী বলিয়া আর কিছুই থাকিবে না ; দেশের সকল শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য রাষ্ট্রের হাতেই থাকিবে এবং রাষ্ট্রের দ্বারাই পরিচালিত হইবে। রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত শিল্প বাণিজ্যে সকল লোককেই পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে।

সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টনব্যবস্থা যদি রাষ্ট্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় তাহা হইলে কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের মুনাফা প্রাপ্তির ভিত্তিতে উহারা পরিচালিত হইবে না। কোন্ সামগ্রী কি পরিমাণে উৎপাদন করিলে সর্বাপেক্ষা বেশী মুনাফা পাওয়া যাইবে এইরূপ ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হইবে না। কারণ, রাষ্ট্র মুনাফা-সন্ধানী সংস্থা নহে, ইহা জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান ; অন্ততঃ তাহাই হওয়া উচিত, জন-সাধারণের হাতে ক্ষমতা থাকিলে রাষ্ট্র তাহাই হইবে। রাষ্ট্র যদি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হয় তাহা হইলে যে সকল শিল্প, ব্যবসা ও কৃষি উৎপাদন দেশের সামগ্রিক প্রয়োজন মিটাইবে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা করিবে, দরিদ্র জন-সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবে, রাষ্ট্র অব্যবহিত লাভ-লোকসানের কথা বিবেচনা না করিয়া সেই সকল শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিবে এবং সম্প্রসারণ ঘটাইবে। যদি মুনাফা উপার্জিত হয়, সে মুনাফা কাহারও ব্যক্তিগত তহবিল-এ যাইবে না, উহা সর্বসাধারণের কল্যাণে, সমাজে যাহাতে সর্বাধিক কল্যাণ আসে, সেই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে।

শুধু তাহাই নহে, এই ব্যবস্থায় ধনবণ্টনের সমস্যার মীমাংসা হইবে ; ধনবণ্টনের সমস্যা হইল উহার অসম বণ্টন। কাহারও হাতে প্রচুর সম্পত্তি ও উপার্জন, কাহারও অল্প সম্পত্তি ও উপার্জন, কাহারও বা সম্পত্তিও নাই উপার্জনও নাই। ধনবণ্টনের এই বৈষম্য একদা মানুষ অদৃষ্টের দান বলিয়াই মনে করিত, এখনও অনগ্রসর দেশে কোটি কোটি নিরক্ষর মানুষ তাহাই মনে করে। কিন্তু ধনবণ্টনের বৈষম্য সমাজের আর্থিক কাঠামোর

মধ্যে নিহিত, ঐ কাঠামোর পরিবর্তনে ঐ বৈষম্য দূরীভূত করা যায়। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে উহা দূরীভূত করা প্রয়োজন; দেশে বৃহত্তর শ্রেণীর হাতে যথেষ্ট অর্থ না থাকিলে উহারা প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনিতে পারে না এবং তদনুপাতে শিল্প বাণিজ্যের প্রসারলাভ ঘটে না। সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ এবং উপকারিতা হইল ধনবণ্টনের বৈষম্য দূর করা; প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উপায়ে ধনীর নিষ্প্রয়োজনীয় অলস অর্থ দরিদ্রের প্রয়োজনীয় এবং সক্রিয় অর্থে পরিণত করা। ইহাতে দরিদ্র বাঁচে, দেশ বাঁচে, দেশের সমৃদ্ধি হয়।

সমাজতন্ত্রবাদের এই আদর্শে দেশের মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে। সত্যকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ একাধিক। প্রথমতঃ, শ্রমিকশ্রেণী কোনও ব্যক্তিগত মালিকের স্বার্থে, মালিকের মুনাফার অঙ্ক বাড়াইবার জন্য, পরিশ্রম করিতেছে না, তাহার উৎপাদনক্ষমতা দেশের কল্যাণে নিয়োজিত এই চেতনা তাহাদের মধ্যে আসে বা সহজেই সৃষ্টি করিয়া দেওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন পুঁজিপতি-মালিকদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতায় যে প্রভূত পরিমাণ অর্থের অপচয় হয় তাহা নিরোধ করা যায় এবং উৎপাদক সঙ্গতিরূপে উহাকে উৎপাদনের কার্যে নিয়োগ করা হয়। তৃতীয়তঃ, দাম কমিয়া গেলে লোকসান হইবে এই সম্ভাবনায় মালিকশ্রেণী কৃত্রিমভাবে উৎপাদন কমাইয়া রাখে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইহা ঘটিবে না। এমন কি প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের পরে উহা বেশী উৎপাদন হইয়া গিয়াছে দেখিয়া মালিকশ্রেণী অতিরিক্ত উৎপাদন নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে তবু দেশবাসীকে উহা ভোগ করিতে দেয় নাই, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সমাজতন্ত্রে এইরূপ ঘটা অসম্ভব। চতুর্থতঃ, সকল সমাজ-তান্ত্রিক দেশ মোট উৎপাদকসঙ্গতির পরিকল্পিত ব্যবহারের আয়োজন করে; সমাজের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজন হিসাব করিয়া কোন্ সামগ্রী কতখানি উৎপাদন করা প্রয়োজন তাহা স্থির করা হয় এবং উৎপাদক সঙ্গতিকে তদনুযায়ী বিভিন্ন উৎপাদনের কার্যে নিয়োগ করা হয়।

Economic problems faced under Socialism.

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার দ্বারা বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু একথা মনে করিলে ভুল হইবে যে সমাজতন্ত্র

কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না। সমাজতন্ত্রও নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করে; তাহার মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যা হইল নিম্নরূপ :

(১) ছোট বড় সকল প্রকার শিল্পের মালিক মালিকানার অহঙ্কারে এবং মালিকানার স্বার্থে কারবারের সাফল্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টিত থাকে। সাফল্যের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার কার্যে, বাহির হইতে তাহাদিগকে কোন উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাইবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি সব কিছুই রাষ্ট্রের মালিকানাধীন হয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া কিছু না থাকে, তাহা হইলে কারবারের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। সমগ্র জনসমাজের সমষ্টিগত স্বার্থে প্রত্যেকে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করুক, ইহা আদর্শ হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে এই আদর্শের আবেদন খুব ফলপ্রসূ হয় না। দেশের কোন ঘোর সঙ্কটে দেশপ্রেম জাগরূক করা সহজ, জাগরূক আপনিও হয়, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে নিয়মিত কার্যকলাপরূপে, অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে শুধু দেশপ্রেম বা সমষ্টি-স্বার্থের বাণী শুনাইয়া ত্বরান্বিত করা যায় না। সুতরাং সমাজতন্ত্রকে ব্যক্তিমালিকানার সহিত কিছুটা আপোষ করিতে হয় অথবা যাহাদের হিতার্থে সমাজতন্ত্র তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করিতে হয় অথবা দেশের সঙ্কট বা ঘোর দুর্দিন আবিষ্কার করিতে হয় ও জীয়াইয়া রাখিতে হয়।

(২) সমাজতন্ত্রে ধনবণ্টনের বৈষম্য দূরীভূত হয় কিন্তু পুঁজিগঠনের সমস্যা বাড়ে। পুঁজিপতিকে বাদ দেওয়া যায় কিন্তু পুঁজিকে বাদ দেওয়া যায় না। পুঁজি বা মূলধন না হইলে উৎপাদন হইতে পারেনা, ক্রমান্বয়ে পুঁজি বাড়াইতে না পারিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। কিন্তু দেশের মূলধন সঞ্চয় করে তাহারা, যাহাদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ধনীরা। দরিদ্রের হাতে অর্থাগম হইলে ব্যয় হয়; বর্তমানের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে কিন্তু ভবিষ্যতের পুঁজি বাড়ে না। ধনীর হাতে অর্থাগম হইলে সঞ্চয় হয়, ইহাতে পুঁজি-গঠন সম্ভব হয়। ধনবণ্টনের বৈষম্য থাকিলে সমাজে সঞ্চয় হয় বেশী। ঐ বৈষম্য কমিলে সমাজের সঞ্চয় ক্ষমতা কমে। সকল সমাজতান্ত্রিক দেশকে সেই কারণে, প্রথমদিকে অন্ততঃ, কঠিন পুঁজি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়।

Q. 3. Point out briefly the distinguishing features of the communist experiment in Soviet Russia. In what important respects does it deviate from Marxian Socialism.

Ans. ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক নামে পরিচিত চরমপন্থী সাম্যবাদীগণ সাফল্য লাভ করিবার পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বাস্তবক্ষেত্রে সাম্যবাদ প্রয়োগ শুরু হইল। ক্ষমতা গ্রহণের পরেই সাম্যবাদীগণ সেখানকার জমির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ শুরু করিয়া দেয়; কিন্তু কৃষকগণ তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল রাষ্ট্রকে প্রদান করিবে এই সর্তে তাহাদিগকে জমির দখল দেওয়া হইল। দুই বৎসরের মধ্যে সকল ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, পরিবহন ব্যবস্থা ও খনি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল। রাষ্ট্রায়ত্ত করণের এই নীতি কিন্তু বিনা বাধায় চলিতে পারে নাই। সরকার ভূমি সংক্রান্ত যে নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন তাহাতে কৃষকশ্রেণী নিরুৎসাহ হইতেছিল বলিয়া উৎপাদন হ্রাস পাইতেছিল। দেশের শিল্পোন্নতির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যথা যন্ত্রপাতি, রেল ইত্যাদি রুশ সরকার বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন। সাম্যবাদের বাস্তব পরীক্ষায় সেই কারণে সরকার কিছুটা আপোষমূলক পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; "নূতন অর্থনৈতিক নীতি" (New Economic policy) গ্রহণের দ্বারা কৃষকদিগকে উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয় করিবার অধিকার প্রদান করা হইল এবং ছোট খাটো ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মুনাফা গ্রহণেরও অধিকার প্রদান করা হইল। ১৯২৮ সাল হইতে রুশ সরকার গুরুতর পরিকল্পনার যুগ শুরু করিলেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের দ্বারা ব্যাপক শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হয়। কৃষকগণ এই যৌথ কৃষি ব্যবস্থার প্রবল বিরোধিতা করিয়াছিল।, অবশেষে আপোষমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল—মালিকানা হইবে ব্যক্তিগত কিন্তু চাষ হইবে যৌথ। ১৯৩৩ সালে একটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল—ইহার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র পরিধির যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ।

রাশিয়ায় সাম্যবাদী পরীক্ষায় জনগণের সকলের মধ্যেই উপার্জনের সমতা আসে নাই। "প্রত্যেকের নিকট হইতেই তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ আদায় করা হইবে এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনধারণের

সামগ্রী দেওয়া হইবে”—এই নীতি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় নাই। উপার্জনের পার্থক্য বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু উপার্জনের পার্থক্য ব্যক্তিগত গুণাবলী ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে, পৈতৃক সম্পত্তির দ্বারা অথবা খাজনা আদায় করিয়া বা সুদে টাকা খাটাইয়া ধনী হইবার সুযোগ কাহারও নাই।

Deviation from Marxian Socialism.

খাঁটি মার্ক্সবাদ-এর মধ্যে সমাজতন্ত্রের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, রাশিয়ার সাম্যবাদ তাহা হইতে কিছুটা স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করিয়াছে।

প্রথমতঃ, মার্ক্সীয় মতবাদ মনে করে যে রাষ্ট্রের অবসান ঘটাই চূড়ান্ত লক্ষ্য; শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টি হইলেই রাষ্ট্রের অবসান হইবে কারণ রাষ্ট্র হইল শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করিবার যন্ত্র। রাশিয়ায় কিন্তু রাষ্ট্রের অবসান ঘটিবার কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং রাষ্ট্র ক্রমশঃই অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, মার্ক্সীয় দর্শনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ একটি মৌলিক বিষয়। রাশিয়ায় নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকৃত।

তৃতীয়তঃ, মার্ক্সবাদ হইল আন্তর্জাতিক; শ্রমিকশ্রেণীকে রাষ্ট্রীয় সীমানার দ্বারা বিভক্ত করণের নীতি ইহা অস্বীকার করে। ইহা জাতীয়তা-বাদের বিরোধী। কিন্তু রাশিয়ায় জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণা অত্যন্ত শক্তিশালী।

মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা

[Money, Trade and Public Finance]

Economics : Paper II

অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, (অর্থনীতি ও ইতিহাস)

অধ্যাপক, স্কটিশচার্চ কলেজ, কলিকাতা ; ভূতপূর্ব অধ্যাপক,
হরগঙ্গা কলেজ (মুন্সীগঞ্জ) ; ভিক্টোরিয়া কলেজ
(কুচবিহার) ; ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন
(কলিকাতা) ; উইমেন্‌স্ কলেজ,
(কলিকাতা) এবং সিটি কলেজ,
বাণিজ্য বিভাগ ।

গ্রন্থকার : অর্থনৈতিক-তত্ত্ব, ভারতীয় অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভারতের সংবিধান, Introduction to International Relations, Constitution of India, উচ্চতর ভারত ইতিহাস, বিশ্বের ইতিহাস ইত্যাদি ।

ডি লাইট বুক কোঃ

বিক্রয় কেন্দ্র : ১৭৩/৩, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

কার্যালয় : ২৪, অরবিন্দ সরণি, কলিকাতা-৫

প্রকাশক ঃ
গোপাল চন্দ্র সাহা, এম্. কম্, এল্, এল্, বি,
ডি লাইট বুক কোঃ
১৭৩/৩, বিধান সরণি,
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
১৯৬৩

মুদ্রাকর ঃ
ডি. সরকার
নিউ বাসন্তী প্রেস
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুখবন্ধ

ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রি কোর্সে অর্থনীতির পাঠ্য-বিষয় দুইটি পৃথক্ পর্যায়ে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অর্থনীতির দ্বিতীয় পত্রে মুদ্রাগত অর্থনীতি, বাণিজ্য চক্র, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বৈদেশিক বিনিময়, রাষ্ট্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রে বিস্তারিত পাঠ্যসূচী সম্পর্কে ছাত্রছাত্রাদিগের সম্যক জ্ঞান লাভের উপর জোর দেওয়া হইতেছে। সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া দ্বিতীয় পত্রের পাঠ্যতালিকা অনুসারে এই গ্রন্থটি রচনা করিয়াছি। প্রশ্নোত্তরের আকারে ইহার বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হইলেও, বিষয়বস্তুর আলোচনায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি—প্রশ্নোত্তরগুলির মধ্যে মুদ্রাগত অর্থনীতির একটি সামগ্রিক রূপ ইহাতে ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানি ছাত্রছাত্রীদিগের প্রকৃত উপকারে আসিলে শ্রম সার্থক হইবে।

ডি লাইট বুক কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীগোপাল চন্দ্র সাহা এই পুস্তকখানি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

INDEX

মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা

মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায়

মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব ও দামস্তর

Quantity Theory of Money and Pricelevel

Q. 1. Explain the quantity theory of money and point out its inadequacies. (B.A. Deg. 1962)

Examine the relation between the quantity of money and the general pricelevel.

Ans. বিচ্ছিন্নভাবে কোনও একটি সামগ্রীর বা দুইচারিটি বিশেষ সামগ্রীর দাম উঠানামা করিলে এবং অপরাপর সকল বস্তুর দাম অপরিবর্তিত থাকিলে বুঝিতে হইবে যে ঐ সামগ্রীটির বা ঐ বিশেষ সামগ্রীগুলির নিজস্ব চাহিদা বা যোগানে কোনও তারতম্য ঘটিয়াছে। যে কারণে উহা বা উহাদের দামে তারতম্য ঘটিয়াছে সে কারণের সহিত অপরাপর বস্তুর কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু যদি কোন সময়ে দেখা যায় যে দেশের মধ্যেকার সকল বস্তুর দাম একই সঙ্গে বাড়িয়া গিয়াছে বা একই সঙ্গে কমিয়া গিয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঐ পরিবর্তনের কোনও অভিন্ন কারণ ঘটিয়াছে। অবশ্য বাড়িলে সব বস্তুর দাম যে একই ভাবে বাড়িবে অথবা কমিলে সব জিনিষের দাম যে একই ভাবে কমিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই ; বরং এরূপ না ঘটাই স্বাভাবিক। তবে বাড়িলে, কম-বেশী সকল বস্তুর দাম বাড়ে, কমিলে কম-বেশী সকল বস্তুর দাম কমে ; অর্থাৎ গড় দাম বা দামস্তর বাড়ে বা কমে। এইরূপ ঘটিলে বুঝিতে হইবে উহার কোন অভিন্ন কারণ আছে।

বহু অর্থনীতিবিদ দেশের মোট মুদ্রার পরিমাণকেই (quantity of money) এই অভিন্ন কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে, মুদ্রার চাহিদা সাধারণতঃ অপরিবর্তিত থাকে ; মুদ্রার যোগান অর্থাৎ মোট মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া গেলেই মুদ্রার দাম কমিয়া যায়, অর্থাৎ দামস্তর বাড়িয়া যায়। অপরপক্ষে মুদ্রার যোগান, অর্থাৎ মোট মুদ্রার পরিমাণ কমিয়া গেলেই, মুদ্রার দাম বাড়িয়া যায়—অর্থাৎ দামস্তর কমিয়া যায়।

মুদ্রার চাহিদা অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু মুদ্রার চাহিদা বলিতে কি বুঝায়? যদি দেশের মধ্যে সামগ্রী-বিনিময় বা বার্টার ব্যবস্থা থাকে (মুদ্রা সৃষ্টি হইবার পূর্বে যাহা সকল দেশেই ছিল),—কোনও মুদ্রার মাধ্যমে কোনও বস্তুরই বেচা কেনা না হয়,—তাহা হইলে দেশে মুদ্রার কোন প্রয়োজনই থাকে না। যদি সামগ্রী-বিনিময় না থাকে, মুদ্রার মাধ্যমেই সব কিছু কেনা-বেচা হয়, তবেই দেশে মুদ্রার প্রয়োজন হয় এবং মুদ্রার চাহিদা হয়। মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ যদি কম হয় তাহা হইলে মুদ্রার চাহিদা হইবে কম, এবং বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ যত বাড়িবে, মুদ্রার প্রয়োজন বা চাহিদা ততই বাড়িবে। বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ বলিতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণকে বুঝায় (volume of trade); বাণিজ্যের পরিমাণ যদি বাড়ে, অর্থাৎ দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে, তাহা হইলে মুদ্রার চাহিদা বাড়ে; বাণিজ্যের পরিমাণ কমিলে, মুদ্রার চাহিদা কমে।

বাণিজ্যের পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে দামস্তরের উঠানামা নির্ভর করে মুদ্রার যোগানের উপর। মুদ্রার যোগান বলিতে বুঝায়, দেশের মধ্যে বিহিত মুদ্রার (legal tender money) পরিমাণ। আমরা চলতি ভাষায় নগদ টাকা (cash or currency) বলিতে যাহা বুঝি তাহাই অর্থনীতির ভাষায় বিহিত মুদ্রা। এই বিহিত মুদ্রার মধ্যে প্রমাণ মুদ্রা (যথা আমাদের দেশে, rupee বা টাকা) এবং খুচরা মুদ্রা আছে, আবার ব্যাঙ্ক নোটও আছে। প্রমাণ মুদ্রা এবং খুচরা মুদ্রা সরকারের দ্বারা নির্মিত হইয়া বাজারে প্রচারিত হয় এবং ব্যাঙ্ক নোট সরকারের দ্বারা রচিত আইনের আওতার মধ্যে থাকিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রচার করে। যতমূল্যের প্রমাণ মুদ্রা, খুচরা মুদ্রা এবং ব্যাঙ্ক নোট দেশের মধ্যে ছাড়া হইয়াছে উহাকে মুদ্রার পরিমাণ বা মুদ্রার যোগান বলা যায়। ধরা যাক এইভাবে হিসাব করা মুদ্রার যোগান হইল ১০০ টাকা এবং মুদ্রার দ্বারা বিনিময়যোগ্য সামগ্রী, অর্থাৎ বাণিজ্যের পরিমাণ হইল ১০টি সামগ্রী, তাহা হইলে মুদ্রার পরিমাণকে বাণিজ্যের পরিমাণের দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল যাহা হইবে তাহাই হইল, গড়ে একটি সামগ্রীর দাম—অর্থাৎ দামস্তর (price level)। সুতরাং

$$\text{দামস্তর } (P) = \frac{\text{মুদ্রার পরিমাণ } (M)}{\text{বাণিজ্যের পরিমাণ } (T)}$$

এক্ষেত্রে বাণিজ্যের পরিমাণ যদি একই থাকে, মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে, ধরা যাক ১০০ টাকা হইতে ২০০ টাকা হইল, তাহা হইলে ঠিক ঐ অনুপাতে দামস্তর বাড়িয়া যাইবে—অর্থাৎ ১০ টাকা হইতে বাড়িয়া ২০ টাকা হইবে। বিপরীতক্ষেত্রে, বাণিজ্যের পরিমাণ যদি একই থাকে, মুদ্রার পরিমাণ কমে, ধরা যাক ১০০ টাকা হইতে ৫০ টাকা হইল, তাহা হইলে ঠিক ঐ অনুপাতে দামস্তর কমিয়া যাইবে—অর্থাৎ ১০ টাকা হইতে ৫ টাকা হইবে।

তবে দামস্তরের উপর মুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রতার গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল আছে। মুদ্রার আসল কাজ হইল বিনিময়ের বাহনরূপে (medium of exchange) ক্রিয়া করা। গড়ে একটি মুদ্রা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতবার হাত বদল করিতেছে—অর্থাৎ বিনিময়ের বাহনরূপে কাজ করিতেছে তাহাকেই বলা হয় প্রচলন ক্ষিপ্রতা (velocity of circulation)। একটি মুদ্রার যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একবার হাতবদল করা, অর্থাৎ বিনিময়কার্য্য সম্পন্ন করা স্বাভাবিক হয় তাহা হইলে, কোনও মুদ্রা যদি ২ বার হাত বদল করে, তাহা হইলে উহা ২টি মুদ্রার কাজ করিল, কোনও মুদ্রা যদি ৩ বার হাত বদল করে, তাহা হইলে তিনটি মুদ্রার কার্য্য করিল। সকল মুদ্রার হাত-বদল, বা বিনিময়কার্য্য দেখিয়া যদি বুঝা যায় গড়ে একটি মুদ্রা ৪ বার হাত বদল করিয়াছে তাহা হইলে প্রচলনক্ষিপ্রতা হইবে চার এবং গুণতিতে মুদ্রার পরিমাণ ১০০ টাকা হইলেও কাজের দিক হইতে মুদ্রার পরিমাণ ৪০০ টাকা (১০০ × ৪) আছে বলিয়া ধরা হইবে। সুতরাং

$$\text{দামস্তর (P)} = \frac{\text{মুদ্রার পরিমাণ (M)} \times \text{প্রচলনক্ষিপ্রতা (V)}}{\text{বাণিজ্যের পরিমাণ (T)}}$$

কিন্তু আধুনিক যুগ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার যুগ। সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উভয়ে মিলিয়া যে বিহিত মুদ্রা (legal tender) বাজারে ছাড়ে, আধুনিক যুগে ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উহার দ্বারাই বেচাকেনা চলে না। আমরা চেক-এর দ্বারা যে ব্যাঙ্কের আমানত হস্তান্তর করি উহার দ্বারাই সামগ্রীর বেচাকেনা বহু পরিমাণে হইয়া থাকে। ব্যাঙ্কের আমানত যদি বাড়িয়া যায় তাহা হইলে লোকের হাতে অর্থাগম হয় বেশী এবং লোকে বেশী করিয়া ব্যয় করিতে পারে অর্থাৎ সামগ্রী কিনিতে পারে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য হইল যে লোকে নগদ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিলে তবেই যে ব্যাঙ্কের আমানত হয় তাহাই নহে, ব্যাঙ্ক সামান্য কিছু নগদ টাকা রিজার্ভ রাখিয়া

উহার বহুগুণ বেশী আমানত সৃষ্টি করিয়া দেয়; লোককে ধার দেবার সময়ে ব্যাঙ্ক এইরূপ নূতন আমানত সৃষ্টি করে। ১০ টাকা নগদ রিজার্ভ রাখিলে হয়তো ১০০ টাকার মত আমানত সৃষ্টি করিয়া দিল। ব্যাঙ্কের দ্বারা সৃষ্ট এই বাড়তি আমানত টাকার ন্যায় কাজ করে; ইহাকে ব্যাঙ্কমুদ্রা বলা হয়। বিহিত মুদ্রার ন্যায়, ব্যাঙ্কমুদ্রা বাড়িলেও মোট মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে। আবার বিহিত মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতার যেরূপ ফলাফল আছে, ব্যাঙ্কমুদ্রারও সেই প্রচলনক্ষিপ্রতার প্রতিক্রিয়া আছে। অতএব বিহিতমুদ্রা × প্রচলন ক্ষিপ্রতার সহিত ব্যাঙ্কমুদ্রা × প্রচলনক্ষিপ্রতা যোগ করিলে যাহা যোগফল হইবে তাহা হইবে মোট মুদ্রার পরিমাণ। এই মোট মুদ্রার পরিমাণকে, বাণিজ্যের পরিমাণের দ্বারা—বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণের দ্বারা—ভাগ করিলে দামস্তর পাওয়া যাইবে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ফিশার এই বিষয়টি নিম্নরূপ সমীকরণের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন :

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

এই সমীকরণটিতে

P = Pricelevel (দামস্তর)

M = Money (বিহিতমুদ্রার পরিমাণ)

V = Velocity of money (বিহিত মুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রতা)

M′ = Bank money (ব্যাঙ্ক কর্তৃক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ)

V′ = Velocity of Bank Money (ব্যাঙ্কমুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রতা)

T = Volume of Trade (বাণিজ্যের পরিমাণ)

এক্ষেত্রে M অর্থাৎ বিহিত মুদ্রার পরিমাণ হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যাঙ্কমুদ্রার একটি নির্দিষ্ট অনুপাত বিহিত মুদ্রার আকারে নগদ রিজার্ভ রাখিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং M বাড়িলে M′ বাড়ে এবং M কমিলে M′ কমে। মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব ইহাই বলিতে চাহে যে T, V এবং V′ যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে M, অর্থাৎ মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর বাড়ে এবং মুদ্রার পরিমাণ কমিলে দামস্তর কমে। শুধু তাহাই নহে, মুদ্রার পরিমাণ যে অনুপাতে পরিবর্তন হয়, দামস্তরও সেই অনুপাতেই পরিবর্তন হয়।

Q. 2. Discuss the theoretical and practical objections to the quantity theory of money.

Ans. দাম-এর হ্রাস বৃদ্ধির কারণরূপে মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব বহু বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে :

প্রথমতঃ, সমালোচকগণ বলেন যে এই তত্ত্ব পরিবর্তনশীল বিষয়গুলি বিবেচনা করে না—মুদ্রার পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় যেন কিছুই পরিবর্তন হইতেছে না। এইরূপই যেন এই তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হয়। উৎপাদনের পরিবর্তন অথবা সামগ্রীর চাহিদার পরিবর্তন, এসব কিছুই ইহা বিবেচনা করে না; শুধু একটি গাণিতিক হিসাব করিয়া ইহা দেখাইয়া দেয় মুদ্রা বৃদ্ধির দ্বারা দামস্তর বৃদ্ধি পায়। গণিতের দিক দিয়া ইহা সত্য হইলেও ইহার কোন সার্থকতা নাই।

দ্বিতীয়তঃ, এই তত্ত্ব মুদ্রা বৃদ্ধির সহিত দামস্তর বৃদ্ধির কি কার্য্যকারণ সম্পর্ক আছে তাহা মোটেই ব্যখ্যা করিতে পারে না। মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে কেন দামস্তর বাড়ে এবং কিভাবে উহা বাড়ে সেই কারণ এবং সেই পদ্ধতির কিছুই এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না। মুদ্রাবৃদ্ধি করিলে দামস্তর বৃদ্ধি কি কারণে ঘটে তাহার যথাযথ ব্যাখ্যা না পাইলে এই তত্ত্বের কোন ব্যবহারিক গুরুত্ব নাই।

তৃতীয়তঃ, এই তত্ত্বে অনেকগুলি বিষয়কে অপরিবর্তনশীল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে—বাণিজ্যের পরিমাণ, মুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রতা, ব্যাঙ্কমুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা। এইগুলি পূর্ববৎই থাকিলে, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধিতে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে—এ কথাই মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব বলে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি অপরিবর্তনশীল বলিয়া ধরা উচিত নহে। এগুলি পরিবর্তনশীল তো বটেই বরং মুদ্রার পরিবর্তন হইলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহাতে এই বিষয়গুলিও পরিবর্তন হইতে থাকে। যথা মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে অথচ বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না বা মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা বাড়িবে না এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; বরং মুদ্রার পরিমাণে পরিবর্তন হইলে এই বিষয়গুলিতেও পরিবর্তন ঘটে। তখন দামস্তরের উপর মুদ্রার হ্রাস-বৃদ্ধি কতখানি ফলাফল ঘটাইল এবং অন্যান্য বিষয়গুলির হ্রাস-বৃদ্ধি কতখানি ফলাফল ঘটাইল তাহার সঠিক বিচার করা আর সম্ভব হইয়া উঠে না।

চতুর্থতঃ, এই তত্ত্ব পূর্ণ-নিয়োগের (full employment) অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রমিক সমেত সকল প্রকার উৎপাদক সঙ্গতির পূর্ণ নিয়োগ ঘটিলে, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি আর উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে না—তখন মুদ্রার বৃদ্ধি ঘটিলেই সীমাবদ্ধ সামগ্রীর উপরে ক্রমবর্ধমান মুদ্রা ব্যয়িত হইতে থাকিবে এবং মুদ্রা বৃদ্ধির অনুপাতে দামবৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে। কিন্তু পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থা যতদিন না আসে ততদিন মুদ্রার বৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক জীবনে কর্মচাঞ্চল্য বাড়িয়া ধনসম্পদ উৎপাদন বাড়িবে এবং মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা পূরিত হইবে, দামস্তর বৃদ্ধিতে উহার প্রতিক্রিয়া ঘটিবে না। অন্ততঃ আনুপাতিকভাবে নহে।

পঞ্চমতঃ, এই তত্ত্বে যেন মনে হয় যে দামস্তর বৃদ্ধির একমাত্র কারণ মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি। ইহা ঠিক নহে। বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ volume of trade, কমিয়া গেলেও দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে।

ষষ্ঠতঃ, মন্দার সময়ে যখন চতুর্দিকে নৈরাশ্য পরিব্যাপ্ত হয়, উৎপাদনকারীগণ উৎপাদন করিতে সাহস করে না এবং বেপারীগণ মাল মজুদ করিতে সাহস করে না, তখন মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলেই দামস্তর বাড়িতে পারে না। আসল বিষয় হইল লোকের আয় বৃদ্ধি এবং 'ফলপ্রদ চাহিদা' (effective demand) বৃদ্ধি—অর্থাৎ জনগণের পক্ষ হইতে বেশী করিয়া জিনিষপত্র কিনিবার প্রস্তুতি। মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব এই সকল বিষয়ের উপর কোনরূপ আলোকসম্পাত করে না।

Q. 3. Discuss in what sense are the formulae $P=\frac{M}{K}$ and $P=\frac{MV}{T}$ are interchangeable with each other.

Ans. মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব মুদ্রার মূল্য বিচার করে মুদ্রার যোগানের দিক হইতে। বাস্তবক্ষেত্রে মুদ্রার চাহিদার দিক হইতেও মুদ্রার মূল্য বিচার করা চলে। কেম্ব্রীজ অর্থনীতিবিদদিগের দ্বারা প্রদত্ত একটি সমীকরণ—ইহাকেই কেম্বীজ সমীকরণ (Cambridge equation) বলা হয়—মুদ্রার চাহিদার উপর আলোকসম্পাত করে।

জনসাধারণ তাহাদের বাৎসরিক উপার্জনের একটি নির্দিষ্ট অংশ হাতে রাখিয়া দেয়। নিজেদের ঘরে নগদের আকারেই হউক, বা ব্যাঙ্কের নিকট আমানতের আকারেই হউক। ধরা যাউক তাহারা বাৎসরিক উৎপাদনের

যে নির্দিষ্ট অংশ ক্রয়ক্ষমতার আকারে ধরিয়া রাখিতে চাহে উহার নাম হইল K ; তাহা হইলে K হইবে সামগ্রী সমষ্টি—বিবিধপ্রকার সামগ্রীর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ।

P যদি সামগ্রীর গড় দাম হয়, তাহা হইলে PK হইবে K সামগ্রীর দাম অর্থাৎ মুদ্রার চাহিদা। যেহেতু মুদ্রার চাহিদা ও মুদ্রার যোগান সমান হইবে সেহেতু

$$PK = M$$

$$\text{অর্থাৎ } P = \frac{M}{K}$$

অর্থাৎ মুদ্রার যোগানকে মুদ্রার চাহিদার দ্বারা ভাগ করিলে যাহা ভাগফল হইবে তাহাই হইবে দামস্তর। কেম্ব্রীজ সমীকরণে বলা হয় যে মুদ্রার পরিমাণ যদি বাড়ে কিন্তু লোকে যদি পূর্বেকার সমানই যথার্থ ক্রয়-ক্ষমতা (real purchasing power) ধরিয়া রাখিতে চাহে, অর্থাৎ K যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে দামস্তর বাড়িবে। কিন্তু এই বর্ধিত দামস্তর ঐ একই পরিমাণ K সামগ্রী সমষ্টি কিনিতে বেশী খরচ পড়িবে। সুতরাং লোকে বাধ্য হইয়াই বেশী পরিমাণ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিবে ; মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া দামস্তর বাড়িবে, দামস্তর বাড়িবার দরুণ মুদ্রার চাহিদা বাড়িবে।

এক্ষণে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কেম্ব্রীজ সমীকরণের K হইল ধরিয়া রাখা মুদ্রা এবং ফিশার সমীকরণের V হইল ছাড়িয়া দেওয়া মুদ্রা। ছাড়িয়া দেওয়া এবং ধরিয়া রাখা পরস্পরের বিপরীত। যে টাকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল তাহা ধরিয়া রাখা হইল না এবং যে টাকা ধরিয়া রাখা হইল তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল না। সুতরাং K হইল V-এর বিপরীত। সুতরাং কেম্ব্রীজ সমীকরণের K এবং ফিশার সমীকরণের $\frac{T}{V}$ একই বস্তুকে বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করিতেছে। ধরা যাক, লোকে গড়ে এক মাসের উপার্জনকে মুদ্রার আকারে ধরিয়া রাখিতে চাহে। সেক্ষেত্রে T এবং V-কে পরিমাপ করিলে দেখা যাইবে যে T হইল জাতীয় উৎপাদন (National Output)-এর সমান এবং V হইল ১২। V ১২ হইবে কারণ আমাদের উপার্জন ব্যয়

করিবার সময়ে আমরা প্রতিটি টাকা গড়ে ১২ বার খরচা করিব। কিন্তু K হইল জাতীয় উৎপাদনের $\frac{1}{12}$ অংশ।

$$K=\frac{T}{V}$$

অতএব বাণিজ্যের পরিমাণ অর্থাৎ T যতদিন অপরিবর্তিত থাকিবে, K এবং V উভয়কেই একই শক্তি চালিত করিবে। টাকার চাহিদা হইল টাকার প্রচলন ক্ষিপ্রতার অনুপাত। সুতরাং

$$P=\frac{M}{K} \text{ এবং}$$

$$P=\frac{MV}{T} \text{ একই বস্তু।}$$

Q. 4. Explain what is meant by demand for money ?

Or

Distinguish between the different motives for holding money. Which of these motives does give rise to the phenomenon of "hoarding" money ? (B. A. 1960)

Ans. কীন্‌স্ প্রমুখ কেম্ব্রীজ অর্থনীতিবিদগণ মুদ্রার যে একটি নিজস্ব চাহিদা আছে, ইহার প্রতিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যদিও আমরা সরাসরি টাকা খাইতে পরিতে পারি না, তথাপি নানা কারণে আমরা সকলেই কিছু টাকা হাতের কাছে রাখিয়া দিতে ইচ্ছুক হই। সমাজে সকল ব্যক্তি যৌথভাবে যতটাকা নিজেদের হাতে রাখিয়া দেয়, তাহাই হইল, দেশের মধ্যে মোট টাকার চাহিদা। কিন্তু যে বস্তু সরাসরি ভোগ করিবার কোন উপায় নাই, যে বস্তু লোকে কেন কাছে রাখিয়া দিতে চাহে তাহার কতিপয় সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। এই কারণগুলিকে নগদ রাখিবার অভিপ্রায় রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রথমত :, লোকে আয় ব্যয়ের ফাঁক পূরণের জন্য হাতে নগদ মুদ্রা রাখিবার পক্ষপাতী হয়। আমাদের আয়ের সময় এবং ব্যয়ের সময় যদি ঠিক মিলিয়া যাইত তাহা হইলে হাতের কাছে কম নগদ টাকা রাখিয়াই জীবন যাত্রা নির্বাহ করা যাইত। কিন্তু আসলে অধিকাংশ লোকের উপার্জন ঘটে একটি নির্দিষ্ট কাল অন্তর—সপ্তাহ, বা মাস বা বৎসর। মাসের প্রথমে যদি কোনও ব্যক্তি বেতন পায় তাহা হইলে তাহাকে সারামাসের খরচা

চালাইবার মতন কিছু টাকা সর্বদাই হাতে রাখিয়া দিতে হইবে। বেতন মাসের প্রথমে পাইলেও, খরচা প্রাত্যহিক, প্রতিদিনের খরচা যাহাতে চালানো যায় এবং পাওনাদার সৃষ্টি হইলেই যাহাতে তাহার পাওনা মিটানো যায়, সেই উদ্দেশ্যে লোকে নগদ টাকা রাখিয়া দেয়। আয় ও ব্যয়ের ফাঁক যত বেশী হইবে, লোকের পক্ষে ততই বেশী নগদ টাকা হাতে রাখিয়া দিবার প্রয়োজন হইবে। তবে এই ফাঁক এত বেশী যেন না হয় যাহাতে হাতের টাকা ইতিমধ্যে সুদে খাটাইয়া লওয়া যায়। যদি আমি আজ উপার্জনের অর্থ পাই এবং বুঝি যে একবৎসরের মধ্যে আমার কোন খরচ নাই, একবৎসর পরে আমার ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে ইতিমধ্যে আমি ঐ টাকাটি সুদে খাটাইয়া কিছু উপার্জন করিয়া লইতে পারি। সেক্ষেত্রে আর আমি নগদ মুদ্রা ধরিয়া রাখিলাম না, আমার নগদ মুদ্রার চাহিদা তিরোহিত হইবে। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু এইরূপ ঘটে না। আমরা সাধারণতঃ আয় করি একটি সময়ের বিন্দুতে, কিন্তু ব্যয় করি সময়ের ব্যাপ্তিতে। জীবন-যাত্রা নির্বাহের ক্ষেত্রে, এই আয়-ব্যয়ের ফাঁক পূরণার্থে নগদ মুদ্রার যে চাহিদা করা হয় উহার অভিপ্রায়কে বলা হয় "উপার্জন অভিপ্রায়" (income motive)।

কিন্তু সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ন্যায়, ব্যবসার ক্ষেত্রেও আয় ও ব্যয় ঠিক একই সময়ে ঘটে না। ব্যবসায়ীদের এক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পাওনা মিটাইবার প্রয়োজন হয় এবং উহার জন্য প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া হাতে নগদ জমাইয়া তুলিতে হয় যাহাতে যথাসময়ে পাওনাদারের পাওনা মিটানো যাইতে পারে। আবার কোন কোন ব্যবসার ক্ষেত্রে, উপার্জন ঘটে বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে, বৎসরে একবার, কি দুইবার, কি পাঁচবার, কিন্তু ব্যবসায়ীকে হয়তো খরচ করিতে হয় প্রতি মাসেই, বা প্রতি সপ্তাহেই, এমন কি প্রতিদিনই। এরূপ ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ী যাহাতে তাহার নিয়মিত খরচা চালাইয়া যাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাহাকে সর্বদাই তাহার হাতের কাছে নগদ টাকা জমাইয়া রাখিতে হয়। ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের এই আয় ও ব্যয়-এর ফাঁক পূরণের জন্য যে নগদ টাকা হাতে রাখার অভিপ্রায় থাকে, তাহাকে বলা হয় "কারবার অভিপ্রায়" (Business motive)। উপার্জন অভিপ্রায় এবং কারবার অভিপ্রায়—এই দুইটিকে মিলিত ভাবে লেনদেন অভিপ্রায় (Transactions motive) বলা হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ, ভবিষ্যতে দামস্তর কমিতে পারে এই প্রত্যাশায় লোকে নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে চাহে। এই ধরণের অভিপ্রায়কে ফাটকা অভিপ্রায় (speculative motive) বলা হয়। লোকে যদি মনে করে যে দামস্তর বর্তমানে যাহা আছে ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষা কমিয়া যাইতে পারে তাহা হইলে তাহারা হাতের টাকা বর্তমানেই জিনিষ পত্র না কিনিয়া ভবিষ্যতে কিনিবার জন্য রাখিয়া দিবে। অবশ্য সকলেই যদি এইরূপ প্রত্যাশা করে এবং ভবিষ্যতে দাম হ্রাসের আশায় বর্তমানে টাকা চাপিয়া রাখে, তাহা হইলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের ব্যবধান শীঘ্রই তিরোহিত হইবে—অর্থাৎ অতিশীঘ্রই দামস্তর কমিয়া যাইবে। তখন যদি আর দাম হ্রাসের কোনও প্রত্যাশা না থাকে, তাহা হইলে যে অভিপ্রায়ে টাকা ধরিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা বিলুপ্ত হইবে। তবে কেহ কেহ যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম আরও কমিবে এবং কেহ কেহ যদি মনে করে যাহা কমিয়াছে তাহা অপেক্ষা আর কমিবে না—জনগণের মধ্যে যদি এইরূপ মতবিরোধ থাকে তাহা হইলে মুদ্রা ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা বলবৎ থাকিবে, কারণ একশ্রেণী মুদ্রা ধরিয়া রাখিবার জন্য অনিচ্ছুক হইলেও আর একশ্রেণী উহা ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হইবে। ইহা ছাড়াও, একশ্রেণীর লোক আছে যাহারা সম্পত্তির বেচাকেনা হইতে ফাল্‌তো লাভের আশায় হাতে কিছু টাকা সবসময়ে রাখিয়া দেয়। ইহা ফাট্‌কা অভিপ্রায়।

তৃতীয়ত ঃ, *মানুষের সাংসারিক জীবনে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও* অনিশ্চয়তার অংশ অনেকখানি। কখন কি বিপদ আপদ আসে এবং অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আবার কখন্ যে প্রত্যাশিত আয় ঠিক পাওয়া গেল না তাহারও কোনও স্থিরতা নাই, যাহা নিশ্চিত পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল তাহা অনেক সময়েই পাওয়া যায় না, হয়তো দেনাদার ঠিক সময়ে পাওনাদারের পাওনা আদায় দিতে পারিল না। এই প্রকার নানা অনিশ্চয়তা থাকিবার দরুন আমরা সর্বদাই হাতে কিছু টাকা রাখিয়া ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইতে চাহি।

হাতে নগদ ধরিয়া রাখিবার এই তিনটি মোটামুটি কারণের মধ্যে *প্রথমোক্ত কারণটির দ্বারা,* অর্থাৎ লেনদেন অভিপ্রায়-এর দ্বারা মুদ্রা মজুদ করা (hoarding) হয় না ; ঐ অভিপ্রায়ে যে মুদ্রা রাখিয়া দেওয়া হয়

তাহা নিয়মিতভাবে ধীরে ধীরে ব্যয় হইতে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অভিপ্রায়ের দরুণ যে মুদ্রা ধরিয়া রাখা হয় উহার দ্বারা মুদ্রা hoard করা বা মজুদ করা হয়। প্রথম অভিপ্রায়ে ধরিয়া রাখা মুদ্রা অল্পে অল্পে ঠিক নিয়মিতভাবে "বিনিময়-এর মাধ্যম" (medium of exchange) রূপে ক্রিয়া করিতে থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অভিপ্রায়ে যে মুদ্রা ধরিয়া রাখা হয়, তাহা "মূল্যের সঞ্চয়" (store of value) রূপে কার্য্য করে। এই পরিমাণ অর্থ সাময়িকভাবে অলস থাকে।

Q. 5. "The demand for money as measured in the quantity theory way is not the same as the demand for money measured in the liquidity preference way. There are, however, links between the two." Discuss the statement.

Ans. মুদ্রার চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাপ দুইভাবে করিতে পারা যায়। একটি হইল পরিমাণতত্ত্ব অনুসারে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রশ্ন তুলা যায় লোকে পূর্বাপেক্ষা বেশী যথার্থ ক্রয়ক্ষমতা—অর্থাৎ কেম্ব্রিজ সমীকরণের K-ধরিয়া রাখিতেছে কিনা। যদি লোকে যথার্থ ক্রয়ক্ষমতা বেশী করিয়া ধরিয়া রাখিতেছে দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে দামস্তর কমিয়া গিয়াছে। যদি টাকার যোগান অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে একমাত্র দামস্তরের পতনের দ্বারাই, যথার্থ ক্রয়ক্ষমতার ধরিয়া রাখা বাড়িতে পারে ; অন্যথায় লোকে বেশী করিয়া ক্রয়ক্ষমতা ধরিয়া রাখিতে চাইলেই যে বেশী করিয়া টাকার যোগান হইবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই ; বরং এরূপ কোন সম্ভবনা নাই। সুতরাং লোকে বেশী করিয়া ক্রয়ক্ষমতা হাতে জমাইয়াছে—ইহার অর্থ হইল জিনিসপত্রের দাম কমিয়া গিয়াছে। $M=PK$—এই সমীকরণ হইতেই বুঝা যায় ; আমরা বাৎসরিক উৎপাদনের যে অংশ ধরিয়া রাখিতে চাই উহার সহিত উহাদের গড়দাম গুণ করিলে তাহাই মোট মুদ্রার পরিমাণ। সুতরাং মোট মুদ্রার পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে K বাড়িতে পারে একমাত্র P-এর পতনের দ্বারা।

দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রার চাহিদার পরিমাপ করা যায় নগদ আসক্তির (liquidity preference) দ্বারা। লোকে আয় ব্যয় এর ফাঁক মিটাইবার অভিপ্রায়ে, অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইবার জন্য সাবধানতা অবলম্বনের অভিপ্রায়ে, এবং ফাটকা কারবারে প্রবৃত্ত হইবার অভিপ্রায়ে কিছু টাকা সর্বদাই তরল আকারে,

অর্থাৎ নগদ, ধরিয়া রাখিতে চাহে। কত টাকা লোকে তরল আকারে ধরিয়া রাখিতে চাহে তাহার দ্বারাও মুদ্রার চাহিদা পরিমাপ করা যায়। যদি লোকে বেশী টাকা নিজেদের কাছে নগদ-এর আকারে ধরিয়া রাখিতে চাহে তাহার অর্থ হইবে লোকে বেশী করিয়া মুদ্রার চাহিদা করিতেছে। অপরপক্ষে লোকে যদি কম করিয়া নগদ টাকা নিজেদের আয়ত্তে রাখিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, উহার অর্থ হইবে সে দেশে মুদ্রার চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে। লোকে কত টাকা নিজেদের কাছে তরল আকারে রাখিবে নির্ভর করে সুদের হারের উপর। নগদ টাকা নিজের হাতে রাখিয়া দিবার অর্থই হইল ঐ টাকা সুদে খাটাইয়া যে আয় করা যাইত তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করা। সুদের হার যদি খুব কম হয় তাহা হইলে নগদ রাখিয়া নিজেকে বঞ্চিত করা হইবে খুবই কম, সেক্ষেত্রে নগদ পছন্দ বেশী হইবে। কিন্তু সুদের হার যদি বেশী হয় তাহা হইলে সুদে টাকা খাটাইয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করা সম্ভব, সেক্ষেত্রে নিজের কাছে নগদ টাকা আলস রাখিয়া দেওয়া লোকসান। নগদ পছন্দ তখন কমিয়া যাইবে, লোকে নগদ টাকা ধরিয়া না রাখিয়া সুদে খাটাইতে থাকিবে।

এই আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব অনুযায়ী টাকার চাহিদার যে পরিমাপ করা হয় এবং নগদ পছন্দের ভিত্তিতে টাকার চাহিদার যে পরিমাপ করা হয় ঐ দুইটি একই বস্তু নহে; ঐ দুইভাবে পরিমাপ করা চাহিদা একই পরিমাণ দেখাইবে না। তবে ঐ দুইপ্রকার চাহিদার মধ্যে সংযোগ আছে। পরিমাণতত্ত্বের দিক হইতে মুদ্রার চাহিদার যে পরিমাপ করা হয়, উহা নগদ পছন্দের মধ্যে ধরা আছে, উহা মুদ্রা ধরিয়া রাখিবার কারবার অভিপ্রায় বলিয়া (transactions motive) বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাই। আবার যদি নগদ পছন্দ বাড়িয়া যায় এবং সেই কারণে সুদের হার বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে ব্যবসা বাণিজ্য বাধা পাইবে, জিনিসের দাম পড়িতে থাকিবে, এবং K অর্থাৎ ধরিয়া রাখা প্রকৃত ক্রয় ক্ষমতা বাড়িবে। এক্ষেত্রে মুদ্রার দুপ্রকার চাহিদারই একই দিকে গতি দেখা যাইবে।

Q. 6. Explain carefully the different reasons for which the general level of commodity prices my rise.

Ans. মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্বে, দামস্তরে পরিবর্ত্তনের জন্য একমাত্র মুদ্রার পরিমাণকেই দায়ী করা হয়; মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর বাড়ে এবং

মুদ্রার পরিমাণ কমিলে দামস্তর কমে, ইহাই পরিমাণতত্ত্বের মূল বক্তব্য। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু মুদ্রার পরিমাণে পরিবর্ত্তন দামস্তর পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ নহে; অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে মুদ্রার পরিমাণের পরিবর্ত্তনকে দামস্তরের পরিবর্ত্তনের কোনরূপ কারণরূপেই বর্ণনা করা উচিত নহে। মূল যে সকল কারণে দামস্তর পরিবর্ত্তিত হয় সেগুলি মুদ্রার পরিমাণ-এর পরিবর্ত্তন হইতে উদ্ভূত নহে, বা মুদ্রার পরিমাণের উপর নির্ভরশীল নহে। আসলে যে সকল বিষয়ের দরুণ, সাধারণ দ্রব্যমূল বৃদ্ধি পায় সেগুলিকে নিম্নরূপে বর্ণনা করা চলে।

(১) উৎপাদনের পরিবর্ত্তন

উৎপাদনের পরিবর্ত্তনের দরুণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। কখনও কখনও উৎপাদন হ্রাস পাইলে, দ্রব্যমূল্য বাড়ে; আবার কখনও কখনও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও দ্রব্যমূল্য বাড়ে। নানাকারণেই সাধারণ উৎপাদনের স্তর হ্রাস পাইতে পারে। এই সকল কারণের মধ্যে হইল অর্থাভাব এবং কাঁচামালের অভাব। সাধারণ অর্থাভাব ঘটিতে পারে ব্যাঙ্কের টানে। ব্যাঙ্ক যদি টাকার বাজারে টান দেয়, সুদের হার বাড়ায় এবং খোলাবাজারে সরকারী সিকিউরিটি বিক্রয় করে, তাহা হইলে সাধারণ ভাবে অর্থাভাব ঘটিয়া (বিহিত মুদ্রা—legal tender money—সমান থাকিলেও এই অর্থাভাব ঘটিতে পারে)। উৎপাদনের পরিমাণ একই সঙ্গে নানা শিল্পেই কমিয়া যাইতে পারে। কখনও কখনও গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালেও টান পড়িতে পারে; বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ বিশেষ শিল্পের কাঁচামালে নানা কারণেই টান পড়িতে পারে। কিন্তু সমগ্রভাবে বা সাধারণভাবে দেশের অধিকাংশ শিল্পে বা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে কাঁচামালের অভাব ঘটিতে পারে দুইটি কারণে: প্রথমতঃ, কৃষিকার্য্যে কোনও কারণে বিপর্য্যয় ঘটিলে, কারণ কৃষিকার্য্য হইতে বহুবিধ শিল্পের কাঁচামাল যোগান দেওয়া হয়; দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ বিদ্রোহের দরুণ বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হইয়া গেলে। এইরূপ কোন সাধারণ কারণে,—অর্থাৎ যে কারণ দেশের প্রায় সকল শিল্পে, অন্ততঃ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শিল্পে অভিন্ন ভাবে ক্রিয়া করে,—উৎপাদনের স্তর কমিয়া গেলে সাধারণভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবে

(২) উৎপাদন খরচার পরিবর্ত্তন

আবার সাধারণভাবে উৎপাদনের স্তর বাড়িয়া গেলেও, দেশের দামস্তর বাড়িয়া যাইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস-এর নিয়ম ক্রিয়া করে এবং উৎপাদনের খরচা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, তখন জিনিষপত্রের দামও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। বিশেষ করিয়া যদি ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপে বেশী খাদ্যশস্য এবং শিল্পের কাঁচামাল ফলাইবার জন্য পুরাতন দেশে বহুবার চাষ করা একই জমিতে আত্যন্তিক চাষ করা হয় তাহা হইলে উৎপাদন খরচা দ্রুত বাড়িতে থাকিবে। খাদ্যবস্তু এবং কাঁচামালের দাম বাড়িলে দাম বৃদ্ধির প্রবণতা শুধু কৃষি সামগ্রার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, উহা শিল্প সামগ্রীর ক্ষেত্রেও ছড়াইয়া পড়িবে। কৃষির উপর চাপ পড়িবার যে দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হইল, উহা ছাড়াও নানাবিধ কারণে সাধারণভাবে উৎপাদন খরচার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। শিল্পের নিজস্ব কারণেই প্রান্তিক উৎপাদন খরচার বাড়িতে পারে। দক্ষ শ্রমিকে টান পড়িয়া অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগের দরুণ, যন্ত্রপাতিতে টান পড়িয়া নিকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দরুণ প্রভৃতি নানা কারণে শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচা বাড়িয়া যাইতে পারে। এরূপ ঘটিলেই সাধারণ দামস্তর বাড়িবে।

(৩) একচেটিয়া কারবারের ক্ষমতা বৃদ্ধি

উৎপাদন কারীদের একচেটিয়ামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও উহার দ্বারা দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে। কোনও কারণে যদি উৎপাদনকারীরা একচেটিয়া কারবারের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে তাহা হইলে তাহারা জনসাধারণের নিকট হইতে বেশী দাম আদায় করিয়া লইতে পারিবে। তবে একই সঙ্গে বহুপ্রকার শিল্পে একচেটিয়াদারী ক্ষমতা বৃদ্ধি সচরাচর ঘটে না। আকস্মিক কারণে আমদানী বন্ধ হইলে, বা উৎপাদনের নির্দ্দিষ্ট অংশ কোনও বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত করাইয়া দিলে (যেমন যুদ্ধের সময়ে ঘটিতে পারে) একই সঙ্গে বহু শিল্পে একচেটিয়াদারীর সুযোগ উদ্ভূত হয়। আবার যদি দেশের মধ্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বৃহৎ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, অর্থাৎ একচেটিয়ামূলক সঙ্ঘবদ্ধতার (monopolistic combination) প্রবণতা সৃষ্টি হয়, তাহা হইলেও এইরূপ একচেটিয়া ক্ষমতার

ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োগ ঘটিতে পারে। উহাতে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রার দাম ক্রমশঃই বাড়িতেছে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

(৪) কর্ম্মদক্ষতার তুলনায় মজুরী বৃদ্ধি

মজুরী বৃদ্ধি হইলে উৎপাদন খরচা বাড়িবে এবং উৎপাদনকারীরা পণ্যের বেশী দাম আদায় করিবে। শিল্প সমৃদ্ধির শেষ স্তরে এইরূপ মজুরী বৃদ্ধি ঘটিতে পারে, কারণ ঐ সময়েই সাধারণভাবে শ্রমিকের দুষ্প্রাপ্যতা ঘটে এবং শ্রমিকসঙ্ঘের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ে। উৎপাদনকারীরা এই সময়ে দুপয়সা উপার্জ্জন করে বলিয়া শ্রমিক সঙ্ঘের দাবী ঠেকাইবার জন্য ব্যগ্র থাকে না, ব্যগ্র থাকে ঝামেলা এড়াইয়া উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত রাখিতে। কিন্তু দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতার সহিত মজুরী বৃদ্ধি যোগ হইলে, দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতা আরও উগ্র হইয়া উঠে। কিন্তু দামস্তর যতই বাড়ে, মজুরী বৃদ্ধির দাবী ততই উগ্র হয় এবং ঐ দাবী মিটাইলে দামস্তর আরও বাড়ে।

(৫) ব্যয় বৃদ্ধি

সাধারণভাবে দেশের মধ্যে ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে জিনিষপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। সাধারণভাবে ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে উহার অনুপাতে জিনিষপত্রের যোগান বৃদ্ধি না পাইবার দরুণ, একই পরিমাণ সামগ্রী-সমষ্টির উপরে বেশী পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতার চাপ পড়িবে, তখন দামস্তর বাড়িবে। সমাজের মধ্যে যে মোট ব্যয় হয় উহার দুইপ্রকার বস্তুর উপর ঘটে, সাধারণ ভোগসামগ্রীর (consumers goods) এবং উৎপাদক বস্তু বা পুঁজি সামগ্রীর উপরে। ভোগসাগ্রীর উপর যে ব্যয় করা হয়, তাহা মোটামুটি স্থির হইয়া আকস্মিকভাবে বা যখন তখন পরিবর্ত্তন হইতেছে এরূপ দেখা যায় না, কারণ যে অভ্যাস, রুচি বা প্রয়োজনের বশে আমরা সাধারণ ভোগ সামগ্রী কিনি উহা মোটামুটি স্থির, উহাতে মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন ঘটে না। উপার্জ্জনের পরিবর্ত্তন ঘটিলে বা বিশেষ কোন কারণে ভোগস্পৃহার পরিবর্ত্তন ঘটিলে তবে এই ধরণের ব্যয়ে পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু অপর যে পর্য্যায়ের ব্যয় আছে—পুঁজিসামগ্রার অর্থাৎ উৎপাদক বস্তুর উপর ব্যয় (কারখানা নির্ম্মাণের জন্য বা যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য বা গৃহনির্ম্মাণের জন্য ব্যয়)—উহা চিরচঞ্চল, উহা কখনও বাড়িয়া যায়, কখনও কমিয়া যায়, উহা সুপ্রতিষ্ঠিত অভ্যাসের

উপর নির্ভর করে না, উহা নির্ভর করে ভবিষ্যতে উহা হইতে কি রূপ আয় হইতে পারে সে সম্পর্কে বর্ত্তমানের ধারণার উপর। এই ধারণা কিছুটা বাস্তবতথ্যের দ্বারা এবং কিছুটা ব্যবসায়ীদের মনস্তত্ত্বের দ্বারা গড়িয়া উঠে। বাস্তবতথ্য হইল, পুঁজিসামগ্রী বা মূলধনী ব্যয় হইতে বর্ত্তমানে কিরূপ উপার্জ্জন পাওয়া যায় এবং মনস্তত্ত্ব হইল, বর্ত্তমান উপার্জ্জনের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটু আশাবাদিতা সৃষ্টি হইলেই পুঁজিসামগ্রীর উপর ব্যয় বাড়িয়া যায়। উৎপাদনকারীদের ব্যয় বাড়িবার দারুণ শ্রমিকদের আয় বাড়িয়া যায়, তখন শ্রমিকরা বেশী করিয়া ব্যয় করে; এই ব্যয় অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে ছড়াইয়া পড়ে, এবং জিনিষপত্রের দাম বাড়িতে থাকে।

Q. 7. "The savings-investment theory can explain a number of things about the behaviour of money that the quantity theory cannot." Discuss

Or,

Give reasons for the view that savings and investment theory marks an improvement on the older formulation of the qnantity theory in explaining price changes,

Ans. মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি হইলে কি কারণে দামস্তরের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে ইহা মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে না। কখনও কখনও নূতন মুদ্রা সৃষ্টি করিলে দামস্তর বৃদ্ধি ঘটিয়া যায়, কখনও কখনও সমপরিমাণ মুদ্রাই সৃষ্টি হইলে দামস্তরের উপর উহার কোনই প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। এই সব কারণে মুদ্রার পরিমাণকে ব্যবসা বাণিজ্যের নির্ধারক বিষয়রূপে দেখিবার পরিবর্তে সঞ্চয় ও বিনিয়োগকেই ঐ নির্ধারক বিষয়রূপে গণ্য করা হইয়া থাকে। সঞ্চয়-বিনিয়োগের পরিবর্তনই আসল পরিবর্তন—মুদ্রার পরিমাণকে ঐ পরিবর্তনের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হয়।

প্রত্যেক বৎসরেই সমাজে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের সামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয়। ইহাদের মধ্যে কয়েক প্রকার সামগ্রী আছে যেগুলি অচিরেই ভোগ কার্য্যে প্রয়োগ করা এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই ইহাদের ভোগকার্য্য সমাধা হইয়া যায় অন্ততঃ সমাধা করিয়া লইতে হয়। ইহারা বেশীদিন টিকে না, যথা খাদ্যবস্তু, সাধারণ পরিধেয় ইত্যাদি;

ইহাদিগকে চলতি সামগ্রী (current goods) বলা যাক। আবার কয়েক প্রকারের সামগ্রী আছে যেগুলি দীর্ঘস্থায়ী, যেগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্যবহার করা যায়, যেমন কলকারখানা, বাড়ী, গহনা ইত্যাদি। এইগুলিকে স্থায়ী সামগ্রী বলা যাক এবং ধরা যাক যেগুলি বৎসরাধিক টিকে সেগুলি স্থায়ী সামগ্রী।

বৎসরে মোট যে উৎপাদন হইয়াছে তাহাকে যদি চলতি সামগ্রী ও স্থায়ী সামগ্রীতে ভাগ করি তাহা হইলে লোকের মোট উপার্জনকে "চলতি সামগ্রী উৎপাদনের দ্বারা উপার্জন" এবং "স্থায়ী সামগ্রী উৎপাদন হইতে উপার্জন"—এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। কিন্তু জনসাধারণ এই উপার্জনকে কাজে লাগায় দুই প্রকারে—হয় ভোগসামগ্রী ক্রয় করিয়া, না-হয় সঞ্চয় করিয়া। লোকে কতখানি সঞ্চয় করিবে তাহা ভোগাগ্রহের উপর নির্ভরশীল,—সঞ্চয় হইল উপার্জনের সেই অংশ যাহা ভোগ-সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করা হয় না। সঞ্চয় অলস নগদ-এর আকারে ধরিয়া রাখা হয়, অথবা কর্জ দেওয়া হয়, অথবা শেয়ার সিকিউরিটি ক্রয় করা হয়, উহার দ্বারা স্থায়ী সামগ্রী ক্রয় করা হয় না।

স্থায়ী সামগ্রী যখনই ক্রয় করা হয় তখনই উহা বিনিয়োগ (Investment) এ রূপান্তরিত হইল। সমাজের মধ্যে যাহারা সঞ্চয়কারী এবং যাহারা স্থায়ী সামগ্রী ক্রয় করে বলিয়া বিনিয়োগকারী—ইহারা স্বতন্ত্র ব্যক্তি; যাহারা সঞ্চয় করে তাহারাই বিনিয়োগ করে না এবং যাহারা বিনিয়োগ করে তাহারা যে নিজেরা সঞ্চয় করিয়া তবে বিনিয়োগ করে তাহা নহে। সুতরাং সঞ্চয়ের পরিমাণ একদিকে এবং অপরদিকে স্থায়ী সামগ্রীর, অর্থাৎ বিনিয়োগের, মূল্য যে সমান হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং কখনও কখনও সঞ্চয় বিনিয়োগ অপেক্ষা বেশী হইয়া যাইতে পারে, আবার কখনও কখনও বিনিয়োগ সঞ্চয় অপেক্ষা বেশী হইয়া যাইতে পারে। যদি সঞ্চয় বিনিয়োগ অপেক্ষা বেশী হইয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে লোকে ব্যয় করিতেছে কম; ইহাতে ভোগসামগ্রা কম বিক্রয় হইবে। আবার ভোগসামগ্রী কম বিক্রয় হইলে, বিনিয়োগও কম হইবে। কারণ লাভের আশায় বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করে। এক্ষেত্রে মোট উৎপাদন কমিবে, কারণ মোট চাহিদা কমিয়াছে। চাহিদা কমিবার দরুণ লোকে বেকার হইবে, লোকের আয় কমিবে, ব্যয় কমিবে, দামস্তর কমিবে। ঠিক ঐ

ফলাফলই ঘটিবে যদি সঞ্চয় একই থাকে কিন্তু বিনিয়োগ কমিয়া যায়। বিনিয়োগ কমিলেই স্থায়ী সামগ্রীর (বিনিয়োগ সামগ্রীর) উৎপাদন কমিবে। স্থায়ী সামগ্রীর শিল্পে যাহারা উপার্জন করিত তাহারা বেকার হইয়া উপার্জন-হীন হইবে। অর্থাভাবে তাহারা ভোগসামগ্রীতে ব্যয় করিতে পারিবে না। ইহাতে যাহারা চলতি সামগ্রী উৎপাদন করে তাহাদের উপার্জন কমিয়া যাইবে। ফলে সকল শিল্পেই বেকারত্ব বাড়িবে এবং উপার্জন কমিবে, দামস্তর হ্রাস পাইবে।

যদি সঞ্চয় ঠিকই থাকিয়া বিনিয়োগ বাড়ে বা বিনিয়োগ ঠিকই থাকিয়া সঞ্চয় কমে—অর্থাৎ সঞ্চয় অপেক্ষা বিনিয়োগ বেশী হয়—তাহা হইলে উহার বিপরীত ফলাফল ঘটিবে। প্রথমে স্থায়ী সামগ্রীর উৎপাদনকারীদের উপার্জন বাড়বে, উহারা ঐ বাড়তি উপার্জন ব্যয় করিলে চলতি সামগ্রীর উৎপাদন-কারীদের আয় বাড়বে। সমগ্র ভাবে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িবে, দামস্তর বাড়বে।

ইহাই হইল সঞ্চয়-বিনিয়োগের তত্ত্ব। মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব যে সকল বিষয়ের ব্যখ্যা করিতে পারে না, সঞ্চয় বিনিয়োগের তত্ত্ব হইতে সেই সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, কেন মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা সমৃদ্ধি থামাইয়া দিতে পারে—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকায় টান পড়িলে সমৃদ্ধি শেষ হয়—কিন্তু মুদ্রার প্রাচুর্য্য মন্দা কাটাইতে পারে না, ইহা পরিমাণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারেনা। কিন্তু সঞ্চয়-বিনিয়োগ তত্ত্বে সহজেই এই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বিনিয়োগ করা হয় লাভের প্রত্যাশায়। যদি লাভের আশা না থাকে, ব্যাঙ্ক বেশী ধার দিতে প্রস্তুত থাকিলেই যে বিনিয়োগ বাড়িবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; বিনিয়োগ যদি না বাড়ে বা সঞ্চয় যদি না কমে, লোকের আয় বাড়িবে না, এবং মন্দা কাটিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, সঞ্চয়—বিনিয়োগ তত্ত্ব মুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রতার (velocity of circulation) উপর যথেষ্ট আলোক সম্পাত করিয়া থাকে। যখন সঞ্চয় বাড়ে, তখন লোকের সম্পদ টাকার আকার ধারণ করে,—অলস টাকা। যখন বিনিয়োগ বাড়ে, তখন সম্পদ স্থায়ী সামগ্রীর আকার ধারণ করে—টাকা সামগ্রীতে রূপান্তরিত হইবার জন্য ছুটে। সুতরাং সঞ্চয় বেশী হইলে, প্রচলন ক্ষিপ্রতা কমে। বিনিয়োগ বেশী হইলে প্রচলন ক্ষিপ্রতা বাড়ে।

তৃতীয়তঃ, মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে, মুদ্রার চাহিদা একই থাকিলে সুদের হার কমে। সুদের হার কমিলে বি'নয়োগ বাড়ে, দেশের উপার্জন বাড়ে সুতরাং জিনিস-পত্রের চাহিদা বাড়ে, তখন দামস্তর বাড়ে। টাকার পরিমাণের সহিত দামস্তরের এই কার্য-কারণ সম্পর্ক "পরিমাণ তত্ত্ব" দেখাইতে পারে না, সঞ্চয় বিনিয়োগ তত্ত্ব দেখায়।

Q. 8. Explain what is meant by the statement that savings are always equal to investment.

[Cal. B A. Deg. 1963]

Ans. "সঞ্চয়" ও "বিনিয়োগ", একে অন্যকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে এবং ছাড়াইয়া গেলে অর্থ নৈ'তক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইবে এবং দামস্তরের উপর উহার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে—এই বিষয়টি কীন্‌স্ তাঁহার Treatise of Money শীর্ষক গ্রন্থে পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু পরে তিনি General Theory of Employment, Interest and Money নামক গ্রন্থে 'সঞ্চয়' ও 'বিনিয়োগ'-এর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নূতন ধারণার ব্যাখ্যা করেন। এই ধারণার মূলকথা হইল যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সর্বদাই পরস্পরের সহিত সমান।

দেশের মধ্যে মোট উৎপাদন বলিতে বুঝাইবে ভোগসামগ্রীর উৎপাদন এবং বিনিয়োগ সামগ্রীর উৎপাদন—অথাৎ যন্ত্রপাতিরূপ পুঁজি সামগ্রী। সুতরাং মোট উৎপাদিত বস্তুর মূল্য হইবে উৎপাদিত ভোগসাগ্রীর মূল্য এবং উৎপাদিত পুঁজিসামগ্রীর মূল্য। যদি ধরা হয় যে—

I=বিনিয়োগ (Investment)

C=ভোগকার্য (Consumption)

O=মোট উৎপাদন (Output)

তাহা হইলে :

$$I+C=O$$

আবার 'O' অর্থাৎ মোট উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্যের-তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে উহা "মোট জাতীয় আয়"-এর সমান। দেশের মধ্যে মোট যত সামগ্রী ও কার্য্য উৎপাদিত হইয়াছে উহার মূল্যের সমান হইল দেশের সকল লোকের আয়। উৎপাদনক্ষম কার্যে থাকিয়া যাহারা উপার্জন করে তাহারা কোন না কোন উৎপাদক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং

দেশের মোট উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে উহার প্রত্যেক অংশই জনগণের কোন না কোন শ্রেণীর উপার্জন। অর্থাৎ উৎপাদিত বস্তুর মোট মূল্য হইল সমগ্র জনসমষ্টির আয় : জাতীয় উৎপাদন= জাতীয় আয়।

যদি Y=জনসমষ্টির মোট উপার্জন (Total income),

তাহা হইলে $O=Y$

যেহেতু $I+C=O$

এবং $O=Y$

সেহেতু $I+C=O=Y$

দেশের লোকে মোট যে উপার্জন করিবে উহা তাহারা হয় ভোগ করিবে না হয় সঞ্চয় করিবে, উপার্জনকে ভোগ এবং সঞ্চয় এই দুইটি কার্যেই ব্যবহার করা যায়। ভোগ করিলে ভোগসামগ্রী ক্রয় করা হইবে, সঞ্চয় করিলে ভোগসামগ্রী ক্রয় হইতে বিরত থাকা হইবে। বাস্তবক্ষেত্রে লোকে তাহাদের উপার্জনের কিছুটা ব্যয় করে এবং কিছুটা সঞ্চয় করে।

যদি ধরি S=সঞ্চয় (saving)

তাহা হইলে $Y=C+S$

যেহেতু $I+C=O=Y$

এবং $Y=C+S$

সেহেতু $I+C=O=Y=C+S$

অর্থাৎ $I+C=Y=C+S$

অর্থাৎ $I+C=C+S$

এ ক্ষেত্রে $I+C$ এর মধ্যে C রহিয়াছে আবার $C+S$ এর মধ্যেও ঠিক ঐ একই C রহিয়াছে। ইহা উভয়ের মধ্যে common factor বা অভিন্ন উপাদান। উহার দ্বারা উৎপাদিত ভোগসামগ্রীর মূল্য বুঝাইতেছে আবার ভোগসামগ্রীর উপর ব্যয় বুঝাইতেছে—উভয়ে একই, কারণ উৎপাদিত ভোগ সামগ্রীর মূল্য হইল ভোগসামগ্রীর উপর ব্যয়ের সমান। সুতরাং ডানদিকে C এবং বামদিকের C যদি কাটা হয় তাহা হইলে $I=S$, অর্থাৎ বিনিয়োগের যখন বিরং সঞ্চয় সমান হয়।

টাকা সা

দ্বিতীয় অধ্যায়

সূচক সংখ্যা (Index Numbers)

Q. 1. Explain how changes in the value of money can be measured and the nature of difficulties involved in such measurement. (Burdwan 1962)

Ans. মুদ্রার মূল্য বলিতে দামস্তরকে বুঝায়। যে সকল বিভিন্ন বস্তু আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকি, বিচ্ছিন্নভাবে তাহাদের কোনও একটি দুইটির দাম যদি উঠানামা করে তাহার দ্বারাই আমাদের হাতের টাকার দাম বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে বলা যাইবে না। কিন্তু সকল বস্তুর যদি গড় দাম বাহির করি এবং যদি দেখা যায় ঐ গড় দাম বাড়িয়া গিয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে টাকার দাম কমিয়া গিয়াছে, এক টাকা কম সামগ্রী কিনিতে পারিবে; যদি দেখা যায় ঐ গড় দাম কমিয়া গিয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে টাকার দাম বাড়িয়া গিয়াছে। বিভিন্ন সময়ের গড় দাম পরস্পর সাজাইয়া উহাদের কিরূপ পরিবর্তন হইতেছে তাহা শতকরা হিসাবে পরিমাপ করিলে উহার দ্বারা সূচক সংখ্যা রচিত হয়; পরপর সন্নিবিষ্ট একাধিক দামস্তরকে সূচক-সংখ্যা (index number) বলে।

সূচক সংখ্যা রচনা করিতে হইলে যে সকল বস্তুর উপর আমরা সাধারণতঃ অর্থব্যয় করিয়া থাকি সে সকল বস্তুর একটি তালিকা রচনা করিতে হইবে। তাহার পর একটি নির্দিষ্ট বৎসর ধরিতে হইবে, যে বৎসরের তুলনায় অন্যান্য বৎসরে দামস্তর কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা হিসাব করা হইবে। ঐ প্রাথমিক বৎসরকে বলা হয় ভিত্তি বৎসর (base year)। ঐ ভিত্তি বৎসরে কোন্ সামগ্রীর কিরূপ দাম ছিল তাহা ঐ সামগ্রীর পাশে বসাইতে হইবে এবং শতকরা হিসাবের সুবিধার জন্য প্রত্যেক সামগ্রীর দামকেই ১০০ সংখ্যার সমান ধরিতে হইবে। অতঃপর আর একটি বৎসর নির্বাচন করা হইবে—যে বৎসরে পূর্বেকার বৎসরের তুলনায় দামস্তর কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা হিসাব করা হইবে। এই দ্বিতীয় বৎসরে ঐ সামগ্রীগুলির কোন্‌টির কত দাম হইয়াছিল তাহা বসাইতে হইবে এবং প্রত্যেক সামগ্রীটির দাম ভিত্তি বৎসরের তুলনায় শতকরা হিসাবে কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা বসাইতে হইবে। যথা, ১৯৫০ সালকে ভিত্তি বৎসর করিয়া ঐ সালে

চাউলের দাম মণ প্রতি ২০ টাকা ছিল যদি দেখি, তাহা হইলে উহাকে এইরূপে ব্যক্ত করা হইবে :

১৯৫০

চাউল (মণ প্রতি) ২০ টাকা=১০০

যদি দেখা যায় ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে মণ প্রতি চাউলের দাম ৩০ টাকা হইয়াছিল তাহা হইলে বলিতে হইবে প্রথম বৎসরের তুলনায় দ্বিতীয় বৎসরে চাউলের দাম শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়াছিল—অর্থাৎ ২০ টাকা যদি ১০০ টাকা হয়, তাহা হইলে ৩০ টাকা হইবে ১৫০ টাকা।

১৯৫০	১৯৬০
চাউল (মণ প্রতি) ২০ টাকা=১০০	চাউল (মণ প্রতি) ৩০ টাকা=১৫০

এইভাবে, যদি দুইটি ভিন্ন বৎসরে সকল বস্তুর গড় দাম হিসাব করিয়া ঐ গড় দামের শতকরা পরিবর্তনের হিসাব করা হয় তাহা হইলেই ঐ দুই বৎসরের মধ্যে দামস্তর, সেহেতু টাকার দাম, কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে। নিম্নরূপ দৃষ্টান্ত অনুযায়ী শতকরা হিসাবে গড় দামের পরিবর্তন হিসাব করা যায় :

১৯৫০	১৯৬০
চাউল (মণ প্রতি) ২০ টাকা=১০০	চাউল (মণ প্রতি) ৩০ টাকা=১৫০
ডাইল (মণ প্রতি) ৩০ টাকা=১০০	ডাইল (মণ প্রতি) ৬০ টাকা=২০০
চিনি (মণ প্রতি) ৩০ টাকা=১০০	চিনি (মণ প্রতি) ৪০ টাকা=১২৫
তৈল (মণ প্রতি) ৮০ টাকা=১০০	তৈল (মণ প্রতি) ১৬০ টাকা=২০০
আটা (মণ প্রতি) ২০ টাকা=১০০	আটা (মণ প্রতি) ৩০ টাকা=১৫০
চা (পাউণ্ড প্রতি) ৪ টাকা=১০০	চা (পাউণ্ড প্রতি) ৫ টাকা=১২৫
ঘি (সের প্রতি) ৪ টাকা=১০০	ঘি (সের প্রতি) ১০ টাকা=২৫০
বাড়ী ভাড়া (ফ্ল্যাট পিছু) ১০০ টাকা=১০০	বাড়ী ভাড়া (ফ্ল্যাট পিছু) ৪০০ টাকা=৪০০
=৮০০	=১৬০০
অর্থাৎ গড়দাম=৮০০÷৮=১০০	অর্থাৎ গড়দাম=১৬০০÷৮=২০০

১৯৫০ সালে দৃষ্টান্তস্বরূপ ৮টি সামগ্রীর হিসাব করা হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকটি যথাযথ একক পিছু দামকে ১০০ সংখ্যার সমান ধরা হইয়াছে। সুতরাং উহাদের মোট মূল্যকে ৮০০ শত সংখ্যা ধরা হইয়াছে ; অতএব ৮০০

মোট মূলকে ৮টি সামগ্রীর দ্বারা ভাগ করিলে গড় দাম ১০০ হইবে। ১৯৬০ সালে প্রতিটি সামগ্রীর দাম যে ভাবে পরিবর্তন হইয়াছে তাহার শতকরা হিসাব করিলে দেখা যাইবে মোট দাম হয় ১৬০০ সংখ্যা। ১৬০০ কে সামগ্রীর সংখ্যা অর্থাৎ ৮ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল হইবে ২০০। ইহার তাৎপর্য্য হইল যে ১৯৫০ সালে যেক্ষেত্রে গড দাম ছিল ১০০, ১৯৬০ সালে সেক্ষেত্রে গড় দাম হইয়াছে ২০০ ; অর্থাৎ দামস্তর শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি অর্থাৎ দ্বিগুণ হইয়াছে।

Q. 2. Explain the difficulties involved in trying to measure changes in the general level of prices.

(Cal. Deg. 1963)

Ans. সময়ের ব্যবধানে টাকার মূল্য কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহার হিসাব করাই সূচক সংখ্যা রচনার উদ্দেশ্য। যথোচিত সূচক সংখ্যা রচিত না হইলে, দামস্তরেব যথোচিত হিসাব, অর্থাৎ টাকাব মূল্যের সঠিক তুলনা, সম্ভব হয় না। কিন্তু সঠিক সূচক সংখ্যা রচনার অনেক বাধা বিপত্তি আছে। এই সকল অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত না থাকিলে সূচক সংখ্যা নির্ভুল হইবে না, বা উহার দ্বারা কোন কাজ হইবে না।

জনসাধারণের জীবনধারণের ব্যয় সম্পর্কে সঠিক হদিস দিতে পারে এরূপ সূচক সংখ্যা রচনার সর্বপ্রধান অসুবিধা হইল যে কোনও একটি বস্তুর দামের পরিবর্তন সকল শ্রেণীকে বা সকল ব্যক্তিকে সমান ভাবে স্পর্শ করে না। যথা রুটির দাম বা চাউলের দাম বাড়িলে দরিদ্রদের জীবন যাত্রার ব্যয়-এ অনেকখানি পার্থক্য হয় কিন্তু ধনীদের টাকার দাম উহার দ্বারা এমন কিছু পরিবর্তিত হয় না ; আবার সন্দেশের দাম বা মোটর গাড়ীর দাম বাড়িলে ধনীশ্রেণী বা উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়-এ পরিবর্তন ঘটে কিন্তু দরিদ্র শ্রেণীর নিকট উহার দরুণ টাকার দামের কোন তারতম্য ঘটে না। সুতরাং কোন একটি অভিন্ন সূচক সংখ্যা সর্ব্বসাধারণের নিকট টাকার দাম কিরূপ পরিবর্তিত হইল তাহা দেখাইতে পারে না। উহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ ধরণের জীবন যাত্রার পদ্ধতি বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সূচক সংখ্যা রচনা করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত :, একই লোকের নিকট বা একই শ্রেণীর নিকট এক এক সামগ্রীর এক এক প্রকার গুরুত্ব। সুতরাং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর

গড় দামের পরিবর্তনে একজন লোকের আর্থিক অবস্থায় কি তারতম্য ঘটিল তাহা সঠিক হিসাব করা সম্ভব হয় না। যথা চাউলের দামে পরিবর্তন এবং মরিচের দামে বা হলুদের দামে পরিবর্তন লোককে একই ভাবে স্পর্শ করে না। সুতরাং উহাদের সকলের একত্রিত পরিবর্তন আর্থিক অবস্থায় সঠিক পরিবর্তনের হদিস দেয় না। অবশ্য সূচক সংখ্যার এই অসুবিধা "ভারসমন্বিত সূচক সংখ্যা" (weighted index number) রচনার দ্বারা দূর করিবার চেষ্টা করা হয়; অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুকে তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী ভার (weight) প্রদান করা হয়। ইহাতে অবশ্য কিছুটা অবাস্তবতা দূর হয় কিন্তু পরিপূর্ণভাবে নহে; কারণ তখনও সমস্যা থাকে যে একটি বস্তুকে আর একটি বস্তুর তুলনায় কতখানি ভার দেওয়া হইবে।

তৃতীয়তঃ, সূচক সংখ্যা রচনার সময়ে নূতন সামগ্রার হিসাব করা একটি সমস্যা। সময়ের ব্যবধানে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়। মানুষের রুচির পরিবর্তন হয়, অভ্যাসের পরিবর্তন হয়, পুরাতন সামগ্রীর ব্যবহার কমিয়া আসে বা উঠিয়া যায়, নূতন সামগ্রা ব্যবহার শুরু হয়। কোনও সামগ্রী পূর্বেকার তুলনায় মহার্ঘ হইয়া যায়, আবার কোনও সামগ্রা পূর্বেকার তুলনায় সস্তা হইয়া যায়, লোকে তখন মহার্ঘ বস্তুটির ব্যবহার কমাইয়া এবং সস্তা সামগ্রীটির ব্যবহার বাড়াইয়া সামঞ্জস্য করিয়া লয়। সূচক সংখ্যার মধ্যে এই সকল বিষয়ের যথার্থ বিবেচনা করা দুরূহ।

চতুর্থতঃ, প্রথম বৎসরের তুলনায় দ্বিতীয় বৎসরটিতে যে সকল সামগ্রী ভোগ করা হয় সে সামগ্রীগুলির যথাযথ হিসাব করা কষ্টকর। ইহার প্রধান কারণ হইল যে অনেক সময়ে সামগ্রীটি ঠিক একই বস্তু থাকে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে যুদ্ধের পূর্বে লোকে ঘি বলিয়া যাহা ব্যবহার করিত এবং বর্তমানে লোকে ঘি বলিয়া যাহা ব্যবহার করে তাহা একই বস্তু নহে; সুতরাং কতটা দাম বাড়িয়াছে তাহা দেখিলেই চলিবে না, গুণের যে তারতম্য ঘটিয়াছে তাহারও একটি আর্থিক মূল্য হিসাব করিতে হইবে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একই সামগ্রী হরেক রকমের আছে এবং গুণভেদে সামগ্রীটির মূল্যভেদ হয় এবং একই সামগ্রীর যে গুণের দিক হইতে প্রকার ভেদ আছে সেই বিভিন্ন প্রকারের দাম একই ভাবে পরিবর্তন হয় না। যথা চাউলের প্রকার ভেদ; এমন কি মোটাচাউল মিহিচাউল বলিয়া ভাগ করিলে

সর্বপ্রকার চাউলের বর্ণনা করা হয় না। সর্বপ্রকার চাউলের দাম একই নহে এবং উহাদের দামও একই ভাবে পরিবর্ত্তন হয় না।

পঞ্চমত :, সরকারী ব্যয়ের দ্বারা যে জীবন ধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে এবং জীবন ধারণের ব্যয় কমিয়া যায়,—জিনিষ পত্রের দাম একই হইলেও জনসাধারণের একই উপার্জ্জন যে বেশী সুখ স্বচ্ছন্দ্য দিতে পারে, সুতরাং তাহাদের হাতে টাকার দাম বাড়ে—ইহা সূচক সংখ্যার মাধ্যমে দেখানো সম্ভব হয় না। সূচক সংখ্যায় জিনিসের দামে তারতম্য দেখানো হয় কিন্তু লোকের দ্বারা লভ্য মোট সুযোগ সুবিধা দেখানো যায় না। সরকার যদি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন করেন অথবা বিদ্যালয়ে বিনাপয়সায় ছাত্রদিগকে টিফিন দেন তাহা হইলে অভিভাবকদের পক্ষে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাবদ ব্যয় কমে। এই ভাবে রাস্তা ঘাট তৈয়ারী হইলে, বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ হইলে, কাছাকাছি হাট বাজার বসিলে নানাভাবে জীবন ধারণের ব্যয় কমিতে পারে। সূচক সংখ্যার মধ্য দিয়া ইহাদিগকে প্রতিফলিত করা দুরূহ।

ষষ্ঠত :, সূচক সংখ্যার উদ্দেশ্য হইল ভিত্তি বৎসরের তুলনায় অন্য কোন বৎসরে দামস্তরের পবিবর্ত্তনকে পরিমাপ করা। সুতরাং ভিত্ত বৎসরটি ঠিক মত বিবেচনা করিয়া নির্বাচন করিতে হইবে। এমন কোন বৎসরকে যদি আমরা ভিত্তি বৎসর বলিয়া নির্বাচন করি যে বৎসরে অস্বাভাবিক কিছু ঘটিবার দরুণ দামস্তরে অস্বাভাবিক কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা হইলে উহার তুলনায় অন্য কোনও বৎসরের দামস্তবের পরিবর্ত্তন হিসাব করিয়া কোন লাভ নাই। এমন একটি বৎসর ধরিবে হইবে যে বৎসরটি স্বাভাবিকতার দিক দিয়া বা অন্য কোন দিক দিয়া কোনও তাৎপর্য্য আছে। যথা ১৯৩৯ সালেব তুলনায় ১৯৪৬ সালের দামস্তরের হিসাবের একটি সার্থকতা থাকে। আমাদের দেশে, পরিকল্পনার ঠিক প্রারম্ভে ১৯৫০ সালকে যদি ভিত্তি বৎসর ধরি এবং উহার সহিত তুলনায় ১ম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে বা ২য় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে বা ৩য় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে দামস্তরের পরিবর্ত্তন হিসাব করি, তাহা হইলে ঐ সূচক সংখ্যার একটি সার্থকতা থাকে।

Q. 8. What is an weighted index number ? Explain the process of measuring changes in the value of money by such an index number.

Or

Distinguish between expenditure relatives and price relatives with suitable examples.

Ans. সাধারণ যে পদ্ধতিতে সূচক সংখ্যা রচনা করা হয় তাহাতে মুদ্রার মূল্যের যথার্থ পরিবর্তন হিসাব করা সম্ভব হয় না। এই সরল পদ্ধতিতে সকল প্রকার নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুর দামের শতকরা পরিবর্তনের হিসাব করা হয়; অতঃপর উহাকে বস্তুর সংখ্যার দ্বারা ভাগ করিয়া দামের শতকরা গড় পরিবর্তন হিসাব করা হয়। উহার ভিত্তিতে টাকার মূল্য বা বিপরীতভাবে জীবনধারণের ব্যয় কতখানি বাড়িল বা কমিল তাহা বিচার করা হয়।

এই পদ্ধতিতে যে সূচক সংখ্যা প্রণীত হয় তাহার দ্বারা জীবনযাত্রার ব্যয়-এ পরিবর্তন যে ঠিকমত পরিমাপ করা যায় না তাহা আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ সকলেই স্বীকার করেন। কারণ এই ধরণের সরল সূচক সংখ্যায় সকল বস্তুকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়; সুতরাং উহাদের দামের গড় পরিবর্তনের দ্বারা টাকার মূল্যের পরিবর্তন ধরা হয়। কিন্তু ইহা মোটেই যুক্তি সঙ্গত নহে। সূচক সংখ্যার মধ্যে আমরা যে সকল বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করি, আমাদের নিত্যকার জীবনে, অর্থাৎ আমাদের ক্রয়কার্য্যের মধ্যে, তাহাদের গুরুত্ব সমান নহে, বিভিন্ন সামগ্রার মধ্যে গুরুত্বের দিক হইতে অনেক পার্থক্য থাকিতে পারে। সূচক সংখ্যা রচনায় বিভিন্ন সামগ্রীর গুরুত্বের এই পার্থক্য যদি হিসাব করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে উহা হইতে দাম পরিবর্তনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সাধারণ সূচক সংখ্যা হইতে প্রাপ্ত ফলাফল হইতে পৃথক। পৃথক হইলেও উহা বাস্তবধর্মী হইবে। কারণ স্পষ্টই বুঝা যায় যে চাউলের দাম বাড়িলে জীবনযাত্রার ব্যয়ে যে পার্থক্য হইবে, ফলের দাম বাড়িলে বা ফিতার দাম বাড়িলে সে পার্থক্য হইতে পারে না।

বিভিন্ন সামগ্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব অনুযায়ী উহাদের প্রত্যেকের উপর যে "ভার" প্রদান করিয়া সূচক সংখ্যা রচনা করা হয় তাহাকে "ভার সমন্বিত সূচক সংখ্যা" (weighted index number) বলা হয়। ভার প্রদান করা হয় পারস্পরিক গুরুত্ব অনুযায়ী। গুরুত্ব বিচার করা হয় সামগ্রীটির নিজস্ব দামের দিক দিয়া বা উপযোগিতার দিক দিয়া নহে। স্বর্ণ খুবই দামী সামগ্র কিন্তু উহার দামের পরিবর্তনে সাধারণ লোকের

দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ব্যয়ে কিছু তারতম্য ঘটে না। আবার লবণ দামের দিক দিয়া খুব মহার্ঘ নহে কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে উহা অপরিহার্য্য বস্তু। তথাপি লবণের দাম এত কম এবং আমাদের মোট ব্যয়ের মধ্যে লবণ বাবদ ব্যয় এতই নগণ্য অংশ যে লবণের দামে একটু পরিবর্ত্তন হইলে জীবনযাত্রার ব্যয়-এ কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং ভারসমন্বিত সূচক সংখ্যা রচনায় প্রত্যেক সামগ্রীতে যে ভার বা weight প্রদান করা হয়, উহা মোট ব্যয়ের মধ্যে ঐ সামগ্রী বাবদ ব্যয় কতখানি অংশ তাহার ভিত্তিতে করা হয়। যথা, আমরা প্রতি মাসে 'চা'-এর উপর যত টাকা ব্যয় করি (মোট আয়ের যে অংশ ব্যয় করি) তাহার তুলনায় ধরা যাক ১০ গুণ টাকা চাউলের উপর ব্যয় করি। এক্ষেত্রে যদি চা-এর উপর ভার দেওয়া হয় ১, তাহা হইলে চাউলের উপর ভার দেওয়া হইবে ১০; অনুরূপ ভাবে চা-এর তুলনায় অন্যান্য সামগ্রীর উপর ভার দেওয়া হইবে। যথা,

চাউল	...	১০
ডাইল	...	৪
চিনি	...	২
তৈল	...	৩
আটা	...	৪
চা	...	১
ঘি	...	২
বাড়ীভাড়া	...	৪

এক্ষেত্রে চ-এর দামকে যদি ১০০ সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে উহার অনুপাতে অন্যান্য সামগ্রীর প্রচলিত দামকে নিম্নরূপে ব্যক্ত করিতে হইবে:

চাউল	...	(১০)	...	১০০০
ডাইল	...	(৪)	...	৪০০
চিনি	...	(২)	...	২০০
তৈল	...	(৩)	...	৩০০
আটা	...	(৪)	...	৪০০
চা	...	(১)	...	১০০
ঘি	...	(২)	...	২০০
ভাড়া	...	(৪)	...	৪০০
				৩,০০০

এক্ষণে এইরূপ ভারপ্রদত্ত দামের কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে, ধরা যাক, ১৯৫০ এবং ১৯৬০ সালের মধ্যে নিম্নরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল :

		১৯৫০				১৯৬০
চাউল	...	(১০)	...	১০০০	...	৪,৫০০
ডাইল	...	(৪)	...	৪০০	...	৮০০
চিনি	...	(২)	...	২০০	...	৪০০
তৈল	...	(৩)	...	৩০০	...	৬০০
আটা	...	(৪)	...	৪০০	...	৮০০
চা	...	(১)	...	১০০	...	২০০
ঘি	...	(২)	...	২০০	...	৫০০
ভাড়া	...	(৪)	...	৪০০	...	১,২০০
				৩,০০০		৯,০০০
				১০০		৩০০

১৯৬০ সালে দামে যে পরিবর্তন দেখা গেল উহা ভারসমন্বিত দামের পরিবর্তন। এক্ষেত্রে ১৯৫০ সালে বিভিন্ন সামগ্রীকে আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রদান করিয়া যে সংখ্যা ৩০০০ দাঁড়াইয়াছে উহা শতকরা হিসাবের সুবিধার জন্য ১০০ রূপে গণ্য করিলে, ১৯৬০ সালের পরিবর্তিত দামের ভিত্তিতে ৯০০০ সংখ্যাকে ৩০০ বলিয়া ধরিতে হইবে। এক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা (৩০০ – ১০০)=২০০ ভাগ। এই ভার প্রদানের দ্বারা যে সূচক সংখ্যা রচনা করা হয় তাহাকে "ব্যয়-সম্বন্ধীয় হিসাব" (expenditure relatives) বলা হয় এবং ভার প্রদান না করিয়া সরাসরি দামের ভিত্তিতে সূচক সংখ্যা রচনা করিলে উহা দাম সম্বন্ধীয় হিসাব (price relatives) বলা হয়। "ব্যয় সম্বন্ধীয় হিসাব" বলিবার অর্থ হইল যে বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে যে আপেক্ষিক গুরুত্ব বণ্টন করা হয়, উহা করা হয় আমাদের মোট ব্যয়ের কত অংশ কোন্ সামগ্রীর উপর ব্যয়িত হয় তাহার ভিত্তিতে।

তৃতীয় অধ্যায়

মুদ্রামান (Monetary Standard)

Q. 1. Describe the essential features of bimetallism and state the arguments for and against the system.

Ans. যে মুদ্রাব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা উভয় প্রকার মুদ্রাই "অসীম বিহিত মুদ্রা" (unlimited legal tender) রূপে প্রচলিত থাকে এবং ঐ দুইপ্রকার মুদ্রার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট রেশিও বজায় রাখা হয় তাহাকে দ্বিধাতুমান বলা হয়। স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা উভয় প্রকার মুদ্রাই প্রমাণ মুদ্রা (standard money) রূপে সরকারের দ্বারা প্রচারিত, যে কোন লোক যে কোন পরিমাণের মূল্যপ্রদান করিতে হইলে রৌপ্যমুদ্রাতেও করিতে পারে এবং স্বর্ণমুদ্রাতেও করিতে পারে, এবং জনসাধারণের যে-কেহ সরকারের নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য ধাতু লইয়া গেলে সরকার উহা হইতে স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্য মুদ্রা নির্মাণ করিয়া দিবেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বহুদেশে এবং আমেরিকায় এইরূপে দ্বিধাতুমান গৃহীত হইয়াছিল।

দ্বিধাতুমানের যে সকল সুবিধা আছে বলিয়া দাবী করা হয় সেগুলি হইল নিম্নরূপ:

(১) দ্বিধাতুমানে মুদ্রার যোগান অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে। মুদ্রার যোগান স্থির থাকিবার দরুণ দামস্তরেও মুহুর্মুহু অথবা সহসা কোন বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। মুদ্রার যোগান অপেক্ষাকৃত স্থির থাকিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, একটি মাত্র ধাতুর দ্বারা মুদ্রা নির্মিত হইলে মুদ্রার পরিমাণ যতখানি হইত, দুইটি ধাতুর দ্বারা মুদ্রা নির্মিত হইবার দরুণ মুদ্রার যোগান তাহা অপেক্ষা বেশী থাকিবে। সুতরাং নূতন ধাতুর দ্বারা নূতন মুদ্রা সৃষ্টি হইলে উহা মোট মুদ্রার একটি সামান্য অনুপাত হইবে; এই সামান্য অনুপাতের বৃদ্ধি দামস্তরের উপর বিশেষ তারতম্য ঘটাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, স্বর্ণ ও রৌপ্য দুইটি ধাতুর যোগান যে একই ভাবে একই দিকে পরিবর্ত্তিত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এরূপও হইতে পারে যে যখন স্বর্ণের যোগান বাড়িয়াছে তখন রৌপ্যের যোগান কমিয়াছে বা যখন রৌপ্যের যোগান বাড়িয়াছে তখন স্বর্ণের যোগান কমিয়াছে। এইরূপ যে

ঘটিবেই তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই কিন্তু ঘটিবার সম্ভাবনা আছে তাহাই বড় কথা।

(২) দেশের ব্যবসা বাণিজ্য যে অনুপাতে সম্প্রসারিত হইতে থাকে সে অনুপাতে যদি মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানো না যায় তাহা হইলে নিছক টাকার অভাবেই ব্যবসা বাণিজ্য অচল হইয়া যাইবে। এইরূপ ঘটিতে দেওয়া সমাজের পক্ষে চরম নির্বুদ্ধিতা। শুধুমাত্র স্বর্ণমুদ্রা বা শুধুমাত্র রৌপ্যমুদ্রা থাকিলে অর্থনৈতিক প্রয়োজন অনুযায়ী ধীরে ধীরে মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইতে পারা যায় না কিন্তু দুইপ্রকারের মুদ্রা থাকিলে ইহা কিছুটা সম্ভব হয়।

(৩) কাগজী মুদ্রা থাকিলে প্রয়োজন মত মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানো অতি সহজ; কিন্তু অতি সহজ হওয়াটাই উহার বিপদ। অতিরিক্ত কাগজী মুদ্রা ছাপিবার প্রলোভন সরকার সংযত করিতে পারে না, না পারিলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু রৌপ্য ও স্বর্ণ, উভয় প্রকার মুদ্রা থাকিলেও উভয় প্রকার ধাতুই দুষ্প্রাপ্য; সুতরাং মুদ্রার যোগান প্রয়োজন মত অল্প অল্প বাড়াইবার সুযোগ থাকিলেও, খেয়ালখুশীমত বাড়াইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না।

(৪) দুই প্রকার মুদ্রার প্রচলন থাকায় বৈদেশিক বাণিজ্যের লেন-দেন বিশেষ সুবিধা হয়। যদি একমাত্র স্বর্ণমুদ্রা থাকে তাহা হইলে সকল দেশেই যদি স্বর্ণমান থাকে তবেই উহার সুফল পাওয়া যাইবে, অন্যথায় সুফল পাওয়া যাইবে না। কিন্তু যদি স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা দুটাই থাকে তাহা হইলে স্বর্ণ ব্যবহারকারী ও রৌপ্য ব্যবহারকারী দেশের সহিত দ্বিধাতুমান বিশিষ্ট দেশ সমান ভাবেই লেন-দেন করিতে পারে।

দ্বিধাতুমানের বিরোধীরা ইহার নিম্নরূপ অসুবিধা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন:

(১) একটি ধাতুর যোগান বাড়িলে কমিলে অপর ধাতুটির যোগান কমিয়া বাড়িয়া যে তাহার ফলাফল কাটাকুটি হইয়া যাইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। আর দুইটি ধাতুর যোগান যদি ঠিক একই দিকে পরিবর্তন হয় তাহা হইলে মুদ্রার যোগানে সুপরিস্ফুট পরিবর্তন হইবে, তখন আর দামস্তর স্থির থাকিবে না।

(২) ধাতু হিসাবে যোগান বা চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধির দরুণ স্বর্ণ বা রৌপ্যের বাজার দামে যে কোন সময়েই তারতম্য হইতে পারে। সেক্ষেত্রে বাজারে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে রেশিও পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। বাজারে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার মধ্যেকার রেশিও পরিবর্তন

হইলে দ্বিধাতুমান বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ধরা যাক, মুদ্রা ব্যবস্থায় ১৬টি রৌপ্যমুদ্রা একটি স্বর্ণমুদ্রার সমান ছিল কিন্তু বাজারে রৌপ্যের চাহিদা বাড়িয়া যাইবার দরুণ ১৫টি রৌপ্যমুদ্রা একটি স্বর্ণমুদ্রার সমান হইয়াছে; অর্থাৎ বাজারে রৌপ্যের তুলনায় স্বর্ণের দাম কমিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় মুদ্রাব্যবস্থায় স্বর্ণের দাম কৃত্রিম ভাবে চড়া। ফলে বাজার হইতে ১৫টি রৌপ্যমুদ্রা দিয়া লোকে একটি স্বর্ণমুদ্রা কিনিবে এবং মুদ্রাব্যবস্থায় উহা বিনিময় করিয়া ১৬টি রৌপ্যমুদ্রা পাইয়া একটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা লাভ করিতে থাকিবে। কিছুকাল পরেই রৌপ্যমুদ্রায় এত টান পড়িবে যে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ আর রৌপ্যমুদ্রা যোগান দিতে পারিবেন না; লোকেও রৌপ্যমুদ্রার দ্বারা কোন লেনদেন করিবে না, সবই কমদামী স্বর্ণমুদ্রার দ্বারা করিবে। ফলে, দ্বিধাতুমান ভাঙ্গিয়া যাইবে।

(৩) যদি সকল দেশ একই সঙ্গে দ্বিধাতুমান গ্রহণ করে তাহা হইলে মুদ্রামানরূপে দ্বিধাতুমান সফল হইতে পারে। কিন্তু সকল দেশকে দিয়া একই সঙ্গে দ্বিধাতুমান গ্রহণ করানো বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

Q. 2. What is gold standard? What are the different kinds of gold standard?

Ans. যে মুদ্রা ব্যবস্থায় একটি প্রমাণ মুদ্রার (Standard money) মূল্যের সহিত একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের মূল্যের সমতা বজায় রাখা হয় তাহাকে স্বর্ণমান (gold standard) বলা হয়। স্বর্ণ এবং মুদ্রা—ইহাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখিবার বিভিন্ন পদ্ধতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের স্বর্ণমান সৃষ্টি হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) স্বর্ণধাতুপিণ্ডমান (Gold Bullion standard)

এই ধরণের স্বর্ণমানে স্বর্ণমুদ্রা নির্ম্মিত হয় না এবং দৈনন্দিন বেচাকেনার কাজে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার হয় না। কাগজী মুদ্রা এবং সস্তাধাতুর দ্বারা নির্মিত খুচরা মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কাগজী মুদ্রা বা নোট থাকিলেও উহার সহিত মূল্যের দিক হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণধাতুর সমতা বজায় রাখা হয়। যথা ১ভরি স্বর্ণ এবং ১০০ টাকা সমান বলিয়া গণ্য করা হইতে পারে; এক্ষেত্রে মুদ্রা কর্তৃপক্ষ মুদ্রা ও স্বর্ণের মধ্যে এই নির্দিষ্ট হার বজায় রাখিবার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কেহ যদি তাঁহাদের নিকট নির্দিষ্ট গুণের স্বর্ণধাতু লইয়া আসে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ ভরি পিছু ১০০ টাকা দামে ঐ স্বর্ণ কিনিয়া

লইবেন। আবার কেহ যদি তাঁহাদের নিকট ১০০ টাকা লইয়া আসে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ ঐ টাকার বিনিময়ে ১ভরি স্বর্ণ তাহাকে দিবেন। অর্থাৎ মুদ্রা কর্তৃপক্ষ নির্দ্দিষ্ট দামে সর্বদাই স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। ইহাতে মুদ্রাব্যবস্থায় স্বর্ণের যে দাম বাঁধিয়া দেওয়া হয়—অর্থাৎ স্বর্ণ ও টাকার মধ্যে যে বিনিময় হার নিদিষ্ট থাকে—বাজারেও স্বর্ণের দাম উহা অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না, কমও হইতে পারেনা। ইহা ছাড়া, স্বর্ণের আমদানী ও রপ্তানী অবাধভাবে করিতে দেওয়া হয়। যে কেহ বিদেশে মাল বিক্রয় করিয়া তাহার পাওনা স্বর্ণে আদায় করিয়া স্বর্ণ আমদানী করিতে পারে, আবার যে কেহ বিদেশ হইতে মাল কিনিয়া স্বর্ণ রপ্তানী করিয়া উহার দাম পরিশোধ কবিতে পাবে।

(২) স্বর্ণ প্রচলন ব্যবস্থা (Gold circulation standard)

স্বর্ণ প্রচলন ব্যবস্থাই স্বর্ণমানের আদিরূপ; এই ব্যবস্থায় স্বর্ণ ও মুদ্রার মধ্যে যে বিনিময়হার স্থির করা থাকে তাহার ভিত্তিতে মুদ্রা কর্তৃপক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা নির্মাণ করিয়া বাজারে প্রচার করেন। যথা স্বর্ণ ও টাকার মধ্যে বিনিময়হার যদি ১ ভরি স্বর্ণ=১০০ টাকা বলিয়া ধার্য্য হয় তাহা হইলে মুদ্রা কর্তৃপক্ষ ১ ভরি স্বর্ণের দ্বারা একটি করিয়া মুদ্রা নির্মাণ করিবেন এবং প্রত্যেকটি মুদ্রা ১০০ টাকাব সমান বলিয়া ঘোষণা করিবেন। সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ে, অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের লেনদেন কার্য্যে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু যে কেহ মুদ্রা কর্তৃপক্ষের নিকট স্বর্ণ ধাতু লইয়া যাইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে তাহার ঐ স্বর্ণ হইতে স্বর্ণমুদ্রা নির্মাণ করিয়া দিবেন। যে কেহ স্বর্ণমুদ্রাকে গলাইয়া স্বর্ণধাতুতে রূপান্তরিত কবিতে পারিবে। ইহা ছাড়া বিদেশে স্বর্ণ পাঠাইতে বা বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানী করিতে কোনও বাধা থাকে না—যে কেহ বিদেশ হইতে মাল আমদানী করিলে স্বর্ণ পাঠাইয়া উহার দাম পরিশোধ করিতে পাবে এবং যে কেহ বিদেশে মাল রপ্তানী করিলে উহার মূল্যস্বরূপ স্বর্ণ আমদানী করিতে পারে।

(৩) স্বর্ণ বিনিময় মান (Gold Exchange standard)

স্বর্ণ বিনিময় মান-এর ক্ষেত্রে দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার সহিত স্বর্ণের, একটি নির্দিষ্ট বিনিময় হারে, সংযোগ স্থাপন করা হয়; কিন্তু সরাসরি ভাবে নহে, অন্য কোনও বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে, যে বৈদেশিক মুদ্রার সহিত স্বর্ণের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত থাকে। সংশ্লিষ্ট বিদেশটিতে পাকাপাকি স্বর্ণমান

বজায় থাকে—স্বর্ণপ্রচলন মান অথবা স্বর্ণধাতুপিণ্ড মান; সুতরাং ঐ বিদেশে উহার মুদ্রা স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত অথবা স্বর্ণে পরিবর্তনীয়। দেশের টাকা একটি নির্দিষ্ট বিনিময় হারে বিদেশী টাকায় রূপান্তরিত করিয়া দিবার এবং ঐ বিদেশী টাকাকে ঐ নির্দিষ্ট বিনিময়হারে দেশের টাকায় রূপ.ন্তরিত করিবার দায়িত্ব মুদ্রা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন। যেহেতু ঐ বিদেশী টাকা স্বর্ণে বিনিময় যোগ্য, সেহেতু দেশের টাকা বিদেশী টাকার সহিত নির্দিষ্ট হারে বিনিময় করা গেলে, দেশের টাকার সহিত স্বর্ণেরই বিনিময় করা হয়। ভারতে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে কিছুকাল এইরূপ স্বর্ণ বিনিময় মান প্রচলিত ছিল, তখন ভারতের টাকাকে ষ্টার্লিং-এ এবং ষ্টার্লিংকে টাকায় (একটি নির্দিষ্ট হারে) পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইত; ষ্টার্লিং-এর সহিত স্বর্ণের একটি নির্দিষ্ট বিনিময় হার রক্ষিত ছিল।

Q. 3. What are the particular advantages of gold exchange standard as compared to gold circulation or gold bullion standard ?

Ans. স্বর্ণ বিনিময়মান প্রতিষ্ঠিত করিলে স্বর্ণমানের মূল সুবিধাগুলি পাওয়া যায় কিন্তু পুরাপুরি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত করিলে যে খরচা পড়িত সেদিক হইতে অনেক ব্যয় সাশ্রয় হয়। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রা বা বৈদেশিক সিকিউরিটি হাতে জমা রাখিতে হয়। স্বর্ণ ধাতু হাতে জমা রাখিতে হয় না। ইহাতে স্বর্ণের সাশ্রয় হয়—স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মুদ্রার রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন হয় না। "স্বর্ণ প্রচলন ব্যবস্থা"য় হাতে হাতে স্বর্ণ মুদ্রা ঘুরিলে স্বর্ণের যে ক্ষয় হইয়া অপচয় হয়, স্বর্ণ বিনিময় মান-এ সে অপচয় হয় না। অবশ্য এই ব্যবস্থাতেও নিজেদের মুদ্রার দ্বারা বিদেশী মুদ্রা কিনিয়া রিজার্ভ রাখিতে হয়; কিন্তু কাঁচা স্বর্ণ রিজার্ভ-এ রাখিলে উহা হইতে কোনও আয় হয় না। বিদেশী সিকিউরিটি কিনিলে উহা হইতে যত সামান্যই হউক কিছু না কিছু আয় হয়। প্রয়োজন হইলে উহাকে নগদ মুদ্রায় রূপান্তরিত করা যায়, আবার প্রয়োজন হইলে উহাকে আরও লাভজনক সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা যায়।

Q. 4. Give an idea of the automatic functioning of the gold standard. What are the rules of the gold standard game ?

Ans. স্বর্ণমান ঠিক নিয়ম অনুযায়ী বজায় রাখিলে আভ্যন্তরীণ অর্থ-

নীতির সহিত বৈদেশিক অর্থনীতির যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বৈদেশিক লেনদেনের অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হইলে স্বর্ণ আমদানী রপ্তানীর দ্বারা দামস্তরের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া বৈদেশিক মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এর সামঞ্জস্য এবং আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দামস্তরের সামঞ্জস্য ফিরিয়া আসে। ইহাকেই স্বর্ণমানের স্বয়ংক্রিয় কার্য্যকারিতা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহার কারণ স্বর্ণমান-এর মধ্যে দেশে যতখানি স্বর্ণ থাকে তাহার দ্বারাই মুদ্রার পরিমাণ নির্ধারিত হয়; এবং কতখানি স্বর্ণ দেশে থাকিবে তাহা বৈদেশিক বাণিজ্যের গতির উপর, অর্থাৎ মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এর উপর নির্ভর করে।

যদি এরূপ ঘটে যে দেশের মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এ একটি নীট উদ্বৃত্ত হইয়াছে—দেশটি কম করিয়া আমদানী করিয়াছে এবং বেশী করিয়া রপ্তানী, করিয়াছে—তাহা হইলে বিদেশ হইতে ঐ দেশে স্বর্ণ আমদানী হইতে থাকিবে, দেনাদার দেশগুলি স্বর্ণ পাঠাইয়া তাহাদের দেনা পরিশোধ করিবে। এক্ষেত্রে দেনাদারদেশের লোকে আভ্যন্তরীন মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিবর্তন করিয়া ঐ স্বর্ণ পাওনাদার দেশে পাঠাইতে থাকিবে। দেনাদারদেশ হইতে এই-ভাবে স্বর্ণ চলিয়া যাওয়ায় সেখানে মুদ্রার পরিমাণ কমিয়া যাইবে (কারণ স্বর্ণমান-এর দেশে স্বর্ণের সহিত মুদ্রার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক) এবং মুদ্রার পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় দামস্তর কমিয়া যাইবে। পাওনাদার দেশে ঠিক ইহার বিপরীত ফলাফল দেখা দিবে। সেখানে বাড়তি স্বর্ণ আমদানী হইবে। যাহারা বৈদেশিক বাণিজ্য করিয়া উপার্জন করিল ঐ স্বর্ণ তাহাদের কাছে আসিবে; তাহারা তখন ঐ স্বর্ণ মুদ্রায় পরিণত করিবে। করিলে পাওনাদার দেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর বাড়িয়া যাইবে।

দেনাদারদেশের স্বর্ণ চলিয়া যাইবার দরুণ দামস্তর কমিবে। উহাতে ঐ দেশের পণ্য বিদেশে সস্তা, সুতরাং জনপ্রিয় হইবে; ঐ দেশের রপ্তানী বাড়িবে। যে কারণে রপ্তানী বাড়িবে সেই কারণে আমদানী কমিবে, কারণ সস্তার দেশে লোকে ক্রয় করিতে আসে, বিক্রয় করিতে আসে না। অপর-পক্ষে পাওনাদার দেশে স্বর্ণ আসিবার দরুণ দামস্তর বাড়িবে। উহাতে ঐ দেশের পণ্য বিদেশে মহার্ঘ হইবে; ঐ দেশের রপ্তানী কমিবে। ঠিক যে কারণে রপ্তানী কমিবে, সেই কারণেই আমদানী বাড়িবে, কারণ আক্রার দেশে লোকে বিক্রয় করিতে আসে, ক্রয় করিতে আসে না। ইহার সম্মিলিত

ফলে দেনাদার দেশের দেনাপাওনা সমান হইয়া যাইবে, পাওনাদারদেশেরও দেনাপাওনা সমান হইয়া যাইবে। যদি বর্তমানের দেনাদারদেশ আমদানী অপেক্ষা বেশী রপ্তানী করিয়া পাওনাদারদেশে পরিণত হইয়া যায় তাহা হইলে ঠিক বিপরীতভাবে স্বর্ণ চলাচলের দ্বারা দামস্তরের পরিবর্তন ঘটিবে এবং উহার দেনাপাওনা পুনরায় সমান হইয়া যাইবে।

ইহাই হইল স্বর্ণমান-এর স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি। কিন্তু এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি যাহাতে সত্য সত্যই বজায় থাকে তাহার জন্য স্বর্ণমান বিশিষ্ট দেশগুলিকে দুইটি নিয়ম স্বেচ্ছায় পালন করিতে হয়; ইহা যেন স্বর্ণমানরূপ খেলার নিয়ম।

প্রথমতঃ, দেশ হইতে যদি স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া যায় বা বিদেশ হইতে যদি দেশে স্বর্ণ আসে তাহা হইলে উহার যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইবার কথা তাহা হইতে দিতে হইবে। স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইতে যদি বাধা দেওয়া হয় অথবা স্বর্ণ দেশের মধ্যে আসিলে কৃত্রিমভাবে উহার ফলাফল যদি নাকচ করা হয় তাহা হইলে একই সঙ্গে বিভিন্ন দেশে স্বর্ণমান বজায় রাখা সম্ভব হয় না, স্বর্ণমান-এর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক দেশ তাহার রাজস্ব সংক্রান্ত এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি এরূপ ভাবে গঠন ও প্রয়োগ করিবে যাহাতে মূল্যপ্রদান ব্যালান্স-এ যথোচিত সমন্বয় সাধিত হইতে পারে এবং অর্থ হস্তান্তরের দ্বারা নীট দেনাপাওনা মিটানো যাইতে পারে।

Q 5. Discuss the merits and demerits of gold standard.

Ans. স্বর্ণধাতুর দ্বারা মুদ্রা নির্ম্মাণ করা, আভ্যন্তরীন ক্রয়-বিক্রয়ে উহা ব্যবহার করা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্যপ্রদানের জন্য উহা আমদানী রপ্তানী করা—ইহা মুদ্রা ব্যবস্থার অতি প্রাচীন যুগ হইতেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। যে মূল কারণে প্রাচীন যুগে ইহা গৃহীত হইয়াছিল সেই কারণেই আধুনিক যুগেও ইহা জনপ্রিয় হইয়াছিল। অবশ্য আধুনিক যুগে উহার কার্য্যকারিতা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। স্বর্ণমান হইতে প্রাপ্য উপকার নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা যায়:

প্রথমতঃ, স্বর্ণমান ব্যবস্থায় মুদ্রার উপর জনগণের আস্থা বজায় থাকে। যে কোন কারণেই হউক, স্বর্ণের প্রতি সাধারণ মানুষের একটি অদম্য আকর্ষণ আছে; সেই কারণে স্বর্ণ সহজেই ক্রয় বিক্রয় যোগ্য, উহা একই সঙ্গে সঞ্চয়কে স্থায়ী করিতে পারে এবং সঞ্চয়কে যে কোনও সময়ে তরল নগদ-এ

পরিণত করিতে পারে। সুতরাং যে কোনও মূল্যপ্রদানের ক্ষেত্রে স্বর্ণগ্রহণ করিতে সকলেই প্রস্তুত থাকে। এই সকল কারণে, স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা নির্মিত হইলে অথবা কাগজী মুদ্রাকে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ সর্বদাই স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন এ সম্পর্কে নিশ্চিত থাকিলে, সাধারণ লোকে মুদ্রা-ব্যবস্থার উপর খুব আস্থাবান হয়।

দ্বিতীয়তঃ, স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে না। খাঁটি মুদ্রাস্ফীতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এক ভয়াবহ পরিস্থিতি; ইহা ধনীকে আরও ধনী করিয়া দরিদ্রের সঞ্চয় উবাইয়া দেয়, শেষ পর্য্যন্ত ধনী নির্ধন সকলেই মুদ্রার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলে। কিন্তু স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলে মুদ্রাস্ফীতি হইতে পারে না, কারণ, স্বর্ণমানের ক্ষেত্রে বেশী স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে না পারিলে মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি করা যায় না। কিন্তু স্বর্ণ দামী বস্তু, উহা সহজলভ্য নহে; কাগজীমুদ্রা যেরূপ বহুল পরিমাণে ছাপিয়া প্রচার করা যায়, স্বর্ণমান-এর ক্ষেত্রে সেরূপ সম্ভব নহে। অবশ্য বাণিজ্য ব্যালান্স-এর উদ্বৃত্ত হইলে বাহির হইতে স্বর্ণআমদানী হইয়া দামস্তর বাড়িতে পারে, কিন্তু দামস্তরের এই বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণাতীত মুদ্রাস্ফীতিতে পরিণত হইতে পারে না, কারণ দামস্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই রপ্তানী কমিতে এবং আমদানী বাড়িতে থাকে, এবং স্বর্ণের বিপরীত দিকে গতি সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত:, স্বর্ণমান-এর নিজের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিই উহার একটি বিশিষ্ট গুণরূপে গণ্য হইতে পারে। যদি কোন কারণে দেশের মূল্যস্তর বাড়িয়া যায় তাহা হইলে কিছুকালের মধ্যেই রপ্তানী কমিয়া আমদানী বাড়িয়া স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইবে এবং স্বর্ণের ঘাটতিতে দামস্তর কমিবে। দামস্তর যতই কমিবে ততই দেশের রপ্তানী বাড়িবে ও আমদানী কমিবে, ফলে দেশের মধ্যে পুনরায় স্বর্ণ আসিতে আরম্ভ করিবে। দেশের দামস্তরের সহিত বিদেশের দামস্তরের সমন্বয় সাধিত হইবে, এবং দেশের আমদানী রপ্তানী সমান হইয়া বাণিজ্য ব্যালান্স সমতালাভ করিবে।

চতুর্থতঃ, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের স্বার্থে, বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন। দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার যদি অস্থির হয়, কখনও বাড়ে কখনও কমে, তাহা হইলে বিদেশ হইতে সামগ্রী আমদানী করিয়া দেশে বিক্রয় করিলে লাভ হইবে কি লোকসান হইবে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। ইহাতে আন্তর্জ্জাতিক বণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত

হয়। কিন্তু স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলে বৈদেশিক বিনিময় হার অক্লেশেই নির্দ্ধারিত হয় এবং উহা স্থিতিশীল থাকে। একটি দেশের মুদ্রা যতখানি স্বর্ণের সমান এবং অপর একটি দেশে ততখানি স্বর্ণ কতগুলি মুদ্রার সমান তাহা হিসাব করিলেই দুইদেশের মুদ্রার বিনিময়হার পাওয়া যায়। এই বিনিময় হার খুব সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যেই উঠানামা করিতে পারে।

স্বর্ণমানের অসুবিধা

স্বর্ণমানের বিরোধীরা স্বর্ণমানেব নিম্নরূপ অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন :

প্রথমতঃ, স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলে যে দামস্তরের স্থিরতা বজায় থাকিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। স্বর্ণের খনি আবিষ্কারের সহিত স্বর্ণের যোগান বাড়িয়াছে এবং উহার দরুণ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হইয়াছে, ইতিহাসে এইরূপ নজির যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। আবার স্বর্ণের যোগান কমিয়া যাওয়ায় দেশে মুদ্রাসঙ্কোচ ঘটিয়াছে, টাকার অভাবে উপার্জন কমিয়াছে এবং বেকারের সংখ্যা বাড়িয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। ১৮৪৯ এবং ১৮৭৪ সালের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া এবং কালিফোর্নিয়ায় নূতন স্বর্ণখনি অবিষ্কারের দরুণ স্বর্ণের যোগান অনেক বাডিয়া গিয়াছিল এবং বহুদেশেই মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হইয়াছিল। আবার ১৮৭৪ সালের পর হইতে ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত স্বর্ণের উৎপাদন কমিয়া যাওয়ায়, দামস্তরের পতন ঘটিয়াছিল এবং স্বর্ণমান বজায় রাখা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। আবার ১৯২৮-৩০ সালে স্বর্ণের একান্ত দুষ্প্রাপ্যতা সকলেই আশঙ্কা করিতেছিল কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐ দুষ্প্রাপ্যতা আধিক্যে পরিণত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, অল্পকালের মধ্যে স্বর্ণের উৎপাদন যে বাড়ানো কমানো যায় না, উহা ক্ষতিকর হইতে পারে। দেশের যত শিল্পোন্নতি হইবে, কৃষির সম্প্রসারণ হইবে, ব্যবসা বাণিজ্য বাড়িবে, ততই মুদ্রারও প্রয়োজন বাড়িবে। স্বর্ণমান-এর ক্ষেত্রে সমাজের পক্ষে প্রয়োজন হইলেও মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানো যাইবে না; এরূপ অবস্থায় কৃত্রিমভাবে সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখা হইবে।

তৃতীয়তঃ, স্বর্ণমান বজায় রাখিতে হইলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়িয়া তুলা, নিছক দেশের

অর্থনৈতিক স্বার্থে যে ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সম্ভব হয় না। স্বর্ণ যদি দেশের বাহিরে চলিয়া যায় তখন দেশের স্বার্থানুকুল হউক বা না হউক, দেশের দামস্তরের পতন ঘটিতে দিতে হইবে, উহাতে দেশের বেকারের সংখ্যা বাড়িলে, উপার্জন কমিলেও উহা প্রতিরোধ করা যাইবে না। আবার দেশের মধ্যে বাড়তি স্বর্ণ আসিলে দেশের প্রয়োজন হউক বা না হউক দামস্তর বাড়িতে দিতে হইবে। ইহাতে দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকে না।

Q. 6. "The gold standard is a jealous god. It will work provided it is given exclusive devotion." Discuss the statement.

Ans. বিভিন্ন দেশে একই সঙ্গে স্বর্ণমান গ্রহণ করিলে তবেই স্বর্ণমানের উপকারিতা পাওয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন দেশে একই সঙ্গে স্বর্ণমান গ্রহণ করিলে উহাকে আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান বলা হয়। ইহার সর্বপ্রধান উপকারিতা হইল যে ইহার দ্বারা বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা রক্ষিত হয়; বস্তুতঃপক্ষে বৈদেশিক বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করাই স্বর্ণমানের প্রধান যুক্তি ও উদ্দেশ্য। ইহার দ্বারা আন্তর্জাতিক ব্যাণিজ্যের ঝুঁকি পরিহার করা হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং অন্যান্য নানাপ্রকার আর্থিক লেনদেন সুনিশ্চিত হয়।

কিন্তু আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান বজায় রাখিতে গেলে দেশের মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য স্থিতিশীল আছে কিনা তাহা দেখিবার ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার কোন অবকাশ নাই। মুদ্রা কর্তৃপক্ষের নিকট মুদ্রার বহির্মূল্য স্থিতিশীল আছে কিনা তাহাই একমাত্র বিবেচ্য হইবে। বর্তমানে সকল অর্থনীতিবিদই মনে করেন যে দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তরের দিক হইতে দেশের টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য যেরূপ হইবে, উহার বহির্মূল্য তদনুপাতেই বজায় রাখা উচিত। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইলে টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য বা দামস্তর স্থিতিশীল আছে কিনা তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না। সর্বপ্রযত্নে টাকার বহির্মূল্য বজায় রাখিতে হইবে।

স্বর্ণমানের কার্য্যকারিতা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে যেরূপ হওয়া উচিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সেইরূপই হইতে দিতে হইবে—নিজের কার্য্যকলাপ ও মুদ্রানীতিকে উহার সহিতই খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে

দেশটির যদি পাওনা অপেক্ষা দেনা বেশী হয়, তাহা হইলে দেশ হইতে স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া যাইতে চাহিবে এবং উহার দরুণ মুদ্রা সঙ্কোচের পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ইহাকে বাধা দিতে চায় তাহা হইলে স্বর্ণমানের নিয়ম ভঙ্গ করা হইবে ; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এর ইচ্ছা থাকুক বা নাই থাকুক, উহাতে বেকারের সংখ্যা বাড়িলেও এবং লোকের উপার্জনের স্তর কমিয়া গিয়া চতুর্দিকে দৈন্য ফুটিয়া উঠিলেও—অর্থাৎ ঐ মুদ্রাসঙ্কোচের নীতি দেশের পক্ষে হিতকর হউক বা অহিতকরই হউক—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে এইরূপ নীতি গ্রহণ হইতে বিরত থাকিতে হইবে যাহাতে স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় কোনরূপ বাধা সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সরাসরি মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করেন (যথা স্বর্ণধাতুপিণ্ডমানের ক্ষেত্রে, কাগজী মুদ্রার পিছনে রক্ষিত স্বর্ণমুদ্রার অনুপাত কমাইয়া দিয়া) তাহা হইলে ঐ চেষ্টা সফল নাও হইতে পারে। কারণ উহার দ্বারা দামস্তর বাড়াইয়া রাখা হইবে এবং যে কারণে দেশটি দেনাদার হইয়াছিল (আমদানী বেশী, রপ্তানী কম) সেই কারণই আরও উগ্র হইয়া উঠিবে। বাধ্য হইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে মুদ্রা সঙ্কোচের নীতি গ্রহণ করিতে হইবে, মুদ্রার পরিমাণ কমাইতে হইবে যাহাতে আমদানী কমে। আমদানী যখন যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যাইবে তখন মূল্যপ্রদান ব্যালান্স-এর ঘাটতি তিরোহিত হইবে, স্বর্ণ রপ্তানী কমিবে। কিন্তু উহা সময় সাপেক্ষ। যতদিন না এই দীর্ঘকালীন সমন্বয় সাধন ঘটে, ততদিন স্বর্ণ-রপ্তানী কারক দেশকে আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিসর্জন দিতে হইবে ; প্রধান কর্তব্য হইবে দেশের টাকার বহির্মূল্য (অর্থাৎ বৈদেশিক বিনিময় হার) অক্ষত রাখা।

অপর পক্ষে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেশটির যদি দেনা অপেক্ষা পাওনা বেশী হয় তাহা হইলে দেশের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী হইবে, আভ্যন্তরীণ দামস্তর এবং উপার্জনের স্তর বাড়িয়া যাইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অনুরূপ নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। স্বর্ণ আমদানীর ফলাফল রোধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি টাকার পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করে, উহাতে দামস্তর কৃত্রিম ভাবে কমিলে সামগ্রী রপ্তানী আরও বাড়িয়া এবং আমদানী আরও কমিয়া দেশটি আরও পাওনাদার দেশে পরিণত হইবে, এবং আরও স্বর্ণের প্রবেশ ঘটিবে। স্বর্ণ প্রবেশের দরুণ মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া দামস্তর ও উপার্জনের স্তর বাড়িবে। স্বর্ণগ্রহণকারী দেশকে নিজের

স্বার্থানুকূল হউক বা নাই হউক, এই মুদ্রাস্ফীতির চাপ সহ্য করিয়া লইতে হইবে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ঐ চাপ লাঘবের জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহা হইলে স্বর্ণমানের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হইবে। স্বর্ণ গ্রহণকারী দেশকে অমোঘ অদৃষ্টরূপেই মুদ্রাস্ফীতি মানিয়া লইতে হইবে।

এই কারণে Crowther বলিয়াছেন যে স্বর্ণমানকে ভজনা করিতে হইলে আর সব কিছু বাদ দিয়া উহাকে একাগ্রচিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে। উহা যেন ঈর্ষাকাতর দেবতা, অন্য কোন দেবতার দিকে ঝুঁকিলে ইহার প্রসাদ পাওয়া যাইবে না। দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে, স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিতে পারিবে না, শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বিনিময় হারকে বজায় রাখিবার জন্য আর সব কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে।

Q 7. "The gold standard mechanism has inhereut bias towards deflation." Do you agree with the view? Give reasons for your answer.

Ans. স্বর্ণমানের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী ও রপ্তানী দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সঙ্কোচ উভয় ঘটনাই ঘটিতে পারে, কিন্তু কোন কোন অর্থনীতিকদের মতে, স্বর্ণমানের মধ্যে মুদ্রাসঙ্কোচের একটি সুনির্দিষ্ট প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ স্বরূপ যে যুক্তি দেওয়া হয় তাহা হইল নিম্নরূপ :

(১) যে দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইতেছে, উহাকে স্বর্ণের বহির্গমন ঠেকাইবার জন্য, অর্থাৎ ভারসাম্যাভাবের অবস্থা হইতে পরিত্রাণের জন্য, কর্জের পরিমাণ কমাইতে হইবে। দামস্তর কমাইতে হইবে। যে দেশের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী হইবে সে দেশের পক্ষে, স্বর্ণ আমদানী ঠেকাইবার জন্য কর্জের সম্প্রসারণ করিবার কোন তাড়াহুড়া নাই। কারণ স্বর্ণ আমদানী দ্বারা যে ভারসাম্যাভাব (disequilibrium) সৃষ্টি হয় উহা দীর্ঘকালীন দিক হইতে আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইলেও, আপাততঃ দেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। অধিকন্তু, বেশী স্বর্ণ হাতে আসিলে উহার দ্বারা স্বর্ণ রিজার্ভ গড়িয়া তুলা যায়। সুতরাং স্বর্ণগ্রহণকারী দেশের পক্ষে স্বর্ণমানের নিয়ম পালনের কোন তাড়াহুড়া নাই, কিন্তু স্বর্ণ প্রদানকারী দেশের পক্ষে তাড়াহুড়া আছে—দামস্তরের পতন ঘটিলে স্বর্ণ হারানো হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে।

(২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের যে পদ্ধতিগুলি আছে উহা দামস্তর বৃদ্ধি প্রতিরোধের কাজে যত দ্রুত কার্য্যকরী হয়, দামস্তর হ্রাস সংশোধনের কার্য্যে ততটা দ্রুত কার্য্যকরী হয় না। পুনর্বাট্টার হার বাড়াইয়া দিয়া, খোলাবাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া এবং নগদ রিজার্ভের পরিমাণ বাড়াইবার আদেশ দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অহেতুক কর্জ সম্প্রসারণের চাপ অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যেই লাঘব করিতে পারেন; কিন্তু ইহার বিপরীত নীতি গ্রহণ করিয়া—পুণর্বাট্টার হার কমাইয়া দিয়া, খোলাবাজারে সিকিউরিটি ক্রয় করিয়া এবং নগদ রিজার্ভ-এর পরিমাণ কমাইয়া দিয়া—কর্জ সঙ্কোচনের প্রবণতা ততটা সহজে দূর করিতে পারেন না। মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এ ঘাটতি হইয়া একবার মন্দা সৃষ্টি হইলে উহা দীর্ঘকাল চলিতে থাকে। নিছক মুদ্রাসংক্রান্ত নীতি প্রয়োগের দ্বারা উহা কাটাইয়া উঠা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ হয়।

Q 8. "The gold standard is in an important sense a managed form of currency." Discuss.

Ans. যখন স্বর্ণ ধাতু দ্বারা আভ্যন্তরীণ মুদ্রা নির্মিত হইত, দেশের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় ও লেনদেনের কাজে স্বর্ণমুদ্রাই হাতে হাতে ঘুরিত, বাহিরে স্বর্ণ চালান হইয়া যাইবার অর্থ হইত স্বর্ণ-মুদ্রা চালান হইয়া যাওয়া এবং বাহির হইতে দেশের মধ্যে স্বর্ণ প্রবেশের অর্থ হইত স্বর্ণমুদ্রার প্রবেশ—তখন স্বর্ণমান আপনার ভারেই আপনি চলিত, উহার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের দামস্তরে পরিবর্তন হইয়া মূল্য-প্রদান ব্যালান্স-এ সমতা ফিরিয়া আসিত এবং দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার বজায় থাকিত।

কিন্তু স্বর্ণমান যদি স্বর্ণমুদ্রামানের আকারে না থাকে, স্বর্ণধাতু পিণ্ডমান (gold bullion standard) বা স্বর্ণ বিনিময়মান (gold exchange standard) প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে স্বর্ণমানের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালু থাকিতে পারে না। এক্ষেত্রে দেশের মুদ্রা বলিতে স্বর্ণমুদ্রা বুঝাইবে না, কাগজী মুদ্রা বুঝাইবে; মূল্য-প্রদান ব্যালান্স-এ ঘাটতি হইলে কাগজী মুদ্রা বাহিরে চালান যাইবে না। কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিবর্তন করা হইবে এবং ঐ স্বর্ণ বিদেশে পাঠানো হইবে। স্বর্ণমুদ্রার আকারে যদি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে পরিবর্তন (conversion)-এর কোন্ প্রশ্নই উঠে না। কারণ মুদ্রা স্বয়ংই স্বর্ণ। কিন্তু আভ্যন্তরীণ মুদ্রা হিসাবে যদি স্বর্ণমুদ্রা না

থাকে, কাগজীমুদ্রা থাকে, তাহা হইলে মুদ্রা স্বয়ং স্বর্ণ নহে। মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাগজীমুদ্রার পক্ষে স্বর্ণে রূপান্তরিত হওয়া আপনা আপনি ঘটে না। উহা ঘটাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে মুদ্রা কর্তৃপক্ষকে বিস্তারিত আয়োজন রাখিতে হয়।

ইহা অপেক্ষা আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, স্বর্ণ রিজার্ভ-এর প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করা। দেশে যখন স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে অথচ স্বর্ণমুদ্রা থাকে না কাগজী মুদ্রা থাকে, তখন স্পষ্টই বুঝা যায় যে স্বর্ণরূপ মূল্যবান ধাতুর সাশ্রয় করিয়া স্বর্ণমান-এর উপকার পাইবার জন্য উহা করা হয়। স্বর্ণ-ধাতুর সাশ্রয়ের দিকটি এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই সাশ্রয় করিবার উদ্দেশ্যে যত টাকার নোট দেশে ছাপিয়া ছাড়া হয়, ততটাকার অর্থাৎ সম-মূল্যের স্বর্ণ মুদ্রা-কর্তৃপক্ষ নিজেদের কাছে রাখিয়া দেন না, উহার একটি অংশ-মাত্র নোটের পিছনে রিজার্ভ রূপে রাখিয়া দেন। নোটের বদলে কতটাকার স্বর্ণ লোকের পক্ষে চাওয়া সম্ভব তাহার একটা অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া নোটের পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবার নিয়ম রচিত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের ভিত্তিতে এই অনুমান করা হয়। মূলতঃ, বৈদেশিক বাণিজ্যের দায় মিটাইবার জন্যই লোকে কাগজী নোটের বদলে স্বর্ণ চাহিয়া থাকে ; অন্য কারণেও চাহিতে পারে, তবে উহা খুব বেশী নহে। বিশেষ করিয়া প্রায় সকল দেশেই নিয়ম ছিল যে টাকার বদলে স্বর্ণ দেওয়া হইবে বটে তবে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কম স্বর্ণ এইভাবে বিক্রয় করা হইবে না। এই সব বিবেচনা করিয়া যত কোটি টাকার নোট ছাপা হয় তাহার একটি নির্দিষ্ট অংশ স্বর্ণ-রিজার্ভ রাখা হয়। সুতরাং স্বর্ণ যদি রিজার্ভ হইতে বাহির হইয়া যায় তাহা হইলে টাকার পরিমাণ আপনা-আপনি কমিয়া যায় না (স্বর্ণমুদ্রা থাকিলে যাহা হইত), উহা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কমাইতে হইবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ স্বর্ণ দেশের মধ্যে আসিলে, উহাকে স্বর্ণ রিজার্ভেযুক্ত করাইতে হইবে এবং উহার ভিত্তিতে নোটের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। এ সবই আপনা আপনি হইবে না, সুনির্দিষ্ট এবং সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা করাইতে হইবে। মুদ্রাকর্তৃপক্ষকে সক্রিয় ভাবে স্বর্ণমানের মূলনীতি প্রয়োগ করিতে হইবে।

কিন্তু ইহাও ততটা গুরুত্বপূর্ণ নহে। ইহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ হইল বর্ত্তমানে সকল দেশেই ব্যাঙ্ক-মুদ্রার (bank money) প্রাধান্য। দেশের

সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহ প্রতিবৎসর ব্যবসা বাণিজ্যের জগতকে কোটি কোটি টাকার ঋণ দেয়। এই ঋণ তাহারা নগদ টাকার দ্বারা প্রদান করে না, ঋণ গ্রহীতাদের যেন ব্যাঙ্কের নিকট আমানত আছে খাতায় পত্রে এইরূপ দেখাইয়া দেয়। ঋণগ্রহীতা তাহার তথাকথিত আমানতের উপর চেক কাটিয়া তাহার প্রাপককে যে কোন বস্তুর মূল্য প্রদান করে। এই সকল চেক-এর প্রাপকগণ চেকগুলি নিজ নিজ ব্যাঙ্ক-এ যথার্থ উপার্জনরূপে জমা করিয়া দেয়। ইহাতে দেশের যথার্থ আমানত বাড়ে, লোকের হাতে টাকা বাড়ে। ব্যাঙ্ক-এর আমানত চেকরূপে টাকার কাজ করে। অথচ উহা ধাতু মুদ্রাও নহে, কাগজের মুদ্রাও নহে। ইহাকে ব্যাঙ্ক মুদ্রা বলে। তবে এই ব্যাঙ্কমুদ্রার পিছনে উহার মোট মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ যথার্থ মুদ্রার আকারে—কাগজের নোট—রিজার্ভ রাখিয়া দেওয়া হয়, ঠিক যেরূপ কাগজী নোটের পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ থাকে।

স্বর্ণের সহিত কাগজী নোটের মধ্য দিয়া ব্যাঙ্কমুদ্রার সংযোগ থাকিলেও এই সংযোগ প্রত্যক্ষ নহে ; দেশের বাহিরে স্বর্ণ চলিয়া গেলেই যে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক-ঋণ কমিয়া যাইবে বা দেশের মধ্যে স্বর্ণ আসিলে যে অবিলম্বে ব্যাঙ্ক-ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। স্বর্ণ চলাচলের সহিত ব্যাঙ্ক-ঋণকে, অর্থাৎ দেশের মোট মুদ্রার পরিমাণকে, ইচ্ছাকৃতভাবে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। যখন দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইবে, তখন একমাত্র দামস্তর কমাইয়া উহার স্থায়ী প্রতিকার করা সম্ভব। উহার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সক্রিয়ভাবে মুদ্রানীতি প্রয়োগ করিয়া দেশের ব্যাঙ্ক মুদ্রা—ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত ঋণ—কমাইয়া দিতে হইবে। অপর পক্ষে, যখন বিদেশ হইতে দেশের মধ্যে স্বর্ণ আসিবে তখন একমাত্র দামস্তর বাড়াইয়া উহার স্থায়ী প্রতিকার সম্ভব ; উহার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে বিপরীত মুদ্রানীতি প্রয়োগ করিয়া দেশের ব্যাঙ্কঋণ বাড়াইতে উৎসাহ দিতে হইবে।

আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। স্বর্ণমানের ক্ষেত্রে একদেশ হইতে অপরদেশে স্বর্ণ চলাচল করিবে এই ব্যবস্থা বজায় রাখিতে হয়। উহাতে অনুমতি দিতে হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দুইটি স্বর্ণমান বিশিষ্ট দেশের মধ্যে প্রত্যহ স্বর্ণ চলাচল করে না ; একদেশ হইতে আর এক দেশে অর্থ পাঠাইতে হইলে নির্দিষ্ট বিনিময় হারে ব্যাঙ্ক-এর ড্রাফট কিনিয়া খাতক দেশ হইতে প্রাপক দেশে পাঠানো হয়। কিন্তু প্রাপক দেশের মুদ্রার চাহিদা যদি এত বেশী বাড়িয়া যায় যে নির্দিষ্ট বিনিময় হার আর বজায় রাখা

যাইতেছে না, তখন স্বর্ণ চালান দিয়া দেনা মিটাইয়া নির্দিষ্ট বিনিময়-হার বজায় রাখা হয়। কিন্তু স্বর্ণ কতদিন বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকিবে তাহা নির্ভর করে দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তর ও উৎপাদন খরচার উপর। উহা কমিলে তবেই স্বর্ণ রপ্তানী থামিবে। কিন্তু উহা কমা সময় সাপেক্ষ। ব্যাঙ্ক ঋণ কমাইবার নীতি প্রয়োগ করিলেও উহা ফলপ্রদ হওয়া সময় সাপেক্ষ। ইতিমধ্যে ক্রমাগত স্বর্ণ বাহির হইয়া গেলে দেশটি দেউলিয়া হইবার পথে দৌড়াইবে এবং যত সময় যাইবে এই দৌড়ানোর গতি তত বাড়িবে। সুতরাং আধুনিক জটিল অর্থনীতিতে, স্বর্ণমান-এর স্বার্থেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে বেশীদিন স্বর্ণ রপ্তানী না চলে। অর্থাৎ মুদ্রার পরিমাণ সম্পর্কেও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে আবার স্বর্ণ চলাচল সম্পর্কেও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আধুনিক অর্থনীতিতে সেই কারণে স্বর্ণমান সক্রিয় ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল।

Q 9. Discuss the causes that contributed to the downfall of the post-war gold standard.

Ans ১৯২৫ সালে গ্রেট ব্রিটেন স্বর্ণমান পুনরুদ্ধার করে কিন্তু ১৯৩১ সলেই উহা স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহার কিছুকাল পূর্বেই অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়াছিল এবং গ্রেট ব্রিটেন উহা পরিত্যাগ করিবার কিছুকাল পরেই জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, পর্তুগাল, গ্রীস, নরওয়ে, ও সুইডেন স্বর্ণমান হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়। অবশেষে ১৯৩৩ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ডলারকে স্বর্ণে পরিবর্তন করিবার ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হইলে স্বর্ণমানের চূড়ান্তভাবে অবসান ঘটে। ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল যাবৎ স্বর্ণমান বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে নির্দিষ্ট বিনিময়হার এবং বিভিন্ন দেশের দামস্তরের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখিয়াছিল; কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পুনরুদ্ধার হইয়া অত্যল্পকাল চালু থাকিবার পরেই উহা যে ভাঙ্গিয়া যায় তাহার কতিপয় কারণ সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং টাকার বাজারের দিক হইতে ইউরোপের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দেশ ছিল ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। ১৯২৫ সালে ইংলণ্ড যখন স্বর্ণমান পুনর্গ্রহণ করিল তখন উহা, আত্মম্ভরিতার জন্যই হউক বা মুদ্রাব্যবস্থার উপর একটি স্বাভাবিকতার ছাপ দিবার জন্যই হউক, যুদ্ধ-

পূর্বেকার বিনিময়হারেই স্বর্ণমান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিল। কিন্তু উহার আভ্যন্তরীণ দামস্তর যুদ্ধ পূর্বকালের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশী হইয়াছিল। অর্থাৎ ১ পাউণ্ড যখন ৪'৮৬৬ ডলার বলিয়া ঘোষণা করা হইল তখন আসলে পাউণ্ডের দাম উহা অপেক্ষা ২০ শতাংশ কম। পাউণ্ডকে কৃত্রিম ভাবে যে বেশী মূল্য আরোপ করিয়া রাখা—ইহাকে বলে অতিমূল্যায়ন (over valuation)—হইল উহাতে ইংলণ্ডের অর্থনীতিতে ভিতরে ভিতরে একটি অস্থিরতা জীয়াইয়া রাখা হইল; উহাতে রপ্তানী সামগ্রীর দাম কৃত্রিমভাবে চড়াইয়া রাখা হইল,—দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইবার কারণ সৃষ্টি করা হইল। ফ্রান্স করিল ঠিক ইহার বিপরীত। অবশ্য ফ্রান্স প্রাকযুদ্ধকালীন বিনিময়হারে ফিরিয়া গেল না, ইতিমধ্যে উহার দামস্তর ৫ গুণ বাড়িয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্স নূতন যে বিনিময়-হার গ্রহণ করিল উহাতে তাহার ফ্রাঙ্কের দাম আভ্যন্তরীণ ভিত্তিতে যাহা উচিত তাহা অপেক্ষা শতকরা ১০ ভাগ কম ধার্য্য করিল। ফ্রাঙ্ককে কৃত্রিম ভাবে কম মূল্য আরোপ করা—ইহাকে বলা হয় উণমূল্যায়ন (under valuation)—হইবার দরুণ ফ্রান্সের রপ্তানী বাণিজ্য কিছুটা কৃত্রিম ভাবেই উৎসাহিত থাকিল; ফ্রান্সে স্বর্ণ আমদানী হইবার একটা প্রবণতা থাকিল।

দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রাকর্তৃপক্ষ স্বর্ণমান-এর উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য একাগ্রচিত্তে তৎপর থাকিতে পারে নাই। তাহারা সকলেই বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা চাহিত কিন্তু এই স্থিতিশীলতা বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজন ছিল অন্যান্য সকল উদ্দেশ্যই বিসর্জ্জন দিয়া শুধু উহার জন্যই চেষ্টিত থাকা। আরও প্রয়োজন ছিল যে সকল দেশই একই সঙ্গে তালে তালে চলিবে কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালের বিশৃঙ্খলার দরুণ অনেক দেশই জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থ বিসর্জন দিয়া পদে পদে আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতির সাহত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে ঠিক প্রস্তুত হইতে পারিতেছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বৃটেনে আভ্যন্তরীন দামকেই সর্বপ্রচেষ্টায় স্থিতিশীল রাখা হউক, এই দাবী অর্থনীতিবিদ এবং শিল্পপতিদের মধ্যে বেশ ব্যাপকভাবেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আমেরিকাতেও প্রভাবশালী মহলে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে বিনিময় হারের স্থিতিশীলতার পরিবর্তে আভ্যন্তরীণ দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই মুদ্রাকর্তৃপক্ষের প্রধান কর্তব্য। এই দ্বিধাবিভক্ত জাতীয় মন এবং মুদ্রাকর্তৃপক্ষের তজ্জনিত দ্বিধাগ্রস্ততা স্বর্ণমানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের অন্তরায় ছিল।

তৃতীয়তঃ, স্বর্ণমানে আসল করণীয় হইল বিনিময়হারের স্থায়িত্ব বজায় রাখা। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালের জটিল পরিস্থিতিতে বিনিময়হার বজায় রাখিবার কাজ অনেক দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের দামস্তর ও উৎপাদন খরচার মধ্যে সমন্বয় সাধিত না হইলে, অর্থাৎ অল্পকালের মধ্যেই স্বর্ণ চলাচলের গতি ঘুরিয়া না গেলে, বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা কঠিন। স্বর্ণ চলাচলের গতি ঘুরাইবার জন্য দামস্তরের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন, কিন্তু ঐ সময়ে উহা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উহার একটি কারণ হইল যে দামস্তরের পার্থক্য ছিল খুব বেশী। ব্রিটেনের পাউণ্ডের অতিমূল্যায়ন এবং ফ্রান্সের ফ্রাঙ্কের উণমূল্যায়ন-এর মধ্যেই কত না ফাঁক ছিল। আর একটি কারণ হইল যে চেষ্টা করিয়াও এক দেশের দামস্তরকে আর এক দেশের দামস্তরের সহিত খাপ খাওয়ানো সম্ভব হইতেছিল না। উৎপাদন ব্যয় না কমাইলে পণ্যের দাম কমানো যায় না, শ্রমিক সম্মিলিত ভাবে মজুরী হ্রাস প্রতিরোধ করিলে উৎপাদন ব্যয় কমানো প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। ব্রিটেনে ১৯২৬ সালের সাধারণ ধর্মঘট এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

চতুর্থতঃ, বিজিত দেশসমূহের উপর বিজয়ী দেশগুলি ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়ায় এবং যুদ্ধের সময়ে যাহারা ঋণ লইয়াছিল তাহাদের উপর প্রাপক দেশগুলি ঋণ পরিশোধের চাপ দেওয়ায় সাধারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের বাহিরেও প্রচুর অর্থ ও সামগ্রীর লেনদেন সুরু হইয়াছিল। ইহাতে স্বর্ণমান বজায় রাখার স্বাভাবিক কার্য্য আরও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল।

পঞ্চমতঃ, প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রায় প্রত্যেক জাতিই সংরক্ষণমূলক আমদানী শুল্ক ধার্য্য করিতে শুরু করিয়াছিল। প্রত্যেকেই যদি শিল্প সংরক্ষণের জন্য চেষ্টিত হয় তাহা হইলে কোনও দেশই রপ্তানী বাড়াইয়া মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এর অসমতা দূর করিতে পারে না। যখন দেশ স্বর্ণ হারাইতেছে তখন ঐ দেশ দামস্তর কমাইয়া রপ্তানী বাড়াইবে ইহাই নিয়ম, কিন্তু অপরে নিজেদের আমদানী শুল্ক বাড়াইয়া আমদানীতে বাধা দিলে ঐ দেশ তাহার রপ্তানী বাড়াইতে পারিবে না।

ষষ্ঠতঃ, যাহারা স্বল্প মেয়াদী অর্থ বিনিয়োগ করে তাহারা যে-দেশে সুদ বেশী সেদেশে টাকা চালান দেয় এবং যে দেশে সুদ কম সে দেশ হইতে টাকা তুলিয়া লয়। সুতরাং একটুখানি সুদ বাড়াইলে বিদেশের টাকা দেশে

প্রবেশ করে বলিয়া বিনিময় হার শক্তিশালী হয়। কিন্তু আলোচ্য সময়ে এই অল্পকালীন বিনিয়োগযোগ্য টাকার উপর সুদের প্রভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। উহা ফাটকানীতি ও রাজনৈতিক আশঙ্কার দ্বারাই বেশী প্রভাবিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সপ্তমতঃ, শেষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বর্ণমানের মূল নিয়মগুলি পালন করিল না। যে দেশ স্বর্ণ হারাইতে লাগিল, সে স্বর্ণ রিজার্ভ কমাইল কিন্তু দামস্তরের উপর উহার ফলাফল ঘটিতে বাধা দিল, এবং যে দেশ স্বর্ণ পাইল সে স্বর্ণ রিজার্ভ বাড়াইল কিন্তু মুদ্রার পরিমাণে ও দামস্তরের উপর ফলাফল ঘটিতে দিলনা, যথা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স।

Q. 10. Distinguish between convertible and inconvertible paper notes. What are the broad principles for issuing paper money ?

Ans. আধুনিক যুগে সকল দেশেই কাগজের মুদ্রা প্রচারিত হয়। মানমুদ্রা (standard money)—অর্থাৎ যে মুদ্রার অনুপাতে অন্যসকল মুদ্রার মূল্য নির্দ্ধারিত থাকে—ধাতুর দ্বারা নির্মিত হয় কিন্তু মানমুদ্রার গুণক রূপে যে সকল মুদ্রা প্রচারিত হয় তাহা কাগজের দ্বারা নির্মিত নোট। আমাদের দেশে অবশ্য মানমুদ্রাও,—এক টাকা—কাগজের দ্বারা নির্মিত। মানমুদ্রা সরকারের দ্বারা প্রচারিত কিন্তু কাগজী মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রচারিত।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি ধরণের কাগজী মুদ্রা প্রচার করিবে তাহা সরকারের দ্বারা নির্দ্ধারিত থাকে। কখনও কখনও কাগজী মুদ্রার বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মানমুদ্রা প্রদান করিতে বাধ্য থাকে, এই বাধ্যবাধকতা নোটের উপরেই স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। যতমূল্যের কাগজী নোট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থাপিত করা হইবে, ততগুলি মানমুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহার বিনিময়ে প্রদান করিবে। কাগজের নোটকে মানমুদ্রায় পরিণত করিয়া দিবার বাধ্যবাধকতা যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা স্বীকৃত থাকে তখন ঐ কাগজা নোটকে "পরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা" (convertible paper money) বলা হয়। কখনও কখনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজের নোটকে মানমুদ্রায় রূপান্তরিত করিয়া দিবার কোন বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে না—এরূপ কোন দায়িত্বও তাহার উপর আইনের দ্বারা আরোপ করা হয় না। এই

ধরণের কাগজী মুদ্রাকে অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা" (inconvertible paper money) বলা হয়।

কাগজী মুদ্রা প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বর্ণ বা রৌপ্যরূপ মূল্যবান ধাতুর সাশ্রয় করা। সেই কারণে, কাগজী নোট প্রচার করিলেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে উহার দরুণ মূল্যবান ধাতু রিজার্ভে রাখিত হইত। বর্তমানে কাগজী নোট প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য যে মূল্যবান ধাতুর সাশ্রয় করা তাহাই নহে, প্রধান উদ্দেশ্য মুদ্রাব্যবস্থায় স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) এবং সুব্যবস্থাপনা সৃষ্টি। তাহা হইলেও, কাগজীমুদ্রার পিছনে রিজার্ভ রাখিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে—অবশ্য শুধু মূল্যবান ধাতুতেই নহে, মূল্যবান সিকিউরিটিতেও এখন রিজার্ভ রাখা হয়। কিন্তু রিজার্ভ রাখা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ দুইপ্রকারের নীতি প্রদান করিয়া থাকেন। একটি হইল "মুদ্রাপ্রচলন নীতি" (Currency principle), অপরটি হইল "ব্যাঙ্কব্যবসায়গত নীতি" (Banking principle)।

মুদ্রাপ্রচলন নীতিতে বলা হয় যে কাগজী নোট শুধু মাত্র স্বর্ণের সাশ্রয়ের জন্য প্রচার করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ কাগজের নোট স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তক (substitute) ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং কাগজী মুদ্রা ছাড়িলে, প্রতিটি কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন; অতএব যতমূল্যের কাগজী মুদ্রা ছাপা হইবে তত মূল্যের স্বর্ণ উহার জন্য রিজার্ভ-এ রাখিতে হইবে। স্বর্ণ যদি কম থাকে, নোটের পরিমাণও কম থাকিতে হইবে এবং স্বর্ণের ষ্টক বাড়াইতে পারিলে তবেই নোটের পরিমাণ বাড়ানো যাইবে।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়গত নীতিতে কিন্তু যতমূল্যের নোট ছাপা হয় ঠিক তত মূল্যের স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন নাই বলা হয়। কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণের পরিবর্তক রূপে গণ্য করিলেও যাহারাই কাগজী নোট পায় তাহারাই উহাকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় না। কাগজী নোটের বিনিময়ে বেচাকেনা করা সহজ, সকলেই উহা গ্রহণ করিলে কাহারও কাজ আটকায় না। কিন্তু কখনও কখনও কাহারও হয়তো স্বর্ণ লইবার প্রয়োজন হইতে পারে, সে তখন কাগজের নোটকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া লইবার জন্য আসিবে। ঐ উদ্দেশ্যে কিছু স্বর্ণ জমাইয়া রাখিলেই কাজ চলিয়া যাইবে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়গত নীতি অনুযায়ী, যত মূল্যের কাগজী

নোট ছাপা হয় তাহার একটি অংশমাত্র স্বর্ণ-রিজার্ভ-এর-আকারে রাখিয়া দিলেই চলিবে।

মুদ্রাপ্রচলন নীতির সুবিধা হইল যে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ নিজেদের খেয়াল খুশীমত নোটের পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে পারেন না ; আর একটি সুবিধা হইল যে কাগজী মুদ্রার উপর জন সাধারণের পরিপূর্ণ আস্থা বজায় থাকে। কিন্তু ইহার প্রধান অসুবিধা হইল যে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সহিত মুদ্রাব পরিমাণ বাড়াইবার প্রয়োজন হইলেও উহা করা যাইবে না। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে ব্যাঙ্কব্যবসায় গত নীতি অধিকতর সুবিধাজনক, স্বর্ণ না পাইলেও প্রয়োজনমত কিছুটা কাগজীমুদ্রা বেশী করিয়া প্রচার করা যায়। ইহাতে মুদ্রা ব্যবস্থাকে কিছু পরিমাণে সঙ্কোচ প্রচারক্ষম করা যায়। কিন্তু ইহার বিপদ হইলে, যে অসতর্কতাহেতু, বেশী নোট হয়তো ছাপা হইয়া যাইতে পারে ; দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজন ঠিক অনুধাবন করিতে না পারিলেই এরূপ ঘটিয়া যাইবে।

Q 11. Discuss the different methods for the regulation of note issue. Which of them do you prefer and why ?

Ans. নোট ছাপাইয়া প্রচাব করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যতম কার্য্য। কিন্তু কাগজের নোট মূলতঃ একধরণের কর্জপত্র। ইহার পিছনে জনসাধারণের আস্থা একটি আবশ্যিক বিষয়। জনসাধারণ ইহাকে একটি মূল্যবান বস্তু বলিয়া মনে করিলে বিনা দ্বিধায় ইহার আদান প্রদান করিবে। এই কারণে, কাগজী নোট প্রচারের পিছনে, মূল্যবান বস্তু রিজার্ভ রাখিবার পদ্ধতি সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ঠিক এই কারণেই রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর প্রচারিত নোট এখন কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিশ্চয়তাপ্রদত্ত থাকে (guaranteed) ; ইহা ছাড়াও আইনের দ্বারা উহা "বিহিত মুদ্রা" (legal tender) বলিয়া ঘোষিত হয়। তথাপি এখনও নোটের পিছনে মূল্যবান বস্তু রিজার্ভ রাখিবার প্রথা চালু আছে। কি বস্তু কতখানি রিজার্ভ রাখা হইবে এ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম অনুসৃত হইয়া থাকে। রিজার্ভ সংক্রান্ত এই নিয়মগুলিকে নোটপ্রচার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি বলা হইয়া থাকে। এই পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ :

(১) স্থির ফিডিউশিয়ারীপদ্ধতি—(Fixed fiduciary system) প্রচারিত নোটের যে অংশের পিছনে স্বর্ণ-রিজার্ভ থাকে না, কিন্তু সিকিউরিটি রিজার্ভ থাকে উহাকে নোটের ফিডিউশিয়ারী অংশ বলে। স্থির ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতিতে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বর্ণ রিজার্ভ না রাখিয়া কতখানি নোট প্রচার করিতে পারে তাহা আইনের দ্বারা স্থির করিয়া দেওয়া হয়। এই নির্দ্ধারিত মূল্যের নোটের পিছনে স্বর্ণ রাখিবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু পুরাপুরি অর্থাৎ সমমূল্যের সিকিউরিটি রিজার্ভ রাখা হয়। সরকারী ঋণপত্র হইল এইরূপ সিকিউরিটি। কিন্তু এইরূপ সিকিউরিটি হাতে রাখিয়া যত মূল্যের নোট ছাপিবার অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে, উহার বেশীও নোট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছাপিতে পারে, কিন্তু এই বাড়তি নোটের পিছনে ঠিক সমপরিমাণ স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে স্বর্ণের একটি নির্দ্দিষ্ট মূল্য স্থির করিয়া দেওয়া হয়। ইংলণ্ড এ এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল ১৮৪৪ সালে; পরে আইনের সংশোধন করিয়া ফিডিউশিয়ারী অংশ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল।

এই পদ্ধতিতে একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলেই, সমমূল্যের স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে হয় বলিয়া ইহাতে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা কম। কিন্তু ইহার অসুবিধা হইল যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী, মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইতে পারা যায় না; স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে পারিলে, তবেই মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানো যায়। সুতরাং সম্প্রসারণশীল ব্যবসা বাণিজ্যের সময়ে টাকায় টান পড়িতে পারে।

(২) উর্দ্ধতম ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতি (Maximum Fiduciary system)—এই পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যত মূল্যের নোট প্রচার করিতে পারে তাহার উর্ধতম সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই নোটের পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ না রাখিয়া সিকিউরিটি রিজার্ভ রাখা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলেই এই উর্ধতম সীমা ছাড়াইয়া নোট প্রচার করিতে পারিবে না,—স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিয়াও নহে। তবে প্রয়োজনবোধে সরকার আইনের সংশোধন করিয়া এই উর্ধতম সীমা বাড়াইয়া দিতে পারেন। ১৯২৮ সাল অবধি ফ্রান্সে নোট প্রচারের এই পদ্ধতি অনুসৃত ছিল।

এই পদ্ধতিতে ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে যতটা প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা একটু বেশী করিয়া উর্ধতম সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই সীমা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোটের পরিমাণ বাড়াইতে পারে, কতখানি বাড়াইবে সে সম্পর্কে

নিজের বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করিতে পারে। ইহাতে নিষ্প্রয়োজনে দামী স্বর্ণ আটকাইয়া থাকিবে না। তবে উর্ধ্বতম ফিডিউশিয়ারীর পরিমাণ কি হওয়া উচিত এবং কখন আইনের সংশোধন করিয়া ঐ সীমা আরও বাড়াইয়া দেওয়া উচিত, এই সিদ্ধান্ত করিতে ভুল হইলে ক্ষতি হইবে।

(৩) **আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতি** (Proportional Reserve System)—এই পদ্ধতিতে স্বর্ণের সহিত মোট প্রচারিত কাগজী নোটের মূল্যের একটি আনুপাতিক সম্পর্ক নির্ধারিত থাকে। অর্থাৎ যত মূল্যের নোট ছাপা হয়, তাহার একটি নির্দিষ্ট অংশ স্বর্ণের আকারে রিজার্ভ রাখিয়া দেওয়া হয়। সাধারণতঃ, এই অংশ হয়, ২৫ হইতে ৪০ শতাংশ।

এই পদ্ধতির সুবিধা হইল যে যতই নোট ছাপা হউক না কেন উহার একটি নির্দিষ্ট অংশ স্বর্ণের আকারে রিজার্ভ রাখিতে হয় বলিয়া খুশীমত নোট ছাপাইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটানো সম্ভব হয় না। অথচ প্রয়োজনের সময়ে মুদ্রার পরিমাণ কিছুটা বাড়ানো যায়, ঠিক যতখানি স্বর্ণ পাওয়া যাইবে, ততখানিই নোট ছাপানো যাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে উহার অসুবিধা হইল যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ঠিক আইনমাফিক রিজার্ভই রাখে তাহা হইলে কখনও কখনও রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজনই ব্যর্থ হয়। যেমন, **রবার্টসন** দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে কোন পৌরকর্তৃপক্ষ যদি নির্দেশ দেয় যে ষ্টেশনে অন্ততঃ একটি ঘোড়ার গাড়ী সব সময়ে থাকিতেই হইবে, তাহা হইলে যে উদ্দেশ্যে এই নিয়ম করা হইবে তাহা ব্যর্থ হইবে। তাহা ছাড়া, আর একটি অসুবিধা হইল, যে রিজার্ভ ক্ষয়ের অনুপাতে মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে অনেক বেশী; যথা, ১০০ টাকার স্বর্ণ রিজার্ভ হইতে বাহির হইয়া গেলে হয়তো ৪০০ টাকার কাগজী নোট বাতিল করিতে হইবে (যদি আনুপাতিক রিজার্ভ এর নিয়ম হয় ২৫ শতাংশ)

(8) **বিনিময় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি** (Exchange Management System)—এই পদ্ধতি আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতির একটি সংশোধিত রূপ। এই ব্যবস্থায় মোট নোটের মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ বৈদেশিক মুদ্রার আকারে রিজার্ভ রাখা হয়। স্বর্ণের বিকল্প বা উপরি বা উভয়রূপেই (যেমন ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থায়) বৈদেশিক মুদ্রাকে রিজার্ভ হিসাবে রাখিবার ব্যবস্থা থাকিতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রা বা বৈদেশিক সিকিউরিটি রাখিয়া দেওয়া হয়।

এই ব্যবস্থার সুবিধা হইল যে ইহা স্বর্ণের দিক হইতে ব্যয় সঙ্কোচমূলক—স্বর্ণের পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রা বা সিকিউরিটি রাখা হয়। আর একটি সুবিধা হইল যে আজকাল আন্তর্জাতিক দেনাপাওনা মিটাইবার জন্য স্বর্ণ না পাঠাইয়া সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরিত হয়। সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ-এ থাকিলে উহা যুগোপযুগী ও বাস্তবধর্মী হয়। কিন্তু অসুবিধা হইল, বিদেশী মুদ্রার উপর নির্ভর করিতে হয়। দেখিতেও, দেশের মুদ্রা ব্যবস্থাকে বিদেশী মুদ্রার লেজুড় বলিয়া মনে হয়।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে রিজার্ভ রাখা সম্পর্কে সাধারণ যে সকল পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে এগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে একাধিক দোষ ও গুণের সমন্বয় আছে। প্রধান বিবেচ্য হইল নোটের পিছনে রিজার্ভ রাখিবার উদ্দেশ্য এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিচার বিবেচনা প্রয়োগের অবকাশ।

নোটের পিছনে রিজার্ভ রাখিবার উদ্দেশ্য, এক সময় ছিল, জনগণের আস্থা বজায় রাখা। এখন নোট ব্যবহার অভ্যাস ও আইনের প্রশ্ন, আস্থার প্রশ্ন এখন আর নাই। নোটের পরিবর্তে মূল্যবান ধাতু পাওয়া যাইবে কিনা, না পাওয়া যাইলে উহা গ্রহণ করা উচিত হইবে কিনা, এ জাতীয় প্রশ্ন এখন আর জনসাধারণের মনে উত্থিত হয় না।

তবে আর এক অর্থে, মুদ্রার উপর জনসাধারণের আস্থা বজায় রাখা প্রয়োজন। জিনিষ পত্রের দাম যদি খুব বাড়িয়া যায়, মুদ্রার দাম তখন কমিতে থাকে এবং মুদ্রার উপর লোকে আস্থা হারাইয়া ফেলে। সুতরাং চরম মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে নোট প্রচারের একটি সীমা নির্দিষ্ট থাকা উচিত। অথচ এই সীমার মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে যথেষ্ট বিচার বিবেচনা প্রয়োগের অবকাশ দিতে হইবে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে, "ঊর্ধ্বতম ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতিই" সর্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে স্বর্ণ ব্যতিরেকে কতটা নোট ছাড়া যায় তাহার সর্বোচ্চ সীমা আইনে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই সীমার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের বিচারবিবেচনা প্রয়োগ করিতে পারে।

Q. 12. Should paper money be backed by (i) Gold reserve or (ii) Foreign exchange rsserve ?

Ans. **স্বর্ণ রিজার্ভ-এর প্রয়োজনীয়তা**—কাগজী মুদ্রার পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ রাখা প্রয়োজন কিনা সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ নূতন করিয়া

চিন্তা করিতে সুরু করিয়াছেন। কাগজী নোট যখন প্রথম প্রচার হইতে সুরু হইয়াছিল তখন ইহা ছিল নগদ মুদ্রার প্রতিভূ স্বরূপ। নগদ মুদ্রা বলিতে মূল্যবান ধাতুমুদ্রা বুঝাইত। কাগজের নোট ব্যবহার করা হইত শুধুমাত্র ব্যবহারের সুবিধার জন্য, যথা অল্প কয়েকখানি কাগজে অনেকখানি মূল্য পরিশোধ করিতে পারা যাইত, দূরবর্তী স্থানে লইয়া যাইতে হইলে সহজেই লইয়া যাওয়া যাইত। তখন কাগজের নোট ব্যাঙ্কের ধাপ্পাবাজীমাত্র কিনা, উহা সত্য সত্যই নগদ মুদ্রার প্রতিভূ কিনা, তাহা যাচাই করা প্রয়োজন হইত। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নোট প্রচারক কর্তৃপক্ষকে মূল্যবান ধাতু অর্থাৎ স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে হইত। যখন স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন একটি নির্দিষ্ট হারে, নোটকে স্বর্ণে পরিণত করিতে এবং স্বর্ণকে নোটে পরিণত করিতে হয়। এক্ষেত্রেও নোটের পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন থাকে। কারণ হাতে স্বর্ণ না থাকিলে, স্বর্ণের আকারে নোটের মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব পালন করা যাইবে না। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোটের পরিবর্তে স্বর্ণ দিবার বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্ত। আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন নাই। সুতরাং নোটের পরিবর্তে কেহ স্বর্ণমুদ্রা চাহিতে পারে না। কাগজের নোট সরকারের দ্বারা নিশ্চয়তা প্রদত্ত এবং আইনের দ্বারা সকলেই ইহা গ্রহণে বাধ্য থাকে। সুতরাং যে মূল কারণে স্বর্ণ-রিজার্ভ রাখা হয় তাহা তিরোহিত হইয়াছে। ইহার একমাত্র যৌক্তিকতা হইল যে স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে বাধ্য হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খেয়ালখুশীমত বেশী করিয়া নোট ছাপাইতে পারিবে না। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং নোট প্রচার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, ইহার বুদ্ধি বিবেচনাকে বাঁধিয়া দিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বিদেশীদিগকে অর্থপ্রদানের জন্য স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণের প্রয়োজন আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন, কারণ একদেশের মুদ্রা অন্যদেশের লোকে গ্রহণ করে না, স্বর্ণ গ্রহণ করে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিদেশে প্রেরণের জন্য নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে প্রস্তুত থাকিবে এইরূপ ধারণা করা হয়। সেই উদ্দেশ্যে নোটের পিছনে কিছু স্বর্ণ রিজার্ভ থাকা উচিত বলিয়া যুক্তি দেওয়া হয়। এই যুক্তি যুদ্ধোত্তরযুগে তেমন আর জোরালো নহে। কারণ এখন সকল দেশেই বৈদেশিক মূল্য প্রদান করা হয়

বিনিময় ব্যাঙ্কের মারফৎ বৈদেশিক মুদ্রা প্রদানের দ্বারা—স্বর্ণ প্রদানের দ্বারা নহে।

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ—বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা আন্তর্জাতিক লেন-দেন করা হয় বলিয়া বৈদেশিক মুদ্রাকে মূল্যবান সম্পত্তিরূপে বিবেচনা করা হয়, বিশেষ করিয়া অপরাপর শিল্পোন্নত দেশের মুদ্রা। সেইজন্য কোনও কোনও দেশে কাগজী নোটের রিজার্ভ হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা রাখিবার ব্যবস্থা আছে। বৈদেশিক মুদ্রা বলিতে বৈদেশিক সিকিউরিটিও বুঝায়—সহজেই যে সিকিউরিটিকে সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রায় পরিণত করিতে পারা যাইবে। ভারতের কাগজী নোটের ক্ষেত্রে এইরূপ বৈদেশিক মুদ্রা রাখিবার ব্যবস্থা আছে।

কাগজী নোটের পিছনে বৈদেশিক মুদ্রা বা বৈদেশিক সিকিউরিটি জমা রাখিবার স্বপক্ষে বেশ কিছু যুক্তি আছে। যে দেশের মুদ্রা সহজলভ্য নহে, বেশ দামী বস্তু বলিয়াই গণ্য, সে দেশের মুদ্রা রিজার্ভ রাখিলে, স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবারই কাজ হয়। ইচ্ছামত মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয় না, মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা প্রতিরোধ করা যায়। এক বিষয়ে ইহা স্বর্ণ রিজার্ভ অপেক্ষাও শ্রেয়; রিজার্ভ-এ যে স্বর্ণ আটকাইয়া রাখা হয় তাহা হইতে কোন উপার্জন হয় না, কিন্তু বৈদেশিক সিকিউরিটি কিনিয়া রাখিলে উহা হইতে উপার্জন হইতে পারে, আবার প্রয়োজন হইলেই উহা বিক্রয় করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

তবে অনেকেই মনে করেন যে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেনা মিটাইবার জন্যই বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। যে কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেনা সৃষ্টি হয় তাহার সহিত নোটের পিছনে রিজার্ভ রাখা হয় যে কারণে তাহার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। বরং বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা বিদেশ হইতে শিল্পোন্নতির উপকরণ আনাইয়া অর্থনৈতিক উন্নতির দৃঢ় প্রচেষ্টা করিলে বৈদেশিক মুদ্রার যথার্থ ব্যবহার করা হয়; নোটের রিজার্ভ রাখিয়া উহাকে অকেজো করিয়া রাখা নিরর্থক।

উপসংহারে বলা চলে যে, নোটের পিছনে কোনও মূল্যবান বস্তু যদি রিজার্ভ রাখিতেই হয় (এ বিষয়েও অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন) তাহা হইলে কিছুটা স্বর্ণ, কিছুটা বৈদেশিক বিনিময় এবং কিছুটা নিজদেশের সরকারী সিকিউরিটি প্রভৃতিতে রাখাই বিধেয়।

Q. 13. Discuss the main features of the International Monetary Fund and indicate how far its provisions represent an improvement on the operation of the gold standard.

Or,

"The International Monetary Fund is an ingenious attempt to meet the requirements for an international currency system". Discuss.

Ans. বিভিন্ন দেশগুলি যাহাতে স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত না হইয়াও স্বর্ণমান-এর সুবিধা লাভ করিতে পারে এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনের ব্যাপারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখিয়াও আভ্যন্তরীণ কর্জ ও মুদ্রা ব্যবস্থায় স্বাধীনতা রাখিতে পারে—স্বর্ণমান-এর অমোঘ দুর্নিবার নিয়মের সহিত তাল রাখিতে বাধ্য না হয়, সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে, "আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার" (International Monetary Fund) নামে একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হইল, আন্তর্জাতিক মুদ্রাগত সহযোগিতা সৃষ্টিকরা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও সুসমঞ্জস্য বৃদ্ধি সম্ভব করা, বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করা, সুশৃঙ্খল বিনিময় ব্যবস্থা বজায় রাখা, এবং প্রতিযোগিতামূলক বিনিময়হার হ্রাস (Competitive exchange depreciation) পরিহার করা।

এই সংস্থায় যোগদানকারী প্রত্যেক সদস্যের জন্য একটি চাঁদার পরিমাণ বা quota নির্ধারণ করা আছে। প্রত্যেক দেশ তাহার এই 'কোটা'র শতকরা ২৫ ভাগ অথবা সে যতখানি স্বর্ণ এবং ডলার-এর মলিক তাহার শতকরা ১০ ভাগ (দুটির মধ্যে যেটি কম হইবে) স্বর্ণে প্রদান করিবে এবং অবশিষ্টাংশ নিজের মুদ্রায় প্রদান করিবে। প্রথম যে ৪৪টি দেশ এই সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয় অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের মোট কোটা ৮৮০ কোটি ডলার হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৭০ এবং মোট কোটার পরিমাণ প্রায় ১৪০০ কোটি ডলার। এই সংস্থা পরিচালনার উর্ধতম কর্তৃপক্ষ হইলেন "বোর্ড অফ গভর্ণর্স"; প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের দ্বারা মনোনীত একজন করিয়া সদস্য এই বোর্ডে থাকেন। সাধারণ নীতি নির্ধারণের এবং দৈনন্দিন শাসন পরিচালনার দায়িত্ব "বোর্ড অফ এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টার্স্"-এর উপর ন্যস্ত। ইহার একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছেন।

এই সংস্থায় যোগদানকারী প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকে তাহার নিজের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার ঘোষণা করিতে হয়। ইহা করা হয় স্বর্ণের অনুপাতে বা ডলার-এর অনুপাতে। যেহেতু ডলারের সহিত স্বর্ণের সমতা রক্ষিত হয় সেহেতু ডলার-এর অনুপাতে বিনিময়হার ঘোষণা করা এবং স্বর্ণের অনুপাতে বিনিময়হার ঘোষণা করা একই। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকেই অঙ্গীকার দিতে হয় যে এই ঘোষিত বিনিময় হার হইতে নিজের মুদ্রাকে সে শতকরা ১ ভাগের বেশী বিচ্যুত হইতে দিবে না। ভারত যখন এই সংস্থায় যোগদান করিয়াছিল তখন তাহাকে ৪০ কোটি টাকা চাঁদা দিতে হইয়াছিল এবং ভারতের ৩·০৮৫১৯৪ টাকা = ১ ডলার, অর্থাৎ ১ টাকা = ·২৬৮৬০১ গ্রেণ স্বর্ণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। তবে যে কোন সদস্য তাহার মুদ্রার বিনিময়-হার মুদ্রাভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া পরিবর্তন করিতে পারে, যদি এই ধরণের পরিবর্তন তাহার মূল্য-প্রদান ব্যালান্স-এর মৌলিক অসামঞ্জস্য (fundamental disequilibrium in the balance of payments) শুধরাইবার জন্য প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ যদি অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনও মূলগত কারণে ক্রমাগতই তাহার বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি হইতে থাকে। কোনও দেশ তাহার প্রারম্ভিক বিনিময় হার শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত পরিবর্তনের প্রস্তাব করিলে, মুদ্রাভাণ্ডার উহাতে কোন আপত্তি উত্থাপন করিবে না। তবে উহারও বেশী পরিবর্তন করিতে হইলে মুদ্রা-ভাণ্ডার-এর অনুমোদন প্রয়োজন। তবে মুদ্রাভাণ্ডার যদি বুঝে যে মৌলিক অসামঞ্জস্য দূর করিবার জন্যই উহার প্রয়োজন, তাহা হইলে মুদ্রাভাণ্ডার ঐ অনুমোদন দিতে বাধ্য; বিশেষ করিয়া, কোনও সদস্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সামাজিক বা রাজনৈতিক নীতির দরুণ এই সম্মতি দিতে অস্বীকার করা চলিবে না।

প্রথম পাঁচ বৎসরের জন্য সদস্যরাষ্ট্রদিগকে তাহাদের চলতি আন্তর্জাতিক লেনদেন হইতে উদ্ভূত অর্থের আদান-প্রদানের উপর প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে, অর্থাৎ বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে, অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল; উহার পরে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে পারা যায় তবে অর্থভাণ্ডারের অনুমোদন অনুযায়ী। (কিন্তু চলতি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যে সকল অর্থের আদান প্রদান হয় না, নিছক ফাটকা কারবারের অভিপ্রায়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে অর্থ চলাচল ঘটে, তাহার উপর—বিভিন্ন

দেশের মধ্যে স্বল্প মেয়াদী ঋণের টাকার চলাচলের উপর—সদস্যরাষ্ট্রগুলি সর্বদাই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া রাখিতে পারে)। তবে যখনই কোন সদস্য-রাষ্ট্র নিজের মূল্যপ্রদান ব্যালান্স-এর ঘাটতি নিজের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারাই মিটাইতে সক্ষম হইবে তখনই তাহাকে আন্তর্জাতিক বিনিময়-এর উপর তাহার বাধা নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ সরাইয়া লইতে হইবে। অর্থভাণ্ডারের নিয়মাবলীর অষ্টম নিবন্ধ অনুযায়ী, কোনও সদস্য, অর্থভাণ্ডারের অনুমোদন ছাড়া, চলতি আন্তর্জাতিক লেনদেন হইতে উদ্ভূত মূল্যপ্রদান ও অর্থ চলাচলের উপর বাধানিষেধ আরোপ করিবে না।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার যে শুধু তাহার সদস্যদিগকে বৈদেশিক বিনিময় সম্পর্কে তাহারা কি করিতে পারিবে না সেই সম্পর্কে নিয়মকানুনের বেড়াজালে বাঁধিয়াছে তাহা নহে, উহা সদস্যদিগকে সক্রিয়ভাবে সাহায্যও করিয়া থাকে। আন্তর্জাতিক মূল্য প্রদানের সাময়িক ঘাটতি মিটাইবার জন্য এই সহায়তা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা দেওয়া হয় ঋণের আকারে। মূল্যপ্রদান ব্যালান্স-এ ঘাটতি মিটাইবার জন্য কোনও সদস্য নিজের মুদ্রার বিনিময়ে অর্থভাণ্ডার-এর নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রা নির্দিষ্ট হারে কিনিতে পারে—কিন্তু এক বৎসরে নিজের চাঁদা বা কোটার একচতুর্থাংশের বেশী বৈদেশিক মুদ্রা তাহাকে দেওয়া হইবে না। এইভাবে উহার ঋণ জমিয়া জমিয়া উহার কোটা'র দ্বিগুণের সমান হইলেই আর তাহাকে ঐরূপ বৈদেশিক মুদ্রার ঋণ দেওয়া হইবে না। ইহাকে ঋণ বলা হইতেছে এই কারণে যে সংশ্লিষ্ট দেশকে তাহার নিজের মুদ্রা অর্থভাণ্ডার-এর নিকট হইতে পুনরায় স্বর্ণের বিনিময়ে বা বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কিনিয়া লইতে হইবে।

যদি কোন দেশ দীর্ঘকাল ধরিয়া, আন্তর্জাতিক মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এ উদ্বৃত্ত হইবার দরুণ, ক্রমাগতঃ প্রাপক দেশ হইতে থাকে, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক মুদ্রার বাজারে, উহার মুদ্রার চাহিদা খুব বাড়িয়া যাইবে। খাতক দেশগুলি উহার মুদ্রা তীব্রভাবে চাহিদা করিবে। এক্ষেত্রে অর্থভাণ্ডারের হাতেই ঐ মুদ্রার ষ্টক ফুরাইয়া আসিতে পারে। তখন অর্থভাণ্ডার ঐ মুদ্রাকে "দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা" (scarce currency) বলিয়া ঘোষণা করিবেন। এক্ষেত্রে অর্থভাণ্ডার ঐ মুদ্রার রেশনিং ব্যবস্থা করিবেন; এবং ঐ মুদ্রার আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সদস্যগণ বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবার অধিকারী হইবে।

Improvement upon gold standard

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যাহাতে একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রার সুবিধা লাভ করিতে পারে, স্থিতিশীল বিনিময়হারের মধ্য দিয়া অব্যাহত ভাবে যাহাতে ব্যবসা বাণিজ্য চলিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা কোন আন্তর্জাতিক মুদ্রারপ্রচলন করে নাই, কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রার সুফল যাহাতে পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে। এ ব্যবস্থা একদিন স্বর্ণমানও করিয়াছিল। কিন্তু স্বর্ণমানের তুলনায় আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার একাধিক বিষয়ে উৎকৃষ্টতর।

(ক) স্বর্ণমানের মধ্যে পুঁজি-ঋণের, বিশেষ করিয়া স্বল্প মেয়াদে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের, চলাচল-এ বাধা দিবার কোন নিয়ম ছিল না। যে কোন অর্থ কোন দেশের ভিতরে আসিতে এবং দেশ হইতে বাহিরে চলিয়া যাইতে পারিত। ফাটকা অভিপ্রায়ে চলাচলকারী এই অর্থ দেশের আভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার গুরুতর অন্তরায় ছিল। I. M. F.-এর নিয়মে, মূলধনী অর্থের চলাচলে বাধা আরোপের ক্ষমতা প্রত্যেক দেশকে দেওয়া হইয়াছে।

(খ) স্বর্ণমানের ক্ষেত্রে, বৈদেশিক বিনিময় হার একেবারে নির্দিষ্ট—যেন স্বাভাবিকভাবেই নির্দিষ্ট থাকে, ঐ নির্দিষ্ট বিনিময়হার বজায় রাখাই প্রত্যেক দেশের প্রধান কর্ত্তব্য। I. M. F.-এর আওতায় নির্দিষ্ট বিনিময়হার থাকিবে, কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোর দিক হইতে প্রয়োজন হইলে, ঐ বিনিময়হারের পরিবর্তন করা যাইবে।

(গ) স্বর্ণমান-এর নিয়ম ঠিকমত পালন করিলে, আভ্যন্তরীণ দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব নহে; এবং পালন না করিলে স্বর্ণমানকে বজায় রাখা সম্ভব নহে। I. M. F.-এর দ্বারা সৃষ্ট ব্যবস্থায়, আভ্যন্তরীণ মুদ্রানীতি বা কর্জনীতির উপরে বাহিরের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই, দামস্তর স্থিতিশীল রাখিবার অধিকার প্রত্যেক দেশের আছে।

(ঘ) স্বর্ণমান-এর মধ্যে একটি দেশকে তাহার নিজের চেষ্টায় স্বর্ণ, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মুদ্রা, উপার্জ্জন করিয়া তবেই বৈদেশিক দায় মিটাইতে হইত। কিন্তু I. M. F.-এর নিকট হইতে ঋণ করিয়া একটি দেশ তাহার বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি বেশ কিছুকালের জন্য মিটাইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসঙ্কোচ : মুদ্রাসংক্রান্ত নীতি

(Inflation & Deflation : Monetary Policy)

Q. 1. How do you define inflation ? Distinguish between

(a) Pure inflation and partial inflation, and

(b) Open inflation and suppressed inflation, (Cal-Deg. 1963) Define inflation (B. A old ; 1962). What do you mean by inflation ? (B. A. 1958)

Ans. ইংরাজি Inflation শব্দটিকে বাংলায় মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া ব্যক্ত করা হয়। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, মুদ্রাস্ফীতি বলিতে বুঝায় মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটিবার দরুণ দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটা। তবে মুদ্রাস্ফীতির যত বিভিন্ন সংজ্ঞা অর্থনীতিবিদগণ দিয়াছেন এত বিভিন্ন সংজ্ঞা বোধ হয় অর্থনীতিতে আর কোনও বিষয় সম্পর্কেই পাওয়া যায় না। যথা, মুদ্রাস্ফীতি হইল :

(১) মুদ্রার পরিমাণে কোনও বৃদ্ধি (Any increase in the quantity of money) ;

(২) সাধারণ দামসমূহে কোনও বৃদ্ধি (Any increase in general prices) ;

(৩) দাম সমূহের এরূপ বৃদ্ধি যাহা ভোগকারীর পক্ষে সামগ্রীর অধিকতর পছন্দের দ্বারা অথবা বস্তুর যথার্থ যোগান হ্রাসের দ্বারা ঘটানো হয় নাই (Any increase in prices not caused by increased consumer preference for the goods or by a decreased physical supply) ;

(৪) সরকারের ঋণের এরূপ কোন বৃদ্ধি যাহা দামসমূহকে স্পর্শ করে (Any increase in government debt which may affect prices) ;

(৫) মুদ্রার ফলপ্রদ পরিমাণে কোন বৃদ্ধি (Any increase in the effective quantity of money) ;

(৬) মুদ্রার ফলপ্রদ পরিমাণে এরূপ কোন বৃদ্ধি যাহা মুদ্রার দ্বারা করণীয় কার্য্যের বৃদ্ধি অপেক্ষা বেশী (Any increase in the effective quantity

of money which is greater than the increase in the money work to be done) ;

(৭) মুদ্রার পরিমাণে এবং দামে এরূপ কোন বৃদ্ধি যাহার দ্বারা সামগ্রীর বাড়তি উৎপাদন ঘটে না (Any increase in money and prices which does not result in increased output of goods) ;

(৮) দামস্তরের এরূপ বৃদ্ধি যাহা পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছাইবার পর ঘটে (Any increase in prices which occurs after full employment has been attained) ;

(৯) যখন খরচ কমিয়া যাইতেছে তখন অপরিবর্ত্তিত দামস্তর বজায় রাখা (Maintenance of a constant pricelevel when costs are falling) ;

(১০) মূলধনী ব্যয়ের এরূপ কোন বৃদ্ধি যাহা মুদ্রার পরিমাণে ক্রমাগত বৃদ্ধি ব্যতীত চালাইয়া যাওয়া যাইবে না (Any increase in capital investment which cannot be continued without a continuous increase in the quantity of money)

(১১) এরূপ এক পরিস্থিতি যেখানে জনসাধারণ মুদ্রার নিজের মূল্য বজায় রাখিবার ক্ষমতার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলে এবং উৎকৃষ্টতর মূল্যের সঞ্চয় হইতে পারে এরূপ সামগ্রী ও সিকিউরিটি টাকার দ্বারা বিনিময় করিয়া লইবার জন্য ছুটে (A situation in which the public loses faith in the ability of money to keep its value and rushes to get rid of money in exchange for commodities or securites which promise to be a better store of value)

অধ্যাপক পিগু মুদ্রাস্ফীতির এই বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে উপার্জন প্রসূ কার্য্যকলাপের তুলনায় যখন মুদ্রাহিসাবী উপার্জন বাড়িয়া যায় তখন মুদ্রাস্ফীত ঘটে (Inflation exists when money-income is expanding more than in proportion to income earning activity)। ইহার তাৎপর্য্য হইল যে অর্থনৈতিক জীবনে যদি এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন জিনিসপত্র উৎপাদনের তুলনায় লোকের মুদ্রা উপার্জন বেশী হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে ঐ পরিস্থিতি হইবে মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতি।

খাঁটি মুদ্রাস্ফীতি ও আংশিক মুদ্রাস্ফীতি (Pure and Partial Inflation) পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে পৌঁছাইবার পরেও যদি মুদ্রার পরিমাণ বাড়িতে থাকে তাহা হইলে জিনিসপত্রের উৎপাদন বাড়িবে খুব কম

কিন্তু লোকের হাতে টাকা বাড়িবে বেশী ; ইহার ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে এবং দামস্তর যতই বাড়ে, শ্রমিকদের পক্ষ হইতে ততই মজুরী বৃদ্ধির দাবী উঠে। এই দাবী মিটাইলে লোকের হাতে আরও অর্থাগম হয় ; তখন জিনিসের দাম আরও বৃদ্ধি পায়। এই ভাবে দামস্তর ও মজুরীর হার ক্রমাগত পরস্পরকে তাড়া করিতে থাকে। ইহাই খাঁটি মুদ্রাস্ফীতির (Pure inflation) লক্ষণ।

কিন্তু কখনও কখনও পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছাইবার পূর্বেই কোনও বিশেষ উৎপাদক সঙ্গতিতে টান পড়িয়া যায়। উৎপাদন বাড়াইতে গেলে অন্যান্য উৎপাদক সঙ্গতি বেশী করিয়া সংগ্রহ করা সম্ভব হইলেও ঐ বিশেষ একটি দুইটি বা কয়েকটি উৎপাদক সঙ্গতি বেশী করিয়া সংগ্রহ করা এবং কাজে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। ফলে যে সকল সামগ্রীর উৎপাদনে ঐ বিশেষ উৎপাদক সঙ্গতি নিয়োজন করা প্রয়োজন, সেই সকল সামগ্রীর উৎপাদন বেশী বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। অথচ, অন্য সকল বস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধির আয়োজন ঘটাতে যে বাড়তি উপার্জন সৃষ্টি হয় সেই বাড়তি উপার্জন হইতে লোকে বাড়তি ব্যয় করে এবং ঐ দুষ্প্রাপ্য উৎপাদক সঙ্গতির দ্বারা যে সামগ্রী উৎপাদিত হয় উহার দাম অন্যান্য বস্তুর তুলনায় অত্যধিক বাড়িয়া যায়। এই বস্তুগুলি যদি অর্থনৈতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হয় তাহা হইলে উহাদের দামবৃদ্ধি ক্রমশঃ অন্যান্য বস্তুতেও সংক্রমিত হইতে থাকিবে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে পৌঁছাইবার পূর্বেই ইহা ঘটিবে। এই পরিস্থিতিকে বলা হয় আংশিক মুদ্রাস্ফীতি (Partial inflation)।

(২) খোলাখুলি মুদ্রাস্ফীতি এবং অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি (Open inflation and Suppressed inflation)

লোকের হাতে বাড়তি অর্থাগম হইলে সামগ্রীর দামের উপর উহার ফলাফল একদিন না একদিন ঘটিবেই। প্রথম প্রথম বাড়তি উৎপাদনের দ্বারা বাড়তি অর্থাগম পূরিত হয় ; লোকের যেরূপ উপার্জন বাড়িয়া হাতে পয়সা হয়, উৎপাদনকারীরা সেইরূপ উৎপাদন বাড়াইবার আপ্রাণ চেষ্টা করে, উৎপাদন বাড়াইয়া তাহারা উৎপাদন ব্যয়কে সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। ফলে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ; বর্দ্ধিত উৎপাদনের উপর বর্দ্ধিত উপার্জন পড়িয়া লোকের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু উপার্জন বৃদ্ধির অনুপাতে দামস্তর বৃদ্ধি পায় না। তবে ইহা সাময়িক। ক্রমাগত

উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উপার্জন বৃদ্ধি ঘটিতে ঘটিতে এরূপ অবস্থা আসিয়া যায় যখন উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় উপার্জন বৃদ্ধি হয় বেশী। তখন জিনিস পত্রের দাম ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং প্রভৃতি ব্যবস্থার দ্বারা যদি মূল্য বৃদ্ধিকে প্রশমিত করিবার কোন ব্যবস্থা করা না হয় তাহা হইলে উপার্জন বৃদ্ধির সহিত মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাই খোলাখুলি মুদ্রাস্ফীতি (open inflation)।

কিন্তু এই খোলাখুলি মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে দিলে অর্থনৈতিক জীবনে বহু জটিলতার সৃষ্টি হয়। দামও যত বাড়ে, মজুরীও তত বাড়ে; ইহাদের যেন শেষ নাই—এক চরম বিপর্যয় ছাড়া। বিশেষভাবে, পরিকল্পিত অর্থনীতির ক্ষেত্রে, ক্রমাগত দাম বৃদ্ধি ঘটিতে ও মজুরী বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিলে পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যায়। যত টাকা ব্যয় করিয়া জাতীয় আয় যতখানি বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা করা হয়, ক্রমাগত দাম বৃদ্ধি হইতে থাকিলে ততখানি জাতীয় আয় বাড়াইতে গেলে টাকার হিসাবে বিনিয়োগ বাড়াইতে হয় অনেক বেশী, অথচ প্রকৃত সম্পত্তি সৃষ্টি হয় অনেক কম। সেই কারণে নানা-প্রকার কৃত্রিম ব্যবস্থার দ্বারা বিনিয়োগ বৃদ্ধির পূর্ণ ফলাফল সামগ্রীর দামে যাহাতে ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটাইতে না পারে তাহার চেষ্টা করা হয়।

জিনিষ পত্রের দাম যদি পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহা হইলে বাজারে কিছুটা চাহিদা অতৃপ্ত থাকিয়া গেলেও নির্দিষ্ট দামের মধ্যেই উৎপাদনকারীরা পণ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। রেশনিং, শিল্প-বরাদ্দ (allocation) বা লাইসেন্স ব্যবস্থার দ্বারা বাজারের চাহিদার একাংশ অবদমনের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে (Control) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ অন্ন বস্ত্ররূপ নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুর চাহিদা সীমায়িত রাখিবার জন্য রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়; অপেক্ষাকৃত কম দামে প্রত্যেকে যাহাতে সীমাবদ্ধ সামগ্রীর যথোচিত অংশ লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে বরাদ্দ ব্যবস্থা (allocation) এবং লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় উপকরণের, বিশেষ করিয়া কাঁচা মালের, ক্ষেত্রে ঐ উদ্দেশ্য সাধন করে। এই সকল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা, ক্রয়যোগ্য সামগ্রী এবং জনসাধারণের ব্যয়যোগ্য ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে যে পূর্ণভারসাম্য সৃষ্টি হয় তাহা নহে। নির্দিষ্ট সামগ্রীর ক্ষেত্রে চাহিদাকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত মিটাইতে দেওয়া হয়—অর্থ থাকিলেও উহার উপরে চাহিদাকে মিটাইতে

দেওয়া হয় না। উদ্বৃত্ত ক্রয়ক্ষমতা তখন নিয়ন্ত্রিত সামগ্রীতে বাধা পাইয়া অনিয়ন্ত্রিত সামগ্রীর উপর গিয়া পড়ে। অপেক্ষাকৃত ধনীরা কমদামী সামগ্রী দরিদ্রের সহিত ন্যায়সঙ্গত অনুপাতে ভাগাভাগি করিয়া লইতে বাধ্য হয়; ইহার পর যদি ধনীদের অতৃপ্ত চাহিদা থাকিয়া যায়, তাহারা উহা বেশী দামী সামগ্রীর দিকে চালাইয়া দেয়। দরিদ্ররা এমনিতেই বেশী দামী সামগ্রীর দিকে আগাইত না, সুতরাং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা তাহাদের জীবনধারণের ব্যয় কমাইয়া রাখা যায়।

তবে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জিনিষ পত্রের দুষ্প্রাপ্যতাকে বেশী দিন গোপন রাখিতে পারে না। দোকানে দোকানে ঘাটতি হইবার পূর্বে কিছুকালের মত টানিবার মত্ন বেশ কিছু ষ্টক থাকে। ঐ কিছু কাল পরে কিন্তু দোকানে জিনিসের ঘাটতি প্রকটিত হইবে। লোকে তখন বাধ্য হইয়া কিছু আজে-বাজে খরচা করিবে, তবে অধিকাংশ লোকেই সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইবে। যাহারা যেন তেন প্রকারেণ খরচা করিবেই তাহাদের জন্য মদ, সিগ্রেট, দামী সুট, ঘড়ি, ক্যামেরা প্রভৃতি সামগ্রীর উপর বেশী হারে কর বসাইয়া বাড়তি ক্রয় ক্ষমতা টানিয়া লওয়া যায়। অপরদিকে মজুরী নিয়ন্ত্রণের দ্বারা উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিলেও মুদ্রাস্ফীতি দাবাইয়া রাখা যায়। এইরূপ নানা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এবং কর আরোপের ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির পূর্ণ প্রকোপ যখন দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয়, তখন ঐ পরিস্থিতিকে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি (suppressed inflation) রূপে বর্ণনা করা হয়।

Q 2. Examine the relation between changes in the quantity of money and the general pricelevel under (a) full employment and (b) less than full empoloyment.

How would you explain the development of an inflationary situation in the country ?

Ans. মুদ্রাস্ফীতির প্রথম স্তরে প্রত্যাশিত ব্যয় ও প্রচলিত দামে পাওয়া যাইবে এরূপ সামগ্রীর মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি হয়। লোকে অদূর ভবিষ্যতে কত ব্যয় করিতে পারে, অর্থাৎ দেশের মধ্যে মোট কত ব্যয় প্রত্যাশা করা যায় তাহা একদিকে ভোগ ও সঞ্চয়ের মধ্যে উপার্জন বণ্টন এবং অপর দিকে সরকারের দ্বারা আদায়-যোগ্য করের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। লোকে যদি কম করিয়া সঞ্চয় করে তাহা হইলে বেশী করিয়া ভোগকার্যের জন্য ব্যয়

করিবে। আবার যদি বেশী করিয়া সঞ্চয় করে তাহা হইলে কম করিয়া ভোগ সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করিবে। সুতরাং ভোগ সঞ্চয়ের অনুপাত অনুমান করিলে প্রত্যাশিত ব্যয় বুঝা যাইবে। তবে পুরাপুরি বুঝা যাইবে না। সরকারের কর ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিলে তবেই উহা পুরাপুরি বুঝা যাইবে। সরকার যদি অধিক কর ধার্য্যের দ্বারা লোকের হাতের অর্থ নিজেদের হাতে বেশী করিয়া টানিয়া লন, তাহা হইলে লোকে কম করিয়া সঞ্চয় করিলেও বেশী করিয়া ব্যয় করিতে পারিবে না। বিপরীত ক্ষেত্রে, সরকার যদি কম করিয়া কর ধার্য্য করিয়া লোকের হাতেই বেশী করিয়া টাকা ছাড়িয়া রাখেন তাহা হইলে সঞ্চয় না কমাইয়াও লোকে বেশী ব্যয় করিতে পারে। এই হিসাব অনুযায়ী কেনাকাটা করিবার যোগ্য যে অর্থ লোকের হাতে থাকে তাহার অনুপাতে কেনাকাটার যোগ্য সামগ্রী যখন কম হয়—অর্থাৎ ক্রয় যোগ্য সামগ্রীর তুলনায় ব্যয়যোগ্য অর্থ যখন বেশী—তখন যে মুদ্রাগত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় উহাকে "মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক" (inflationary gap) বলা হইয়া থাকে।

প্রধানতঃ, কোন না কোন কারণে সরকার যখন অতিরিক্ত ব্যয় করেন তখন এইরূপ মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক সৃষ্টি হয়। বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের একযোগে অতিরিক্ত ব্যয়ের দ্বারাও এইরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। উহাতে সকল উৎপাদক উপাদানেরই চাহিদা বাড়িয়া যায়, কারণ বেশী করিয়া ভোগসামগ্রী উৎপাদনের হিড়িক পড়ে। যদি ভোগসামগ্রীর জন্য বাড়তি চাহিদার (যাহা বাড়তি মুদ্রার দ্বারা সমর্থিত) অনুপাতে ভোগ সামগ্রীর উৎপাদন সমানভাবে বাড়ানো যাইত, তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক কমিয়া যাইত, এমন কি পূরণ হইয়াও যাইতে পারিত। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে বাড়তি অর্থের যোগান ঘটে, যথা যুদ্ধের সময়ে অথবা ঠিক যুদ্ধোত্তর কালে, সেই পরিস্থিতিতে বাড়তি উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হয় না। কারণ ঐরূপ সময়ে খুব শীঘ্রই "পূর্ণ কর্ম্মসংস্থানের" (Full employment) অবস্থা আসিয়া যায়। পূর্ণকর্ম্মসংস্থানের পরিস্থিতি মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টির পক্ষে খুবই অনুকূল। অবশ্য দীর্ঘসময় বিবেচনা করিলে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা তিরোহিত হয়, কারণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সামগ্রীর চাহিদা বর্দ্ধিত হইয়া থাকিলে, সামগ্রীর উৎপাদনও অবশ্যই বাড়িবে। কিন্তু সমস্যা হইল আপাততঃ অর্থাৎ স্বল্পকালীন ভিত্তিতে।

এই স্বল্পকালীন ভিত্তিতে দেখা যায় যে একবার পূর্ণ কর্ম্মসংস্থানের অবস্থায়

পৌঁছাইলে, উহার পর ভোগসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে, উৎপাদক উপাদানের দাম,—যথা শ্রমিকের মজুরী, ভূমির খাজনা—বাড়িয়া যাইবে। কারণ উৎপাদকগুলিকে বেশী পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি দিয়া মূলধনী সামগ্রীর (যন্ত্রপাতি) উৎপাদন হইতে ভোগসামগ্রীর উৎপাদনে টানিয়া আনিতে হইবে; ফলে তৈয়ারী ভোগসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িবার অনেক পূর্বেই উৎপাদক উপাদানের মালিকদের (জনসাধারণের) উপার্জন বাড়িয়া যাইবে। ইহার দরুণ ভোগবস্তুর মোট চাহিদা আরও বাড়িবে; এই বাড়তি চাহিদা সৃষ্টিকারী অর্থ তখন অনর্থ বাধাইবে—মোট উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বাড়াইবার পরিবর্তে সাধারণ দ্রব্যমূল্যস্তরই উহা ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকিবে। সেই কারণে মুদ্রাস্ফীতিকে অনেকেই একটি বিশেষভাবে স্বল্পকালীন ঘটনা বলিয়াই গণ্য করেন; ইহা একটি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকা পূর্ণকর্মসংস্থান বিশিষ্ট আর্থিক কাঠামোর ক্ষেত্রেই বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য ("typically a short run phenomenon peculiar to a stationary, full-employment economy")।

কিন্তু পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থায় যতক্ষণ না অর্থনৈতিক কাঠামো উপনীত হয় (পূর্ণ কর্ম্মসংস্থানের পূর্ব্বকার অবস্থায়) ততক্ষণ ক্রমাগত মুদ্রার যোগান বাড়াইতে থাকিলে দেখা যাইবে যে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানও যত বাড়ে, দামস্তরও ততই বাড়ে। কীন্‌স্ ইহার কারণগুলি নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(১) বাড়তি উপার্জিত মুদ্রা বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। বাড়তি আর্থিক সঙ্গতি কিছুটা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে, কিছুটা উৎপাদনের খরচা বৃদ্ধিতে, কিছুটা উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বিভক্ত হইয়া যায়। কোন্ খাতে কতখানি প্রবাহিত হইবে তাহা নির্ভর করে, জনগণ ঐ আর্থিক সঙ্গতি কতখানি ভোগকার্য্য ও সঞ্চয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেছে, কতখানি তরল সঙ্গতিতে বা কতখানি বিষয়সম্পত্তি ক্রয়ে ভাগ করিয়া দিতেছে, উহা সুদের হার, প্রত্যাশিত মুনাফার হার প্রভৃতি বিষয়ের উপরেও নির্ভর করিবে। বাড়তি আর্থিক সঙ্গতি এইরূপে ভাগাভাগি হইবার অর্থই হইল যে বাড়তি মুদ্রা পরিপূর্ণভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিয়োজিত হয় না বা সম্পূর্ণতঃ উৎপাদন ব্যয়-এর বৃদ্ধিতেই প্রকটিত হয় না; সুতরাং মুদ্রার যোগান বাড়িলে, কোনও কোনও সামগ্রী ও কার্য্যের কার্য্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া অপরিহার্য্য।

এই বর্ধিত কার্য্যকরী চাহিদার কিছু অংশ যদি সিকিউরিটি ক্রয়ের দিকে ধাবিত হয় তাহা হইলে, সিকিউরিটির বাজার স্ফীত হইবে।

(২) উৎপাদক সঙ্গতির বিভিন্ন একক (unit) দক্ষতার দিক হইতে ঠিক একইরূপ নহে। যথা একই কাজ করে এইরূপ সকল শ্রমিক দক্ষতার দিক হইতে সমান নহে। সুতরাং বাড়তি মুদ্রার যোগান হইলে যদি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক—তাহা হইলে দক্ষ শ্রমিকগণ নিযুক্ত হইয়া যাইবার পরে, ক্রমশঃ কম দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করিতে উৎপাদনকারীরা বাধ্য হইবে। ইহাতে সমপরিমাণ খরচায় কম উৎপাদন পাওয়া যাইবে (ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন) অর্থাৎ সমপরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য পাইতে হইলে, গড় উৎপাদন খরচা বেশী হইবে (ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচা)। কম দক্ষ শ্রমিকের ন্যায় কম দক্ষ যন্ত্রপাতিও ব্যবহার সুরু হইবে। ক্রমশঃ কম দক্ষ একক ব্যবহারে উৎপাদন খরচা বাড়িলে, জিনিষপত্রের যোগান দাম বাড়িতে থাকিবে। ফলে, দামস্তর বাড়িবে।

(৩) কোনও কোনও উৎপাদক সঙ্গতির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (inelastic) হইতে পারে। অন্যান্য উৎপাদক সঙ্গতি যখন বাড়ানো যায় তখন এই বিশেষ ধরণের উৎপাদক সঙ্গতি বাড়াইতে পারা যায় না দেখা যায়। ফলে ঐ বিশেষ উৎপাদক সঙ্গতিতে টান পড়ে। উহার দ্বারা যে যে সকল বস্তু নির্মিত হয় সে সকল বস্তু প্রথমে খুব দুর্মূল্য হয়, পরে একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে। এই সকল বস্তু যদি আবার অন্য কোন বস্তু নির্মাণে প্রয়োজনীয় হয় তাহা হইলে সে সকল বস্তুও দুর্মূল্য হয়। অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি দিক মুখ আটক পরিস্থিতির (bottle neck) দৃষ্টান্ত হইয়া দাঁড়ায়।

(৪) মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে ফলপ্রদ চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হইবেই। কিন্তু উৎপাদন যত বৃদ্ধি পাইবে এবং অর্থনৈতিক জীবন সমৃদ্ধির দিকে আগাইবে—পূর্ণ কর্মসংস্থানের দিকে—শিল্পে শিল্পে এবং কারখানায় কারখানায় শ্রমিক গোষ্ঠি তত উচ্চতর মজুরীর দাবী করিতে থাকিবে। উৎপাদনকারীদের লাভের আশা তখন খুব বেশী, আশাবাদিতায় দেশ তখন ভরপুর, সুতরাং তাহারা শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী বেশী দিন প্রতিরোধ করিবে না, কিন্তু ঐ বাড়তি খরচা ভোগকারীদের উপর চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিবে; ইহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত দাম বৃদ্ধি পাইবে।

(৫) প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় বাড়িবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হইবে। শ্রমিক ছাড়াও অন্যান্য উপাদান থাকিতে পারে যাহাদের যোগানের সংকোচ প্রসার ক্ষমতা (elasticity of supply) ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। যাহাদের যত বেশী যোগান-এ সংকোচ প্রসার বিহীনতা থাকিবে, তাহাদের দরুণ উৎপাদন খরচা তত বাড়িবে—অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন খরচা। সুতরাং সামগ্রীরও দাম বাড়িবে।

Q. 3. "Inflation is unjust and deflation is harmful ; of the two, deflation is worse." Do you agree with this statement ? Give reasons for your answer. (B.A. Deg. 1962).

Discuss the economic effects of inflation. Of the two—inflation and deflation—which do you prefer and why?

Ans. মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা জিনিষপত্রের দাম বাড়ে কিন্তু সর্বসাধারণের উপর এই দাম বৃদ্ধির ফলাফল একইরূপ হয় না। জনসাধারণকে যদি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দিক হইতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয় তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতির ফল বিভিন্ন দলের উপর বিভিন্ন বলিয়া দেখা যাইবে। অবশ্য জনগণকে এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার অর্থ এই নহে যে একজন লোক কোনও একটি মাত্র শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত হইবে, অন্যশ্রেণীর মধ্যে তাহাকে ধরা যাইবে না। তবে মোটামুটি বিভিন্ন শ্রেণীর উপর মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা সুবিধাজনক।

দেনাদার, পাওনাদার

মুদ্রাস্ফীতির সময়ে দেনাদারগণ একটি অপ্রত্যাশিত উপকার পাইয়া যায়। সাধারণত: ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লোকে দেনা করিয়া কাজ কারবার করে। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে ব্যবসায়ী-দেনাদারদের উপার্জ্জন বাড়ে, উহাতে দেনা পরিশোধ করা সহজ হয়; তবে উহা অপেক্ষা বড় কথা হইল যে দেনা পরিশোধ করা হয় কমদামী বস্তু অর্থাৎ মুদ্রার দ্বারা। মুদ্রাস্ফীতিতে সাধারণ বস্তু বেশী দামী এবং মুদ্রাই কমদামী হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং একই পরিমাণ টাকা পরিশোধের জন্য কম পরিমাণ সামগ্রী ত্যাগ করিতে হয়। ধরা যাক একজন ব্যবসায়ী কাপড়ের ব্যবসায় করিবার জন্য ১০০০ টাকা ধার করিয়াছিল—যখন নাকি গড়ে একখানি কাপড়ের দাম ছিল ৫ টাকা।

ঐ দামস্তরেই যদি তাহাকে দেনা পরিশোধ করিতে হইত তাহা হইলে তাহাকে ২০০ খানি কাপড় বেচিয়া তবেই তাহাকে দেনা শোধ করিতে হইত। কিন্তু ধরা যাক, মুদ্রাস্ফীতির দরুণ ৫ টাকার কাপড়খানি ২০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে, এক্ষেত্রে ঐ ব্যবসায়ী-দেনাদার ঐ একই ঋণের টাকা মিটাইবে মাত্র ৫০ খানি কাপড় বেচিয়া। মুদ্রাস্ফীতিতে ঋণের আসল বোঝা অনেক লাঘব হয়। সুতরাং দেনাদারগণ লাভবান হয়।

কিন্তু পাওনাদারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কম দামস্তরের অবস্থায় যাহারা ধার দিয়াছিল তাহারা সামগ্রীর হিসাবে অনেক বেশী মূল্য ধার দিয়াছিল। কিন্তু দাম বৃদ্ধির অবস্থায় যখন তাহারা সেই ধারের টাকা ফিরাইয়া পায় তখন ঐ টাকার মূল্য অনেক কম। ঐ টাকাকে যদি তাহারা কোনও বস্তুতে রূপান্তরিত করিতে যায় তাহা হইলে অনেক কম বস্তুই তাহারা কিনিতে পারিবে। যদি কোনও সম্পত্তি কিনিবার আশায় টাকা জমাইয়া থাকে এবং ঐ টাকা ইতি-মধ্যে ধার দিয়া থাকে তাহা হইলে ফিরৎ পাইবার পর ঐ ধারের টাকায় সম্পত্তি কিনিতে যাইলে, সম্পত্তির বৃহদংশই তাহার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে দেখিতে পাইবে। অধিকন্তু মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সুদের হার কমিয়া যায়। অতএব পাওনাদার তাহার ধার দেওয়া টাকা ফিরৎ পাইয়া যখন উহাকে পুনরায় সুদে খাটাইতে যাইবে তখন তাহার উপার্জন কমিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইবে। অবশ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করিলে চড়া হারে ডিভিডেণ্ড্ পাইয়া বিনিয়োগকারী উপকৃত হইবে, কিন্তু যে শেয়ারে ভালো ডিভিডেণ্ড্ পাওয়া যায়, মুদ্রাস্ফীতির বাজারে সে শেয়ারের দামও খুব চড়া হয়।

উৎপাদনকারী

মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতিতে উৎপাদনকারীগণ প্রথমদিকে খুবই লাভবান হয়, পরে উৎপাদন বাড়াইয়া ঐ লাভের বেশ কিছুটা অংশ বজায় রাখিতে পারে। প্রথমেই যখন একশ্রেণীর লোকের হাতে বেশী অর্থাগম হইবার দরুণ বেশী করিয়া তাহারা অর্থব্যয় করিতে সুরু করে তখন সাধারণ ভোগ সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধির দরুণ দাম বাড়িয়া যায়। কিন্তু দাম বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদন খরচা বাড়ে না, বাড়িলেও দাম বাড়িবার সহিত সমান অনুপাতে বাড়ে না। ইহার কারণ, যে সকল ব্যয় উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত,

সেগুলি চুক্তির দ্বারা অথবা প্রথার দ্বারা বেশ কিছুকালের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। উৎপাদনকারী যে বাড়ী ভাড়া লইয়া প্রতিবৎসর বা প্রতিমাসে ভাড়া দিয়া থাকে উহা মৌখিক বা লিখিত চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত; সাধারণ সামগ্রীর দাম বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর মালিকের পক্ষে বাড়ীভাড়া বৃদ্ধিকরা সম্ভব নহে। উৎপাদনকারী যদি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার করিয়া ব্যবসা করিয়া থাকে, তাহা হইলে সুদের হার লিখিত চুক্তির দ্বারা স্থির হইয়া গিয়াছে এবং ঋণের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে ব্যাঙ্কের পক্ষে বেশী সুদের হার দাবী করা সম্ভব নহে। বরং দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িলে সুদের হার কমিয়া যায়; ব্যবসায়ী যদি কম সুদে নূতন ঋণ করিয়া পুরাতন বেশী সুদের ঋণ শোধ করিয়া দেয় তাহা হইলে সুদ বাবদ তাহার যে উৎপাদন খরচা তাহা কমিয়াই যাইবে। আবার শ্রমিকদের কত পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে তাহা মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে লিখিত বা মৌখিক চুক্তির দ্বারা স্থির থাকে। শ্রমিকরা সেই কারণে জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে সুরু করিলেই মালিকের উপর চাপ দিয়া মজুরী বাড়াইয়া লইতে পারে না, বিশেষ করিয়া মুদ্রাস্ফীতির প্রথম দিকে যখন নাকি বেকারের সংখ্যা দেশের মধ্যে যথেষ্ট থাকে। এই সকল কারণে, মুদ্রাস্ফীতির প্রথমে, উৎপাদনকারীদের উৎপাদন খরচা বাড়ে না, বাড়িলেও কম বাড়ে; কিন্তু পণ্য বিক্রয়ের দরুণ উপার্জ্জন বেশ বাড়ে। বাড়তি মুনাফার দরুণ উৎপাদনকারীরা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির আয়োজন করিলে অন্যান্য উৎপাদক উপাদান বেশী করিয়া কাজে লাগাইতে হয়; উহাতে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের মালিকদের উপার্জন বাড়ে। জনসাধারণের এই বর্দ্ধিত উপার্জ্জন ভোগ সামগ্রীর উপর ব্যয়িত হইলে উহার দরুণ জিনিস পত্রের দাম আরও বাড়ে। উহাতে উৎপাদন-কারীদের আরও লাভ হয়। উহাতে উৎপাদনকারীরা আরও উৎপাদন বাড়াইতে উৎসাহিত হয়।

মজুরী ও বেতন উপার্জনকারীগণ

যাহারা নির্দিষ্ট বেতন ও মজুরী উপার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে মুদ্রাস্ফীতি তাহাদিগকে চরম আঘাত হানে। জিনিস পত্রের দাম যতই বাড়ে ততই তাহাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়া যায়, সুতরাং জীবনযাত্রার মান তাহারা কমাইয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। আফিসে যাহারা নির্দিষ্ট বেতন পায়,

—বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরূপে, এমন কি সরকারের কর্মচারীরূপে,—তাহারা ক্রমশঃই এইভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। বিশেষ করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেতনভোগী কর্ম্মচারীগণ নিজেদের মধ্যে সংগঠিত নহে, সুতরাং সঙ্ঘবদ্ধভাবে বেতন বৃদ্ধির জন্য সেরূপ চাপ দিতে পারে না। কলকারখানার শ্রমিক সাধারণের অবস্থাও অনুরূপ হয়। জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে থাকিলে তাহাদের মজুরী বৃদ্ধি হয় না, সংসার খরচা অনেক বাড়িয়া যায় এবং তাহারা দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তবে দাম বৃদ্ধি চলিতে থাকিলে শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মালিকদের উপর চাপ দেয় এবং মালিকরা চাপে পড়িয়া মজুরীর হার বৃদ্ধি করে। কিন্তু মজুরীর হার বাড়িলেও, দামস্তর যে অনুপাতে বাড়ে সে অনুপাতে বাড়ে না। যাহারা নির্দিষ্ট বেতন বা মজুরীতে কাজ করে না, যেমন ডাক্তার, উকিল, ঠিকাদার ইত্যাদি, তাহারা বেশী করিয়া পারিশ্রমিক দাবী করিয়া, অথবা তাহাদের কার্য্যের ক্রেতার সংখ্যা বাড়ে বলিয়া, বেশী করিয়া উপার্জন করিতে পারে।

কৃষকগণ

মুদ্রাস্ফীতির সময়ে কৃষকগণ বিশেষ ভাবেই লাভবান হয়। খাদ্যবস্তু বিশেষ ভাবেই মুদ্রাস্ফীতিতে সাড়া দেয়; মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলেই খাদ্যবস্তুর দাম বাড়িতে থাকে। অধিকন্তু শিল্পোৎপাদন বাড়াইবার জন্য কাঁচামালের চাহিদা বাড়িলেই কৃষিজাত বস্তুর দাম বাড়িতে থাকে। চাষীরা তখন বাড়তি উপার্জন করিতে পারে। এই বাড়তি উপার্জনের কিছুটা অংশ বাড়তি ব্যয় করিতে হইলেও, কিছুটা তাহারা নিজেদের সামগ্রী নিজেরাই ধরিয়া রাখিবার কার্য্যে প্রয়োগ করে। চাষীদের ঘরে যখন পয়সা থাকে না তখন ফসল উঠিলেই উহা তাহারা বিক্রয় করে কিন্তু হাতে পয়সা হইলে ফসল উঠা মাত্রই বিক্রয় না করিয়া আরও ভালো দামের আশায় মজুদ করিয়া রাখে। ইহাতে কৃষিসামগ্রীর দাম বাড়িয়া যায়। সুতরাং কৃষকদের ব্যয় বাড়িলেও, আয় বাড়ে তাহা অপেক্ষা বেশী।

[Q. 4. What do you mean by deflation? Examine the effects of deflation.]

মুদ্রাসঙ্কোচ (deflation) বলিতে বুঝায় মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস করা। মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস করিলে কাহারও না কাহারও হাতে টাকার

পরিমাণ কমিয়া যাইবে। টাকার পরিমাণ কমিলে দেশের মধ্যে মোট ব্যয় হইবে কম। ইহাতে জিনিষপত্রের কাটতি কমিয়া দাম কমিয়া যাইবে।

দাম কমিয়া যাইলে মজুদকারী এবং উৎপাদনকারীদের উপর উহার প্রথম ধাক্কা পড়িবে। যে সকল বেপারী মাল মজুত করিয়া রাখে মুদ্রাসঙ্কোচ ঘটিলেই তাহাদের মূলধনের একাংশ উবিয়া যায়। তাহারা লোকসানের সম্মুখীন হইলে উৎপাদনকারীদের নিকট মালের বরাত (order) কম দিবে, উৎপাদনকারীরা নিজেরাও মাল বিক্রয় করিয়া উঠিতে পারিবে না। অথচ সঙ্গে সঙ্গেই সেই অনুপাতে তাহাদের খরচ কমাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। চুক্তিমত যে সকল উৎপাদক উৎপাদনকে নিয়োগ করা হইয়াছে তাহাদের পারিশ্রমিক কমাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। ভালো লোক ছাড়াইয়া দিয়া আবার পাওয়া যাইবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকে, কারবারের আয়তন কমাইয়া ফেলিতে আত্মসম্মানেও বাধে। স্থিতিখরচা (supplementary or overhead cost) সম্পূর্ণতঃ উঠাইতে না পারিলেও শুধুমাত্র চলতি খরচা (prime cost or variable cost) উঠাইলে বা উহার উপর স্থিতিখরচার একাংশ উঠাইলে, উৎপাদনকারী তাহার কারবার চালাইয়া যায়,—দীর্ঘকাল ধরিয়া অবশ্য নহে, তবে বেশ কিছুকাল ; কারণ কারবার একবার বন্ধ করিয়া দিলে আবার যখন ভাল সময় আসিবে তখন পুনরায় উহা খুলিয়া বসা অনেক অসুবিধাজনক। মুদ্রাসঙ্কোচ ঘটিলে উৎপাদনকারীদের প্রথম লোকসান সহ্য করিতে হয়।

হয়তো যাহারা দেনাদার তাহারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যখন তাহারা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল তখন মূল্যস্তর হয়তো বেশী ছিল, সুতরাং কম সামগ্রী বেচিয়াই ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া যাইত। কিন্তু দামস্তর কমিয়া গেলে অনেক বেশী সামগ্রী বেচিয়া তবেই ঋণের অর্থ পরিশোধ করা হয়। এই সময়ে সুদের হারও বেশী হয়। কম সুদে টাকা ধার করিয়া পুরাতন ঋণ শোধ করিবার কোন উপায় থাকে না।

মুদ্রাসঙ্কোচ ঘটিলে কৃষককুলও খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিল্পের উৎপাদন কমিয়া যাওয়ায় কৃষিজাত ফসলের চাহিদা হ্রাস পায়। লোকে অর্থাভাবে দুঃখ কষ্ট পাইলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য কিনিতে পারিবে না। অর্থের দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ চাষের মূলধন পাওয়াও কষ্টকর হইবে—মূলধন পাওয়া যাইলেও সুদের হার বৃদ্ধির দরুণ উহার খরচা বাড়িবে।

যাহাদের আয় বাঁধাবাঁধি নহে, যাহারা কার্য্য বিক্রয় করে এবং কার্য্যের

খরিদ্দার যেরূপ পাইবে সেইরূপ উপার্জ্জন করিবে যথা, ডাক্তার, উকিল ইত্যাদি, মুদ্রাসঙ্কোচের সময়ে তাহারাও ক্ষতিগ্রস্থ হইবে কারণ লোকের হাতে পয়সা না থাকিলে তাহারা প্রয়োজন হইলেও ইঁহাদের কাজ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

লাভবান হয় পাওনাদার শ্রেণী এবং যাহাদের বাঁধা আয় তাহারা। পাওনাদার শ্রেণী যে সময়ে ধার দিয়াছিল সে সময়ে হয়তো জিনিষপত্রের দাম বেশী ছিল এবং টাকাও সহজ লভ্য ছিল, অর্থাৎ টাকার দাম বেশী ছিল না। কিন্তু মুদ্রাসঙ্কোচের সময়ে জিনিস পত্রের দাম অনেক কমিয়া টাকার দাম অনেক বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং পাওনাদারেরা যখন তাহাদের ঋণের টাকা ফিরাইয়া পাইবে তখন তাহারা সুলভ সামগ্রীর পরিরর্ত্তে দুর্লভ সামগ্রী পাইবে। আর যাহাদের আয় বাঁধা অর্থাৎ মাস হিসাবে বা বৎসর হিসাবে অথবা যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময় হিসাবে নির্দিষ্ট বেতন বা মজুরী যাহারা পায়, তাহারা লাভবান হইবে। কারণ তাহারা একই আয় করিবে কিন্তু দাম অনেক কমিয়া যাইবার দরুণ তাহাদের খরচ অনেক কমিয়া যাইবে।

কিন্তু পাওনাদার ও বেতমভুক শ্রেণীর এই লাভ কোনও সামাজিক লাভরূপে বিবেচ্য নহে। তাহাদের এই লাভ দীর্ঘস্থায়ীও নহে, সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণেরও পরিচায়ক নহে। কারণ, সমগ্র জনসমষ্টিরই উপার্জন হয় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষি শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য হইতে। শিল্প (কৃষি সমেত) ও বাণিজ্যে যদি লোকসান হইতে থাকে তাহা হইলে অনেক দেনাদারই দেউলিয়া হইয়া যাইবে এবং পাওনাদারের ন্যায্য পাওনা আদায় করা অনেক কষ্টকর হয়। পাওনাদারেরা টাকা ফিরৎ পাইলেও অলস সঞ্চয় রূপে রাখিয়া দিতে হয়, উহা বিনিয়োগের অবকাশ থাকেনা। যাহারা পাওনাদার শ্রেণীভুক্ত তাহারা একই সময়ে অন্য কোনও শ্রেণীভুক্তও হইতে পারে; সেক্ষেত্রে পাওনাদার শ্রেণীরূপে যেটুকু লাভ করিবে, অন্য-শ্রেণীভুক্ত হইলে তাহার বেশী লোকসান খাইবে। বাঁধা আয়ের লোকেরাও সকলে সুখে থাকিবে না—তাহাদের সন্তান সন্ততিরা চাকুরীক্ষম হইলেও চাকুরী পাইবে না—কারণ মুদ্রাসঙ্কোচের সময়ে চতুর্দিকে বেকারত্ব সৃষ্টি হইতে থাকে। সংসারে একজন চাকুরীজীবি লোক রোজগার করিলে আর পাঁচজন তাহার রোজগারের উপর বসিয়া খাইবে বা তাহার সাহায্যপ্রার্থী হইবে। ব্যবসা বাণিজ্যের পতনে সরকার যথেষ্ট পরিমাণ কর সংগ্রহ

করিতে পারিবে না ; সুতরাং সরকার ব্যয়সংকোচ করিবে—ইহাতে বহুলোকের আয় কমিয়া যাইবে এবং সরকারী কর্মচারীরাও ছাঁটাই হইবে। মোট কথা, মুদ্রাসঙ্কোচ হইলে চতুর্দিকে বেকারের সংখ্যা বাড়িবে কর্মক্ষম লোকে কাজ পাইবে না, উপার্জ্জন পাইবে না। জিনিসের দাম কমিলেও, কিনিবার মত অর্থ থাকিবে খুব কম লোকেরই। এমন কি ফসল ফলিলেও দুর্ভিক্ষ হইবে, ফসলের অভাবে নহে, অর্থাভাবে। মুদ্রাসঙ্কোচ জিনিসের দাম কমায়, মানুষের দাম আরও কমায়, সুতরাং সমাজের দৈন্য বাড়ায়।

কিন্তু মুদ্রাস্ফীতিতে যখন দাম বাড়ে তখন লোকে কষ্ট পাইলেও, কিছুকাল পরে উপার্জ্জনের বৃদ্ধি সর্বস্তরেই ছড়াইয়া পড়ে, তবে কম-বেশী। লোকে চাকুরী পায় অনেক বেশী, বেকারের সংখ্যা ক্রমশই কমিতে থাকে। তবে সমাজের উঁচু স্তরে উপার্জ্জন যত বাড়ে, নিচুস্তরে তত বাড়ে না, ধনবণ্টনের বৈষম্য বাড়ে। তথাপি মুদ্রাসঙ্কোচের দৈন্যের অপেক্ষা মুদ্রাস্ফীতির অকুলান অনেকেই অধিকতর শ্রেয় বলিয়া মনে করেন। মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে একটা কর্মচাঞ্চল্য এবং আশাবাদিতা থাকে, দামস্তর বাড়িলেও উপার্জ্জনের আশা থাকে, কর্মসংস্থানও বাড়ে। নির্দিষ্ট আয়ের লোকেদের পক্ষে মুদ্রস্ফীতি অসুবিধাজনক। তথাপি বেকারত্ব জর্জ্জরিত অর্থনীতিতে ইহা সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করিয়া দেয়। সরকারের আয় ব্যয় ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা ধনবণ্টনের বৈষম্য যদি কিছুটা প্রতিরোধ করা যায় এবং চরম মুদ্রাস্ফীতির (hyper inflation) পরিস্থিতি যদি পরিহার করা যায় তাহা হইলে মুদ্রাসঙ্কোচ অপেক্ষা মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতি অধিকতর কাম্য।

Q. 5. Discuss the measures which can be adopted for controlling inflation.

Discuss the efficacy of monetary and fiscal measures for controlling inflation.

Ans. মন্দার ভয় থাকিলে অল্প পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইলে উহা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির বিপদ হইল যে একবার উহা সৃষ্টি হইলে উহা ক্রমাগতই চলিতে থাকে এবং বাড়িতে থাকে। ঠিক সময়ে ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে ছোটখাটো মুদ্রাস্ফীতিই বৃহৎ বিপর্যয়ে পরিণত হইতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি সেই কারণে কাম্যস্তর অতিক্রম করিলে

বা অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা দেখা দিলে, মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী ব্যবস্থা অবিলম্বিত হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থাগুলি মোটামুটি তিনপ্রকার : মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যবস্থা (monetary measures) ; রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থা (fiscal measures) ; এবং অমুদ্রাগত ব্যবস্থা (non-monetary measures)।

মুদ্রাসংক্রান্ত ব্যবস্থা (Monetary measures)

মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যবস্থার একটি হইল হুণ্ডি পুনর্বাট্টা করিবার হার (rate of rediscount) বৃদ্ধি করা। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসায়ীদের হুণ্ডি বাট্টা করিয়া দিয়া প্রাপকদের নগদ টাকা উঠাইতে সাহায্য করে। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলির নিজেদের নগদ টাকার প্রয়োজন হইলে তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় এবং তাহাদের নিজেদের বাট্টা করা হুণ্ডিগুলি তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট পুনর্বাট্টা করিয়া লয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিছু সুদ কাটিয়া রাখিয়া ঐ হুণ্ডির টাকা মিটাইয়া দেয়। যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদ কাটিয়া রাখে তাহাই ব্যাঙ্করেট বা পুনর্বাট্টাকরণের হার বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই ব্যাঙ্করেট বাড়াইলে, সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি দেখিবে যে তাহারা যে সুদের হারে হুণ্ডি বাট্টা করিয়া দিতেছে তাহাতে তাহাদের লোকসান হইতেছে ; সুতরাং ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সুদের হার বাড়াইবে। ফলে ব্যবসায়ীরা বেশী ধার করিতে পারিবেনা এবং বিনিয়োগ কমাইতে বাধ্য হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভরেশিওর পরিবর্তন করিলেও অনুরূপ ফলাফল ঘটিবে। ব্যাঙ্কগুলি ঋণ প্রদান করিয়া আমানত সৃষ্টি করে ; এই আমানত ক্রয়শক্তি রূপে কাজ করে, নগদ টাকার ন্যায় চেক-এর দ্বারাও বেচা কেনা হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের মোট আমানতের পিছনে উহার একটি নির্দিষ্ট অনুপাত নগদ টাকার আকারে রাখিয়া দিতে বাধ্য হয়। ইহাকে রিজার্ভ রেশিও বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি নগদ রিজার্ভ-রেশিও বাড়াইবার আদেশ দেয় (যে আদেশ দিবার ক্ষমতা অনেক দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আছে) তাহা হইলে তাহারা আমানত বাড়াইতে পারিবে না, কমাইতে বাধ্য হইবে। ব্যাঙ্কগুলি আমানত কমাইলে অর্থাৎ ঋণ কম দিলে, বিনিয়োগ কম হইবে।

তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিলেও ব্যাঙ্কের হাতে এবং জনসাধারণের হাতে নগদ টাকা কমিবে। সরকারী সিকিউরিটি

বিনিয়োগকারীদের নিকট একটি আকর্ষনীয় বস্তু। একটু কম দামে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি বাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে অনেকেই উহা কিনিবে। ব্যাঙ্কগুলিও কিনিতে পারে; ব্যাঙ্কগুলি কিনিলে তাহাদের হাতের নগদ টাকা সরাসরি কমিয়া যাইবে। জনসাধারণ যদি কিনে, তাহারা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নগদ টাকা তুলিয়া লইবে, উহাতে ব্যাঙ্ক-এর হাতে নগদ কমিবে। তখন তাহারা ধার দেওয়া কমাইয়া দিবে।

চতুর্থতঃ, ভোগকারীর কর্জ নিয়ন্ত্রণও (consumer credit regulation) অন্যতম মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী ব্যবস্থা। ভোগকারীদের পক্ষে স্থায়ী সামগ্রীর চাহিদা অত্যন্ত অস্থির; এই অস্থিরতা জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে একান্ত বিপজ্জনক। দেশে স্থায়ী ভোগসামগ্রীর ষ্টক যত বাড়ে, দেশের অর্থনীতিতে অস্থিরতার উপাদান সৃষ্টি হয় ততই বেশী। সুতরাং ভোগকারীদিগকে প্রদত্ত কর্জ্জ নিয়ন্ত্রণ করা মুদ্রাস্ফীতির সময়ে প্রয়োজন হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল যে ভোগকারীদের স্থায়ী সামগ্রীতে অত্যধিক ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য ঐ উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে কর্জ্জদান স্থগিত রাখা এবং কিস্তিবন্দীতে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে যে পণ্য ক্রয় বিক্রয় হয় তাহা নিয়ন্ত্রণ করা।

রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি (Fiscal measures)

সরকার নিজেদের ব্যয়ের দ্বারা, কর সংগ্রহের পদ্ধতি দ্বারা এবং নিজেদের ঋণ সংগ্রহের পদ্ধতির দ্বারা নিজেদের আয় ব্যয়ে, সুতরাং জনগনের আয় ব্যয়ে, তারতম্য ঘটাইতে পারেন। কোনও বৃহৎ রাজনৈতিক বা সামরিক কারণ না থাকিলে, সরকারী ব্যয়-কে একটি পরিবর্তনশীল পরিমাণ বলিয়া ধরা যায়। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার নিজেদের ব্যয় ইচ্ছাকৃত-ভাবে বাড়াইতে কমাইতে পারেন। যখন জনসাধারণের অনিয়ন্ত্রিত ব্যয়-এর দ্বারা মুদ্রস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হয়, তখন সরকার নিজেদের ব্যয় কমাইয়া ঐ চাপ যথাসম্ভব লাঘব করিতে পারেন। যে পরিমাণে সরকার নিজেদের ব্যয় কমাইয়া দেন সেই অনুপাতে জনসাধারণের আয় কমিয়া যায়, সুতরাং ব্যয় করিবার ক্ষমতাও কমে। উহা দ্বারা সেই কারণে, সীমাবদ্ধ সামগ্রীর উপরে জনসাধারণের যে চাহিদার চাপ থাকে উহা কমিয়া যায়। তবে সরকারের ব্যয় হ্রাস মুদ্রাস্ফীতির সকল অবস্থাতেই সকল সময়েই যে ফলপ্রদ হইবে, অন্ততঃ আশানুরূপ ফল দিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। সেই কারণে

সরকারের করণীয় হল নিজেদের ব্যয় হ্রাসের সহিত, জনগণের উপর বেশী করিয়া কর আরোপ করা; বেশী করিয়া কর আরোপ করিলেই জনগণের হাতের বাড়তি অর্থ সরকার টানিয়া লইতে পারিবেন। নূতন কর বসাইয়া এবং পুরাতন করের হার বাড়াইয়া ইহা করা যাইতে পারে। তবে কর বাড়াইবার সময়ে আমদানী বাড়ানো উচিত হইবে না; আমদানী বাধা পাইলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়িবে। উহার সহিত সরকারের কর্তব্য হইবে জনসাধারণের নিকট হইতে বেশী করিয়া কর্জ্জ লওয়া। প্রচারকার্য্যের দ্বারা বা বেশী সুদের লোভ দেখাইয়া, সম্ভব হইলে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া, সরকার জনগণকে সঞ্চয়ে প্রণোদিত করিতে পারেন এবং ঐ সঞ্চয় ধার লইতে পারেন। ইহাতে বাড়তি ক্রয় শক্তি আটক হইয়া যাইবে।

অমুদ্রাগত ব্যবস্থা (Non monetary measures)

মুদ্রা ব্যবস্থার বাহিরে যে সকল শাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থার দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির চাপ লাঘবের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহার মধ্যে একটি হইল উৎপাদনের সমন্বয় সাধন (output adjustment)। উৎপাদনের বৃদ্ধিই মুদ্রাস্ফীতির সব থেকে ফলপ্রদ প্রতিকার। পূর্ণ কর্মসংস্থান আসিয়া গেলে উৎপাদন বৃদ্ধি কষ্টকর, কিন্তু অসম্ভব নহে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের মধ্যেও বিশেষ ধরণের বস্তুর উৎপাদন বাড়ানো এবং মোট উৎপাদন যাহাতে হ্রাস না পায় তাহার ব্যবস্থা করা সম্ভব। আর একটি অমুদ্রাগত পদ্ধতি হইল মজুরীর হার নিয়ন্ত্রণ করা। মজুরীর হার যদি বল্গা ছাড়া হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে মজুরী ও দামস্তর ক্রমাগতই পরস্পরকে তাড়া করিয়া চলিবে এবং মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা ক্রমশই বাড়িবে। সরকার ও শ্রমিক সঙ্ঘ উভয়কেই মজুরীর হার সম্পর্কে বাস্তবধর্মী সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের আর একটি ব্যবস্থা হইল দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং। যে সকল সামগ্রী ব্যক্তির জীবনে একান্ত প্রয়োজন এবং সেই কারণে মুদ্রাস্ফীতির চাপ যাহাদের উপর সবথেকে বেশী পড়ে সে সকল বস্তুর যদি দাম নিয়ন্ত্রণ করিতে পারা যায় তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতির উগ্রতা প্রশমিত হয়। জনবহুল শহরে ও গ্রামে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করিলে দাম নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়; ইহাতে নির্দিষ্ট দামে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঠিক তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। ইহাতে জীবনধারণের ব্যয় কমাইয়া রাখা যায় এবং শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী প্রতিরোধ করা যায়।

Q. 6. Should price stability or exchange stability be the objective of monetary policy in a country ?

Ans. আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির রাখা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যদি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে উহাদের মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময়হার, কোন্ মুদ্রা কতখানি স্বর্ণের সমান তাহার দ্বারাই আপনাআপনি নির্ধারিত হইয়া যাইবে। ইহাকে বলা হয় স্বর্ণ সমতার হার। একটি দেশ হইতে অপর দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার এবং অপর দেশে হইতে ঐ দেশে স্বর্ণ আনিবার খরচা যথাক্রমে ঐ স্বর্ণ সমতার হার-এর সহিত যোগ দিলে বা উহা হইতে বিয়োগ করিলে যে দুইটি বিনিময় হার পাওয়া যায়, উহারা দুইটি স্বর্ণবিন্দু (gold or specie points)। আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান-এ, বৈদেশিক বিনিময় হার ঠিক ঐ স্বর্ণসমতার বিন্দুতে (Mint part of exchange) না থাকিলেও ঐ দুইটি স্বর্ণবিন্দুর মধ্যেই অবস্থিত থাকে। সুতরাং মোটামুটি বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা থাকে।

বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা নানাদিক হইতেই দেশের অর্থনৈতিক জীবনে উপকার আনে। ইহা দ্বারা বিদেশ হইতে পণ্য আমদানী করিলে উহার দরুণ দেশের টাকা কত দিতে হইবে, তাহা ঠিকভাবে বুঝা যাইবে ; সুতরাং পণ্য আমদানী করা লাভজনক হইবে না লোকসান হইবে তাহা অনুমান করা সম্ভব হইবে। আমদানী পণ্য কি দামে বিক্রয় করা হইবে তাহাও স্থির করা সহজ হয়। অপর দিকে বিদেশের টাকার হিসাবে কত মূল্যে পণ্য রপ্তানী করিলে দেশের টাকা কত পাওয়া যাইবে, ঐ দামে বিদেশে পণ্য রপ্তানী করা পোষায় কিনা তাহাও বৈদেশিক বিনিময়হার স্থিতিশীল থাকিলে সহজেই বিচার করা যায়। ইহা ছাড়া যে সকল দেশ বিদেশী মূলধনের উপর নির্ভরশীল তাহাদের ক্ষেত্রেও স্থিতিশীল বিনিময়হার যথেষ্ট উপকার দেয় ; কারণ বিনিময় হার অস্থিতিশীল হইলে, বারংবার পরিবর্তিত হইতে থাকিলে, এক দেশের পুঁজিপতি অন্যদেশে পুঁজিধার দিতে সাহস করে না। কম বিনিময়হারে যতটাকা বিদেশে ধার দেওয়া হইবে বিনিময়হার চড়িয়া গেলে তাহা অপেক্ষা অনেক কম টাকা ফিরৎ পাওয়া যাইবে ; বিপরীত ক্ষেত্রে বেশী টাকা ফিরৎ পাওয়া যাইবে। সুতরাং অস্থিতিশীল বিনিময়হারের ক্ষেত্রে, এক দেশের মূলধন অপর দেশে যথার্থ বিনিয়োগের কাজে প্রয়োগ না হইয়া ফাট্‌কা কারবারে নিয়োগ করা হয়। ইহাতে দেশের মধ্যেকার শিল্পবাণিজ্যে

অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং বিনিময়হারের অস্থিরতা আরও বাড়ে। সুতরাং বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করাই মুদ্রানীতির প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়াই দীর্ঘকাল যাবৎ বিবেচিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান যে দীর্ঘকাল যাবৎ জনপ্রিয়তা ভোগ করিয়াছে তাহাও এই কারণেই।

কিন্তু বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করিতে গেলে আভ্যন্তরীণ দাম স্তরকে ছাড়িয়া রাখিতে হয়, স্বর্ণমান থাকিলেও এবং স্বর্ণমান না থাকিলেও। স্বর্ণমান থাকিলে স্বর্ণ চলাচলের দ্বারা আভ্যন্তরীণ দামস্তর উঠানামা করিবে। স্বর্ণমান যদি না থাকে তাহা হইলে বিবিধ কৃত্রিম পদ্ধতিতে আমদানী রপ্তানীর সমতা বিধানের দ্বারা বিনিময়হারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখিতে হয়; উহাতে আভ্যন্তরীণ দামস্তরে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আভ্যন্তরীণ দামস্তরের এই পরিবর্তন কিন্তু খুব সুখকর নহে। উহা কখনও ব্যবসায়ীদিগকে অপ্রত্যাশিত লাভ আনিয়া দেয়, কখনও বা অভাবিত লোকসানের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। লাভ হইলে সুখ, লোকসান হইলে দুঃখ; অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন অস্থায়ী সুখের চেয়ে, স্বস্তিই ভালো। ইহা শুধু ব্যবসায়ীদিগের ক্ষেত্রেই নহে। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও। ব্যবসায়ীদের ঘন ঘন লাভ লোকসানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ধনসম্পদ উৎপাদনেরও পরিবর্তন ঘটে; ইহাতে লোকের কর্মসংস্থানের (employment) এবং উপার্জনের (income) দ্রুত পরিবর্তন হয়। কখনও লোকে বেশী চাকুরী পায় এবং দুপয়সা উপার্জন করে। কখনও বা বেকার হইয়া পড়ে এবং অর্থাভাবে মরিলেও জীবনধারণের উপকরণ কিনিতে পারে না। তাহা ছাড়া, দেশের বৈদেশিক বিনিময়হার স্থিতিশীল থাকিলে, বিদেশে শিল্প বাণিজ্যে মন্দা (depression) উপস্থিত হইলে উহা সহজেই দেশের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়া যায়; বিনিময় হারকে পরিবর্তন করিলে বিদেশের মন্দার দেশের মধ্যে প্রবেশ কিছুটা প্রতিহত করা যায়। এই সকলকারণে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ আভ্যন্তরীণ দামস্তরকে স্থিতিশীল রাখিবার পক্ষপাতী। অবশ্য যদি বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা ও টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্যের স্থিতিশীলতা একই সঙ্গে বজায় রাখা যায়, তাহা হইলে উহাই কাম্য হয়। কিন্তু সচরাচর উহা সম্ভব হয় না। তবে আভ্যন্তরীণ দামস্তরকে দেশের কর্মসংস্থান ও উপার্জনের স্তরের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করিয়াও যাহাতে বিনিময় হারের কিছুটা স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায়, সেই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাঙ্কব্যবসায় ও কর্জ (Banking & Credit)

Q. 1. What is a bank ? What are its services for which you consider it useful ? (Cal. B. A. 1950)

Ans. ব্যাঙ্ককে নানারূপে বর্ণনা করা যায়; ইহার কাজও বিভিন্ন প্রকারের। তবে মূলতঃ ইহার কার্য হইল কর্জের লেনদেন। গচ্ছিত রাখিতে ইচ্ছুক লোকেদের নিকট হইতে ইহা টাকা গ্রহণ করে এবং ধার লইতে ইচ্ছুক লোককে ইহা কর্জ প্রদান করে। সুতরাং ইহাকে "কর্জের ব্যাপারী" (dealer in credit) বলা যাইতে পারে। তবে আধুনিক যুগে ব্যাঙ্কের উপর জনগণের আস্থা প্রভুত পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়াতে এবং ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া কাজ কারবার পরিচালনার অভ্যাস বিশেষ প্রসার লাভ করাতে, ব্যাঙ্কসমূহ কর্জ সৃষ্টি করিবারও অবকাশ পাইয়াছে। সুতরাং ব্যাঙ্ককে কর্জ যোগানকারী এবং মুদ্রা সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান রূপে বর্ণনা করা যায়।

ব্যাঙ্কের বিভিন্ন কার্য্যকলাপ নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা চলে :

প্রথমতঃ, ব্যাঙ্ক জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ গচ্ছিত রাখে। ইহা আমানত রূপে পরিচিত। অমানতকারীরা ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সঞ্চয় জমা রাখে। আমানতের টাকা উঠাইয়া লইবার পদ্ধতি বা মেয়াদ অনুযায়ী আমানতকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—মেয়াদী আমানত (time deposit) ও দাবী আমানত। শেষোক্তটি কখনও কখনও দুই পর্যায়ে বিভক্ত : চলতি হিসাব ও সঞ্চয় হিসাব। অমানতকে এইভাবে নানা পর্যায়ে বিভক্ত করিয়া ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট হইতে তাহাদের অভিরুচি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। এই অর্থ ব্যাঙ্কের নিকট নিরাপদে গচ্ছিত থাকে, অধিকন্তু ইহাতে সুদ পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যাঙ্ক কর্তৃক আমানত গ্রহণের কার্যে জনসাধারণ সঞ্চয়ে উৎসাহিত হয়। সঞ্চয়ের অভ্যাস ও পরিমাণ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কেই উপকৃত করে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক এই আমানতের অর্থ কর্জ লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণরূপে প্রদান করে। আমানতের যেরূপ মেয়াদ আছে, কর্জেরও সেইরূপ বিভিন্ন মেয়াদ আছে। ব্যাঙ্ক অত্যল্প কালের জন্য ঋণ

প্রদান করে, আবার কিছু বেশী সময়ের জন্যও ঋণ প্রদান করে। প্রথম ক্ষেত্রে সুদের হার খুব কম হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সুদের হার অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। তবে সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে আমানত পায় না, সুতরাং খুব বেশী দিনের জন্য কর্জ দিতে পারে না। না পারিলেও দেশের পুঁজি গঠনে ইহার উপকারিতা সুস্পষ্ট। ব্যাঙ্কমাত্রই পরের ধনে পোদ্দারী করে কিন্তু উহাতে বিন্দুর দ্বারা সিন্ধু রচিত হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নিকট হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া ব্যাঙ্ক উহাকে উৎপাদনে বিনিয়োগের উপযোগী পরিমাণে পরিণত করে, ঋণের আবেদনকারীদের মধ্য হইতে যোগ্য কারবারীদের বাছাই করিয়া লয় এবং উহাদিগকে ঋণ দিয়া সমাজের অলস সঞ্চয়কে উৎপাদক পুঁজিতে রূপান্তরিত করিয়া দেয়।

তৃতীয়তঃ, ঋণ প্রদানের যে পদ্ধতিগুলি আছে উহাদের মধ্যে একটি হইল হুণ্ডি বাট্টা করা (discounting the bill of exchange)। হুণ্ডি বাট্টা করা ব্যাঙ্কের ধার দিবার একটি বিশেষ পদ্ধতি হইলেও, এক অর্থে ইহাকে ব্যাঙ্কের বিনিয়োগরূপেও বিবেচনা করা চলে। যে ভাবেই উহাকে বিবেচনা করা হউক, ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে হুণ্ডির, বিশেষ করিয়া উহা বাট্টা করিয়া দিবার আয়োজনের, অশেষ উপকারিতা। যখন উৎপাদনকারী বা বড় ব্যবসায়ী, অর্থাৎ পাইকার, দোকানদারদিগকে বা খুচরা ব্যবসায়ী-দিগকে অল্পকালের জন্য ধারে মাল দেয় (সাধারণত ৯০ দিন) তখন যোগানদার দোকানদারের উপর হুণ্ডি কাটে। দোকানদার এবং তাহার পক্ষ হইতে কোন ব্যাঙ্ক সেই হুণ্ডি স্বীকার করিয়া লয়—নির্দিষ্ট সময়ের শেষে টাকা পরিশোধ করা হইবে বলিয়া স্বীকৃত থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি ধারে মাল যোগান দিয়াছে সে নগদ অর্থের প্রয়োজন হইলে তাহার ব্যাঙ্কের নিকট ঐ হুণ্ডি লইয়া গেলে, ব্যাঙ্ক উপযুক্ত মনে করিলে কিছু কমিশন কাটিয়া রাখিয়া (বাট্টার হার) হুণ্ডিতে উল্লিখিত অর্থ অগ্রিম দিয়া দেয় (ইহাকেই হুণ্ডি বাট্টা করা বলে); মেয়াদ পূর্ণ হইলে ব্যাঙ্ক কর্জগ্রহণকারীর নিকট হইতে পুরা টাকা আদায় করিয়া নেয়। ইহাতে খুচরা ব্যবসায়ীগণ প্রভৃত উপকৃত হয় ধারে মাল পাইয়া, উৎপাদনকারীগণ উপকৃত হয় ধারে মাল দিয়া (কারণ ধার দিলে তাহাদের মালের কাটতি হয়) অথচ উৎপাদান-কারীদের পুঁজি দ্রুত ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় উৎপাদনের কাজে প্রযুক্ত হয়।

চতুর্থতঃ আধুনিক যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য যে ভাবে বাড়িয়াছে তাহাতে ক-এর সঞ্চয় খ-কে পুঁজিরূপে দিলেই ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট পুঁজি প্রবাহিত হয় না। আবার ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ হইল সামগ্রীর লেনদেন বা বিনিময়। আধুনিক যুগে টাকার মাধ্যমে বিনিময় সম্পন্ন হয়। কিন্তু সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে পরিমাণে টাকা ছাড়ে, দেশের দ্রুত সম্প্রসারণশীল ব্যবসা বাণিজ্যের তুলনায় তাহা যথেষ্ট হয় না। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইল ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্কট। ব্যাঙ্ক আমানত সৃষ্টি করিয়া এবং উহার দ্বারা টাকা সৃষ্টি করিয়া অন্যথায় যাহা স্থায়ী সঙ্কট হইত তাহা হইতে দেশকে রক্ষা করে। এই ঋণ ও আমানত সৃষ্টির দ্বারা উৎপাদনের পুঁজি সৃষ্টি হয়, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিময়ের বাহন সৃষ্টি হয়।

পঞ্চমতঃ, ব্যাঙ্ক জনসাধারণকে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অংশপত্র (share) ক্রয় বিক্রয়ে সাহায্য করে, ইহাতে শিল্পে বিনিয়োগে সাহায্য হয়; জনসাধারণের মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদে রক্ষা করে, ইহাতে বহু লোক বহুরূপে উপকৃত হয়। বড় বড় ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের পক্ষ হইতে কর (tax) সংক্রান্ত জটিল দায়িত্ব ও পালন করে।

Q. 2. What are credit instruments? Discuss their utility.

Ans. কর্জ বলিতে বুঝায় ভবিষ্যৎ সম্পদের মালিকানার বিনিময়ে বর্তমান সম্পদের মালিকানা প্রদান। কিছুকাল পরে দাম পাওয়া যাইবে এরূপ বন্দোবস্তে যদি সামগ্রী বিক্রয় করা হয় অথবা ভবিষ্যতে পরিশোধ করা হইবে এইরূপ সর্তে যদি কাহাকেও অর্থপ্রদান করা হয় তাহা হইলে উহাকে কর্জ লেনদেন বলা হইবে। ভবিষ্যতে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে এই প্রতিশ্রুতিতে বর্তমানের সম্পদ প্রদানই হইল কর্জ। সেই জন্য কর্জ শব্দটির সহিত বিশ্বাসের প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা এবং ঋণের পরিমাণ ও সর্তাদি যে দলিল বহন করে তাহাকে কর্জপত্র বা credit instruments বলা হয়। সাধারণতঃ যে সকল কর্জপত্র বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় সেইগুলি হইল নিম্নরূপ:

১। **হুণ্ডি (Bill of Exchange)—একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হউক এই মর্মে মাল ক্রয়-**

কারীর উপর মাল বিক্রয়কারীর নির্দেশ দেওয়া থাকে যে দলিলে (এবং ঐ দায়িত্ব মাল ক্রয়কারীর দ্বারা স্বীকৃত হয়), তাহাকে হুণ্ডি বলা হয়। সাধারণতঃ তিনমাসের মেয়াদে এইরূপ ধার দেওয়া নেওয়া হইয়া থাকে। কর্জদাতা এবং কর্জগ্রহীতা একই দেশের অধিবাসী হইলে, হুণ্ডিটি হইবে অন্তর্দেশীয় হুণ্ডি (inland bill), উহারা ভিন্ন দেশের অধিবাসী হইলে হুণ্ডিটি হইবে বৈদেশিক হুণ্ডি। নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পর, মালবিক্রেতা বা তাহার পক্ষ হইতে অপর কেহ মালক্রয়কারীর নিকট হুণ্ডিটি উপস্থাপিত করিলে, মালক্রয়কারী উহাতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করিয়া দিবে। ইতিমধ্যে মাল বিক্রেতার যদি নগদ অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সে হুণ্ডিটি ব্যাঙ্কের নিকট প্রদান করিয়া এবং ব্যাঙ্ককে কিছু কমিশন দিয়া উহার বিনিময়ে নগদ সংগ্রহ করিতে পারে ; মেয়াদ পূর্ণ হইলে ব্যাঙ্ক ঋণ-গ্রহীতার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া লইবে। ইহাকে বলা হয়, হুণ্ডি বাট্টা করা ; যে হারে (rate) ব্যাঙ্ক কমিশন লয় অর্থাৎ সুদ লয়, উহা হইল বাট্টার হার (rate of discount)। হুণ্ডির উপকারিতা হইল যে ইহা ধারে কারবার সম্ভব করে অথচ উৎপাদনকারীর পুঁজি দীর্ঘকালের জন্য আটকাইয়া দেয় না—পুঁজির তরলতা বজায় রাখিতে সাহায্য করে।

২। চেক (Cheque)—আমানতকারী ব্যাঙ্কে টাকা রাখিলে উহা যদি দাবী আমানত (demand deposit) হয় তাহা হইলে চেক কাটিয়া উহা তুলিতে পারে। চাহিবামাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিবার জন্য আমানতকারী কর্তৃক ব্যাঙ্ককে প্রদত্ত নির্দেশ হইল চেক। ইহার দ্বারা আমানতকারী নিজের প্রয়োজনে মুদ্রা উঠাইতে পারে অথবা অপর কাহাকেও মুদ্রা প্রদান করিতে পারে। চেক হইল কর্জপত্র কারণ উহা আমানতকারীর নিকট ব্যাঙ্কের ঋণগ্রস্ততার প্রতীক ; ইহা ব্যাঙ্ক কর্তৃক মুদ্রা প্রদানের বাধ্য-বাধকতা সূচনা করে। চেক-এর উপকারিতা হইল ইহা নগদ অর্থ লেন-দেনকে অপ্রয়োজনীয় করিয়া তুলে, নগদমুদ্রা ব্যবহারে সাশ্রয় ঘটায়। ইহা অপেক্ষাও বড় কথা হইল, ইহা ব্যাঙ্ক আমানত সৃষ্টি সম্ভব করে।

৩। প্রতিশ্রুতিপত্র (Promissory Note)—ঋণগ্রহীতা ঋণ-প্রদাতাকে ঋণের স্বীকৃতি স্বরূপ যে পত্র দেয় উহাকে প্রতিশ্রুতি পত্র বা promissory note বলা হয়। ইহাতে ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, ঋণের মেয়াদ প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করা থাকে। তবে সাধারণতঃ চাহিবামাত্র

কর্জের টাকা পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতি থাকে। প্রতিশ্রুতিপত্রের প্রচলনে দেশের ধারের কারবার বৃদ্ধি পায়।

৪। **ব্যাঙ্ক নোট** (Bank Note)—যে দলিলের বিনিময়ে কোন ব্যাঙ্ক আইনচালু মুদ্রার (legal tender) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত থাকে (এবং ঐ প্রতিশ্রুতি ঐ দলিলেই দেওয়া থাকে) উহাকে ব্যাঙ্ক নোট বলা হয়। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রথম যুগে বহু ব্যাঙ্ক এইরূপ ব্যাঙ্ক নোট ছাপাইয়া প্রচার করিত। ব্যাঙ্কের উপর জনগণের আস্থা থাকায় জনগণ ঐ ব্যাঙ্কনোট গ্রহণ করিত। এই সুবিধার অনেক অপপ্রয়োগ ঘটাতে প্রায় সকল দেশেই ব্যাঙ্কনোট প্রচারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছে; বর্তমানে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই একমাত্র ব্যাঙ্কনোট প্রচারের অধিকারী এবং তাহার অধিকার ও দায়িত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত। ব্যাঙ্কনোটের উপকারিতা অপরিসীম। ইহার দ্বারাই বর্তমান দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুপাতে মুদ্রা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

৫। **ব্যাঙ্ক ড্রাফট** (Banker's Draft)—একটি ব্যাঙ্ক অপর একটি ব্যাঙ্ককে মুদ্রা প্রদানের অনুরোধ জানাইয়া যে দলিল রচনা ও প্রেরণ করে উহাকে ব্যাঙ্ক ড্রাফট বলে। ইহার দ্বারা একটি ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করে—ইহা প্রথম ব্যাঙ্কের নিকট দ্বিতীয় ব্যাঙ্কের অর্থ প্রদানের দায়িত্ব সূচনা করে। ব্যাঙ্ক ড্রাফট ব্যবহারে একস্থান হইতে অপর এক স্থানে মুদ্রা প্রেরণ সম্ভব হয়।

Q. 3. Point out the utility of credit. Distinguish between bank credit and commercial credit.

Ans. দেশের মধ্যে কর্জের যে লেনদেন হয়, বিশেষ করিয়া ব্যাঙ্কের মারফৎ, তাহার সামাজিক উপকারিতা প্রভূত। এই উপকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে।

১। **উৎপাদনের ক্ষেত্রে**—কর্জের লেনদেন উৎপাদনের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে। সমাজে একশ্রেণীর লোক আছে যাহাদের সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা আছে ও ইচ্ছাও আছে কিন্তু ঐ সঞ্চয়কে ব্যবসা বাণিজ্যে খাটাইবার যোগ্যতা বা সাহস নাই। উহাদের এই সঞ্চয় উহাদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা দেয়। কিন্তু উহার উপরে আর সামাজিক উপকারিতা কিছু প্রদান করে না। বরং মুদ্রার প্রচলন হইতে (circula-

tion of money) কিছু অংশ সরিয়া যাওয়াতে উপার্জনের প্রবাহ (income flow) এবং ক্রয়শক্তির পরিমাণ কমিয়া যায়। কিন্তু ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য কর্জ প্রতিষ্ঠানগুলি (যথা বীমাকোম্পানী) এই অলস সঞ্চয়কে সংগ্রহ করিয়া যাহারা ব্যবসাবাণিজ্য করিতে ইচ্ছুক এবং উহাতে পারদর্শী তাহাদিগকে কর্জ দিয়া থাকে। ইহাতে অলস অর্থ উৎপাদক অর্থে পরিণত হয়, সমাজে ধনসম্পদ উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পায়, ইহাতে জাতীয় আয় বাড়ে।

২। **বিক্রয়ের ক্ষেত্রে**—উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঋণ যেরূপ উপকারিতা প্রদান করে, বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও সেইরূপ উহা উপকারিতা দিয়া থাকে। বস্তুতঃ পক্ষে, উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের সম্ভাবনা না থাকিলে এবং বাস্তবক্ষেত্রে বিক্রীত না হইলে উৎপাদনের কোন সার্থকতা নাই। উৎপাদনকারীদের লোকসান হইলে তাহারা উৎপাদন করিবে না। উৎপাদনকারী যদি খুচরা ব্যবসায়ীকে ধারে মাল সরবরাহ করে, ভবিষ্যতে দাম পরিশোধ করা হইবে এই প্রতিশ্রুতিতে বর্তমানে মাল যোগান দেয়, তাহা হইলে খুচরা ব্যবসায়ীরা উৎপাদিত পণ্য বেশী করিয়া কাটাইবার চেষ্টা করে। ইহাতে উৎপাদনকারীরা লাভবান হয়, খুচরা ব্যবসায়ীরাও লাভবান হয়। বাস্তবক্ষেত্রে উৎপাদনকারীদের পিছনে বা বড় পাইকারদের পিছনে ব্যাঙ্কের সমর্থন থাকে বলিয়াই তাহারা ধারে মাল সরবরাহ করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক হয়। হুণ্ডির মারফৎ এই ধার দেওয়া নেওয়া হইলে ব্যাঙ্ক ঐ হুণ্ডি বাট্টা (discount) করিয়া দিবার সুযোগ দেয়; ইহাতে উৎপাদনকারী বা পাইকারগণ ধারে মাল দেওয়া সত্ত্বেও তাহাদের অর্থের তরলতা বজায় রাখিতে পারে।

ব্যাঙ্কঋণ ও বাণিজ্যমূলক ঋণের পার্থক্য

সোজাসুজি দাদন দিয়া (advances) অথবা বাড়তি মুদ্রা উঠাইবার অনুমতি দিয়া (overdraft) অথবা হুণ্ডি বাট্টা করিয়া (discounting bills of exchange) ব্যাঙ্ক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে অথবা একক কোন ব্যক্তিকে যে ঋণ দিয়া থাকে উহাকে ব্যাঙ্ক ঋণ (Bank credit) বলা হইয়া থাকে। ব্যাঙ্ক যে শুধু অপরের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থই ঋণ প্রদান করে তাহা নহে, ব্যাঙ্ক নিজের নগদ রিজার্ভ-এর ভিত্তিতে ইচ্ছাপূর্বক বাড়তি আমানত সৃষ্টি করিয়াও ঋণ সৃষ্টি করিয়া দিতে পারে। ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত এইরূপ সকল প্রকার ঋণকেই ব্যাঙ্কঋণ বলা হয়।

অপরপক্ষে, ব্যবসাদারগণ নিজেদের মধ্যে যে ধারের লেনদেন করে তাহাকে বাণিজ্য ঋণ বা commercial credit বলে। ব্যবসাদারদের নিজেদের মধ্যে এইরূপ ধারের লেনদেন অবিরতই চলে। উৎপাদনকারী পাইকারকে ধার দেয়, পাইকার খুচরা ব্যাবসায়ীকে ধার দেয়।

Q. 4. What is a cheque? Is cheque money?

Ans. [What is a cheque? ২নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য]

আজকাল চেক-এর প্রচলন খুব বাড়িয়াছে। অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর দেশগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেক-এর দ্বারাই আর্থিক বাধ্যবাধকতা মিটানো হইয়া থাকে; ছোট খাটো নিত্যকার খরচার জন্য মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। সেই কারণে চেক-কেই মুদ্রারূপে গণ্য করা উচিত কিনা এই প্রশ্ন উঠে। অর্থনীতিবিদগণ চেক এবং মুদ্রার মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য প্রদর্শন করেন:

প্রথমতঃ, জনসাধারণ চেক-এর দ্বারা পরস্পরের মধ্যে বাধ্যবাধকতা মিটাইলেও,—ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রথা অনুযায়ী উহার প্রচলন হইলেও,—চেক্-কে বিহিত মুদ্রা (legal tender) বা আইন চালু মুদ্রা বলিয়া কোন দেশেই ঘোষণা করা হয় নাই। যথার্থ মুদ্রারূপে যাহাকে গণ্য করা হয়, উহা সরকার কর্তৃক বিহিত মুদ্রা রূপে ঘোষিত, সুতরাং প্রত্যেকেই উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু চেক গ্রহণ করা বা না করা চেক গ্রহণকারীর ইচ্ছাধীন।

দ্বিতীয়তঃ, পরস্পরের মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যেই চেক-এর আদান প্রদান হইতে পারে। চেক হইল চেকপ্রদানকারীর নিকট ব্যাঙ্কের ঋণগ্রস্ততার সাক্ষ্য—ব্যাঙ্কের নিকট সে যে আমানত রাখিয়াছে তাহার প্রমাণ। কিন্তু যত টাকার চেক কাটা হইয়াছে তত টাকা যে ব্যাঙ্কে জমা আছে ইহা চেকপ্রদাতার পক্ষে সব সময়ে চেক গ্রহীতাকে বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং চেক প্রদাতার উপর চেকগ্রহীতার যদি আস্থা থাকে তবেই সে চেক গ্রহণ করিবে। মুদ্রার লেনদেনের ক্ষেত্রে এইরূপ আস্থা অনস্থার প্রশ্ন উঠে না।

তৃতীয়তঃ, মুদ্রা ব্যবহারের দ্বারা লেনদেন কার্য্যটি সম্পূর্ণ হয়; 'ক' যখন 'খ'-এর নিকট হইতে কোনও সামগ্রী কিনিয়া, অথবা অন্য কোনরূপ আর্থিক বাধ্যবাধকতা মিটাইবার জন্য নগদ মুদ্রা প্রদান করে, তখন ঐ লেনদেন কার্যটি সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু চেক প্রদানের দ্বারা লেনদেন সম্পূর্ণ হয় না।

চেক আসল মুদ্রার বিকল্পরূপেই ব্যবহৃত হয়। শেষ পর্যন্ত মুদ্রার হস্তান্তরের দ্বারা চেক-এর দ্বারা সম্পাদিত লেনদেন কার্যটি সম্পূর্ণ হয়। 'খ', 'ক'-এর নিকট হইতে চেক লইয়া ব্যাঙ্কে জমা দিলে ব্যাঙ্ক উহার বিনিময়ে মুদ্রা পাইয়াছে বলিয়া মনে করিলে, তবেই কার্যটি সম্পূর্ণ হইল।

বস্তুতঃ পক্ষে চেক-কে মুদ্রারূপে গণ্য করা হইবে কিনা তাহা নির্ভর করে মুদ্রার সংজ্ঞার উপর, মুদ্রা বলিতে কি বুঝায় তাহার উপর। মুদ্রার যদি সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া হয়, অর্থাৎ এরূপ একটি বিনিময়ের বাহন যাহা লোকে গ্রহণ করিতে বাধ্য, তাহা হইলে চেক-কে মুদ্রারূপে গণ্য করা যায় না। অপরপক্ষে মুদ্রার যদি এরূপ ব্যাপক সংজ্ঞা দেওয়া হয় যে উহার দ্বারা সাধারণ ভাবে গৃহীত বিনিময়ের বাহনকে বুঝাইবে, তাহা হইলে চেক-কে মুদ্রারূপে গণ্য করিতে পারা যায়। বাস্তব ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে ব্যাঙ্ক আমানত মুদ্রারূপে কার্য করে; ব্যাঙ্ক আমানত বৃদ্ধি পাইলে ক্রয়শক্তির পরিমাণ বাড়ে। চেক-এর দ্বারা এই ক্রয়শক্তি ব্যবহার করা হয়, আদানপ্রদান করা হয়। আমানতের দ্বারা যদি ক্রয়শক্তি বাড়ে এবং চেক যদি এই আমানত হস্তান্তর করণের উপকরণ হয়, তাহা হইলে মুদ্রার কার্য বিবেচনা করিলে, চেককেও মুদ্রারূপে গণ্য করিতে পারা যায়।

Q 5. "Bankers can only lend what the depositors have entrusted to them." Examine this view of the origin of bank loans.

"Every new loan by a bank creates equivalent deposit" Discuss the statement. (Cal B A. 1958)

"Loans create deposit"—Explain the statement. (B. A. 1961, 1964).

Do banks manufacture the deposits they hold ? Discuss your answer with proper illustrations. (B. A. Deg. 1962)

Ans. ব্যাঙ্ক একশ্রেণীর লোকের নিকট হইতে টাকা জমা লয় এবং অপর এক শ্রেণীর লোককে টাকা ধার দেয়। লোকে টাকা জমা দিতে আসিলে ব্যাঙ্ক তাহার নামে আমানত বা হিসাব খোলে, ব্যাঙ্কের কার্য বাহির হইতে নিছক এইরূপই মনে হয়। মনে হয়, যেন ব্যাঙ্কের নিকট জনগণের কত আমানত থাকিবে সে সম্পর্কে ব্যাঙ্কের করনীয় কিছুই নাই;

জনগণ যেরূপ উপার্জন করিবে, সঞ্চয় করিবে এবং ব্যাঙ্কে জমা রাখিবে, ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত আমানত যেন সেইরূপই হইবে।

আসলে কিন্তু তাহা নহে। ব্যাঙ্ক শুধুই যে নিষ্ক্রিয় আমানত (passive deposit) এর হিসাব খোলে তাহাই নহে, ব্যাঙ্ক ইচ্ছাপূর্বক সক্রিয় অমানতের হিসাব খুলিয়া নিতে পারে, ইহাকে active deposit বলা হয়। একজন ব্যক্তি যখন তাহার উপার্জিত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা দিতে আসে তখন উহা হইল ব্যাঙ্কের "নিষ্ক্রিয় আমানত", ব্যাঙ্কের নিজের কিছুই করনীয় নাই, ব্যাঙ্ক শুধু উহা জমা করিয়া লয়। কিন্তু কোনও ব্যক্তি নগদ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে না আসা সত্ত্বেও যদি ব্যাঙ্ক তাহার নামে নিজের কাছে আমানত আছে বলিয়া একটি হিসাব খুলিয়া দেয়—তাহা হইলে উহা হইবে সক্রিয় আমানত; এই আমানত খোলায় ব্যাঙ্কই অগ্রণী হইয়াছে বা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

প্রশ্ন হইল, ব্যাঙ্ক এইরূপ করিবে কেন? এবং যাহার নামে ব্যাঙ্ক এইরূপ অমানত খুলিয়া দিবে সে লোকই বা কে? ইহার উত্তর হইল যে ঋণ দিবার সময়ে ব্যাঙ্ক এইরূপ করে এবং যাহাকে ঋণ দেয় তাহার নামে ব্যাঙ্ক নিজের কাছে একটি আমানত লিখিয়া লয়। ধরা যাক, ক তাহার পরিচিত ব্যাঙ্কের নিকট গিয়া ১০,০০০ টাকা ধার চাহিল। ব্যাঙ্ক যদি ক-কে ধার দিবার সাব্যস্ত করে তাহা হইলে ক-এর নামে একটি account খুলিয়া দেয়। ঐ account এ দেখানো হয় যেন ক ঐ ব্যাঙ্কের নিকট ১০,০০০ টাকা জমা রাখিয়াছে—অর্থাৎ ব্যাঙ্কের নিকট ক-এর ১০,০০০ টাকার আমানত আছে। ব্যাঙ্ক ক-কে চেক বই দেয়—চেক কাটিয়া ক ঐ অমানত হইতে যখন যেরূপ প্রয়োজন টাকা তুলিতে পারিবে। ব্যাঙ্কের খাতাপত্রে ব্যাঙ্ক একদিকে ক-কে ১০,০০০ টাকা ধার দিয়াছে বলিয়া দেখাইবে, অপর দিকে ক তাহার নিকট ১০,০০০ টাকা "আমানত" রাখিয়াছে বলিয়া দেখাইবে।

কিন্তু এই ১০,০০০ টাকার আমানত বৃদ্ধি তো ভাঁওতা! ইহা তো আসলে ক আমানত রাখে নাই, ক ধার করিয়াছে। সত্য সত্য ১০,০০০ টাকার আমানত বৃদ্ধি হইবে কি ভাবে? ইহার উত্তর হইল যে ব্যাঙ্ক যে সক্রিয় আমানত বা মিথ্যা আমানত সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অচিরেই "নিষ্ক্রিয় অমানত" অর্থাৎ সত্য আমানত-এ পরিণত হয়। ইহা ঘটে ক কর্তৃক চেক কাটিয়া মূল্য প্রদানের দ্বারা। ধরা যাক, দেশের মধ্যে একটিই মাত্র ব্যাঙ্ক আছে এবং

সকল ব্যক্তিই ঐ একটিমাত্র ব্যাঙ্কে তাহাদের টাকা জমা রাখে। আরও ধরা যাক, যাহা কিছু টাকার আদান প্রদান হয় তাহা চেক-এই হয়। এরূপ অবস্থায় ক যাহাদিগকে টাকা দিবার জন্য চেক দিবে (ক খরচা করিবার জন্যই ধার করিয়াছে) তাহারা ঐ চেকগুলি এই ব্যাঙ্কেই জমা দিবে। এই জমা তাহাদের উপার্জন—উহা নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ সত্যকার আমানত। ধরা যাক ক ১০,০০০ টাকা দিয়া খ-এর নিকট হইতে একটি বাড়ী কিনিয়াছে এবং খ-কে ঐ টাকার একটি চেক দিয়াছে। খ ঐ চেক ঐ ব্যাঙ্কে জমা দিল। ইহাতে ক-এর নামে যে মিথ্যা অমানত ছিল, তাহা উঠিয়া গেল কিন্তু খ-এর নামে সত্য আমানত বাড়িল—খ নিজের উপার্জনের টাকা আমানত করিয়াছে। কিন্তু খ-এর এই অমানত বৃদ্ধি সম্ভব হইত না, যদি ব্যাঙ্ক ক-কে ধার দিয়া তাহার নামে অমানত সৃষ্টি করিয়া না দিত। ব্যাঙ্ক ঋণ দিলে আমানত বাড়ে —যথার্থ সত্যকার আমানত। ব্যাঙ্ক যত বেশী ঋণ দেয়, ততই ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত আমানত বাড়ে।

আমানত বাড়িবার অর্থ হইল, লোকের হাতে টাকা পয়সা বাড়ে। যে ব্যক্তি ব্যাঙ্কে তাহার টাকা জমা রাখে, তাহার আমানতের পরিমাণ অনুযায়ীই সে তাহার টাকার হিসাব করে। আমানতের উপর চেক কাটিয়া সে অপরকে অর্থ প্রদান করিতে পারে, যে কোন জিনিষ কিনিতে পারে। লোকে যদি চেক-এর মাধ্যমে আদান প্রদানে অভ্যস্ত হয় (অগ্রসর সকল দেশেই লোকে এরূপ অভ্যস্ত) তাহা হইলে 'আমানত' মানেই মুদ্রা, 'আমানত' বৃদ্ধির অর্থই হইল দেশের মধ্যে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি। ইহাকে "ব্যাঙ্ক-মুদ্রা" (bank money) বলা হয়। বিহিত মুদ্রা (legal tender money)—সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা যাহা নির্মিত হয়—যেরূপ বিনিময়ের বাহন হিসাবে কাজ করে, ব্যাঙ্ক মুদ্রাও ঠিক অনুরূপ কাজই করে। সুতরাং দেশের ব্যাঙ্কগুলি যদি আমানত বাড়াইতে পারে, উহার অর্থ হইল যে তাহারা দেশের মধ্যে মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইতে পারে। উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়া বাড়তি আমানত সৃষ্টি করে এবং বাড়তি আমানত সৃষ্টি করিলে দেশে বাড়তি ক্রয়শক্তি (purchasing power) বা মুদ্রা সৃষ্টি হয়।

উপরের আলোচনায় অনুমান করা হইয়াছে যে দেশের মধ্যে একটি মাত্র ব্যাঙ্ক আছে এবং সকলেই ঐ একটি মাত্র ব্যাঙ্কের আমানতকারী। এই অনুমান যদি এক্ষণে সরাইয়া লওয়া হয় এবং বাস্তবে যাহা সত্য—অর্থাৎ

দেশে অনেক ব্যাঙ্ক আছে—তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও উপরের আলোচনায় মূল বক্তব্য ঠিকই থাকে। ইহার কারণ, একাধিক ব্যাঙ্ক থাকিলেও, প্রত্যেক ব্যাঙ্কই ধার দেয় এবং ধার দিয়া "সক্রিয় আমানত" সৃষ্টি করে। ঋণগ্রহীতা যখন তাহার পাওনাদারদিগকে ইহার উপর চেক কাটিয়া দাম প্রদান করে তখন তাহারা (পাওনাদারগণ) নিজ নিজ ব্যাঙ্কে এই চেকগুলি জমা করিয়া দেয়। প্রত্যেক ব্যাঙ্ক ধার দিয়া আমানত সৃষ্টি করিতেছে, প্রত্যেক ব্যাঙ্কই চেক অপরাপর ব্যাঙ্কে জমা পড়িতেছে, সুতরাং প্রত্যেক ব্যাঙ্কের অপর ব্যাঙ্কই পাওনাদার ও দেনাদার। কোনরূপ নগদ অর্থের আদান না করিয়াই "ক্লীয়ারিং হাউস" (Clearing house) নামক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া কাগজে কলমে ব্যাঙ্কগুলি দেনাপাওনা পরস্পরের মধ্যে কাটাকুটি করিয়া লয়। এই ভাবে একাধিক ব্যাঙ্ক থাকিলেও উহারা সকলে মিলিয়া ধার দিয়া আমানত সৃষ্টি করে।

Q 6. Discuss the limits to the power of banks of manufacturing credit or money.

Explain the statement that bank deposits are created by banks only and point out its limitations.

Ans. ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণ প্রদানের দ্বারা আমানত সৃষ্টি সম্ভব হইলেও উহা যত খুশী করিতে পারা যায় না। একটি ব্যাঙ্ক কত ঋণ দিতে পারে এবং উহার দ্বারা কত আমানত সৃষ্টি করিতে পারে তাহার সীমা আছে। এই সীমা যে বিষয়গুলির দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় তাহার প্রথমটি হইল নগদ রিজার্ভ (cash reserve) রাখিবার প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক যখন কাহাকেও ঋণ দেয় তখন তাহার নামে একটি কাল্পনিক আমানত আছে বলিয়া দেখাইয়া দেয় বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও হাতে রাখিয়া দেয়। হাতে রাখিয়া দেওয়া নগদ টাকাকে cash reserve বলা হয়। সকল লোকেই চেক-এর দ্বারা সকল প্রকার কাজ কারবার চালায় না; কিছু খুচরা নগদ টাকা তাহাদের অবশ্যই প্রয়োজন হয়। সেই কারণে যাহাদের নামে আমানত সৃষ্টি করা হয় তাহারা তাহাদের আমানতের উপর চেক কাটিয়া কিছু নগদ টাকা তুলে। আবার, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক প্রতিদিন তাহাদের নিকট যে চেক জমা পড়িতেছে তাহা পরস্পরের মধ্যে কাটা-কুটি করিয়া লইতেছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যাঙ্কের অপরাপর ব্যাঙ্কের সহিত দেনাপাওনা ঠিক টায়-টোয়ে মিলিয়া

যাইতে পারে না। দিনের শেষে, হিসাব করিয়া যে অমিল দেখা যায়, উহা দেনাদার ব্যাঙ্কটি পাওনাদার ব্যাঙ্কগুলিকে নগদে মিটাইয়া দেয়। এই উভয় কারণেই প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে কিছু নগদ টাকা হাতে রাখিয়া দিতে হয়। যে পরিমাণে ব্যাঙ্ক নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে পারে সেই অনুপাতে উহা আমানত সৃষ্টি করিতে পারে। তার অর্থ অবশ্য এই নহে, যে ব্যাঙ্ক যত টাকার আমানত তৈয়ারী করিয়াছে ঠিক তত টাকারই নগদ রিজার্ভ রাখিয়াছে; মোট আমানতের একটি অংশমাত্র ব্যাঙ্ক নগদ রিজার্ভ রাখিয়া দেয়। এই অংশ কত হইবে, কোনও দেশে তাহা আইনের দ্বারা-নির্ধারিত, কোনও দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের রীতিনীতির দ্বারা নির্ধারিত।

দ্বিতীয়তঃ, এককভাবে একটি ব্যাঙ্কের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা অন্যান্য ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপের দ্বারাও নিধারিত। দেশের মধ্যে অপরাপর ব্যাঙ্ক যে পরিমাণে ঋণ দিতেছে তাহা তৎক্ষণাৎ জানা সম্ভব না হইলেও প্রত্যেক দক্ষ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ঐ সম্পর্কে একটি ধারণা লাভের চেষ্টা করে। কোনও একটি ব্যাঙ্ক যদি সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের গড়পড়তা ঋণপ্রদান অপেক্ষাও বেশী ঋণ দিতে থাকে, তাহা হইলে অপরাপর ব্যাঙ্ক ক্রমাগতই ঐ ব্যাঙ্কের পাওনাদার হইতে থাকিবে। তখন ঐ ব্যাঙ্কের নগদ টাকা অন্য ব্যাঙ্কে চলিয়া যাইবে এবং ব্যাঙ্ক ফেল করিবে।

তৃতীয়তঃ, সাধারণ ব্যাঙ্কের আমানত সৃষ্টির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপও অন্যতম নিয়ন্ত্রণ। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কারেন্সী নোট চালু করে; এই নোট হইল নগদ টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোটের পরিমাণ কমাইলেই সকল ব্যাঙ্কের হাতেই নগদ টাকার টান পড়িবে। ইহা ছাড়াও ভালো জাতের সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলির নগদ রিজার্ভের পরিমাণ কমাইতে বাড়াইতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর দেশের দামস্তর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পিত থাকে বলিয়া এবং সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহের দ্বারা সৃষ্ট আমানতের উপর দামস্তর বহুলাংশে নির্ভর করে বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহার ক্ষমতা প্রায়ই প্রয়োগ করে। এই ক্ষমতা প্রয়োগের আর একটি পদ্ধতি হইল ব্যাঙ্ক-রেট বৃদ্ধি। উহাতে সুদের হার বৃদ্ধি পায় এবং লোকে বেশী ঋণ লইতে অনিচ্ছুক হয়।

চতুর্থতঃ, ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থাও ব্যাঙ্ক কর্তৃক আমানত সৃষ্টির উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। ব্যবসা-জগতে মন্দা উপস্থিত হইলে, ব্যবসায়ে

লাভের সম্ভাবনা কমিয়া গেলে, ব্যবসায়ীগণ ধারের জন্ত ব্যাঙ্কের নিকট আসিবে না এবং ব্যাঙ্কও আমানত স্থষ্টির দ্বারা উপার্জন করিতে পারিবে না।

Q 7. Examine the influence of credit on prices.

Ans. দেশের মধ্যেকার ব্যাঙ্কগুলি যদি তাহাদের দ্বারা প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ বাড়ায় তাহা হইলে জিনিষপত্রের দামের উপর উহার কোনও প্রতিক্রিয়া আছে কিনা, থাকিলে কিরূপ প্রতিক্রিয়া, এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ আলোচনা করিয়া থাকেন। কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ অভিমত দেন যে ঋণ প্রদানের দ্বারা এক শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে অপর এক শ্রেণীর লোকের নিকট অর্থ হস্তান্তর করা হয়। টাকার এইরূপ নিছক হস্তান্তরের দ্বারা টাকার পরিমাণ কিছু বাড়ে না। ব্যাঙ্ক সঞ্চয়কারীদের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে এবং এই আমানত ঋণ গ্রহণকারীর নিকট হস্তান্তরিত করে। এই হস্তান্তরকরণের দ্বারা মোট মুদ্রার পরিমাণে কোন তারতম্য ঘটে না। দামস্তর যেহেতু মোট মুদ্রার পরিমাণের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু কর্জের আদান প্রদানে দামস্তরের উপর কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে না।

আর এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ আছেন যাঁহাদের ধারণা, ঋণের দ্বারা দামস্তর বর্দ্ধিত হয়। ইঁহাদের মতে, দামস্তরের বৃদ্ধি নিছক বিহিত মুদ্রার উপরেই নির্ভর করে না, অর্থাৎ নিছক টাকা বলিতে যাহা বুঝি তাহার উপরেই নির্ভর করে না; উহা নির্ভর করে ক্রয় বিক্রয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেয় এরূপ সকল প্রকার বিনিময় বাহনের মোট মূল্যের উপর। ব্যাঙ্কের আমানত (যাহা চেক-এর মাধ্যমে একজনের দ্বারা আর একজনের নিকট হস্তান্তরিত করা যায়) ঠিক টাকার স্থায়ই ক্রয়শক্তিরূপে কাজ করে। ব্যাঙ্ক যখন ধার দেয় তখন ব্যাঙ্কের আমানত বাড়ে। ব্যাঙ্ক কাহাকেও ধার দিবার সময়ে নগদ টাকা ধরিয়া দেয় না, তাহার নামে নিজের কাছে একটি হিসাব খোলে, অর্থাৎ আমানত স্থষ্টি করে। এই কৃত্রিম ভাবে স্থষ্ট আমানত মূল্যপ্রদানের দ্বারা কিছুকাল পরেই আসল আমানত-এ পরিণত হয়। অথাৎ ঋণগ্রহণকারী এই আমানতের টাকা চেক-এর দ্বারা যাহাদিগকে প্রদান করিবে তাহারা ঐ চেক নিজেদের নামে নিজেদের ব্যাঙ্কে জমা করিবে। ইহাতে যথার্থ আমানত বাড়িবে। এই আমানত ব্যয়যোগ্য, ইহার দ্বারা সম্পত্তি বা সামগ্রী কিনিতে পারা যায়। স্বতরাং আমানতের বৃদ্ধি হইলে—

অর্থাৎ ব্যাঙ্কসমূহ কর্জপ্রদান বাড়াইলে—বাড়তি ক্রয়শক্তির চাপে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যায়।

এই দুইটি বিরোধী মতের মধ্যে প্রথম মতটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নহে। দামস্তরের উপর কর্জের কোনই প্রভাব নাই, একথা বর্ত্তমান যুগে আর চলে না। আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সৃষ্টি ও প্রসারের পূর্বে উহা সত্য ছিল, কারণ তখন কর্জ দিবার অর্থই ছিল একজনের টাকা আর একজনের নিকট হস্তান্তরিত করা, ইহার বেশী আর কিছুই নহে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে কর্জ দেওয়া হয় আমানত সৃষ্টির দ্বারা। ইহাতে সমাজের মধ্যে বেশী করিয়া ক্রয়শক্তি সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই কারণেই যদি মনে করা হয় যে যতখানি ঋণ দেওয়া হয়, ঠিক সেই পরিমাণেই ক্রয়শক্তি বাড়িয়া ঠিক সেই অনুপাতেই দামস্তর বাড়ে, তাহা হইলেও আবার ভুল হইবে। কারণ ব্যাঙ্ক যত আমানত তৈয়ারী করিয়া দেয় তাহার সহিত হিসাব করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে তাহাকে নগদ মুদ্রা মজুদ করিয়া (অর্থাৎ cash reserve) রাখিতে হয়। দেশের নগদ টাকা হইতে এই cash reserve সরাইয়া রাখিতে হয়। সুতরাং ১০০ টাকার আমানত বাড়িলে দামস্তরের উপর ঠিক ১০০ টাকার মতন প্রতিক্রিয়া ঘটিবে না—যে নগদ টাকা প্রচলন (circulation) হইতে সরাইয়া লওয়া হইল উহার প্রতিক্রিয়া মোট প্রতিক্রিয়া হইতে বাদ যাইবে। ঋণ দেওয়া বাড়াইলে দামস্তর বাড়ে কিন্তু ঠিক যে অনুপাতে ঋণ দেওয়া বাড়িয়াছে সেই অনুপাতে নহে।

Q 8. Discuss the principle of commercial banking. Illustrate it by an imaginary balance sheet of a commercial bank.

Ans. দেশের মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গুরুত্ব সমধিক। ব্যাঙ্ক লোকের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে, সুতরাং সঞ্চয়ে সাহায্য করে ; আবার ব্যবসায়ীদিগকে ঋণ দিয়া, উৎপাদন ও বিক্রয়ের কার্য্যে—অর্থাৎ দেশের শিল্পোন্নতিতে ও বাণিজ্যে,—প্রভূত সাহায্য দেয়। তথাপি ব্যাঙ্ক হইল মূলতঃ একটি মুনাফা সন্ধানী কারবার ; ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল মুনাফা অর্জন করা। অথচ মুনাফা অর্জনের জন্য তাহাকে এরূপ কোনও কাজ করিলে চলিবে না, যাহাতে লোকে আস্থা হারাইয়া ফেলে। লোকের আস্থা হারাইয়া ফেলিলে ব্যাঙ্কের ধ্বংস অনিবার্য্য।

লোকের আস্থা বজায় রাখিবার জন্ম প্রয়োজন হইল যে ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট যে দায়িত্ব গ্রহণ বা স্বীকার করিয়াছে তাহা পুরাপুরি পালন করিবে। লোকের নিকট হইতে উহা যে আমানত গ্রহণ করিয়াছে অথবা ঋণ দিবার সময়ে খাতকের (debtor) নামে উহা যে আমানত সৃষ্টি করিয়াছে—উহা আমানতকারী যে কোন সময়েই চেক মারফৎ উঠাইতে পারে। আমানতকারী সরাসরি চেক কাটিয়া টাকা তুলিতে পারে অথবা তাহার চেক অপর কাহারও এ্যাকাউন্ট-এ জমা হইয়া অপর কোন ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া ভাঙ্গানোর জন্ম উপস্থাপিত হইতে পারে। চেক যখনই আসিবে তখনই উহাব প্রাপ্য টাকা মিটাইয়া দিবার জন্ম ব্যাঙ্ককে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অবশ্য প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কিছু কিছু আমানত আছে যাহা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে স্থায়ীভাবে গচ্ছিত থাকে ; ইহাদের টাকা চেক-এর দ্বারা যে কোন সময়ে উঠানো সম্ভব নহে। কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট মেয়াদ যখনই শেষ হইবে, তখনই ঐ টাকা পরিশোধ করিয়া দিবার জন্ম ব্যাঙ্ককে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যে ব্যাঙ্ক তাহার দায় মিটাইতে দ্বিধা করিবে, যখনই দিবার কথা তখনই টাকা দিতে সক্ষম হইবে না, সে ব্যাঙ্ক-এর হাতে যতই মূল্যবান ধনরত্ন বিষয় সম্পত্তি থাকুক না কেন, উহা অচিরেই ধ্বংস পাইবে।

মূল্যবান ধনরত্ন বিষয় সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও কেহ কি আর্থিক ভাবে ধ্বংস হইতে পারে? ইহার উত্তর হইল, অন্ম কেহ না পারিলেও ব্যাঙ্ক পারে। যত বড় ব্যাঙ্কই হউক না কেন, ব্যাঙ্কের হাতে নিজের বিষয় সম্পত্তির তুলনায় পরের টাকা থাকে বেশী। এই টাকা তাহার দায়। ইহার উপরেও কর্জ দিবার সময় আমানত সৃষ্টি করিয়া ব্যাঙ্ক নিজের দায় আরও বাড়াইয়া তুলে। এই দায় তাহাকে নগদ টাকায় মিটাইবার জন্ম প্রস্তুত থাকিতে হইবে ; সোনাদানা হীরে জহরৎ, বাড়ী জমি আসবাব তাহার যাহাই থাকুক না কেন, লোকে চেক ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা চাহিবে, অন্ম কোন সামগ্রী লইবেনা। সুতরাং ব্যাঙ্ককে সর্বদাই নিজের সম্পত্তির তরলতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। ব্যাঙ্ক তাহার টাকা দাদন দেয় অথবা অন্ম নানাভাবে লগ্নী করে কিন্তু সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হয় কত দ্রুত এবং সহজে তাহার দাদন ও লগ্নীকে তরল সম্পত্তিতে (liquid resource) রূপান্তরিত করা যায়।

সর্বাপেক্ষা তরল সম্পত্তি হইল নগদ টাকা। সুতরাং ব্যাঙ্ক নিজের কাছে যত নগদ টাকা রাখিয়া দিতে পারিবে ততই উহা নিরাপদ ; যে যখনঃ

আসিবে তখনই তাহার প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু নগদ টাকা হইল অলস সম্পত্তি ; উহাতে ব্যাঙ্কের কোন আয় হয় না। ব্যাঙ্ককে উপার্জন করিতে হইবে—উপার্জন করিতে না পারিলে ব্যাঙ্ক নিজের কাজ কারবারের ব্যয়ও উঠাইতে পারিবে না। আবার শুধুমাত্র যদি নিজের কারবারের খরচা উসুল করিতে পাবে কিন্তু শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ না দিতে পারে, তাহা হইলেও ব্যাঙ্ক-এর কারবার চালাইবার সার্থকতা কি?

সুতরাং ব্যাঙ্ককে উপার্জন করিতে হইবে। উপার্জন করিতে গেলে, সম্পত্তিকে উপার্জনপ্রসূ কাজে লাগাইতে হইবে। কিন্তু উপার্জনপ্রসূ কাজে লাগাইতে গেলে টাকাকে তরল আকারে রাখিয়া দেওয়া যাইবে না—উহাকে ধার দিয়া দিতে হইবে বা লগ্নী করিতে হইবে। ধার দিলে যত কম সময়ের জন্য ধার দেওয়া হইবে ততই কম সুদ পাওয়া যাইবে, যত বেশী সময়ের জন্য ধার দেওয়া হইবে তত বেশী সুদ পাওয়া যাইবে। সুতরাং ব্যাঙ্ক এমনভাবে ধার দেয় যাহাতে সময় মত কিছু টাকা ফিরৎ পাওয়া যায় অথচ মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন মেয়াদে ধার দেওয়া হয়, খুব কম সময়ের জন্যও ধার দেওয়া হয় যাহাতে খুব দ্রুত নগদ ফিরিয়া পাওয়া যায়, আবার অপেক্ষাকৃত বেশী সময়ের জন্য ধার দেওয়া হয় যাহাতে একটু বেশী উপার্জন সম্ভব হয়। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে ব্যাঙ্কের কারবারে হুণ্ডি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক হুণ্ডি বাট্টা করিয়া দিয়া হুণ্ডিতে টাকা খাটায় ; হুণ্ডি নির্দিষ্ট মেয়াদে পাকিয়া যায় এবং উহার টাকা পাওনা হইয়া যায়। যতদিন না পাওনা হইতেছে ততদিন উহার দরুণ সুদ প্রাপ্য হয়। সুতরাং এমন ভাবে হুণ্ডি কিনিয়া রাখা যায় যাহাতে প্রতিদিনই কিছু না কিছু হুণ্ডির মেয়াদ শেষ হইতেছে। আবার ঋণ ছাড়াও যে অর্থ ব্যাঙ্ক বিনিয়োগ করে উহাও উপার্জন ও তরলতার মধ্যে ভাগ করা হয়। ব্যাঙ্ক নিজে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে উহা বিনিয়োগ ; এই বিনিয়োগ উপার্জনপ্রসূ কিন্তু তরল নহে। কিন্তু উহা যদি সরকারী সিকিউরিটি অথবা নাম-করা বৃহৎ কোম্পানীর শেয়ার কিনে, তাহা হইলে উহা বিনিয়োগ কিন্তু তরল ; বাজারে ঐ শেয়ার সিকিউরিটির যথেষ্ট চাহিদা থাকায় উহা শীঘ্রই বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা উঠাইতে পারা যায়।

এই আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে ব্যাঙ্ক পরিচালনার কলাকৌশলের মূলকথা হইল, ব্যাঙ্কের সম্পত্তির তরলতা (liquidity) এবং লাভযোগ্যতার

(profitability) মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা। ব্যাঙ্কগুলি ইহা কিভাবে করিবার চেষ্টা করে তাহা একটি ব্যাঙ্কের ব্যালান্সশীটের বিভিন্ন দফার সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়।

দায় (Liabilities)	সম্পত্তি (Assets)
আদায়ী মূলধন	নিজের হাতে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত নগদ।
রিজার্ভ ফাণ্ড্	চাহিবামাত্রই প্রাপ্য ও অত্যল্প মেয়াদী ঋণ।
অবন্টিত মুনাফা	বাট্টাকৃত হুণ্ডি।
হুণ্ডি স্বীকৃতি	দাদন, ঋণ।
আমানত	সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ।
	বণ্ড্, ষ্টক প্রভৃতিতে বিনিয়োগ।
	হুণ্ডি স্বীকৃতি পরিপূরক।
	গৃহাদি এবং বিবিধ।

ব্যাঙ্ক যে সম্পত্তি সৃষ্টি করে, অর্থাৎ যে সকল সম্পত্তিতে টাকা খাটায় উহা এরূপ যাহাতে কিছু তরল সঙ্গতি হাতে থাকিয়া যায় বা অচিরেই পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও কোনও সঙ্গতি ততটা তরল নহে কিন্তু বেশী উপার্জন দেয়। উপরে প্রদত্ত সম্পত্তি গুলি এরূপভাবে সাজানো, যাহাতে ক্রমশঃ তরলতা কমিতেছে কিন্তু লাভযোগ্যতা বাড়িতেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট আমানত ও নিজের হাতে নগদ টাকা একেবারে তরল কিন্তু উহাতে কোন উপার্জন হয় না। চাহিবামাত্রই প্রাপ্য এবং অল্পমেয়াদে দেওয়া ঋণ ঠিক নিজেদের হাতে থাকে না, সুতরাং একেবারে তরল নহে, তবে কিছু সুদ আনিয়া দেয়। বাট্টাকৃত হুণ্ডি আরও কম তরল, কারণ উহার নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে, যদিও ঐ মেয়াদ খুব দীর্ঘকালের নহে, তবে আর একটু বেশী সুদ পাওয়া যায়। দাদন বা ঋণের সুদ উহা অপেক্ষাও বেশী কিন্তু উহার টাকাও অপেক্ষাকৃত বেশী দিনের জন্ত আটকাইয়া থাকে। বিনিয়োগ, গৃহ প্রভৃতি হইতে উপার্জন আরও বেশী হয় কিন্তু ঐ অর্থ নগদে পরিণত করা সময় সাপেক্ষ।

Q. 9. Indicate the importance of Clearing House system to modern banking.

Ans. দেশের মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কর্মপরিচালনায় ক্লীয়ারিং হাউস-এর সমধিক গুরুত্ব। চেক-এর দ্বারা মূল্যপ্রদানের রীতি ও অভ্যাস যত বাড়িয়াছে, ততই ব্যাঙ্কের হিসাব নিকাশের জটিলতা বাড়িয়াছে। কাহাকেও টাকা দিবার প্রয়োজন হইলে একজন ব্যক্তি তাহার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আমানতের উপর চেক্ কাটিয়া উহা প্রাপককে প্রদান করে এবং প্রাপক ঐ চেক তাহার নিজ ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দেয়। যে চেক দিল এবং যে চেক পাইল উভয়েরই যদি একই ব্যাঙ্কে হিসাব থাকে, তাহা হইলে বিশেষ কিছু জটিলতা থাকে না। ব্যাঙ্কটি প্রথম ব্যক্তির আমানত কমাইয়া দিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির আমানত বাড়াইয়া দেয়।

বাস্তবক্ষেত্রে দেশের মধ্যে ব্যাঙ্ক অনেক। সকল ব্যক্তিই একই ব্যাঙ্কে হিসাব খোলে না। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাঙ্কে আমানত রাখে। সুতরাং একজন ব্যক্তি যখন নিজের ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটিয়া অপর এক ব্যক্তিকে প্রদান করে তখন প্রাপক ঐ চেক একটি স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক-এ জমা করে। এই দ্বিতীয় ব্যাঙ্কটি প্রথম ব্যাঙ্কটির নিকট হইতে ঐ চেক-এর টাকা আদায় করিয়া লইবে। কিন্তু শুধুমাত্র দ্বিতীয় ব্যাঙ্কটিই যে প্রথম ব্যাঙ্ক-এর নিকট টাকা পাইবে এরূপ নহে। এরূপ অনেক লোক আছে যাহারা দ্বিতীয় ব্যাঙ্কের উপর কাটা চেক্ প্রথম ব্যাঙ্কে জমা করিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যাঙ্কটি যেরূপ প্রথম ব্যাঙ্কটির পাওনাদার, প্রথম ব্যাঙ্কটিও সেইরূপ দ্বিতীয় ব্যাঙ্কটির পাওনাদার। দেশের মধ্যে যদি দুইটিমাত্র ব্যাঙ্কই থাকে তাহা হইলে তাহারা অক্লেশে নিজেদের মধ্যে দেনাপাওনা কাটাকুটি করিয়া লইতে পারে এবং শুধুই নীট পাওনার টাকা একটি ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কটিকে দিয়া দিতে পারে।

বাস্তবে দেশের মধ্যে একটিমাত্র ব্যাঙ্ক নাই, দুইটি মাত্র ব্যাঙ্কও নাই। দেশে বহু ব্যাঙ্ক আছে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের বহু আমানতকারী, এবং প্রতিদিন বহু টাকার বহু সংখ্যক চেক প্রত্যেক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অপরাপর ব্যাঙ্কে যাইতেছে। অর্থাৎ বহুসংখ্যক ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রত্যেক ব্যাঙ্কই অপরাপর ব্যাঙ্কের নিকট দেনাদার আবার অপরাপর ব্যাঙ্কের পাওনাদার। সুতরাং প্রত্যেক ব্যাঙ্কই অপরাপর বহু ব্যাঙ্কের নিকট

টাকা আদায় করিতে ছুটিবে, প্রত্যেক ব্যাঙ্ক কর্তৃক অপর ব্যাঙ্কে নগদ টাকা চালান দিবার প্রয়োজন হইবে। ইহাতে নগদ টাকার ব্যবহার খুব বাড়ে, প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কাজ, হয়রানি এবং ব্যয়ও বাড়ে।

এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ক্লিয়ারিং হাউস নামে বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ক্লীয়ারিং হাউস-এর কাজ হইল, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের পরস্পরের মধ্যে দাবী দাওয়া খাতায় পত্রে কাটাকুটি করিয়া লওয়া এবং কোন্ ব্যাঙ্ক অপর কোন্ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নীট কতটাকা পাইবে তাহার হিসাব করা। এই নীট দেনা একটি ব্যাঙ্ক অপরাপর ব্যাঙ্কগুলিকে প্রদান করে। ইহা প্রদান করা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত টাকার উপর চেক কাটিয়া। সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট কিছু টাকা আমানত রাখে; একটি ব্যাঙ্ক কর্তৃক অপর ব্যাঙ্ককে অর্থপ্রদানের প্রয়োজন হইলে এই আমানতের উপর চেক কাটিয়া তাহা প্রদান করে। যাহাই হউক, ক্লীয়ারিং হাউস বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রত্যেকের নীট দেনা বা পাওনার দ্রুত হিসাব করিয়া দেয়; উহাতে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের প্রভূত উপকার সাধিত হয়, নগদ টাকা হস্তান্তরের প্রয়োজন থাকে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank)

Q. 1. Describe the functions of Central Banks.

Ans. প্রায় সকল দেশেই একটি করিয়া বিশেষ ব্যাঙ্ক আছে তাহাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলা হয়। কোনও দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মালিক হইল সরকার, কোথাও বা বেসরকারী শেয়ারহোল্ডারগণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মালিক। তবে সর্বত্রই সরকারের সহিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। আবার সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এবং কর্জ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিবিধপ্রকার কার্যকলাপ নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করিতে পারা যায়:

(১) নোট প্রচার (Note issue)—ব্যাঙ্ক ব্যাবসায়ের প্রথম উদ্ভব এবং প্রসারের যুগে সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি নোট প্রচার করিত।

ব্যাঙ্কএর উপর যাহাদের আস্থা থাকিত তাহারা এই নোট গ্রহণ করিত। কিন্তু এই সুবিধার অনেক অপপ্রয়োগ ঘটাতে আইনের দ্বারা সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির এই ক্ষমতা হরণ করা হইয়াছে। এখন সকল দেশেই নোট প্রচারের ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর হাতেই প্রদত্ত আছে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি ভাবে এই নোট প্রচার করিবে, প্রচারিত নোটের জন্য রিজার্ভ রাখিবে কিনা, কতমূল্যের নোট প্রচার করিলে উহার নিমিত্ত কতমূল্যের রিজার্ভ রাখিবে, বা সর্বোচ্চ পরিমাণে কত মূল্যের নোট উহা ছাড়িতে পারে—এই সকল বিষয় আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত থাকে।

(২) **সরকারের ব্যাঙ্করূপে কার্য (Government's Banker)** কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করিয়া থাকে। সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া এই করলব্ধ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এ জমা রাখে। অবশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই জমা টাকার উপর সুদ প্রদান করে না। সরকারের প্রয়োজন হইলেই সরকার এই টাকা তুলিতে পারে। কোনও কোনও সময়ে সরকারের যে রাজস্ব সংগৃহীত হয় উহার দ্বারা তখনকার ব্যয় সংকুলান হয় না; তখন সরকার অত্যল্প কালের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দাদন লয়। ইহাকে 'ways and means advances' বলা হয়। রাজস্ব আদায় হইয়া আসিলেই এই ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা ছাড়াও, সরকার আরও কিছু দীর্ঘতর কালের জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত কার্য্য সরকারের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্পাদন করিয়া দেয়। ইহাই জনগণকে সরকারী ঋণ গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করে ঋণের টাকা গ্রহণ করিয়া ঋণপত্র বিক্রয় করে, উহার দরুণ সুদ প্রদান করে এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে ঋণ পরিশোধ করে। সরকারী ঋণের এই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আর্থিক বাজারের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া এবং যথাযথ বিবেচনা প্রয়োগ করিয়াই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে কার্য্য করিতে হয়।

(৩) **অন্যান্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য্য (Bankers' Bank)—**

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অন্যান্য বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলির উপরে থাকিয়া উহাদের ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করে। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি জনগণের নিকট হইতে যে আমানত গ্রহণ করে সেই আমানতের একাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট

জমা রাখে। কোনও কোনও দেশে, ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের আমানতের কতখানি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিবে তাহা আইনের দ্বারা স্থির করিয়া দেওয়া হয়; কোথাও বা উহা প্রচলিত রীতিনীতির দ্বারাই স্থির হয়। আইনের দ্বারা যদি ন্যূনতম পরিমাণ নির্দ্ধারিত থাকে তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের সুবিধার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক উহার উপর কিছু বেশী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখে। কারণ চেক আদান প্রদানের দ্বারা ব্যাঙ্কগুলির নিজেদের মধ্যে যে দেনাপাওনা সৃষ্টি হয় তাহা উহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত আমানত হস্তান্তর করিয়া মিটাইয়া লয়।

(৪) **স্বর্ণমান পরিচালনা** (Managing the gold standard)—যে দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে সেখানে একটি নির্দ্দিষ্ট হারে আভ্যন্তরীণ মুদ্রার সহিত স্বর্ণের বিনিময় করা প্রয়োজন হয়। এরূপ ক্ষেত্রে স্বর্ণের পরিবর্ত্তে মুদ্রা দিবার এবং মুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ দিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর উপরেই অর্পিত থাকে। অধিকন্তু দেশের বাহিরে স্বর্ণ চলিয়া গেলে বা দেশের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী হইলে মুদ্রার পরিমাণে এবং দামস্তরে উহার যে ফলাফল ঘটা উচিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এরূপ মুদ্রানীতি ও কর্জ্জনীতি গ্রহণ করিবে যাহাতে ঐ ফলাফল ঘটে।

(৫) **দামস্তর (কর্জপ্রদান) নিয়ন্ত্রণ** (Regulating price level and credit)—সকল দেশেই দামস্তর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত থাকে। দামস্তর নিয়ন্ত্রনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একদিকে নোট প্রচার নিয়ন্ত্রন করে অপরদিকে সাধারণ বানিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক ঋণপ্রদান নিয়ন্ত্রণ করে। নোট প্রচারের উপর ইহার একচ্ছত্র অধিকার থাকায় নোটপ্রচার নিয়ন্ত্রণ ইহার পক্ষে কঠিন কিছু নহে—তবে এ সম্পর্কে কিছুটা আইনের দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষমতা সীমায়িত। যে সকল উপায়ে সাধারণ ব্যাঙ্ক কর্তৃক কর্জদান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রন করিয়া থাকে সেগুলি হইল ব্যাঙ্ক রেট পরিবর্ত্তন, খোলাবাজারে সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়, রিজার্ভ-রেশিওর পরিবর্ত্তন, নৈতিক উপরোধ ইত্যাদি।

(৬) **বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ** (Regulating foreign exchange)—এক দেশের মুদ্রার সহিত অপরাপর দেশের মুদ্রার বিনিময় হার উহাদের পারস্পরিক চাহিদা ও যোগানের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়।

ইহাই স্বাভাবিক সময়ে ঘটিত। কিন্তু যুদ্ধোত্তরযুগে প্রায় সকল দেশেই বৈদেশিক বাণিজ্য এবং জাতীয় অর্থনীতি সংরক্ষণের স্বার্থে বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর (ইহার সহিত সরকারের ও বানিজ্য ও অর্থদপ্তরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকে) এই দায়িত্ব অর্পিত থাকে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের উপরেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধিকার দেওয়া হয়।

(৭) **শেষ উপায়ের কর্জদাতা (Lender of last resort)**—সহসা যাহাতে ঋণের বাজারে আর্থিক বিপর্য্যয় না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে, বাট্টা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও হুণ্ডির দালালদিগকে ধার দিয়া থাকে। জনসাধারণের মধ্যে যদি নগদ উঠাইয়া লইবার হিড়িক পড়ে, ব্যাঙ্ক হইতে যদি তাহারা বেশী করিয়া টাকা তুলিয়া লয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলিও হুণ্ডির দালাল ও বাট্টা প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে ধার দিয়াছে তাহা ফিরৎ চাহিবে। ইহাতে চতুর্দিকেই নগদ টাকায় ও ধারে টান পড়িয়া আর্থিক বিপর্য্যয় ঘনাইয়া আসে। তখন ব্যাঙ্ক, বিলদালাল ও বাট্টা প্রতিষ্ঠান-গুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট দৌড়ায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার করিয়া ঋণের বাজারের টান এবং সম্ভাব্য আর্থিক বিপর্য্যয় কাটাইয়া উঠে। সর্বদাই যে এরূপ বিপর্য্যয় ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা নহে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ভাল হুণ্ডি ও সিকিউরিটি লইয়া গেলে ধার পাওয়া যাইবে—এই আশ্বাস ঋণের বাজারের একটি প্রধান সহায়। তবে শেষ অবলম্বন-রূপে থাকিলেও, কি ধরনের সিকিউরিটি এবং বিলে ইহা ধার দিবে এবং কত সুদের হারে ধার দিবে তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থির করিবে এবং তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

Q 2. Do you think it proper for a Central Bank to Act as the Government's banker ?

Ans. সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সরকারের ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করে। সরকার জনগণের নিকট হইতে যে কর আদায় করেন এবং অন্যান্য সূত্র হইতে যে আয় করেন তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট আমানত রাখা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটিয়া এই টাকা তুলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই আমানতের উপর সুদ দেয় না বটে, কিন্তু সরকার এই আমানত হইতে

যখন খুশী টাকা উঠাইতে পারেন। এরূপ অবস্থায় কোন কোন অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী মনে করেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করিলে উহা তাহার যথাযথ কর্তব্য সম্পাদনের বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়—বিশেষ করিয়া আর্থিক বাজারে স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়।

ইহার কারণ স্বরূপ তাঁহারা যে যুক্তি দেন তাহা হইল এইরূপ। ব্যাঙ্কের আমানত হইল উহার দায়-দায়িত্ব; সেইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট যে আমানত থাকে তাহা হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়দায়িত্ব (liabilities)। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর দায়দায়িত্বের একটি বিশেষত্ব আছে; বিশেষত্ব হইল, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়দায়িত্ব (আমানত) নগদ টাকার সমান। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে নোট প্রচার করে তাহা উহার দায়দায়িত্বের মধ্যে দেখায়। আবার উহার নিকট যে আমানত থাকে (সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির আমানত, বা সরকারের আমানত, বা স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির আমানত) উহাও তাহার দায়দায়িত্বের মধ্যে দেখায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আমানতের উপর চেক কাটিয়া একজন যদি আর একজনকে প্রদান করে, চেক গ্রহীতা উহা নগদ টাকারূপেই গণ্য করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর আমানত যদি নগদ টাকার সমান হয়, তাহা হইলে উহার সহিত সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার কর্জের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নগদ টাকার উপর ভিত্তি করিয়াই যে কর্জ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে ইহা সুবিদিত। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত মোট আমানতের মধ্যে সরকারের আমানত বৃহদংশ, এবং যেহেতু সরকার যখন খুশী এই বৃহদংশ উঠাইয়া লইতে পারেন সেহেতু এই বৃহদংশ অত্যন্ত চঞ্চল। ইহার ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের দায়-দায়িত্ব (liabilities) নিজেই পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না; তদনুপাতে কর্জ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টকর হয়। সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থার অস্থিরতা ঋণের বাজারে অস্থিরতা আনিয়া দেয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহা ঠিক সামলাইয়া উঠিতে পারে না।

এই যুক্তির যথেষ্ট সারবত্তা আছে কিন্তু উহাই এ সম্পর্কে শেষ কথা নহে। অনেক অর্থনীতিবিদ, যথা সেয়ার্স (Sayers) মনে করেন যে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে সরকারের ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করা ক্ষতিকর হয় না। আসল সমস্যা হইল সরকারী ব্যালান্স-এর অস্থিরতা। যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা এই অস্থিরতা দূর করা যায় বলিয়া উহারা

মনে করেন। সারা বৎসর ধরিয়া সরকারের আয় ও ব্যয়ের সমতা বজায় রাখা যায় না ; কিন্তু ট্রেজারী বিল-এর মেয়াদ এবং নূতন প্রচার এরূপভাবে যদি সাজানো হয় যাহাতে সরকারের আয় ও ব্যয়ের ফাঁকের সহিত উহা সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে, তাহা হইলে সরকারের ব্যালান্স মোটামুটি স্থির থাকিবে। এ সম্পর্কে সেয়ার্স বলিয়াছেন : "মেয়াদপূর্তি এবং নূতন প্রচারের মধ্যে ফাঁককে, চলতি রাজস্ব সংগ্রহ ও চলতি ব্যয়-এর মধ্যেকার ফাঁকের সহিত সমান এবং বিপরীতমুখী হইতে দিয়া সরকারী অর্থবিভাগ ইহার ব্যালান্স মোটামুটি স্থির রাখিতে পারে।" ("By arranging the gap between maturity and new issue to equal and be in the opposite direction to any discrepancy between current revenue and current expenditure, the Treasury can arrange to keep its balance approximately stable." Sayers, Modern Banking).

Q. 3. Explain the various ways in which a Central Bank attempts to control credit (B.A. 1960 ; 1962). How do Central Banks control the lending policies of Commercial Banks?

(Degree 1963 ; Burdwan 1962)

Describe the different methods employed by Central Banks to control credit.

Ans. দেশের সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহের দ্বারা যে পরিমাণে ঋণ প্রদত্ত হয়, জিনিসপত্রের দামের উপর উহার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে। দামস্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য সেই কারণে ব্যাঙ্কসমূহের দ্বারা প্রদত্ত ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হয়। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর উপর এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া থাকে। যে সকল ব্যবস্থা প্রয়োগে ও পদ্ধতি অবলম্বনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই দায়িত্ব পালন করে সেগুলি হইল, ব্যাঙ্করেট, খোলাবাজার ক্রিয়াকলাপ, রিজার্ভ রেশিওর পরিবর্তন, বাছাই ঋণ ও নৈতিক উপরোধ।

(১) ব্যাঙ্করেট (Manipulating the Bank rate) : যে সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অত্যুৎকৃষ্ট হুণ্ডি পুনর্বাট্টা করিয়া দেয় তাহাকে ব্যাঙ্করেট বলে। ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের খরিদ্দারদের যে হুণ্ডি বাট্টা করিয়া দেয়, প্রয়োজন হইলেই (প্রায়ই এইরূপ প্রয়োজন হয়) উহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর নিকট হইতে পুনর্বাট্টা করিয়া লয়। সুতরাং কি হারে ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর নিকট হইতে ধার পাইবে উহা তাহাদের বিশেষভাবেই বিবেচনা করিতে হয়।

ব্যাঙ্করেট বাড়িলে কমিলে, সাধারণ সুদের হারেও তারতম্য ঘটিবে। ব্যাঙ্করেট বাড়িলে, বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি ও বাট্টা প্রতিষ্ঠানগুলি (discount houses) বাট্টার হার ও সুদের হার বাড়াইয়া দিবে; বিপরীত ক্ষেত্রে তাহারা সুদের হার কমাইয়া দিবে। সুদের হার বাড়িয়া গেলে, উৎপাদনকারীদের উৎপাদন খরচা বাড়িবে এবং যাহারা ব্যাঙ্ক-এর নিকট হইতে ধার করা টাকায় মাল ষ্টক করে, তাহারা মাল মজুদ করা কমাইয়া দিবে। মাল মজুদ করা কমাইয়া দিলে, উহাতেও উৎপাদনকারীগণ উৎপাদন হ্রাস করিতে প্রণোদিত হইবে। উৎপাদন কমিলে, লোকের আয় কমিবে, বেকার-এর সংখ্যা বাড়িবে। অর্থাভাবে লোকে ব্যয় কমাইতে বাধ্য হইবে, তখন জিনিষপত্রের দাম কমিবে। বিপরীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যাঙ্করেট কমিলে সুদের হার কমিবে; মাল মজুদকারীরা বেশী করিয়া মাল মজুদ করিবে। উৎপাদনকারীরা (সস্তায় ধার পাইবার দরুণ এবং মজুদদারদের চাহিদা বৃদ্ধির দরুণ) বেশী উৎপাদন করিবে। ইহাতে লোকে চাকুরী পাইবে বেশী, জনসাধারণের আয় বাড়িবে। অর্থাগমের দরুণ লোকে ব্যয় বাড়াইবে, উহাতে দামস্তর বাড়িবে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দামস্তর কমাইতে হইলে ব্যাঙ্করেট বাড়াইবে, দামস্তর বাড়াইতে হইলে ব্যাঙ্করেট কমাইবে।

(২) **খোলাবাজার কারবার (Open market operations)**—খোলাবাজার কারবার বলিতে বুঝায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়। সিকিউরিটি বলিতে এখানে সরকারী সিকিউরিটি বা ঋণপত্র বুঝায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটু কম দামে সিকিউরিটি বিক্রয় করিতে চাহিলে, অনেকেই উহা কিনিতে চাহিবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটু বেশী দাম দিলে অনেকেই উহা বিক্রয় করিতে চাহিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা প্রদত্ত কর্জের পরিমাণ কমাইয়া দিতে চাহে তাহা হইলে উহা সিকিউরিটি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে; বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি যদি উহা কিনে, তাহা হইলে অবিলম্বে তাহাদের নগদ টাকা কমিয়া যাইবে। এবং জনসাধারণ যদি উহা কিনে, তাহা হইলেও তাহারা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নগদ টাকা উঠাইয়া লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে মূল্যপ্রদান করিবে। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা কমিয়া গেলেই তাহারা কর্জ প্রদান কমাইতে

বাধ্য হইবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা প্রদত্ত কর্জের পরিমাণ বাড়াইতে চাহে তাহা হইলে উহা সিকিউরিটি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে যদি উহা ক্রয় করে তাহা হইলে উহার দরুণ মূল্য প্রদান করিলেই ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকা বাড়িয়া যাইবে; যদি জনসাধারণের নিকট হইতে উহা ক্রয় করে তাহা হইলে জনসাধারণ নগদ টাকা পাইবে এবং ব্যাঙ্কে রাখিবে। উহাতেও ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা বাড়িবে। তখন সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের কর্জের পরিমাণ বাড়াইবে।

(৩) নগদ রেশিও'র পরিবর্ত্তন (Variation of the cash ratio): কোথাও প্রথা অনুযায়ী, কোথাও বা আইন অনুযায়ী, সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের মোট আমানতের (নিষ্ক্রিয় আমানত এবং সক্রিয় আমানত উভয়ই) একটি নির্দ্দিষ্ট অনুপাত নগদ টাকার আকারে নিজেদের নিকট রাখিয়া দিতে বাধ্য থাকে। যেখানে আইনের দ্বারা এই নির্দিষ্ট অনুপাত রাখিতে বাধ্য করা হয়, সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঐ অনুপাতের পরিবর্তনকরিবার জন্য সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে যদি নির্দেশ প্রদান করে, তাহা হইলে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের কর্জ প্রদান কমাইতে-বাড়াইতে বাধ্য হইবে। ধরা যাক, আইন অনুসারে নগদ রেশিও হইল শতকরা ১৫ ভাগ এবং উহা কমাইবার বাড়াইবার নির্দেশ দিবার অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে। এক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে শতকরা ২০ ভাগ নগদ রাখিবার নির্দেশ দেয় তাহা হইলে বেশী করিয়া নগদ টাকা হাতে রাখিয়া দিতে হইবে এবং কর্জ-প্রদান কমাইতে হইবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক শতকরা ১০ ভাগ নগদ রাখিবার নির্দেশ (অর্থাৎ অনুমতি) দেয়, তাহা হইলে কম করিয়া নগদ টাকা হাতে রাখিলেই চলিবে এবং বেশী করিয়া ধার দেওয়া সম্ভব হইবে।

(৪) বাছাই ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Selective credit control): কোনও কোনও দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে উহা বিশেষ ব্যক্তিকে বা বিশেষ উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া নিষেধ করিতে পারে। যে সকল বস্তুর বন্ধকীতে বা বস্তু ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্যে ঋণ প্রদান করিলে সাধারণ জন্ম-স্বরের উপর চাপ পড়ে (যথা খাদ্যবস্তু) সে সকল বস্তুর উপর কতথানি ঋণ

দেওয়া উচিত এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দেশ জারী করিলে, ব্যাঙ্কগুলি তদনুযায়ী কার্য্য করিবে।

(৫) নৈতিক উপরোধ (Moral persuation): কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট ক্ষমতা যাহাই হউক না কেন, উহার সহিত সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহের ঘনিষ্ঠ সংযোগ অবশ্যম্ভাবী। সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে প্রয়োজনের সময়ে অর্থসাহায্যের প্রত্যাশী। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণভাবে অনুরোধ জানাইলে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি উহা পালনের জন্য চেষ্টা করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণ-হ্রাস বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানাইলে উহা অনেক সময়েই ফলপ্রদ হয়।

Q 4. What is meant by bank rate? Show how a change in the bank rate may influence the purchasing power of money (Degree 1962). Discuss the efficacy of bank rate as an instrument of monetary policy (Degree. 1964).

Ans. মালের ক্রেতা মালবিক্রেতার (সাধারণতঃ উৎপাদনকারী) নিকট হইতে ধারে মাল ক্রয় করিয়া হুণ্ডি কাটিয়া দেয়। এই হুণ্ডির দ্বারা মাল ক্রয়কারী মাল বিক্রয়কারীকে (অথবা তাহার পক্ষ হইতে হুণ্ডির বাহককে) তিনমাস পরে উহাতে উল্লেখিত অর্থ প্রদান করিবে বলিয়া স্বীকৃত থাকে। কিন্তু পাওনাদার যদি তিনমাস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই টাকার প্রয়োজন বোধ করে, তাহা হইলে কোনও বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কের (Commercial bank) অথবা বাট্টা প্রতিষ্ঠানের (Discount house) নিকট হইতে ঐ হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া লইতে পারে; ইহাকে হুণ্ডি বাট্টা (discount) করা বলা হয়; বিনিময়ে, ব্যাঙ্ক বা বাট্টা প্রতিষ্ঠান কিছু কমিশন বা সুদ লয়। কিন্তু ইহারা আবার নগদ টাকার যদি প্রয়োজন বোধ করে,—যে কোন সময়েই করিতে পারে—তাহা হইলে ইহারা ঐ হুণ্ডি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ভাঙ্গাইতে পারে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঐ বাট্টাকরা হুণ্ডিটিকে পুনরায় বাট্টা করিয়া দিল। যে কোন হুণ্ডিকেই এইভাবে পুনর্বাট্টা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক করিয়া দেয় না—শুধুমাত্র সেই হুণ্ডিকেই ইহা পুনর্বাট্টা করে যেগুলি, ইহার মতে, সর্বোৎকৃষ্ট। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সুদের হারে সর্বোৎকৃষ্ট হুণ্ডি পুনর্বাট্টা করে তাহাকে "ব্যাঙ্করেট" (Bank rate) বলা হইয়া থাকে।

অসুবিধায় পড়িলে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট দৌড়াইতে হয় বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে হারে ব্যাঙ্করেট আদায় করে, সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে উহার সহিত খাপ খাওয়াইয়া নিজেদের সুদের হার স্থির করিতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া দেয় তাহা হইলে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিও নিজেদের সুদের হার—নিজেরা যে হারে টাকা দেয়—বাড়াইয়া দেয়; বিপরীত ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সুদের হার কমাইয়া দেয় তাহা হইলে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি সুদের হার কমাইয়া বেশী ধার দিতে অগ্রসর হয়, কারণ নিজের সম্পত্তির নিরাপত্তা বজায় রাখিয়া ব্যাঙ্ক যত বেশী ধার দিতে পারে, ততই তাহার কারবারের লাভযোগ্যতা বাড়ে। ব্যাঙ্কের ধার দিবার উপর যেহেতু দামস্তর নির্ভর করে এবং ব্যাঙ্ককর্তৃক ঋণ প্রদান যেহেতু ব্যাঙ্করেট এর দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেহেতু দামস্তরের উপর ব্যাঙ্ক-রেট-এর যথেষ্ট প্রভাব থাকে।

যাহারা ব্যাঙ্ক-এর নিকট হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিমিত্ত টাকা ধার করে তাহারা হয় মালমজুদকারী (stockist) অথবা উৎপাদনকারী (producer)। ব্যাঙ্করেট কমিলে, সুদের হার কমে; উহাতে মাল মজুতদারদের মাল মজুদ করিবার খরচা কমে। তখন তাহারা উৎপাদনকারীদের নিকট বেশী করিয়া মালের বরাত (order) দেয়। উৎপাদনকারীরা তখন বেশী করিয়া মাল উৎপাদন করিতে থাকে। আবার উৎপাদনকারীরা নিজেরাই যে টাকা ধার করিয়া উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করে উহাও তাহারা এক্ষণে কম সুদেই পায়, অর্থাৎ উৎপাদনকারীদের উৎপাদন-খরচা কমিয়া যায়। ইহাতে তাহাদের লাভ বাড়ে এবং উহার দরুণও তাহারা উৎপাদন বাড়াইতে প্রলুব্ধ হয়। উৎপাদনকারীরা উৎপাদন বাড়াইলে বেশী করিয়া অন্যান্য উৎপাদক উপাদান নিয়োগ করে। লোকের কর্মসংস্থান (employment) বাড়ে, এবং উপার্জন বাড়ে। উপার্জন বাড়িলে ব্যয় বাড়ে। একজনের ব্যয় অপরের আয়। এই ভাবে সকলেরই আয় ও ব্যয় বাড়ে। তখন দামস্তর বাড়িতে থাকে।

বিপরীতভাবে দেখিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া দেয়। তাহা হইলে দামস্তরের পতন ঘটিবে দেখা যাইবে। ব্যাঙ্করেট বাড়িলে সাধারণ ব্যাঙ্ক সমূহ বাধ্য হইয়া তাহাদের সুদের হার বাড়াইয়া দিবে।

উহাতে মাল মজুতদারদের মাল মজুত করিবার খরচা বাড়িয়া যাইবে; তাহারা উৎপাদনকারীদের নিকট মালের বরাত (order) কমাইয়া দিবে। উৎপাদনকারীদের বিক্রয় কমিবে। আবার উৎপাদনকারীরা নিজেরাও যে টাকা ধার করিয়া ব্যবসায়ে খাটাইতেছে তাহার জন্যও বেশী সুদ দিতে হইবে অর্থাৎ উৎপাদন খরচা বাড়িয়া যাইবে। ইহাতে মুনাফা (profit) কমিয়া যাইবে। উৎপাদনকারীরা তখন উৎপাদন কমাইবে। সেক্ষেত্রে অন্যান্য উৎপাদক উপাদান কম করিয়া প্রয়োজন হইবে, লোকের চাকুরী যাইবে এবং সাধারণ উপার্জনের স্তর কমিয়া যাইবে। আয় কমিলে লোকে ব্যয় কমাইতে বাধ্য হইবে। জিনিসপত্র বিক্রয় হইবে না এবং দাম কমিতে থাকিবে।

এই কারণে দামস্তর বাড়াইবার প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট কমাইয়া দেয়, এবং দামস্তর কমাইবার প্রয়োজন হইলে উহা ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু ব্যাঙ্করেট এর এই হ্রাস বৃদ্ধি দামস্তরের উপর কতখানি এবং কত দ্রুত প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে সে সম্পর্কে সব সময়ে নিশ্চয়তা না থাকিতেও পারে। ইহার কারণ প্রধানতঃ তিনটি। প্রথমতঃ, ব্যাঙ্করেট-এর যে প্রতিক্রিয়া উপরে আলোচনা করা হইল উহা নির্ভর করে ব্যাঙ্করেট-এর সহিত অন্যান্য সুদের হারের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ তাহার উপর। যদি টাকার বাজার সেরূপ সুসংগঠিত না হয়, টাকার বাজারের বিভিন্ন অংশে যদি বিভিন্ন সুদের হার চালু থাকে, তাহা হইলে ব্যাঙ্করেট এর হ্রাস বৃদ্ধি আনুপাতিকভাবে দামস্তরের হ্রাস বৃদ্ধি না ঘটাইতেও পারে। ব্যবসা বাণিজ্যের কোন কোন অংশে উহা সত্বর প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে, কোন কোন অংশে উহা অনেক বিলম্বে প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে, কোনও কোনও অংশে উহা নিষ্ফল হইবে। দ্বিতীয়তঃ, দামস্তরের উপর ব্যাঙ্ক রেট-এর পরিবর্তন কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে উহা নির্ভর করে মোট উৎপাদন খরচার মধ্যে সুদের দরুণ খরচা কতখানি অংশ দখল করিয়া আছে তাহার উপর। মোট খরচার মধ্যে সুদ যদি নগণ্য অংশ হয়, মালিকের নিজের মূলধনের তুলনায় ধার করা মূলধন যদি কম হয়, তাহা হইলে সুদের বৃদ্ধি উৎপাদন খরচা এমন কিছু বাড়াইবে না। তৃতীয়তঃ, সুসংগঠিত টাকার বাজারে ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধি যদিই বা দামস্তরের হ্রাস ঘটায়, ব্যাঙ্করেট-এর হ্রাস যে দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটাইবেই, এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

কারণ, মূলতঃ ব্যবসা বাণিজ্যের সম্ভাবনা অনুযায়ীই উৎপাদনকারীরা টাকা খাটায়। বাণিজ্য জগতে যদি লাভযোগ্যতার আশা না থাকে, তাহা হইলে ব্যাঙ্করেট-এর একটু হ্রাসের দ্বারা ব্যবসায়ীদিগকে বেশী করিয়া বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করা সম্ভব হয় না।

সপ্তম অধ্যায়

জাতীয় আয়
National Income

Q. 1. 'Most of the major problems of Economics involve the conception of national income and an understanding of the factors governing it." Discuss. (Cal. B. Com 1953)

Ans. অর্থনীতি যতই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়াছে, ততই জাতীয় আয় সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হইয়াছে এবং অর্থনৈতিক জীবনে, সেহেতু অর্থনীতির আলোচনায়, জাতীয় আয়-এর যে প্রভূত গুরুত্ব রহিয়াছে তাহা উপলব্ধি করা হইয়াছে। এই কারণে বিভিন্ন দেশে জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয় এবং বিভিন্ন সময়ে উহার কিরূপ পরিবর্তন হইতেছে তাহাও বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়।

মানুষ তাহার দৈহিক এবং মানসিক শ্রম প্রয়োগের দ্বারা এবং প্রাকৃতিক সম্পত্তি ব্যবহার দ্বারা বিভিন্ন প্রকার সম্পদ উৎপাদন করিয়া থাকে; প্রকৃতি মানুষকে যাহা দিয়াছে তাহার উপর বুদ্ধি ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করে। আবার এই সম্পদ কাজে প্রয়োগ করিয়া, অর্থাৎ ভোগ করিয়া, মানুষ তাহার নানাবিধ অভাবের তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকে। সুতরাং যে প্রাকৃতিক সম্পত্তি হইতে সম্পদ সৃষ্টি হইতেছে এবং যে জনসমষ্টি ঐ সম্পদ ভোগ করিতেছে উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জাতীয় আয়ের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। জাতীয় আয় যদি কম হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মানুষ তাহার কর্মক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার করিতে পারিতেছে না; অথবা দেশবাসীর কর্মক্ষমতার অনুপাতে প্রাকৃতিক সম্পত্তি নিতান্ত অপ্রচুর বলিয়া প্রয়োজন অনুরূপ বা আশানুরূপ সম্পদ সৃষ্টি

সম্ভব হইতেছে না। যদি এরূপ দেখা যায় যে জাতীয় আয় আগে বেশী ছিল কিন্তু পরে কমিয়া গিয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আগেকার তুলনায় মানুষের কর্মক্ষমতার অনুপাতে প্রাকৃতিক সম্পদে টান পড়িয়াছে; অথবা প্রাকৃতিক সম্পদের অনুপাতে মানুষের কর্মক্ষমতায় টান পড়িয়াছে। এই "টান" কে অতিক্রম করিবার জন্য মানুষ ক্রমাগত চেষ্টা করে। ইহার সাফল্যের উপর অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল। অতএব জাতীয় আয়-এর বৃদ্ধি ঘটিলে বুঝিতে হইবে যে প্রাকৃতিক সঙ্গতি ব্যবহারের চেষ্টায় মানুষের পরিশ্রম, ও উদ্ভাবনী ও সংগঠনী ক্ষমতা ক্রমশঃ বেশী করিয়া সাফল্য লাভ করিতেছে; বিভিন্ন উন্নত প্রক্রিয়া অবিলম্বনে মানুষের সাধনার সহিত বিজ্ঞানের আরাধনা যোগ করিয়া ক্রমশঃই বেশী পরিমাণে এবং বেশী মূল্যের সামগ্রী (ও কার্য্য) সৃষ্টি হইতেছে। অপর পক্ষে, যদি কিছুকাল যাবৎ জাতীয় আয় অপরিবর্তিত আছে দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানুষের সৃজনী শক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা অপরিবর্তিত আছে।

জনসমষ্টির ভোগের অবকাশ কতখানি তাহা জাতীয় আয় দেখাইয়া দেয়। আমরা বিবিধ প্রকার সম্পদ ও কার্য্য উৎপাদন করিয়া ভোগ করি। কত পরিমাণ সম্পদ আমরা উৎপাদন করিয়া কি পরিমাণে ভোগের অবকাশ সৃষ্টি করিয়াছি জাতীয় আয়ের হিসাব হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহার অর্থ হইল যে জনসমষ্টি কতখানি অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অর্জন করিতে পারিয়াছে—জনগণ পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ কতখানি ভোগ করিতে পারে, সে সম্পর্কে জাতীয় আয়ের হিসাব হইতেই ধারণা করিতে পারা যায়। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে ভোগের অবকাশ বৃদ্ধি পাইয়া সমাজের কল্যাণের অবকাশ বৃদ্ধি পায়; জাতীয় আয় হ্রাস পাইলে ভোগের অবকাশ কমিয়া গিয়া পার্থিব কল্যাণের অবকাশ কমিয়া যায়। সাধারণ একজন লোক যেরূপ আয় বৃদ্ধির জন্য আগ্রহান্বিত, জনসমষ্টিও সেইরূপ সমষ্টিগত আয় বৃদ্ধির জন্য আগ্রহান্বিত। দুইটির একই কারণ। ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধির দ্বারা ব্যক্তি তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করে, জাতীয় আয় বৃদ্ধির দ্বারা জাতি তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করে। ব্যক্তি তাহার বর্তমান আয় বাড়াইতে পারে অত্যধিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া; এক্ষেত্রে তাহার আয় বৃদ্ধির দ্বারা যথার্থ কল্যাণ বৃদ্ধি হয় না। সেইরূপ

ভাবে, একটি দেশেও শ্রমিক সমাজকে শোষণ করিয়া বর্তমানে জাতীয় আয় বাড়ানো যাইতে পারে ; এক্ষেত্রে জনসমষ্টির একটি বিরাট অংশের ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতার ক্ষতি হওয়াতে জাতীয় কল্যাণ ব্যাহত হয়। আবার একজন ব্যক্তি যেরূপ তাহার ভবিষ্যতের আয় বর্তমানে টানিয়া লইয়া বর্তমানেই অধিক আয় দেখাইতে পারে কিন্তু উহা যথার্থ আয় বৃদ্ধি নহে, সেইরূপ একটি জাতিও ভবিষ্যতে যথেষ্ট আয় দিতে পারে এইরূপ সম্পত্তি বর্তমানে বিকাইয়া দিয়া বর্তমানে বেশী আয় দেখাইতে পারে। কিন্তু উহা যথার্থ আয় বা কল্যাণ বৃদ্ধি নহে।

জাতীয় আয়ের নিছক পরিমাণই নহে, উহার স্থায়িত্বও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মোটামুটিভাবে জাতীয় আয় বর্ধিত হইলেও, কখনও উহা খুব কমিয়া যাইতে পারে, কখনও বা খুব বাড়িয়া যাইতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধির সময়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং মন্দার সময়ে হ্রাস পায়। সমৃদ্ধি ও মন্দার মধ্যে জাতীয় আয়ের এই উঠা-নামা যদি খুব বেশী হয় তাহা হইলে জাতি বর্ধিত জাতীয় আয়ের পরিপূর্ণ সুযোগ লইতে পারিবে না, জাতীয় আয়ের স্থিরতা না থাকায় উহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের কোন দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা করা সম্ভব নহে। সুতরাং জাতীয় আয় কতখানি কল্যাণের সহায়ক তাহা উহার স্থিরতার উপরও নির্ভর করে। সেইজন্য উপার্জন, কর্মসংস্থান ও দামস্তরের স্থায়িত্ব-বিধান লইয়া অর্থনীতি বিশেষ আলোচনা করে।

জাতীয় আয়ের বণ্টনের উপরেও সমগ্রভাবে সমাজের কল্যাণ নির্ভর করে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও যদি দেখা যায় যে জনসমষ্টির একাংশ অধিকতর ধনী হইতেছে এবং অপরাংশ দরিদ্রই থাকিয়া যাইতেছে তাহা হইলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির দ্বারা আনুপাতিক কল্যাণ সাধিত হইবে না। জাতীয় আয় কল্যাণের সূচনা করে, কিন্তু উহার বণ্টনে যদি ঘোরতর বৈষম্য থাকে তাহা হইলে উহা হইতে যতখানি কল্যাণ লাভ সম্ভব ততখানি কল্যাণ লাভ করা যায় না। সুতরাং জাতীয় আয়ের সুসম বণ্টন আধুনিক সকল দেশেরই সমাজনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে জাতীয় আয় বলিতে আমরা যাহা বুঝি উহা ব্যক্তি ও সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। তবে উহার প্রকৃতি ও তাৎপর্য্য অনুধাবন

করিতে হইলে নিছক উহার পরিমাণ বিবেচনা করিলেই চলিবে না। উহার সহিত বিবেচনা করিতে হইবে : (১) ঐ পরিমাণ জাতীয় আয় উপার্জন করিতে গিয়া সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে কি প্রতিক্রিয়া ঘটিতেছে (অর্থাৎ কত-খানি লাভবান হইবার জন্য সমাজ অন্যান্য বিষয়ে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে); (২) ভবিষ্যতের আয় বৃদ্ধির পথ নষ্ট করিয়া বর্ত্তমানের আয় করা হইতেছে কি না; (৩) বিভিন্ন সময়ের মধ্যে জাতীয় আয়ের উঠা-নামা কতখানি; (৪) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উহার সুসম বণ্টন হইতেছে কি না। সুতরাং জাতীয় আয় সম্পর্কে বিবেচনা সমগ্র অর্থ-নীতি শাস্ত্রের মধ্যেই ছড়াইয়া আছে।

Q 2. Examine the significance of national income estimates and explain the different methods that may be adopted for measuring the national income of a country. (Cal. B Com. P. I 1962.)

How do you define and measure the National Income of a country ? (Cal. B.A. 1956.)

Ans. জাতীয় আয় বলিতে যাহা বুঝায় মার্শাল উহাকে জাতীয় ধনভাণ্ডার (National Dividend) রূপে অভিহিত করিয়াছেন। জাতীয় ধনভাণ্ডারের সংজ্ঞা প্রদানে মার্শাল বলিয়াছেন, 'দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর শ্রম ও পুঁজি ক্রিয়া করিয়া প্রতি বৎসর বস্তু সামগ্রী এবং সকল প্রকার কার্য্য সমেত অবস্তু সামগ্রীর একটি নির্দিষ্ট নীট পরিমাণ উৎপাদন করে। ইহাই হইল দেশের খাঁটি নীট বাৎসরিক আয়, অর্থাৎ জাতীয় ধনভাণ্ডার।,' ["The labour and capital of the country, acting on its national resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including servies of all kinds. This is true net annual income of the country or national dividend." Marshall.] মার্শাল-এর মতে বৎসরের মধ্যে নব-নির্মিত সকল সামগ্রী ও নবসম্পাদিত সকল কার্য্যের মূল্য হইতে পুরাতন পুঁজির ক্ষয়ক্ষতি জনিত ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই হইবে জাতীয় ধনভাণ্ডার বা জাতীয় আয়। অধ্যাপক আরভিং ফিশার কিন্তু জাতীয় আয়কে "নীট ভোগ্য আয়" (net consumable income) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার তাৎপর্য্য হইল যে স্থায়ী ভোগ সামগ্রী যদি উৎপাদিত হয় তাহা হইলে যে বৎসরে উহা উৎপাদিত হইল সে বৎসরে উহার মূল্য জাতীয় আয়-এর মধ্যে ধরা হইবে না, কারণ তখনও উহা কাজে লাগানো হয় নাই, উহা হইতে তখনও উপার্জন করা হয় নাই। কিন্তু পরবৎসর হইতে ঐ পুঁজি সামগ্রী হইতে যে উপার্জন হইবে তাহা প্রতি বৎসরই জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হইবে। মার্শাল-এর মতে এই ধরণের সামগ্রীর মূল্য জাতীয় আয়ে শুধু একবারই ধরা হইবে—যে বৎসরে উহা উৎপাদিত হইয়াছে সেই বৎসর; ফিশারের মতে উহার থোক্ মূল্য উৎপাদনের বৎসরে জাতীয় আয়ে ধরা হইবে না। উহার পর বৎসর হইতে বাৎসরিক মূল্য ধরা হইবে। ফিশারের সংজ্ঞা যুক্তির দিক দিয়া সঠিক কিন্তু মার্শালের সংজ্ঞা হিসাবের দিক হইতে এবং ধারণার দিক হইতে সরল। লর্ড ষ্ট্যাম্প এবং আরও কয়েকজন অর্থনীতিবিদ জাতীয় আয় সম্পর্কে আরও সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা দিবার পক্ষপাতী; তাঁহাদের মতে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা উচিত "জনসমষ্টির বাস্তব আয়ের সেই অংশ যাহা মুদ্রার অনুপাতে পরিমাপ করা যায়"। ("That part of the objective income of the community which is measured in terms of money.")

স্যামুয়েলসন "জাতীয় আয়"-কে নীট জাতীয় উৎপাদন ("Net National Product) রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। দেশের মধ্যে মোট যত পরিমাণ সামগ্রী ও কার্য্য ভোগ করা হইয়াছে উহার সহিত নীট বিনিময় যোগ করিলে যাহা দাঁড়াইবে তাহাকেই তিনি "নীট জাতীয় উৎপাদন" বলিয়াছেন। (Net national product is the sum of consumption goods and services, and of net investment.) নীট বিয়োগ বলিতে বুঝায় নীট পুঁজি সামগ্রী সৃষ্টি (net capital formation) এবং উহার মধ্যে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে: (১) ঘরবাড়ী (২) যন্ত্রপাতি এবং (৩) অর্দ্ধসমাপ্ত বা নির্মীয়মান সামগ্রী ও মজুদ মাল (inventories)। যে দেশে নূতন পুঁজি সামগ্রী গঠন ঘটে না, নূতন পুঁজি সামগ্রী সৃষ্টি হয় না, সেখানে ভোগকার্য্য ঠিক "নীট জাতীয় উৎপাদনের" সমান: কিন্তু যেখানে নূতন পুঁজি সামগ্রী সৃষ্টি হইতেছে, সেখানে যে পরিমাণে নীট বিনিয়োগ হইতেছে, ঠিক সেই পরিমাণেই "নীট জাতীয় উৎপাদন" ভোগ-

কার্য অপেক্ষা বেশী; বিপরীত ক্ষেত্রে, পুঁজিসামগ্রীর পরিমাণ হ্রাস পাইলে ভোগ কার্য "নীট জাতীয় উৎপাদন" অপেক্ষা বেশী হইবে, অর্থাৎ দেশের যে সঙ্গতি পুঁজি সামগ্রীকে পুনর্স্থাপন (replace) করিত তাহা ভোগ-সামগ্রীর উৎপাদনে নিয়োজিত হইয়া যায়।

তবে নীট জাতীয় উৎপাদন হিসাব করিতে গেলে, ভোগ্য পণ্য ও কার্য এবং নাট বিনিয়োগ এর সহিত সরকারী ব্যয়ও যোগ করিতে হইবে। সবকার বিভিন্ন বস্তু ও কার্য ক্রয় কবিবার জন্য প্রতিবৎসর প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন; অন্যান্য যে ব্যয় কবেন—যেগুলি নিছক হস্তান্তর ব্যয় (যেমন পেন্সন) —যেগুলির দ্বারা বর্তমানে কোন বস্তু বা কার্য ক্রয় করা হইতেছে না,—সেগুলি এক্ষেত্রে ধরা হইবে না। সুতরাং নীট জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয় বলিতে বুঝায় ভোগকার্য্য, নীট বিনিয়োগ এবং সরকাবেব ব্যয় (NNP is the sum of Consumption, Investment and Government Expenditure—Samuelson); অর্থাৎ NNP=C+I+G.

Measuring National Income

জাতীয় আয় হিসাবের মোটামুটি দুইটি পদ্ধতি আছে : একটি হইল উপার্জনের হিসাব (Earnings or Income approach), আর একটি হইল উৎপাদিত সামগ্রী ও কার্য্যের হিসাব (flow of product approach)।

(১) উপার্জন হিসাবের পদ্ধতি হইল জনসমষ্টির বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন সূত্রে কত উপার্জন করিয়াছে তাহার হিসাব রচনা করা। সাধারণতঃ যে সকল বিভিন্ন সূত্র হইতে জনসাধারণ উপার্জন কবিয়া থাকে সেই সকল বিভিন্ন সূত্র হইল, খাজনা, সুদ, মজুরী, মুনাফা। দেশের শিল্পবাণিজ্য জনসাধারণকে এই চার প্রকারে উপার্জন প্রদান করিয়া থাকে, শিল্পবাণিজ্যে যাহা কিছু উৎপাদন হয় এই চার প্রকার খরচা মিলিয়াই হইল তাহার উৎপাদন খরচ, অবশ্য মুনাফার একটু বৈশিষ্ট আছে। শিল্পের এই চার প্রকার খরচা জনসাধারণের উপার্জন। ইহাদের সবগুলিকে যোগ করিলে ঐ যোগফল হইবে মোট জাতীয় উপার্জন। যেহেতু পুঁজিসামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিয়াই মুনাফার হিসাব করা হয়, সেহেতু এই যোগফলই যথার্থ জাতীয় আয়রূপে গণ্য হইতে পারে। এই পদ্ধতি

অনুসরণে দেশের আয়কর বিভাগের সাহায্য লওয়া হয়; আয়করের পরিসংখ্যা হইতে জনগণের বৃহদংশের আয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যাইবে। ইহার সহিত আয়কর প্রদান করে না এইরূপ অন্যান্য শ্রমিক-দিগেরও গড় আয় যোগ করা হইবে। শ্রমিকদিগের এই আয় মালিকদিগের দ্বারা প্রদত্ত বেতনের হিসাব হইতেই পাওয়া যাইবে। মুনাফা বলিতে যাহা বুঝায়, উহা ব্যক্তিগত ব্যবসায় ও সঙ্ঘবদ্ধ বা যৌথপুঁজি কারবার উভয়ের ক্ষেত্রেই উপার্জিত মুনাফা বুঝাইবে। যৌথপুঁজি কারবারের মুনাফা যখন ডিভিডেণ্ড রূপে প্রদত্ত হয় তখন উহা ব্যক্তির আয় রূপে দেখা যায় কিন্তু অনেক সময়ে যৌথপুঁজি কারবারগুলি নিজেদের অর্জিত মুনাফার কিছুটা অংশ অবণ্টিতভাবে নিজেদের কাছে রাখিয়া দেয়। জাতীয় আয়ের হিসাবে এই অংশও ধরিতে হইবে। সরকার পরোক্ষ ভাবে কারবারের উপর যে কর আরোপ করেন তাহাও উপার্জনের মধ্যে ধরিতে হইবে, কিন্তু প্রত্যক্ষ কর (আয়কর ও ব্যবসায় মুনাফা কর) ধরা হইবে না, কারণ উহা মুনাফা ও মজুরী হইতে প্রদান করা হয় এবং উহার মধ্যেই ধরা আছে। সুতরাং উপার্জনের মাধ্যমে নীট জাতীয় উৎপাদনের হিসাব করিতে গেলে, নিম্নপ্রদত্ত বিষয়গুলি ঐ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়:

মজুরী এবং মজুরীর অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা;
নীট সুদ;
ব্যক্তির খাজনা ও বাড়ীভাড়া বাবদ আয়;
ব্যবসাবাণিজ্যের উপর পরোক্ষ কর;
ব্যক্তিগত বা অংশীদারী কারবারের আয়;
যৌথপুঁজি কারবারের আয়;

এইগুলি যোগ করিলে "নীট জাতীয় উৎপাদন" পাওয়া যাইবে। উহার সহিত পুঁজিসামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতিজনিত খরচ যোগ করিলে "সাকুল্য জাতীয় উৎপাদন" (Gross National Product) পাওয়া যাইবে।

(২) "জাতীয় আয়" বা "নীট জাতীয় উৎপাদন"-এর হিসাব রচনার আর একটি পদ্ধতি হইল (ক) বৎসরের মধ্যে ভোগসামগ্রী ও কার্য যাহা কিছু লোকে ক্রয় করে তাহার মূল্য হিসাব করা, (খ) বৎসরের মধ্যে যে নীট বিনিয়োগ হইতেছে তাহা উহার সহিত যোগ করা এবং (গ) সরকার ঐ

বৎসরের মধ্যে যে সামগ্রী ও কার্য্য ক্রয় করিয়াছেন তাহার মূল্যও যোগ করা। সাধারণ লোকে এবং সরকার বাজার দামে কত সামগ্রী ও কার্য্য ভোগ করিয়াছে তাহার হিসাব করা হয়; এইগুলি যদি ভোগ করা হইয়া থাকে, উহাদের উপর যদি অর্থব্যয় করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহারা উৎপাদিতও হইয়াছে। ইহার সহিত যোগ করা হইবে সংশ্লিষ্ট বৎসরে নীট বিনিয়োগের বৃদ্ধি। দেশের মধ্যে যেমন বিনিয়োগের বৃদ্ধি হয়, দেশের বাহিরেও সেইরূপ দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে; সামগ্রী ও কার্য্যের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী হইলে, এইরূপ বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটে। আজকাল অনেক দেশে সরকারও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিয়া থাকে, সুতরাং সরকারের কার্যেও নীট বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। এইরূপ ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয় (সরকারের ব্যয় সমেত) এবং নীট বিনিয়োগের ব্যয় হিসাব করিলে "নীট জাতীয় উৎপাদন" পাওয়া যায়। ইহা জাতীয় উৎপাদনের সংজ্ঞার মধ্যেই (NNP=C+I+G) নিহিত রহিয়াছে। এই পদ্ধতিতে যে বিষয়গুলি হিসাব করা হয় সেগুলি এইভাবে সাজানো যাইতে পারে:

ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ব্যয় (স্থায়ী সামগ্রী, চলতি সামগ্রী, ও কার্য্য);
সরকার কর্তৃক সামগ্রী ও কার্য ক্রয়;
নীট বৈদেশিক বিনিয়োগ;
নীট বেসরকারী বিনিয়োগ;
নীট সরকারী বিনিয়োগ।

জাতীয় আয়-এর পরিমাণ যাহাতে সঠিক হয় তাহার জন্য কতিপয় ভ্রান্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, পুঁজির ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় চলতি উপার্জন হইতে বাদ দিতে হইবে। পুঁজি ব্যবহার করিয়া উপার্জন করা হয় কিন্তু এই পুঁজি-সামগ্রী ক্রমাগত ব্যবহারের দ্বারা প্রতি বৎসরই উহাদের ক্ষয় ক্ষতি হইতেছে; উহার ব্যবহারের দ্বারা যে উপার্জন ঘটে তাহার মধ্যে এই ক্ষয়ক্ষতি থাকিয়া যায়। উহা পূরণের জন্য যে ব্যয় আবশ্যক উহা মোট উৎপাদনের মূল্য হইতে বাদ দিয়া নীট উৎপাদনের হিসাব করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, সরকার জনগণের নিকট কর সংগ্রহ করিয়া উহার একাংশ এরূপভাবে ব্যয় করিতে পারেন যাহার দ্বারা কোন ভোগ্যপণ্য বা কার্য ক্রয় করা হইল না ; নিছক একজনের টাকা আর একজনের নিকট দেওয়া হইল কিন্তু উহার দ্বারা কোন ক্রয়-বিক্রয় কার্য্য সম্পন্ন হইল না। সরকার এক শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া আর এক শ্রেণীকে পেন্সন প্রদান করেন। সরকারের এই ধরণের ব্যয় জাতীয় আয়-এর মধ্যে ধরা হইবে না, উহা নিছক হস্তান্তর ব্যয় (transfer expense)।

তৃতীয়তঃ, যখন উপার্জনের (ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়গত) হিসাব করিয়া নীট জাতীয় উৎপাদনের হিসাব করা হইবে তখন উহাতে প্রত্যক্ষ কর ধরা হইবে না, কিন্তু পরোক্ষ কর ধরা হইবে। কারণ পণ্যের উৎপাদন খরচার সহিত পরোক্ষ কর যোগ করিয়া যাহা হয় সেই দামে পণ্য বিক্রয় হয়। কিন্তু যখন উৎপাদিত সামগ্রী ও কার্য্যের ভিত্তিতে (flow of product approach) জাতীয় আয় হিসাব করা হয় তখন সরকারের দ্বারা সংগৃহীত কোনরূপ করেরই, প্রত্যক্ষই হউক বা পরোক্ষই হউক, হিসাব করা হইবে না—সরকার যেখান হইতেই টাকা পাইয়া থাকুন না কেন, শুধু তাঁহাদের ক্রীত পণ্যেরই হিসাব করা হইবে।

চতুর্থতঃ, একই বস্তু যেন দুইবার গণনা করা হইয়া না যায় তাহা দেখিতে হইবে ; উহার জন্য প্রয়োজন হইবে শুধু মাত্র তৈয়ারী সামগ্রীই হিসাবের মধ্যে ধরা—মধ্যবর্তী সামগ্রী হিসাবে ধরা হইবে না। যথা, কাপড়ের মূল্য যদি ধরি আবার উহাতে যে তুলা লাগিয়াছে তাহার মূল্যও যদি ধরি তাহা হইলে একই বস্তু (তুলা) দুইবার গণনা করা হইবে। সুতরাং কাঁচামালের হিসাব ধরা হইবে না।

Q. 3. "The two approaches—the lower loop earnings approach and the upper loop product approach—are really one." Discuss with reference to the methods of measuring national income.

Ans আমরা "জাতীয় আয়" বলিতে যাহা বুঝি তাহা "জাতীয় ব্যয়" এবং "জাতীয় উৎপাদন"-এর সমান। শিল্প-বাণিজ্য দেশের জনসাধারণকে সামগ্রী ও কার্য উৎপাদন করিয়া দিতেছে এবং জনসাধারণ এই সকল সামগ্রী ও কার্যের উপরে তাহাদের অর্থ ব্যয় করিতেছে।

সুতরাং যদি দেখা যায় দেশের মধ্যে এক বৎসরে কত সামগ্রী ও কার্য জনসাধারণ ক্রয় করিয়া ভোগ করিয়াছে, তাহা হইলে ঐ সামগ্রী ও কার্যের সমষ্টি যে উৎপাদিত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এক বৎসরে এইভাবে দেশের শিল্প বাণিজ্য হইতে বাহির হইয়া জনসাধারণের ভোগকার্যে যত মূল্যের চূড়ান্ত ভোগ্যবস্তু প্রবেশ করিয়া থাকে, উহাকে **"উৎপাদনের প্রবাহ"** (flow of product) বলা হয়। "উৎপাদনের প্রবাহ"-এর মূল্য হিসাব করা হয়, অর্থাৎ বৎসরে যত সামগ্রী ও কার্য্য উৎপাদিত হইয়াছে উহার বিনিময়ে লোকে কত মুদ্রা দিয়াছে; মূল্য বলিতেই বুঝায় একটি সামগ্রী (বা কার্য) কতগুলি টাকার বিনিময়ে আদানপ্রদান করা হইয়াছে।

কিন্তু জনসাধারণ যে শুধুই উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে উৎপাদিত সামগ্রী লইয়া উহাদের উপর অর্থব্যয় করে, এইরূপ নহে। তাহারা যে অর্থ উপার্জন করে উহা দেশের শিল্প বাণিজ্য হইতেই উপার্জন করে; দেশের শিল্প বাণিজ্যের নিকট হইতেই (এখানে শিল্প বাণিজ্য বলিতে বুঝাইতেছে সকল প্রকার উৎপাদন প্রচেষ্টা) কেহ খাজনা বা ভাড়া (rent) পায়; কেহ মজুরী (wages) পায়, কেহ বা সুদ (interest) পায় এবং আঁত্রেপনা পায় মুনাফা (profit)। জনগণের উপার্জন এই চার পর্য্যায়ে বিভক্ত আর ঠিক এইগুলিই হইল শিল্প-বাণিজ্যের ব্যয়। শিল্প বাণিজ্যের নিকট হইতে এই অর্থ জনসাধারণের নিকট চলিয়া যায়। পরিবর্তে জনসাধারণ শিল্প বাণিজ্যকে উৎপাদনক্ষম কার্য প্রদান করে।

উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি ও কার্য প্রদানের বিনিময়ে লোকে দেশের শিল্প বাণিজ্য হইতে যে খাজনা, মজুরী, সুদ ও মুনাফা উপার্জন করে উহার একত্রিত সংখ্যা বা যোগফলই (sum total) হইল জাতীয় আয়। এইভাবে যে জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয় তাহা **"উৎপাদনের হিসাব"** (Earnings or income approach) বলা হয়। ইহাকে **"উৎপাদন খরচার প্রবাহ"**ও (flow of cost) বলা হয়। একদিকে উৎপাদনের প্রবাহ (flow of product) অপরদিকে উপার্জনের বা উৎপাদন খরচার প্রবাহ, ইহারা দুইটি সমান হইতে বাধ্য। তবে এই দুইটির সমতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুনাফা অত্যন্ত কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ করে। মজুরী, খাজনা ও সুদ-এর সহিত মুনাফাও উপার্জনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মুনাফা বলিতে বুঝায়,

অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলির পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া দিবার পর পণ্যের বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতে উৎপাদনকারীর যাহা অবশিষ্ট থাকে। এই মুনাফার মধ্য দিয়া "উৎপাদন প্রবাহ" এবং "উপার্জন প্রবাহ" পরস্পরের সহিত সমান হয়। মুনাফা হইল যেন "আঘাত হজমী" (shock absorber)। সেইজন্য স্যামুয়েলসন বলিয়াছেন; "মুনাফার যথোচিত সংজ্ঞা দিলে প্রত্যেক হিসাবই ঠিক একই নীট জাতীয় উৎপাদন দেখাইবে।" ["With the proper definition of profit, each approach must yield exactly the same NNP"] মুনাফার এই যথোচিত সংজ্ঞা দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন: "উপাদান বাবদ অন্যান্য খরচা মিটাইবার পর আপনার পণ্য বিক্রয় হইতে আপনার নিকট যাহা থাকিয়া গিয়াছে তাহাই মুনাফা। সুতরাং উপার্জনের মধ্য দিয়া নিম্নতর শাখার হিসাব এবং সামগ্রী-প্রবাহের মধ্য দিয়া উচ্চতর শাখার হিসাব—এই দুইটি ঠিক সমান হইবার জন্য মুনাফার যেরূপ আয়তন হওয়া উচিত মুনাফা ঠিক সেইরূপ আয়তন ধারণ করে" ["Profit is what you have left over from the sale of product after you have paid off the other factor-costs. So profit automatically is the residual that takes on the size needed to make the lower loop approach via earnings exactly match the upper loop approach via flow of goods"—Samuelson .]

Q. 4. Discuss whether really there is exact identity between national income and national product.

or,

"We cannot increase the national income without simultaneously increasing the national product." Discus the statement.

Ans. জাতীয় আয়কে তিনপ্রকারে দেখিতে পারা যায়। (১) দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির আয় যোগ করিলে যে যোগফল দাঁড়াইবে উহাকে জাতীয় আয় বলা হইবে; (২) দেশের প্রত্যেক লোক স্বতন্ত্রভাবে অথবা অন্যান্য লোকের সহিত সহযোগিতা করিয়া যে সামগ্রী ও কার্য উৎপাদন করে তাহাদের মূল্য যোগ করিলে যে যোগফল দাঁড়াইবে উহা জাতীয় উৎপাদন; (৩) দেশের সকল লোকে যে সামগ্রী ও কার্য্য ক্রয় করে ঐগুলির মূল্য যোগ

করিলে যাহা দাঁড়াইবে তাহা "জাতীয় ব্যয়" রূপে গণ্য। এই "জাতীয় ব্যয়" জাতীয় আয় ও জাতীয় উৎপাদনের সমান।

বস্তুতঃপক্ষে আমরা প্রত্যেকে যাহা আয় করি, তাহা অপর কেহ ব্যয় করিল এবং আমরা প্রত্যেকে যে ব্যয় করি তাহা অপর কেহ আয় করিল। একজনের আয় অপরের ব্যয় এবং একজনের ব্যয় অপরের আয়। যদি ধরা যায় যে কোনও একটি বৎসরে সমাজে কেহ সঞ্চয় করিল না বা পূর্বেকার সঞ্চয় ভাঙ্গিল না, তাহা হইলে যাহা কিছু উপার্জিত হয় সবই ব্যয়িত হয় এবং যাহা উৎপাদিত হয় তাহার মূল্যই হইল উপার্জন। আয়, ব্যয়, উৎপাদন—পরস্পরের সমান। আয় ও ব্যয়ের দ্বারা সূচিত হইতেছে ভোগকৃত সামগ্রী ও কার্য, উৎপাদনের দ্বারা সূচিত হইতেছে উৎপাদিত সামগ্রী ও কার্য।

যদি দেখা যায় যে সমাজে কেহ কেহ সঞ্চয় করিতেছে তাহা হইলে "জাতীয় আয়" এবং "জাতীয় উৎপাদন" যে সমান হইবে না, তাহা নহে; শুধুমাত্র "উৎপাদনের প্রবাহ" (flow of output) এবং "ব্যয়ের প্রবাহ" (flow of expenditure)—ইহাদের প্রত্যেকেই দ্বিখণ্ডিত হইবে কিন্তু একদিকের একটি খণ্ড অপরদিকের আর একটি খণ্ডের সহিত সমান হইবে। জাতীয় আয়—অর্থাৎ জাতীয় ব্যয়—একদিকে ভোগসামগ্রীর উপর ব্যয় এবং অপর দিকে সঞ্চয়, এই দুইটির মধ্যে ভাগাভাগি হইবে:

জাতীয় আয় (জাতীয় ব্যয়)

ভোগসামগ্রীর উপর ব্যয় | সঞ্চয়

অপর পক্ষে "জাতীয় উৎপাদন" একদিকে "ভোগসামগ্রীর-উৎপাদন" ও অপরদিকে "পুঁজি সামগ্রী" বা "বিনিয়োগ সামগ্রীর" উৎপাদন—এই দুইটির মধ্যে ভাগাভাগি হইবে।

জাতীয় উৎপাদন

ভোগসামগ্রীর উৎপাদন | পুঁজি সামগ্রীর উৎপাদন

ইহার অর্থ হইতেছে যে আমরা যে আয় করি তাহার কিছু অংশ ব্যয় করি এবং কিছু অংশ সঞ্চয় করি। যে অর্থ ব্যয় করি তাহা ভোগসামগ্রীর ক্রয়ে

ব্যয়িত হয়, সুতরাং উহা হইল উৎপাদিত ভোগসামগ্রীর মূল্যের সমান। অপরপক্ষে, আয়ের যে অংশ সঞ্চয় করি উহার দ্বারা পুঁজি সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়। কোন কারণে সমাজে সঞ্চয় বাড়িলে ভোগসামগ্রীর চাহিদা কমিয়া যায় বটে, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে সুসংগঠিত আধুনিক সমাজে লোকে যাহা সঞ্চয় করে, তাহা ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি অর্থ-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রদত্ত ঋণের মাধ্যমে এবং সরকারের মাধ্যমে (সরকারও লোকের সঞ্চয় সংগ্রহ করেন) পুঁজি-সামগ্রীতে রূপান্তরিত হয়।

"উৎপাদন" হইল পুঁজি-সামগ্রী ও ভোগসামগ্রীর উৎপাদনের যোগফল এবং "আয়" হইল সঞ্চয় ও ব্যয়-এর যোগফল। যেহেতু "ব্যয়' হইল উৎপাদিত ভোগসামগ্রীর মূল্যের সমান এবং সঞ্চয় হইল উৎপাদিত পুঁজি-সামগ্রীর মূল্যের সমান, সেহেতু জাতির আয় ও জাতির উৎপাদন সমান। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইলে আয়ের বৃদ্ধি সম্ভব নহে। জাতির যথার্থ আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে, উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। দেশের মধ্যে যদি শুধুমাত্র বেশী করিয়া মুদ্রা (money) সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে টাকার অঙ্কে লোকের আয় বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু উহা যথার্থ "জাতীয় আয়"—এর বৃদ্ধি নহে। মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে, লোকের আয় বৃদ্ধির দরুণ লোকে যদি বেশী করিয়া ব্যয় করে এবং ঐ ব্যয়ের দরুণ জিনিষ পত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদনের প্রচেষ্টা যদি বৃদ্ধি পায়, কেবলমাত্র তাহা হইলেই জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এক বৎসরের তুলনায় অপর এক বৎসরে জাতীয় আয় যথার্থ কতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা হিসাব করিতে গেলে, মুদ্রাস্ফীতির দরুণ দাম স্তরের যে বৃদ্ধি ঘটে তাহা খতাইয়া দেখিতে হইবে এবং যথার্থ হিসাবের দ্বারা উহা বাদ দিতে হইবে।

Q. 5. "The mere fact that national income is increasing is no proof that the country is better off." Elucidate.

or, Does an increase of natinal income always show economic progress ?

Ans. ব্যক্তি-জীবনে যেরূপ আয় বৃদ্ধির দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নতি সূচিত হয়, সমষ্টিগত জীবনেও সেইরূপ জাতীয় আয়-এর বৃদ্ধির দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই কারণে আধুনিক সকল সভ্য

দেশই জাতীয় আয় সম্পর্কে খুব সচেতন এবং রাষ্ট্র অর্থনৈতিক জীবনে কার্য্যকরী সহায়তা প্রদান করিয়া জাতীয় আয় যাহাতে বাড়ে তাহার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি কি পরিমাণে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিচয় দেয় তাহা বিচার করিবার সময়ে যথেষ্ট সাবধনতা অবলম্বন প্রয়োজন। পূর্বেকার তুলনায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি দেখিলেই, তদনুপাতে দেশের আর্থিক উন্নতি ঘটিয়াছে এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। ইহার একাধিক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয় টাকার অঙ্কে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে যথার্থ ধনসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা আবার কোনরূপ ধন-সম্পদ বৃদ্ধি না ঘটিয়া নিছক টাকার অঙ্কে দামস্তর বৃদ্ধির দ্বারা। সুতরাং দামস্তর যদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহা হইলে জাতীয় আয়ে যথার্থ বৃদ্ধি না ঘটিলেও টাকার অঙ্কে বৃদ্ধি দেখা যাইবে, কিন্তু উহা আসলে কোনই বৃদ্ধি নহে।

(২) পূর্বে যদি দেশের জনসংখ্যা কম ছিল এরূপ হয় কিন্তু পরে লোক সংখ্যা বাড়িয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে জাতীয় আয় বাড়িলেও উহার অনুপাতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সূচিত হইবে না। লোকসংখ্যা বাড়িলে বুঝিতে হইবে যে অনেক বেশী লোকে শ্রম দিয়াছে। জাতির সম্পদ উৎপাদনে অনেক বেশী লোক নিযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং বর্ধিত জাতীয় আয় বর্ধিত জনসংখ্যার মধ্যে বন্টিত হইতে হইবে, ঐ 'জাতীয় আয়'-এর দ্বারা আগের তুলনায় বেশী লোকের ভরণ পোষণ সম্ভব করিতে হইবে। অতএব মোট জাতীয় আয় বাড়িলেও, গড় মাথাপিছু আয় (per capita income) বাড়িবে না, সুতরাং গড়ে এক একজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অবকাশ বাড়িবে না।

(৩) পূর্বে যে সকল কাজ লোকেরা নিজেরা ঘরেই করিয়া লইতে পারে সেই সকল কাজ বেচা-কেনা হইতে পারে। ইহাতে নূতন বাণিজ্য সৃষ্টি হইল, কিন্তু নূতন সামগ্রী উৎপাদন সূচিত হইল না। কোন বাড়তি ধনসম্পদ সৃষ্টি না হওয়ায়, যথার্থ আয়-এর বৃদ্ধি ঘটিল না। যথা, এরূপ যদি হয় যে আগেকার তুলনায় এখন বহু হোটেল স্থাপিত হইয়াছে এবং বহু লোকে ঘরের রন্ধন না খাইয়া হোটেল হইতে আহার্য্য কিনিয়া খাইতেছে, তাহা হইলে হোটেল

মালিকদের ও কর্মচারীদের আয় জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি দেখাইবে, কিন্তু তদনুপাতে বাড়তি সামগ্রী ও কার্য্য সৃষ্টি হইয়াছে বলা যাইবে না।

(৫) যুদ্ধের মধ্যে জাতীয় প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাইয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু জাতীয় আয়ের এই বৃদ্ধি করিতে গিয়া সমাজ নানাভাবে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে,—যথা অবকাশ বিসর্জন দিয়া, স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া বা যন্ত্রপাতির নিয়মিত পুনর্স্থাপন (replacement) স্থগিত রাখিয়া। ইহাতে জাতির ভবিষ্যতের উৎপাদন ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়। জাতীয় আয় তখন জাতির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ এর সঠিক পরিমাপ করিতে পারেনা।

Q 6. Write a brief explanatory note on social accounting.

Ans. ফেয়ার্নক্রেশ একটি বিশেষ ধরণের ব্যাপক হিসাব—অর্থাৎ সামাজিক হিসাব নিকাশ (social accounting) এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উপাদানের উপর ভিত্তি করিয়া এবং জাতীয় আয়ের গতি প্রবণতা দেখাইবার জন্য নানারূপ হিসাব নিকাশ একত্রিত করিয়া সামাজিক হিসাব নিকাশ (social accounting) রচনা করা চলে। সমগ্র দেশের (বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যের) বিভিন্ন প্রকার হিসাব একত্রিত করিলে উহা হইবে সামাজিক হিসাব নিকাশ। এই বিভিন্ন প্রকার হিসাবের মধ্যে তুলনা করিলে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ঘটনা বা কার্যের মধ্যে কতখানি মিল হইতেছে বা গরমিল হইতেছে তাহা বুঝা যাইবে। ধরা যাক্ সকল লোকের ব্যক্তিগত আয়ের (খাজনা, সুদ, মজুরী প্রভৃতি বিষয় হইতে যে ব্যক্তিগত আয় হইয়া থাকে) যদি একটি হিসাব রচনা করি এবং সকল লোকের ব্যয় ও সঞ্চয়েরও হিসাব রচনা করি তাহা হইলে উহাদের মধ্যে মিল হইল কিনা তাহা দেখিয়া বুঝা যাইবে জাতীয় আয়ের হিসাব ঠিক হইয়াছে কিনা। আবার সমাজের সমগ্র সঞ্চয়ের যদি হিসাব করি এবং সমাজের যত পুঁজি-সামগ্রী (capital goods) সৃষ্টি হইতেছে তাহার হিসাব করি, তাহা হইলে দেশের মধ্যে পুঁজি সামগ্রীর জন্য ব্যয় দেশের সঞ্চয়ের দ্বারা কুলাইতেছে কিনা তাহা বুঝা যাইবে। এই ভাবে, আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, পুঁজি-সামগ্রী সৃষ্টি, আমদানী, রপ্তানী আন্তর্জাতিক লেনদেন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের স্বতন্ত্র হিসাব রচনা করা হইলে, উহাদের মধ্যে তুলনা করিয়া

কোন্ হিসাবটি কতখানি ঠিক তাহা বুঝা যাইবে এবং উহাদের পারস্পরিক সম্পর্কও বুঝা যাইবে।

সামাজিক হিসাব নিকাশের অন্যান্য গুরুত্বও রহিয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে কি কি প্রধান পরিবর্তন ঘটিতেছে, কোন্ কোন্ প্রধান ক্ষেত্রে কি ধরণের এবং কি পরিমাণে অগ্রগতি সাধিত হইতেছে, তাহার মোটামুটি পরিচয় সামাজিক হিসাব নিকাশ হইতে পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কোন্খানে বেশ সামঞ্জস্য বিধান হইয়াছে এবং কোন্খানে সামঞ্জস্য হয় নাই—অসামঞ্জস্য ঘটিলে উহা কতখানি, তাহা এই হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। লোকেদের ব্যয়ের যদি হিসাব নিকাশ করা হয়, তাহা হইলে ক্রেতাদের পছন্দ কোন্ দিকে কিরূপ পরিবর্তন হইতেছে, তাহাদের দ্বারা ক্রীত সামগ্রীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর—যথা দীর্ঘস্থায়ী সামগ্রীর বিদেশ হইতে আমদানী করা সামগ্রীর বা অধিক কর-আরোপিত সামগ্রীর অনুপাত কতখানি তাহা বুঝা যাইবে। সঞ্চয় ও পুঁজি ব্যয়ের হিসাবের উপকারিতা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

তবে একমাত্র এইরূপ সামাজিক হিসাব নিকাশ হইতেই অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলি বুঝিতে পারা যাইবে উহার জন্য অন্য কোন সূত্র নাই, এরূপ ধারণা করিলে ভুল হইবে। বাস্তবক্ষেত্রে আধুনিক সকল দেশেই উহা বুঝিবার নানারূপ পদ্ধতি আছে। তবে সামাজিক হিসাব নিকাশ রূপে যাহা বলা হইল ঐ ধরণের হিসাব হইতে জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনের একটি সামগ্রিক এবং সুসমঞ্জস রূপ আমরা দেখিতে পাই। অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তনগুলি সামাজিক হিসাব নিকাশের সাহায্যে পূর্ব-জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করা সম্ভব হয়। বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক জীবনে অতীতে কি ঘটিয়াছে এবং বর্তমানে কি ঘটিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলে ভবিষ্যতে কি ঘটানো উচিত এবং কিভাবে উহা ঘটানো যাইতে পারে তাহার ধারণা লাভ করা যায়; অর্থাৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনায় অনেক সাহায্য হয়।

Q. 7. Discuss briefly the effects upon the National Income of a country of the following :

(a) An increase in private investment expenditure ;

(b) A rise in the desire to save ;

(c) **An increase in taxes levied by the Government.**
(Cal. B.A. P. I 1962)

Ans. Increase in private investment expenditure : উপার্জনকারীরা তাহাদের উপার্জনের একাংশ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করে। সরাসরি ভোগ্যবস্তুতে ব্যয় না করিয়া তাহারা স্থায়ী উৎপাদক সঙ্গতি সৃষ্টি করিতে পারে। এইরূপ উৎপাদক সঙ্গতি যদি লোকে সৃষ্টি করিতে চাহে, তাহা হইলে উহা "নীট জাতীয় উৎপাদনের" (Net National product) —এর অন্তর্ভুক্ত হইবে। সেই কারণেই, নীট জাতীয় উৎপাদন বলিতে যাহা বুঝায়, অর্থাৎ জাতীয় আয়, উহা শুধুমাত্র ভোগ্যবস্তু ও কার্যের সমষ্টি নহে, উহার সহিত নীট বিনিয়োগ যুক্ত করিতে হয়। এই নীট বিনিয়োগ, অর্থাৎ পুঁজি-সামগ্রী, সৃষ্টির মধ্যে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয় : (১) ঘড়বাড়ীর সংখ্যায় নীট যোগসাধন ; (২) যন্ত্রপাতির পরিমাণে নীট যোগসাধন এবং (৩) মজুদ মালে নীট যোগসাধন (inventories)। দেশের অর্থনীতি যদি উন্নতি লাভ না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে দেশের পুঁজি-সামগ্রীর পরিমাণ একই থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু সমাজ যদি নিজের পুঁজি সামগ্রীতে যোগসাধন করে, যে পরিমাণে উহার ক্ষয় ক্ষতি হইতেছে তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে উহাতে যোগ করা হইতেছে এরূপ হয়, তাহা হইলে নীট জাতীয় উৎপাদন চলতি ভোগকার্য্য অপেক্ষা বেশী হইবে। ("NNP exceeds consumption by positive net investment".) সুতরাং নীট বিনিয়োগ যত বাড়িবে, নীট জাতীয় উৎপাদন অর্থাৎ জাতীয় আয় ততই বাড়িবে।

কিন্তু "ততই বাড়িবে" বলিতে ঠিক সমান সমান বাড়িবে এইরূপ বুঝানো হইতেছে না। "নীট বিনিয়োগ" অর্থনীতির উপর উহার "গুণক ফলাফল" (multiplier effect) ঘটায়। যতটাকার নীট বিনিয়োগ হয়, জনসাধারণের উপার্জনের বৃদ্ধি হয় তাহা অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশী। একশত টাকা বিনিয়োগ বাড়িবার দরুণ জনসাধারণের উপার্জন যত পরিমাণে বাড়ে তাহা হইল বিনিয়োগের গুণক ফলাফল ; যদি ধরা যায় যে ১০০ টাকা নূতন বিনিয়োগ করিলে, অর্থাৎ বিনিয়োগ-বস্তু সৃষ্টিতে খরচা করিলে, শেষ পর্য্যন্ত জনসাধারণের উপার্জন ৩০০ টাকা বাড়িল,

তাহা হইলে গুণক হইল ৩। নীট বিনিয়োগ বাড়িলে জনসমষ্টির মোট আয়, জাতীয় আয়, ঠিক যে পরিমাণে বিনিয়োগ বাড়িয়াছে নিছক সেই পরিমাণেই বাড়িবে না, উহার কয়েকগুণ বাড়িবে।

A rise in the desire to save : সাধারণতঃ আমাদের ধারণা যে লোকে যত সঞ্চয় করিবে, ততই ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণ। কিন্তু অর্থনৈতিক কার্য্যকারণ ঠিকমত বিশ্লেষণ করিলে, ইহা ভ্রান্ত বলিয়া মনে হইবে —বিশেষ করিয়া যখন পূর্ণ নিয়োগ (full employment)-এর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় নাই। বিনিয়োগের সহিত যেরূপ উপার্জনের গুণক (multiplier) সম্পর্ক আছে,—১০০ টাকার বিনিয়োগ বাড়িলে যেমন ৩০০ টাকার উপার্জন বাড়িতে পারে,—সেরূপ সঞ্চয় (saving)-এর সহিতও উপার্জনের গুণক সম্পর্ক আছে। সঞ্চয় হইল ভোগকার্য্য, অর্থাৎ ব্যয়-এর বিপরীত ; ভোগ-এর জন্য ব্যয় বাড়াইলে সঞ্চয় কমে এবং ভোগের জন্য ব্যয় কমাইলে সঞ্চয় বাড়ে। বিনিয়োগ যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে সঞ্চয় বাড়লে লোকে কম করিয়া ভোগ সামগ্রী ক্রয় করে ; ইহাতে ভোগ সামগ্রীর বিক্রয় কমিয়া যায়, উৎপাদনকারীদের লোকসান হয়। উৎপাদনকারীরা উহাতে উৎপাদন কমাইয়া দেয়। উহাতে লোকে বেকার হয় এবং উপার্জন কমিয়া যায়। উহাতে লোকে আরও খরচ বাঁচাইবার চেষ্টা করে ; কিন্তু উৎপাদনকারীরা তাহার ফলে আরও উৎপাদন কমাইয়া দেয় এবং জনসাধারণের উপার্জন আরও কমিয়া যায়। উপার্জনের উপর সঞ্চয় বৃদ্ধির এই ফল গুণক-সমন্বিত ; ১০০ টাকার বেশী সঞ্চয় করিলে শেষপর্য্যন্ত হয়তো দেখা যাইবে জনসাধারণের উপার্জন ৩০০ টাকা কমিয়া গিয়াছে। যতক্ষণ না "সঞ্চয়" পুনরায় বিনিয়োগ এর সহিত সমান হয়, ততক্ষণ সঞ্চয় বৃদ্ধি উপার্জনকে কমাইতে থাকিবে ; অর্থাৎ লোকের উপার্জন যখন এত কমিয়া যাইবে যে তাহারা অতিরিক্ত দারিদ্র্য প্রপীড়িত হইয়া আর সঞ্চয় করিতে পারিবে না—এবং উৎপাদনকারীরা যতখানি বিনিয়োগ করিতে চাহিবে উহা অপেক্ষা তাহারা বেশী সঞ্চয় করিবে না—তখন উপার্জনের হ্রাস থামিবে।

ইহাকেই বলা হয় "মিতব্যয়িতার বিপরীতধর্মী ফল" (paradox of thrift)। মিতব্যয়িতা ব্যক্তিগত গুণরূপে গ্রাহ্য, কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে যাহা গুণ, সমষ্টির পক্ষে তাহা ক্ষতিকর হইতে পারে, বিশেষ করিয়া দেশের

আর্থিক কাঠামো যখন পূর্ণ-নিয়োগের (full employment) স্তরে থাকে না, পূর্ণ নিয়োগের নিচে থাকে। পূর্ণ-নিয়োগের স্তরে, লোকে বেশী করিয়া ভোগ করিতে থাকিলে পুঁজি সামগ্রী উৎপাদনে টান পড়িবে ; তখন ভোগকার্য্য (consumption) একটু কমাইয়া সঞ্চয় একটু বাড়াইলে দেশের ভাল হইবে। কিন্তু এইরূপ পূর্ণ নিয়োগের পরিস্থিতি সচরাচর ঘটে না। অপূর্ণ নিয়োগের স্তরে (less than full employment) বেশী করিয়া সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিলে, শেষপর্যন্ত সঞ্চয় কমিয়াই যাইবে। সেইজন্যই স্যামুয়েলসন বলিয়াছেন, "Under conditions of unemployment the attempt to save may result in less, not more, of saving." একজন বেশী সঞ্চয় করিলে সে অপরকে কম অর্থ প্রদান করিবে। সুতরাং অপর কাহারও উপার্জন উহাতে কমিয়া গেল। যে ঐ পরিমাণ অর্থ হইতে বঞ্চিত হইল, তাহার ক্রয় ক্ষমতা কমিয়া গেল। সকলেই এক সঙ্গে বেশী করিয়া সঞ্চয়ের চেষ্টা করিলে সকলেই উহাতে সফল হইতে পারে না। তবে তাহাদের এই সম্মিলিত চেষ্টায় "মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা"(velocity of money) কমিয়া যাইবে—আর, অনিবার্য্যভাবে কমিবে "জাতীয় আয়"।

An increase in taxes levied by the Government : সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এর সমতার দ্বারা যেখানে উপার্জনের স্তর নির্ধারিত হয়, সরকারের কর-নীতি বা ব্যয়-নীতি পরিবর্তন করিলে, উপার্জনের স্তর আর ঐখানে থাকিতে পারে না। সর্বসাধারণে মোট যে উপার্জন করে তাহার সম্পূর্ণটাই "ব্যবহার যোগ্য উপার্জন" (disposable income) নহে। "নীট জাতীয় উৎপাদন" (Net National Product) বলিতে যাহা বুঝায় তাহা পুরাপুরি কখনই লোকেদের হস্তগত হয় না। মুনাফা, মজুরী, সুদ ও খাজনা ইহাদের উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপিত থাকে ; ইহা ছাড়া বিক্রয় কর, আমদানী রপ্তানী শুল্ক প্রভৃতি পরোক্ষ করও আছে। কর বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয়। সুতরাং নীট উৎপাদন বা আয় হইতে কর-এর অর্থ বাদ দিতে হইবে। আর একটি জিনিস উহা হইতে বাদ দিতে হইবে,—কোম্পানীসমূহের অবণ্টিত মুনাফা (undistributed corporate profit)। নীট উৎপাদন হইতে এই দুইটি বিষয় বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা হইল "ব্যবহারযোগ্য উপার্জন।"

আমরা ভোগকার্যের জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিব তাহা এই "ব্যবহারযোগ্য উপার্জন" (disposable income)-এর ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়। সুতরাং সরকার যদি নিজের ব্যয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া (সরকারের ব্যয় হইতে সাধারণের উপার্জন ঘটে) করের পরিমাণ বাড়াইয়া দেন, তাহা হইলে আসল "ব্যবহার যোগ্য উপার্জন" কমিয়া যাইবে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল, লোকে আগের মত আর ব্যয় করিতে, অর্থাৎ ভোগ্য পণ্য কিনিতে, পারিবে না। একজন যাহা কিনিতেছে না, অপর একজন তাহা বেচিতে পারিতেছে না ; সুতরাং সকলেরই আয় কমিয়া যাইবে এবং সাধারণভাবে কর্মসংস্থানের স্তর নামিয়া যাইবে ; "নীট জাতীয় উৎপাদন" বা "জাতীয় আয়" কমিয়া যাইবে।

অষ্টম অধ্যায়

বাণিজ্যচক্র ও বেকারতত্ব

(Trade Cycle and Unemployment)

Q. 1. What are "business cycles"? Describe briefly the course of a typical business cycle (Cal. 1960)

What is meant by a "trade cycle"? Describe carefully the different phases of a trade cycle (Deg. 1963).

Ans. ব্যবসা বাণিজ্য সব সময়ে একই ভাবে চলে না। কখনও দেখা যায় ব্যবসায়ীদের বেশ লাভ হইতেছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জগৎ বেশ সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে। কখনও দেখা যায় ব্যবসায়ীদের লাভ কমিয়া যাইতেছে, এমন কি লোকসানের উদ্ভব হইতেছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জগৎ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িতেছে। ইহা কোনও একটি দুইটি বিচ্ছিন্ন শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই ঘটিতেছে না। ইহা সকল ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই সাধারণ ভাবে ঘটিতেছে। অর্থনীতিবিদ্গণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এই উঠতি এবং পড়তি সর্বদাই চক্রাকারে ঘুরিতেছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর—মোটামুটি ১০ বৎসর—এই চক্র একবার পুরাপুরি ঘুরিয়া যায়। ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্পের জগতে, সমৃদ্ধি ও মন্দার এই চক্রাকারে প্রঘূর্ণনকে

বাণিজ্যচক্র (trade cycle or business cycle) বলা হয়। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল যে শিল্প বাণিজ্যের যখন সমৃদ্ধি ঘটে তখন উহার মধ্যেই ঐ সমৃদ্ধি ধ্বংসের বীজ উপ্ত থাকে এবং উহা ক্রমশঃ কার্যকরী হইয়া মন্দা সৃষ্টি করে ; অপর পক্ষে যখন মন্দা পুরামাত্রায় আসিয়া যায় তখন উহার মধ্যেই ক্রমশঃ মন্দা অতিক্রম করিবার শক্তি সৃষ্টি হয় এবং মন্দা চরমে পৌঁছাইলে এই শক্তি কার্য্য করিতে থাকে। ফলে শিল্প বাণিজ্য ক্রমশঃ মন্দা কাটাইয়া উঠে। কীন্‌স্ বাণিজ্য চক্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "বাণিজ-চক্র ক্রমবর্দ্ধমান দামস্তর এবং অল্প বেকারত্ব অনুপাতের দ্বারা চিহ্নিত ভালো ব্যবসা বাণিজ্যের সময় লইয়া গঠিত যাহা হ্রাসমান দামস্তর ও উচ্চ বেকারত্ব অনুপাতের দ্বারা চিহ্নিত ব্যবসাবাণিজ্যের দুঃসময়ের সহিত পালা করিয়া পরিবর্তিত হয়"। ("A trade cycle is composed of periods of good trade characterised by rising prices and low unemployment percentages alternating with periods of bad trade characterised by falling prices and high unemployment percentages"—Keynes)

বাণিজ্যচক্রের গতি পর্যবেক্ষণ করিলে উহার মধ্যে চারিটি পর্য্যায় বা স্তর দেখিতে পাওয়া যায় : উঠতি (revival), সমৃদ্ধি (prosperity), সঙ্কট ও পড়তি (crisis and recession) এবং মন্দা (depression)। ইহার মধ্যে সর্বোচ্চ শিখর হইল সমৃদ্ধি এবং সর্বনিম্ন গহ্বর হইল মন্দা।

মন্দা হইতে যদি সুরু করা হয় তাহা হইলে পরবর্ত্তী ধাপ হইবে **উঠতি** : মন্দার সময়ে যে ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে চরম হতাশা সৃষ্টি হয়, উঠ্‌তির সময়ে তাহা ক্রমশঃ কাটাইয়া উঠিতে দেখা যায়। ব্যবসায়ে ক্রমশঃ আস্থা ফিরিয়া আসে, বেপারীগণ বেশী করিয়া মাল মজুদ করিবার জন্য উৎপাদনকারীদের নিকট বেশী করিয়া মালের বরাত দেয়। ইহাতে উৎপাদনকারীরা বেশী করিয়া যন্ত্রপাতি কিনিবার উদ্যোগ করে। যন্ত্রপাতির উৎপাদনকারী এবং ভোগসামগ্রীর উৎপাদনকারী, উভয়ই বেশী করিয়া কাঁচামাল ক্রয় করে এবং শ্রমিক নিয়োগ করে। ইহাতে জনসাধারণের পক্ষে বেশী করিয়া চাকুরী সংগ্রহ এবং উপার্জন করা সম্ভব হয়। আয় বেশী হইলে, ব্যয় বাড়ে। উহাতে উৎপাদনকারীদের এবং সাধারণ ভাবে ব্যবসায়ীদের লাভ বাড়ে। তাহারা আরও উৎপাদনের আয়োজন করিতে উৎসাহিত হয় ; ইহাতে আবার

কর্মসংস্থান এবং উপার্জন বাড়ে ; লোকে বেশী আয় করিয়া বেশী ব্যয় করে এবং ব্যবসায়ীদের লাভ বাড়াইয়া দেয়।

কর্মসংস্থান এবং উপার্জনের বৃদ্ধি এবং উহার দরুণ ব্যবসায়ীদের ও শিল্পমালিকদের লাভ বৃদ্ধি, উহার দরুণ পুনরায় কর্মসংস্থান ও উপার্জন বৃদ্ধি—ক্রমশঃই ইহারা ত্বরান্বিত হইতে থাকে। এইভাবে উঠতি ত্বরান্বিত হইয়া উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়। ইহাই হইল **সমৃদ্ধি**। এই সময়ে পরিপূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার সীমা আসে, দাম ক্রমশঃ বাড়ে কিন্তু লোকের হাতে যথেষ্ট পয়সা থাকায় আশাবাদিতার আবহাওয়া সৃষ্টি হয় খুব বেশী, ভোগসামগ্রীর দ্রুত উৎপাদন বাড়ে, বেকারের সংখ্যা ন্যূনতম হয় এবং চতুর্দিকে সুখ সমৃদ্ধি ছড়াইয়া পড়ে।

সমৃদ্ধি একবার সৃষ্টি হইলে আপনার ঝোঁকে আপনি উহা নিজেকে টানিয়া লইয়া চলে। কিন্তু ঐ সময়েই উহার মধ্যে ক্রমশঃ এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যাহা ভিতর হইতে সমৃদ্ধিকে ধ্বংস করিতে থাকে। উৎপাদন বাড়িতে বাড়িতে শেষ পর্য্যন্ত উৎপাদক উপাদানে (factors of production) টান পড়ে। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগানে টান পড়ে ; ইহাদের যোগান অপেক্ষাকৃত সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন ; কোনও কোনও কাঁচামালের যোগান, একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রান্ত হইবার পরে, সম্পূর্ণরূপেই সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন হইয়া পড়ে। দক্ষ শ্রমিকেরও টান পড়ে। অক্ষম অযোগ্য শ্রমিককেই বেশী পয়সা দিয়া নিয়োগ করিতে শিল্পপতিরা বাধ্য হয়। ইহাদের সংযুক্ত ফলে উৎপাদনের খরচা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। অপরদিকে উৎপাদনের ঝোঁকে ক্রমান্বয়ে বেশী উৎপাদনের দরুণ দামস্তর কমিতে থাকে। পূর্বের দাম বজায় রাখা ক্রমশঃই দুরূহ হয়। পূর্বেকার লাভের আশা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির উন্মাদনা ক্রমশঃ স্তিমিত হইতে থাকে। অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ এবং অত্যুৎসাহী কারবারীদের প্রথমে পতন ঘটে ; ইহাতে বেকারের সংখ্যা বাড়ে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে ত্রাসের সঞ্চার হয়। সকলেই তখন লোকসান পরিহারের জন্য সাবধান হইয়া যায় এবং উৎপাদন কমাইতে থাকে। ইহাতে লোকের উপার্জন কমিয়া যায় বলিয়া লোকসানের সম্ভাবনা বাস্তব রূপ ধারণ করে। ব্যবসায় জগতে সঙ্কট ঘনাইয়া আসে। প্রত্যেকে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য

এবং লোকসান পরিহারের জন্য যথাসম্ভব উৎপাদন কমাইতে ব্যগ্র হয়—ইহাতে উৎপাদনও কমে, উপার্জনও কমে। ইহা বাণিজ্য জগতের পড়তি।

পড়তির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইল মন্দা। ব্যবসাদারদের লোকসান হয়, তাহারা লোকসান এড়াইতে গিয়া আরও লোকসান খায়। লোকের আয় কমিয়া যায়, তাহারা জিনিসপত্র কিনিতে পারে না; গুদামে মাল জমিয়া উঠে, বিক্রয় হয় না। দামস্তর অতিরিক্ত কমিয়া যায় কিন্তু অধিকাংশ লোকেই বেকার হইয়া পড়ে বলিয়া সামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা লোকের থাকে না। কারবার একে একে ফেল পড়িতে থাকে, চতুর্দিকে হাহাকার উঠিতে থাকে। লোকের যেন আর দিন চলে না। ইহাই মন্দা (depression)।

কিন্তু মন্দাও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। মন্দা যতই চলিতে থাকিবে ততই উহার ভিতর হইতে মন্দা কাটাইয়া উঠিবার শক্তি সৃষ্টি হইবে। মজুদ মাল ফুরাইয়া গেলে সামগ্রীতে টান পড়িবে; উৎপাদন খুব কমিয়া যাইবার দরুণ দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিবে। ক্রমশঃই আশাবাদিতা ফুটিয়া উঠিবে এবং উঠ্তির উপাদান সৃষ্টি হইবে।

Q. 2. Discuss the theory of trade cycle that you consider proper (Degree 1964)

Ans. বাণিজ্য চক্র কেন ঘটে তাহার কারণ বিশ্লেষণে অনেক অর্থনীতিবিদ অনেক অভিমত বা তথ্য প্রদান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কীন্‌স প্রদত্ত "পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার" তত্ত্ব অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কীন্‌স এবং (তাঁহার অনুসরণে) অন্যান্য আধুনিক অর্থনীতিবিদদিগের মতে, বিনিয়োগসামগ্রীর (investment goods) পরিবর্তনের দরুণ বাণিজ্যচক্র সৃষ্টি হইয়া থাকে। দেশের মধ্যে বিনিয়োগের উপকরণ বা পুঁজিসামগ্রী কতখানি সৃষ্টি হয় তাহা নির্ভর করে পুঁজিসামগ্রীর প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার (marginal efficiency of capital) উপর। পুঁজির (অর্থাৎ পুঁজিসামগ্রীর) প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা বাড়িলে দেশের মধ্যে পুঁজিসামগ্রী বেশী করিয়া সৃষ্টি হইবে এবং অর্থনৈতিক জীবন তখন সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইবে। বিপরীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ পুঁজিসামগ্রীর প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস পাইলে, দেশের মধ্যে পুঁজি-সামগ্রীর কম করিয়া সৃষ্টি

হইবে, অর্থাৎ বিনিয়োগ হইবে কম, এবং অর্থনৈতিক জীবন তখন মন্দার দিকে ধাবিত হইবে।

এক একক (unit) পুঁজিসামগ্রী বেশী করিয়া কাজে প্রয়োগ করিলে উহার দরুণ যে নীট বাড়তি উৎপাদন পাওয়া যায় উহা হইল সংশ্লিষ্ট পুঁজি-সামগ্রীটির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা। ইহার মধ্যে "নীট" শব্দটি লক্ষণীয়। ইহার তাৎপর্য্য হইল যে পুঁজি সামগ্রীটি নির্ম্মাণের জন্য বা ক্রয়ের জন্য যে ব্যয় নির্বাহ করিতে হইয়াছে উহার উপরেও যে বাড়তি উৎপাদন বা লাভ বিনিয়োগকারী ঐ পুঁজিসামগ্রী হইতে পায় বা প্রত্যাশা করে তাহাই "প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা"। সুতরাং একদিকে পুঁজিসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় এবং অপরদিকে উহা হইতে প্রত্যাশিত আয়, এই দুইটি হিসাব করিলে পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা পাওয়া যায়; সংশ্লিষ্ট পুঁজি সামগ্রীটি সৃষ্টি করিলে, উহাতে অর্থ বিনিয়োগ করিলে, উহা কতখানি লাভজনক হইবে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

পুঁজিসামগ্রী হইতে প্রত্যাশিত আয় দুইটি বিষয়ের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত: একটি হইল সুদের হার, অপরটি হইল ব্যবসায়ীদের মনস্তত্ত্ব। সুদের হার পরিবর্তন হইলে পুঁজি সামগ্রীর উৎপাদন খরচার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আবার ব্যবসায়ীরা কতখানি আশাবাদিতার দ্বারা উৎসাহিত হইতেছে বা নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হইতেছে উহার দ্বারাও পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা স্থির হয়। কারণ, ব্যবসায়ীরা যখন প্রফুল্লচিত্তে,আশাবাদিতায় উৎসাহিত হয়, তখন পুঁজিসামগ্রীর জন্য ব্যয় একটু বেশী হইলেও, উহারা বিনিয়োগ বাড়ায়; বিনিয়োগের দ্বারা উপার্জনের স্তর বাড়ে বলিয়া এই আশাবাদিতাই তাহাদিগকে পুরস্কৃত করে। বিপরীত ক্ষেত্রে, ভবিষ্যতের লাভ সম্বন্ধে যদি তাহারা সন্দিহান হয় তাহা হইলে তাহাদের এই নৈরাশ্যই তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

মন্দার নিম্নতম স্তরে, ব্যবসা বাণিজ্যের চতুর্দিকেই নৈরাশ্য বিরাজ করে। উৎপাদনকারী বা বিনিয়োগকারীগণ পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা সম্পর্কে তখন অত্যন্ত নৈরাশ্যবাদী হয়। কিন্তু ক্রমশঃ পুঁজির উৎপাদনক্ষমতা বাড়িবার মতন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, অথবা সুদের হারের পতন ঘটে, অথবা উভয় ঘটনাই ঘটে। উৎপাদন অত্যন্ত কমিয়া যাইবার দরুণ পূর্বেকার

মজুদ মাল ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া আসে এবং উৎপাদনকারীরা অনুভব করে যে সামগ্রী উৎপাদন বাড়াইবার সময় আসিয়াছে। নূতন উৎপাদক সঙ্গতির আবিষ্কার হইতে পারে বা নূতন উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার হইতে পারে, উহাতেও নূতন বিনিয়োগ হইতে নীট লাভ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। অপরদিকে মন্দার সময়ে ব্যাঙ্ক-এর হাতে অলস টাকা পড়িয়া থাকে, এই টাকা হইতে ব্যাঙ্ক-এর কোন লাভ হয় না; বিনিয়োগের সুযোগ থাকে না বলিয়া লোকের হাতেও তরল সঙ্গতি অনিচ্ছাকৃতভাবেও জমিয়া উঠে। সুতরাং সুদের হার কমিয়া যায়। এই সকল কারণে মন্দা ক্রমশঃ কাটাইয়া উঠা হয় এবং উঠ্‌তি (revival) সৃষ্টি হয়।

বিনিয়োগ বাড়িলেই গুণক ফলাফলের দরুণ (multiplier effect) এবং দ্রুতগতিমূলক ফলাফলের (accelerator effect) দরুণ কর্মসংস্থান এবং উপার্জন অনেক বাড়িতে থাকে। ইহার অর্থ হইল, ১০ টাকার ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের জন্য হয়তো প্রথমেই বিনিয়োগ পুঁজি উৎপাদন করিতে ৫০টাকা ব্যয় প্রয়োজন হয়। আবার ৫০টাকা বিনিয়োগ বাড়িলে, উপার্জন বাড়ে হয়তো ১৫০ টাকা। সুতরাং ভোগপণ্য উৎপাদনের যত প্রয়োজন বাড়িবে এবং উহার দরুণ বিনিয়োগ বাড়িবে, ততই উপার্জন অনেক বাড়িতে থাকিবে। উপার্জন বাড়িলে ব্যয় বাড়িবে এবং পুঁজিসামগ্রীর প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িবে, সুতরাং পুনরায় বিনিয়োগ হইবে। এইভাবে ক্রমশঃ সমৃদ্ধি আসিবে এবং ব্যবসা বাণিজ্য সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছাইবে।

কিন্তু ক্রমশঃ যতই বিনিয়োগের অবকাশকে কাজে লাগানো হইতে থাকিবে, ততই নূতন পুঁজি সামগ্রীর প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইতে থাকিবে। ক্রমশঃই বিনিয়োগ সামগ্রীর উৎপাদন ঘটিতে ঘটিতে উৎপাদক উপাদানে টান পড়িবে। বিনিয়োগ সামগ্রী উৎপাদনের খরচা বাড়িবে। অপরদিকে সমৃদ্ধির সময়ে অর্থ বিনিয়োগের প্রচুর অবকাশ বাড়ে বলিয়া সুদের হারও বাড়িতে থাকে। ফলে বিনিয়োগকারীদের আশাবাদিতা কমিতে থাকে, একে একে দুই একজন করিয়া বিনিয়োগকারী বিনিয়োগে অনিচ্ছুক হয়। শেষে নৈরাশ্য দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া পড়ে, শিল্পপতিরা যথাসম্ভব বিনিয়োগ কমাইয়া দেয় এবং জনগণের উপার্জন ও কর্মসংস্থান দ্রুতগতিতে নামিয়া যায়; তখন সঙ্কট ও মন্দা আসে।

পুঁজিসামগ্রীর কার্য্যকারিতার (efficiency) দ্বারা বিনিয়োগ নির্ধারিত হয় এবং বিনিয়োগের অস্থিরতা বাণিজ্যচক্র সৃষ্টি করে।

Q. 8. Discuss the different theories of trade cycle. Which of them do you prefer ?

Ans. বাণিজ্যচক্রের কারণ নির্ণয় করিয়া বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ নানারূপ মত বা তত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন। এইগুলি হইল—আবহাওয়া সংক্রান্ত তত্ত্ব, ভোগস্বল্পতার তত্ত্ব, অতিবিনিয়োগ তত্ত্ব, মুদ্রাগত তত্ত্ব এবং পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব।

(১) **আবহাওয়া সংক্রান্ত তত্ত্ব** (Climatic theory)-হার্শেল এবং জেভন্স এই মতবাদের প্রচারক। ইঁহাদের মতে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের শেষে, সাধারণতঃ দশ বৎসর অন্তর, সূর্য্যের মধ্যে কলঙ্ক-রেখা দেখা যায়। ঐ সময়ে সূর্য্য হইতে উত্তাপ বিকীরণ হয় কম এবং তাহার দরুণ কৃষিকার্য্যে ফসল উৎপাদন কম হইয়া কৃষকদের হাতে অর্থাভাব সৃষ্টি হয়। ইহাতে শিল্পজাত দ্রব্যেরও কাটতি কমে। বিনিয়োগের পতন হয়, বেকার সমস্যা উগ্র হয় এবং সর্বসাধারণের উপার্জন পড়িয়া যায়। ঐ প্রাকৃতিক কারণ দূরীভূত হইলে মন্দা কাটিয়া যায় এবং ব্যবসা বাণিজ্য সমৃদ্ধির দিকে চলিতে থাকে। এই মতবাদ কিন্তু বর্তমানে খুব বেশী অর্থনীতিবিদ গ্রহণ করেন না। কারণ সমৃদ্ধির সময়ে বিনিযোগ সামগ্রীর উৎপাদন কেন দ্রুতগতিতে বাড়ে এবং বিনিয়োগের সহিত বাণিজ্য চক্রের কি সম্পর্ক তাহা এই মতবাদ ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

(২) **ভোগস্বল্পতার তত্ত্ব** (Theory of under consumption or over-saving)—হবসন এই তত্ত্বের প্রচারক। তাঁহার মতে, মধ্যে মধ্যেই সঞ্চয়ের আধিক্য ঘটে, এবং উহার দরুণ লোকে জিনিষপত্র কম করিয়া কিনে। সঞ্চয়ের এই আধিক্য ঘটে সমাজে ধনসম্পদ বণ্টনে অসাম্যের দরুণ। যাহারা ধনী তাহারা খাইয়া পরিয়া অর্থব্যয় করিয়া উঠিতে পারে না, অপরদিকে যাহারা দরিদ্র তাহারা খাইবার পরিবার মত অর্থ ব্যয় করিতে পারে না। ধনী ইচ্ছা না করিলেও তাহার ঘরে টাকা জমিয়া উঠে, এই টাকা বিনিয়োগ করিলে উৎপাদন বাড়ে ; কিন্তু দরিদ্ররা ইচ্ছা করিলেও প্রয়োজনীয় বস্তু কিনিতে পারে না, সুতরাং উৎপাদিত বস্তু বিক্রয় হয় না। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মন্দা।

এই তত্ত্বের ত্রুটি সহজেই ধরা পড়ে। ধনীর সঞ্চয় যে বিনিয়োগ হইবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, আবার অলস সঞ্চয় যে পড়িয়া থাকে তাহারও স্থিরতা নাই, উহা বিলাসদ্রব্যেও ব্যয়িত হয় এবং বিলাস দ্রব্যে অর্থব্যয় করিলেও উহাতে পুঁজিসামগ্রীর ও শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে। অধিকন্তু এই তত্ত্ব যদি সত্যও হয় তাহা হইলে উহা "মন্দা"-কে ব্যাখ্যা করে, কিসে সমৃদ্ধি আসে তাহা, অর্থাৎ পরিপূর্ণ বাণিজ্য চক্রকে, ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

(৩) অতিবিনিয়োগ বা অত্যুৎপাদনের তত্ত্ব: (Over investment or over-production theory)—কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ অভিমত দিয়াছেন যে অতিরিক্ত বিনিয়োগের দরুণ যে মধ্যে মধ্যে অতিরিক্ত উৎপাদন হইয়া যায় উহার দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দা সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ মুদ্রার দিক হইতে অতিবিনিয়োগ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেহ বা নিছক বস্তু উৎপাদনের দিক হইতে উহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা **স্পিটোফ এবং ক্যাসেল**। মুদ্রাগত ব্যাখ্যা যাঁহারা দেন তাঁহারা বলেন যে টাকার বাজারে একটি স্বাভাবিক সুদের হার থাকে (natural rate of interest)—যে হারে সঞ্চয়ের চাহিদা এবং যোগান সমান হয়। ব্যাঙ্ক সমূহ যদি বাজার হার (market rate of interest) স্বাভাবিক হার অপেক্ষা কম ধার্য করে তাহা হইলে ঋণের চাহিদা বাড়িবে এবং ব্যাঙ্কঋণ সৃষ্টির দ্বারা ঐ চাহিদা মিটানো হইবে। ইহাতে বাণিজ্য জগতে সম্প্রসারণ ঘটিবে। শুধু তাহাই নহে, মুদ্রাগত পরিস্থিতির উপর অর্থনৈতিক সম্পত্তির বন্টন নির্ভর করে। ঋণের সম্প্রসারণ ঘটিলে, উৎপাদনক্ষম সম্পত্তি ভোগসামগ্রীর উৎপাদন হইতে বেশী করিয়া পুঁজিসামগ্রীর উৎপাদনে চলিয়া যায়।

অধ্যাপক স্পিটোফ ও ক্যাসেল ব্যাণিজ্য চক্র বলিতে পুঁজিসামগ্রীর উৎপাদনে পরিবর্তন বুঝাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন, নূতন নূতন বাজারের উদ্ভব প্রভৃতি বিষয়ের দ্বারা বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং উহার দ্বারা অতিরিক্ত উৎপাদন ঘটে।

এই তত্ত্বের সমালোচনায় বলা যায় যে বিনিয়োগ যখন খুব বাড়িয়া যায় তখন লোকের আয়ও বাড়িয়া যায়। লোকের যদি আয় থাকে এবং অভাব

থাকে, (অভাব থাকিবেই) তাহা হইলে সাধারণ ভাবে সামগ্রী অবিক্রীত থাকিতে পারে না, কোনও কোনও বিশেষ ধরণের সামগ্রী অবিক্রীত থাকিতে পারে। ঐ বিশেষ শিল্পের মন্দা সমগ্র শিল্প বাণিজ্য জগতে ছড়াইয়া পড়িবে কি না তাহা বহু অনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে। তাহা ছাড়া, এই মতবাদ সমৃদ্ধি কি ভাবে আসে এবং বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন স্তরগুলি (phases) কিভাবে সৃষ্টি হয় তাহা ব্যখ্যা করিতে পারে না।

[Q. Discuss the monetary theory of trade cycle

৪। মুদ্রা তত্ত্ব (Monetary theory)—হট্রে (Hawtrey` বাণিজ্য-চক্রকে একটি মুদ্রাগত ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বাট্টার হার (rate of discount) পরিবর্তনের দ্বারা মুদ্রার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটানো হয়। বেপারীগণ ঋণ করিয়া মাল মজুদ করে। সুদের হার কমিলে তাহারা বেশী করিয়া পণ্যের বরাত (order) দেয়। উহাতে উৎপাদনকারীরা বেশী করিয়া উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। উহাতে জনসমষ্টির উপার্জন বাড়ে, দামস্তর বাড়ে। কিন্তু উপার্জন ও দামস্তরের এই বৃদ্ধি ক্রমাগত চলিতে থাকিলে সুদের হারের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। তখন বেপারীগণ মালের অর্ডার দিবে কম, উৎপাদনকারীরা উৎপাদন করিবে কম, উপার্জনকারীরা উপার্জন করিবে কম এবং দামস্তর কমিতে থাকিবে।

এই তত্ত্বের ত্রুটি হইল : প্রথমতঃ. সুদের হার কেন অবশ্যম্ভাবী রূপে কমিবে বাড়িবে তাহা ব্যাখ্যা করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, সুদের হার বাড়াইয়া বিনিয়োগ সংযত করা যায় (কিন্তু তৎক্ষণাৎ নহে), কিন্তু বাণিজ্যে চরম মন্দা উপস্থিত হইলে সুদের হার কমাইলেই, উৎপাদনকারীরা উৎপাদন বাড়াইতে ছুটিয়া যায় না।

(৫) কীনসের তত্ত্ব (Keynesian theory) [Which theory do you prefer and why ? উপরে ২নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।]

Q. 4. Discuss the different methods that have been suggested for combating trade cycle.

Ans. বাণিজ্য চক্রের উঠ্তি পড়তিতে দেশের মধ্যে কখনও উৎপাদন, মুনাফা, ও সাধারণ উপার্জনের স্তর খুব বাড়িয়া যায়, কখনও বা উহারা এতই

কমিয়া যায় যে জনসাধারণের পক্ষে জীবন যাত্রা নির্বাহ করা দুরূহ হইয়া উঠে। অর্থনীতিবিদগণ সেই কারণে বাণিজ্য-চক্রের আতিশয্যের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ; কখনও ভূপতি ও কখনও ভিখারী না হইয়া কি করিয়া মাঝামাঝি স্বচ্ছল জীবন যাত্রা নির্বাহ করা যায় তাহার উপায় সন্ধানের জন্য তাঁহারা আগ্রহশীল। সেই কারণে তাঁহারা বাণিজ্যচক্রের চরম পরিস্থিতি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারা যায় সে সম্পর্কে বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করিয়াছেন।

মুদ্রাগত পদ্ধতি—একধরণের পদ্ধতিকে বলা হয় মুদ্রাগত পদ্ধতি (monetary policy)। যাঁহারা বাণিজ্যচক্রের মুদ্রাগত কারণের উপর জোর দেন অর্থাৎ যাঁহাদের অভিমতে মুদ্রা সংক্রান্ত ঘটনার দরুণই বাণিজ্য-চক্র সৃষ্টি হয়, তাঁহারা প্রস্তাব করেন যে বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণের জন্য মুদ্রা-সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক বেশী করিয়া ঋণ দিলে মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে এবং বিনিয়োগ ও দামস্তর বাড়িতে থাকে ; ব্যাঙ্ক কম করিয়া ঋণ দিলে মুদ্রার পরিমাণ কমে, তখন বিনিয়োগ ও দামস্তর কমিতে বাধ্য হয়। ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণের হ্রাস করণ ও বৃদ্ধি সাধন সুদের হারের বৃদ্ধি বা হ্রাসের দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু দেশের সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি সুদের হার কমাইয়া বেশী ধার দিবে কিনা, অথবা সুদের হার বাড়াইয়া ধার দেওয়া কমাইয়া দিবে কি না তাহা নির্ভর করে তাহাদের হাতে নগদ রিজার্ভ এর পরিমাণের উপর। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির উপর সুদের হার কমাইবার উৎসাহ বা বাড়াইবার জন্য চাপ দেয় এবংউহার সহিতই সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির হাতে যে নগদ রিজার্ভ থাকে তাহা প্রয়োজন মত বাড়াইবার বা কমাইবার ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের ঋণ দেওয়া বাড়াইতে উৎসাহিত হইবে বা কমাইতে বাধ্য হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক "ব্যাঙ্ক রেট" পরিবর্তন করিলে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সুদের হার পরিবর্তন করিবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক "খোলাবাজার কারবারে" (open market operations) নামিলে ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ রিজার্ভে পরিবর্তন ঘটিবে। সুতরাং বাণিজ্যচক্রের আবর্তনে দেশ যখন দ্রুতগতিতে সমৃদ্ধির দিকে যায় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত হইবে ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধি করিয়া এবং সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া চরম অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্বেই অসংযতভাবে বিনিয়োগ

বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা। আবার মন্দার চরম অবস্থা আসিবার পূর্বেই যাহাতে বিনিয়োগকারীরা নৈরাশ্য কাটাইয়া উঠিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত ব্যাঙ্করেট কমাইয়া দেওয়া এবং সিকিউরিটি ক্রয় করিয়া সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ রিজার্ভ বাড়াইয়া দেওয়া।

বাণিজ্যচক্রের উগ্রতা প্রশমনের জন্য এই মুদ্রানীতির প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রেই কিন্তু সফল হইবে এরূপ নিশ্চয়তা নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য যখন সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয় তখন শিল্পপতিদের হাতে নিজস্ব মূলধন জমিয়া উঠে, জনসাধারণের হাতে অর্থাগম হয় বলিয়া তাহারাও শেয়ার সিকিউরিটি কিনিয়া শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের জন্য ঝুঁকিয়া পড়ে। দেশের শিল্পবাণিজ্য তখন ব্যাঙ্কের ঋণের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল থাকে না। ব্যাঙ্ক-মুদ্রা হ্রাসের দ্বারা ঈপ্সিত ফল পাইতে অনেক বাধা সৃষ্টি হয়। আবার চরম মন্দার সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে যখন ত্রাসের সৃষ্টি হয় তখন ব্যাঙ্কগুলি কম সুদে বেশী টাকা ধার দিতে আগ্রহশীল হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগের স্পৃহা ফিরিয়া আসিবে, এরূপ না হইতে পারে। কিন্তু মুদ্রা নীতির প্রয়োগ যে একেবারে বিফল হইতে বাধ্য, তাহা মনে করা ভুল। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সুনির্দিষ্টভাবে এবং বেশ কিছু কাল একটি মুদ্রানীতি অনুসরণ করিতে থাকে তাহা হইলে উহা একদিন না একদিন ফলপ্রসূ হইবেই। তবে কত দ্রুত উহা ফলপ্রসূ হইবে তাহা নির্ভর করে মুদ্রানীতির সহিত অন্যান্য নীতির প্রয়োগের উপর।

এই অন্যান্য নীতির মধ্যে একটি হইল সরকারী নির্মাণ কার্যের নীতি এবং আর একটি হইল সরকারী আয় ব্যয় সংক্রান্ত নীতি।

সরকারী নির্মাণ কার্যের নীতি (Public Works Policy): সরকার তাঁহাদের নিয়মিত কর্তব্যের অঙ্গরূপেই প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া নানাবিধ সামাজিক সম্পদের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। দেশের সাধারণ উন্নতি ও জনকল্যাণের স্বার্থেই ইহা করা হইয়া থাকে; যথা, পথ নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, সেচকার্য নির্মাণ, বিদ্যালয় ভবন ও হাসপাতাল নির্মাণ, রেলপথ নির্মাণ ইত্যাদি। এই সকল নির্মাণকার্য কখন আরম্ভ করা হইবে তাহা সরকার যদি বাণিজ্যচক্রের গতি ও প্রবণতা অনুযায়ী নির্ধারণ করেন, তাহা হইলে একদিকে মন্দা ও অপরদিকে সমৃদ্ধির উগ্রতা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাণিজ্যচক্রের স্বাভাবিক আবর্তনে যখন খুব মন্দা আসে তখন চতুর্দিকে

বেকারের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতে থাকে এবং লোকে অত্যন্ত আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়ে। অর্থের একান্ত অভাবে শত অভাবের কোন অভাবই ভালভাবে মিটাইতে পারে না। অপরদিকে দেশের উৎপাদনক্ষম সম্পত্তি ও সংগঠনী প্রতিভা অকার্যকর হইয়া পড়িয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় সরকারের কর্তব্য হইবে প্রকল্পিত নির্মাণ কার্যগুলি শুরু করা ; ইহাতে শ্রমিকের এবং অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের চাহিদা বাড়িবে। বেপারীরা সরকারকে মাল যোগান দিবে এবং শ্রমিকরূপে জনসাধারণ চাকুরী পাইয়া বাঁচিবে। ইহাদের হাতে অর্থাগম হইলে ইহারা ভোগসামগ্রী দাবী করিবে, তখন জিনিসপত্রের কাটতি বাড়িবে এবং বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ বাড়াইতে উৎসাহী হইবে। আবার বাজারে যখন খুব তেজীভাব আসিবে এবং বেসরকারী বিনিয়োগ নিজের ঝোঁকেই দ্রুতগতিতে বাড়িবে, তখন সরকারের কর্তব্য হইবে ঐ বিনিয়োগে আর ইন্ধন না জোগানো। সরকার তখন নিজেদের নির্মাণকার্য স্থগিত রাখিবেন।

এই নীতি যে বাস্তব প্রয়োগে কতিপয় অসুবিধা আছে তাহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, সরকার তাঁহাদের নির্মাণকার্য ঠিক কখন শুরু করিবেন এবং কখন থামাইবেন সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। যথোচিত সময় আসিয়াছে, ইহা বুঝিতে ভুল হইলে বিপরীত বিপত্তি হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কতিপয় নির্মাণ কার্য আছে যাহা ইচ্ছামত শুরু করা যায় না, (যথা বর্ষাকালে রাস্তা নির্মাণ করা বা পুকুর কাটা যায় না) আবার হঠাৎ থামাইয়া দেওয়া যায় না (যথা একটি ব্রীজ অর্ধেক নির্মাণ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় না।) তবে এই অসুবিধা সত্ত্বেও সরকারী নির্মাণকার্যের কর্মসূচী ঠিকমত প্রয়োগ করিলে বাণিজ্যচক্রের উগ্রতা অনেক প্রশমিত করা যায়।

রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি (Fiscal Policy)

State the different ways in which fiscal policy may be used to control cyclical fluctuations

To what extent is it possible to control cyclical fluctuations by means of a flexible public works policy.

রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি বলিতে বুঝায় সরকারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে এরূপ

পরিবর্তন সাধন যাহাতে বাণিজ্যচক্রের স্বাভাবিক গতির বিপরীতধর্মী শক্তি সৃষ্টি হয়। সরকার বাজেটে এরূপ অদল বদল করিতে পারেন যাহাতে মন্দার সময়ে জিনিষপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং লোকে বেশী করিয়া চাকুরী পাইতে পারে, এবং সমৃদ্ধির সময়ে যাহাতে বিনিয়োগকারীরা অযথা বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া উৎপাদনের তুলনায় লোকের হাতে অর্থাগম বেশী ঘটাইয়া না দেয়।

একটি মন্দার পরে মোট ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিলে তবেই উঠতি (recovery) শুরু হইতে পারে—হয় ভোগের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া অথবা বিনিয়োগের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া অথবা সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া। মজুদ মাল ফুরাইয়া গেলে বা যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িলে বা ভোগের ইচ্ছা বাড়িলে, ব্যয় বৃদ্ধি আপনা-আপনিই ঘটে। সুদের হার কমাইবার মুদ্রানীতি গ্রহণ করিলে এই ব্যয় বৃদ্ধিতে আরও উৎসাহ দেওয়া হয়। কিন্তু দারুণ মন্দার (severe depression) সময়ে ইহাতে ঠিক কাজ হয় না। আপনা-আপনি উঠ্তি ঘটাইয়া দিতে পারে এরূপ উপাদান অনেক ধীরে ধীরে কার্যকরী হয়। সুতরাং মন্দা যখন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন সরকার রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি প্রয়োগ করেন। এই নীতি দুইদিক হইতে কার্যকরী করা হয়। প্রথমতঃ জনসাধারণের উপর এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উপর করভার হ্রাস করিয়া, দ্বিতীয়তঃ, সরকার কর্তৃক বেশী পরিমাণে ব্যয় নির্বাহ করিয়া।

করভার হ্রাস

মন্দার সময়ে সরকার যদি করের হার হ্রাস করিয়া দেন তাহা হইলে লোকের হাতে টাকা বাঁচিয়া যাইবে এবং বাঁচিয়া যাওয়া টাকা তাহারা খরচ করিবে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর করভার হ্রাস করিলে তাহাদের হাতে বিনিয়োগ করিবার মতন বেশী টাকা থাকিয়া যাইবে; ইহাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বেশী খরচা হইবে। করের হার হ্রাস করিয়া দিয়া ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া নানাদিক হইতেই সুবিধাজনক। প্রথমতঃ, কর কমাইয়া দিলেই সরকার সন্তুষ্ট এবং নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে; উহার জন্য সরকারকে সক্রিয়ভাবে কোনও নূতন কাজে নামিতে হয় না। উহাতে নূতন করিয়া

কোনও সরকারী উদ্যোগ বা শিল্প সৃষ্টি হয় না, সুতরাং বে-সরকারী ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে নূতন কোন সরকারী ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, সরকার এই পন্থা অবলম্বন করিলে কাহাকেও দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিয়া অর্থসাহায্য করিতেছে না। সুতরাং কেহ সরকারের নিকট হইতে অর্থসাহায্য লইয়া নিজেকে ছোট করে না। নাগরিকের আত্মসম্মান বজায় থাকে। তৃতীয়তঃ, করভার কমাইয়া দিয়া জনগণকে পরিত্রাণ দিবার জন্য সরকারকে কোন বাড়তি ব্যয় করিতে হয় না। চতুর্থতঃ, করভার হ্রাসের যে ফলাফল (অর্থাৎ লোকের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিয়া যাওয়া এবং উহা ব্যয় করা) তাহা খুব দ্রুত ঘটে। পঞ্চমতঃ, এই নূতন ব্যয়ের চাপে, জনগণ ঠিক যে ধরণের সামগ্রী ভোগ করিতে ইচ্ছা করে ঠিক সেই ধরণের সামগ্রীই উৎপাদিত হয়। তবে করভার হ্রাস পদ্ধতির অসুবিধাও আছে—বিশেষ করিয়া ইহাতে যাহারা পূর্বেই উপার্জন করিতেছে তাহাদের ক্রয়শক্তি বাড়ানো হয়; যাহারা উপার্জনের সুযোগ পায় নাই তাহাদের তৎক্ষণাৎ কোন উপকার হয় না। তাহা ছাড়া, উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের করভার কমিলে উহার বেশ কিছুটা সঞ্চয়ে চলিয়া যাইতে পারে, উহাতে করভার হ্রাসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে না, ইহা নিশ্চিত।

সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি

সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির দ্বারা জনসাধারণের হাতে সরকারী অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটানো যায়। নানা পদ্ধতিতে এবং নানা উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করানো যায় এবং বাস্তবে করানো হইয়া থাকে। নিছক সরকারী দাক্ষিণ্য স্বরূপ উহা জনগণের একশ্রেণীর হাতে অর্পণ করা যায়। ইহাতে সরকার কোন বস্তু ক্রয় করেন না, শুধু ব্যয় করিবার জন্য লোকের হাতে অর্থের যোগান দেন। অপর দিকে সরকার বড় বড় সরকারী সম্পত্তি নির্মাণের জন্য, যথা নদী উপত্যকা পরিকল্পনা, বা বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, ব্যয় করিতে পারেন। সরকার যদি সরাসরি ত্রাণমূলক সাহায্য প্রদান করেন তাহা হইলে ফলাফল ঘটে খুব দ্রুত। নির্মাণ কার্যের ফলাফল পাইতে অনেক বিলম্ব হয়। অধিকন্তু সরাসরি ত্রাণকার্যের দ্বারা কোন্ নির্মাণ কার্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত (বেসরকারী

শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে না, অথচ সমাজের উপকারে আসিবে) তাহা বাছাই করিবার দায়িত্ব পরিহার করা যাইবে। তাহা ছাড়া সরাসরি ত্রাণ দেওয়া হয় দরিদ্রতমকে; দরিদ্রতমরাই "ক্ষুধিততম", অর্থ পাইলেই তাহারা ব্যয় করিবে; কিন্তু নির্মাণ কার্যের ব্যয় প্রথমে অধিকতর ভাগ্যবান-দের হাতে যায়, যথা ঠিকাদার, এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি, ইহার মোটা অংশ সেই কারণে সঞ্চিত হইয়া যাইতে পারে। তবে ত্রাণ কার্যের দ্বারা দাক্ষিণ্য সৃষ্টি হয়, উহাতে একটি অনুকম্পার ভাব থাকে। জনগণের একটি বৃহৎ অংশ কিন্তু দীর্ঘকাল অনুকম্পার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। নির্মাণ কার্যের জন্য ব্যয় করিলে এই অনুকম্পার ভাব, সুতরাং মানুষের আত্মঅভি-মানে আঘাত এড়ানো যায়; আবার কিছু বস্তু-পুঁজিও সৃষ্টি হয়। বেকার উৎপাদক উপাদানকে কাজে লাগাইয়া দেশের শ্রম-শক্তির অপচয় নিরোধ করা যায়।

রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি কার্যকরী করিতে গেলে সরকারকে উহার জন্য বাড়তি অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। এই বাড়তি অর্থ সরকারী ঋণ সৃষ্টি করিয়া সংগ্রহ করা যায় অথবা নূতন মুদ্রা সৃষ্টি করিয়াও সংগ্রহ করা যায়।

Q 5. What are the "built in stabilizers" operating automatically in a modern economy? What the are limitations of such stabilizers?

Ans. উচ্চস্তরে কর্মসংস্থান বজায় রখিবার জন্য সরকার কর ধার্য এবং অর্থব্যয়ে তারতম্য ঘটাইয়া থাকেন। বাণিজ্য চক্রের উত্থান পতন নিরোধ করিয়া স্থিতিশীলতা বজায় রাখিবার জন্য (অবশ্য উচ্চ কর্মসংস্থানের স্তরে) রাজস্ব নীতির তারতম্য করা হইয়া থাকে। ইহার জন্য অর্থনৈতিক জীবনের প্রবণতার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হয়, ভবিষ্যতের প্রবণতাকে যথাসম্ভব সঠিক অনুমান করিয়া লইতে হয়, এবং ঠিক যথোচিত সময়ে প্রয়োজনীয় যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামো যে সম্পূর্ণরূপেই রাজস্বনীতির সামঞ্জস্য বিধানের উপরেই নির্ভর করে, পরিবর্তিত অবস্থার সংশোধনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের নিজস্ব কোনই ক্ষমতা নাই, এরূপ মনে করাও ভুল হইবে। আধুনিক যুগে সকল প্রগতিশীল দেশেরই রাজস্ব কাঠামোতে আপনা-আপনিই স্থিতিশীলতা আনিয়া দেয় এরূপ কতিপয় বিষয়-

ক্রিয়া করিতে থাকে: এইগুলি অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে গড়িয়া উঠা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, যাহা পরিবর্তিত অবস্থাকে সংশোধন করিয়া অর্থনৈতিক জীবনে স্থিতিশীলতা ফিরাইয়া আনে। এই উপাদান বা ব্যবস্থাগুলিকে স্যামুয়েলসন built in stabilizers আখ্যা দিয়াছেন। এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ স্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী উপাদানগুলি হইল নিম্নরূপ:

(১) **করলব্ধ রাজস্বের আপন-আপনি পরিবর্তন:** ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়-এর উপর সকল দেশেই ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর আরোপিত আছে। সুতরাং যখনই ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে পড়তি সৃষ্টি হয়, লোকের উপার্জন কমে, ব্যবসায়ের লাভ কমে, তখনই কর-এর হার কোনরূপ পরিবর্তন না করিলেও করসংগ্রহ আপনা-আপনিই কমিয়া যায়। আবার ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে যদি লাভ বাড়ে, উপার্জন বাড়িতে থাকে, মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে উহার যে বিপরীত অর্থাৎ সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তাহা আপনি আসিয়া যায়—করের হার না বাড়াইয়াও কর-সংগ্রহ বাড়ে। পড়তির সময়ে যে কর কমাইয়া দিতে হয় এবং উঠতির সময়ে যে কর বেশী করিয়া আদায় করিতে হয় (বাণিজ্যচক্র বিরোধী ব্যবস্থা রূপে)—ইহা কিছুটা আপনা-আপনি হইয়া যায়।

(২) **বেকারভাতা প্রদান ও অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যয়:** প্রায় সকল প্রগতিশীল দেশেই বেকারভাতা এবং অন্যান্য সাহায্যমূলক অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা বলবৎ আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য জগতে মন্দা সুরু হইলে বেকার ও আর্তের সংখ্যা বাড়ে; সুতরাং সরকারকে এমনিতেই বেকারভাতা ও অন্যান্য অর্থ সাহায্য বাড়াইতে হয়—নিয়মিত ব্যবস্থারূপেই, রাজস্বনীতির প্রয়োগরূপে নহে। সমৃদ্ধি সুরু হইলে এই বাবদ খরচা আপনি কমিয়া যায়।

(৩) **চাষী-সাহায্যের কর্মসূচী:** কৃষি সামগ্রীর দামের তারতম্য ঘটিলে চাষীকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা অনেক দেশেই আছে। লোকের অর্থব্যয় কমিবার দরুণ যখন কৃষি ফসলের দাম কমে, সরকার তখন নির্দিষ্ট মূল্যে উদ্বৃত্ত কিনিয়া লন, চাষী আর্থিক সাহায্য পায়। যখন কৃষি সামগ্রীর দাম বাড়িতে থাকে, সরকার তখন গুদাম খালি করেন, বাজারে মাল ছাড়িয়া টাকা টানিয়া লন।

(৪) **যৌথ সঞ্চয় ও পারিবারিক সঞ্চয়ঃ** সরকারী ব্যবস্থার বাহিরেও স্থিতিশীলতা বিধায়ী উপাদান সৃষ্টি হইয়াছে। যৌথপুঁজি কারবারের সঞ্চয় এইরূপ উপাদানরূপে কার্য করে। সমৃদ্ধির সময়ে সমস্ত লাভ ডিভিডেণ্ডরূপে বণ্টন করিয়া না দিয়া কিছুটা সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। মন্দার সময়ে এই পূর্বেকার সঞ্চয় হইতে অর্থ টানিয়া ডিভিডেণ্ড্ অপরিবর্তিতই রাখা হয়। পরিবারগুলিও তাহাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিতে চেষ্টা করে; আয় বাড়িলেই যদি তাহারা সঞ্চয় বাড়ায়, খরচা বাড়াইয়া জীবন যাত্রার মান উন্নীত করিবার চেষ্টা না করে, উহাও স্থিতিশীলতার উপাদান।

এই স্বয়ংক্রিয় স্থিতিশীলতা-বিধায়ী উপাদানগুলির কার্যক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা আছে তাহাও উপলব্ধি করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, এইগুলি পরিপূর্ণ স্থিতিশীলতা আনিয়া দিবে এই বলিয়া ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না। মন্দা ও সমৃদ্ধির মধ্যে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়,তাহা এই বিষয়গুলি কিছুটা প্রশমিত করিলেও সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ইচ্ছাপূর্বক যে রাজস্বনীতি নির্দ্ধারণ ও প্রয়োগ করা হয় তাহার মধ্যে যে নমনীয়তা থাকে, পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার যে ক্ষমতা থাকে, তাহা এই স্বয়ংক্রিয় উপাদানগুলির মধ্যে থাকে না।

Q 6. Describe the factors that determine the level of employment in a country. (Degree 1963).

Ans. যে সকল ক্ষেত্রে কাজকর্ম করিয়া মানুষ উপার্জ্জনের সুযোগ পায় সেই সকল ক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত তাহার উপরেই দেশের মধ্যে কর্মসংস্থানের স্তর নির্ভর করে বলিয়াই আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয়। কতগুলি, কত বিভিন্ন প্রকারের এবং কিরূপ আয়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, দেশের মধ্যে কতখানি জমি চাষ করা হইতেছে, কত বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসা বাণিজ্য দেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে—এই সকল বিষয় কর্মসংস্থানের স্তর নির্দ্ধারণ করে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য এবং সম্পদ উৎপাদনকারী অন্যান্য প্রয়াস লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ দিলেও, উহারা আসলে কর্মসংস্থানের (employment) স্রষ্টা নহে। উহারা যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে

তাহাদিগকেই আসলে কর্মসংস্থানের নির্দ্ধারকরূপে গণ্য করিতে পারা যায়। এই বিষয়গুলি হইল প্রধানতঃ দুইটি: ভোগকার্য্য (consumption) এবং বিনিয়োগ (investment)।

জিনিসপত্রের চাহিদা না থাকিলে জিনিষপত্র বিক্রয় হইতে পারে না। যথেষ্ট চাহিদা থাকিলে তবে উহা বিক্রয় হইবে। বিক্রয় হইলে বা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তবেই উহার উৎপাদন হইবে। ইহা যেমন বিচ্ছিন্নভাবে একটি দুইটি নির্দিষ্ট সামগ্রীর সম্পর্কে বলা যায়, সেইরূপ সামগ্রিকভাবে সকল প্রকার সামগ্রীর ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। দেশের লোকে যদি জিনিসপত্র চাহিদা করে খুব বেশী এবং ঐ চাহিদা মিটাইবার জন্য অর্থব্যয় করিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে উৎপাদনকারীরা নিজের নিজের পণ্য আরও বেশী করিয়া উৎপাদনের আয়োজন করিবে। জনসাধারণের পক্ষ হইতে জিনিষপত্রের চাহিদা যদি আরও বাড়ে তাহা হইলে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপিত হইবে। পুরাতন শিল্পের সম্প্রসারণের দরুণ এবং নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবার দরুণ, মালিকশ্রেণী বেশী করিয়া উৎপাদক উপাদন নিয়োগ করিবে। ইহাতে লোকে চাকুরী পাইবে বেশী, বেকারের সংখ্যা কমিবে। সুতরাং লোকের ফলপ্রদ চাহিদার উপর, অর্থাৎ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য অর্থব্যয়ের উপর দেশের কর্মসংস্থান নির্ভর করে।

কিন্তু লোকে অর্থব্যয় করে কিসের উপর, তাহাই প্রধানতঃ বিবেচ্য। লোকের অভাব অনেক, অর্থের অভাবেই এই সকল অভাব মিটে না। অর্থাগম হইলে লোকে অনন্ত অভাবের চাপে অর্থব্যয় করে এবং অভাব মোচনের চেষ্টা করে। কিন্তু লোকে অর্থব্যয় করে কিসের উপর? উত্তর হইল প্রথমতঃ ভোগকার্যের উপর, দ্বিতীয়তঃ বিনিয়োগের উপর। লোকে যখন সরাসরি ভোগের জন্য সাধারণ ব্যবহার্য সামগ্রী বা আরামের বা বিলাসের সামগ্রী ক্রয় করে তখন ভোগ্যপণ্যের উপরেই তাহারা ব্যয় করিতেছে বলা হয় এবং তাহাদের ঐ কার্যকে বলা হয় ভোগকার্য (consumption)। সর্বসাধারণে যেমন ভোগকার্যে ব্যয় করে, তেমনি তাহাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক আছে যাহারা ভোগকার্য ছাড়া আরও এক পর্যায়ের কার্যে ব্যয় করে; তাহা হইল বিনিয়োগকার্য (investment)। উৎপাদক বস্তু সৃষ্টির জন্য যে অর্থব্যয় করা হয় সংক্ষেপে তাহাকেই

বিনিয়োগ বলা যাইতে পারে। বিনিয়োগ সাধারণ ব্যক্তিও করিতে পারে, সরকারও করিতে পারে। উভয়ক্ষেত্রেই শ্রমিক সমেত বাড়তি উৎপাদক-উপাদানের চাহিদা বাড়ে, কর্মসংস্থান বাড়ে। আবার ইহার দরুণই লোকের হাতে বাড়তি অর্থাগম হওয়ায়, ঐ বাড়তি ক্রয়শক্তি ব্যয় করিলে ভোগকার্য বাড়ে। উভয় প্রকার ব্যয় তখন "কার্যকরী চাহিদাকে" (effective demand) বাড়াইয়া দিয়া নানাপ্রকার সামগ্রীর কাটতি বাড়ায় এবং নিয়োগ বাড়ায়।

দেশের মধ্যে মোট যত অর্থব্যয় করা হয় তাহার মধ্যে নিঃসন্দেহে ভোগকার্যের জন্য অর্থব্যয় সর্বাপেক্ষা বেশী। ভোগকার্যের জন্য লোকে কত অর্থব্যয় করিবে তাহা নির্ভর করে, কীন্‌স্ যাহাকে propensity to consume বলিয়াছেন—অর্থাৎ ভোগের স্পৃহা—তাহার উপর। একজন ব্যক্তির উপার্জন বাড়িলে, এই বাড়তি উপার্জনের যতখানি অংশ সে ভোগকার্যে ব্যয় করে—অর্থাৎ ভোগ এবং উপার্জনের মধ্যে যে অনুপাত—তাহাকেই ভোগস্পৃহা বলা হয়। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে এই ভোগস্পৃহা নির্ভর করে **প্রথমতঃ,** সমাজের ধনসম্পদ বণ্টনের ধাঁচের উপর। ইহার কারণ অপেক্ষাকৃত দরিদ্রশ্রেণীর ভোগের স্পৃহা বেশী ; একজন দরিদ্র লোকের ১০ টাকা আয় বাড়িলে সে হয়তো ৯ টাকাই খরচা করিয়া দিবে কিন্তু একজন ধনীর ১০০০ টাকা আয় বাড়িলে সে সাধারণ ভোগকার্যের জন্য হয়তো ১০০ টাকা ব্যয় বাড়াইবে, অবশিষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিবে। সুতরাং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যত ধনসম্পদের সুসম বণ্টন হয় ততই ভোগস্পৃহা বাড়ে। **দ্বিতীয়তঃ,** ভোগস্পৃহা নির্ভর করে মিতব্যয়িতার দিকে ঝোঁকের উপর। **তৃতীয়তঃ,** দামের পরিবর্তন প্রবণতা বা দামস্তর পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনার উপরেও ভোগস্পৃহা নির্ভর করে। **চতুর্থতঃ,** কর-ব্যবস্থার উপরেও ভোগস্পৃহা নির্ভরশীল। উচ্চহারে কর আরোপ করিলে ব্যয়যোগ্য আয় কমিয়া যায় ; আবার কয়েক প্রকারের কর আছে যাহা দরিদ্রের ক্রয়যোগ্য সামগ্রীর উপর চাপিয়া উহার দাম বাড়াইয়া দেয় (যথা বিক্রয় কর, উৎপাদন শুল্ক) এবং দরিদ্রের ক্রয়শক্তি কমাইয়া দিয়া ভোগস্পৃহা কমাইয়া দেয়।

ভোগস্পৃহা মোটামুটি খুব পরিবর্তনশীল নহে, কিন্তু বিনিয়োগ—অর্থাৎ বিনিয়োগ করিবার প্রবণতা—বিশেষভাবেই পরিবর্তনশীল। সেই কারণে

কর্মসংস্থানের স্তর বেশীরভাগ বিনিয়োগের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। বলাই বাহুল্য যে বিনিয়োগ নির্ভর করে বিনিয়োগের লাভযোগ্যতার উপরে; একটি বিনিয়োগ কার্য্য কি উপার্জন আনিয়া দিবে এবং উহার জন্য কি খরচা করিতে হইবে, ইহাদের সম্পর্কই হইল "লাভযোগ্যতা"। খরচার উপরে যে বাড়তি উপার্জন, উহাকে বলা হয় পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা (marginal efficiency of capital)। যে খরচার ভিত্তিতে প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বিচার করা হয় উহার মধ্যে সুদের হার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুদের হার যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত কম খরচে একটি পুঁজি সামগ্রী উৎপাদন করা যায় এবং উহার লাভযোগ্যতা অনেক বাড়িয়া যায়। সুদ ছাড়াও যে সকল বিষয়ের উপর পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা নির্ভর করে উহা হইল, ভবিষ্যতের প্রত্যাশিত চাহিদা, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, নুতন আবিষ্কার, কলাকৌশলগত উন্নয়ন (technological improvements) ইত্যাদি।

Q. 7. Distinguish between different types of unemployment (B. A. 1959). Explain the different types of unemployment (Cal. Deg. 1955)

Ans. সাধারণতঃ, দেশের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোককে বেকার থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু বিভিন্ন লোকের বেকারত্বের কারণ বিভিন্ন। কারণ অনুযায়ী বেকারত্বকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা চলে।

প্রথমতঃ, এক ধরণের লোক আছে যাহারা ইচ্ছা করিয়াই বেকার থাকে; খাটিয়া খাইবার আগ্রহ নাই, বসিয়া খাইবার আগ্রহ পূরামাত্রায়। ইহারা আত্মীয় স্বজনের সংসারে বোঝা স্বরূপ হইয়া জীবন যাপন করে। ইহারা সমাজেরও বোঝা, কারণ সমাজের অপরাপর ব্যক্তিরা পরিশ্রম করিয়া ইহাদের ব্যবহার্য উপকরণ উৎপাদন করিয়া দেয়, বিনিময়ে ইহারা সমাজকে কিছু দেয় না। ইহাদের বেকারত্ব হইল ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব (voluntary unemployment)। তবে, মোট বেকারত্বের মধ্যে, এইরূপ ইচ্ছাকৃত বেকারত্বের অনুপাত খুব বেশী নহে। অধিকাংশই অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব (involuntary unemployment)—যাহারা প্রচলিত মজুরীর হারে কাজ করিতে ইচ্ছুক কিন্তু কাজ সংগ্রহ করিতে অক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ, এক ধরণের শ্রমিক আছে যাহারা বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কাজ পায় কিন্তু অন্যসময়ে বেকার থাকিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ ইহারা এরূপ সমাগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত হয়, যাহা প্রাকৃতিক বা আবহাওয়াগত কারণে বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত হয়, অন্য সময়ে উৎপাদনের সুবিধা থাকে না বা প্রয়োজন হয় না। যথা ছাতি তৈয়ারীর কার্যে যাহারা নিযুক্ত হয়, শীতকালে তাহাদের কার্য থাকে না। চাষের কাজও বারোমাস থাকে না। ইহাদের যে বেকারত্ব তাহাকে "ঋতুগত বেকারত্ব" (seasonal unemployment) বলা হয়। "ঋতুগত বেকারত্ব" হইল অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বের একটি রূপ।

তৃতীয়তঃ, আর এক ধরণের বেকারত্ব আছে যাহাকে "ঘর্ষণমূলক বেকারত্ব" বলা হয়। কেহ কেহ ঋতুগত বেকারত্বকেও ঘর্ষণমূলক বেকারত্বের একটি রূপ বলিয়া মনে করেন। তবে ঋতুগত বেকারত্ব ছাড়াও ঘর্ষণমূলক বেকারত্বের (frictional unemployment) নানারূপ আকার দেখিতে পাওয়া যায়। চাহিদা ঘন ঘন পরিবর্তনের জন্য যে বেকারত্ব সৃষ্টি হয়, (যথা অনেক জাহাজ একসঙ্গে ভিড়িয়াছে বলিয়া ডক শ্রমিক খুব ব্যস্ত থাকে কিন্তু তারপর জাহাজ না থাকিলে বেকার হইয়া বসিয়া থাকে) তাহা ঘর্ষণমূলক বেকারত্বের দৃষ্টান্ত। যাহারা নির্দিষ্ট সামগ্রী সারাই-এর (repair) কাজে নিযুক্ত থাকে বা চলতি ফ্যাশানের দ্বারা প্রভাবিত সামগ্রী নির্মাণে নিযুক্ত থাকে তাহারা মধ্যে মধ্যে বেকার হইয়া পড়ে। আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা, (যথা খনি দুর্ঘটনা) বা প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহে বাধার সৃষ্টি (যথা সিমেণ্ট না পাওয়ার দরুণ মিস্ত্রিদের বেকারত্ব) অথবা কারবারের সংগঠনে গুরুতর ত্রুটি (যথা একটি বিভাগ ঠিক সময়ে তাহার কাজ সম্পন্ন করিতে পারে নাই বলিয়া অন্য বিভাগের শ্রমিকরা বেকার হইয়া পড়ে)—এই সকল কারণে প্রায়ই বেকারত্ব সৃষ্টি হয়; ইহারা ঘর্ষণমূলক বেকারত্বের পর্যায়ে পড়ে।

চতুর্থতঃ, আর এক ধরণের বেকারত্ব আছে যাহাকে "কাঠামো পরিবর্তনগত বেকারত্ব" (structural unemployment) বলা হয়। ইহার অর্থ হইল যে সময়ের পরিবর্তনে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর গঠনগত পরিবর্তন ঘটে। এই গঠনগত পরিবর্তনের দরুণ পুরাতন শিল্পের অবনতি

ঘটে, নূতন শিল্পের অভ্যুত্থান ঘটে,-যথা জুড়িগাড়ীর পরিবর্তে মটর গাড়ীর প্রচলন। পুরাতন কোন শিল্পের জন্য বিখ্যাত কোন স্থানের গৌরবের দিন শেষ হয়, নূতন স্থানে স্থানিকতা (localisation) সৃষ্টি হয়। নানাভাবেই এইরূপ গঠনগত পরিবর্তন সৃষ্টি হতে পারে—ইহার দ্বারা যে বেকারত্ব সৃষ্টি হয় তাহা যে মধ্যে মধ্যে ঘটে এবং মধ্যে মধ্যে বিলুপ্ত হয় তাহা নহে; এই বেকারত্ব কর্মসংস্থান সুযোগের স্থায়ী পরিবর্তন হইতে সৃষ্ট। একদল শ্রমিক অভ্যস্ত চাকুরী হইতে বা পরিচিত বসবাসের এলাকা হইতে বঞ্চিত বা স্থানচ্যুত হয়। যাহাদের নূতন কর্ম জীবন গ্রহণের মতন বয়স থাকে বা মানসিক ক্ষমতা থাকে তাহাদের বেকারত্ব স্থায়ী হয় না; অন্যান্যদের বেকারত্ব স্থায়ী হইয়া যায়।

পঞ্চমতঃ, মজুরী বিকৃতি জনিত বেকারত্ব সৃষ্টি হইতে পারে (unempoly-ment due to wage-distortion)। যদি একটি শিল্পের শ্রমিকগণ এরূপ মজুরী আদায় করিতে সক্ষম হয় যাহা অন্যান্য শিল্পের তুলনায় বেশী, তাহা হইলে এই অধিক মজুরী বিশিষ্ট শিল্পে প্রস্তুত পণ্য অন্যান্য শ্রমিকগণ কিনিতে পারিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে যে শিল্পে মজুরী অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে পৌঁছাইয়াছে সে শিল্পে শীঘ্রই বেকারত্ব সৃষ্টি হইবে এবং অন্যান্য শিল্পের মজুরী যদি এই স্তরে উন্নীত না হয় তাহা হইলে ঐ উচ্চ মজুরী বিশিষ্ট শিল্পে বেকারত্ব দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে।

ষষ্ঠতঃ, উদ্যোগের ঘাটতি জনিত বেকারত্ব সৃষ্টি হইতে পারে (deficiency of enterprise unemployment)। সঞ্চয়ের তুলনায় যদি বিনিয়োগ কম হয়, তাহা হইলে জাতীয় আয় হ্রাস পায় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। আধুনিক অর্থনীতিবিদদিগের মতে, বিনিয়োগের অস্থিরতা ও ঘাটতিই বেকারত্বের প্রধান কারণ; সুতরাং বিনিয়োগের ঘাটতি জনিত বেকারত্ব দেশের মোট বেকারত্বের একটি অতি বৃহদংশ।

Q. 8. Suggest some remedies for solving the problem of unemployment (B.A. 1959). What are the principal measures which a Government may undertake for maintaining emplo-yment at a high level

Ans. বেকারত্ব একটি জটিল সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য,

কোনও একটি দুইটি সরল পদ্ধতি অবলম্বন যথেষ্ট হয় না। ইহার বিভিন্ন কারণ অনুসন্ধানের দ্বারা বিভিন্ন ধরণের কর্মপদ্ধতি একই সঙ্গে অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়। তবেই দেশের মধ্যে সামগ্রিকভাবে বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

একটি পদ্ধতি হইল, ঋতুগত বেকারত্ব প্রতিকারের জন্য পার্শ্বজীবিকা (by-occupation) যাহাতে সৃষ্টি হয় তাহার চেষ্টা করা যাইতে পারে। ঋতু-পরিবর্তনের জন্য যে সময়ে একদল শ্রমিক বেকার থাকে সেই সময়ে তাহারা অন্য একপ্রকার কাজকর্ম করিয়া, অর্থাৎ পার্শ্বজীবিকার উপর নির্ভর করিয়া, অন্ন সংস্থান করিতে পারে। যখন মৌশুমী কাজ-কর্ম বাড়িয়া যায় এবং উহা হইতে তাহারা ভালো উপার্জন পাইতে পারে তখনও পার্শ্বজীবিকার সহিত তাহারা কিছুটা সম্পর্ক বজায় রাখিতে পারে। যেমন আমাদের দেশে চাষীরা বারোমাস কাজ-পায় না। তাহারা নানা প্রকার হস্তশিল্প (handicrafts) শিখিলে, বাধ্যতামূলক বেকারত্বের সময়ে এই সব হাতের কাজ হইতে বেশ কিছুটা উপার্জন করিতে পারে। সরকার নানাপ্রকার হস্তশিল্প প্রসারের চেষ্টা করিলে এবং ঋতুগত বেকারদিগের মধ্যে এইগুলির উপকারিতা দেখাইতে পারিলে সুফল পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে যাহাদের কাজের প্রয়োজন হয় আবার কিছুকাল পরেই কাজের ঘাটতির দরুণ যাহাদের পক্ষে কাজ পাওয়া সম্ভব হয় না ইহাদের জন্য "আকস্মিকতা প্রতিশেধক ব্যবস্থা" অর্থাৎ, decasualisation ফলপ্রদ-হয়। আকস্মিক কারণে বা সহসা চাহিদায় পরিবর্তনে যে বেকারত্ব উদ্ভূত হয় তাহারও এইরূপ decasualisation এর দ্বারা কিছুটা প্রতিকার করা যায়। এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক "কর্মবিনিময় কেন্দ্র" (Employment exchange) স্থাপন ফলপ্রদ হইতে পারে। যাহারা মধ্যে মধ্যে বেকার হইয়া পড়ে তাহারা কর্মবিনিময় কেন্দ্রে তাহাদের নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া রাখিবে এবং যাহাদের মধ্যে মধ্যে লোক প্রয়োজন তাহারা এই কর্মবিনিময় কেন্দ্রে সংবাদ দিয়া উহার দ্বারা প্রেরিত লোক নিয়োগ করিবে। সরকার বাধ্যতামূলক ভাবে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে উহাতে ভালো ফল পাওয়া যাইবে।

তৃতীয়তঃ, লোকের রুচি বা ফ্যাশানের পরিবর্তনের দরুণ প্রাচীন

শিল্পের পতন ঘটিয়া নূতন শিল্পের অভ্যুত্থানের দরুণ—অর্থাৎ অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য—যে বেকারত্ব সৃষ্টি হয় যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা উহার উগ্রতা প্রশমিত করা কিছুটা সম্ভব। প্রাচীন শিল্পকে নূতন রুচির সহিত খাপ খাওয়াইবার প্রচেষ্টা করা যাইতে পারে—ইহার জন্য সরকার যথোচিত গবেষণার জন্য এবং গবেষণা লব্ধ ফল বাস্তব প্রয়োগের জন্য কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করিবেন। ইহা বেসরকারী প্রচেষ্টাকেও এইদিকে উৎসাহিত করিতে পারিবে।

চতুর্থতঃ, এক ধরণের বিনিয়োগ আছে যাহার দ্বারা পুঁজি-সামগ্রীতে বেশী করিয়া ব্যয় হয় এবং শ্রমিকের সাশ্রয় হয়। অর্থাৎ যন্ত্রপাতি বসানো হয় বেশী এবং শ্রমিক লাগে কম। আর এক ধরণের বিনিয়োগ আছে যাহার ক্ষেত্রে ঠিক ইহার বিপরীত ঘটে, অর্থাৎ যন্ত্রপাতি কম লাগাইয়া শ্রমিক নিয়োগ করা হয় বেশী। অনুন্নত দেশ যখন উন্নয়নের দিকে ধাবিত হয় তখন নূতন আধুনিক যন্ত্রপাতির শ্রমসাশ্রয়মূলক ফলাফল প্রতিরোধের প্রয়োজন হয়। ইহার জন্য সরকারের কর্ত্তব্য হয়, একদিকে বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা শ্রম সাশ্রয় মূলক শিল্প নিয়ন্ত্রণ করা ও শ্রমিক বেশী প্রয়োজন হয় এরূপ শিল্প-স্থাপনে প্রয়োজনমত শিল্পপতিদিগকে উৎসাহ দেওয়া, এবং অপর দিকে গ্রামে গ্রামে কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের আয়োজন করা।

পঞ্চমতঃ, সমগ্রভাবে বিনিয়োগ যাহাতে বাড়ানো যায় তাহার জন্য চেষ্টা করা বেকার সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্টতম পন্থা। বিনিয়োগ বাড়িলে লোকের আয় বাড়ে এবং আয় বাড়িলে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর ফলপ্রদ চাহিদা (effective demand) বাড়ে। ইহাতে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ে এবং উৎপাদনকারীদের উৎসাহ বাড়ে। বিনিয়োগ নানাকারণেই অস্থির; ইহার স্থায়িত্ব বিধান করিতে পারিলে এবং সুনিশ্চিতভাবে ইহার বৃদ্ধি ঘটাইতে পারিলে, বেকার সমস্যার হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। ব্যবসা বাণিজ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হইলে বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা যখন বিনিয়োগ কমাইয়া দেয় তখন একদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার কমাইয়া দেয় ও বাজারে সিকিউরিটি ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা বাড়াইয়া দেয়; অপরদিকে সরকার নানাবিধ নির্মাণ কার্য্য শুরু করিয়া লোকের হাতে অর্থাগমের সুযোগ দেন। ইহাকেই public works policy বলা হয়। আবার এই "নির্মাণ কার্য্যের নীতিকে"

ব্যাপকতর "রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির" (Fiscal policy) অংশরূপেও প্রয়োগ করা যায়। কর্মসংস্থান বাড়াইবার উদ্দেশ্যে এই নীতি প্রয়োগ করিলে সরকার একদিকে করের হার কমাইয়া দেন, যাহাতে লোকের হাতে বাড়তি ক্রয়শক্তি এবং বিনিয়োগকারীদের হাতে বাড়তি বিনিয়োগশক্তি থাকিয়া যায়; অপরদিকে নিজেদের ব্যয় বাড়াইয়া দেন, যাহাতে লোকের হাতে বাড়তি অর্থাগম ঘটে।

Q. 9. What is full employment? Discuss the measures that may be adopted by the Government for creating a full employment economy?

Ans. পূর্ণ নিয়োগ (Full employment) বলিতে কি বুঝায় এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদিগের মধ্যে বেশ কিছুটা মতদ্বৈধ আছে। পূর্ণ নিয়োগের অর্থ মোটামুটি দুই দিক হইতে ব্যাখ্যা করা হয়। এক অর্থে, পূর্ণ নিয়োগ বলিতে এরূপ পরিস্থিতিকে বুঝানো যায় যাহাতে, প্রচলিত পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে যে সকল উৎপাদক উপাদানকে উহাদের মালিকগণ নিয়োগ করিতে রাজী থাকে, উহারা সকলেই নিয়োগের সুযোগ লাভ করে; এক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব বলিয়া কিছুই থাকে না। অবশ্য শ্রমিকের বেকারত্বের উপরেই জোর দেওয়া হয়, কারণ এই বেকারত্বই সব থেকে বড় সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে। অপরপক্ষে, পূর্ণ নিয়োগ বলিতে কেহ কেহ এরূপ পরিস্থিতিকে বুঝাইয়া থাকেন যেখানে প্রচলিত মজুরীর হারে শ্রমিকের চাহিদা সর্বদাই শ্রমিকের যোগান অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে; এক্ষেত্রে একজন লোক একটি চাকুরী হারাইলে অবিলম্বে আর একটি চাকুরী পাইয়া থাকে এবং সাধারণভাবে শ্রমিকের বাছাই করিয়া চাকুরী লইবার অধিকার থাকে।

পূর্ণ নিয়োগ সম্পর্কে এই দুইটি সংজ্ঞার মধ্যে প্রথম সংজ্ঞাটিই সাধারণভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। তবে যাঁহারা এই সংজ্ঞাকেই সঠিক অর্থব্যঞ্জক বলিয়া মনে করেন তাঁহারাও স্বীকার করেন যে বাস্তবক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়োগ বলিতে এরূপ পরিস্থিতি বুঝাইতে পারে না যেখানে একটি লোকও অনিচ্ছাকৃত বেকার নাই। নিয়ত পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে যে কোন সময়ে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কিছু লোককে বেকার থাকিতে দেখা যাইবে—যে সকল লোক চাকুরী খোয়াইয়াছে কিন্তু নূতন চাকুরী পায় নাই। কোনও কোনও অর্থ-

নীতিবিদের মতে, কর্মক্ষম ব্যক্তিদের শতকরা ৩ ভাগ পর্য্যন্ত বেকার থাকিলেও উহা পূর্ণ-নিয়োগের অবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। লর্ড **বেভারিজ** এইরূপ মত দিয়াছেন। তবে বেকারের কিছু অংশ থাকিলেও, পূর্ণ নিয়োগের পরিস্থিতিতে শ্রমের বাজার ক্রেতার বাজার হইতে বিক্রেতার বাজারে পরিণত হয়।

সর্বসাধারণের চাকুরী পাইলে চতুর্দিকে স্বাচ্ছল্য সৃষ্টি হয়। সেই কারণে সকল দেশেই পূর্ণ নিয়োগ সৃষ্টি করিবার জন্য সরকার সচেষ্ট হইয়া থাকেন। পূর্ণ নিয়োগ সৃষ্টির জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করা যায় এবং অবলম্বিত হইয়া থাকে সেগুলি নিম্নরূপ :

(১) লোকের অর্থাভাব থাকিলে তাহারা ব্যবহার্য্য সামগ্রীর যথেষ্ট চাহিদা করিতে পারে না এবং চাহিদা না থাকিবার দরুণ জিনিসের কাটতি হয় না বলিয়া উৎপাদন হয় না। সামগ্রীর উৎপাদনের আয়োজন না থাকিলে লোকে চাকুরী পায় না। সেই কারণে পূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইলে লোকেরা যাহাতে বেশী করিয়া জিনিসপত্রের চাহিদা করে সেই উদ্দেশ্যে ভোগের স্পৃহা (propensity to consume) বাড়াইতে হয়। ইহার জন্য ধন সম্পদ বা উপার্জনের সুসম বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। ধনীর প্রাচুর্য্য কমিয়া যদি দরিদ্রের দারিদ্র্য কমে, উহাতে সমগ্রভাবে জনসমষ্টির ভোগের ইচ্ছা বাড়ে, কারণ ধনীর অভাবের তাড়না নাই, দরিদ্রের আছে। কিন্তু পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় ছাড়া, এই উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে খুব সাবধানে।

(২) রাজস্বনীতি (Fiscal policy) অবলম্বনের দ্বারা পূর্ণনিয়োগ আনয়নের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। ইহা মোটামুটি তিনভাবে হইয়া থাকে। এক উপায় হইল যে সরকার তাঁহাদের ব্যয় যেরূপ করিতেছিলেন সেইরূপ করিতে থাকিবেন কিন্তু কর আদায় কমাইয়া দিবেন। কর কমাইয়া দিলে, লোকে ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারে আয়ের এরূপ অংশ বাড়িয়া যাইবে। লোকেদের এই বাড়তি ব্যয় বেকারের সংখ্যা কমাইতে থাকিবে। অবশ্য করভার লাঘবের দরুণ জনসাধারণের হাতে যে বাড়তি সঙ্গতি সৃষ্টি হইবে তাহার কিছুটা তাহারা সঞ্চয় করিবে। অতএব সরকারকে সুফল পাইতে হইলে, যে-অনুপাতে লোকে বাড়তি ব্যয় করুক বলিয়া তাঁহারা ইচ্ছা

করিবেন তাহা অপেক্ষা বেশী অনুপাতে নিজেদের আয়-ব্যয়ের ঘাটতি সৃষ্টি করিবেন। আর এক উপায় হইল সরকার কর-এর হার (tax rate) অপরিবর্তিত রাখিবেন কিন্তু নিজেদের ব্যয় বাড়াইয়া দিবেন। সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইবার দরুণ জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে—অর্থাৎ সরকারের বাড়তি ব্যয়ের সহিত জনসাধারণের বাড়তি ব্যয় যোগ হইবে। কিন্তু প্রথম পদ্ধতি অপেক্ষা দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সরকারের ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ কম হইতে পারে। কারণ সরকারের ব্যয় বাডাইলেও কর এর হার অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া, জনগণের বাড়তি উপার্জন হইতে সরকারের বাড়তি কর সংগ্রহ সম্ভব হয়। তৃতীয় পদ্ধতি হইল, সরকারের ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া এবং উহার সহিত কর-এর হার এরূপ ভাবে বাড়াইয়া দেওয়া যাহাতে বাড়তি ব্যয়ের সমান বাড়তি কর সংগৃহীত হয়। ইহাতে বাজেটে ঘাটতি হয় না, কিন্তু সরকারের ব্যয় প্রচুর পরিমাণে বাডাইতে হয়, কারণ বাড়তি যে কর সংগৃহীত হয় উহা যে টাকা অন্যথায় বিনিয়োগ করা হইত বা ভোগের জন্য ব্যয় করা হইত উহা হইতেই আসে। বাড়তি করের যে অংশ অন্যথায় সঞ্চয়ে আটকাইয়া যাইত কিন্তু সরকার আদায় করিয়া খরচা করিয়া দেন তাহাই দেশের মধ্যে বাড়তি চাহিদারূপে প্রকাশ পায়।

(৩) পূর্ণ নিয়োগ সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হইল বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ (control of investment)। বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে :

(ক) মুদ্রানীতি প্রয়োগ (monetary policy): ইহার অর্থ হইল সুদের হার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা। তবে মন্দার সময়ে বিনিয়োগ বাড়াইবার জন্য স্বল্পমেয়াদী সুদের হার হ্রাস হয়। "ব্যাঙ্করেট" পরিবর্তনের দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী সুদের হার কিছুটা পরিবর্তন করা যায় কিন্তু সম্পূর্ণতঃ নহে। সেই কারণে আরও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়—যথা সরকারী সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়।

(খ) সরকারী নির্মাণ কার্য্য (public works policy)

[উপরে ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য]

(গ) প্রত্যক্ষভাবে বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ (direct control of

investment) : দেশের মধ্যে যত নূতন বিনিয়োগ করা হইবে—যত নূতন মূলধন খাটানো হইবে—সে সকলের উপরেই সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন। সরকার অনুমতি দিলে তবেই নূতন শিল্পস্থাপন বা ব্যবসা করা সম্ভব হইবে, বা পুরাতন ব্যবসায়ে কোনও নূতন সম্প্রসারণ ঘটানো যাইবে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্বার্থে কোন্ বিনিয়োগ প্রয়োজনীয় এবং কোন্ বিনিয়োগ অপ্রয়োজনীয় উহা বিবেচনা করিয়া সরকার অনুমতি দিবেন।

Q. 10. "Fiscal and monetary authority should be in one agency or at least co-ordinated. Otherwise they may work at cross purposes, one undoing what the other is trying to accomplish." Elucidate

Ans. [৪ নং এবং ৯নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য]

Q. 11. Write a short note on the propensity to consume and the multiplier.

Ans. [Propensity to consume : ৬নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য]

Multiplier : দেশের মধ্যে বিনিয়োগ বাড়াইলে, জনসাধারণের উপার্জন বাড়ে ; সেই কারণেই উপার্জনের স্তর বাড়াইবার জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিনিয়োগ যে পরিমাণে বাড়ে, তজ্জনিত উপার্জন বৃদ্ধি ঠিক সেই অনুপাতেই যে ঘটে তাহা নহে, উহা অপেক্ষা বেশী অনুপাতে ঘটে। অর্থাৎ যে অনুপাতে বিনিয়োগ বাড়ে, জাতীয় আয় বাড়ে তাহা অপেক্ষা বেশী অনুপাতে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ বাড়িলে উহার দরুণ জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি ঘটে যে হারে, তাহাকেই অর্থনীতির ভাষায় বলা হয়, "গুণক" ; সুতরাং বিনিয়োগের পরিবর্তন হইলে জাতীয় আয় যে হার-এ পরিবর্তন হয় তাহাকে বলা হয় "গুণক"। ঐ হারে পরিবর্তিত হইয়া জাতীয় আয় যে পরিণতি পায়, তাহা হইল "গুণক ফলাফল" (multiplier effect)। হয়তো ১০০০ টাকা বিনিয়োগের দ্বারা জাতীয় উপার্জন বৃদ্ধি হইল ৩০০০ টাকা। তাহা হইলে গুণক হইল তিন এবং গুণক ফলাফল হইল জাতীয় আয়ে ৩০০০ টাকা বৃদ্ধি।

বিনিয়োগ বৃদ্ধির গুণক ফলাফল কেন ঘটে, তাহার উত্তর হইল যে একটি নির্দিষ্ট শিল্পে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিলে উহার দ্বারা শুধু

যে ঐ শিল্পেই ঐ কর্মসংস্থান বাড়ে তাহা নহে, উহার দরুণ অপরাপর শিল্পেও কর্মসংস্থান বাড়ে। অপরাপর শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়িলে উহার দরুণই অন্যান্য আরও নুতন ব্যবসা বাণিজ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। "ক" শিল্পে ১ হাজার টাকা বিনিয়োগ বাড়াইলে, "ক" শিল্পের কর্মসংস্থান বাড়ে। ঐ শিল্পের উপার্জন-কারীরা ঐ ১ হাজার টাকা প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয়ে ব্যয় করিলে (কত ব্যয় করিবে উহা তাহাদের propensity to consume বা ভোগস্পৃহার উপর নির্ভর করিতেছে) খ, গ, ঘ শিল্পগুলি ফাঁপিয়া উঠিবে, তাহাদের পণ্যের কাটতি বাড়িবে এবং তাহারা বেশী লোক নিয়োগ করিবে। তখন খ, গ, ঘ শিল্পে যাহারা চাকুরী পাইল, উপার্জনের সুযোগ পাইল, তাহারা উহা ব্যয় করিবে—উহাতে আরও অন্যান্য শিল্পের কর্মসংস্থান বাড়িবে। এইভাবে ১ হাজার টাকার প্রাথমিক বিনিয়োগ শেষ পর্যন্ত ৩ হাজার টাকার উপার্জনে পরিণত হইতে পারে।

Q. 12. What do you understand by the multiplier and acceleration principles ?

Ans. [Multiplier : ১১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।]

প্রাথমিক এক একক বিনিয়োগ বাড়াইলে তাহার তুলনায় জনসাধারণের উপার্জন যতগুণ বাড়ে তাহাকেই বিনিয়োগের গুণক ফলাফল বলা হয়; ত্বরণ হইল ইহার বিপরীত। একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় উপার্জন বাড়িবার দরুণ বিনিয়োগের বৃদ্ধি যে অনুপাতে ঘটে তাহাকে ত্বরণ বা accelerator বলা হয়।

বাড়তি বিনিয়োগের দরুণ যখন উপার্জন বাড়ে তখন উহার কিছুটা অংশ সঞ্চিত হইয়া যায় কিন্তু মোট অংশই ভোগকার্য্যের জন্য ব্যয়িত হয়। উপার্জনের কতটা অংশ ভোগকার্যের জন্য ব্যয়িত হইবে তাহা অবশ্য "প্রান্তিক ভোগস্পৃহা"র (marginal propensity to consume) উপর নির্ভর করে। কিন্তু যখনই ভোগকার্যের জন্য অর্থব্যয় করা হইবে তখনই ভোগসামগ্রীর চাহিদা বাড়িবে। ভোগসামগ্রীর চাহিদা বাড়িলে বেপারীগণ মালপত্র বেশী করিয়া মজুদ করিবে এবং উৎপাদনকারীগণ বেশী করিয়া উৎপাদন করিবে। উৎপাদন বাড়াইতে গেলেই বিনিয়োগ বাড়াইতে হয়। কিন্তু যতমূল্যের ভোগ সামগ্রী উৎপাদন করা হয়, উহার জন্য

প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের মূল্য হয়, উহা অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং উপার্জন বাড়িলে ভোগকার্য বাড়ে, কিন্তু ভোগকার্য যে পরিমাণে বাড়ে, বিনিয়োগ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বাড়ে। উপার্জনের বৃদ্ধির সহিত বিনিয়োগ যে অনুপাতে ত্বরান্বিত হয়, তাহাকে উপার্জন বৃদ্ধির ত্বরণ ফলাফল (acceleration effect) বলা হয়।

১০০ টাকার ভোগসামগ্রী উৎপাদন করিতে হইলে ১০০ টাকার মতন পুঁজি সামগ্রীতে বিনিয়োগ করিলেই হইবে না, পুঁজি সামগ্রীর বৃদ্ধি কয়েকগুণ বেশী হইতে হইবে। ১০০ টাকার ভোগ সামগ্রী উৎপাদন করিতে হইলে হয়তো ১০০০ টাকার পুঁজি সামগ্রী কিনিতে হয়। সুতরাং যদি দেশে উপার্জন বাড়ে ১০০ কোটি টাকা, উহার মধ্যে ২০ কোটি টাকা সঞ্চয় হইয়া ৮০ কোটি টাকা ব্যয় হয়, অর্থাৎ marginal propensity to consume, বা প্রান্তিক ভোগস্পৃহা, হয় বাড়তি উপার্জনের চার-পঞ্চমাংশ, তাহা হইলে ঐ ৮০ কোটি টাকার ভোগবস্তু উৎপাদনের জন্য ৮০০ কোটি টাকার নূতন বিনিয়োগ সৃষ্টি হইবে। ইহা ছাড়া, প্রতিবৎসরই পুরাতন পুঁজিসামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতির দরুণ যে নূতন পুঁজিসামগ্রীর প্রয়োজন হয় সে প্রয়োজনও থাকিবে। বরং এ প্রয়োজনও বাড়িতে থাকিবে, যতই নূতন পুঁজিসামগ্রী সৃষ্টি হইবে ততই নবীকরণেরও (renewals) প্রয়োজন বাড়িবে। শুধু তাহাই নহে, পুঁজিসামগ্রীতে বেশী করিয়া বিনিয়োগ করিলে যে কলকারখানায় পুঁজিসামগ্রী উৎপাদন হয়, সে কলকারখানাও বাড়াইতে হইবে, অর্থাৎ পুঁজি-সামগ্রী উৎপাদিত হয় যে শিল্পে সে শিল্পেও বিনিয়োগ বাড়াইবার প্রয়োজন হয়। পুঁজিসামগ্রীর উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ না বাড়াইলে, পুঁজিসামগ্রীতে বিনিয়োগ বাড়িতে পারে না; পুঁজিসামগ্রীতে বিনিয়োগ না বাড়াইলে ভোগসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িতে পারে না। কিন্তু পরের তুলনায় আগেরটির দরুণ ব্যয় (বিনিয়োগ ব্যয়) অনেক বেশী।

নবম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade)

Q. 1. How far would you agree with the view that the factors governing international trade are the same as those governing domestic trade ? (Deg. 1962)

or

Discuss the view that difference between home trade and foreign trade are differences of degree rather than of kind. (B. A. 1960)

or

In what respects does international trade differ from domestic trade ?

Ans. আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে খুব যে মৌলিক কোনও পার্থক্য আছে তাহা মনে করিলে ভুল হইবে। একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যখন বাণিজ্য হয় তখন বিশেষত্বশীলতার দরুণই উহা সম্ভব হয়। যথা বাঙ্গালা ও আসামের পার্বত্য অঞ্চলে চা জন্মে, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে গম জন্মে ; এক্ষেত্রে একস্থানে উৎপন্ন চা অন্যান্য অঞ্চলে যায় এবং অপর স্থানে উৎপাদিত গম এই স্থানে আসে। বিভিন্ন ব্যক্তি যখন বিভিন্ন কাজ বা বস্তু সৃষ্টি করে এবং নিজেদের মধ্যে উহা বিনিময় করিয়া লয়—সমাজের মধ্যে যাহা সর্বদাই চলিতেছে এবং যাহার উপর ভিত্তি করিয়া আধুনিক সকল সমাজই গঠিত—তখন তাহাদের এই আদান প্রদান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিজ নিজ বিশেষত্বশীলতার উপর ভিত্তিশীল। যিনি ওকালতি করেন তিনি ডাক্তারকে প্রয়োজন হইলে আইন সংক্রান্ত সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারেন, আবার ডাক্তার তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত চিকিৎসার পরামর্শ দিতে পারেন। সুতরাং সমাজের মধ্যে প্রত্যেকেই যে পেশার জন্য নিজেকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া গণ্য করে সেই পেশায় ব্যাপৃত থাকিয়া উহাতেই বিশেষত্বশীলতা অর্জনের চেষ্টা করে এবং ঐ বিশেষত্বশীলতা বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। একই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বা শ্রেণীর ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও (যেমন উপরে বলা

হইল) সে কথাই প্রযোজ্য। একই দেশের ভিতরে শিল্পাঞ্চল ও কৃষি অঞ্চলের মধ্যে যে ভেদ তাহা বিশেষত্বশীলতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং এই উভয় অঞ্চলের আদান প্রদানের দ্বারাই প্রত্যেকের প্রয়োজন মিটে।

এই সকল অঞ্চল যদি একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন জিলা বা প্রদেশ না হইয়া রাষ্ট্রীয় সীমানার দ্বারা বিভক্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশ হয়, তাহা হইলেও বাণিজ্যের যুক্তি এবং ভিত্তি একই থাকিয়া যায়। এক একটি দেশ প্রাকৃতিক কারণে বা শ্রমিকের ও সংগঠনকারীর দক্ষতার কারণে এক এক প্রকার সামগ্রী বা সামগ্রী-সমষ্টির উৎপাদনে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে ; যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট গুণের সামগ্রী যথাসম্ভব কম খরচে উৎপন্ন করে এবং তখন ঐগুলি পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করিয়া লয় এবং উভয়েই লাভবান হয়। ভারত ও পাকিস্থান যখন একই দেশ ছিল তখন ভারতের বর্তমান অঞ্চল হইতে পাকিস্থানে লৌহ, কয়লা প্রভৃতি সামগ্রী চালান যাইত এবং পাকিস্থানের বর্তমান অঞ্চল হইতে ভারতে গম, তুলা, পাট প্রভৃতি বস্তু আমদানী হইত। এখনও উভয়দেশের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য থাকিলে ঠিক ঐ বস্তুগুলিই ঠিক ঐ ভাবেই আমদানী রপ্তানী হইবে। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে ঠিক মূল নীতির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে মূলসূত্র প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই মূলসূত্রই প্রযোজ্য।

কিন্তু অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে মৌলিক বিষয়ে মিল থাকিলেও বাস্তব জগতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য হইতে কিছুটা পৃথক রূপ ধারণ করে, সুতরাং পৃথক সমস্যা সৃষ্টি করে। যখন একই দেশের মধ্যে বাণিজ্য হয়, তখন যে স্থানে উৎপাদক উপাদানগুলি বেশী উপার্জন করে, অন্যান্য স্থান হইতে উৎপাদক উপাদানের কালক্রমে সেই স্থানে চলিয়া যাইবার প্রবণতা সৃষ্টি হইবে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদক উপাদানের এই সচলতা থাকিতে পারে না। একই দেশের মধ্যে এক অঞ্চল হইতে আর এক অঞ্চলে যত সহজে মূলধন বা শ্রমিক চলিয়া যায়, এক রাষ্ট্র হইতে ভিন্ন রাষ্ট্রে তত সহজে শ্রমিক বা মূলধন বা সংগঠনকারীর স্থানান্তরাগমন সম্ভব হয় না। সুতরাং উৎপাদক উপাদানের পরিশ্রমিকের সমতা বিধান ঘটিতে পারে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর, বিশেষ করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রেষারেষিতে, ইহার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এক একটি রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে এক এক প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তুলা হয়, অথবা আপনা হইতে গড়িয়া উঠা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমর্থন করা হয়—অসংশোধিত আকারে অথবা কিছুটা সংশোধন করিয়া। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেও এই কাঠামোর বা নীতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং একটি দেশ তাহার বৈদেশিক বাণিজ্য কেন এক বিশেষ ধাঁচে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে তাহার যৌক্তিকতা সম্পর্কে অন্যদেশ প্রশ্ন তুলিতে পারে না। অন্য দেশের পক্ষে উহা মানিয়া লইয়াই তাহার নিজের বৈদেশিক বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

তৃতীয়তঃ কোন নীতি বা আদর্শের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ না করিলেও সকল রাষ্ট্র নিজেদের উপার্জন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির স্বার্থে মূলধন বিনিয়োগ বা শ্রমিক নিয়োগ নানাভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি বা ধাঁচ ঠিক অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের গতি ও ধাঁচের সমান হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ, অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অভিন্ন শক্তি বা শক্তিসমূহের দ্বারা নির্ধারিত (সে শক্তি যাহাই হউক না কেন, মুদ্রার পরিমাণ বা বিনিয়োগও সঞ্চয়ের পরিমাণ) দামে সামগ্রী বিনিময় হইয়া থাকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক দেশের সামগ্রীর দাম অন্যদেশের মুদ্রার দ্বারা প্রদান করা যায় না ; এক দেশের মুদ্রা অন্যদেশের মুদ্রায় পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়। ইহার দরুণ বিনিময় হারের (rate of foreign exchange) উদ্ভব হয় ; অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের উপর যেক্ষেত্রে "দাম"-এর প্রভাব, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর সেক্ষেত্রে "দাম" এবং "বৈদেশিক বিনিময় হার" উভয়েরই প্রভাব বর্তমান। এমন কি "বিনিময়-হারের" গুরুত্ব দামের গুরুত্ব অপেক্ষাও বেশী হইতে পারে। দাম পরিবর্তন না হওয়া সত্বেও, শুধু বিনিময় হারের পরিবর্তনেই বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইতে পারে।

Q. 2. "The fundamental explanation of why trade takes place between countries is that costs are different in different countries." Explain the statement. (B. Com. Deg. 1962).

Explain what is meant by the law of comparative costs with suitable illustration (B. A. Deg. 1963). Explain the basis of international trade and examine the possibility of trade

between two highly industrialised countries. (B. A. 1958). Explain carefully the theory of comparative costs. (B. A. 1961 ;

Ans. উৎপাদনের বিশেষত্বশীলতাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি। এক এক দেশের এক এক প্রকার সামগ্রী উৎপাদনে পারদর্শিতা থাকে। তবে একটি দেশের কোন বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনে পারদর্শিতা থাকিলেই যে অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনে অক্ষমতা থাকে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। এক্ষেত্রে উৎপাদনের পারদর্শিতা বিচার করা হয় উৎপাদন খরচার ভিত্তিতে। একটি দেশ বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারিলেও উহার মধ্যে কোন কোনটি সে কম খরচায় উৎপাদন করিতে পারে এবং কোন কোনটি উৎপাদন করিতে তাহার বেশী খরচা পড়িয়া যায়। যে দেশ যে সামগ্রীটি উৎপাদন করিতে গেলে বেশী উৎপাদন খরচার সম্মুখীন হয় সে দেশ সে সামগ্রীটি কম খরচার দেশ হইতে আমদানী করিয়া লয়। উৎপাদন খরচার পার্থক্য না থাকিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে পারে না—বৈদেশিক বাণিজ্যের ভিত্তি হইল উৎপাদন খরচার পার্থক্য।

উৎপাদন খরচার এই পার্থক্য যে সব সময়ে চূড়ান্ত হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। উৎপাদন খরচার যদি চূড়ান্ত পার্থক্য (absolute difference of cost) থাকে তাহা হইলে দুইটি দেশই পরস্পরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলি বিনিময় করিয়া প্রচুর লাভবান হইবে। ধরা যাক পাকিস্থান যে খরচায় ৩০ মণ চা উৎপাদন করে সেই খরচায় ৬০ মণ চাউল উৎপাদন করে, অর্থাৎ পাকিস্থানে ১ মণ চা=২ মণ চাউল ; কিন্তু ভারত যে খরচায় ৩০ মণ চাউল উৎপাদন করে সেই খরচায় ১৫ মণ চাউল উৎপাদন করে মাত্র অর্থাৎ ১ মণ চা=½ মণ চাউল। এক্ষেত্রে চাউল-এর উৎপাদন খরচায় ব্যবধান এত বেশী যে ভারত পাকিস্থানের নিকট হইতে চাউল আমদানী করিবে এবং পাকিস্থান ভারতের নিকট হইতে চা আমদানী করিবে এবং উভয়েই প্রচুর লাভবান হইবে।

উৎপাদন খরচায় এই ধরণের চূড়ান্ত পার্থক্য খুব বেশী সামগ্রীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না ; সাধারণতঃ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাহা দেখা যায় তাহা হইল উৎপাদন খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য (comparative difference

in cost)। ভিন্ন ভিন্ন দেশে উৎপাদনদক্ষতা ভিন্ন ভিন্ন স্তরের। কোনও দেশ হয়তো অনেক বস্তুই কম খরচে উৎপাদন করিতে পারে, আবার কোন দেশের পক্ষে প্রায় সকল বস্তুতেই উৎপাদন খরচা বেশী। একটি দেশ হয়তো শিল্পের ক্ষেত্রে খুব উন্নত, অপর দেশ হয়তো ততটা উন্নত নহে, বরং উহাকে অনগ্রসররূপে গণ্য করা যায়। তথাপি এইরূপ উন্নত এবং অনুন্নত দেশের মধ্যেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—পারস্পরিক আদান-প্রদান—চলিতে পারে ; শুধুই যে অনুন্নত দেশ উন্নত দেশের নিকট হইতেই মালপত্র আমদানী করিবে তাহাই নহে, উন্নত দেশও অনুন্নত দেশের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানী করিবে। আবার, দুইটি দেশ উভয়ই যদি শিল্পোন্নত দেশ হয় তাহা হইলেও উহাদের পরস্পরের মধ্যে আমদানী রপ্তানী থাকিতে পারে। আপেক্ষিক খরচার পার্থক্যই (difference in comparative cost) ইহার মূল কারণ। ইহার তাৎপর্য্য হইল যে একটি দেশ অপর কোন একটি দেশ অপেক্ষা দুইটি সামগ্রীই সস্তায় উৎপাদন করিতে পারে কিন্তু ঐ দুইটি সামগ্রীর কোনও একটি হয়তো উহা অপেক্ষাকৃত বেশী সস্তায় উৎপাদন করিতে পারে ; অর্থাৎ দেশটি উভয় সামগ্রী উৎপাদনেই বেশী পারদর্শী, কিন্তু উহাদের মধ্যে একটির উৎপাদনে উহা অপেক্ষাকৃত আরও পারদর্শী। তখন অপেক্ষাকৃত যে সামগ্রীতে উহা পারদর্শী সেই সামগ্রী উৎপাদনেই উহা সকল সঙ্গতি নিয়োগ করে। ইহাতে উৎপাদক সঙ্গতির সব থেকে সদ্ব্যবহার হয়। অন্য সামগ্রী উৎপাদনে উহা পারদর্শী হইলেও উহা উৎপাদনের জন্য উৎপাদক সঙ্গতি নিয়োগ করিলে উৎপাদক সঙ্গতির প্রকৃষ্টতম ব্যবহার হয় না। সেক্ষেত্রে জাতীয় আয় যতখানি হইতে পারিত তাহা অপেক্ষা কম হইয়া যাইবে। সেইজন্য একটি দেশ নানা সামগ্রীর উৎপাদনে খুব পারদর্শী হইলেও উহাদের মধ্যে যে সামগ্রী উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত বেশী পারদর্শী সেই সামগ্রীটি নিজে উৎপাদন করিবে এবং উহা বিদেশে পাঠাইয়া বিদেশ হইতে অন্যান্য সামগ্রী আনিয়া লইবে।

ধরা যাক :

পাকিস্থানে ৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা = ৬০ মণ গম এবং ৬০ মণ চাউল } উৎপাদিত হয়

এবং

ভারতে ৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা = ২০ মণ গম এবং ৩০ মণ চাউল } উৎপাদিত হয়

শ্রমের ভিত্তিতে খরচার হিসাব করা হইতেছে এবং দুইটি দেশের প্রত্যেক-টিতে প্রাকৃতিক সঙ্গতির উপর একই পরিমাণ শ্রম প্রয়োগ করিলে বিভিন্ন প্রকারের উৎপাদন পাওয়া যায়, উপরের দৃষ্টান্তে ইহাই দেখানো হইতেছে। এই দৃষ্টান্তে দেখা যাইতেছে যে পাকিস্থানে ১মণ গম = ১ মণ চাউল কিন্তু ভারতে ১ মণ গম = ১½ মণ চাউল। এক্ষেত্রে পাকিস্থান ভারতে গম পাঠাইয়া ভারত হইতে চাউল কিনিবে, যতক্ষণ সে ১ মণ গমের বিনিময়ে ১ মণের বেশী চাউল পাইবে। অপর পক্ষে ভারত পাকিস্থানে চাউল পাঠাইয়া পাকিস্থান হইতে গম লইবে, যতক্ষণ সে ১½ মণের কম চাউল দিয়া ১ মণ গম পাইবে। এক্ষেত্রে পাকিস্থান হইতে ভারতে গম চালান যাইবে এবং ভারত হইতে পাকিস্থানে চাউল চালান যাইবে। গম ও চাউল কি হারে বিনিময় হইবে তাহা ১ মণ গম = ১ মণ চাউল এবং ১ মণ গম = ১½ মণ চাউল, ইহার মধ্যে কোথাও নির্ধারিত হইবে এবং উহাতে উভয় দেশই লাভবান হইবে।

Q. 3 Examine the theory of International values (B. A. 1938).

Ans. আপেক্ষিক খরচার তত্ত্ব দুইটি দেশের মধ্যে সামগ্রী বিনিময় কি হারে হইতে পারে তাহার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সীমা দেখাইয়া দেয়। ঠিক কোন্ সঠিক বিনিময় হারে দুইটি দেশ তাহাদের নিজ নিজ পণ্য আমদানী রপ্তানী করিবে তাহা আপেক্ষিক খরচার তত্ত্ব দেখাইয়া দেয় না। উহা নির্ধারণের জন্য সাধারণ মূল্যতত্ত্ব প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়।

উপরে প্রদত্ত আপেক্ষিক খরচার দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে যে যতক্ষণ পাকিস্থান ভারতে ১ মণ গম পাঠাইয়া ১ মণের বেশী চাউল পাইবে ততক্ষণ পাকিস্থান ভারতে গম পাঠাইয়া ভারত হইতে চাউল গ্রহণে সম্মত হইবে। অপর দিকে ভারতও যতক্ষণ ১½ মণের কম চাউল দিয়া ১ মণ গম আনিতে পারিবে ততক্ষণ সে পাকিস্থানে চাউল পাঠাইবে এবং পাকিস্থান হইতে গম আমদানী করিবে।

প্রশ্ন হইল, চাউল এবং গমের মধ্যে ঠিক কোন্ বিনিময় হারে উভয় বস্তুর

মধ্যে আমদানী রপ্তানী হইবে ? উহা নির্দ্ধারিত হইবে, একটি দেশের পক্ষে অপর দেশের সামগ্রীর চাহিদার উগ্রতার দ্বারা। অর্থাৎ চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার ক্ষমতার (elasticity of demand) দ্বারা। একটি দেশ অপরদেশের সামগ্রী কতখানি ব্যগ্রভাবে চাহিদা করে এবং অপর দেশটি এই দেশের সামগ্রী কতখানিব্যগ্রভাবে চাহিদা করে এই উভয় প্রকারব্যগ্রতার পারস্পরিক জোরের দ্বারা আমদানী রপ্তানীর বিনিময় হার স্থির হয়। যে দেশ দেখিবে যে তাহার নিকট অপর দেশের সামগ্রীর চাহিদা খুব বেশী—অর্থাৎ বিদেশ-জাত সামগ্রীর চাহিদা সঙ্কোচপ্রসার বিহীন (inelastic) কিন্তু অপর দেশের নিকট তাহার সামগ্রীর চাহিদা বেশী নহে,—অর্থাৎ বিদেশে তাহার সামগ্রীর চাহিদা সঙ্কোচ প্রসারক্ষম (elastic), সে দেশ নিজের মাল বেশী পরিমাণে দিয়া পরিবর্তে অপর দেশের মাল কম পরিমাণে লইতে বাধ্য হইবে।

উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে, যদি এইরূপ হয় যে ভারতে উৎপন্ন চাউলের চাহিদা পাকিস্থানের অত্যন্ত বেশী, কিন্তু পাকিস্থানে উৎপন্ন গমের চাহিদা ভারতে তত বেশী নহে, অর্থাৎ পাকিস্থানে ভারতীয় চাউলের চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার-বিহীন বা অস্থিতিস্থাপক (inelastic), কিন্তু ভারতে পাকিস্থানী গমের চাহিদা সঙ্কোচ প্রসারক্ষম বা স্থিতিস্থাপক (elastic) তাহা হইলে পাকি-স্থানকে নির্দিষ্ট পরিমাণ গমের বিনিময়ে কম পরিমাণ চাউল লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কিন্তু এরূপ যদি হয় যে পাকিস্থানী গমের চাহিদা ভারতে সঙ্কোচ প্রসার বিহীন (inelastic) কিন্তুভারতীয় চাউলের চাহিদা পাকিস্থানে সঙ্কোচ প্রসার ক্ষম (elastic), তাহা হইলে ভারতকে নির্দিষ্ট পরিনাণ পাকিস্থানী গমের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ চাউল দিতে হইবে। প্রথম ক্ষেত্রে ১ মণ গমের বিনিময় মূল্য হইবে ১¼ মণ চাউলের অনেক কম (কিন্তু ১ মন চাউলের বেশী); দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ১ মণ গমের বিনিমূল্য হইবে ১¼ মণ চাউলের কাছাকাছি। যে হারে গম ও চাউলের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিনিময় হইবে উহাকে বলা হয় "বাণিজ্য-হার" (term of trade)।

Q. 4. How do you estimate the gains a country derives from international trade ? (B.A. 1954)

Ans. বিভিন্ন দেশের উৎপাদনক্ষম সম্পত্তি থাকে বিভিন্ন প্রকারের ;

সকল দেশ সব হইতে সমান হইবে এরূপ উৎপাদক সঙ্গতির অধিকারী নহে। বিভিন্ন দেশের উৎপাদনক্ষম সঙ্গতির প্রকৃতিতে বা বৈশিষ্টে নানা রূপ পার্থক্য থাকিতে পারে। আবার শুধুই যে প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে পার্থক্য থাকে তাহাই নহে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে একই উৎপাদক সঙ্গতির পরিমাণেও পার্থক্য থাকে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে এক এক প্রকার উৎপাদক সঙ্গতির আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা (relative scarcity) থাকে।

প্রত্যেক দেশ তাহার বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা অপর দেশের উৎপাদক সঙ্গতির বৈশিষ্ট্য এবং আপেক্ষিক প্রাচুর্য্যের সুযোগ গ্রহণ করে। বৈদেশিক বাণিজ্যে কোন দেশ যদি লিপ্ত হইতে না চাহে তাহার অর্থ হইবে যে ঐ দেশ নিজের যে উৎপাদক সঙ্গতি নাই বা খুব সীমাবদ্ধ পরিমাণে আছে অকারণে উহার দ্বারা উৎপন্ন বস্তু হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছে। ইহা শুধু প্রাকৃতিক সঙ্গতি বা কাঁচামালের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে, শ্রম ও মূলধনের ক্ষেত্রেও উহা প্রযোজ্য।

অধিকন্তু, বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভূমি বা প্রাকৃতিক সঙ্গতির, মূলধনের এবং শ্রমের আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতার ক্ষেত্রেই যে শুধু পার্থক্য থাকে তাহাই নহে, বিভিন্ন ধরণের (types) ভূমিতে, বিভিন্ন ধরণের মূলধনে এবং বিভিন্ন ধরণের শ্রমের ও আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতার দিক হইতে অনেক পার্থক্য আছে। এইভাবে এক একটি উৎপাদক উপাদানের পৃথক পৃথক পর্য্যায় থাকিবার দরুণ, এবং এক একটি পর্য্যায়ের আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা থাকিবার দরুণ, বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে লিপ্ত হইলে প্রত্যেক দেশ লাভবান হয়। যেখানেই কোন উৎপাদক উপাদান বা উহার একটি নির্দিষ্ট পর্য্যায় অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে আছে, সেখানেই উহা অপেক্ষাকৃত সস্তা হয়। ইহার দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রী তুলনামূলক ভাবে সস্তা হইবে। একটি দেশ, তাহার উৎপাদক সঙ্গতির প্রকৃতি এবং প্রাচুর্য্যের ভিত্তিতে যে বস্তু সস্তায় উৎপাদন করিতে পারিবে না, সে দেশ অপর দেশ হইতে উহা আমদানী করিবে। ইহাতে সকল দেশই লাভবান হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের এই লাভের পরিমাপ কি, এ সম্পর্কে কেয়ার্ণক্রশ বলিয়াছেন: It (the advantage of foreign trade) can be measured in terms of the loss which the country would

suffer, if it had to exist exclusivly on home produced goods—that is, by the loss inflicted through the diversion of productive resources from the manufacture of exports to the manufacture of substitutes for imports. For most countries this loss would be very considerable and the gain which they derive from trade is correspondingly great, so great, one may safely conclude, that it will be rare for a section of the community not to participate in it." ইহার তাৎপর্য হইল যে যদি কোন দেশ শুধু নিজের দ্বারা উৎপাদিত বস্তুর উপরেই নির্ভর করিয়া চালায় তাহা হইলে তাহাকে যে লোকসান সহ্য করিতে হইত, সেই লোকসানের বিপরীতটাই হইল বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে তাহার পাওয়া লাভ। বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত না হইলে দেশের রপ্তানী হয় না, আবার আমদানীও হয় না। সুতরাং রপ্তানী সামগ্রী উৎপাদনে যে উৎপাদক সঙ্গতি নিয়োগ করা হয় উহা আমদানী সামগ্রীর পরিবর্তক সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োগ করিতে হইবে। উহা করিলে তাহার যে আর্থিক ক্ষতি হইবে (অর্থাৎ সস্তায় যে সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে তাহা উৎপাদনে না করিয়া, যে সামগ্রী উৎপাদন করিতে বেশী দাম পড়িয়া যায় সেই সামগ্রী উৎপাদন করিলে) তাহাই দেখাইয়া দেয়, বৈদেশিক বাণিজ্য করিলে (আপেক্ষিক খরচার সুবিধা গ্রহণ করিলে) কি লাভ পাওয়া যায়। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই লাভ সমাজের সর্ব স্তরেই ছড়াইয়া পড়ে ; উৎপাদনকারী, পুঁজি ও কাঁচা মালের সরবরাহকারী, এবং শ্রমিক—আবার ভোগকারারূপে সর্বসাধারণেই —প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের লাভে অংশ গ্রহণ করে।

"জাতীয় আয়" (national income)-এর হিসেবে, বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে প্রাপ্য উপার্জন, আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যেকার উদ্বৃত্তের দ্বারাই পরিমাপ করা হয়। নীট উদ্বৃত্তের যে আর্থিক মূল্য তাহাই, জাতীয় উপার্জনের মধ্যে যোগ করা হয়। ঠিক উহাকেই কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের লাভ, ব্যাপক অর্থে সুফল, বলিয়া গণ্য করা যায় না। বৈদেশিক বাণিজ্যের সুফল বা লাভ বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের অপেক্ষাও অনেক বেশী।

Q 5. Discuss in brief the hindrances to international specialisation.

Ans. আপেক্ষিক খরচার পার্থক্যের দরুণ এক একটি দেশ এক এক প্রকার সামগ্রী বা কতিপয় নির্দিষ্ট সামগ্রী উৎপাদনে বিশেষত্বশীলতা অর্জন করে। কিন্তু বিনা বাধায় যতখানি বিশেষত্বশীলতা অর্জন করা যাইত, বাস্তবক্ষেত্রে ততখানি বিশেষত্বশীলতা অর্জন করা সকল সময়ে সম্ভব হয় না।

প্রথমতঃ, উৎপাদনের ক্ষেত্রে যদি ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের (law of diminishing returms) নিয়ম ক্রিয়া করে তাহা হইলে একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রান্ত হইবার পর উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত উৎপাদনের খরচাও বাড়িতে থাকিবে। উৎপাদনের খরচা বৃদ্ধি হইতে থাকিলে আপেক্ষিক সুবিধা ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে। উহার তুলনায় যে বস্তুতে সুবিধা কম ছিল, সেই বস্তুতে আপেক্ষিক সুবিধা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ, পরিবহন খরচা বিশেষত্বশীলতার আর একটি প্রতিবন্ধক। পরিবহন খরচা বেশী হইলে, একটি সামগ্রীর উৎপাদনে উৎপাদক সম্পত্তি নিয়োগ করিয়া যে বিশেষত্বশীলতা অর্জন করা যাইত তাহা তিরোহিত হইবে।

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্ত্তনে যদি দেশের মধ্যেই বিভিন্ন সামগ্রীর চাহিদার পরিবর্তন সৃষ্টি হয় তাহা হইলে উহা কালক্রমে বিশেষত্বশীলতার বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। ধরা যাক, পাকিস্থান গম উৎপাদনে এবং ভারত চাউল উৎপাদনে বিশেষত্বশীলতা অর্জন করিয়াছে এবং পাকিস্থান ভারতকে গম দিয়া এবং ভারত পাকিস্থানকে চাউল দিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালায়। কিন্তু ভারতের মধ্যে যদি চাউলের চাহিদা বাড়িয়া যায়। তাহা হইলে ভারত আর পাকিস্থানকে চাউল সরবরাহ করিতে পারিবে না। পাকিস্থান তখন নিজের চাউল উৎপাদন করিতে বাধ্য হইবে এবং সকল উৎপাদক সম্পত্তি গম উৎপাদনে নিয়োগ করিয়া বিশেষত্বশীলতা অর্জন করিতে পারিবে না।

চতুর্থতঃ, কোনও দেশের কোন একটি সামগ্রীর বিশেষ ধরণের গুণ থাকিলে অন্য দেশ উহা সস্তায় উৎপাদন করিতে পারিলেও ঐ দেশ উহার উৎপাদন পরিত্যাগ করিবে না। অর্থাৎ, উহাতে আপেক্ষিক সুবিধা না থাকিলেও উহা উৎপাদন করিবে।

Q. 6. Distinguish between Free Trade and Protection.

(B. A. 1962)

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মালের আদান প্রদানের দ্বারা যে বৈদেশিক বাণিজ্য চলিতে থাকে, উহাতে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করিতে পারে। অর্থাৎ দেশের মধ্যে আমদানী এবং দেশের বাহিরে রপ্তানীতে রাষ্ট্র কোনরূপ বাধা সৃষ্টি না করিতে পারে। যে দেশ যে সামগ্রী ভালো উৎপাদন করিবে সে দেশ সেই সামগ্রী উৎপাদন করিয়া বিদেশে রপ্তানী করিবে এবং যাহা সস্তায় উৎপাদন করিতে পারিবে না তাহা বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া লইবে। এক্ষেত্রে ঠিক আন্তর্জাতিক বিশেষত্বশীলতার ভিত্তিতেই সামগ্রী উৎপাদিত হইবে এবং পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইবে। যে দেশের সরকার এইরূপ নীতি গ্রহণ করেন সে দেশের বাণিজ্যকে "অবাধ বাণিজ্য" (Free trade) বলা হয়। অবশ্য সরকার নিছক রাজস্বের প্রয়োজনে আমদানী রপ্তানীর উপর যদি কর আরোপ করেন, তাহা হইলে কিছুটা বাধা সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু খুব বেশী নহে, উহার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে কর সংগ্রহ, অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করা হয় না। এক্ষেত্রেও বৈদেশিক বাণিজ্যকে "অবাধ বাণিজ্য" বলা হয়।

কিন্তু দেশের সরকার যদি রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্য ছাড়াও অন্য কোনও উদ্দেশ্যে আমদানীর উপর শুল্ক আরোপ করেন, তাহা হইলে ঐ সামগ্রী যে দামে উহার উৎপাদন কেন্দ্রে বিক্রয় হয় সে দামে আমদানীকারী দেশে বিক্রয় হইতে পারে না। যে পরিমাণে আমদানী সামগ্রীর উপরে শুল্ক বসানো হয়, সেই পরিমাণে ঐ সামগ্রীর দাম বাড়িয়া যায়! অনেক দেশের সরকার এইরূপ করিয়া থাকেন। অবশ্য সকল প্রকার আমদানী সামগ্রীর উপরে এইরূপে শুল্ক আরোপ করা হয় না। বাছিয়া বাছিয়া কতিপয় নির্দিষ্ট আমদানী সামগ্রীর ক্ষেত্রেই ইহা করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল, দেশের শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী যাহাতে বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া দাঁড়াইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। অনুন্নত দেশে দেশীয় শিল্পে প্রথম দিকে যাহা উৎপাদিত হয় উহার উৎপাদন খরচা (শিল্পে অনগ্রসরতার দরুণ) শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় বেশীই পড়ে ; সেক্ষেত্রে শিল্পোন্নত দেশের পণ্য অবাধ আমদানী হইলে অনুন্নত দেশের শিল্প নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য

কোন কোন দেশ বিদেশী পণ্যের দাম বাড়াইবার উদ্দেশ্যে উহার উপর আমদানী শুল্ক চাপাইয়া দেয়। দেশীয় শিল্পকে বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐ বিদেশী পণ্যের আমদানীর উপর শুল্ক আরোপ করিলে উহাকে সংরক্ষণ (protection) বলা হয়।

Q. 7. Examine carefully the arguments in favour of free trade. Can backward countries follow a free trade policy for their economic development ?

Ans. অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি হইল যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে উদ্দেশ্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকে, অবাধ বাণিজ্য থাকিলে তবেই সে উদ্দেশ্য যথার্থ পূরণ হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্য হইল আঞ্চলিক বিশেষত্বশীলতার সুবিধা গ্রহণ করা। ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে পারদর্শী; ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক কারণে, ও শ্রমিকদের নৈপুণ্যের পার্থক্যের কারণে এক একটি দেশ এক একটি সামগ্রী উৎকৃষ্ট গুণের এবং অপেক্ষাকৃত কম খরচে উৎপাদন করিতে পারে। এই বিশেষত্বশীলতার সুযোগ গ্রহণের জন্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সৃষ্টি। যে দেশ যে বস্তু বা বস্তুগুলির উৎপাদনে পারদর্শী সে দেশ সেই বস্তু বা সেই বস্তুগুলিই উৎপাদনে সকল সঙ্গতি নিয়োগ করে। উহার বিনিময়ে সে অপরের উৎপাদিত সামগ্রী সংগ্রহ করে। ইহাতে সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশী হয় এবং প্রত্যেক দেশের লোকেই তাহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী অপেক্ষাকৃত কম দামে সংগ্রহ ও ভোগ করিতে পারে, কিন্তু ইহা সম্ভব হয় অবাধ বাণিজ্য থাকিলে তবেই। অবাধে যদি আমদানী রপ্তানী করিতে দেওয়া না হয়, কৃত্রিমভাবে যদি আমদানী সামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দেওয়া হয় (দেশাভ্যন্তরস্থ শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার জন্য) তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বিশেষত্বশীলতার সুবিধাকে ইচ্ছা করিয়া বাধা দেওয়া হয়। সমগ্রভাবে পৃথিবীর উৎপাদন ক্ষমতা ইহাতে কমিয়া যায়। ইহার কারণ বর্ণনায় Kindleberger বলিয়াছেন: "An increase in price in a single protected commodity draws resources into the production of that commodity where they are less efficiently employed than they were before. Prior to the imposition of the

tariff, in equilibrium, each factor of production……was earning equal return. A shift of resources out of, shall we say, truck gardening in Texas into oil production, assuming an increase in the tariff on petroleum products and crude oil, will lower real output. It will reduce output in farming by more in value terms than it will increase the value of oil production." (International Economics, P 184). সহজ ভাষায় ইহার তাৎপর্য্য হইল যে অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যকার উৎপাদক উৎপাদনগুলি সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপাদনক্ষম কার্যেই নিযুক্ত থাকে ; সংরক্ষণের দ্বারা কোনও একটি বিশেষ বস্তুর দাম কৃত্রিমভাবে বাড়াইয়া দিলে উৎপাদক সঙ্গতি অন্যান্য উৎপাদনের ক্ষেত্র হইতে ঐ বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনেই চলিয়া আসে, কিন্তু ইহাতে উৎপাদক সঙ্গতির সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ হইল না, বেশী উৎপাদন ক্ষমতার ক্ষেত্র হইতে কম উৎপাদন ক্ষমতার ক্ষেত্রে সরিয়া আসিল। ইহা দ্বারা উৎপাদক সঙ্গতির অপচয় করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ব্যাহত করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, অবাধ বাণিজ্য থাকিলে দেশের শিল্পপতিকে দেশের মধ্যেই বিদেশের শিল্পপতিদের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। দেশের শিল্পমালিকগণ সর্বদাই উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট থাকে। কিভাবে উৎকৃষ্ট বস্তু কম খরচায় উৎপাদন করিয়া খরিদ্দারদিগকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারা যায় দেশীয় শিল্পমালিকগণ যদি উহার জন্য নিয়তই চেষ্টা করিতে থাকে তাহা হইলে দেশের দ্রুত শিল্পোন্নয়ন হইতে পারে। কলাকৌশলগত উন্নতির দ্বারা শিল্প-দক্ষতা বৃদ্ধির অবিরত চেষ্টা চলিবে। শুধু শিল্প মালিকদিগের ক্ষেত্রেই নহে, শিল্প শ্রমিকদিগের পক্ষেও উৎপাদন দক্ষতা দেখাইয়া তবেই মজুরী বৃদ্ধির দাবী জোরালো করা যাইবে। কৃত্রিম সংরক্ষণের আড়ালে থাকিলে শিল্পমালিকগণ ও শ্রমিকগণ সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর নিকট হইতে দক্ষতা না দেখাইয়াই অর্থ আদায় করিয়া লইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, অবাধ বাণিজ্য থাকিলে আমদানী শুল্কের রেষারেষি পরিহার করা যায়। একটি দেশ যদি সংরক্ষণ দিয়া, অন্য দেশের সামগ্রী আমদানীতে বাধা দেয় তাহা হইলে ঐ অন্য দেশও প্রথম দেশের সামগ্রী তাহার দেশে যাহাতে অবাধে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ

পারস্পরিক বাধা সৃষ্টির একটি প্রতিযোগিতা সুরু হইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। ইহাতে কেহই লাভবান হইবে না, অথচ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিধি সঙ্কুচিত হইবে।

চতুর্থতঃ, কোনও সামগ্রী যখন একদেশে উৎপাদিত হইয়া অপর দেশে আমদানী হয় তখন উৎপাদন খরচার সহিত পরিবহন খরচা (cost of transport) যোগ হইয়া তবেই যে দেশে আমদানী হইল সে দেশে বিক্রয় হইতে পারে। এই পরিবহন খরচা যোগ হইবার দরুণ নিজ দেশের মধ্যে যে দামে বিক্রয় হয়, বিদেশে সে দামে বিক্রয় হইতে পারে না, তাহা অপেক্ষা বেশী দামে বিক্রয় হয়। ইহা স্বাভাবিক ভাবেই পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞশীলতার একটি অন্তরায়; ইহার উপরে নিয়মিত রাজস্ব ব্যবস্থার অঙ্গরূপে, সংরক্ষণের কোন বাসনা না থাকিলেও, রপ্তানী ও আমদানী উভয়ের উপরই কিছু কিছু শুল্ক ধার্য করা থাকে। ইহাতেও দেশের শিল্প বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার কিছু সুযোগ পায়।

পঞ্চমতঃ, অবাধ বাণিজ্যে সমাজের উপর কোন বোঝা আরোপ করা হয় না ; বরং ক্রেতা সাধারণ সস্তায় সামগ্রী কিনিয়া ভোগোদ্বৃত্ত (consumers' surplus) লাভ করে। ইহাতে তাহারা বিবিধ প্রকার সামগ্রী কিনিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে পারে। ইহাতে দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সংরক্ষণ শুল্ক আরোপ করিয়া অবাধ বাণিজ্যে বাধা দিলে সংশ্লিষ্ট শিল্পে সামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দেওয়া হয়, লোকে ঐ সামগ্রী বেশী দামে কিনিতে বাধ্য হয়। একটি সামগ্রী বেশী দামে কিনিতে বাধ্য হইলে অপরাপর সামগ্রী বেশী কিনিবার ক্ষমতা থাকে না। ইহাতে অন্যান্য শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ষষ্ঠতঃ, অন্যান্য শিল্পের ক্ষতি আরও একদিক হইতে বিচার করা যায়। যে শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হয় উহার উৎপাদিত সামগ্রী অন্য শিল্পের যদি প্রয়োজনীয় উপকরণ হয় তাহা হইলে ঐ শিল্পটির সংরক্ষণের দ্বারা অন্য শিল্পের উৎপাদন খরচা বাড়ে।

কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের এই সকল সুবিধা অনগ্রসর দেশের পক্ষে সকল সময়ে পাওয়া সম্ভব হয় না। অনগ্রসর দেশে কর্মসংস্থান এবং উপার্জনের স্তর খুব নিচু থাকে। অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত দেশের প্রতিযোগিতায় অনুন্নত

দেশগুলি কর্মসংস্থান ও উপার্জন বাড়াইবার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে না।

[নিচের প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য ; বিশেষ করিয়া Employment Argument এবং Infant Industries Argument]

Q. 8. Discuss the grounds on which it may be considered desirable to impose restriction on the freedom of international trade (Cal. Deg. 1962) Examine the main arguments in favour of protection. Do you find any one of them valid for your own country ? (Burdwan 1962). Do you advocate protection ? How can protection facilitate economic development of underdeveloped economies?

Ans. বিদেশী পণ্যের আমদানীর উপরে শুল্ক আরোপ করিবার পক্ষে অনেকগুলি যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই যুক্তিগুলিকে নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে :

(১) মজুরি সম্পর্কিত যুক্তি—সংরক্ষণের অনুকূলে একটি যুক্তি হইল যে বৈদেশিক পণ্যের তীব্র প্রতিযোগিতায় দেশীয় পণ্যের যদি কাটতি না হয় তাহা হইলে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের শ্রমিকের ভাল মজুরী দিতে পারিবে না। সংরক্ষণের দ্বারা দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলে দেশের শিল্পজাত বস্তুর কাটতি বাড়িবে ; কারণ, বিদেশী প্রতিযোগী সামগ্রীর দাম বাড়িবে। আবার প্রতিযোগী সামগ্রীর দাম যে স্তরে বাড়িবে দেশীয় সামগ্রীর দামও সেই স্তরে বাড়ানো যাইবে। সুতরাং দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বেশী করিয়া মজুরী দিতে পারে।

এই যুক্তির আর একটি বক্তব্য হইল যে যে-সকল দেশে শ্রমিকের মজুরীর হার কম, সে সকল দেশের উৎপাদিত সামগ্রী চড়া-মজুরী-বিশিষ্ট দেশের উৎপাদিত সামগ্রীকে প্রতিযোগিতায় সহজেই হারাইয়া দিয়া বাজার দখল করিয়া লইতে পারে। সেক্ষেত্রে চড়া মজুরী বিশিষ্ট দেশে মজুরীর হারের পতন ঘটে। সংরক্ষণ ইহা প্রতিরোধ করে।

সংরক্ষণের পক্ষে এই যুক্তির সারবত্তা সকলে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, মজুরীর হার শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং উহা বজায় রাখিবার জন্ম সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না।

(২) **কর্মসংস্থান সৃষ্টি**—সকল দেশেই বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে কর্মসংস্থান (employment) এর সুযোগ বৃদ্ধি একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। কর্মসংস্থান বাড়িলে লোকের উপার্জন বাড়ে, এবং উপার্জন বাড়িলে বাড়তি ব্যয়ের দরুণ শিল্পোন্নতি ও কৃষি-উন্নতি সম্ভব হয়। সংরক্ষণ দেশের শিল্পকে রক্ষা করিয়া বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সাহায্য করিয়া, শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটায় এবং কর্মসংস্থানের অবকাশ বৃদ্ধি পায়।

এই যুক্তিটি সম্পূর্ণ অসঙ্গত নহে, তবে পরিপূর্ণরূপেও গ্রহণীয় নহে। একটি দেশ সংরক্ষণ দিতে পারে কিনা এবং উহার দ্বারা কর্মসংস্থান বাড়াইতে পারে কিনা তাহা নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে—প্রধানতঃ, অপর দেশগুলিও সংরক্ষণের দ্বারা এই দেশের রপ্তানী বাণিজ্যে বাধা দিবে কিনা তাহার উপর।

(৩) **"দেশের টাকা দেশেই রাখ" যুক্তি**—কেহ কেহ বলেন যে আমরা যখন বিদেশজাত সামগ্রী কিনি তখন আমরা সামগ্রীগুলি পাই এবং বিদেশীরা আমাদের টাকাগুলি পায়; কিন্তু যখন আমরা দেশের জিনিসই কিনি তখন আমরা সামগ্রীও পাই, টাকাও পাই। সংরক্ষণের দ্বারা বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা বন্ধ করিলে দেশের টাকা দেশেই থাকে।

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিলে কিন্তু এই নীতি সঠিক অর্থনৈতিক যুক্তির বিরোধী। কারণ প্রথমতঃ, আমরা আমদানী করিয়া টাকা দিয়া দেই কিন্তু রপ্তানী করিয়া টাকা উপার্জন করি; দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক দেশ যদি এই নীতি অনুসরণ করে তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইবে।

(৪) **দেশীয় বাজার রক্ষার যুক্তি ঃ**—সংরক্ষণের পক্ষে আর একটি যুক্তি হইল যে দেশীয় পণ্যের বৈদেশিক বাজার অনিশ্চিত, সুতরাং দেশের বাজারটি অন্ততঃ নিশ্চিত করিয়া রাখা উচিত।

এই যুক্তিটি আপাত দৃষ্টিতে সঙ্গত হইলেও, উহার বিরুদ্ধে এই সমালোচনা করা যায় যে প্রত্যেক দেশ তাহার নিজস্ব বাজার সংরক্ষণ করিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলিয়া কিছুই থাকিবে না।

সংরক্ষণের পক্ষে উপরোক্ত যুক্তিগুলির প্রত্যেকটি বিরোধী যুক্তির সম্মুখীন হয়। কিন্তু সংরক্ষণের পক্ষে আরও কতকগুলি যুক্তি আছে যাহা অত্যন্ত জোরালো এবং সাধারণ প্রতিযুক্তির দ্বারা যাহা খণ্ডন করা যায় না। অর্থাৎ

কতিপয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সংরক্ষণের অসুবিধা থাকিলেও, অন্য উচ্চতর প্রয়োজনে সংরক্ষণের নীতি অনুসরণ করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এই প্রয়োজনগুলি হইল নিম্নরূপ :

প্রথমতঃ, একটি দেশ যদি দুই একটি শিল্পের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ নির্দিষ্ট শিল্পে বা শিল্পগুলিতে যদি মন্দা আসে (রপ্তানী হ্রাস পাইবার কারণেও এই মন্দা সৃষ্টি হইতে পারে) তাহা হইলে সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনেই মন্দা ছড়াইয়া পড়িবে, চতুর্দিকেই তখন লোকে বেকার হইতে থাকিবে এবং জাতীয় আয় অতি দ্রুত কমিয়া যাইবে। সেই কারণে, পূর্ব হইতেই শিল্পের বৈচিত্র্যবিধান (diversification of industries) প্রয়োজন। সংরক্ষণের নীতি অবলম্বনের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শিল্প গড়িয়া তুলিলে, দু-একটি শিল্পে দুর্দিন আসিলে অন্যান্য শিল্পের অগ্রগতিতে উহার কুফল দূরীভূত হইতে পারে। তবে কোন্ কোন্ শিল্পে সংরক্ষণ দিয়া শিল্পের বৈচিত্র্যবিধান করা হইবে তাহা যথেষ্ট বিচার বিবেচনা সহকারে স্থির করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল শিল্প দেশ রক্ষার প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং উপকরণ নির্মাণ করে বা ঐ সকল উপকরণ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে সে সকল শিল্পের ক্ষেত্রে পূর্ব হইতেই সংরক্ষণ দিয়া উহাদিগকে বড় করিয়া তুলা প্রয়োজন। দেশরক্ষা অপেক্ষা বড় কথা আর কিছু নাই, এবং দেশ রক্ষার উপকরণের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকা নিবুর্দ্ধিতা। তবে দেশ রক্ষার উপকরণ নির্মাণে দেশ কত দ্রুত আত্মপর্য্যাপ্ত হইবে তাহা নানা বিষয় বিচার বিবেচনা করিয়া স্থির করা প্রয়োজন।

Q. 9. State and examine the infant industries argument for protection. (B. A. 1962)

তৃতীয়তঃ, শিশু শিল্পকে গড়িয়া তুলার জন্য সংরক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া অনেক অর্থনীতিবিদ অভিমত দেন। প্রত্যেক দেশে এরূপ অনেক শিল্প আছে বলিয়া দেখা যায় যেগুলি প্রথম অবস্থায় একান্ত অসহায়, সামান্য বিরোধিতা বা প্রতিযোগিতা পাইলেই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয় কিন্তু প্রথম দিকে উহাদিগকে প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিলে কালক্রমে উহা অতি বৃহৎ শিল্পে পরিণত হইতে পারে। তখন উহা দেশের কর্মসংস্থান ও উপার্জন

বৃদ্ধিতে অতি মূল্যবান অবদান বহন করিবে। সংরক্ষণের পক্ষে সকল যুক্তিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এই যুক্তির সারবত্তা সব থেকে বেশী। নবজাত শিশু যেমন প্রমাণ লোকের সহিত লড়িতে পারে না, নবজাত শিল্পও সেইরূপ উন্নত দেশের শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। একটি দেশ যখন প্রথম শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর হয় তখন তাহাকে অনেক বাধা বিপত্তি সহ্য করিতে হয়। তখন সেই শিল্পে উৎপাদনের খরচা থাকে অনেক বেশী। উন্নত দেশে ঐ শিল্প তখন পূর্ব হইতেই সুসংগঠিত, আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৃহৎ পরিধির উৎপাদনে ব্যাপৃত হইয়া উহা অপেক্ষাকৃত কম খরচে ভালো জিনিস উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং উন্নত দেশে গড়িয়া উঠা শিল্পে উৎপন্ন সামগ্রী অনুন্নত দেশে নবজাত শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিলে নবজাত শিল্পের পক্ষে টিকিয়া থাকা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না। সরকারকে ঐ ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আছে বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে এবং উহা যাহাতে কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় সেই উদ্দেশ্যে নবজাত শিল্পকে বর্তমানের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে। যে সকল শিল্পের ভবিষ্যতে বড় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই—অর্থাৎ যাহাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, বা শ্রমিক বা দেশের মধ্যেই বাজার নাই, সে সকল শিল্পকে সংরক্ষণ দিলে উহা ক্ষতিকর এবং অপব্যয় হইবে। উহাদিগকে যতদিন সংরক্ষণ দেওয়া থাকিবে ততদিনই উহারা টিকিয়া থাকিবে, সংরক্ষণ সরাইয়া লইলেই উহাদের পতন ঘটিবে। কোন ব্যক্তিকে শৈশবে যে সংরক্ষণ দেওয়া হয় তাহা চিরকাল দিবার প্রয়োজন হইলে যেমন বুঝিতে হইবে ঐ ব্যক্তি অক্ষম এবং সমাজের উপর একটি বোঝা স্বরূপ, সেইরূপ কোন শিল্পকে চিরকাল সংরক্ষণ দিতে হইলে উহা সমাজের বোঝা বলিয়া বিবেচ্য। নবজাত শিল্পকে লালন ও শুশ্রূষা করিতে হইবে, আর একটু বড় শিশুকে রক্ষণা-বেক্ষণ দিতে হইবে, এবং প্রাপ্ত বয়স্ককে ছাড়িয়া দিতে হইবে ("Nurse the baby, protect the child and free the adult")—ইহা যেমন মানব জীবনের নিয়ম, দেশের শিল্প জীবনেও সেইরূপ শিশুশিল্পকে রক্ষা করিতে হইবে কিন্তু ঐ রক্ষার উদ্দেশ্যই হইবে যাহাতে উহা ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হইয়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে এবং আপনার শক্তিতেই আপনি চলিতে পারে। সুতরাং শিশু শিল্পের যুক্তি

"যে সংরক্ষণের নীতি সমর্থন করে, সে সংরক্ষণ একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য, উহা সাময়িক স্থায়ী নহে।

পৃথিবীর প্রায় সকল শিল্পোন্নত দেশ, গ্রেটব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানী, জাপান তাহাদের শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে শিশুশিল্পকে গড়িয়া তুলার জন্য সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে ফিসক্যাল কমিশন গঠিত হইয়াছিল উহা শিশুশিল্পের যুক্তিতেই নির্দিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শর্তে সংরক্ষণ দিবার পক্ষে অভিমত দিয়াছিলেন।

দশম অধ্যায়

বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange)

Q. 1. Discuss how the rate of exchange is determined between two countries on gold standard.

Explain what is meant by mint par of exchange. What do you understand by specie points ? How are they arrived at ?

Ans. দুইটি দেশে যখন স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে। তখন উহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই স্বর্ণের সহিত মুদ্রার একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত থাকে। দেশের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার মধ্যে সমতা রক্ষা করা হয়। ইহার অর্থই হইল, স্বর্ণের একটি নির্দিষ্ট দাম বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং ঐ দাম বাস্তবে বজায় রাখা হয়। এরূপভাবে নানা পদ্ধতিতে ঐ দাম বাঁধিয়া রাখা হয় যে স্বর্ণের বাজারে স্বর্ণের দাম সরকারের দ্বারা নির্ধারিত ঐ দাম হইতে সরিয়া যাইতে পারে না।

ইহার অর্থই হইল যে প্রত্যেক দেশে, একদিকে স্বর্ণ, আর একদিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা—ইহাদের মধ্যে একটি বিনিময় হার নির্দিষ্ট থাকে। উভয় দেশেই যদি ইহা থাকে তাহা হইলে স্বর্ণের মধ্য দিয়া উভয় দেশের মুদ্রার বিনিময় হারও নির্ধারিত হইয়া যায়। কারণ,

যদি ক = খ হয়

এবং গ = খ হয়

তাহা হইলে ক = গ হইতে বাধ্য।

ধরা যাক, 'ক' দেশের মধ্যে একভরি স্বর্ণের দাম ৫ টাকা এবং 'গ' দেশের মধ্যে একভরি স্বর্ণের দাম ২৫ টাকা। তাহা হইলে ৫ ক টাকা

২৫ গ টাকা ; ক দেশের ৫ টাকা গ দেশের ২৫ টাকার সমান ; অর্থাৎ ১ ক= ৫ গ। একটি দেশের মুদ্রা অপর দেশের কতগুলি মুদ্রার সমান তাহা হিসাব করা হইল প্রত্যেক দেশের মুদ্রা কতখানি স্বর্ণের সমান তাহার ভিত্তিতে। এইভাবে স্বর্ণমান বিশিষ্ট দুইটি দেশের মধ্যে স্বর্ণসমতার রেশিওর দ্বারা বিনিময়হার নির্ধারিত হয়। এই বিনিময়হারকে "ধাতুগত বিনিময় সমতা" (Mint par of exchange) বলা হয়।

কিন্তু প্রকৃত বিনিময় হার (the actual rate of exchange) যে ধাতুগত বিনিময় সমতার বিন্দুতেই সর্বদা অবস্থিত থাকে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। দুইটি দেশে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্রে উহাদের মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় হার ধাতুগত সমতার হার হইতে সরিয়া যাইতে পারে। একটি দেশের বাণিজ্য যদি অপর দেশটির বাণিজ্যের সহিত সমমূল্যের হয়, অর্থাৎ প্রত্যেকের আমদানী রপ্তানী যদি সমমূল্যের হয় তাহা হইলে উহাদের বিনিময় হার ধাতুগত বিনিময় সমতার সহিত সমান হইবে। কিন্তু আমদানী রপ্তানী যদি অসমান হয় তাহা হইলে প্রকৃত বিনিময়হার ধাতুগত সমতার বিন্দু হইতে সরিয়া যাইবে। কিন্তু কতখানি সরিয়া যাইবে তাহার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে, একটি উচ্চতম সীমা একটি নিম্নতম সীমা। এই সীমা দুইটিকে বলা হয় "ধাতু-বিন্দু" (specie points)। এই "ধাতুবিন্দু" দুইটি "ধাতুগত বিনিময় সমতা" হইতে বেশী বা কম হইবে, কিন্তু কতখানি বেশী বা কম হইবে তাহা নির্ভর করে এক দেশ হইতে আর একদেশে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচের উপর। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে যে-দেশে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে সে দেশে স্বর্ণ মানেই মুদ্রা—সে দেশে স্বর্ণ পাঠাইয়াই ঐ স্থান হইতে ক্রীত সামগ্রীর মূল্য প্রদান করিয়া দেওয়া যায়।

ধরা যাক, ক দেশ হইতে ৩০০ কোটি টাকার মাল গ-দেশে রপ্তানী হয় এবং গ-দেশ হইতে ৩০০ কোটি টাকার মাল ক-দেশে রপ্তানী হয়। এক্ষেত্রে ক-দেশের আমদানী ও রপ্তানী উভয়ই ৩০০ কোটি টাকার। আবার গ-দেশেরও আমদানী রপ্তানী ৩০০ কোটি টাকার। সুতরাং 'ক'-দেশের "গ"-দেশের নিকট হইতে পাওনাও ৩০০ কোটি টাকা, গ-দেশের নিকট দেনাও ৩০০ কোটি টাকা। অপর পক্ষে, "গ" দেশেরও ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতি। উহারও আমদানী রপ্তানী সমান, অর্থাৎ দেনাপাওনা সমান।

উভয়ের বাণিজ্য ব্যালান্স সমান। সুতরাং পরস্পরের সামগ্রীর জন্য যে দাম দেওয়া নেওয়া হইবে উহা "ধাতুগত বিনিময় সমতার" (Mint par of exchange) হার-এই করা হইবে।

কিন্তু যদি এরূপ ঘটে যে "ক" গ-দেশে ৩০০ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছে কিন্তু গ-দেশ হইতে ২০০ কোটি টাকার মাল আমদানী করিয়াছে তাহা হইলে 'ক' দেশ গ-এর নিকট হইতে ৩০০ কোটি টাকা পাইবে কিন্তু গ-দেশ ক-এর নিকট হইতে ২০০ কোটি টাকা পাইবে। অর্থাৎ ক গ-এর মুদ্রা যে পরিমাণে চাহিদা করিতেছে গ ক-এর মুদ্রা তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে চাহিদা করিতেছে। ফলে, ক-এর মুদার দাম, গ-এর মুদ্রার অনুপাতে বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু কতখানি বাড়িবে তাহা নির্ধারিত হইবে গ-দেশ হইতে ক-দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচাব দ্বারা। ধরা যাক ঐ খরচা ১ টাকা। তাহা হইলে ক দেশ-এর টাকার দাম পূর্বে যেখানে ছিল ১ ক=৫ গ, এক্ষণে সেক্ষেত্রে উহা বড জোর ১ ক=৬ গ হইতে পারে। ইহা হইল ক দেশের "উচ্চতর স্বর্ণবিন্দু" (upper specie point) ; "ধাতুগত বিনিময় সমতার" সহিত স্বর্ণ পাঠাইবার খরচা যোগ করিয়া এই বিন্দু পাওয়া গেল।

ইহার বিপরীত যদি ঘটে, অর্থাৎ 'ক' গ-দেশে ২০০ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছে কিন্তু গ-দেশ হইতে ৩০০ কোটি টাকার মাল আমদানী করিয়াছে, তাহা হইলে ক দেশ গ-এর নিকট হইতে ২০০ কোটি টাকা পাইবে কিন্তু গ-দেশ ক-এর নিকট হইতে ৩০০ কোটি টাকা পাইবে। অর্থাৎ গ ক-এর টাকা যে পরিমাণে চাহিদা করিতেছে ক, গ-এর টাকা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে চাহিদা করিতেছে। ফলে, ক-এর মুদ্রার দাম গ-এর মুদ্রার অনুপাতে কমিতে থাকিবে। কিন্তু কতখানি কমিবে তাহা নির্ধারিত হইবে ক দেশ হইতে গ দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচার দ্বারা। ধরা যাক, ঐ খরচা ১ টাকা। তাহা হইলে ক দেশের টাকার দাম পূর্বে যেখানে ছিল ১ ক=৫গ, এক্ষণে সেক্ষেত্রে উহা কম হইলেও অন্ততঃ ১ ক=৪গ হইতে পারে। ইহা হইল ক দেশের "নিম্নতর স্বর্ণবিন্দু" (lower specie point) ; "ধাতুগত বিনিময় সমতার" সহিত স্বর্ণ পাঠাইবার খরচা বাদ দিয়া এই বিন্দু পাওয়া গেল।

Q. 2. Show how the rate of exchange between two currencies is determined under a system of inconvertible paper standard. (Cal. B. A. 1951 ; 1953 ; 1959)

Describe the purchasing power parity theory. Does it provide an adequate explanation of the factors determining the rate of exchange between two currencies? (Dec. 1963)

Ans. [Rate of exchange determined under gold standard: ১নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য]

How exchange rate is determined under inconvertible paper standard.

অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা যদি দুইটি দেশের মধ্যে থাকে তাহা হইলে উহাদের মুদ্রার বিনিময় হার কিসের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, তাহা স্থির করিবার উদ্দেশ্যে "মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব" (purchasing power parity theory) নামে একটি তত্ত্ব কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ প্রদান করিয়াছেন।

দুইটি দেশের প্রত্যেকটিতে স্বর্ণমান থাকিলে উহাদের মুদ্রার সহিত একটি অভিন্ন বস্তুর অর্থাৎ স্বর্ণের বিনিময় হার নির্ধারিত থাকে। সুতরাং ঐ দুইটি মুদ্রার মধ্যেও বিনিময়হার আপনা-আপনি নির্ধারিত হইয়া যায়। কিন্তু দুইটি দেশের মধ্যে যখন স্বর্ণমান না থাকে, কাগজী মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, তখন স্বর্ণের মধ্য দিয়া বিনিময় হার নির্ধারিত হইতে পারে না। তখন বিনিময় হারের পরিবর্তনের কোন নির্দিষ্ট সীমা থাকিতে পারে না, যেমন স্বর্ণমানের ক্ষেত্রে থাকে স্বর্ণবিন্দু (gold points or specie points)। ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব বলে যে এক্ষেত্রে দুইটি দেশের দামস্তরের পারস্পরিক অনুপাতের (ratio) দ্বারা উহাদের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হইবে। মুদ্রার দাম বলিতে বুঝায় উহার ক্রয় ক্ষমতা—অর্থাৎ একটি টাকা যত পরিমাণে অন্যান্য বস্তু ক্রয় করিতে পারিবে তদনুপাতে উহার দাম নির্ধারিত হইবে। সুতরাং যে দেশে দামস্তর কম সে দেশে টাকার দাম বেশী। অতএব যদি দেখা যায় যে একটি দেশে দামস্তর কম, জিনিস পত্রের দাম বেশ সস্তা এবং আর একটি দেশে দামস্তর বেশী, জিনিসপত্রের দাম বেশী, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রথম দেশের টাকা দ্বিতীয় দেশের টাকার

অপেক্ষা দামী। দ্বিতীয় দেশের টাকার তুলনায় প্রথম দেশের টাকা কতখানি দামী তাহা নির্ভর করিবে উভয় দেশের দামস্তরের পারস্পরিক অনুপাতের উপর। যদি দেখা যায় যে প্রথম দেশটির দাম স্তরের তুলনায় দ্বিতীয় দেশটির দামস্তর দ্বিগুণ, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রথম দেশটির টাকার দাম দ্বিতীয় দেশের টাকার দামের দ্বিগুণ ; অর্থাৎ প্রথম দেশের ১ টাকা দ্বিতীয় দেশের ২ টাকার সমান। দুই দেশের দামস্তর যেমন যেমন পরিবর্তন হইবে, উহাদের টাকার দামও সেইরূপ পরিবর্তন হইবে এবং বিনিময় হারও সেইরূপ পরিবর্তন হইবে। দুইটি দেশের টাকার ক্রয়ক্ষমতার পারস্পরিক অনুপাতের দ্বারা উহাদের বিনিময় হার পরিবর্তন হইবে।

ধরা যাউক, আমেরিকায় ৪ ডলার ব্যয় করিয়া আমরা ঠিক সেই পরিমাণ সামগ্রী সমষ্টি ক্রয় করিতে পারি, যাহা ইংলণ্ডে ১ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া ক্রয় করিতে পারি ; তাহা হইলে একটি পাউণ্ডের ক্রয় ক্ষমতা ৪টি ডলারের ক্রয় ক্ষমতার সমান। এই পারস্পরিক ক্রয় ক্ষমতা তুলনা করিয়া বলিতে পারা যায় যে পাউণ্ড ও ডলারের মধ্যে বৈদেশিক বিনিময় হার হইবে ১ পাউণ্ড=৪ ডলার। কিন্তু যদি এরূপ হয় যে ইংলণ্ডে জিনিসপত্রের দাম খুব বাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু আমেরিকায় দামস্তর অপরিবর্তিত আছে, ধরা যাক আমেরিকায় ৪ ডলার দিয়া যে বস্তু সমষ্টি কিনিতে পারা যায়, ইংলণ্ডে ঠিক ঐ বস্তু সমষ্টি ২ পাউণ্ড লাগিবে, তাহা হইলে এক্ষণে বিনিময় হার হইবে ২ পাউণ্ড=৪ ডলার, অর্থাৎ ১ পাউণ্ড=২ ডলার। এক্ষণে পাউণ্ডের বিনিময় হার কমিয়া যাইবে। অপর পক্ষে যদি ধরা যায় ইংলণ্ডে ১ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া যে সামগ্রী সমষ্টি কিনিতে পাওয়া যায় তাহা আমেরিকায় কিনিতে গেলে ৮ ডলার ব্যয় করিতে হইবে, তাহা হইলে ডলারের দাম অর্থাৎ বিনিময় হার কমিয়া যাইবে এবং ১ পাউণ্ড=৮ ডলার হইবে। "ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ত্বে" ইহা বক্তব্য।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সুইডেনের অর্থনীতিবিদ ক্যাসেল এই তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং তিনিই ইহার নাম দিয়াছিলেন, ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব। দুইটি ভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে ভারসাম্য বিনিময়হার (equilibrium rate of exchange) হইল সেই বিনিময় হার যাহা দুইটি

দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতাকে সমান করিয়া দেয়। যদি ৪ ডলারে সেই সামগ্রী সমষ্টি ক্রয় করা যায় যাহা এক পাউণ্ডে ক্রয় করা যায় তাহা হইলে উহাই হইবে ভারসাম্যের বিনিময়হার। কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন, ক্রয় ক্ষমতার-ভিত্তিতে যে বিনিময়হার নির্ধারিত হয় উহা একটি স্থির ও স্থায়ী বিন্দু নহে। দুইটি দেশের মধ্যে দামস্তর যে অনুপাতে পরিবর্তন হয়, সেই অনুপাতে উহাও পরিবর্তন হয়।

ক্রয়-ক্ষমতার ভিত্তিতে দুইটি দেশের মধ্যে যে বিনিময়হার নির্ধারিত হয় উহা সকলে স্বীকার করেন না। কীন্‌স্ প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত অর্থনীতি-বিদ এই তত্ত্বের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা নিম্নরূপ:

প্রথমতঃ, যদি শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যে সামগ্রীগুলিকে লইয়া হয় সেই সামগ্রীগুলির দামের ভিত্তিতে এক একটি দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা হিসাব করা হয় তাহা হইলে এই তত্ত্ব অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই তত্ত্বের মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই, উহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু একটি দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার হিসাবের জন্য যদি সাধারণ সর্বপ্রকার সামগ্রীকে লইয়াই সূচক-সংখ্যা (index number) প্রণীত হয়, তাহা হইলে ঐ সূচক সংখ্যার ভিত্তিতে যে ক্রয় ক্ষমতার রেশিও পাওয়া যাইবে উহার ভিত্তিতে বাস্তবে বিনিময়হার নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। কারণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পণ্যের দাম এবং সাধারণ ব্যবহার্য পণ্যের দাম একই ভাবে একই দিকে পরিবর্তন হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, ক্যাসেলের তত্ত্ব এই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে যে শুধুমাত্র বাণিজ্যের কারণেই বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইহা সত্য নহে। বাণিজ্যের কারণ ছাড়াও, বহুবিধ কারণে বৈদেশিক মুদ্রা চাহিদা করা হয়। মুদ্রার সকল প্রকার চাহিদাই—বাণিজ্যগত ও অ-বাণিজ্যগত—প্রকৃত বিনিময়হার নির্ধারণ করে।

বাস্তবক্ষেত্রে, যেখানে স্বর্ণমান না থাকে, অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা থাকে, সেখানে মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার বৈদেশিকহুণ্ডির (foreign bills) চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। বৈদেশিক হুণ্ডির চাহিদা ও যোগানের তারতম্য হইলেই, বিনিময়হারের পরিবর্তন হইবে। তবে

ক্যাসেলের তত্ত্বের মধ্যে এই সত্য নিহিত রহিয়াছে যে দুইটি দেশের মধ্যে বিনিময়হার যদি পুনর্নির্ধারিত করিয়া একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থায়ীভাবে বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে যে সকল বিষয় বিচার বিবেচনা করা হইবে তাহার মধ্যে উভয় দেশের দামস্তর একটি প্রধান বিবেচ্য।

Q. 3. Enumerate the influences that bring about fluctuations in the rate of foreign exchange (B. A. 1957)

Ans. দুইটি দেশের মধ্যে মুদ্রার বিনিময়হার স্বর্ণমান থাকিলে স্বর্ণ সমতার দ্বারা এবং স্বর্ণমান না থাকিলে আভ্যন্তরীণ দামস্তরের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু কিসের দ্বারা বিনিময়হার মূলতঃ নির্ধারিত হয় ইহার বাস্তবক্ষেত্রে সেরূপ কোনও গুরুত্ব নাই। আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, কিসের দ্বারা একটি দেশের মুদ্রার বিনিময়হারের উত্থানপতন নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বিনিময়হারের উত্থান পতন টাকার বাজারে বৈদেশিক হুণ্ডির যোগান ও চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হয়। বৈদেশিক হুণ্ডির যোগান চাহিদার পরিবর্তন হইলেই দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হারে পরিবর্তন ঘটিবে। বৈদেশিক হুণ্ডির যোগান চাহিদা যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে সেগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমতঃ, মালপত্র এবং নানাপ্রকার কার্য ক্রয় বিক্রয়ের মূল্যের দ্বারা বিনিময়হার-এর পরিবর্তন নির্ধারিত হইবে। একটি দেশ যখন পণ্য বিক্রয় করে এবং নানাপ্রকার কার্য বা সেবা বিক্রয় করে তখন উহা পাওনাদার দেশে পরিণত হয়। অপর পক্ষে, যদি উহা অপরাপর দেশের পণ্য ক্রয় করে এবং বিভিন্ন প্রকারের কার্য বা সেবা ক্রয় করে তাহা হইলে উহা দেনাদার দেশে পরিণত হয়। দেশ যখন পাওনাদার হয়, তখন উহার মুদ্রা অপরাপর দেশ চাহিদা করে, আবার উহা যখন দেনাদার হয় তখন অপরাপর দেশের মুদ্রা উহা চাহিদা করে। যদি দেশটির মোট দেনাপাওনা খতাইয়া দেখিয়া উহা নীট পাওনাদার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে বিনিময় বাজারে উহার মুদ্রার চাহিদা হইবে বেশী, এবং উহার বিনিময়হার বাড়িতে থাকিবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ দেশের পাওনা অপেক্ষা দেনা যদি বেশী হয় তাহা হইলে উহার মুদ্রার বৈদেশিক চাহিদা কমিয়া যাইবে এবং ঐ দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার কমিয়া যাইবে। স্নতরাং একটি দেশের সামগ্রী রপ্তানী

ও আমদানী এবং উহার সেবা বা কার্য ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা উহার মুদ্রার বিনিময়হারের উঠা নামা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, শুধুমাত্র মালের আমদানী রপ্তানী ও কার্য ক্রয় বিক্রয় ছাড়া, আরও বহুবিধ কারণেও দেশের মুদ্রার বৈদেশিক চাহিদা কখনও বাড়ে, কখনও কমে। ইহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল পুঁজির গমনাগমন। যদি একটি দেশ অপর কোনও দেশে মূলধন পাঠায়, হয়তো অপর দেশের শিল্পে টাকা খাটাইবার জন্য মূলধন পাঠায়, তখন সে উহার নিজস্ব মুদ্রাকে অপর দেশের মুদ্রায় পরিবর্তন করিবে। এ ক্ষেত্রে তাহার মুদ্রার যোগান বাড়িবে কিন্তু অপর দেশের মুদ্রার চাহিদা বাড়িবে। তখন অপর দেশটির মুদ্রার বিনিময় হার বাড়িবে এবং তাহার মুদ্রার বিনিময়হার কমিবে। যদি শিল্পে ধার দিবার জন্য নাও হয়, নিছক সুদে টাকা খাটাইবার জন্যই যদি একটি দেশ অপর দেশে টাকা পাঠায়, তাহা হইলেও অপর দেশের টাকার বিনিময়হার বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং একটি দেশে যদি সুদের হার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে ঐ দেশে অন্যান্য দেশ হইতে টাকা আসিতে থাকিবে, উহাতে ঐ দেশে টাকার বিনিময়হার বাড়িয়া যাইবে। আবার দেনাদার দেশ যখন পাওনাদার দেশে ঐ টাকার দরুণ সুদ পাঠাইতে থাকিবে, বা উহার আসল পরিশোধ করিতে থাকিবে, তখন বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে পাওনাদার দেশের টাকার চাহিদা বাড়িয়া বিনিময় হার বাড়িয়া যাইবে এবং দেনাদার দেশের টাকার যোগান বাড়িয়া উহার বিনিময়হার কমিয়া যাইবে।

তৃতীয়তঃ, ভিন্ন ভিন্ন দেশে মুদ্রানীতি এবং রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির দ্বারা টাকার ক্রয় ক্ষমতা যদি প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে অপরাপর দেশের মুদ্রার তুলনায় উহার মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হইবে। যদি একটি দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে বা সাধারণভাবে বিনিয়োগ বাড়াইবার জন্য, টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হয়, এবং উহার দরুণ মুদ্রাস্ফীতি শুরু হয়, কিন্তু অন্যান্য দেশে মুদ্রাস্ফীতি না হয়, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের তুলনায় উহার বিনিময় হার কমিয়া যাইবে। মুদ্রাস্ফীতি যতই বাড়িতে থাকে ততই উহার বিনিময় হার কমিতে থাকে।

চতুর্থতঃ, কখনও কখনও রাজনৈতিক কারণেও বিনিময় হারে পরিবর্তন

ঘটিতে পারে। সুশাসিত এবং শান্তিপূর্ণ দেশে বিনিময়হার অন্যান্য অর্থনৈতিক কারণে যে স্তরে নির্ধারিত থাকে, উহা ঐ স্তরে মোটামুটি স্থায়ী হয়। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির যদি এরূপ পরিবর্তন হয় যাহাতে ঐ দেশের টাকার উপর বিদেশীদের, এমন কি দেশের পুঁজিপতিদের, আস্থা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বিদেশীরা ঐ দেশ হইতে টাকা সরাইয়া লইবে, দেশের লোকেও যতটা সম্ভব বিদেশে টাকা সরাইতে থাকিবে; বিনিময় হারের পতন ইহার আবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

Q. 4. What is balance of trade ?
Enumerate the principal items in the balance of payments. (B. A. 1962) What is meant by an adverse balance (a) of trade and (b) of payments ?

Ans. একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, সাধারণতঃ এক বৎসরে, একটি দেশ মোট যতমূল্যের সামগ্রী বিদেশ হইতে আমদানী করে এবং মোট যতমূল্যের সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করে, উহাদের তুলনামূলক হিসাবকে বাণিজ্য ব্যালান্স (balance of trade) বলা হয়।

একদিকে রপ্তানী পণ্য ও অপরদিকে আমদানী পণ্যের মূল্য—ইহাদের হিসাব হইতে একটি দেশের দেনাপাওনার হিসাব বুঝিতে পারা যায় বলিয়া মনে হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে—যথা একটি বৎসর—রপ্তানী পণ্যের মূল্য এবং আমদানী পণ্যের মূল্য যদি ঠিক সমান হইয়া যায়,তাহা হইলে আন্তর্জাতিক মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে, দেশটি দেনাদারও নহে, পাওনাদারও নহে। এক্ষেত্রে বাণিজ্য-ব্যালান্সে ঠিক ভারসাম্য উপস্থিত হইয়াছে দেখা যায়—অর্থাৎ বাণিজ্য-ব্যালান্সটি হইল ভারসাম্যযুক্ত (Even balance of trade)।

কিন্তু দেশের রপ্তানী পণ্যের মূল্য আমদানী পণ্যের মূল্য অপেক্ষা যখন বেশী হয়, তখন বিদেশের নিকট উহার যা দেনা হয় বিদেশের নিকট হইতে তাহার পাওনা হয় উহা অপেক্ষা বেশী; উহা তখন নীট পাওনাদার হইয়া দাঁড়ায়। ধরা যাক, একটি দেশ এক বৎসরে ৩০০ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করিয়াছে কিন্তু ঐ সময়ে বিদেশ হইতে ২০০ কোটি টাকার পণ্য আমদানী করিয়াছে; তাহা হইলে উহা ১০০ কোটি টাকার মতন নীট পাওনাদার

দেশে পরিণত হইবে। এক্ষেত্রে বাণিজ্য-ব্যালান্স হইবে উহার অনুকূল; ইহাকে বলা হয় "অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্স" (Favourable balance of trade)। ইহার ঠিক বিপরীত পরিস্থিতি সৃষ্টি হইলে বাণিজ্য ব্যালান্স হইবে প্রতিকূল। দেশের আমদানী পণ্যের মূল্য, রপ্তানী পণ্যের মূল্য অপেক্ষা যদি বেশী হয় তাহা হইলে বিদেশের নিকট হইতে উহার যা পাওনা তাহা অপেক্ষা বিদেশের নিকট দেনা হয় বেশী। ধরা যাক, দেশটি এক বৎসরে ২০০ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছে কিন্তু ৩০০ কোটি টাকার মাল আমদানী করিয়াছে; এক্ষেত্রে দেশটির নীট দেনা হইবে ১০০ কোটি টাকার মতন। বাণিজ্য ব্যালান্সের এই অবস্থাকে বলে প্রতিকূল ব্যালান্স (unfavourable or adverse balance of trade)।

Q. What is meant by Balance of Payments

মূল্য প্রদান ব্যালান্স (Balance of payments)

আগেকার দিনে, যথা মধ্যযুগে, একই দেশের ভিতরে কার্য বা সেবা ক্রয় বিক্রয় হইলেও (যথা ভৃত্যের বেতন দিলে, উহার অর্থ হইল ভৃত্যের কার্য ক্রয় করা), বিভিন্ন দেশের মধ্যে শুধু সামগ্রীই ক্রয় বিক্রয় হইত, অর্থাৎ শুধু পণ্যেরই আমদানী রপ্তানী হইত; অর্থাৎ আন্তর্জাতিক লেনদেনে দেনাপাওনা যাহা হইত তাহা সামগ্রীর আমদানী রপ্তানীর জন্যই। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কত টাকার সামগ্রী আমদানী হইয়াছে এবং কত টাকার রপ্তানী হইয়াছে তাহা দেখিলেই, অর্থাৎ দেশটির বাণিজ্য ব্যালান্সের অবস্থা দেখিলেই, উহা নীট দেনাদার কি পাওনাদার তাহা বুঝা যাইত।

কিন্তু আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শুধু যে সামগ্রীই বেচাকেনা হয় তাহা নহে, নানা প্রকার সেবা বা কার্যেরও (service) বেচাকেনা হইয়া থাকে। পণ্য আমদানী রপ্তানী হইতে যেরূপ দেনা পাওনা সৃষ্টি হয়, সেইরূপ কার্য্য বা সেবা আদান প্রদানের দ্বারাও দেনাপাওনা সৃষ্টি হয়। বাণিজ্য ব্যালান্সের মধ্যে এই সকল সেবা বা কার্য্যের ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব ধরা হয় না; বাণিজ্য ব্যালান্সের মধ্যে শুধু দৃষ্ট আমদানী রপ্তানী অন্তর্ভুক্ত থাকে, কিন্তু এই সকল সেবা বা কার্য্য অদৃশ্য আমদানী রপ্তানী (invisible imports and exports)। সেই কারণে, আধুনিক যুগে নিছক বাণিজ্য ব্যালান্সের হিসাব দেখিলেই সত্য সত্যই দেশটি দেনাদার না পাওনাদার

তাহা বুঝিতে পারা যায় না। উহার জন্য প্রয়োজন হইল একটি পরিপূর্ণ হিসাব রচনা করা—যাহার মধ্যে মালের আমদানী রপ্তানীর মূল্য দেখানো হইবে, আবার এরূপ সকল বস্তুর বা কার্যের ক্রয় বিক্রয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে যাহার জন্য দেনাপাওনা হয় অথচ যাহা সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই মোট হিসাবকে বলা হয়, মূল্য প্রদান ব্যালান্স (Balance of payments) অথবা হিসাব ব্যালান্স (Balance of Accounts)। মূল্যপ্রদান ব্যালান্স-এর মধ্যে নিম্নরূপ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হইবে :

(ক) যে সকল সামগ্রী আমদানী ও রপ্তানী হয়,

(খ) এক দেশের লোকেদের স্বত্বাধীন ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, জাহাজী কোম্পানী অন্য দেশের লোকের নিকট যে কার্য প্রদান করে ;

(গ) একটি দেশ বিদেশ হইতে আগত ভ্রমনকারীদের যে সকল সেবা ও সামগ্রী প্রদান করে; এই সামগ্রী দেশের মধ্যেই ব্যবহৃত হয় এবং রপ্তানীর হিসাবে প্রদর্শিত থাকে না।

(ঘ) একটি দেশে অপর দেশে যে ঋণ প্রদান করে বা অপর দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে যে অর্থ বিনিয়োগ করে ;

(ঙ) একটি দেশ অপর দেশে প্রদত্ত ঋণ বা বিনিয়োগ হইতে যে সুদ ও ডিভিডেণ্ড পায়।

(চ) যুদ্ধের জন্য প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ

(ছ) এক দেশ কর্তৃক অপর দেশকে কোনও অর্থদান।

উপরোক্ত সকল বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করিয়া যে মূল্য প্রদান ব্যালান্স হিসাব করা হয় উহা বাণিজ্য ব্যালান্স-এর ন্যায় সমান হইতে পারে (even balance of payments), অনুকূল হইতে পারে (favourable balance of payments) বা প্রতিকূল (unfavourable) হইতে পারে। যে বিষয়ের উপরেই বিভিন্নদেশের মধ্যেই অর্থের আদান প্রদান হইতে পারে সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া যদি দেখা যায় যে একটি দেশ নীট দেনাদার হইয়াছে তাহা হইলে উহার মূল্য প্রদান ব্যালান্স প্রতিকূল (unfavourable or adverse balance of payments)। বিপরীত ক্ষেত্রে, মূল্যপ্রদান ব্যালান্স অনুকূল।

Q. 5. By what measures can an adverse balance of payments be corrected?

Ans. প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স উদ্ভূত হইলে সংশ্লিষ্ট দেশের স্বর্ণ-রিজার্ভ ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে অথবা বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গতি ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অবশ্য পুরাপুরি স্বর্ণমান যদি প্রতিষ্ঠিত থাকে, শুধু মাত্র একটি দেশেই নহে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে, তাহা হইলে মূলপ্রদান ব্যালান্স-এর অসমতা স্বর্ণ চলাচলের দ্বারা আপনাআপনি শুধরাইয়া যাইবার কথা। মূল্যপ্রদানের ব্যালান্স প্রতিকূল হইলে দেশটি নীট দেনাদার; স্বর্ণমানের ক্ষেত্রে দেনাদার দেশ স্বর্ণ পাঠাইয়া পাওনাদার দেশকে মূল্যপ্রদান করিবে। ইহাতে দেনাদার দেশে মুদ্রার পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং দামস্তর কমিয়া যাইবে, পাওনাদার দেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে এবং দামস্তর বাড়িয়া যাইবে। তখন দেনাদার দেশের রপ্তানী বাড়িয়া আমদানী কমিবে এবং পাওনাদার দেশে আমদানী বাড়িয়া রপ্তানী কমিবে। ইহাতে দেনাদার দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স-এ যে অসমতা ছিল তাহা দূরীভূত হইবে।

কিন্তু স্বর্ণমান যখন না থাকে, তখন পাওনাদার দেনাদার দেশের মধ্যে স্বর্ণের আমদানী রপ্তানীর দ্বারা ব্যালান্সের অসমতা শুধরাইয়া যায় না। তবে নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই অসমতা দূর করিতে হয়।

প্রথমতঃ, যাহাতে রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করাই এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। যে সকল শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে বেশী করিয়া রপ্তানী হয়, সে সকল শিল্পকে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের দরুণ উৎপাদন শুল্ক (excise duty) হইতে রেহাই দেওয়া যাইতে পারে। রপ্তানী পণ্যের উপর রপ্তানীশুল্ক কমাইয়া দিলে বা সম্ভব হইলে একেবারে উঠাইয়া দিলে, বিদেশে ঐ সামগ্রীর প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়ে। উহার বিক্রয় বাড়িলে রপ্তানী বাড়ে। আবার যদি এরূপ করা হয় যে যে-সকল শিল্পে রপ্তানী পণ্য উৎপাদন করা হয় উহাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপর অথবা অন্য উপকরণের উপর কর উঠাইয়া লওয়া হইবে, উহার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যদি বাহির হইতে আমদানী করা হয় তাহা হইলে ঐ আমদানীর উপর হইতে

আমদানীশুল্ক উঠাইয়া লওয়া হইবে, তাহা হইলে ঐ শিল্পের উৎপাদন খরচা কমিবে এবং ঐ শিল্প নিজ পণ্যের দাম কমাইয়া দিয়া বাহিরের বাজারে নিজের কাটতি বাড়াইতে পারিবে এবং দেশের রপ্তানী বাড়িবে। বিদেশে প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া এবং বিদেশে প্রচারকার্য চালাইয়া দেশের পণ্য বিদেশে জনপ্রিয় করিলেও রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা হয়। যে যে কার্যের দ্বারা রপ্তানীতে সহায়তা করা হইবে উহার দ্বারা হিসাব ব্যালান্স-এর অসমতা দূরীকরণে সহায়তা করা হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া যথাসাধ্য কমাইতে পারিলেও ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। যে সকল বস্তু সহজেই দেশের মধ্যে পাওয়া যায় (সামান্য গুণের তারতম্য থাকিতে পারে) সে সকল বস্তুর আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়। যে সকল বস্তু আমদানী না করিলে অসুবিধা হইতে পারে সেই সকল বস্তু আমদানী করিতে দিলেও ঐ আমদানী যথাসাধ্য কমাইয়া দিতে হইবে। যে সকল সামগ্রীর আমদানী অপরিহার্য শুধুমাত্র সেই সকল সামগ্রীই আমদানী করিতে দিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, বিদেশ হইতে যদি ঋণ সংগ্রহ করা যায় বা বিদেশীরা যাহাতে সংশ্লিষ্ট দেশে বেশী করিয়া অর্থ বিনিয়োগ করে সেইরূপ ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে বিদেশী অর্থ যখন এদেশে আসিবে তখন দেশের মূল্য প্রদান ব্যালান্সের অসমতা কমিয়া যাইবে।

চতুর্থতঃ, দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার হ্রাস করিলে (exchange depreciation) বা মুদ্রামান হ্রাস করিলে (devaluation) কম বিনিময়-হারের দ্বারা রপ্তানী বৃদ্ধি এবং আমদানী হ্রাস করানো যায়।

Q. 6. Discuss the effects of a fall in the exchange rate of a country upon its balance of payments

Explain the effects of the devaluation of the currency of a country upon its balance of payments (B. A. 1963)

Ans. দেশের মুদ্রার বিনিময়হার বাণিজ্যের গতি অনুসারে উঠা নামা করিতে পারে। বৈদেশিক বিনিময় বাজার অনিয়ন্ত্রিত হইলে, কখনও বিনিময়হার চড়া হয়, কখনও বিনিময়হার কমিয়া যায়। এক টাকার

বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রা যদি বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় তাহা হইলে টাকার বিনিময়হার বাড়িয়াছে বলা হইবে; এবং একটাকার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রা যদি কম পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা হইলে টাকার বিনিময়-হার কমিয়াছে বলা হইবে—অর্থাৎ সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রা পাইতে হইলে, বেশী পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা দিতে হইবে। বিনিময়হারের পতনকে টাকার বৈদেশিক মূল্যাপকর্ষ (exchange depreciation) বলা হয়। দুইটি দেশের মধ্যে যদি কাগজী মুদ্রা থাকে তাহা হইলে টাকার এই মূল্যাপকর্ষকে সরাসরি হিসাব করা হয়; কিন্তু যদি স্বর্ণমান থাকে তাহা হইলে টাকার মূল্যাপকর্ষকে স্বর্ণের মাধ্যমে হিসাব করা হয়। যদি দেখা যায়, পূর্বে একভরি স্বর্ণ ১০০ টাকার সমান ছিল কিন্তু পরে একভরি স্বর্ণ ২০০ টাকার সমান হইয়াছে তাহা হইলে স্বর্ণের অনুপাতে যে-দেশের মুদ্রা অপরিবর্তিত রেশিও বজায় রাখিয়াছে সে দেশের মুদ্রার সহিত প্রথম দেশের মুদ্রার বিনিময়হারে পতন হইবে। ইহাকে বলা হয় স্বর্ণের হিসাবে মুদ্রামূল্য হ্রাস (devaluation)।

কোনও দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স-এ বা মূল্যপ্রদান ব্যালান্স-এ যদি অসমতা বা ঘাটতি সৃষ্টি হয় তাহা হইলে মুদ্রার বিনিময়হার হ্রাসের দ্বারা ঐ ঘাটতি বেশ কিছুটা দূর করিতে পারা যায়। মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার হ্রাস পাইলে একদিকে দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে উহার আমদানী হ্রাস পায়।

ধরা যাক, ক-দেশের এক টাকা খ-দেশের ১ টাকার সমান ছিল; কিন্তু যে কোন কারণেই হউক ক দেশের টাকার বিনিময়হার কমিয়া গিয়াছে। "ক" দেশের দুইটাকা "খ" দেশের ১ টাকার সমান হইয়াছে। বিনিময় হারের এইরূপ পরিবর্তন হইলেই "ক" দেশে উৎপাদিত পণ্য খ দেশে সস্তা হইয়া যাইবে। ধরা যাক, "ক" দেশে কলম উৎপাদিত হয় এবং একটি কলমের দাম ১০ টাকা (ক দেশের টাকার হিসাবে)। বিনিময়হার যখন ক ১ = খ ১ ছিল তখন ঐ কলম খ দেশে চালান যাইলে খ দেশের লোক উহা কিনিয়া ১০টি খ টাকা দিতে বাধ্য হইত। ক দেশের ঐ কলমের দাম 'খ'-দেশে ছিল ১০ টাকা। কিন্তু ক দেশের টাকার বিনিময়হার কমিয়া গিয়া যখন ২ক = ১খ হইল, তখন ১০ টাকা দামের (ক দেশের

টাকায় হিসাবে) একটি কলম খ দেশে চালান যাইলে খ দেশের লোকের নিকট উহার দাম খুব সস্তা হইয়া যাইবে। কারণ 'খ' দেশের লোকে তাহাদের ৫ টি টাকা দিয়া ক দেশের ১০ টি টাকা পাইবে, এবং উহার দ্বারা কলমের দাম পরিশোধ করিবে। এইভাবে 'ক' দেশের পণ্য খ দেশের বাজারে খুব সস্তা হইয়া যাইবে। সস্তা হইলেই উহা খুব জনপ্রিয় হইবে। ফলে ক-দেশের মাল খ দেশে খুব রপ্তানী বাড়িবে। এইভাবে টাকার বিনিময়হার হ্রাস পাইলে দেশের পণ্য বিদেশে সস্তা হইয়া রপ্তানী খুব বাড়ে।

অপর দিকে, বিনিময়হার হ্রাসের দ্বারা বিদেশের সামগ্রী দেশের বাজারে দুর্মূল্য হইয়া উঠে। বিনিময়হার হ্রাস পাইলে একই পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা পাইতে গেলে, বেশী পরিমাণ দেশী মুদ্রা দিতে হয়। উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে যখন ১ক=১খ ছিল তখন খ দেশে উৎপাদিত একটি ১০ টাকা দামের সামগ্রী কিনিলে ক দেশের লোকে ১০ (ক) টাকা প্রদান করিত। কিন্তু বিনিময়হার যদি ২ক=১খ হয়, তাহা হইলে ঐ একই সামগ্রীর জন্য ক দেশের লোককে এক্ষণে ২০ টাকা দিতে হইবে, কারণ এক্ষণে খ দেশের ১০ টাকা পাইতে হইলে ক দেশের লোককে ২০ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। ইহার ফলে, 'ক' দেশের নিকট বিদেশী পণ্য যে অনুপাতে বিনিময় হার কমিয়া গিয়াছে সেই অনুপাতে মহার্ঘ হইয়া যাইবে। ক দেশে বিদেশী পণ্যের বেচাকেনা কমিয়া যাইবে, অর্থাৎ বিদেশী পণ্যের আমদানী কমিয়া যাইবে।

এই কারণে দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার কমিয়া গেলে যুগপৎ রপ্তানী বাড়িয়া যায় এবং আমদানী কমিয়া যায়। দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স যদি প্রতিকূল হয় তাহা হইলে বিনিময়হার হ্রাসের দ্বারা ঘাটতি পরিহার করা যায়। সাধারণতঃ, বাণিজ্য ব্যালান্স বা মূল্যপ্রদান ব্যালান্সে দু এক বৎসর ঘাটতি হইলেই কোনও দেশ বৈদেশিক বিনিময়হার কমাইতে অগ্রসর হয় না। অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়া বা আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া মূল্য প্রদান ব্যালান্স এ সমতা আনিবার চেষ্টা করে। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের অসমতা যদি বেশ কিছু কাল ধরিয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে উহার হাতে যে বৈদিশিক মুদ্রা বা স্বর্ণ থাকে তাহা নিঃশেষ হইয়া যায় এবং বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় মাল আমদানী করিবার মত

কোনও সঙ্গতি তাহার হাতে আর থাকে না। এরূপ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট দেশ ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের মুদ্রার বৈদেশিক বিমিময়হার কমাইতে বাধ্য হয়। অনেক সময়ে একাধিক দেশ যুক্তভাবে ইহা করিতে অগ্রসর হয়। ১৯৪৯ সালে এইরূপ এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ব্রিটেন এবং ষ্টার্লিং অঞ্চলের সহিত যুক্ত বহু দেশ একই সঙ্গে ডলারের অনুপাতে নিজেদের মুদ্রার বিনিময়হার কমাইয়াছিল।

Q. 7. Describe the mechanism of adjustment in the balance of payments of a country. (Burdwan 1962)

Ans. বর্তমানে সকল দেশেরই মুদ্রার বিনিময়হার নিয়ন্ত্রিত। বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গতি যাহাতে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার এবং অপচয় না হইতে পারে তাহার জন্য বহু দেশ নাগরিকদিগকে বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্গতি যেরূপভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করিবার অবাধ স্বাধীনতা দেয় না। এ ক্ষেত্রে মুল্যপ্রদান ব্যালান্স-এ অসমতা সৃষ্টি হইলে, উহা দূর করিবার জন্য দেশের সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

কিন্তু যেক্ষেত্রে এরূপ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয় না, ব্যবসায়ীগণ ব্যবসায়ের সুবিধা অনুযায়ী আমদানী ও রপ্তানী করিতে পারে এবং লোকেও তাহাদের ইচ্ছামত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করিতে পারে সেক্ষেত্রে আমদানী রপ্তানীর সমতা (দৃষ্ট বস্তুর এবং অদৃশ্য সেবার) এবং বিনিময়হারের সংযোজন আপন আপনি সৃষ্টি হয়।

যদি একটি দেশের মুল্য প্রদান ব্যালান্স অনুকূল হয়, তাহা হইলে উহার বিনিময়হার বাড়িয়া যাইবে কারণ ঐ দেশটি পাওনাদার হইয়া যাওয়ায়, অপরাপর দেশগুলি উহার মুদ্রা বেশী করিয়া চাহিদা করিবে। এই দেশের মুদ্রা অপরাপর দেশ বেশী করিয়া চাহিদা করিলে উহার বিনিময়হার বাড়িবে এবং অন্যান্য দেশের বিনিময়হার কমিবে। ইহাতে পাওনাদার দেশটির মাল অপরাপর দেশে মহার্ঘ হইবে এবং অপরাপর দেশের মাল পাওনাদার দেশটিতে সস্তা হইয়া যাইবে। সুতরাং পাওনাদার দেশটির মাল বিদেশীরা ক্রয় করিবে কম কিন্তু বিদেশগুলির মাল পাওনাদার দেশটিতে বেশী করিয়া বিক্রয় হইবে। অতএব কিছুকাল পরেই দেখা যাইবে পাওনাদার দেশটির রপ্তানী কমিয়া গিয়াছে কিন্তু আমদানী বাড়িয়া গিয়াছে। কিছুকাল এই

অবস্থা চলিবার পর দেখা যাইবে যে পাওনাদার দেশটি আর পাওনাদার দেশ নাই। এবং আরও কিছুকাল পরে দেখা যাইবে যে উহা দেনাদার দেশে পরিণত হইয়াছে; অর্থাৎ উহার রপ্তানী কমিয়াছে এবং আমদানী রপ্তানী অপেক্ষা বেশী হইয়াছে।

এইভাবে দেশটি যদি দেনাদারদেশে পরিণত হয় তাহা হইলে বিনিময়-হারের উপর উহার প্রতিক্রিয়া হইবে। দেনাদারদেশের মুদ্রা অপরাপর দেশ বেশী করিয়া চাহিদা করিবে না, বরং অপরাপর দেশের মুদ্রা দেনাদার-দেশটি বেশী করিয়া চাহিদা করিবে। ইহাতে দেনাদারদেশটির টাকার বৈদেশিক মূল্য, অর্থাৎ বিনিময়হার, কমিয়া যাইবে। বিনিময়হার কমিয়া গেলে উহার পণ্য বিদেশে সস্তা হইয়া যাইবে এবং বিদেশী পণ্য উহার বাজারে মহার্ঘ হইয়া উঠিবে। স্বীয় পণ্য বিদেশে সস্তা হইবার দরুণ উহার রপ্তানী ক্রমশঃই বাড়িতে থাকিবে এবং অপরের পণ্য উহার বাজারে মহার্ঘ হইবার দরুণ উহার আমদানী ক্রমশঃই কমিতে থাকিবে। ইহাতে দেশটির দেনাদার অবস্থা ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকিবে—আমদানী রপ্তানীর মধ্যে যে অসমতা ছিল তাহা দূরীভূত হইয়া আমদানী রপ্তানী সমান হইয়া যাইবে।

মুদ্রাব্যবস্থা যেক্ষেত্রে অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা লইয়া গঠিত সেক্ষেত্রে বিনিময়হারের পরিবর্তনের দ্বারা আমদানী রপ্তানীর সমতা সৃষ্টি হয়। আবার সমতা সৃষ্টি করিতে গিয়া যদি আমদানী-রপ্তানীর সম্পর্কে বিপরীত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাহা হইলে উহার দ্বারাই বিনিময়হার পরিবর্তিত হইবে। এই বিনিময়হারের পরিবর্তন পুনরায় আমদানী রপ্তানীর সমতা সৃষ্টি করিবে।

কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে যদি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে স্বর্ণ চলাচলের দ্বারা এবং আভ্যন্তরীণ দামস্তরের উপর উহার দ্বারা সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার দ্বারা। একটি দেশের যদি রপ্তানী বেশী হয় এবং আমদানী কম হয় তাহা হইলে উহার বিনিময়হার বাড়িয়া যাইবে এবং স্বর্ণ আমদানীর বিন্দু ছাড়াইয়া যাইবে। উহাতে বিদেশ হইতে স্বর্ণ এদেশে চলিয়া আসিবে। যে দেশ হইতে স্বর্ণ চলিয়া আসিল সেদেশে মুদ্রাসঙ্কোচন ঘটিয়া দামস্তর কমিয়া যাইবে এবং যে দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিল সেদেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া দামস্তর বাড়িবে। পাওনাদার দেশে দামস্তর বাড়িলে

উহার সামগ্রীর বৈদেশিক বাজারে বিক্রয়, অর্থাৎ রপ্তানী, কমিবে কিন্তু বিদেশী সামগ্রী সস্তা হইয়া যাওয়ায় উহার আমদানী বাড়িবে। মোট ফল দাঁড়াইবে যে পাওনাদার দেশের মূল্যপ্রদান ব্যালান্সে যে উদ্বৃত্ত ছিল উহা ধীরে ধীরে লুপ্ত হইবে। কিন্তু বেশ কিছুকাল ধরিয়া ঐ প্রক্রিয়া চলিবার পর (অর্থাৎ রপ্তানী হ্রাস এবং আমদানী বৃদ্ধি) ঐ দেশের মূল্যপ্রদান ব্যালান্সে ঘাটতি সৃষ্টি হইবে ; ইহাতে দেশটি দেনাদার দেশ হইবে। উহা বিদেশের অর্থ বেশী চাহিদা করিবে এবং বিদেশগুলি উহার অর্থ কম চাহিদা করিবে ; ফলে উহার বিনিময়হার পড়িতে থাকিবে এবং ক্রমশঃ "স্বর্ণ রপ্তানী বিন্দু" ছাড়াইয়া যাইবে। তখন উহার স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া যাইবে ; ফলে উহার মুদ্রা সঙ্কোচন ঘটিয়া দামস্তর কমিয়া যাইবে এবং বিদেশে মুদ্রা সম্প্রসারণ ঘটিয়া দামস্তর বাড়িতে থাকিবে। ইহাতে ঐ দেশের বিদেশে রপ্তানী বাড়িবে এবং বিদেশ হইতে আমদানী কমিবে। রপ্তানী বাড়িয়া ও আমদানী কমিয়া আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে পুনরায় সমতা সৃষ্টি হইবে।

Q. 8. "Our imports are paid for by our exports"— Elucidate (Cal. B. Com. 1956)

Ans. একটি দেশ যত মূল্যের আমদানী করে উহার দরুণ মূল্যপ্রদান করে নিজস্ব রপ্তানীর দ্বারা। ইহার অর্থ হইল যে প্রত্যেক দেশের আমদানী ও রপ্তানী শেষ পর্য্যন্ত সমান হয়। একটি দেশ যতখানি রপ্তানী করিতে পারে ততখানি আমদানী করিতে পারে এবং যতখানি আমদানী করে তত-খানি তাহাকে রপ্তানী করিতে হইবে। এখানে অবশ্য আমদানী রপ্তানী বলিতে শুধুমাত্র সামগ্রীর আমদানী রপ্তানী বুঝাইতেছে না, একদিকে সামগ্রী ও সেবাকার্যের রপ্তানী ও অপরদিকে সামগ্রী ও সেবাকার্য্যের আমদানী, এইরূপ বুঝাইবে। ইহাকে যথাক্রমে মোট রপ্তানী এবং মোট আমদানী, এইরূপ বলা যাউক। এই অর্থে মোট আমদানী ও মোট রপ্তানী সমান হইলে বুঝিতে হইবে দেশটির মোট পাওনা এবং মোট দেনা সমান হইবে।

দেশের আমদানী ও রপ্তানীর অপরিহার্য সমতা দুই দিক হইতে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমতঃ একটি দেশের আন্তর্জাতিক ক্রয়ক্ষমতার দিক হইতে। দেশের মধ্যে লোকেদের আয় ব্যয় যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, আন্তর্জাতির বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ একটি দেশের ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষমতা

পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ধরা যাক ক হইল একটি দেশ এবং খ হইল ঐ দেশটি বাদে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশ। এক্ষেত্রে খ যদি ক-এর নিকট হইতে কম করিয়া মাল ক্রয় করে তাহা হইলে ক-এর হাতে বৈদেশিক মুদ্রা আসিবে কম, ফলে খ-এর নিকট হইতে ক-এর মাল কিনিবারও ক্ষমতা হইবে কম। খ যদি ক-এর মাল বেশী করিয়া ক্রয় করে তাহা হইলেই ক-এর হাতে খ-এর টাকা জমিবে এবং ক, খ-এর মাল বেশী করিয়া কিনিতে পারিবে। আবার এইরূপ যদি হয় ক-এর হাতে খ-এর টাকা জমিয়া উঠিয়াছে কিন্তু উহার দ্বারা ক, খ-এর মাল কিনিতেছে না (অর্থাৎ ক খ-এর টাকার বিনিময়ে নিজের টাকা ছাড়িতে প্রস্তুত নহে), তাহা হইলে ক-এর মাল কিনিবার মতন আর্থিক ক্ষমতা খ-এর হাতে থাকিবে না। ক-যে অনুপাতে বিদেশী মাল কেনা কমাইয়া দিবে, খ-ও সেই অনুপাতে ক-এর মাল কেনা কমাইয়া দিবে। এই আমদানী রপ্তানীর ক্ষমতা শুধু মালের দিক হইতেই দেখা হইবে না, উহা সমগ্রভাবে মাল এবং সেবাকার্যের দিক হইতে দেখা হইবে। একটি দেশ হয়তো অপরাপর বিদেশগুলিতে মাল রপ্তানী করে কম, এবং উহাদের নিকট হইতে মাল আমদানী করে বেশী, কিন্তু অদৃশ্য সেবাকার্য্যের রপ্তানীর দ্বারা তাহাকে ঐ ঘাটতি পোষাইয়া দিতে হয়।

কিন্তু ইহার দ্বারা ইহাই বুঝায় না, যে মাল এবং সেবাকার্য্যের আমদানী রপ্তানী প্রত্যেক বৎসরের শেষে সমান হইবেই ; কোন কোনও ক্ষেত্রে, বরং অনেক ক্ষেত্রে, প্রত্যেক বৎসরের হিসাবে ইহারা সমান হইয়াছে বলিয়া নাও দেখা যাইতে পারে। মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এ সাময়িকভাবে উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি হইতে পারে ; উদ্বৃত্ত হইলে, উহা বিদেশে ধার বা বিনিয়োগ হিসাবে রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বিদেশকে উহা একদিন না একদিন পরিশোধ করিতেই হইবে। ঘাটতি হইলে, দেশ উহা বিদেশের নিকট হইতে ঋণ বা বিনিয়োগ হিসাবে গ্রহণ করিবে, কিন্তু একদিন না একদিন তাহাকে উহা পরিশোধ করিতে হইবে।

স্বর্ণ আমদানী রপ্তানীতে যদি বাধা থাকে বা বৈদেশিক বিনিময়হার যদি কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকে তাহা হইলে আমদানী রপ্তানীর সমতা আসিতে বেশ দীর্ঘকাল লাগে। কিন্তু তাহা যদি না থাকে, তাহা হইলে স্বর্ণমান থাকিলে স্বর্ণের আমদানী রপ্তানীর দ্বারা, এবং স্বর্ণমান না থাকিলে

বিনিময়হারের পরিবর্তনের দ্বারা, আমদানী রপ্তানীর অসমতা শীঘ্রই দূরীভূত হয়। দেশের রপ্তানী যদি আমদানী অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে বিদেশ হইতে স্বর্ণ আসিবে এবং দেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া দামস্তর বাড়িবে। দামস্তর বাড়িলে আমদানী বাড়িবে এবং রপ্তানী কমিবে এবং উভয়ে সমান হইবে। অপর পক্ষে দেশের আমদানী যদি রপ্তানী অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া যাইবে; ইহাতে ঐ দেশের মধ্যে স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়া মুদ্রার পরিমাণ কমিবে এবং দামস্তর কমিবে। দামস্তর কমিলে উহার আমদানী কমিয়া যাইবে এবং রপ্তানী বাড়িবে এবং শেষ পর্য্যন্ত উভয়ে সমান হইবে। যদি স্বর্ণের আমদানী রপ্তানী সম্ভব না হয় তাহা হইলে বৈদেশিক বিনিময়হারের পরিবর্তনের দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। যদি কোন দেশের রপ্তানী বেশী হয় এবং আমদানী কম হয় তাহা হইলে উহার টাকার বিনিময়-হার বাড়িয়া যাইবে, তখন উহার পণ্যের দাম বিদেশে বাড়িয়া যাইবে এবং বিদেশী পণ্যের দাম উহার বাজারে কমিয়া যাইবে। ইহাতে রপ্তানী কমিয়া আমদানী বাড়িয়া উভয় সমান হইবে। অপর পক্ষে, আমদানী যদি রপ্তানী অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে টাকার বিনিময়হার কমিয়া যাইবে; উহাতে দেশের পণ্য বিদেশে সস্তা হইবে কিন্তু বিদেশী পণ্য দেশে মহার্ঘ হইবে। তখন আমদানী কমিয়া রপ্তানী বাড়ে।

Q. 9. Write a brief explanatory note on the objects and methods of exchange control (Cal B. Com. 1957.)

Ans. বিনিময় নিয়ন্ত্রণের অর্থ হইল খোলাবাজারে যে কেহ ইচ্ছামত বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেনা করিতে পারিবে না। বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেনা করিতে পারিবে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা, অথবা সরকারের দ্বারা, অনুমোদিত ব্যাঙ্ক। বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী বিনিময়হার উঠানামা করিতে দেওয়া হয় না। দেশীয় মুদ্রা এবং বৈদেশিক মুদ্রার মধ্যে বিনিময়হার সরকারের দ্বারা নির্দ্ধারিত করা থাকে; বৈদেশিক মুদ্রার যাহা কিছু ক্রয় বিক্রয় ঐ নির্দিষ্ট হারেই হইয়া থাকে। আবার এই নির্দিষ্ট হারে যে যতখুশী বৈদেশিক মুদ্রা কিনিতেও পারিবে না। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রা কিনিতে পারা যাইবে এবং একটি উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তি কতখানি বৈদেশিক মুদ্রা কিনিতে পারিবে সে সম্পর্কে

সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুমতি প্রয়োজন হয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ, দেশের আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যও নিয়ন্ত্রণ করা হয়, কারণ আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ না করিলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা করা এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার যথোচিত ব্যবহারের ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে।

বৈদেশিক বিনিময়' নিয়ন্ত্রণের জন্য, আইনের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রার বেপারী (dealer) নিয়োগ করে। বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলির মধ্য হইতেই এই বেপারী নিয়োগ করা হয় এবং উহাদিগকে এই উদ্দেশ্যে অনুমতিপত্র বা লাইসেন্স প্রদান করা হয়। দেশের ব্যবসায়ীরা বিদেশে মাল বিক্রয় করিয়া যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে উহা তাহারা এই ব্যাঙ্কগুলিকে বিক্রয় করিয়া উহার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রা সংগ্রহ করে। ব্যাঙ্কগুলি এইভাবে তাহাদের হাতে কত বৈদেশিক মুদ্রা জমিল তাহার হিসাব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট দিবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুমতি ব্যতীত বৈদেশিক মুদ্রা অপর কাহারও নিকট হস্তান্তর করিবে না। দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাহারা বিদেশ হইতে পণ্য আমদানীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন বোধ করিবে তাহারা কি পণ্য বাবদ কত বৈদেশিক মুদ্রা চাহে তাহার হিসাব দাখিল করিয়া পূর্ব হইতেই তাহাদের ব্যাঙ্কের মারফৎ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুমতি লইবে। এই অনুমতি পাইলে তবেই আমদানী করা যাইবে এবং উহার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান করা যাইবে। কিন্তু বিনিময়হার নিয়ন্ত্রণের জন্য, শুধুমাত্র বৈদেশিক মুদ্রার বণ্টনের উপরই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট হয় না, ব্যাপকভাবে যে সকল লেনদেনের দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা এবং দেশীয় মুদ্রার চাহিদা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা সে সকলই নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

যে প্রধান উদ্দেশ্যে বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাহা হইল বৈদেশিক মুদ্রা যথাসম্ভব উপার্জন করা এবং উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার যথাসম্ভব সাশ্রয় করা। এই মূল উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করিয়াই অপরাপর উদ্দেশ্য অবস্থিত। মোটামুটিভাবে উদ্দেশ্যগুলিকে নিয়রূপে বিশ্লেষণ করা চলে।

প্রথমতঃ, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ধার করিবার জন্য বা একত্রিতভাবে

সংগ্রহ করিবার জন্য বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যথা, যুদ্ধের সময়ে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সাম্রাজ্যিক ডলার তহ্‌বিল (Empire Dollar Pool) গড়িয়া তুলা হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে সরকার মূল্যবান ডলার সংগ্রহ করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, অনুকূল বাণিজ্য সর্ত স্থিরীকরণের জন্য বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দেশের সামগ্রী কতখানি দিয়া বিদেশী সামগ্রী যতখানি পাওয়া যাইবে তাহাই হইল বাণিজ্য সর্ত। এই বাণিজ্য সর্ত পরস্পরের সামগ্রীর চাহিদার উপর নির্ভর করে বটে কিন্তু বিনিময়হারেরও উহার উপর অনেক প্রভাব আছে। সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রার জন্য বেশী পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা দিতে হইলে বাণিজ্য সর্ত (term of trade)-এর পতন ঘটিল ; বিপরীত ক্ষেত্রে বাণিজ্য সর্তের উত্থান ঘটে।

তৃতীয়তঃ, মূল্যপ্রদান ব্যালান্স-এ ভারসাম্যাভাব (disequilibrium) উপস্থিত হইলে বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা উহা শুধরাইবার চেষ্টা করা হয়। রপ্তানী কম হইয়া যদি আমদানী বেশী হইয়া যায়, তাহা হইলে আমদানী কমাইবার জন্য বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা যায়।

চতুর্থতঃ, সমগ্রভাবে কোনও দেশের আমদানী না কমাইয়া কোনও একটি বিশেষ বিদেশী মুদ্রা সাশ্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষ দেশটি হইতে আমদানী কমাইয়া অন্য কোনও দেশ হইতে আমদানী করার প্রয়োজন হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যেও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিতে পারা যায়। যেমন ১৯৪৯ সালে মুদ্রামানহ্রাসের (devaluation) পর ভারত ডলার অঞ্চল হইতে আমদানী কমাইয়া ষ্টার্লিং অঞ্চল হইতে ঐ সকল পণ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে ডলার সংগ্রহ করা কষ্টকর এবং ষ্টার্লিং সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ করা হইয়াছিল।

একাদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় (Public Finance)

Q. 1. State and examine the doctrine of maximum social advantage.

Ans. সাধারণ লোক এবং অর্থনীতিবিদ, উভয় পর্য্যায়ের লোকেরই একসময়ে ধারণা ছিল, সরকার যত অল্প কর আদায় করিবেন এবং অল্প অর্থ ব্যয় করিবেন, জনসাধারণের ততই মঙ্গল। এই ধারণা সৃষ্টিতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূলকথাই হইল সরকারের অতিরিক্ত ক্রিয়াকলাপ ব্যক্তির পক্ষে অহিতকর। কেহ কেহ সরকারের সকল প্রকার ব্যয়কেই "অনুৎপাদনশীল" (unproductive) বলিয়া গণ্য করিতেন; তাঁহাদের ধারণা ছিল, ব্যক্তির অর্থ ব্যক্তির নিকট থাকিলেই উহা সমাজের পক্ষে যথাসম্ভব মঙ্গলজনক হইবে।

আধুনিক যুগে, খুব বেশী সংখ্যক লোকে এই ধারণার বশবর্তী নহে। সরকার কর্ত্তৃক কর সংগৃহীত হইলে উহা যে লোকের স্বার্থহানি ঘটায় না তাহা স্বীকৃত হওয়াই উচিত। করদাতার পক্ষে কর প্রদান করা অসুবিধাজনক, কিন্তু সরকার কর্ত্তৃক কর আদায় হইলে উহা সর্বসাধারণের উপকার সাধন করিতে পারে। যথা, লোকের স্বাস্থ্যের পক্ষে অথবা সামাজিক নীতির পক্ষে যে সকল বস্তুর ব্যবহার অপকারজনক ঐ সকল বস্তুর উপর কর ধার্য্য করা হইলে লোকে উহা কম ব্যবহারে বাধ্য হইবে এবং উহাতে তাহারা উপকৃত হইবে। আমদানী সামগ্রীর উপর কর আরোপ করিলে উহার দাম বাড়িয়া যায় বটে কিন্তু উহার দ্বারা দেশের শিল্প গড়িয়া উঠিতে সাহায্য পায় এবং লোকের কর্মসংস্থান ও উপার্জন বাড়ে। আবার সরকার করলব্ধ আয় যখন ব্যয় করিয়া থাকেন তখন উহা জাতিগঠনমূলক এবং উন্নয়নমূলক কার্যে ব্যয় করিলে, লোকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং জীবনভোগের পরিসর বৃদ্ধি পায়।

অবশ্য সরকার কর্ত্তৃক অর্থ সংগৃহীত হইলেই এবং সরকার কোনও না কোনও প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করিলেই যে উহার দ্বারা জনগণ উপকৃত হয় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে সরকার কর্ত্তৃক কর সংগ্রহ এবং ব্যয় নির্বাহ এরূপভাবে হওয়া উচিত যাহাতে জনসাধারণের মঙ্গল হইবে সর্বাধিক।

সরকার যখন করের দ্বারা বা ঋণের দ্বারা অর্থসংগ্রহ করেন এবং উহা দেশের নানা প্রয়োজনে ব্যয় করেন। ইহাতে দেশের মধ্যে অর্থ হস্তান্তর করা হয়; একশ্রেণীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আর এক শ্রেণীর নিকট উহা প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের ক্ষতি হইবে, না মঙ্গল হইবে তাহা নির্ভর করে সরকার কোন্ শ্রেণীর নিকট হইতে অর্থ লইয়া কোন্ শ্রেণীর নিকট হস্তান্তরিত করিয়াছেন তাহার উপর। যথা, যাহাদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিলে উহা অলস সঞ্চয়রূপেই পড়িয়া থাকে, দেশের উৎপাদনক্ষম সঙ্গতিরূপে কাজ দেয় না, তাহাদের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া সরকার যদি এরূপ শ্রেণীর নিকট উহা হস্তান্তরিত করেন যাহারা ঐ অর্থ শিল্প বাণিজ্যে নিয়োগ করিয়া দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিবে, তাহা হইলে সরকারের এই অর্থসংগ্রহ ও ব্যয় সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। সরকার নিজেও ঐ অর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে বা বাণিজ্যে বিনিয়োগ করিলে সমাজের পক্ষে উহা মঙ্গলজনক হইবে। আবার এরূপও হইতে পারে যে সরকার ধনীর নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া দরিদ্রের নিকট উহা হস্তান্তরিত করেন, এরূপ সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যাহাতে দরিদ্রের অর্থাগম হয়, কিন্তু করব্যবস্থা এমনভাবে বিন্যাস করেন যাহাতে ধনীর স্কন্ধেই করবোঝা চাপে বেশী। এইরূপে সরকারের আয় ব্যয় এমনভাবে করা যাইতে পারে এবং করা উচিত যাহাতে উহার দ্বারা সমাজের সর্বাধিক মঙ্গল হয়।

Q. 2. How do you define a tax? Discuss the canons of taxation.

Ans. জনসাধারণ রাষ্ট্রের নিকট হইতে সুনির্দিষ্টভাবে কি বস্তু বা সেবাকার্য পাইল তাহা বিবেচনা না করিয়াই রাষ্ট্রকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থপ্রদান করে তাহাকেই কর (tax) বলা হয়। সুতরাং করের মধ্যে দুইটি মূল বৈশিষ্ট আছে: প্রথমতঃ, সরকার ইহা বাধ্যতামূলকভাবে জনসাধারণের নিকট হইতে আদায় করিয়া থাকেন; কর প্রদান করা বা না করা লোকের ইচ্ছাধীন নহে। সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া যাহার উপর যেরূপ কর আরোপ করিবেন তাহার পক্ষে সেইরূপ কর প্রদান করা বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের সাধারণ মঙ্গলজনক কার্যের জন্য, অর্থাৎ সর্বসাধারণের হিতার্থেই এই করের অর্থ ব্যয় হয়, কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থে নহে। সুতরাং রাষ্ট্র

যখন আদায় করে তখন কাহারও সহিত রাষ্ট্র সুনির্দিষ্ট চুক্তি করিয়া তাহাকে কি বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিবে এরূপ কোন অঙ্গীকার প্রদান করে না। এই জন্য টাউজিগ বলিয়াছেন যে সরকারের অন্যান্য প্রাপ্যের সহিত তুলনায় করের মূল বৈশিষ্ট্য হইল যে উহার ক্ষেত্রে করদাতা এবং সরকারের মধ্যে কোন সরাসরি কি দিয়া কি পাইলাম এরূপ বুঝাপড়া থাকে না। ("The essence of a tax as distinguished from other charges of Government is the absence of any direct *quid pro quo* between the tax payer and the public authority." Taussig)

কর ধার্য্যের মূল সূত্র

যদিও জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রকে কর দিয়া থাকে তথাপি রাষ্ট্র করধার্য্য করে নিজের ব্যয় নির্বাহের জন্য—কর ধার্য্যের উদ্দেশ্য জনগণকে শাস্তি প্রদান বা হয়রানি করা নহে। সুতরাং কর আরোপ এবং সংগ্রহের মধ্যে কতিপয় নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ কিভাবে রাষ্ট্রের পক্ষে কর আদায় করা উচিত সে সম্পর্কে কতিপয় মূল সূত্র প্রদান করিয়াছেন। এগুলিকে নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা চলে :

(১) **সমতার সূত্র** (Canon of equality): কর ধার্য্য সম্পর্কে এডাম স্মিথ-এর সর্বপ্রথম সূত্র হইল যে রাষ্ট্র সকলের প্রতি সমান আচরণ করিবে। কর আদায়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে করপ্রদাতাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা উচিত। প্রত্যেক লোক যখন নিজের সামর্থ্য (ability) অনুযায়ী কর প্রদান করিবে—তখনই বাস্তবে এইরূপ সমতা উপলব্ধি করা সম্ভব। "সামর্থ্য" বলিতে কি বুঝায় তাহার ব্যাখ্যা প্রদানে এ্যাডাম স্মিথ বলিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার উপার্জন অনুযায়ী কর প্রদান করিলে "সামর্থ্য" অনুযায়ী কর প্রদান করা হইবে। যাহার অধিক উপার্জন সে অধিক কর প্রদান করিবে এবং যাহার অল্প উপার্জন সে অল্প কর প্রদান করিবে।

(২) **নিশ্চয়তার সূত্র** (Canon of Convenience): অযথা করদাতার অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রের কোনই লাভ নাই। কর সংগ্রহের উদ্দেশ্য হইল নিছক কর সংগ্রহ, শাস্তি প্রদান নহে। করদাতার যথাসম্ভব সুবিধার জন্য, কোন্ সময়ে কর দিতে হইবে, কাহার নিকট কোথায় গিয়া

উহা দিতে হইবে, ঠিক কত পরিমাণ কর দিতে হইবে—এ সম্বন্ধে সঠিক নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন। কর ব্যবস্থার মধ্যে যতই অনিশ্চয়তা থাকিবে, করদাতার ততই অসুবিধা হইবে এবং কর আদায় করাও সেই অনুপাতে কষ্টকর হইতে পারে।

(৩) **সুবিধার সূত্র** (Canon of convenience)—রাষ্ট্র যে কর সংগ্রহ করিবে উহা সংগ্রহ করিবার সময় ও পদ্ধতি এরূপ ভাবে নির্দ্ধারণ করা উচিত যাহাতে নির্দিষ্ট কর প্রদান করা করদাতার পক্ষে যথাসম্ভব সুবিধাজনক হয়। জনসাধারণের আয়ের সময়ে কর সংগ্রহ না করিয়া যদি তাহাদের ব্যয়ের সময়ে কর আদায় করা হয়, তাহা হইলে কর দাতাদের পক্ষে উহা যথেষ্ট অসুবিধাজনক হইবে।

(৪) **ব্যয় সঙ্কোচের সূত্র** (Canon of economy)—কর আদায় করিবার খরচাই যদি অত্যধিক হয় তাহা হইলে নীট আদায়ের পরিমাণ হইবে অল্প; করদাতাদিগের নিকট হইতে যে পরিমাণ কর আদায় করা হইবে তাহার একটি মোটা অংশ শেষ পর্য্যন্ত সরকারের হাতে আসিয়া পৌঁছাইবে না। সুতরাং যথাসম্ভব ব্যয় সংকোচের সহিত কর আদায়ের ব্যবস্থা করা উচিত।

এ্যাডাম স্মিথের এই সূত্রগুলির সহিত আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ আরও দুইটি সূত্র যোগ করিয়া থাকেন। **প্রথমতঃ** সামান্য পরিমাণই রাজস্ব সংগ্রহ করে এরূপ বহু সংখ্যক কর স্থাপন করা সঙ্গত নহে, উহাতে অর্থনৈতিক জীবনে প্রচুর বিঘ্ন সৃষ্টি হয় অথচ রাজস্ব বেশী আদায় হয় না। সুতরাং অধিক রাজস্ব উৎপাদন করিতে সক্ষম এরূপ কতিপয় কর স্থাপন করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ অধিক সঙ্কোচ প্রসারক্ষম কর ধার্য্য করা উচিত। এরূপ কর আরোপ করাই বিধেয় যাহার হার (rate) বৃদ্ধির দ্বারাই প্রয়োজনের সময়ে অধিক অর্থ আদায় হয়—নূতন নূতন কর বসানো প্রয়োজন হইবে না। আবার উহার হার হ্রাসের দ্বারাই করভার লাঘব করা যাইতে পারে।

Q. 3. Discuss the main principles of taxation.

Ans. সমষ্টিগত স্বার্থ উপলব্ধির জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। কর ধার্য্যের ক্ষেত্রে সেই কারণে রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ অপক্ষপাতমূলক ব্যবহার করা। এই অপক্ষপাতমূলক ব্যবহারের মূলকথা হইল ন্যায়-বিচার

(equity)। সকল অধিবাসীদের মধ্যে এবং সকল শ্রেণীর মধ্যে ন্যায় ব্যবহার প্রয়োজন। কিন্তু আসল প্রশ্ন হইল, বাস্তবক্ষেত্রে কি নীতি অনুসরণ করিলে রাষ্ট্রের পক্ষে এইরূপ ন্যায় ব্যবহার করা সম্ভব হইবে। এ সম্পর্কে তিনটি নীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় : (ক) কার্য প্রদানের খরচার নীতি ; (খ) ব্যক্তিগত কর প্রদাতার উপকারের নীতি এবং (গ) কর প্রদানের ক্ষমতার নীতি।

(ক) কার্য প্রদানের খরচার নীতি (Cost of service principle)

এই নীতির মূল কথা হইল, যে জনসাধারণকে বিবিধ কার্য প্রদানের নিমিত্তই রাষ্ট্র কর সংগ্রহ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিকট হইতে যেরূপ কার্য গ্রহণ করে তাহার নিকট হইতে সেইরূপ কার্য প্রদানের খরচা সংগ্রহ করাই ন্যায় সঙ্গত।

একটু চিন্তা করিলেই কিন্তু দেখা যাইবে যে রাষ্ট্রের এই নীতি অনুযায়ী কার্যকর করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব নহে ; রাষ্ট্রের কতিপয় দপ্তর আছে যেখান হইতে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে কার্য গ্রহণ করিতে পারে এবং তদনুযায়ী তাহাদের নিকট হইতে মূল্য আদায় করা যাইতে পারে—যথা ডাক ও তার বিভাগ, রেলপথ ইত্যাদি : কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র যে কার্য প্রদান করে তাহা সমষ্টিগত, ব্যক্তি বিশেষকে ঐ কার্য প্রদান করিতে রাষ্ট্রের কত খরচা পড়িয়াছে তাহা হিসাব করা সম্ভব নহে।

(খ) কার্যপ্রদানের উপকারের নীতি (Benefit of service principle)

রাষ্ট্রের কার্য হইতে যে ব্যক্তি যেরূপ উপকার ও সুবিধা ভোগ করিতেছে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে সেই অনুপাতে কর আদায় করা উচিত —ইহাই এই নীতি ব্যাখ্যা করে। রাষ্ট্রের বিবিধ কার্য হইতে সকল ব্যক্তিই কিছু না কিছু সুবিধা ভোগ করে অর্থাৎ উপকার লাভ করে। এই উপকার লাভ অনুযায়ী প্রত্যেকের নিকট হইতে কর সংগৃহীত হওয়া উচিত।

কিন্তু এই নীতিকেও বাস্তব রূপ দান করা সম্ভব নহে। দরিদ্রগণই রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিক উপকারের প্রত্যাশী—সঙ্গতিশালী ব্যক্তিরা নিজেদের উপকার নিজেরাই করিতে অধিকাংশেই সক্ষম। সুতরাং এই নীতি অনুযায়ী কার্য করিতে গেলে, ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার তো দূরের কথা বরং অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহারই হইবে।

(গ) কর প্রদানের ক্ষমতার নীতি (Ability to pay principle)

Q. 4. Explain the canon of ability in taxation. Do equal incomes represent equal ability to pay taxes?

or

Comment on the different senses in which the term "ability to pay taxes" has been interpreted.

Ans. আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ কার্য প্রদানের খরচা অনুযায়ী কর আদায় করিবার নীতি সমর্থন করেন না। আধুনিক অর্থনীতিবিদদিগের অভিমতে, কর ব্যবস্থায় নাগরিকদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ ন্যায়-সঙ্গত ব্যবহার করা চলে, যদি প্রত্যেককে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করিতে বলা হয়। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করিবার দায়িত্ব সকল নাগরিকের এবং এই দায়িত্ব সকলেই পালন করিবে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী। সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদানের নীতির কোন বিরোধিতা নাই। বিরোধিতা না থাকিলেও উহার বাস্তব রূপ প্রদানে জটিলতা রহিয়াছে। কারণ, ব্যক্তিগত সামর্থ্য কিসের দ্বারা বিচার করা হইবে? অর্থাৎ ব্যক্তির কোন্ বিষয় হইতে বুঝা যাইবে তাহার সামর্থ্য বেশী না কম।

কেহ কেহ বলেন, "সম্পত্তি"কে ব্যক্তিগত সামর্থ্যের মান রূপে বিচার করা উচিত। সম্পত্তিশালী ব্যক্তির সামর্থ্য অধিক এবং সম্পত্তিবিহীন ব্যক্তির সামর্থ্য কম; সুতরাং যাহার অধিক সম্পত্তি আছে সে অধিক কর প্রদান করিবার সামর্থ্য রাখে, এবং যাহার সম্পত্তি আছে অল্প সে অল্প কর প্রদান করিবার সামর্থ্য রাখে। সম্পত্তিবিহীন ব্যক্তির কোনও কর প্রদানের সামর্থ্য নাই, সুতরাং তাহার নিকট হইতে কর আদায় করা অসঙ্গত।

আপাত দৃষ্টিতে সঙ্গত মনে হইলেও কিন্তু, সম্পত্তির ভিত্তিতে কর আদায় করিলেও ঠিক সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা হইবে না। বহু ব্যক্তি আছে যাহাদের সম্পত্তি খুব অল্প কিন্তু তাহারা যথেষ্ট উপার্জন করে এবং যথেষ্ট আরাম ও বিলাসের মধ্যে জীবন যাপন করে। সম্পত্তি নাই বলিয়া ইহাদের কর প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই বলা অবাস্তব।

কেহ কেহ অভিমত দিলেন যে লোকের ব্যয় অনুযায়ী সামর্থ্য বিচার করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি অধিক ব্যয় করিতেছে, বুঝা উচিত যে তাহার

অধিক ব্যয় করিবার সামর্থ্য আছে এবং সেহেতু অধিক কর প্রদানের সামর্থ্য আছে। যাহার ব্যয় কম তাহার ব্যয় করিবার সামর্থ্য কম বলিয়াই ধরিতে হইবে এবং সেহেতু তাহার কর প্রদানের ক্ষমতাও কম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যয়কে যে কর প্রদান ক্ষমতার পরিচায়ক রূপে গণ্য করা উচিত নহে তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। একজন ব্যক্তি যে অপর এক ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতেছে তাহার কারণ হইতে পারে যে তাহার অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পোষ্যবর্গ পালন করিতে হয়। যাহাকে অধিক সংখ্যক পোষ্য প্রতিপালন করিতে হয় সংসার যাত্রা নির্বাহে সে অধিক বিব্রত—তাহার কর প্রদানের ক্ষমতা যে অধিক হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

ঐ সকল কারণেই সম্পত্তি বা ব্যয়কে করপ্রদান ক্ষমতার পরিচায়ক-রূপে গণ্য না করিয়া ব্যক্তির উপার্জন অনুযায়ী করপ্রদান ক্ষমতা বিচার করা উচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। উপার্জন বলিতে এখানে মুদ্রাগত উপার্জনকে (money income) বুঝায়।

অবশ্য উপার্জনের উপর কর বসাইবার পূর্বে যথাযোগ্য বিবেচনার দ্বারা উপার্জনকে সঠিক এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে দাঁড় করাইতে হইবে। এই সকল বিবেচনা মোটামুটি নিম্নরূপ :

প্রথমতঃ, সংশ্লিষ্ট উপার্জনটি যে সময়ের মধ্যে করা হইয়াছে সেই সময়ের ব্যাপ্তি।

দ্বিতীয়তঃ কলকারখানা হইতে বা ব্যবসা বাণিজ্য হইতে যাহাদের উপার্জন হয় তাহাদের উপার্জন হইতে পুঁজির ক্ষয়ক্ষতিজনিত খরচা বাদ দেওয়া উচিত।

তৃতীয়তঃ, উপার্জনটি সম্পত্তি হইতে না ব্যক্তিগত পরিশ্রমের দ্বারা করা হইয়াছে তাহা বিচার করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, কর প্রদাতার পরিবারের মধ্যে পোষ্যসংখ্যা বিচার করা উচিত।

পঞ্চমতঃ, আয়ের মধ্যে কতখানি উদ্বৃত্ত আছে তাহা বিচার করিতে হইবে।

উপার্জনের উপর কর ধার্য্য করিলে অর্থাৎ উপার্জন অনুসারে কর

সংগ্রহ করিলে এবং উহার জন্ম উপার্জনকে যথাযথ বিবেচনার দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণে পরিণত করিলে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা সম্ভব। তথাপি প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে কাহার উপার্জনের কতখানি অংশ রাষ্ট্র কর্তৃক কররূপে গৃহীত হইলে সকলের নিকট হইতে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা হইবে এবং সকলের প্রতি সুবিচার করা হইবে।

সকল ব্যক্তির নিকট হইতে সমপরিমাণ অর্থ আদায় করিলে যে সকলের প্রতি সমান আচরণ করা হইল না, সকলের প্রতি সুবিচার করা হইল না, এ বিষয়ে সকল অর্থনীতিবিদ প্রথমাবধি একমত। যাহার বেশী আয় সে বেশী কর দিবে, যাহার কম আয় সে কম কর দিবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিলে তবেই সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা সম্ভব। ইহা দুইভাবে করা যায়। (১) আনুপাতিক কর ধার্যের দ্বারা (২) ক্রমবর্ধমান কর ধার্যের দ্বারা। আনুপাতিক কর ধার্যের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট হার (rate) স্থির করা হয় এবং সকলের উপার্জন হইতে ঐ একই হারে কর আদায় করা হয়। একই হারে কর আদায় করিলেও অর্থের পরিমাণের দিক হইতে, যাহার কম আয় সে কম কর দেয় এবং যাহার বেশী আয় সে বেশী কর দেয়। যথা, যদি বলা হয় যে প্রত্যেকে তাহার নীট উপার্জনের ১০ শতাংশ কর দিবে তাহা হইলে যাহার ১০০ টাকা আয় সে ১০ টাকা কর দিবে এবং যাহার ১০০০ টাকা আয় সে ১০০ টাকা কর দিবে। একই হারে কর আদায় হইলে আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণে তারতম্য হইবে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান কর ধার্যের ক্ষেত্রে, কর আদায়ের হার (rate)-এই তারতম্য করা হইবে—সকলের নিকট হইতে একই হারে কর ধার্য্য করা হইবে না। যাহার যত বেশী আয়, তাহাকে তত বেশী হারে কর দিতে হইবে। যথা, এরূপ যদি ব্যবস্থা করা হয় যে যাহার ১০০ টাকা আয় সে আয়ের ১০ শতাংশ, যাহার ১০০০ টাকা সে আয়ের ১১ শতাংশ, যাহার আয় ২০০০ টাকা সে তাহার আয়ের ১২ শতাংশ দিবে, তাহা হইলে ক্রমবর্ধমান হারে কর আদায় করা সম্ভব হয়। ইহাকেই বলা হয় ক্রমবর্ধমান কর (progressive taxation)।

Q.5. On what grounds would you justify the principle of progressive taxation? What are its limitations? (Burd. 1962). On what grounds would you justify

the principle of progressive taxation?

Ans. যখন উপার্জনের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃই বর্ধিত হারে উপার্জনের উপর কর ধার্য্য করা হয়। তখন উহা ক্রমবর্ধমান কর ধার্য্য (progressive tax) রূপে গণ্য। এক্ষেত্রে উপার্জনের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত শুধু যে করের পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটে তাহাই নহে, যে হারে (rate) কর প্রদান করা হয় তাহারও বৃদ্ধি ঘটে ; ক্রমশঃই বর্ধিত হারে ধার্য্য হয় বলিয়া করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এক্ষেত্রে কম আয়েব লোকে তাহার আয়ের কম অনুপাত কর দেয় এবং বেশী আয়ের লোকে তাহার আয়ের বেশী অনুপাতে কর দেয়, অর্থাৎ যাহাদের আয় বেশী তাহাদিগকে আয়ের অনেক বেশী অংশ কর দিতে হয়।

ক্রমবর্ধমান কর ধার্য্যের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদত্ত হইয়া থাকে :

(১) কর প্রদানের সামর্থ্য অনুযায়ী যদি কর সংগ্রহ করিতে হয় তাহা হইলে ক্রমবর্ধমান হারে কর সংগ্রহের দ্বারাই উহা সম্ভব হইবে। অর্থনীতিবিদগণ বলেন, করদাতার নিকট হইতে কর চাহিবার অর্থ হইলতাহাকে কিছু ত্যাগ করিতে বলা—করের দাবী মাত্রই কিছু ত্যাগের দাবী। প্রত্যেককে কিন্তু সমান ত্যাগ স্বীকার করিতে আহ্বান করিতে হইবে। এই সমান ত্যাগ স্বীকার করাইতে পারা যায়, ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য্য করিয়া, কারণ যে ব্যক্তির যত অধিক উপার্জন, মুদ্রার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা (marginal utility of money) তাহার নিকট তত কম। যাহার ১০০০ টাকা আয়, তাহার নিকট ১ টাকার যে দাম, তাহা অপেক্ষা যাহার ১০০ টাকা আয় তাহার নিকট ১ টাকার দাম অনেক বেশী। আবার তাহা অপেক্ষাও যাহারআয় ১০ টাকা তাহার ১ টাকার দাম বেশী। টাকার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা যত কমিয়া যায়, করের হার তত বাড়াইলে তবেই সকল করদাতাকে সমান ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য করা যায়।

(২) চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সমাজের সর্বাঙ্গীন হিতের জন্য জনসাধারণের মধ্যে সম্পদ বণ্টনের যথাসম্ভব সমতা (equality in the distribution of wealth) আনয়নের পক্ষপাতী। সম্পদ বণ্টনের সমতার মধ্যে উপার্জনের সমতা সৃষ্টিও অঙ্গীভূত। ক্রমবর্ধমান হারে যদি সম্পত্তি ও উপার্জনের উপর

কর ধার্য্য করা হয়, তাহা হইলে ধনীর নিকট হইতে কর আদায় করিয়া সাধারণের হিতার্থে ব্যয় করিলে ধনবণ্টনে সমতা আনা সহজ ও সম্ভব হইবে।

(৩) উপার্জনের পরিমাণ যত অধিক হয়, তাহার মধ্যে উদ্বৃত্তের অংশ তত বেশী থাকে। যাহার উপার্জন কম, তাহার উপার্জনের অধিকাংশই ব্যয় হয় জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর। যাহার উপার্জন অধিক তাহার উপার্জনের কম অংশই নিছক জীবনধারণের জন্য ব্যয়িত হয়। সুতরাং উপার্জনের পরিমাণ অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান হারে কর আদায় করিলে ক্রমাগত অধিক উদ্বৃত্ত হইতেই সরকারের কর সংগৃহীত হইবে। ইহাতে সমাজের ক্ষতি হইবে সব থেকে কম।

ক্রমবর্ধমান কর ব্যবস্থার অসুবিধা (Limitations of Progressive Taxation)—ক্রমবর্ধমান হারে কর সংগ্রহ ব্যবস্থার কতকগুলি অসুবিধাও আছে :

(১) অত্যধিক হারে কর প্রদান করিতে হইলে ধনী লোকেরা কর প্রদানের দায়িত্ব পরিহারের জন্য অসৎ উপায় অবলম্বনে অধিক প্রণোদিত হয়। ইহাতে সরকারের কর সংগ্রহ আশানুরূপ হয় না।

(২) অধিকতর সম্পদ উৎপাদনের জন্য অধিকতর বিনিয়োগ প্রয়োজন। যাহাদের উপার্জনের মধ্যে উদ্বৃত্ত থাকে তাহারাই বিনিয়োগ করে। সুতরাং ক্রমবর্ধমান হারে কর সংগ্রহ করিলে পুঁজির সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাধা পায়।

(৩) উপার্জনের বৃদ্ধির সহিত মুদ্রার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়—ইহা যদি স্বীকার করাও যায় তাহা হইলেও উপার্জনের কোন্ স্তরে উহার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা কি পরিমাণে হ্রাস পাইল তাহার কোন সঠিক মাপকাঠি নাই। সুতরাং উপার্জনের কোন্ স্তরে করের হার ঠিক কিরূপ হওয়া উচিত, ইহার সঠিক নির্ধারণ হইতে পারে না।

Q. 6. What is meant by the incidence of a tax? (Cal B. A. Deg. 1964) Distinguish between shifting and incidence of a tax and state the factors that determine the incidence of a tax (Cal. BA. Deg 1962).

Discuss the factors that determine the incidence of taxation (B. A. Deg 1965).

Ans. সরকার যখন কোনও ব্যক্তিকে কর প্রদানের জন্য আদেশ করেন তখন কর প্রদানের চাপ তাহার উপরেই পড়িল বলিয়া বিবেচনা করা হইয়া থাকে। এই কর প্রদানের চাপকে বলা হয় আপাত বোঝা (impact); সরকার যাহার নিকট হইতে এই করের টাকা আদায় করিবেন, সেই ব্যক্তির উপর এই আপাত বোঝা আরোপিত হইল। কিন্তু যে ব্যক্তি এই আপাত বোঝা আপাততঃ বহন করিল তাহার পক্ষে উহা অপর কাহারও উপরে চাপাইয়া দিবার স্বাভাবিক প্রলোভন আসিবে। যে টাকা সে সরকারকে প্রদান করিতে বাধ্য হইল সে টাকা সে অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারে কিনা তাহা দেখিবার জন্য সচেষ্ট হইবে। অপরের নিকট বোঝা সরাইয়া দিবার এই কার্যকে বলা হয়, কর-এর বোঝা হস্তান্তরকরণ (shifting the burden of tax)।

ধরা যাক, সরকার প্রতিমণ তামাক পাতার উপর ২ টাকা হারে কর ধার্য্য করিলেন; তামাকের চাষী ২ টাকা হারে কর দিতে বাধ্য হইয়া করের আপাত বোঝা (impact) বহন করিল। কিন্তু সে তামাকের পাতা বিক্রয় করিবার সময় ক্রেতার নিকট হইতে ২ টাকা বেশী দাম আদায় করিয়া লইল। এক্ষেত্রে চাষী প্রথমে করের চাপ বহন করিল কিন্তু উহা ক্রেতার উপর সরাইয়া দিল। ধরা যাক, এই ক্রেতা একজন বড় বেপারী। এই বেপারী যখন উহা আড়তদারের নিকট বিক্রয় করিল তখন মন প্রতি ২ টাকা বেশী আড়তদারের নিকট হইতে আদায় করিল; এক্ষেত্রে বেপারী তাহার করের বোঝা আড়তদারের উপর সরাইয়া দিল। এই ভাবে করের বোঝা একজন আর একজনের উপর সরাইয়া দিতে থাকে; প্রথমে নিজে উহা প্রদান করে বটে কিন্তু নিজের পণ্যের বা কার্য্যের দাম বাড়াইয়া দিয়া অপরের নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লইল।

কিন্তু এইভাবে নিজের বোঝা অপরের নিকট সরাইয়া দেওয়া ক্রমাগতই সম্ভব হইবে না। ক্রমাগত হস্তান্তর হইতে হইতে একজায়গায় আসিয়া উহা বাধা পাইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি শেষবার করের টাকা দিয়াছিল তাহার পক্ষে অন্য কাহারও নিকট উহা সরাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। যে ব্যক্তি

এইভাবে নিজ করের সমান টাকা আর কাহাকেও দিল কিন্তু ঐ বোঝা অন্য কাহারও নিকট সরাইয়া দিতে পারিল না, করের প্রকৃত বোঝা (incidence of the tax) তাহাকেই বহন করিতে হইল। এক্ষেত্রে আপাত বোঝা পড়িল একজনের উপর কিন্তু প্রকৃত বোঝা পড়িল আর একজনের উপর। উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে ধরা যাক, আড়তদার ঐ তামাক বিক্রয় করিল তামাক জোগানের ঠিকাদারকে এবং আড়তদার ঠিকাদারের নিকট হইতে ২ টাকা বেশী দাম আদায় করিয়া লইল। ঠিকাদার ঐ তামাক যোগান দিল সিগ্রেট কোম্পানীকে এবং কোম্পানীর নিকট হইতে ২ টাকা বেশী দাম আদায় করিয়া লইল। কোম্পানী উহা হইতে সিগ্রেট তৈয়ারী করিয়া ধূমপায়ীদিগের নিকট বিক্রয় করিল এবং সিগ্রেটের দামের সহিত ঐ ২ টাকা যোগ করিল। ধূমপায়ী সিগ্রেট কিনিয়া ঐ ২ টাকা অতিরিক্ত দিতে বাধ্য হইল কিন্তু নিজে ধূমপান করিবার পর ঐ বোঝা আর অপর কাহারও নিকট সরাইয়া দিতে পারিল না। সুতরাং ঐ করের শেষ বোঝা পড়িল ধূমপায়ার উপর; প্রকৃতপক্ষে ধূমপায়ীই ঐ কর সরকারকে প্রদান করিল।

উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে দেখানো হইতেছে যে করের প্রাথমিক চাপ (impact) পড়িতেছে তামাকের চাষীর উপর। অতঃপর ঐ বোঝা একজন অপরজনের উপর সরাইতে লাগিল, উহা হইল বোঝা হস্তান্তরকরণ (Shifting)। অবশেষে এমন একজন ঐ করের টাকা দিল যে আর অপরের নিকট উহা সরাইতে পারিল না। ঐ শেষ ব্যক্তিই ঐ করের প্রকৃত বোঝা বা incidence বহন করিল। সুতরাং করের আরম্ভ হইল প্রাথমিক চাপ বা বোঝা বহন, এবং শেষ হইল প্রকৃত বোঝা বহন এবং এই দুই-এর মধ্যে রহিয়াছে হস্তান্তরকরণ (Shifting)।

Q. 7. Discuss the factors that determine shifting and incidence of taxation. (B. A. 1958) On what general factors does the incidence of a tax on a commodity depend? Illustrate your answer with suitable examples. (B.A. 1962) Trace the incidence of a tax on (a) commodity and (b) income.

Ans. কর বোঝার যখন হস্তান্তর ঘটে তখন উহার দ্বারা পণ্যের

মূল্য বৃদ্ধি পায়। পণ্যের দাম যদি বাড়ানো সম্ভব হয় তাহা হইলে আপাত কর বোঝা যে বহন করিল সে প্রকৃত কর বোঝা অপরের নিকট অর্থাৎ ক্রেতার নিকট সরাইয়া দিতে পারে। অর্থাৎ ক্রেতার নিকট হইতে যদি অধিক দাম আদায় করিতে পারা যায় তবেই ক্রেতার নিকট হইতে বিক্রেতা করের টাকা উসুল করিতে পারিবে। অন্যথায় বিক্রেতা সরকারকে যে কর প্রদান করিবে তাহা নিজের পকেট হইতেই দিতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু সকল জিনিসেরই যে দাম বাড়াইতে পারা যাইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। অনেক জিনিস থাকিতে পারে যাহাদের দাম বাড়িলে বিক্রয় অত্যন্ত কমিয়া যাইবে; সেক্ষেত্রে বিক্রেতা দেখিতে পাইবে যে করের বোঝা অন্যের উপর চাপাইতে গিয়া অন্যভাবে লোকসান খাইয়া গেল। এরূপ ক্ষেত্রে বিক্রেতা করের বোঝা নিজেই বহন করিবে, অন্যের উপর চাপাইবে না। কিন্তু এরূপ কোন বস্তুর উপর যদি কর আরোপ করা হয়, যাহার দাম একটু বাড়িলেও খরিদ্দারেরা কিনিতে ছাড়িবে না, তাহা হইলে বিক্রেতা ক্রেতাদের উপর করের বোঝা চাপাইয়া দিতে পারিবে।

সুতরাং কোনও সামগ্রীর প্রকৃত কর বোঝা অপরের উপর সরানো যাইবে, কি যাইবে না, উহা সামগ্রীটির চাহিদার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সামগ্রীটির চাহিদা যদি সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হয়, তাহা হইলে দাম বাড়িলে চাহিদা খুব কমিয়া যাইতে পারে; এক্ষেত্রে করের প্রকৃত বোঝা বিক্রেতাকেই বহন করিতে হইবে। যথা, বেতার যন্ত্রের চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারক্ষম। উহার দাম বাড়িলে লোকে অক্লেশেই উহার চাহিদা কমাইয়া দিতে পারে, উহার উপর কর চাপিলে উহা বিক্রেতাকে বহন করিতে হইবে। অপরপক্ষে, যে সামগ্রীর চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারবিহীন (inelastic) উহার দাম বাড়াইলেও ক্রেতা উহার চাহিদা কমাইয়া দিতে পারিবে না, যথা চাউল, লবণ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এই ধরণের সামগ্রীর উপর কর বসিলে, বিক্রেতা ক্রেতার উপর কর বোঝা সরাইয়া দিতে পারে।

কিন্তু শুধু চাহিদার প্রকৃতির উপরেই উহা নির্ভর করে না, উহা যোগান-এর প্রকৃতির উপরেও নির্ভর করে। যদি যোগান সঙ্কোচপ্রসারক্ষম (elastic) হয় তাহা হইলে সামগ্রীটির বিক্রেতা যোগান কমাইয়া দিয়া খরিদ্দারদিগকে বেশী দাম দিতে (দাম এবং কর) বাধ্য করিতে পারে।

কিন্তু যোগান যদি সঙ্কোচপ্রসারবিহীন হয় (inelastic supply), তাহা হইলে বিক্রেতা সামগ্রীটির যোগান বাড়াইতে কমাইতে পারিবে না। সুতরাং যোগান কমাইয়া দাম বাড়ানো তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। প্রথম ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যোগান যখন সঙ্কোচপ্রসারক্ষম তখন কর বোঝা সরানো যাইবে; কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যোগান যখন সঙ্কোচপ্রসারবিহীন তখন উহা সরানো যাইবে না।

কিন্তু যোগান সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হইলে যে অবশ্যই কর বোঝা সরানো যাইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। ক্রেতার যদি কিনিবার গরজ না থাকে তাহা হইলে বিক্রেতা যোগান কমাইয়া বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবে না। যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা এবং চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার বিহীনতা— এই দুইটি যদি একসঙ্গে থাকে, তবেই প্রকৃত কর বোঝা বিক্রেতার উপর হইতে ক্রেতার উপর সরানো সম্ভব হইবে। এই দুইটির পারস্পরিক অনুপাতের উপর সব কিছু নির্ভর করিতেছে। এরূপও হইতে পারে যে যাহার উপর প্রাথমিক কর বোঝা চাপিল সে প্রকৃত কর বোঝা কিছুটা অপরের উপর চাপাইয়া দিতে পারিল এবং কিছুটা নিজেই বহন করিতে বাধ্য হইল। এইরূপ আংশিক ভাগাভাগি হইলে, কতটা বিক্রেতা অপরের উপর চাপাইতে পারিয়াছে এবং কতটা নিজে বহন করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহা নির্ভর করিবে ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক গরজের অনুপাতের উপর—অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতার পারস্পরিক অনুপাতের উপরে। যাহার গরজ বেশী সে বেশী অংশ বহন করিবে, যাহার গরজ কম সে কম অংশ বহন করিবে।

আয় করের বোঝা কিন্তু হস্তান্তর করা যায় না। কারণ যে বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে সেই বৎসরের খরচা বাদে যে নীট আয় হিসাব করা হয় তাহার উপরেই আয় কর চাপানো হয়। কোনও ব্যক্তি যদি বর্তমান আয় করের উপর ভিত্তি করিয়া তাহার ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করে—অর্থাৎ উপার্জনের জন্য যে ব্যয় করা হয় সেই ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করে—তাহা হইলেও আয় করের বোঝা হস্তান্তর হইবে না। বরং ঐ ব্যয় কমিবার জন্য আয়ের উদ্বৃত্ত হইবে বেশী এবং বেশী আয় কর দিতে হইবে।

Q. 8. Distinguish between direct and indirect taxes and

make a comparative study of their respective merits and demerits. Under what circumstances is it justifiable to impose indirect taxes ?

Ans. প্রত্যক্ষ কর হইল সেই কর যাহার ক্ষেত্রে কর প্রদানকারী এবং করভার বহনকারী একই ব্যক্তি। এরূপ ক্ষেত্রে যাহার উপর কর ধার্য্য করা হইল সে উহা অপরের উপর চাপাইয়া দিতে পারে না। সরকার যদি কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে কোনও বস্তুর দরুণ একটি কর আদায় করে বা তাহার উপার্জনের একটি অংশ কর হিসাবে প্রদানে বাধ্য করে কিন্তু ঐ ব্যক্তি অপর কাহারও নিকট হইতে কোন উপায়ে উহা আদায় করিয়া লইতে না পারে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি শুধু আপাতদৃষ্টিতেই করের প্রদাতা নহে, প্রকৃতপক্ষেও সে ঐ করের প্রদাতা। এই ধরণের কর হইল প্রত্যক্ষ কর (direct taxes)। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে-ব্যক্তির নিকট হইতে রাষ্ট্র কর আদায় করিল সে প্রথমে উহা নিজের সঙ্গতি হইতে রাষ্ট্রকে দিয়াছিল বটে কিন্তু কোনও সুযোগে অপর কাহারও নিকট হইতে সে উহা আদায় করিয়া লইল। এক্ষেত্রে কর প্রদান করিল এক ব্যক্তি কিন্তু প্রকৃত করভার বহন করিল ভিন্ন ব্যক্তি। প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তি কর প্রদান করিল, তবে সরাসরি নহে, প্রথম ব্যক্তির মাধ্যমে। এইরূপ কর হইল পরোক্ষ কর।

প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতা ঠিক কত পরিমাণ কর দিতেছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত বা সচেতন থাকে। কর হ্রাস বৃদ্ধির দরুণ সুবিধা অসুবিধা তাহারা সহজেই অনুধাবন করিতে পারে। ইহার দ্বারা নিজেদের কর বোঝা সম্পর্কে এবং রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় সম্পর্কে নাগরিকগণ অবহিত ও সচেতন হয়; নাগরিকদের মধ্যে পৌর চেতনা জাগরূক হয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ করের দ্বারা বিভিন্ন আর্থিক সঙ্গতির লোকেদের মধ্যে তাহাদের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করা চলে। ইহার মাধ্যমে যাহাদের উপার্জন অল্প, তাহাদের নিকট হইতে অল্প কর আদায় করা সম্ভব এবং যাহাদের উপার্জন অধিক, তাহাদের নিকট হইতে অধিক কর আদায় করা সম্ভব। ক্রমবর্ধমান কর ধার্য্য যদি করপ্রদাতাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায়ের পদ্ধতি হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষ করের দ্বারাই ঐ পদ্ধতি অনুসরণ বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ করের দ্বারা অপেক্ষাকৃত বেশী কর আদায় করা সম্ভব হয়। সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী রাজস্বের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটানো প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে অধিকতর সুবিধাজনক।

কিন্তু এতগুলি সুবিধা থাকিলেও প্রত্যক্ষ করের যে অনেকগুলি অসুবিধা আছে তাহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, সাধারণ লোকে তাহাদের উপার্জন এবং ব্যয় হইতে—আর্থিক সুবিধা অসুবিধা হইতে—তাহাদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের ধারণা করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষভাবে কর প্রদানে বাধ্য হইলে, করদাতা রাষ্ট্রকে তাহার অর্থের একাংশ দিয়া দিতেছে এ সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন থাকে এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সরকার যখনই করদাতাকে অধিক কর দিতে আহ্বান করিবে, তখনই সরকারের বিরুদ্ধে করদাতার অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ কর থাকিলে দেশের সকল ব্যক্তির নিকট হইতে কর আদায় করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। প্রত্যেকের নিকট হইতে সরাসরি কর আদায় করিতে গেলে, কর আদায় করিবার খরচ এরূপ অত্যধিক হইবে যে, ঐ ভাবে কর আদায় করা রাষ্ট্রের পক্ষে পোষাইবে না। অথচ রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দ্বারা উপকৃত হয় এবং সকলেরই দেশ শাসনের ব্যয় বহনে কিছু কিছু সাহায্য করা কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে, করদাতাকে নানাবিধ বাড়তি কার্য করিতে হইবে এবং ঝঞ্ঝাট বহন করিতে হইবে; যথা, বিস্তারিত হিসাব রচনা, হিসাব দাখিল ইত্যাদি। উপরন্তু এরূপ ক্ষেত্রে অসাধুতা অবলম্বনের অবকাশ থাকে বেশী। আবার এই অসাধুতা প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গেলে, সরকারী কর্মচারীদিগের খেয়াল খুশীমত কার্য করিবার অবকাশ ঘটে বেশী।

প্রত্যক্ষ করের দোষের তুলনায়, পরোক্ষ করের নিম্নরূপ সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, সমাজ কল্যাণকর কার্য করা আধুনিক যুগে প্রত্যেক সরকারেরই কর্তব্য। পরোক্ষ করের সাহায্যে জনসাধারণের শারীরিক ও নৈতিক অবনতি প্রতিরোধ করিয়া জনকল্যাণকর কার্য করা সরকারের পক্ষে সম্ভব। যে সকল সামগ্রীর ব্যবহার হইতে জনসাধা-

রণের অপকার ঘটে সেই সকল সামগ্রীর উপর কর ধার্য্য করিলে উহার দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার ব্যবহার হ্রাস পাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ হইতে উপকার পায়। সুতরাং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ যাহাতে যথাযথ সম্পাদিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু কিছু কর প্রদান করা কর্তব্য। দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট হইতে পরোক্ষ করের দ্বারাই যথেষ্ট পরিমাণ কর আদায় করা সম্ভব হয়। নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রীর উপর কর স্থাপন করিলে তবেই সর্বসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় সম্ভব।

তৃতীয়তঃ, পরোক্ষভাবে কর প্রদান করিলে, করপ্রদান করা হইতেছে এ সম্পর্কে কর প্রদানকারী সকল সময়ে সচেতন থাকে না। সামগ্রীর উপর পরোক্ষ কর স্থাপিত হইলে দামের মধ্যে ধরিয়া লইয়া ক্রেতার নিকট হইতে উহা আদায় করা হয়।

কিন্তু প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ করের অনেকগুলি দোষ সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে জনসাধারণ যে সকল সময়ে কর সম্পর্কে সচেতন থাকে না, উহাই একটি ত্রুটি। এ অবস্থায় কর ধার্য্য সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করিবার অবকাশ নাগরিকদের ঘটে না। ইহা নাগরিকদের সঠিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালনের অন্তরায়।

দ্বিতীয়তঃ, যে যাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করিবে, ইহাই যদি কর ধার্য্যের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের মূলসূত্র হয়, তাহা হইলে পরোক্ষ করের মাধ্যমে এই ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার উপলব্ধি করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। ক্রয় বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীর উপর কর ধার্য্য করিয়া পরোক্ষভাবে কর আদায় করিলে, যে ব্যক্তি অধিক সামগ্রী দায়ে পড়িয়া ক্রয় করিতে বাধ্য তাহাকেই অধিক কর প্রদান করিতে হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি অধিক সামগ্রী ক্রয় করে, তাহারই যে অধিক কর প্রদানের সামর্থ্য আছে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই।

তৃতীয়তঃ, অনেকক্ষেত্রে সামগ্রীর উপর কর ধার্য্যের দ্বারা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যে অসুবিধা এবং জটিলতার সৃষ্টি হয় তাহাতে জনসমষ্টির কর প্রদান ক্ষমতা ব্যাহত হয়।

Q. 9. What is meant by taxable capacity ? Examine the factors upon which taxable capacity depends.

Ans. জনগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতে গিয়া সরকার এরূপ অধিক কর আদায়ের জন্য চেষ্টিত হইয়া পড়িতে পারেন যাহাতে ঐ পরিমাণ কর প্রদান করিতে গিয়া সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। এরূপ ঘটা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। লোকের নিকট হইতে অত্যধিক কর আদায় করিলে উহার দরুণ যদি তাহারা অত্যধিক ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হয় এবং সঞ্চয় করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাদের শ্রমশক্তি কমিয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতে পুঁজি বিনিয়োগ ঘটিবে না। সুতরাং সম্পদ উৎপাদন ব্যাহত হইবে, সমাজ দরিদ্র হইয়া পড়িবে, তখন আর সরকারের পক্ষে কর আদায় করা সম্ভব হইবে না। অপর পক্ষে, সরকার যদি খুব কম কর আদায় করেন, তাহা হইলেও দেশের লোকে যে খুব লাভবান হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই ; কারণ, লোকের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া সকলের হিতার্থে ব্যয় করিলে, সর্ব সাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মান উন্নত হইতে পারে। সুতরাং জনগণের নিকট হইতে ন্যূনতম কর আদায় না করিয়া তদপেক্ষা বেশী কর আদায় করা উচিত, কিন্তু এত বেশী কর আদায় করা উচিত নহে, যাহাতে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ইহার অর্থ হইল যে জনসমষ্টির নিকট হইতে কর সংগ্রহের একটি সীমা আছে ; ইহাকে জনসমষ্টির কর বহন ক্ষমতারূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

অর্থনীতিবিদগণ সেই কারণে কর বহন সামর্থ্যের কথা বলিয়া থাকেন। শুধু ব্যক্তিগতভাবে করদাতাদের নিকট হইতে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করিলেই চলিবে—না, সমষ্টিগতভাবে সমগ্র দেশের মধ্য হইতে সমগ্র জনসমষ্টির "কর বহন ক্ষমতা" (taxable capacity) হিসাব করিয়া কর সংগ্রহ করা উচিত। তবে সমাজের "কর বহন ক্ষমতা" বলিতে কি বুঝায়, "কর বহন ক্ষমতা"র কি সংজ্ঞা হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন মত প্রদান করিয়া থাকেন।

ষ্ট্যাম্প অভিমত দিয়াছেন যে জাতির মোট উৎপাদন হইতে নিছক বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জনসংখ্যার যে ব্যয় প্রয়োজন তাহা বাদ দিলে, অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই হইল জনসমষ্টির কর বহন সামর্থ্য। ষ্ট্যাম্পের

যারা প্রদত্ত কর বহন সামর্থ্যের এই ব্যাখ্যা বেশ সন্তোষজনক নহে, কারণ করবহন সামর্থ্য বলিতে যে সীমা অবধি কর আদায় করিতে পারা যায় তাহাকে বুঝায়। কিন্তু জনসমষ্টিকে নিছক জীবনধারণের স্তরে রাখিয়া বাকী অংশ কররূপে আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারে এইরূপ ধারণা করা সঙ্গত নহে। "কর বহন সামর্থ্য" এবং সঞ্চয় করিবার সামর্থ্য এই দুইটি একই বস্তু নহে। ষ্ট্যাম্প যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহার দ্বারা সঞ্চয় করিবার সামর্থ্যই বুঝাইতেছে।

আর একজন অর্থনীতিবিদ সিলভারম্যান বলেন যে ভবিষ্যতে জনসমষ্টির উপার্জন বজায় থাকে এরূপ ব্যবস্থা করিয়া উহার উপার্জন হইতে যে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ বাদ দেওয়া যাইতে পারে সেই পরিমাণকে কর বহন সামর্থ্য বলা যাইতে পারে ("the maximum amount that can be deducted from a community's income consistent with the maintenance of that income in the years to come".) সিলভারম্যান-এর দ্বারা প্রদত্ত এই সংজ্ঞা খুব সুস্পষ্ট নহে ; ভবিষ্যতে উপার্জনের ক্ষমতা না কমাইয়া কত সর্বোচ্চ পরিমাণ বর্তমানে টানিয়া লওয়া যায় তাহার কোন সঠিক মাপকাঠি পাওয়া সম্ভব হয় না। তাহা ছাড়া ভবিষ্যতের উপার্জন শুধু বজায় রাখিলেই চলিবে না, উহা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উৎপাদন এবং উপার্জনের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উহার দ্বারা করপ্রদান সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায়।

ফিণ্ড্লে সিরাজ করবহন সামর্থ্যের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন যে ইহা হইল "একটি নির্দিষ্ট স্তরের উৎপাদনের জন্য যে ন্যূনতম ভোগকার্য প্রয়োজন সেই ন্যূনতম ভোগকার্যের উপরে উৎপাদনের যে বাড়তি অংশটুকু থাকে তাহাই, —অবশ্য জীবনযাত্রার মান অপরিবর্তিত রাখিয়া।" ("Total surplus of production over the minimum consumption required to produce that volume of production, the standard of living remaining unchanged") । এই সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও অসুবিধা রহিয়াছে। প্রধান অসুবিধা হইল যে ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান্-এর উপর সব কিছুই কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইতে পারেনা। অধিকন্ত, জাতির সঙ্কটকালে জাতীয় প্রয়োজনের সময়ে জীবন যাত্রার মান কমাইয়াও কর বহন সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে হয়।

কর বহন সামর্থ্যের বিভিন্ন সংজ্ঞার বিভিন্ন অসুবিধা থাকিলেও কর প্রদান সামর্থ্যের মোটামুটি তাৎপর্য্য বুঝিতে অসুবিধা হয় না। সরকার যদি কর প্রদানের সামর্থ্য সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা করিতে পারেন তাহা হইলে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে, সরকার ও জনসমষ্টি উভয়েরই সুবিধা হয়। অধিকন্ত, কর বহন সামর্থ্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদিগের মধ্যে একমত না থাকিলেও যে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে উহা নির্ভর করে তাহা বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। কর বহনের সামর্থ্য নিম্ন প্রদত্ত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে :

(১) জীবনযাত্রার মান :

জীবন যাত্রার মান যদি উঁচু হয় তাহা হইলে জনসমষ্টির দক্ষতা উচ্চস্তরে বজায় রাখিবার জন্য মোট উৎপাদন হইতে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ বাদ দিয়া রাখিতে হইবে। অধিকন্তু জীবন যাত্রার মান উঁচু হইলে শ্রমদক্ষতা (efficiency of labour) বেশী হয় ; সুতরাং উহার দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং কর বহনের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

(২) দেশের শিল্পের অবস্থা :

শিল্পের কাঠামো এবং অবস্থা অনুযায়ীও করবহন সামর্থ্য নির্ধারিত হয়। ইহার দ্বারা বুঝা যাইবে শিল্পের উন্নতির জন্য কতখানি পুঁজি প্রয়োজন—অর্থাৎ মোট জাতীয় আয়ের কতখানি অংশ শিল্পের জন্য পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

(৩) প্রচলিত কর ব্যবস্থার ধাঁচ

বর্তমানে যে ধরণের কর আরোপিত আছে, উহাও ভবিষ্যতের কর প্রদানের সামর্থ্য নির্ধারণ করে। জীবন ধারণের জন্য এবং কর্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য যে সমস্ত দ্রব্য একান্ত প্রয়োজন উহাদের উপর যদি অধিক হারে কর আরোপিত থাকে তাহা হইলে উহার দ্বারা জনসমষ্টির ভবিষ্যতের সম্পদ উৎপাদনের ক্ষমতা কমিয়া যাইবে, সুতরাং কর বহনের সামর্থ্য কমিয়া যাইবে।

(৪) জাতীয় আয়ের বণ্টন পদ্ধতি :

একজন ব্যক্তির উপার্জন যত বৃদ্ধি পায় তত তাহার কর প্রদান করিবার ক্ষমতা আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বেশী উপার্জন করে এরূপ লোকের সংখ্যা যতই বেশী হইবে, ততই সমাজের কর প্রদানের সামর্থ্য হইবে বেশী। ধরা যাক, একজন ব্যক্তি মাসে ৩০০০ টাকা আয় করে এবং ১০ জন ব্যক্তির প্রত্যেকে মাসে ৩০০ টাকা করিয়া আয় করে। এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কর প্রদানের ক্ষমতা শেষোক্ত দশজনের একত্রিত ক্ষমতা অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং একটি দেশের মধ্যে ধনী দরিদ্র পার্থক্য যত উগ্র হইবে—অর্থাৎ ধনবণ্টনের বৈষম্য যত অধিক হইবে—ততই সরকারের পক্ষে বেশী কর আদায় করা সম্ভব হইবে। তবে উহা আপাতঃ মাত্র। ধনী দরিদ্রের উগ্র পার্থক্য থাকিলে জাতির উৎপাদন ক্ষমতা বা কর্মশক্তি কমিয়া যায়। সুতরাং ভবিষ্যতে কর বহন সামর্থ্যও কমিয়া যায়।

(৫) লোক সংখ্যা :

সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনার তুলনায় বা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় যদি লোকসংখ্যা বেশী হইয়া থাকে, তাহা হইলে মাথাপিছু আয় কম হইবে—সেক্ষেত্রে করপ্রদানের সামর্থ্যও কমিয়া যাইবে।

(৬) সরকারী ব্যয়ের প্রকৃতি :

সরকারী ব্যয়ের ধাঁচও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সরকার যদি গঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক কার্যে অধিক পরিমাণে ব্যয় করেন তাহা হইলে সমৃদ্ধিশালী অর্থনৈতিক জীবনের বনিয়াদ গড়িয়া উঠে। উহার দ্বারা লোকের আয় বৃদ্ধি পায়, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং উত্তরোত্তর আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইহার দ্বারা কর বহনের সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।

(৭) জনগণের মনোভাব :

জনসাধারণের মনস্তত্ত্বও কর বহন সামর্থ্যের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মনের এক অবস্থায় আমরা কিছুই দিতে পারি না, কিন্তু আর এক অবস্থায় হয়তো অনেক কিছুই দিতে পারি। সুতরাং জনগণ যদি প্রয়োজন উপলব্ধি করে, অথবা কোন কিছুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলে তাহারা স্বেচ্ছায় অনেক অর্থ সরকারকে দিতে পারে।

Q. 11. Examine the effects of public expenditure on production and distribution.

উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল

Ans. উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল পর্য্যালোচনায় তিনটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন : (১) শ্রম ও সঞ্চয়-এর ক্ষমতার উপর প্রতিক্রিয়া, (২) শ্রম ও সঞ্চয়-এর ইচ্ছার উপর প্রতিক্রিয়া (৩) অর্থনৈতিক সঙ্গতির বিভিন্ন নিয়োগের মধ্যে পবিবর্তনের ও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রতিক্রিয়া। যে সকল সরকারী ব্যয়ের দ্বারা জনসাধারণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় সেইগুলি লোকের শ্রম করিবার ও সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা বর্ধিত করে। সরকার যখন শিক্ষার জন্য বা স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করে বা শ্রমিকদিগের সস্তা ও উৎকৃষ্ট বাসস্থানের জন্য ব্যয় করে তখন উহার জন্য জনসাধারণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য শ্রম ও সঞ্চয়-এর ইচ্ছার উপর সরকারী ব্যয় যে এইরূপ অনুকূল প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যদি কেহ বৃদ্ধ বয়সে সরকারের নিকট হইতে বার্দ্ধক্য ভাতা পাইবে বলিয়া নিশ্চিত থাকে তাহা হইলে তাহার সঞ্চয়ের স্পৃহা হ্রাস পাইবে, আর্ত ত্রাণের ব্যাপক ব্যবস্থা থাকিলে অনেক কর্মক্ষম ব্যক্তিও আর্ত সাজিয়া ত্রাণের জন্য আর্তনাদ করিবে। অবশ্য আর্থিক সাহায্যের যদি কোনও শর্ত থাকে, তাহা হইলে এইরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া নাও ঘটিতে পারে ; যথা যদি বলা হয় যে, কেহ অসুস্থ হইলে তাহাকে সাহায্য করা হইবে তাহা হইলে ঐ ব্যয় বর্তমানের কার্যের ইচ্ছা হ্রাস করে না।

অর্থনৈতিক সঙ্গতি বা উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি যদি এক ধরণের নিয়োগ হইতে ভিন্ন ধরণের নিয়োগে পরিবর্তিত হইয়া যায় বা এক স্থান হইতে ভিন্ন স্থানে চলিয়া যায় তাহা হইলে উৎপাদনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া ঘটিতে পারে। সরকারী ব্যয়ের দ্বারা অর্থনৈতিক সঙ্গতির এইরূপ পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। সরকারী ব্যয়ের দ্বারা যদি কোন বিশেষ শিল্পকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় তাহা হইলে বিশেষ ধরণের সামগ্রী উৎপাদনে সহায়তা করা যাইতে পারে। নূতন কোনও অঞ্চলে যদি সরকারী ব্যয়ের দ্বারা পরিবহন ব্যবস্থা নির্মাণ করা যায় বা বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা যায় তাহা হইলে ঐ সকল অঞ্চলে শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে।

বণ্টনের উপর ফলাফল

সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ধনবণ্টনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রতিক্রিয়া থাকিতে পারে। ধনবণ্টনের অসাম্য বিদূরিত করা রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়ের অন্যতম লক্ষ্যরূপে বিবেচনা করা কর্তব্য। অবশ্য অনেক সরকারী ব্যয় আছে যাহা হইতে লভ্য উপকার হইবে সমষ্টিগত—কোনও বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ উপকার হইবে না। আবার কতিপয় ব্যয় আছে যাহার উপকার ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা লাভ করা যায়। যদি ক্রমবর্ধমান হারে কর আদায় করিয়া দরিদ্রদিগের হিতার্থে ব্যয় করা হয় তাহা হইলে উহার দ্বারা ধনবণ্টনের অসাম্য কিছু পরিমাণে দূরীভূত করা সম্ভব। তবে ধনীর অর্থ সরাসরি দরিদ্রকে প্রদান করা হয় না। সাধারণতঃ দরিদ্রদিগের হিতার্থে—যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি—সরকার ব্যয় করিতে পারেন। ইহার দ্বারা দরিদ্র-শ্রেণী ধনীদের অর্থে লাভবান হয়।

Q. 11. Write a short note on deficit finance.

Ans. অনেক সময়ে সরকার কর আদায় করিয়া এবং ঋণ সংগ্রহ করিয়াও যত টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন তত টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন না। সুতরাং নিয়মিত আয় না থাকিলেও খরচা করিতে হয়—ইহা চলতি ব্যয় (current expenditure)-এর ক্ষেত্রেও হইতে পারে, মূলধনী ব্যয় (capital expenditure)-এর ক্ষেত্রেও হইতে পারে।

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ঘাটতি ব্যয় বলিতে কি বুঝায় তাহা এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

The term deficit financing is used to denote direct addition to gross national expenditure through budget deficits whether the deficits are on revenue or capital account. The essence of such a policy lies, therefore, in government spending in excess of the revenue it receives in the shape of taxes, earnings of state enterprises, loans from the public, deposits and funds and other miscellaneous sources,"

অর্থাৎ, ঘাটতি ব্যয় বলিতে বুঝায় বাজেটে ঘাটতি সৃষ্টির দ্বারা ব্যয় করিয়া মোট জাতীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে যোগসাধন করা—সে

ঘাটতি ব্যয় চলতি হিসাবেই হউক বা মূলধনী হিসাবেই হউক। এই নীতির মূল কথা হইল যে সরকার কর, সরকারী শিল্প হইতে আয়, জনগণের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ, আমানত, জমাতহবিল এবং অন্যান্য বিবিধ সূত্র হইতে যে মোট রাজস্ব সংগ্রহ করিবেন তাহারও অতিরিক্ত ব্যয় করিবেন।

সরকার এই অতিরিক্ত ব্যয় দুই প্রকারে করিতে পারেন। প্রথমতঃ, সরকারের পূর্বেকারের সঞ্চিত নগদ ব্যালান্স-এর পরিমাণ কমাইয়া দিয়া; দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার নিকট হইতে, প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে, ঋণ করিয়া। সরকার যদি পূর্বেকার সঞ্চিত নগদের পরিমাণ কমাইয়া দেন—অর্থাৎ পূর্বেকার সঞ্চয় হইতে ব্যয় করিয়া আপাততঃ ঘাটতি পূরণ করেন, তাহা হইলে উহার দ্বারা বাজারে মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পাইবে, ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। আবার সরকার যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিয়া ঘাটতি পূরণ করেন, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের ছাপা ব্যাঙ্কনোট প্রদান করিয়া সরকারকে ঋণ দিবে—অথবা তাহার নিকট রক্ষিত সরকারের আমানত কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি করিয়া। এ ক্ষেত্রেও দেশের মধ্যে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং ঘাটতি ব্যয়ে অগ্রসর হইবার সময়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

Q. 12. Classify public debt. What are the methods of reducing the burdens of public debt ?

Ans. অর্থনীতিবিদগণ সরকারী ঋণের নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ঋণ (Internal and External debt)—রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিকট হইতেই যে ঋণ গ্রহণ করা হইয়া থাকে তাহাই হইল সরকারের আভ্যন্তরীণ ঋণ। এক্ষেত্রে সুদ প্রদানের দ্বারা বা আসল পরিশোধের দ্বারা একই দেশের মধ্যে একশ্রেণীর লোকের নিকট হইতে অপর শ্রেণীর লোকের নিকট অর্থ হস্তান্তরিত হয়। অপরপক্ষে, সরকার যে ঋণ অপর কোন দেশের অধিবাসীদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করেন তাহাই বাহ্যিক ঋণ। বাহ্যিক ঋণের দরুণ সুদ প্রদান কালে বা আসল পরিশোধ কালে দেশের সম্পদ অপর দেশে হস্তান্তরিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনক্ষম ও মৃতভার ঋণ (Productive and

dead weight debt) : উৎপাদনক্ষম ঋণ হইল সেই ঋণ যাহার দরুণ পুরাপুরি সম্পত্তি থাকিয়া যায়—এই সম্পত্তির আয় হইতে উহার সুদ প্রদান করা হয়। কিন্তু যে ঋণের অর্থ এরূপ কার্যে ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহার দরুণ কোন সম্পত্তি সৃষ্টি হয় নাই, তাহাকে মৃতভার ঋণরূপে অভিহিত করা যায়। ইহার সুদ প্রদান করিতে হয় সরকারের চলতি রাজস্ব হইতে।

তৃতীয়তঃ, অল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (Unfunded and Funded debt) : সরকারী ঋণকে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী এই দুই পর্য্যায়ও বিভক্ত করিতে পারা যায়। স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে এই শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে ঋণের সহিত সংশ্লিষ্ট সময়ের উপর। দীর্ঘকাল পরে পরিশোধ করা হইবে এইরূপ বন্দোবস্তে যে সকল ঋণ গৃহীত হয় সেইগুলি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ। অপরপক্ষে, যে সকল ঋণ অল্পকাল পরেই পরিশোধ করা হইবে বলিয়া গৃহীত হয়, সেগুলি স্বল্প মেয়াদী ঋণ (unfunded debt)। মুস্কিল হইল, অল্পকাল এবং দীর্ঘকালের ব্যবধান নির্ণয় করা। সাধারণতঃ, ধরা হয় যে একই রাজস্ব বৎসরের মধ্যে যে ঋণ পরিশোধ তাহা স্বল্পমেয়াদী এবং অন্যান্য ঋণ দীর্ঘমেয়াদী।

প্রথমতঃ, সরকারী ঋণের বোঝা লাঘবের একটি উপায় হইল অস্বীকৃতি (repudiation)। অস্বীকৃতির দ্বারা সরকার ঋণের ভার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন—অর্থাৎ সরকার ঘোষণা করিতে পারেন যে তাঁহাদের দ্বারা গৃহীত কোন বিশেষ ঋণ তাঁহারা পরিশোধ করিবেন না এবং উহার দরুণ সুদ প্রদানও বন্ধ করিয়া দিবেন। অবশ্য ঋণ পরিশোধ করিতে অস্বীকারের দ্বারা ঋণভার লাঘব করিবার প্রচেষ্টা লাভজনক হয় না। উহাতে জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হইয়া যায় এবং সরকারের পক্ষে ভবিষ্যতে ঋণ গ্রহণ করা অসুবিধাজনক হয়।

দ্বিতীয়তঃ, পরিশোধ তহবিল (sinking fund) স্থাপন। প্রতিবৎসর রাজস্ব হইতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পৃথক করিয়া রাখিয়া একটি তহবিল গঠন করিতে পারা যায়। এই তহবিল-এ যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইলে উহার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে পারা যায়। এই পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ বটে তবে দৃঢ়। অধিকতর কর আরোপ করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব ঋণভার লাঘব করা যাইতে পারে বটে কিন্তু উহার দরুণ যে গুরুতর কর প্রয়োজন

হইবে তাহাতে সমগ্র ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে অচল অবস্থার, অন্ততঃ ত্রাসের, উদ্ভব ঘটে।

তৃতীয়তঃ, ভিন্ন সুদবাহী ঋণে পরিবর্তন (conversion)। উচ্চ সুদের হার বিশিষ্ট ঋণকে অল্প সুদের হার বিশিষ্ট ঋণে পরিবর্তন করিয়া ঋণের ভার লাঘব করা যাইতে পারা যায়। ইহা অবশ্য পরিশোধ নহে, এক পর্য্যায়ের ঋণকে অপর এক পর্য্যায়ে পরিবর্তন মাত্র। তবে ইহার দ্বারা সুদ প্রদানের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং তদনুপাতে সরকারের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে বাজারে সুদের হার কোন কারণে হ্রাস পাইলে তবেই এই ধরণের ঋণ পরিবর্তন সম্ভবপর হয়।

চতুর্থতঃ, সম্পত্তি কর (Capital levy)। বিশেষ ধরণের সম্পত্তি কর ধার্য্য করিয়াও ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারা যায়। ইহা পুঁজি বা সম্পত্তির উপর কর, নিছক উপার্জনের উপর নহে। ইহার দ্বারা একসাথে অধিক পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় এবং অতিক্রান্ত ঋণ পরিশোধ করিতে পারা যায়। অনুৎপাদক বা মৃতভার ঋণ যেক্ষেত্রে অধিক, সেক্ষেত্রে এইরূপ সম্পত্তিকর প্রয়োগ করা অনেকেই অনুমোদন করেন। তবে এই পদ্ধতির কার্য্যকারিতা নির্ভর করে ইহার প্রয়োগের বিরলতার উপরেই।

Q. 13. When is borrowing by the Government justified ? (Cal B. A. Deg. 1962.) When is a Government justified in borrowing from the public to defray its expenses ?

(Cal. B. Com. Deg. 1962)

Ans. সরকার তাঁহাদের বহুবিধ প্রয়োজনীয় ব্যয় কর ধার্য্যের দ্বারা বা ঋণগ্রহণের দ্বারা নির্বাহ করিতে পারেন। কর ধার্য্যের নানারূপ প্রতিক্রিয়া আছে বটে কিন্তু ঋণ গ্রহণ করিলে সরকারের পক্ষে দুইপ্রকার বাধ্যবাধকতা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ, সরকার ঋণের অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত থাকেন; দ্বিতীয়তঃ, ঋণ প্রদানকারীকে বাৎসরিক সুদ প্রদান করিতেও তাঁহারা বাধ্য থাকেন। সরকারকে ঋণের এই বোঝা বহন করিতে হয় বলিয়া সরকারের পক্ষে কখন ঋণগ্রহণ করা সঙ্গত এবং কখন অসঙ্গত এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ আলোচনা করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ, সাময়িক ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত ঋণগ্রহণ সমর্থনযোগ্য

বলিয়াই অর্থনীতিবিদগণ অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন। বৎসরের বারোমাস ধরিয়া সরকারের সমান আয় হয় না। উপার্জনের বিশেষ বিশেষ সূত্র হইতে সরকারের বিশেষ বিশেষ সময়ে আয় হইয়া থাকে ; সুতরাং সরকারের যখন ব্যয় করিবার সময় হইবে ঠিক তখনই যে তাহাদের উপার্জন হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু উপার্জন যে হইবে তাহা নিশ্চিত। ইহা সাময়িক ঘাটতি মাত্র। এই সাময়িক ঘাটতি পূরণের জন্য ঋণগ্রহণ সমর্থনযোগ্য, কারণ ঋণ গ্রহণ করিলে উহা পরিশোধের জন্য সরকারকে চিন্তিত হইতে হইবে না। অথচ ঋণ গ্রহণ না করিলে সাময়িকভাবে সরকারকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, সরকার বাজেট রচনার সময়ে তাঁহাদের উপার্জনের যে আনুমানিক হিসাব করেন ঐ অনুমান মিথ্যা হইতে, এবং সেহেতু প্রকৃত উপার্জন অপেক্ষা কম হইতে পারে ; অপর পক্ষে বিভিন্ন অদৃষ্টপূর্ব কারণে সরকারী ব্যয় পূর্ব অনুমান অতিক্রম করিতে পারে। এইরূপ ব্যয়ের আধিক্য সহসা কর বৃদ্ধির দ্বারা পূরণ করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণ অন্যায় হইবে না। তবে এই ধরণের ঋণ স্বল্প মেয়াদী হওয়া বিধেয় এবং পরবর্তী বাজেটেই ইহার পরিশোধের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সাধারণ চল্‌তি খরচা যদি ঋণের দ্বারা মিটাইবার ক্রমিক প্রবণতা আসিয়া যায় তাহা হইলে ঋণের দরুণ সরকারের বাৎসরিক বাধ্যবাধকতা কর আদায়ের ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে, এমন কি ঋণের সুদ প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতাও ইহা হারাইয়া ফেলিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, বাণিজ্য চক্রের উঠতি-পড়তির প্রতিশেধকরূপে সরকারের দ্বারা ঋণগ্রহণ সুফলপ্রসূ হইতে পারে। বাণিজ্য জগতে মন্দা উপস্থিত হইলে সরকারের কর্তব্য হইল করভার হ্রাস করিয়া সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করা। ইহার জন্য ঋণ গ্রহণ করা বিধেয়।

চতুর্থতঃ, যে সকল সরকারী ব্যয় উৎপাদনশীল ব্যয়রূপে গণ্য—যথা রেলপথ নির্মাণ, নদী উপত্যকা পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি—সেগুলি নির্বাহের জন্য কর ব্যবহার না করিয়া ঋণ গ্রহণ করা সমর্থনযোগ্য। যে সকল বিষয়ের উপর এইরূপ ব্যয় করা হইবে সেইগুলি হইতে কিছুকাল পরে আয় হইবে এবং ঐ আয় হইতে সংশ্লিষ্ট ঋণের সুদ প্রদান এবং আসল পরিশোধ সম্ভব

হইবে। শুধু উৎপাদনশীল হইবার কারণেই যে মূলধনী খরচার জন্য ঋণ গ্রহণ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া ধরা হয়, তাহা নহে, উহার অন্য কারণও আছে। (ক) যে রাষ্ট্র এইরূপ মূলধনী ব্যয় করিতে অগ্রসর হইবে না তাহার পক্ষে জাতীয় উন্নয়নের পথ রুদ্ধ থাকিবে; (খ) এইরূপ মূলধনী খরচার সুফল ভোগ করিবে ভবিষ্যতের লোকে, সুতরাং উহার বোঝা বহনের দায়িত্ব, ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে, ভবিষ্যৎ বংশের উপর অর্পিত থাকা উচিত। অবশ্য কোন কোন অর্থনীতিবিদ বলেন, যে মূলধনী ব্যয়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে ঋণ গ্রহণ সঙ্গত নহে। কারণ ঐরূপ ক্ষেত্রে শাসকবর্গ অবাস্তব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে প্রণোদিত হইবেন, এবং ন্যায়সঙ্গত কর ধার্য্য না করিয়া নিরাপত্তার সীমা লঙ্ঘন করিবেন। বিশেষভাবে, মুদ্রাস্ফীতির সময়ে এই ধরণের কার্য্য—অর্থাৎ ঋণগ্রহণের দ্বারা পুঁজি ব্যয় নির্বাহ—মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিবে। মোটামুটি বলা চলে, যে জনসমষ্টির পক্ষে নিছক ঋণ গ্রহণের দ্বারা পুঁজি ব্যয় নির্বাহকরা কেবলমাত্র মন্দার সময়েই বিধেয়; যে সকল জনসমষ্টি অনুন্নত (যাহাদের মধ্য হইতে যথেষ্ট কর সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না) অথচ যাহাদের সম্মুখে উন্নয়নের সম্ভাবনা প্রচুর তাহাদের পক্ষে উহা যুক্তিসঙ্গত।

পঞ্চমতঃ, কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলি সাধারণত উৎপাদনশীল বলিয়া গণ্য করা হয় না, কারণ ঐগুলি হইতে শীঘ্রই আয়ের সম্ভাবনা থাকে না অথচ যেগুলি জাতির জীবনের মান উন্নীত করিয়া জনসমষ্টির সম্পদ উৎপাদন এবং ভোগের ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে বর্দ্ধিত করে, যথা শিক্ষা বিস্তারের জন্য বা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যয়। এক্ষেত্রে ঐ ধরণের ব্যয় ঋণ গ্রহণের দ্বারাই নির্বাহ করা উচিত, তবে পুনরায় ঐ ধরণের ব্যয়-এর প্রয়োজন হইবার পূর্বেই ঐ ঋণের অর্থ করলব্ধ অর্থের দ্বারা পরিশোধ করিয়া দেওয়া উচিত। অন্যথায় ঋণ ক্রমশঃই জমিতে থাকিবে এবং ক্রমাগতই বেশী করিয়া করের প্রয়োজন হইবে।

Q. 14. Comment on the statement that an internal public debt imposes no burden on the community.

Ans. সরকার যখন বিদেশীদের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ করেন,

তখন ঐ ঋণের দরুণ সুদ প্রদানের এবং আসল পরিশোধের দায়িত্ব দেশের উপর একটি প্রকাণ্ড বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। ঐ সুদ প্রদানের জন্য দেশের লোককে আরও বেশী পরিশ্রম করিয়া এবং বিনিয়োগ করিয়া মূল্যবান সামগ্রী উৎপাদন করিতে হইবে, ঐ সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করিয়া বিদেশের টাকা উপার্জন করিতে হইবে, ঐ টাকার দ্বারা বিদেশের নিকট দায় মিটাইতে হইবে। বিদেশ হইতে ঋণগ্রহণ করিলেই প্রতি বৎসর জাতীয় আয়ের একটি বৃহদংশ, অর্থাৎ জাতীয় উৎপাদনে একটি বৃহদংশ, দেশের বাহিরে পাঠাইয়া দিতে হয়। সেই অনুপাতে দেশের লোককে খাটিতে হইবে বেশী কিন্তু ভোগকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

ইহার তুলনায় দেশের আভ্যন্তরীণ ঋণের বোঝা অনেক হাল্কা। সরকার যখন দেশের লোকের নিকট হইতেই ঋণ গ্রহণ করেন, তখন জাতীয় সম্পদ যাহা কিছু উৎপাদিত হয় তাহা জাতিই ভোগ করিতে পারে। নিজেদের নাগরিকদের নিকট হইতেই কর আদায় করিয়া সরকার নাগরিকদিগকেই সুদ প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতে দেশের মধ্যে কষ্টে উৎপাদিত সামগ্রী বিদেশে চলিয়া যায় না। কর আদায় করিয়া যখন উহার দ্বারা সুদ প্রদান করা হয় তখন ব্যয়যোগ্য উপার্জন কমিয়া যায় না. একের অর্থ অন্যের নিকট হস্তান্তরিত হয় মাত্র।

কিন্তু ইহাতে যদি মনে করা হয় যে আভ্যন্তরীণ ঋণ জনগণের উপর কোনও বোঝা আরোপ করে না, তাহা হইলে ভুল করা হইবে। আভ্যন্তরীণ ঋণেরও সামাজিক বোঝা আছে। আভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ প্রদানের জন্য বাড়তি কর আরোপ করা হয়। এই বাড়তি করের টাকা যাহাদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদিগকে সরকার প্রদান করেন। ইহাতে যথেষ্ট পরোক্ষ বোঝা সমাজের উপর চাপিয়া যায়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেই সরকারকে ধার দিয়া থাকে; বিশেষ করিয়া স্বল্প সঞ্চয়ের প্রকল্প চালু হইলে অল্প আয়ের লোকেও সঞ্চয় করিয়া সরকারকে ঋণ দেয়। ইহা সত্ত্বেও দেখা যায় যে সরকারের প্রাপকদের মধ্যে অধিকাংশই হইল অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সরকার যে কর সংগ্রহ করেন তাহার অধিকাংশই পরোক্ষ করের দ্বারা সংগৃহীত হয়—অর্থাৎ সর্বসাধারণের নিকট হইতে। সুতরাং সরকারী ঋণের জন্য যখন সুদ প্রদান করা হয়

তখন অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের অর্থ অপেক্ষাকৃত ধনীর নিকট হস্তান্তরিত হয়। অভাবগ্রস্ত লোকের টাকা অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী লোকের হাতে যাওয়ায় ধনবণ্টনের বৈষম্য, কমিবার পরিবর্তে, আরও বাড়িয়া যায়। দরিদ্রের হাতের অর্থ একান্ত প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইবার কাজে প্রযুক্ত হইতে পারিত, উহা অপেক্ষাকৃত বিত্তশালীদের হাতে চলিয়া যাওয়ায় সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ কমিয়া গেল; বিত্তশালী লোকে অভাব অনটনের জন্য দুঃখ কষ্ট পায় না, তাহাদের বাড়তি উপার্জনের বৃহদংশই অলসভাবে পড়িয়া থাকে।

যদি এরূপও হইত যে যাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করা হইতেছে তাহাদের নিকটেই সুদ-এর টাকা পৌঁছাইতেছে (অর্থাৎ সুদ প্রদানের দরুণ বিত্তহীনের অর্থ বিত্তশালীর নিকট যাইতেছে না সুতরাং ধনবণ্টনের বৈষম্য বাড়িতেছে না) তাহা হইলেও আভ্যন্তরীণ ঋণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেশকে ভোগ করিতে হয়। বাড়তি কর চাপিলেই তাহার কোন না কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। লোকের আয়ের উপর যদি বেশী করিয়া কর আরোপ করা হয় তাহা হইলে ঐ করের টাকা তাহার নিকট সুদরূপে ফিরিয়া আসিবে এই চিন্তা করিয়া সে আশ্বস্ত থাকিতে পারে না। বাড়তি কর চাপিলে, একই জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে আরও বেশী পরিশ্রম করিয়া বেশী উপার্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। উহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে পারে, অবকাশ ভোগ কমিতে পারে, যাহারা অবকাশকে কাজে লাগাইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির চেষ্টা করিতেছিল তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি বেশী হইবে, উহার জন্য ব্যয় বাড়িবে। অধিকন্তু একই লোকের উপার্জনের টাকা লইয়া যখন উহাকেই সরকার সুদ প্রদান করিবেন তখন ঐ সুদকে তাহার বাড়তি আয় ধরিয়া উহার উপরে আয়কর আদায় করা হইবে। তাহারই টাকা তাহার কাছে গেলেও উহার আয়কর বাড়িবে এবং তাহাকে আরও পরিশ্রম করিয়া উহা পোষাইয়া লইতে হইবে। অধিকন্তু সরকারী ঋণের জন্য সুদ প্রদানের প্রয়োজনে বিত্তশালী লোকেদের উপর বেশী করিয়া কর চাপাইলে উহাতে শিল্পে ও বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগ কমিয়া যাইবে। ইহার কুফল সহজেই অনুমেয়; ইহাতে কর্মসংস্থান এবং উপার্জনের স্তর কমিয়া যাইবে।

ইহা ছাড়া, আভ্যন্তরীণ ঋণ হইলেও ঋণের যে মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া

আছে তাহাও বিবেচ্য। দেশের লোকের নিকটেই হউক বা বাহিরের লোকের নিকটেই হউক, সরকারী ঋণ জমিয়া উঠিতে থাকিলেই লোকের মনে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহাতে যদি বিনিয়োগ-কারীরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, নিয়মিতভাবে তাহারা যে বিনিয়োগ করে সে বিনিয়োগ করিতে তাহারা যদি নিরুৎসাহিত হয়, তাহা হইলে বিনিয়োগের ঐ ঘাটতির ফলাফল আভ্যন্তরীণ ঋণের পরোক্ষ বোঝা হইয়া দাঁড়াইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (The State and Economic Planning)

Q. 1. "The case in favour of nationalisation of industry is strong but not overwhelming." Discuss the statement. (Cal. B. A. 1960)

Ans. সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপাদনব্যবস্থার মোটামুটি সব কিছুই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু যে সকল দেশে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই সে সকল দেশে বেসরকারী শিল্পপতিরাই শিল্পের মালিক ও পরিচালক। তবে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গ্রহণ না করিলেও অনেক দেশেই সরকার ক্রমিক শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণের নীতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই নীতির স্বপক্ষে নিম্নরূপ যুক্তি প্রদান করা যাইতে পারে :

(১) বেসরকারী শিল্পপতির হাতে শিল্পের মালিকানা ও পরিচালনার ভার থাকিলে সীমাবদ্ধ উৎপাদক সম্পত্তির সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয় না। শিল্পপতিরা সেই সকল সামগ্রীতেই মূলধন নিয়োগ করে এবং অন্যান্য উৎপাদক সম্পত্তি নিয়োজিত করে যাহার উৎপাদন হইতে তাহারা সর্বাপেক্ষা বেশী মুনাফা পাইবে—ইহাতে সাধারণের প্রয়োজনীয় জনকল্যাণকর সামগ্রীর উৎপাদন যে বেশী হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। রাষ্ট্র যদি শিল্পের মালিক হয়, তাহা হইলে জনকল্যাণের ভিত্তিতে উৎপাদনের আয়োজন করিতে পারে।

(২) শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে সকল মুনাফা হয় উহা বেসরকারী শিল্পপতিদেরই ঘরে যায়; উহার দ্বারা শিল্পপতিরাই ক্রমাগত ধনী হইতে থাকে, কিন্তু জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা তদনুপাতে উন্নত হয় না। শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ঘটিলে শিল্পের মুনাফা রাষ্ট্রের নিকট যায় এবং রাষ্ট্রের দ্বারা উহা জনকল্যাণের জন্য ব্যয়িত হয়।

(৩) নিজেদের লাভের অঙ্ক বাড়াইবার জন্য শিল্পপতিরা ক্রেতা সাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য করে না। রাষ্ট্র যদি শিল্পের মালিক হয় তাহা হইলে উহাকে জনমতের চাপ অনুভব করিতে হইবে, যে চাপ বেসরকারী শিল্পপতিদের উপর পড়ে না। সুতরাং রাষ্ট্র ক্রেতাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা বিবেচনা করিতে বাধ্য হইবে।

(৪) সাধারণ শিল্প মালিকের নিকট শ্রমিক একজন উৎপাদক উপাদান ছাড়া আর কিছুই নহে; উৎপাদক উপদানগুলিকে যতই কম পারিশ্রমিক দেওয়া যায় ততই উৎপাদনকারীর বেশী মুনাফা। সুতরাং বে-সরকারী শিল্পে শ্রমিক নিষ্পেষণ বেশী, ইহাতে শ্রমিক মালিক সংঘর্ষে উৎপাদন ব্যাহত হয় বেশী। কিন্তু সরকারের নিকট শ্রমিক নিছক উৎপাদক উপাদানই নহে, উহারা রাষ্ট্রের নাগরিক, জনগণেরই অংশ। সুতরাং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে রাষ্ট্র শ্রমিক কল্যাণে অধিকতর তৎপর থাকে। শ্রমিকদিগকেও ব্যক্তিগত মালিকের পরিবর্তে দেশের জন্য অনুপ্রাণিত করা অধিকতর সহজ।

(৫) বহু শিল্প আছে যেগুলির ক্ষেত্রে কলাকৌশলগত উন্নতি (technical improvement) সাধনের এবং যথোচিত পরিমাণে মূলধন সংগ্রহের ক্ষমতা বেসরকারী মালিকদিগের থাকে না। ফলে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন হয় না। কোনক্রমে উহা টিকিয়া থাকে, দেশের উপকারে আসে না। সরকার এইরূপ শিল্পের মালিক হইলে সরকার ঐ শিল্প সম্পর্কে বিশিষ্ট জ্ঞান আছে এরূপ লোক দেশের মধ্য হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারেন বা বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন। বিদেশের সহিত সরকারের দূতাবাস মারফৎ সম্পর্ক থাকে বলিয়া এবং বাণিজ্য প্রতিনিধি থাকে বলিয়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিরূপ পুঁজিসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনা সরকারের পক্ষে সহজসাধ্য। শিল্প সংগঠন ও সম্প্রসারণের জন্য এককালীন প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করাও সরকারের পক্ষে সম্ভব।

(৬) লোকসানের সম্ভাবনা আছে জানিয়াও দেশের প্রয়োজনে,—অর্থাৎ কর্মসংস্থান বজায় রাখিবার জন্য বা দুষ্প্রাপ্যতা নিবারণের জন্য—উৎপাদন ব্যবস্থা চালাইয়া যাওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব, বেসরকারী শিল্পপতির পক্ষে সম্ভব নহে। ইহাতে মন্দার চাপ কাটাইয়া উঠা সহজেই সম্ভব হয়।

(৭) যত অধিক সংখ্যক শিল্প সরকারের মালিকানধীন হইবে অর্থনৈতিক কাঠামো পরিকল্পিত ভাবে গড়িয়া তুলা সরকারের পক্ষে ততই সহজ হইবে। ইহার কারণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় দেশের মোট সঙ্গতির সুসমঞ্জস বিনিয়োগ প্রয়োজন।

কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পক্ষে এই সকল যুক্তি থাকিলেও উহার বিপক্ষে যে কিছু বলিবার নাই তাহা নহে। রাষ্ট্রায়ত্তকরণ নীতির পরিপূর্ণ প্রয়োগের বিরুদ্ধবাদীরা নিম্নরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন :

(১) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে রাজনৈতিক দলাদলির অনুপ্রবেশ ঘটে। দলাদলির ভিত্তিতেই সরকার গঠিত হয়, সুতরাং সরকার-বিরোধী দলগুলি শ্রমিকদের মধ্যে সরকার বিরোধী প্রচারকার্য্য চালায়, সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদিগকে উস্কানি দেয়। সরকারী শিল্পে অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রমিকরাও 'ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য—সরকার গঠনকারী দলকে যাহারা পছন্দ করে না, তাহারা যথোচিত আনুগত্য দেয় না।

(২) সরকার শিল্পের মালিক হইলেই যে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক মধুর হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বেসরকারী মালিক অর্থের দ্বারা শ্রমিককে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, সরকার আইনের দ্বারা শ্রমিককে হুমকি দিতে পারেন এবং দেশপ্রেমের নামে ফাঁকা বুলি শুনাইতে পারেন।

(৩) বেসরকারী শিল্প মালিকরা শিল্প পরিচালনায় যে কর্মদক্ষতা দেখাইবেন বহুক্ষেত্রেই সরকারী কর্মচারীরা সে কর্মদক্ষতা দেখাইতে পারেন না। মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্যই ইহার কারণ। শিল্পের মালিক সব সময়েই জানেন যে শিল্পের লাভ লোকসানের উপর তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। সুতরাং তিনি তাঁহার নিজের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সাফল্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। ইহার জন্য সর্বদাই তাঁহাকে কম ব্যয়ে ভাল সামগ্রী উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। খরিদ্দারদের সুবিধা

অসুবিধার দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদিগের বাঁধা বেতন, নির্দিষ্ট বেতন-বৃদ্ধি, সুনিশ্চিত পেনসন, চাকুরীর দৈর্ঘ্য অনুসারে পদোন্নতি এবং শাসনতন্ত্রের দ্বারা বা আইনের দ্বারা চাকুরীর স্থায়িত্ব গ্যারান্টি-প্রদত্ত। সুতরাং শিল্পের সহিত তাঁহাদের চাকুরীর সম্পর্ক, ভাগ্যের সম্পর্ক নহে। ফলে, সরকারী কর্ম্মচারীর ব্যবস্থাপনা বেসরকারী কর্মচারীদের ন্যায় দক্ষ হয় না।

(৪) বে-সরকারী শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়তই নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতেছে। কে কত কম ব্যয়ে ভালো জিনিস উৎপাদন করিতে পারে এবং খরিদ্দারকে সন্তুষ্ট করিতে পারে তাহার জন্য সকলেই চেষ্টিত থাকে।

(৫) রাষ্ট্রের হাতে জনকল্যাণকর কার্য্য করিবার অনেক দায়িত্ব আছে। ইহার উপর আর শিল্প পরিচালনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ সঙ্গত নহে; বিশেষ করিয়া রাষ্ট্র যখন বিভিন্ন পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উপায়ে শিল্প সংগঠন, শিল্প পরিচালনা, মূলধন বিনিয়োগ এমন কি মুনাফা ও মজুরীর হার এবং পণ্যের দামও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন, তখন রাষ্ট্রায়ত্ত না করিয়াও উহার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

Q. 2. Attempt a comparison between a private enterprise economy and a planned economy from the standpoint of productive efficiency. (B. A. 1963)

Explain the salient features of a Planned Economy and a Private Enterprise Economy (B. A. 1961)

Ans. যে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই ধনসম্পদ উৎপাদিত ও বন্টিত হয় তাহাকে ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন অর্থনীতি বলা হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন অর্থনীতির মোটামুটি বৈশিষ্টগুলি নিম্নরূপ :

(১) যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও উৎপাদক উপকরণের মালিক হইতে পারে এবং সে ঐ উৎপাদক উপকরণ কোন্ কার্যে প্রয়োগ করিবে তাহা স্থির করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাহার আছে।

(২) মালিক তাহার কারবার সম্প্রসারণ করিবে, কি সঙ্কুচিত করিবে

তাহা সে নিজেই স্থির করিবে, এ সম্পর্কে সরকার তাহাকে কোনও নির্দেশ প্রদান করিবে না।

(৩) মালিক তাহার কারবার বাড়াইবে কি কমাইবে তাহা মুনাফার উপর নির্ভর করে। যে কারবাবে লাভ বেশী সেই কারবারে উৎপাদক সম্পতি বেশী নিয়োগ করা হইবে, যে কারবারে লাভ কম সেই কারবারে উৎপাদক সম্পতি কম নিয়োগ করা হইবে। সুতবাং উৎপাদক সম্পতি বিভিন্ন কারবারের মধ্যে বণ্টিত হইবে উৎপাদানকাবীদের বিভিন্ন স্বার্থে, সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থে নহে।

(৪) পণ্য বিক্রয়ের বা ক্রয়কার্য্যের উপর কোন বাধা নিষেধ থাকে না। পণ্যের বা কাঁচামালের বা অন্য কোন উৎপাদক উপাদানের দুষ্প্রাপ্যতা ঘটিলে উহা দামের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে। অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্যতা ঘটিলে দাম বাড়িয়া যাইবে এবং বাড়তি দামই উহার চাহিদাকে সঙ্কুচিত করিয়া দিবে। সুতরাং দুষ্প্রাপ্য বস্তু লোকে আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ীই কিনিতে সক্ষম বা অক্ষম হইবে।

(৫) দেশের ব্যবসায়ীবা সর্বপ্রকার সামগ্রী আমদানী রপ্তানী করিতে পারে। তবে আমদানী রপ্তানীব উপর নিয়মমত শুল্ক ধার্য্য থাকিতে পারে, এমন কি শিল্প সংরক্ষণেব স্বার্থে আমদানী সামগ্রীর উপর অতিরিক্ত শুল্কও আরোপিত থাকিতে পারে।

(৬) শ্রম ক্রয়-বিক্রয়ে কোন বাধা নিষেধ থাকে না। শ্রমিক তাহার শ্রম যে কোনও মালিককে বিক্রয় করিতে পারে এবং মালিক যে দামে তাহার পোষায় সেই দামে এবং যতখানি তাহার প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই শ্রম ক্রয় করিতে পারে। শ্রমের দাম, অর্থাৎ মজুরী, শ্রমের যোগান চাহিদার উপরেই নির্ভর করে। তবে সরকার শ্রমিকদিগকে অযথা নিষ্পেষণের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য শ্রমিক রক্ষা বা শ্রমিক কল্যাণ আইন রচনা করিতে পারেন।

(৭) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল যে উৎপাদন চাহিদার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। পুঁজিপতিরা আসলে যাহা ইচ্ছা তাহা উৎপাদন করিতে পারে না। তাহাদের স্বার্থই তাহাদিগকে সেই সামগ্রী উৎপাদন করিতে বলে যাহা বিক্রয় করা সম্ভব, এবং বিক্রয় করা কি সম্ভব এবং কতখানি

সম্ভব তাহা বাজারের চাহিদার দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। বাজারের অদৃশ্য হস্তের দ্বারা লাভের উৎপাদন কাজের উৎপাদনে পরিণত হয়। ঐ অদৃশ্য হস্তের দ্বারা উপার্জনের বণ্টনও নিয়ন্ত্রিত হয়।

যে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগের দ্বারা ধন সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয় না, উহা নিয়ন্ত্রিত হয় কোনও কেন্দ্রীয় শক্তির দ্বারা,—হয় সরকার, না-হয় সরকারের দ্বারা গঠিত ও ক্ষমতাপ্রদত্ত কোনও সংস্থা—তাহাকেই মোটামুটিভাবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামো বলা চলে। পরিকল্পিত অর্থনীতির কতিপয় প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) যে কোন ব্যক্তি উৎপাদক উপাদান সংগ্রহ করিয়া উহা যে কোন উৎপাদনের কার্যে প্রয়োগ করিতে পারে না। মালিক তাহার দ্বারা সংগৃহীত উৎপাদক উপাদানকে কোন্ কাজে লাগাইবে, উহার দ্বারা কি ধরণের বস্তু কতখানি উৎপাদন করিবে তাহা নিজেই সকল সময়ে স্থির করিবার অধিকারী নহে ; উহা কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়া দিবে।

(২) কোন্ কারবার কতখানি করা হইবে তাহা ব্যক্তিগত মুনাফার উপর নির্ভর করিবে না, উহা নির্ভর করিবে সমাজের প্রয়োজনের উপর ; সমাজের প্রয়োজন বিচার করা হইবে জনকল্যাণের ভিত্তিতে।

(৩) পরিকল্পনা সংস্থার দ্বারা, দেশের বিভিন্ন কারবারের মধ্যে উৎপাদক সঙ্গতির বণ্টন সাধিত হয়। ইহা এরূপভাবে করা হয় যাহাতে দেশের মোট উৎপাদক সঙ্গতির সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয়।

(৪) দেশের মধ্যেকার বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্ সামগ্রী বেশী প্রয়োজন এবং কোন্ সামগ্রী কম প্রয়োজন তাহার একটি অগ্রাধিকার বিন্যাস (Priority) করা হয়। যে সামগ্রী বেশী প্রয়োজন তাহার উৎপাদন যাহাতে অগ্রে হয় সেই উদ্দেশ্যে সরকার নানারূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য দিয়া থাকেন। বিভিন্ন বস্তুর উৎপাদনের তাগ্ (target of production) নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয় এবং এই তাগ্ অনুযায়ী যাহাতে সকল প্রকার বস্তুর উৎপাদন সম্ভব হয় তাহার জন্য সাহায্যদান ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয়।

(৫) ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের মধ্যে অগ্রাধিকার বিন্যাস অনুযায়ী এবং

উৎপাদনের ভাগ্‌ অনুযায়ী কোন্ ধরণের শ্রমিক বেশী প্রয়োজন তাহা অনুমান করিয়া লওয়া হয় এবং বিশেষ শিক্ষণ ব্যবস্থা ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের দ্বারা সেই প্রকার শ্রমিক গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়।

(৬) আমদানী রপ্তানীর উপর রাষ্ট্রের সুপরিকল্পিত নীতি প্রয়োগ করা হয়—সমাজের আশু ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন অনুযায়ী উহারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৭) লোকেরা তাহাদের ইচ্ছামত যে কোনও বস্তু যে কোনও পরিমাণে কিনিতে পারে না, লোকের ক্রয় কার্যের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্ত হইতে পারে।

(৮) সরকার অর্থনৈতিক জীবনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ এবং নিজেই শিল্প স্থাপন এবং ব্যবসায় পরিচালনায় অগ্রসর হন।

Q. 3. Discuss the benefits of economic planning. Is planning possible under capitalistic economy ?

Ans. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কেন করা হয়, উহার উদ্দেশ্য কি, উহাতে কি সুফল পাওয়া যায়, অর্থনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন প্রায়ই উত্থিত হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সুফল হইল নিম্নরূপ :

(১) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা অবাধ প্রতিযোগিতার কুফল দূরীভূত করা যায় ; সব থেকে বড় কুফল হইল, বৃহৎ শিল্পপতিদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার সৃষ্টি এবং একচেটিয়া কারবার স্থাপন। বিক্ষিপ্তভাবে আইন রচনা করিয়া ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া উহার যথোচিত প্রতিকার করা সম্ভব হয় না। বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় উহার কুফল দূরীভূত করা যায়।

(২) জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা ইচ্ছাপূর্বক উন্নীত করিতে হইলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অপরিহার্য্য। কারণ, পূর্ব হইতে চিন্তা করিয়া এবং ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিয়া যদি অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাইতে হয় তাহা হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যের মধ্যে অগ্রাধিকার বিন্যাস—কিসের উন্নয়ন আগে করা হইবে এবং কিসের উন্নয়ন পরে করা হইবে, আগে যে শিল্পের উন্নয়ন করা হইবে উহার জন্য অপর কোন্ শিল্পের উন্নয়ন আগে প্রয়োজন, এই সকল বিষয় স্থির করিতে হয়। অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত সম্পর্কহীন যে বেসরকারী উদ্যোগ ক্রিয়া করে, উহারা একত্রিত হইয়া সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক জীবনের এইরূপ অগ্রাধিকার বিন্যাস করিতে পারে না।

(৩) প্রায় সকল দেশেই ব্যাপক বেকারত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে প্রাকৃতিক সম্পত্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না, অপরদিকে মানবিক সম্পত্তি অকেজো থাকে। দেশে বেকারত্বের অর্থই হইল, উপায় থাকিতেও দারিদ্র্য বরণ এবং দেশের সম্পত্তির অপচয়। বিভিন্ন প্রকার শিল্প, কৃষি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুসমঞ্জস উন্নয়নের দ্বারাই ইহার প্রতিকার করা সম্ভব।

(৪) ঠিকমত পরিকল্পনা রচনা করিলে এবং ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিলে, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক ক্লেশ দূরীকরণে সরকারকে সহযোগিতা দিতে জনগণ প্রেরণা বোধ করে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং উৎসাহকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োগ করা যায়।

(৫) ধনবণ্টনের অসাম্য পুঁজিবাদী সমাজের একটি অভিশাপ—ইহাতে মানুষে মানুষে অহেতুক ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়, পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ভোগের সুযোগে প্রভূত পার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবনের মান কৃত্রিমভাবে অবনত থাকে। একমাত্র ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণ ও উন্নীত করিয়াই যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ধনবণ্টনের সঞ্চিত বৈষম্য দূরীভূত করা যায়। উহার বিকল্প হইল বিপ্লব।

(৬) প্রত্যেক দেশেই সরকারের সাধারণ ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য এবং সাধারণভাবে অর্থনৈতিক জীবন প্রভূতভাবে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবান্বিত হয়। সরকারের করনীতি, ব্যয়নীতি, মুদ্রানীতি, বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ, প্রভৃতি স্বাভাবিক কাজকর্মের দ্বারা শিল্পমালিক ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবন সরকারী নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসিয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত এই সকল নিয়ন্ত্রণ একান্তই খাপছাড়া; যে ক্ষেত্রে যেরূপ বিচ্ছিন্ন সমস্যা দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে তখনকার মত বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়; ইহাতে ঠিক উপকার হয় না। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকে সুসমন্বিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অনেক বেশী উপকার হয়।

(৭) দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য যখন বেসরকারী মালিকদের হাতে থাকে, উহার উপর যখন কোনও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় থাকে না,

তখন ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে একটি চিরন্তন অস্থিরতা থাকিয়া যায়। বাণিজ্যচক্র (Trade cycle) এই অস্থিরতার রূপ। বাণিজ্যচক্রের পরিবর্তনে, কখনও পরম সমৃদ্ধি কখনও চরম মন্দা সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা এই অস্থিরতা দূর করা যায় এবং উচ্চহারে উপার্জন এবং কর্মসংস্থানকে স্থিতিশীল করা যায়।

(৮) বেসরকারী শিল্পোদ্যোগের মধ্যে যে প্রতিযোগিতামূলক অপচয় হয়, সরকারী কর্তৃত্বাধীনে সুসমঞ্জস পরিকল্পনা রচনা ও কার্য্যকরী করিলে সেই অপচয় নিরোধ করা যায়। সকল উৎপাদক সঙ্গতি উন্নয়ন কার্য্যেই নিয়োগ করা যায়।

Planning in Capitalistic Economy

কেহ কেহ অভিমত দেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজে কোনও সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা ও উহার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নহে। ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদক সঙ্গতির ব্যক্তিগত মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধু তাহাই নহে, এখানে অবাধে প্রতিযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সামঞ্জস্য বিধান স্বীকৃত। উদার গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে নাগরিকদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাধীনতা সমেত সর্বপ্রকার ব্যক্তিস্বাধীনতা শাসনতন্ত্রের দ্বারা স্বীকৃত। এরূপ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করা সম্ভব নহে, কারণ পরিকল্পনা সার্থক করিবার জন্য উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ প্রয়োজন। দেশের সমগ্র উৎপাদক সঙ্গতির একত্রীকরণ এবং সেই উৎপাদক সঙ্গতিকে বিভিন্ন উৎপাদন প্রচেষ্টার মধ্যে সুসমঞ্জসভাবে বণ্টন—ইহাই পরিকল্পনার মূলকথা এবং ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক অর্থ-নৈতিক কাঠামোয় ইহা করা প্রায় অসম্ভব; সুতরাং, ইঁহাদের মতে, ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা সম্ভব নহে।

কিন্তু এই মত সম্পূর্ণতঃ গ্রহণ করা যায় না। ধনতান্ত্রিক সমাজেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা এবং পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা যে সম্ভব তাহা যুদ্ধের পূর্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং যুদ্ধের পরে ভারত, পাকিস্থান, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। বরং ব্যক্তি মালিকানার সমাজে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

আরও বেশী করিয়া প্রয়োজন। সম্পত্তির মালিকানা যখন সমাজের বা রাষ্ট্রের হাতে থাকে, তখন সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে কিছু না কিছু নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার অর্থনীতিতে, অবাধ বাজারের শক্তি না পারে প্রয়োজনীয় উৎপাদন সৃষ্টি করিতে, না পারে সুসম বণ্টন আনিতে ; এক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব নহে, কাম্যও নহে। ইহার কারণ, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজেও ব্যক্তিগত ধনসম্পদ প্রয়োজন বোধে সমাজের হিতার্থে নিয়োজিত হইবে এবং গণতন্ত্রের আদর্শ যে নিছক নাগরিকের ভোটাধিকারই নহে, সাধারণ মানুষের কল্যাণ, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক দেশেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর সরকার নানাভাবেই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সকল দেশেই এই নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্মের ক্রমাগত সম্প্রসারণ এই নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল ক্রমশঃই বাড়াইয়া দিতেছে। সুতরাং ধনতান্ত্রিক কাঠামো বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যথেষ্ট সম্ভব। তবে ফ্যাসিবাদী বা সাম্যবাদী দেশের ন্যায় ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দ্রুত ফল দিতে পারে না।

Q. 4. Write a brief explanatory note on mixed economy.

(Cal. B. Com 1957)

Ans. দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সরকারী উদ্যোগ এবং বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি অবস্থান করিলে উহাকে মিশ্র অর্থনীতি বলা হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদক সম্পত্তির সবাকছুই রাষ্ট্রয়ত্ত করা হয় না ; শিল্প প্রতিষ্ঠা করা এবং শিল্প সম্প্রসারণের দায়িত্ব দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদিগের উপরেই ছাড়িয়া রাখা হয়। বেসরকারী অংশের এই সকল শিল্প বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্র যে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে না তাহা নহে; লাইসেন্স, পারমিট, বাধ্যতামূলক বিক্রয়, দাম নিয়ন্ত্রণ, পুঁজি সংগ্রহে অনুমোদন, উৎপাদিত পণ্যের গুণ অনুমোদন, কারবারের গঠনপ্রণালী অনুমোদন, হিসাব পরীক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে ও উপায়ে সরকার বেসরকারী শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। শুধু নিয়ন্ত্রণই নহে, বেসরকারী শিল্পকে সরকার নানাভাবে উৎসাহ এবং সাহায্যও দিয়া থাকেন। বিশেষ করিয়া

অনুন্নত দেশে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের প্রধান সমস্যা হইল যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করা; এই সমস্যার সমাধানে সরকার নানাভাবে সহায়তা দিয়া থাকেন।

কিন্তু মিশ্র অর্থনীতিতে সরকার শিল্প স্থাপনা ও ব্যবসায় পরিচালনায় ক্রমবর্ধমান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সকল শিল্পে প্রভূত পরিমাণ পুঁজি প্রয়োজন হয় অথচ প্রথমদিকে উহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে মুনাফা অর্জন ঘটে না, কারণ ঐ শিল্প যে উপকার দেয় তাহা পরোক্ষ সামাজিক ও সমষ্টিগত উপকার (যথা রেলপথ, টেলিফোন ইত্যাদি), সেই সকল শিল্পে সরকারী উদ্যোগ সক্রিয় হয়। আবার ঠিক ইহার বিপরীতও ঘটে ; অর্থাৎ অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতির দরুণ যে সকল শিল্পে বা ব্যবসায়ে সহজেই মুনাফা অর্জিত হয় সেই সকল শিল্প বা ব্যবসায় সরকার ক্রমশঃই স্থাপন করিতে অগ্রসর হন। ইহার কারণ, সহজে অর্জিত এই মুনাফা ধনীকে আরও ধনী করিবার কাজে নিয়োজিত না হইয়া দরিদ্রের দারিদ্র্য লাঘবের কাজে নিয়োজিত হইতে পারে। আবার যে সকল শিল্প মূল বা ভিত্তিমূলক শিল্প (যথা রাসায়নিক শিল্প বা লৌহ বা কয়লা), যেগুলির যথোচিত সম্প্রসারণ না ঘটিলে সমগ্রভাবে দেশের শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হয়, যাহাদের উন্নয়নের উপর অন্যান্য বিবিধ শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন নির্ভরশীল, সরকারী উদ্যোগে সেই সকল শিল্প স্থাপিত ও পরিচালিত হওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

তবে মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারী শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত বেসরকারী শিল্পবাণিজ্যের যথাযথ সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। এই সামঞ্জস্য বিধানের সাফল্যের উপর মিশ্র-অর্থনীতির সাফল্য নির্ভর করে।

Q. 5. What is economic planning ? Discuss the objectives of economic planning.

Ans. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝায় এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের আলোচনায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। পরিকল্পনার মূল কথা হইল, সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের যাহাতে উন্নতি ঘটে, জন-সমষ্টির সকল শ্রেণী ও লোকে যাহাতে সাধ্যমত অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করিতে পারে সেইরূপ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা। একটি নির্দিষ্ট

কর্তৃপক্ষের দ্বারা এই পরিকল্পনা করা হয়; দেশের সম্পদ কিভাবে কোন্ কাজে ব্যবহার করা হইবে তাহার আদেশ নির্দেশ দানের ক্ষমতা এই কর্তৃপক্ষের আছে। "সমাজতন্ত্রবাদের অর্থনীতি" শীর্ষক গ্রন্থে ডিকিনসন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন: "Economic planning is the making of major economic decisions—what and how much is to be produced and to whom it is to be allocated—by the conscious decision of a determinate authority, on the basis of a comprehensive survey of the economic system as a whole." অর্থাৎ "অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হইল প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, কোন্ বস্তু কি পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে এবং কাহাকে উহার দায়িত্ব দেওয়া হইবে। ইহা করা হইবে, কোনও সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের দ্বারা এবং সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপক সমীক্ষার ভিত্তিতে।"

কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্যই পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনার উদ্দেশ্যকে সাধারণ বা ব্যাপক উদ্দেশ্য এবং নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য—এই ভাবে ভাগ করিতে পারা যায়।

স্থায়ী ভিত্তিতে উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন এবং প্রয়োজন বোধে ঐ উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন—ইহাকেই মোটামুটি পরিকল্পনার ব্যাপক বা সাধারণ উদ্দেশ্য বলা চলে। এই উদ্দেশ্যকে কিছুটা চরমপন্থী (radical) বলা চলে, অর্থাৎ যখন অর্থনৈতিক কাঠামোর কোন না কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করা হয়, যথা কৃষিগত অর্থনীতিকে শিল্পগত অর্থনীতিতে রূপায়ণ। সাধারণ বা ব্যাপক উদ্দেশ্য রচনায় ভোগ-সামগ্রী উৎপাদনের উপর গুরুত্ব অপেক্ষা উৎপাদক সামগ্রী উৎপাদনের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ইহা ছাড়াও, সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে ধনবণ্টনের বৈষম্য দূর করিবার উদ্দেশ্যও অন্তর্ভুক্ত থাকে; সকল সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় ধনবণ্টনের বৈষম্য দূর করা আদর্শরূপে বা ব্যাপক উদ্দেশ্যরূপে গণ্য করা হয়।

নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য হইল অর্থনৈতিক জীবনের কোনও আশু প্রয়োজন মিটানো। অর্থনৈতিক জীবনের কোনও ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের

জন্য বা বিশেষ ধরণের জাতীয় আকাঙ্খা মিটাইবার জন্য কোনও পরিকল্পনা করা হইলে উহার উদ্দেশ্য হইবে সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট। বাণিজ্যচক্রের মন্দার প্রতিকার বা কুটির শিল্পের প্রসার বা সামরিক শক্তি অর্জন—এই ধরণের উদ্দেশ্যকে সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নয়া ব্যবস্থার পিছনে বা জার্মানীর চারসালা পরিকল্পনার পিছনে এইরূপ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অর্থনৈতিক কাঠামো (Economic Systems)

Q. 1. What is wrong with capitalism? How would you propose to remove its defects? (B.A. 1951)

Ans. ধনতন্ত্রের মূলকথা হইল, জমি ও পুঁজি এই দুইটি প্রধান উৎপাদক উপাদানের ব্যক্তিগত মালিকানা। যে কোনও ব্যক্তি জমির মালিক বা পুঁজিসামগ্রীর মালিক হইতে পারে এবং উহার ভিত্তিতে যে কোন সামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে বা ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাপৃত হইতে পারে। আপনার চাতুর্য্য ও কর্মক্ষমতার দ্বারা অধিক উপার্জন করিয়া যে কোন ব্যক্তি পুঁজি সংগ্রহ করিয়া পুঁজিপতি হইতে পারে। কাহারা পুঁজিপতি হইবে এবং কাহারা নিছক শ্রমিক হইবে তাহা জনসমষ্টির মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারাই নির্ধারিত হইবে।

শ্রমিক ও মালিকের অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারা শ্রমিকের মজুরী নির্ধারিত হয়। ধনতন্ত্র মনে করে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজস্বার্থের দ্বারাই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত হইলে সমগ্র সমাজের স্বার্থ রক্ষিত হয় এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি সৃষ্টি হয়। ইহার যুক্তি হইল, সকলেই নিজেদের স্বার্থে যথাসম্ভব অধিক উপার্জনের জন্য চেষ্টিত, সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেই তাহার উৎপাদক উপাদান সেই উৎপাদন প্রক্রিয়াতেই নিয়োগ করে যেখানে উহা সর্বাপেক্ষা উৎপাদনক্ষম হইবে। উৎপাদনকারীদের মধ্যেও অবাধ প্রতিযোগিতা, আবার উৎপাদনকারী ও ভোগকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো পৃথিবীর সকল দেশেই দীর্ঘকাল যাবৎ বলবৎ ছিল এবং এখনও অনেক দেশেই আছে। যে সকল দেশে আছে সে সকল দেশে উহার আদিমরূপ কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। তথাপি ধনতান্ত্রিক কাঠামোর কতিপয় গুরুতর কুফল দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, ধনবণ্টনের প্রভূত বৈষম্য ধনতন্ত্রের অন্যতম কুফল; বস্তুতঃপক্ষে ইহাই ধনতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কুফল। ইহার দরুণ সমাজের একশ্রেণী অগাধ ধনৈশ্বর্য্য এবং আর এক (ও বৃহত্তর শ্রেণী) চরম দৈন্য ভোগ করে। ধনী ও দীনের মধ্যে প্রতিযোগিতায় ধনী আরও ধনী হয়, দীন দীনতর হয়। সমগ্রভাবে মানুষের দুঃখ বাড়ে। শুধু তাহাই নহে,দরিদ্রশ্রেণী যে অর্থাভাবে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনিতে পারে না, তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হয়। লোকের আয় না থাকিলে, ব্যয় ক্ষমতা থাকে না এবং লোকে ব্যয় করিতে না পারিলে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের আয়োজন করিয়া লাভ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাধীনতা থাকিবার দরুণ পুঁজিপতিগণ সেই সকল সামগ্রী উৎপাদনেই পুঁজি নিয়োগ করে যে সামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয় হইতে তাহাদের ব্যক্তিগত মুনাফা হইবে সর্বাধিক। সুতরাং প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা থাকিলেও, বিলাস সামগ্রী অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য হইতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক গঠনের মধ্যে ভারসাম্য থাকে না।

তৃতীয়তঃ, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকদের স্থান হয় নিচে; ব্যক্তিগত মুনাফাসন্ধানী পুঁজিপতিরা শ্রমিকদিগকে যতটা সম্ভব কম পারিশ্রমিক দিবার চেষ্টা করে। বেকার থাকা অপেক্ষা কম মজুরীতে কাজ করা শ্রেয় বলিয়া শ্রমিকরা কম মজুরীতেই কাজ লইতে বাধ্য হয়।

চতুর্থতঃ, দেশে বেকারের সংখ্যা থাকে প্রচুর। কখনও এই সংখ্যা কিছুটা কমে কখনও খুব বাড়ে। বস্তুতঃপক্ষে দেশে বেশ কিছু সংখ্যক লোকের বেকার থাকাই পুঁজিপতিদের স্বার্থানুকূল; উহাতে মজুরীর হার কম থাকে, আবার প্রয়োজন হইলেই দেশের মধ্যে বেশী করিয়া শ্রমিক পাওয়া যায়।

পঞ্চমতঃ, পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় বাণিজ্যচক্রের উঠতি

পড়তি সর্বদাই চলিতে থাকে। ইহার কারণ হইল যে, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগকার্য্য (investment) নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত, সমষ্টিগত স্বার্থে কোনও অভিন্ন কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে।

ষষ্ঠতঃ, পুঁজিপতিরা যেরূপ পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতে পারে সেইরূপ পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়া করিয়া একচেটিয়া কারবার স্থাপন করিতেও পারে। প্রতিযোগিতা করিলে বহু সামাজিক অপচয় হয় আবার একচেটিয়া কারবার স্থাপন করিলে সমাজকে শোষণ করা হয়।

ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার এই সকল অসুবিধা বর্তমানে সকল ধনতান্ত্রিক দেশেই অনুভূত হইয়াছে; ভোটাধিকারের মাধ্যমে সর্বসাধারণের হাতে ক্ষমতা আসায়, ধনতান্ত্রিক দেশের সরকারকে ধনতন্ত্রের কুফল দূর করিয়া ব্যক্তিগত উদ্যোগের সুফল যাহাতে লাভ করা যায় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে সাধারণ যে সকল পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে সেগুলি হইল নিম্নরূপ :

প্রথমতঃ, ধনবণ্টনের বৈষম্য দূর করিবার জন্য একদিকে করধার্য্য এবং অন্যদিকে অর্থসাহায্য এই দুই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। কর প্রদানের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকে কর প্রদান করিবে এই নীতি অনুযায়ী আধুনিক যুগে ক্রমবর্ধমান হারে করধার্য্য করা হইয়া থাকে; উচ্চতর আয়ের উপর চড়া হারে করধার্য্য করিয়া নিম্নতর আয়ের লোকেদের কর হইতে যথাসম্ভব অব্যাহতি দিলে এবং ঐ করলব্ধ অর্থ দরিদ্রদের যাহাতে উপকার হয় সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় করিলে (যথা অবৈতনিক শিক্ষা, নিম্নতর আয়ের লোকেদের জন্য বিনা পয়সায় চিকিৎসা) ধনবণ্টনের বৈষম্য কিছুটা কমানো যায়। ইহাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করিলেও, বাস্তবক্ষেত্রে সকল ধনতান্ত্রিক দেশেই এই ধরণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক সমাজে যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়,—অর্থাৎ দরিদ্রের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কম, ধনীর বিলাস সামগ্রী বেশী—উহা বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কিছুটা সংশোধন করা যায়। অনেক দেশেই এই পদ্ধতি বাস্তবে অবলম্বিত হইয়াছে। যে সকল বস্তু সমাজের সামগ্রিক হিতার্থে বেশী বা আশু প্রয়োজন নহে সে সকল বস্তু উৎপাদনের জন্য অর্থ বিনিয়োগে সরকার অনুমতি দেন না; জনসাধারণের

স্বার্থে যে সকল বস্তুর বেশী প্রয়োজন সেই সকল বস্তুর উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগে সরকার অনুমতি দেন, এমন কি আর্থিক সাহায্য দিয়া উহাতে উৎসাহও দিতে পারেন।

তৃতীয়তঃ, শ্রমিক রক্ষা আইন রচনা করিয়া শ্রমিকদিগকে অত্যধিক পরিশ্রম এবং শোষণের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়, অপরদিকে শ্রমিককল্যাণ আইন চালু করিয়া শ্রমিকদিগকে নানাবিধ সুখ সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে। ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করিয়া এবং মুনাফা বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াও শ্রমিকদিগের ন্যায্য প্রাপ্য যাহাতে তাহারা পায় তাহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

চতুর্থতঃ, অযথা শ্রমিক ছাঁটাই প্রতিরোধ করিয়া ও শ্রমিক নিয়োগ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বেকারের সংখ্যা কমানো যাইতে পারে। অপরদিকে সরকার মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি প্রয়োগ এবং নিজেদের নির্মাণ কার্যের কর্মসূচী ঠিকমত সাজাইয়া দেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারেন।

পঞ্চমতঃ, উপরোক্ত পদ্ধতিতে, অর্থাৎ মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি এবং সরকারী নির্মাণ কার্যের নীতি যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা, বাণিজ্যচক্রের দ্বারা সৃষ্ট অস্থিরতা দূরীভূত করিলে এবং কর্মসংস্থানকে উচ্চস্তরে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল কিছুটা দূরীভূত করা যায়।

ষষ্ঠতঃ, জনসাধারণের স্বার্থে একচেটিয়া কারবার গঠনে যথোচিত পদ্ধতিতে বাধা দিলে এবং পুঁজিপতি উৎপাদনকারীরা যাহাতে এক জোট হইয়া ক্রেতাসাধারণকে শোষণ করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার দাম-চুক্তি নিষেধ করিয়া দিলে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপকার কিছু দূর হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক ধনতান্ত্রিক দেশেই এই ধরণের কোন না কোন ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

অনেকেই কিন্তু মনে করেন যে ধনতন্ত্রের নানাবিধ কুফল বিবিধ বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থার দ্বারা সংযত করিবার চেষ্টা করিলেও উহার যথার্থ সার্থকতা নাই। একমাত্র জমি ও পুঁজির পরিপূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারাই—অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারাই, ধনতন্ত্রের কুফল দূরীভূত করা সম্ভব।

Q. 2. What is socialism? Briefly discuss its aims and objectives (Cal. 1946) Describe the chief economic advantages of a socialistic economic system and discuss the economic problems faced by it. (Cal. B. A. 1962)

Ans. সমাজতন্ত্রবাদ কাহাকে বলে এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ ও চিন্তানায়কদের মধ্যে অনেক মতের পার্থক্য আছে। তবে সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথা হইল যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজের সকল উৎপাদক-সঙ্গতি সমগ্র সমাজের হিতার্থে নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেশের মধ্যেকার মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণী দেশের সমগ্র উৎপাদক সঙ্গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই ব্যবস্থার রহিত করাই সমাজতন্ত্রবাদের মূল আদর্শ। মালিকশ্রেণী উৎপাদক সঙ্গতির মালিক বলিয়া শ্রমিকগণ নিজেদের সঙ্গতির দ্বারা নিজেরা উৎপাদন করিতে পারে না, তাহারা মালিকদিগের নিকটেই নিজেদের শ্রম বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু অকেজো কাঁচামালকে যে তৈয়ারী সামগ্রীতে রূপান্তরিত করিয়া মূল্যবান পণ্যে পরিণত করা হয়, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করা হয়, তাহার সমগ্র কৃতিত্ব মেহনতী শ্রমিক শ্রেণীর, ইহাই সমাজতন্ত্রবাদীদের মত। মালিকশ্রেণী নিছক পরান্নভোজী, শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদিত "উদ্বৃত্ত মূল্য" ইহারা গ্রাস করিয়া বিত্তবান হয়। দেশে অসংখ্য শ্রমিক, কিন্তু বিনিয়োগের ক্ষমতা একমাত্র পুঁজিপতিদের হাতেই থাকায়, দেশের কর্মসংস্থানের কতখানি অবকাশ থাকিবে তাহা পুঁজিপতিদের দ্বারা নির্ধারিত। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণী বাধ্য হইয়া অত্যল্প মজুরীতেই কার্য গ্রহণ করে। ইহাই পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ। শোষিত শ্রমিকশ্রেণী চির দরিদ্র থাকে। সমাজের ধনীশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ধনবণ্টনের বৈষম্য হয় প্রভৃত। ইহার দরুণ সমাজে যতটা ধনসম্পদ উৎপাদন হইতে পারে ততটা হয় না, সাধারণ মানুষ যতটা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিত ততটা পারে না এবং পরিশ্রমী মানুষের সমাজে এবং রাজনীতিতে যে প্রতিষ্ঠা ন্যায্য প্রাপ্য তাহাও তাহারা পায় না।

সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য হইল পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করিয়া উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করণ প্রতিরোধ। ইহা নানা উপায়ে করা যাইতে পারে এবং সমাজতন্ত্রবাদীগণ যে নানারূপ পদ্ধতি প্রদান করিয়াছেন উহার

দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদও ভিন্ন ভিন্ন আকার গ্রহণ করিয়াছে। তবে বর্তমানকালে রাষ্ট্রকেই সমাজতন্ত্র রূপায়ণের দায়িত্ব দিবার নীতিই গৃহীত হইয়াছে। সমাজের সংগঠিত শক্তিরূপে রাষ্ট্র পুঁজিপতিদের নিকট হইতে জমি কল-কারখানা প্রভৃতি উৎপাদক সম্পত্তির মালিকানা নিজের হাতে গ্রহণ করিবে। সুতরাং উৎপাদনের স্বার্থে উৎপাদক সম্পত্তির প্রয়োগ একমাত্র রাষ্ট্রই করিবে। এক্ষেত্রে পুঁজিপতি শ্রেণী বলিয়া আর কিছুই থাকিবে না ; দেশের সকল শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য রাষ্ট্রের হাতেই থাকিবে এবং রাষ্ট্রের দ্বারাই পরিচালিত হইবে। রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত শিল্প বাণিজ্যে সকল লোককেই পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে।

সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টনব্যবস্থা যদি রাষ্ট্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় তাহা হইলে কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের মুনাফা প্রাপ্তির ভিত্তিতে উহারা পরিচালিত হইবে না। কোন্ সামগ্রী কি পরিমাণে উৎপাদন করিলে সর্বাপেক্ষা বেশী মুনাফা পাওয়া যাইবে এইরূপ ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হইবে না। কারণ, রাষ্ট্র মুনাফা-সন্ধানী সংস্থা নহে, ইহা জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান ; অন্ততঃ তাহাই হওয়া উচিত, জন-সাধারণের হাতে ক্ষমতা থাকিলে রাষ্ট্র তাহাই হইবে। রাষ্ট্র যদি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হয় তাহা হইলে যে সকল শিল্প, ব্যবসা ও কৃষি উৎপাদন দেশের সামগ্রিক প্রয়োজন মিটাইবে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা করিবে, দরিদ্র জন-সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবে, রাষ্ট্র অব্যবহিত লাভ-লোকসানের কথা বিবেচনা না করিয়া সেই সকল শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিবে এবং সম্প্রসারণ ঘটাইবে। যদি মুনাফা উপার্জিত হয়, সে মুনাফা কাহারও ব্যক্তিগত তহ্‌বিল-এ যাইবে না, উহা সর্বসাধারণের কল্যাণে, সমাজে যাহাতে সর্বাধিক কল্যাণ আসে, সেই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে।

শুধু তাহাই নহে, এই ব্যবস্থায় ধনবন্টনের সমস্যার মীমাংসা হইবে ; ধনবন্টনের সমস্যা হইল উহার অসম বন্টন। কাহারও হাতে প্রচুর সম্পত্তি ও উপার্জন, কাহারও অল্প সম্পত্তি ও উপার্জন, কাহারও বা সম্পত্তিও নাই উপার্জনও নাই। ধনবন্টনের এই বৈষম্য একদা মানুষ অদৃষ্টের দান বলিয়াই মনে করিত, এখনও অনগ্রসর দেশে কোটি কোটি নিরক্ষর মানুষ তাহাই মনে করে। কিন্তু ধনবন্টনের বৈষম্য সমাজের আর্থিক কাঠামোর

মধ্যে নিহিত, ঐ কাঠামোর পরিবর্তনে ঐ বৈষম্য দূরীভূত করা যায়। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে উহা দূরীভূত করা প্রয়োজন; দেশে বৃহত্তর শ্রেণীর হাতে যথেষ্ট অর্থ না থাকিলে উহারা প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনিতে পারে না এবং তদনুপাতে শিল্প বাণিজ্যের প্রসারলাভ ঘটে না। সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ এবং উপকারিতা হইল ধনবণ্টনের বৈষম্য দূরা করা; প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উপায়ে ধনীর নিষ্প্রয়োজনীয় অলস অর্থ দরিদ্রের প্রয়োজনীয় এবং সক্রিয় অর্থে পরিণত করা। ইহাতে দরিদ্র বাঁচে, দেশ বাঁচে, দেশের সমৃদ্ধি হয়।

সমাজতন্ত্রবাদের এই আদর্শে দেশের মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে। সত্যকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ একাধিক। প্রথমতঃ, শ্রমিকশ্রেণী কোনও ব্যক্তিগত মালিকের স্বার্থে, মালিকের মুনাফার অঙ্ক বাড়াইবার জন্য, পরিশ্রম করিতেছে না, তাহার উৎপাদনক্ষমতা দেশের কল্যাণে নিয়োজিত এই চেতনা তাহাদের মধ্যে আসে বা সহজেই সৃষ্টি করিয়া দেওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন পুঁজিপতি-মালিকদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতায় যে প্রভূত পরিমাণ অর্থের অপচয় হয় তাহা নিরোধ করা যায় এবং উৎপাদক সঙ্গতিরূপে উহাকে উৎপাদনের কার্যে নিয়োগ করা হয়। তৃতীয়তঃ, দাম কমিয়া গেলে লোকসান হইবে এই সম্ভাবনায় মালিকশ্রেণী কৃত্রিমভাবে উৎপাদন কমাইয়া রাখে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইহা ঘটিবে না। এমন কি প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের পরে উহা বেশী উৎপাদন হইয়া গিয়াছে দেখিয়া মালিকশ্রেণী অতিরিক্ত উৎপাদন নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে তবু দেশবাসীকে উহা ভোগ করিতে দেয় নাই, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সমাজতন্ত্রে এইরূপ ঘটা অসম্ভব। চতুর্থতঃ, সকল সমাজতান্ত্রিক দেশ মোট উৎপাদকসঙ্গতির পরিকল্পিত ব্যবহারের আয়োজন করে; সমাজের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজন হিসাব করিয়া কোন্ সামগ্রী কতখানি উৎপাদন করা প্রয়োজন তাহা স্থির করা হয় এবং উৎপাদক সঙ্গতিকে তদনুযায়ী বিভিন্ন উৎপাদনের কার্যে নিয়োগ করা হয়।

Economic problems faced under Socialism.

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার দ্বারা বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু একথা মনে করিলে ভুল হইবে যে সমাজতন্ত্র

কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না। সমাজতন্ত্রও নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করে; তাহার মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যা হইল নিম্নরূপ :

(১) ছোট বড় সকল প্রকার শিল্পের মালিক মালিকানার অহঙ্কারে এবং মালিকানার স্বার্থে কারবারের সাফল্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টিত থাকে। সাফল্যের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার কার্যে, বাহির হইতে তাহাদিগকে কোন উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাইবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি সব কিছুই রাষ্ট্রের মালিকানাধীন হয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া কিছু না থাকে, তাহা হইলে কারবারের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। সমগ্র জনসমাজের সমষ্টিগত স্বার্থে প্রত্যেকে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করুক, ইহা আদর্শ হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে এই আদর্শের আবেদন খুব ফলপ্রসূ হয় না। দেশের কোন ঘোর সঙ্কটে দেশপ্রেম জাগরূক করা সহজ, জাগরূক আপনিও হয়, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে নিয়মিত কার্যকলাপরূপে, অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে শুধু দেশপ্রেম বা সমষ্টি-স্বার্থের বাণী শুনাইয়া ত্বরান্বিত করা যায় না। সুতরাং সমাজতন্ত্রকে ব্যক্তিমালিকানার সহিত কিছুটা আপোষ করিতে হয় অথবা যাহাদের হিতার্থে সমাজতন্ত্র তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করিতে হয় অথবা দেশের সঙ্কট বা ঘোর দুর্দিন আবিষ্কার করিতে হয় ও জীয়াইয়া রাখিতে হয়।

(২) সমাজতন্ত্রে ধনবণ্টনের বৈষম্য দূরীভূত হয় কিন্তু পুঁজিগঠনের সমস্যা বাড়ে। পুঁজিপতিকে বাদ দেওয়া যায় কিন্তু পুঁজিকে বাদ দেওয়া যায় না। পুঁজি বা মূলধন না হইলে উৎপাদন হইতে পারেনা, ক্রমান্বয়ে পুঁজি বাড়াইতে না পারিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। কিন্তু দেশের মূলধন সঞ্চয় করে তাহারা, যাহাদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ধনীরা। দরিদ্রের হাতে অর্থাগম হইলে ব্যয় হয়; বর্তমানের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে কিন্তু ভবিষ্যতের পুঁজি বাড়ে না। ধনীর হাতে অর্থাগম হইলে সঞ্চয় হয়, ইহাতে পুঁজি-গঠন সম্ভব হয়। ধনবণ্টনের বৈষম্য থাকিলে সমাজে সঞ্চয় হয় বেশী। ঐ বৈষম্য কমিলে সমাজের সঞ্চয় ক্ষমতা কমে। সকল সমাজতান্ত্রিক দেশকে সেই কারণে, প্রথমদিকে অন্ততঃ, কঠিন পুঁজি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়।

Q. 3. Point out briefly the distinguishing features of the communist experiment in Soviet Russia. In what important respects does it deviate from Marxian Socialism.

Ans. ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক নামে পরিচিত চরমপন্থী সাম্যবাদীগণ সাফল্য লাভ করিবার পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বাস্তবক্ষেত্রে সাম্যবাদ প্রয়োগ সুরু হইল। ক্ষমতা গ্রহণের পরেই সাম্যবাদীগণ সেখানকার জমির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সুরু করিয়া দেয়; কিন্তু কৃষকগণ তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল রাষ্ট্রকে প্রদান করিবে এই সর্তে তাহাদিগকে জমির দখল দেওয়া হইল। দুই বৎসরের মধ্যে সকল ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, পরিবহন ব্যবস্থা ও খনি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল। রাষ্ট্রায়ত্ত করণের এই নীতি কিন্তু বিনা বাধায় চলিতে পারে নাই। সরকার ভূমি সংক্রান্ত যে নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন তাহাতে কৃষকশ্রেণী নিরুৎসাহ হইতেছিল বলিয়া উৎপাদন হ্রাস পাইতেছিল। দেশের শিল্পোন্নতির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যথা যন্ত্রপাতি, রেল ইত্যাদি রুশ সরকার বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন। সাম্যবাদের বাস্তব পরীক্ষায় সেই কারণে সরকার কিছুটা আপোষমূলক পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; "নূতন অর্থনৈতিক নীতি" (New Economic policy) গ্রহণের দ্বারা কৃষকদিগকে উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয় করিবার অধিকার প্রদান করা হইল এবং ছোট খাটো ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মুনাফা গ্রহণেরও অধিকার প্রদান করা হইল। ১৯২৮ সাল হইতে রুশ সরকার গুরুতর পরিকল্পনার যুগ শুরু করিলেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের দ্বারা ব্যাপক শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হয়। কৃষকগণ এই যৌথ কৃষি ব্যবস্থার প্রবল বিরোধিতা করিয়াছিল। অবশেষে আপোষমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল—মালিকানা হইবে ব্যক্তিগত কিন্তু চাষ হইবে যৌথ। ১৯৩৩ সালে একটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল—ইহার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র পরিধির যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ।

রাশিয়ায় সাম্যবাদী পরীক্ষায় জনগণের সকলের মধ্যেই উপার্জনের সমতা আসে নাই। "প্রত্যেকের নিকট হইতেই তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ আদায় করা হইবে এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনধারণের

সামগ্রী দেওয়া হইবে"—এই নীতি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় নাই। উপার্জনেব পার্থক্য বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু উপার্জনের পার্থক্য ব্যক্তিগত গুণাবলী ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে, পৈতৃক সম্পত্তির দ্বারা অথবা খাজনা আদায় করিয়া বা সুদে টাকা খাটাইয়া ধনী হইবার সুযোগ কাহারও নাই।

Deviation from Marxian Socialism.

খাঁটি মার্ক্সবাদ এর মধ্যে সমাজতন্ত্রের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, রাশিয়ার সাম্যবাদ তাহা হইতে কিছুটা স্বতন্ত্ররূপ ধারণ কবিয়াছে।

প্রথমতঃ, মার্ক্সীয় মতবাদ মনে কবে যে রাষ্ট্রেব অবসান ঘটাই চূড়ান্ত লক্ষ্য ; শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টি হইলেই রাষ্ট্রের অবসান হইবে কারণ রাষ্ট্র হইল শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করিবার যন্ত্র। বাশিয়ায় কিন্তু রাষ্ট্রেব অবসান ঘটিবার কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং রাষ্ট্র ক্রমশঃই অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, মার্ক্সীয় দর্শনে ব্যক্তিগত সম্পত্তিব সম্পূর্ণ উচ্ছেদ একটি মৌলিক বিষয়। বাশিয়ায় নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকৃত।

তৃতীয়তঃ, মার্ক্সবাদ হইল আন্তর্জাতিক ; শ্রমিকশ্রেণীকে রাষ্ট্রীয় সীমানার দ্বারা বিভক্ত কবণেব নীতি ইহা অস্বীকাব করে। ইহা জাতীয়তা-বাদের বিরোধী। কিন্তু রাশিয়ায় জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণা অত্যন্ত শক্তিশালী।

— —

B. A. Questions (3 Year Degree Course)

1962

ECONOMICS (PASS)

SECOND PAPER

1. Explain the quantity theory of money and point out its inadequacies. [পৃষ্ঠা ১-৬]

2. Do banks manufacture the deposits they hold ? Discuss your answer with proper illustrations. [পৃষ্ঠা ৮৬-৯০]

3. Inflation is unjust and deflation is harmful ; of the two, deflation is worse. Do you agree with this statement ? Give reasons for your answer. [পৃষ্ঠা ৬৭]

4. What is meant by the bank-rate ? Show how a change in the bank rate may influence the purchasing power of money. [পৃষ্ঠা ১০৫]

5. How far would you agree with the view that the factors governing international trade are the same as those governing domestic trade ? [পৃষ্ঠা ১৫৭]

6. Discuss the grounds on which a country may be justified in placing restrictions on the freedom of international trade. [পৃষ্ঠা ১৭১]

7. Explain how the rate of exchange between two currencies is determined. [পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৯]

8. Distinguish between the shifting and the incidence of a tax, and state the factors which determine the incidence of a tax. [পৃষ্ঠা ২০৬-১০]

9. When is borrowing by the Government justified ? [পৃষ্ঠা ২২২]

10. Discuss briefly the effects upon the national income of a country of any two of the following :—

(a) An increase in private investment expenditure ; [পৃষ্ঠা ১২৪]

(b) A rise in the desire to save ; [পৃষ্ঠা ১২৫]

(c) An increase in taxes levied by the Government. [পৃষ্ঠা ১২৬]

1963

ECONOMICS (PASS)

SECOND PAPER

1. Describe the different methods that have been followed for regulating the issue of paper currency notes. Which of these do you consider to be the best, and why ? [পৃষ্ঠা ৪৯-৫২]

2. How would you define inflation ? Distinguish between (a) pure inflation and partial inflation, and (b) open inflation and suppressed inflation. [পৃষ্ঠা ৫৯-৬৩]

3. Explain the difficulties involved in trying to measure changes in the general level of prices ? [পৃষ্ঠা ২৩-২৫]

4. How do the central banks control the lending policies of commercial banks ? [পৃষ্ঠা ১০২-১০৫]

5. Explain what is meant by the law of comparative costs with suitable illustrations. [পৃষ্ঠা ১৬০-৬২]

6. Describe the purchasing power parity theory. Does it provide an adequate explanation of the factors determining the rate of exchange between two currencies ? [পৃষ্ঠা ১৭৮-৮১]

7. What is meant by the "trade cycle" ? Describe carefully the different phases of a trade cycle. [পৃষ্ঠা ১২৭-৩০]

8. Explain what is meant by the statement that savings are always equal to investment. [পৃষ্ঠা ১৯-২০]

9. State the different ways in which fiscal policy may be used to control cyclical fluctuations. [পৃষ্ঠা ১৩৮-৪১]

10. Describe the factors that determine the level of employment in a country. [পৃষ্ঠা ১৪৩-৪৬]